সাহিত্য-সংবাদ

১। বাখরগঞ্জের জমীদার ৺রোহিণীকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় জীবদ্দশায় বহুপরিশ্রম করিয়া একখানি সুবৃহৎ "বাকলার ইতিহাস" প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়-চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সযত্নলিখিত ইতিহাসখানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। মুদ্রণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিবেন।

২। বিশ্বকোষ-সম্পাদক, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষের একটি হিন্দী-সংস্করণ বাহির করিতেছেন। সম্প্রতি ইহার প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালা বিশ্বকোষের পরিশিষ্টও শীঘ্রই বাহির হইবে। এই পরিশিষ্ট-প্রকাশের জন্য নগেন্দ্রবাবু বিপুল আয়োজন করিতেছেন।

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" 'কায়স্থ-খণ্ড' অতি-সত্বরই প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থে বঙ্গদেশের অনেক ঐতিহাসিক-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

৪। সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়ের 'পর্ণপুট' নামে একখানি নূতন কবিতাপুস্তক শীঘ্রই বাহির হইবে।

৫। সুকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের আবার একখানি নূতন কবিতাপুস্তক বাহির হইয়াছে। তাঁহার নবপ্রকাশিত পুস্তকের নাম—"একতারা"।

৬। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়,অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্ন-তত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের "সমসাময়িক ভারতের" ৫০ খানি গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। সমসাময়িক ভারতের তৃতীয়-খণ্ড একখানি বহুপ্রাচীন মানচিত্রের প্রতিলিপি, দুইখানি হাফ্‌টোন্ ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক-মহাশয়ের সচিত্র গ্রন্থ "ইংরেজের কথা" ও "অর্থনীতি" হিন্দীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। "ইংরেজের কথা" বিহারের ছোটলাট মহোদয়, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব-লাট স্যর উইলিয়ম ডিউক ও মান্যবর লায়ন্স্ ও লিমিসেরিওরর্ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করাতে, উহার ইংরেজি সংস্করণ বিলাতে ছাপা হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

৭। 'HOME UNIVERSITY LIBRARY SERIES'এর অন্তর্গত "The MAKING of the EARTH" নামক পুস্তক অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-লেখককে,চৈতন্য-লাইব্রেরির কর্ত্তৃপক্ষ "বিশ্বম্ভর সেন পারিতোষিক" হিসাবে একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধ, হইয়া যেন ডিমাই বার পেজি, স্মল পাইকা অক্ষরের ন্যূনা পৃষ্ঠা হয়। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, 'চৈতন্য লাই সম্পাদক, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধ হইবে।

৮। রাজসাহী-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" শীর্ষক বিবিধ মাসিক-পত্রে আজ ৪।৫ বৎসর যাবৎ বাহির হইতেছে, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "আয়ুর্ব্বেদ রসায়ন" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে।—উহার ছাপাও হইয়াছে।

অধ্যাপক-নিয়োগীর "বৈজ্ঞানিক জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী এক বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইতেছে। উহাতে ফ্যারাডে প্রভৃতি বিদেশীয়, ও সুশ্রুত, বরাহমিহির প্রভৃতি প্রাচী বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়া পুস্তকাকারে হইতেছে।—এই পুস্তকখানিও যন্ত্রস্থ।

তাঁহার Humourous প্রবন্ধগুলি, যাহা নানা মাসিক প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—সেগুলি "হুকান" নাম দিয়া কারে ছাপা হইতেছে।

৯। এবার পাবনা জেলায় শিবচতুর্দ্দশীর ছুটীতে উত্তর-ব সম্মিলনের আয়োজন হইতেছে। নাটোরের মহারাজা রায়-এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১০। ঈষ্টারের ছুটির সময় কলিকাতা টাউনহলে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয় এই সম্মিলনের সাধারণ-সভাপতি হইবে সম্মিলনে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য এই চারি থাকিবে। বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি হইবেন—শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী ; দর্শন-বিভাগের সভাপতি হইবেন—শ্রীযুক্ত ডাক্তার শীল ; ইতিহাস-বিভাগের সভাপতি—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার এবং সাহিত্য-বিভাগের সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় হরপ্র তর্করত্ন।

১১। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা "প্রবাসী" যেসকল প্রবন্ধ "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছে, সেগু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।—তাঁহার "কুম্ভ-মেলা" ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বাহির হইবে।—মনোরঞ্জন বা পুস্তক—"মনোরমার জীবন-চিত্র" নামক একখানি জীবনী

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
201, Cornwallis Street,
CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
The Emerald Ptg. Works
12, Simla Street, Cal

প্রথম বর্ষ | বৈশাখ ১৩২১ | দ্বিতীয় খণ্ড ৫ম সংখ্যা

ব্রাহ্মণ

হে ব্রাহ্মণ ! ভারতের প্রাণময় পুরুষ-প্রধান !
মোহ-নিদ্রা পরিহরি—ধরি' কণ্ঠে মহাস্তোত্র-গান
জাগৃহি—জাগৃহি, দেব !—ভারতের জড়স্তূপ মাঝে,
প্রাণের পুলকাবেগ বিতর এ মানব-সমাজে !
লক্ষ পদ্মকর তুলি'—ঊর্দ্ধমুখে করহ বন্দনা ;
দূরে যাক্ ভারতের ললাটের কলঙ্ক-লাঞ্ছনা।
ত্যাগের বিমলাদর্শে মুছে দিয়ে ভোগের কালিমা,
নীরবে ফুটায়ে তোল যোগের সে শান্ত মধুরিমা।
হেমময় প্রাচীমূলে অর্দ্ধোদিত-আদিত্যমণ্ডল
কনককিরণ বর্ষে—উদ্ভাসিত করি' জলস্থল ;
শ্বেতবাসা দিগ্বালার কুহেলীর কৌষেয়-গুণ্ঠন
কবোষ্ণ পরশে যথা ধীরে ধীরে করি'ছে লুণ্ঠন,—
তেমতি তোমরা, দেব ! অনলস করি' জনে জনে,
ঘুচাও মালিন্য মোহ প্রীতিপূর্ণ নবীন স্পন্দনে।

আবার বৈদিক-মন্ত্র ব্যাপ্ত হোক্ গগনে পবনে,—
গম্ভীরে বাজুক্ শঙ্খ পুণ্যময় ভবনে ভবনে ;—
পুনঃ হেরি' বনপথে বিপ্র-শিশু গায়ি' সামগান,
সমিধসম্ভার বহি'—গৃহপানে করি'ছে প্রয়াণ।
হোমধেনু-দোহনের সুমধুর মৃদুমন্দধ্বনি,—
কুসুমচয়নাসক্তা ঋষিবালা—সারল্যের খনি,—
চন্দন-চর্চ্চিত-ভাল দ্বিজ-শিশু পাঠে রত মন,—
সরিৎসরসীনীরে ব্রাহ্মণের নীরব তর্পণ,—
নীবারকণিকালব্ধ আনন্দের কলগুঞ্জরব,—
যজ্ঞীয় ধূমের সেই সুপবিত্র স্বর্গীয় সৌরভ,—
অতীত কালের কোন মায়াময়-গুপ্তকোষ খুলি'
সঞ্জীবিত কর, দেব! সে যুগের লুপ্ত দিনগুলি!
বিলাসবাসনাদিগ্ধ এ দেশের নরনারীদলে,
নির্ভরে সঁপিয়া দাও গায়ত্রীর পুণ্য পদতলে।

বিশ্বমানবের মাল্যে মধ্যমণি তোমরা ব্রাহ্মণ!
তোমরা অপাপবিদ্ধ,—ভক্তিময়ী শক্তির নন্দন!
তোমাদেরি মন্ত্রবলে ভর্গদেব স্বর্গ পরিহরি,
নে'মেছিল ভারতের তৃণাস্তীর্ণ মৃত্তিকা উপরি!
দুর্জ্ঞে'য় সে-সৃষ্টিতত্ত্ব যোগবলে করি' উদ্‌ঘাটন,
তোমরাই চেয়েছিলে করিবারে নবীন-সৃজন!
দেখাও সে মহাবিদ্যা,—ভারতের হে গুরু শিক্ষক!
এ কনকভূমি হ'তে তুলে' ফেল ঈর্ষার কণ্টক!—
শিখাও সে ঋষিদের স্বার্থত্যাগ পরহিতব্রতে,—
ব্যাসের বিচিত্রজ্ঞান,—বশিষ্ঠের শিষ্টতা ভারতে।
ধনুষ্পাণিদ্রোণের সে অতুলন শরক্ষেপলীলা,—
পরশুরামের তেজ,—চৈতন্যের ভক্তি অনাবিলা,—
শুকচরিত্রের সেই সর্ব্বরিক্ত বৈরাগ্য মহান,—
আবার এ দীনদেশে, হে ভূদেব! করহ প্রদান!

শ্রীকামিনীকান্ত নিয়োগী

সৌন্দর্য্যের স্বরূপ

"সত্যং শিবং সুন্দরম্
সচ্চিদানন্দমদ্বৈতম্"

...বন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যানুভূতির ...কতা কি? আত্মরক্ষার জন্য শোভন সামগ্রীর ...নীয়তা একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না। আর এই ...রক্ষা-তত্ত্বটি নিখিল-বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। ...উদ্ভিদ্ ও চেতন—সর্ব্বত্রই এই মূল তত্ত্বটি অব্যাহতরূপে ...করিতেছে। ইহার ক্রিয়ার মধ্যে সৌন্দর্য্য বা শোভার ...নাই। জীবন-সংগ্রামে হয়ত যাহা সুন্দর, যাহা শোভন, ...ক্রমে তাহাও বিনষ্ট হইতেছে; আবার যাহা কুৎসিত ...আকার তাহা টিকিয়া যাইতেছে। অপর যে তত্ত্বটিকে ...নিকগণ সমস্ত নিসর্গব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন— 'বংশ ও সন্ততিরক্ষা' তাহাতেও সৌন্দর্য্যানুভূতির স্থান আছে কি না, তাহাও কথঞ্চিৎ আলোচনা ...ক্।

...নেক পণ্ডিতের মতে—যে 'যৌন-নির্ব্বাচন'-ভিত্তির ... এই বংশরক্ষা-তত্ত্বটি স্থাপিত, তাহাতে শোভানু-...তার স্থান বা প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে ... পণ্ডিতবর ডারউইনের মতে উদ্ভিদে ও চেতনে, ...নির্ব্বাচন প্রথা ('Sexual selection'এর) ...ণ অবিসংবাদী। উদ্ভিদে নব কিশলয় ও পুষ্পের ...পত্র-পুষ্প ও ফলের হৃদয়োন্মাদক সুগন্ধ—এই ...নির্ব্বাচনের একটি প্রধানতম উপায়। আর জীব-...সৌন্দর্য্যের ও সৌন্দর্য্যানুভূতির মূলেও সেই ...নির্ব্বাচন। বিহগের মধুরকাকলী ও সঙ্গীত-ধারা, ...মনোমোহন নৃত্য-ভঙ্গী, অঙ্গের লাবণ্য, পুচ্ছ ও ... বিচিত্র বর্ণ-শোভা—এ সকলই যৌন-নির্ব্বাচন ...ন-আকাঙ্ক্ষার ফল। নিম্নজাতীয় পশু হইতে ...মানবের মধ্যেও শোভা ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ-...তত্ত্ব-প্রসূত। ইহা হইতেই সর্ব্ববিধ ললিত কলা ও সুকুমার শিল্পের উৎপত্তি; স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, নৃত্য ও নাট্যকলা, সঙ্গীত ও কবিত্বের জন্ম।

বিবর্ত্তনবাদীদিগের মতে সৌন্দর্য্য ও সুকুমার শিল্পের অভিব্যক্তি ও বিকাশের ইহাই ক্রম। বিবর্ত্তনবাদী দার্শনিকপ্রবর হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ললিতকলাসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি অভিনব মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে—শিশুর ক্রীড়াশীলতাই বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে ললিত কলানুশীলনে পরিণত হইয়াছে। জীবন ধারণ ও রক্ষণের জন্য মানুষের যতটুকু শক্তি বা ক্ষমতার ('Energy'র) প্রয়োজন, তদপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতা মানুষের আছে। সেই অতিরিক্ত শক্তি, প্রায়শঃই ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যয়িত হয় এবং তাহা হইতেই ললিত কলা জন্মলাভ করে। পণ্ডিতবরের এই মত গ্রহণ করিয়া, আমরা সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের ('Aesthetics'এর) কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি কিনা, আপনারা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি যাঁহারা সমর্থন করেন বা সমর্থন করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও আলোচনার ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বটে। অপর দিকে যাঁহারা চৈতন্য হইতে এই নিখিল বিশ্বের ক্রম-বিকাশ বা বিবর্ত্তন দেখাইতে অভিলাষী, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অন্যপ্রকারের। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র হইতে যে বিপুল বিবর্ত্তন-বাদ সংসিদ্ধ হইয়াছে সেই মূল-সূত্রে বা সূত্র-লক্ষ্যীকৃত পদার্থেই তাহাদের সমুদয় তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসার মীমাংসা। যাঁহা হইতে এ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, তাঁহাতে যাহা নাই, বিশ্বে কুত্রাপি তাহা সম্ভব হয় না। সৌন্দর্য্য—পদার্থের গুণই হোক্, আর উপভোক্তার মানস ভাবই হোক্, অবশ্যই তাহা সেই আদি ও মূল পদার্থে বিরাজমান।

"সচ্চিদানন্দমদ্বৈতম্"!—সেই অদ্বৈত পদার্থ সচ্চিদানন্দময়। সৎ ও চিতের আলোচনা আমাদের এ প্রবন্ধের বিষয় নহে; তথাপি

পরোক্ষভাবে তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। সেই ব্রহ্ম পদার্থ '**সৎ**' অর্থাৎ আছেন ; তাঁহা হইতেই এ অখিল জগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। 'অহং'-জ্ঞান যেমন আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ, তাহার এই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম-পদার্থও তেমনি আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। এ সম্পর্কে, যুক্তি ও তর্কের অবতারণা অনাবশ্যক। তাহা আবার '**চিৎ**' চিন্ময় বা চৈতন্যময়। এই স্বরূপটিও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ ; কারণ, অচেতনের পক্ষে ঈদৃশী আলোচনা আদৌ সম্ভবপর নহে।

তৎপরে সেই অদ্বৈত ব্রহ্মপদার্থই '**আনন্দম্**', তিনিই আনন্দময়। এই আনন্দ-স্বরূপটিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সৌন্দর্য্য-প্রহেলিকার সমাধান হয়, এবং এ তত্ত্বটি সুমীমাংসিত হইয়া যায়। কিন্তু আনন্দ-স্বরূপটিকে উপলব্ধি করা তত সহজ নহে ; আর, সেই আনন্দ যে কি, তাহাও বুঝিয়া উঠা নিতান্তই কঠিন। অনেক সময়ে এই আনন্দকে আমরা দৈহিক ও মানসিক সুখানুভূতির সহিত মিশাইয়া ফেলি, এবং তাহাকে দেহজ বা মানস সুখানুভূতি বলিয়াই মনে করি। কিন্তু, আমার বোধ হয়, আনন্দ কেবল তাহাই নয়,—উহার অনেক ঊর্দ্ধে। আনন্দ উপভোগেরই সামগ্রী বটে।—তবে কি, ব্রহ্ম-পদার্থে আমরা এই স্বরূপটির আরোপ করিয়া তাঁহার 'ভোক্তৃত্ব' পরিকল্পনা করিতেছি ? এবং তাহাতে কি, নির্গুণকে সগুণ করিতেছি না ? নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, নির্গুণ, অসম্পৃক্ত, স্বাক্ষাস্বরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যকে এভাবে কি ভোগায়তন—দেহীর গুণবিশিষ্ট করিয়া তোলা হয় না ? আমার মতে, তাহা নহে। ব্রহ্ম-পদার্থ যদি শুধু সচ্চিদাত্মক হইতেন এবং আনন্দ-ঘন বা আনন্দময় না হইতেন—তবে "জন্মাদ্যস্যযতঃ" এই সূত্রের কোন অর্থই থাকিত না, জন্ম, জীবন ও মৃত্যু একেবারেই প্রহেলিকা থাকিয়া যাইত,—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কোন বিশদ ব্যাখ্যাই সম্ভবপর হইত না। এই আনন্দস্বরূপ হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। তিনি আনন্দ-ঘন ও আনন্দময় বলিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস ; বিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন ; প্রকাশ, বিকাশ ও বিনাশ।

"আনন্দো ব্রহ্মেতিব্যজ্ঞনাৎ, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

বাস্তবিক এই দার্শনিক আলোচনা দ্বারা আ[illegible]
আমাদের প্রস্তাবিত, আলোচ্য বিষয় হইতে দূরে স[illegible]
পড়িতেছি ; এবং অনেকে ইহাও মনে করিবেন যে, [illegible]
জটিল ও গূঢ় তত্ত্বের সমাধান কোন দর্শনেই করিয়া উঠ[illegible]
পারে নাই, তাহার অবতারণা দ্বারা বক্ষ্যমাণ বিষ[illegible]
জটিলতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

কিন্তু যখন আমি বিবেচনা করি যে, প্রাচ্য দর্[illegible]
মতে 'সৌন্দর্য্য-তত্ত্বে'র মূল এই স্থানে তখন এই আ[illegible]
আলোচনা অনিবার্য্য এবং আমার ধৃষ্টতাও মার্জ্জনী[illegible]
কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

"তাঁহার আনন্দ-ধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে,
এস সব নর-নারী আপন হৃদয় ল'য়ে !
* * *
সে পুণ্য নির্ঝর-স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃত-ধারা পূরিয়া হৃদয়-প্রাণ !"

আমরা বাস্তবিকই সেই আনন্দ-ঘনের আনন্দ[illegible]
অভিষিক্ত বলিয়া, তাঁহার আনন্দ-ধারার কণামাত্র [illegible]
করিতে সমর্থ বলিয়াই, নিত্য সৌন্দর্য্যের উপাসক, সৌ[illegible]
উপভোগক্ষম, এবং সুন্দরকে কেবল সন্ধান করিয়া [illegible]
সেই আনন্দের অভিব্যক্তি সৌন্দর্য্য,—অথবা আ[illegible]
সৌন্দর্য্যোপভোগ। এই তত্ত্বটি যে পাশ্চাত্য দার্শ[illegible]
উপলব্ধ করিতে পারেন নাই তাহা নহে। তাঁ[illegible]
"The true, The good, The beautiful"—সত্য[illegible]
ও সুন্দরের ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইতে সকলকে [illegible]
করিয়াছেন। (এই সূত্র অবলম্বন করিয়া অনেক [illegible]
ব্যক্তি—যাহা সত্য তাহাই শিব, এবং যাহা শিব [illegible]
সুন্দর বলিয়া, সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁ[illegible]
মতে যাহা অসত্য,—যাহা অশিব বা অমঙ্গল-প্রদ[illegible]
কখনও সুন্দর হইতে পারে না।

ব্রহ্মের সৎস্বরূপ জগতে অভিব্যক্ত, এবং [illegible]
জড়-বিজ্ঞানের আলোচ্য ও উদ্দিষ্ট ; চিৎস্বরূপ গী[illegible]
মনে প্রতিবিম্বিত, সুতরাং সেটি মনোবিজ্ঞানের বিষ[illegible]
আর, তাহার আনন্দস্বরূপ তদূর্দ্ধ—অধ্যাত্ম-বি[illegible]
বিবেচ্য।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো [illegible]
সিতব্যঃ।"—শ্রুতিঃ। যাঁহারা অধ্যাত্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন [illegible]

[illegible] সৌন্দর্য্য-বোধ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইতে

[illegible]ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোম্নি প্রতিষ্ঠিতা।"
[illegible]কই ললিতকলা ও সুকুমার শিল্পসমূহের
[illegible] আলোচনা করিতে গেলেও দেখিতে পাই যে,
[illegible]তেই তাহাদের জন্ম ; মন্দির-নির্ম্মাণে স্থাপত্য,
[illegible]-গঠনে ভাস্কর্য্য, দেব-মন্দির ও দেব-সান্নিধ্যে
[illegible]পলক্ষে নৃত্য কলা, দেব-লীলা স্ফুটীকরণে
[illegible] দেব-চিত্র চিত্রণে চিত্র-শিল্প, দেব-মহিমা কীর্ত্তনে
[illegible] এবং দেব-মহিমা ছন্দে গ্রন্থনে কাব্য জন্ম লাভ
[illegible]। একথাটি আমার মনঃকল্পিত নহে,—বোধ
[illegible]হাসও এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিবে। প্রাচীন
[illegible]মূহের গ্রন্থন, নাম-গান, ভারতীয়, মিশরদেশীয়,
[illegible]নিয়া ও গ্রীকদেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য ; এবং
[illegible] প্রাচীন চিত্রাদি উল্লিখিত বাক্যের সমর্থন করে।
[illegible]রা বিশেষজ্ঞ ও সুকুমার শিল্পের ধারাবাহিক
[illegible] পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় এই
[illegible] সমর্থক অভিমত দিয়াছেন। গ্রীক ও হিন্দু-
[illegible]কল সুকুমার শিল্পেরই এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী
[illegible]ছেন। হিন্দুদিগের বিশ্বকর্ম্মা হইতে বীণারঞ্জিত-
[illegible] ভারতী, এবং গ্রীকদিগের মিনার্ভা হইতে
[illegible] পর্য্যন্ত সকল দেবতাই জগতে ললিতকলার
[illegible] করিয়াছেন।
[illegible]-মনে সৌন্দর্য্যের যতটুকু ধারণা এবং মানবের
[illegible]আনন্দ-ঘনের যতটুকু আনন্দ বিরাজমান তাহাই
[illegible]রে, নানাআকারে, ললিতকলা-মুখে সুকুমার
[illegible]শিত হয়,—অন্তঃসৌন্দর্য্য বাহিরে প্রকট হয়।
[illegible]বিল সৌন্দর্য্যই ললিতকলার বিষয়। যাহা মলিন,
[illegible], যাহা কুৎসিত, যাহা জঘন্য, যাহা সর্ব্বতোভাবে
[illegible]ভাবাপন্ন, তাহা সুকুমার শিল্পে প্রতিভাত হয় না।
[illegible], যাহা মধুর, যাহা শান্ত, যাহা পবিত্র, যাহা
[illegible] ও যাহা দিব্য তাহাই মুখ্যতঃ ললিতকলার
[illegible]।

[illegible]ময়ের আনন্দ বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে বিকশিত। আর,
[illegible]র আনন্দের বহির্ব্বিকাশই সুকুমার শিল্প ও
[illegible]রস-বোধে ও ভোগেই আনন্দ ; তাই তাঁহাকে

রস-স্বরূপ বলা হইয়াছে। "রসো বৈ সঃ"। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের এই অন্তরঙ্গের বিষয় আলোচনা না করিয়া, অনেক পণ্ডিত নানাপ্রকারের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিবিধ মতের অবতারণা করিয়াছেন। কেহবা উদ্দেশ্য সাধনোপযোগিতাকেই সৌন্দর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—("Beauty is utility") কেহ বহুত্বে একত্বের—("Unity in variety")—বিশৃঙ্খলে শৃঙ্খলার সমাবেশকে—সৌন্দর্য্য বলিয়াছেন। কোন কোন মনস্বী, রমণীদেহের লাবণ্যকেই সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই!—বাগ্মিপ্রবর এড্‌মণ্ড বার্ক ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে—যে যে পদার্থ পূর্ব্বানুভূত আনন্দ ও সুখপ্রদ ভাবকে উদ্রিক্ত করিতে পারে তাহাই সুন্দর। লিও টল্‌ষ্টয়ের মতেও—ললিতকলাসমূহের উদ্দেশ্য, শিল্পীর অনুভূত ভাবসমূহ নানাউপায়ে অপরে সংক্রামিত করা।—"To transmit the feeling, one has experienced, to others by means of movements lines, colours, sounds or forms expressed in words, is the activity of Art." সৌন্দর্য্য সম্পর্কে এবংবিধ বহুমতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, সৌন্দর্য্য বস্তু বা পদার্থের কোন বিশেষ একটি গুণ নহে। বহুগুণের সমবায়ে মানব-মনে যে আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহাই আমাদের রসবোধ বা সৌন্দর্য্যানুভূতি, এবং সেই গুণসমষ্টিই বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য।

এইরূপ মিশ্র পদার্থের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশের প্রয়াস ব্যর্থ। তবে, সংক্ষেপতঃ সৌন্দর্য্যের কতকগুলি লক্ষণের আলোচনা করা যাইতে পারে। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে নয় কি দশ প্রকার রসের উল্লেখ দেখিতে পাই ;

"শৃঙ্গারবীরবীভৎসরৌদ্রহাস্যভয়ানকাঃ।
করুণাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ"॥
—ইতি রত্নকোষঃ।

আবার অন্য মতে—

"শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতহাস্যভয়ানকাঃ।
বীভৎসরৌদ্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসা দশ"॥
—ইতি নামনিধানম্।

ইহার মধ্যে সকল রসের উদ্রেকই যে ললিতকলার উদ্দেশ্য তাহা নহে। ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে বা ইন্দ্রিয়-পথে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জন্মিলেও সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সৌন্দর্য্যানুভূতির সহায়ক নহে। নিম্ন শ্রেণীর ইন্দ্রিয় দ্বারা যে রসানুভূতি হয় তাহাকে সৌন্দর্য্যানুভূতি বলা যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণ যেমন জ্ঞানলাভের দ্বারস্বরূপ তেমনই আবার বিশেষভাবে সৌন্দর্য্যবোধেরও সহায়ক। দর্শনীয় বস্তু কখনও এক জনের দৃষ্টিদ্বারা নিঃশেষ হয় না, শ্রবণীয় শব্দও কোন এক প্রাণীর শ্রবণ মাত্রেই বিলুপ্ত হইয়া যায় না। কিন্তু, একটি স্বাদু ফল সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য নহে, একটি সুখ-স্পর্শ সামগ্রীও সকলের স্পর্শনীয় নহে। সুতরাং, একটি সুমিষ্ট ফল, বা একটি কোমল পদার্থকে কেহ সুন্দর বলিবেন না।

সুকুমার শিল্পের সাহায্যে যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে, মুখ্যতঃ এই কএকটি লক্ষণ দেখিতে পাই।—

(১) আনন্দোৎপাদনই ললিতকলার প্রধান ফল ও উদ্দেশ্য; কিন্তু পানাহারের উদ্দেশ্য—বেদনা, পীড়া ও মৃত্যুকে দূরীকরণ,—আনন্দোৎপাদন নয়।

(২) যাহা কিছু অপ্রীতিকর তাহা একেবারেই সুকুমার শিল্প হইতে বর্জ্জিত হইবে।

(৩) ললিতকলা-সৃষ্ট সৌন্দর্য্য সকলেরই উপভোগ্য। ব্যক্তিবিশেষের সম্ভোগের জন্য নহে। এই লক্ষণটির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ললিতকলানুশীলনই যে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য, সহানুভূতি ও সামাজিকতা উদ্রেকের প্রধান উপায় তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অনেক লোভনীয় সামগ্রী উপভোগের জন্য পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও কলহের উদ্ভব হয়; কিন্তু তাজমহলের শোভা, অজন্তার চিত্রাবলী, দেখিয়া লক্ষ লক্ষ মানব মুগ্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে;—কালিদাসের 'শকুন্তলা' বিশ্ব-মানবের সমক্ষে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছে। এখানে হিংসা, দ্বেষ ও কলহ নাই। তজ্জন্যই ইহাকে সামাজিক ভাবোদ্দীপনের অত্যুৎকৃষ্ট উপায় মনে করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও মনস্বিগণ সুকুমার শিল্পের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বহু মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু, সাধারণতঃ সেই মতগুলিকে, দুই শ্রেণীতে [illegible] করা যায়। (১) বাস্তবের বা বস্তুতন্ত্রতার অনুসরণই [illegible] শ্রেণীর লক্ষ্য;—ইঁহারা বাস্তবাদর্শাবলম্বী (Realistic [illegible] শ্রেণীর উদ্দেশ্য—(২) ভাব-তন্ত্রতা বা কল্পনাতন্ত্রতা, [illegible] উপায়ে সুমহান্ ভাবের উদ্দীপনা। ইঁহারা কল্পনাদর্শ[illegible] —(Idealistic)। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়পথে বহির্জ্জগতের [illegible] টুকু মানবাত্মায় প্রসৃত বা আকৃষ্ট হইয়া আনন্দ [illegible] করিলে তাহাতেই আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি হয়; এ[illegible] অনুভূতির বহিঃ-প্রকাশ বা মানবাত্মার সৌন্দর্য[illegible] ললিতকলায় পরিস্ফুট। নিসর্গ-নিষ্ঠা থাকিলেও [illegible] বাস্তবের অনুসরণ করিতে গেলেও ললিতকলা-মু[illegible] যাহা তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে না;—কলাবিদের [illegible] অভ্যন্তরীণ আনন্দের 'ছাপ' তাহাতে রহিয়া যাইবে[illegible] তাহা না হইলে উহা শিল্প-পদবাচ্যই নহে। [illegible] কদাকার বা ঘৃণ্য তাহাও শিল্পীর আত্মার প্রতিভা[illegible] তাহার কথঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটিয়াই থাকে,—জড়ত্ব [illegible] বিদূরিত হইয়া আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হয়।

কথাটা এই—প্রকৃতির যে দ্রব্য বা বস্তু যে প্র[illegible] তাহার মানস-প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব সেই দ্রব[illegible] হইতে অনেক বিভিন্ন। সেই মানসী প্রতিকৃ[illegible] শিল্পী, স্বীয় শিল্পচাতুর্য্যে বাহিরে ফুটাইয়া তোলে[illegible] সেই শিল্প-সৃষ্ট পদার্থে আর বাস্তব পদার্থে অনেক [illegible] জন্মিয়া যায়। মানবাত্মার কটাহে, আনন্দের উত্তা[illegible] বা পদার্থের যে পচন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল তাহাতে [illegible] অনেক স্থূলাংশ পরিত্যাক্ত ও রূপান্তরিত হইয়া এ[illegible] ও সূক্ষ্ম রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। [illegible] তথা-কথিত এই বস্তুতন্ত্রতাও মুখ্যতঃ ভাব-তন্ত্রতা [illegible] তন্ত্রতা।

অপরদিকে যাহাকে আমরা ভাব-তন্ত্র [illegible] তাহাও সর্ব্বতোভাবে 'বস্তু'-নিরপেক্ষ নহে। [illegible] যতই নিরঙ্কুশ হউক না কেন, কল্পনা কখনই [illegible] সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন, বা অতিক্রম করিতে প[illegible] বিশেষতঃ শিল্পী-সৃষ্ট পদার্থের যখন জনগণের আন[illegible] একমাত্র উদ্দেশ্য তখন যেসৃষ্টি জনগণের [illegible] একেবারেই অতিক্রম করে তাহাতে আনন্দের [illegible] কি প্রকারে সম্ভব?

[illegible] কাল ও পাত্র,—শিক্ষা, দীক্ষা ও অবস্থাভেদে যে [illegible]দর্শ ও লক্ষ্যের প্রভেদ ও তারতম্য হইবে তাহাতে [illegible]চিত্র কি? শিল্প-কলার নিয়ম ও প্রণালী [illegible]ique) বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত [illegible] শিল্পীর স্বাধীনতা কিছুতেই খর্ব্ব হইতে [illegible] পৌষ সংখ্যার "প্রবাসী" পত্রে আমাদের [illegible] জগদ্বিখ্যাত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় [illegible]—"আমার সহযাত্রী বন্ধু ও শিষ্যবর্গকে এই [illegible]যে, শিল্প-শাস্ত্রের বচন ও শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তি-লক্ষণ ও [illegible] ও প্রমাণাদির বন্ধন অচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘনীয় [illegible]হারা যেন গ্রহণ না করেন অথবা নিজের শিল্প-[illegible]শাস্ত্র-প্রমাণের গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া [illegible] অমৃতস্পর্শ হইতে বঞ্চিত না হইয়া পড়েন। [illegible]তে শক্তি যতদিন না পাইয়াছি ততদিনই নীড়ও [illegible]ণ্ডি। গণ্ডির ভিতরে বসিয়াই গণ্ডি পার হইবার [illegible]দের লাভ করিতে হয়। তারপর একদিন বাঁধ [illegible]বাহির হইয়া পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা সম্পূর্ণ [illegible]। এটা মনে রাখা চাই যে, আগে শিল্পী ও [illegible]ষ্টি, পরে শিল্প-শাস্ত্র ও শাস্ত্রকার। শাস্ত্রের জন্য [illegible]শিল্পের জন্য শাস্ত্র।"

[illegible]চার্য্য অবনীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িলেই বঙ্গদেশের [illegible]সাপ্তাহিক পত্রসমূহে উদীয়মান শিল্পী ও তাঁহার [illegible]বর্গের শিল্প-চাতুর্য্যের যে সমালোচনা বাহির [illegible]ও হইতেছে তাহার একটু আলোচনা স্বতঃই [illegible]ইচ্ছা হয়। ভারতীয় শিল্পকলার যে নবযুগ-[illegible] পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক হাভেল্, চেটার্ট্ন্, [illegible]নোবেল্ প্রমুখ মনস্বিগণ ভক্তিভরে আবাহন [illegible] অস্মদ্দেশীয় অনেক সমালোচকের মতে সেই [illegible] ভারতীয় শিল্প-কলার অধঃপতনের সূচনা [illegible] আমরা মুখে যতই স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার [illegible] কেন, ইহা অবিসংবাদী যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা [illegible]মোহ আমরা কিছুতেই কাটাইতে পারিতেছি [illegible]মোহের আবরণ আমাদের গৃহ-সজ্জায়, বসনে [illegible] ও সাহিত্যে—সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান হইবে। [illegible]চিহ্ন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। [illegible]ত্য শিল্প ও সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের আদর্শ নাই বা থাকিলেও নিম্ন স্তরের?—আমি তাহা বলিতেছি না। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে আদর্শের যে বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে তাহারই ভিতরে জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতা। উচ্চশ্রেণীর শিল্প চিরকালই জাতীয়তার গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিয়া, সার্ব্বজনীনতা ও সার্ব্বভৌমিকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে; আর, ইহাও সত্য যে, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া শিল্প ও সাহিত্য যখন বিশ্বজনীন ও বিশ্বতোমুখী হইয়া উঠে তখনই তাহার চরম সার্থকতা। কিন্তু মানবাত্মা কখনও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই উধাও হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে না। হয়ত গীতার "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ" এই শ্লোকাংশেরও ইহাই মর্ম্ম। সে যাহাই হৌক্, ভারতের জাতীয় শিল্প ও সাহিত্য যে সনাতন জাতীয় বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে অতিক্রম করিয়া কখনও আর চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। সেই বিশেষত্বটুকু কি? ইহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, আধ্যাত্মিকতা, আন্তরিকতা বা অন্তর্মুখীনতাই সেই বিশেষত্ব। ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য বিশেষভাবে কল্পনাদর্শাবলম্বী ও ভাব-তন্ত্র (Idealistic).

কবিবর রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষত্ব প্রকৃষ্টরূপে পরিস্ফুট হওয়াতেই, আজ পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহার শিরে যশের মুকুট পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের বিরাট্ রাজ-সভায় বরণ করিয়া লইল। তাঁহার 'গীতাঞ্জলির' ভাব ও ভাষাকে কেহ কেহ বাইবেলের, কেহবা টমাস্ এ-কেম্পিসের আধ্যাত্মিক ভাব ও ভাষার সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু, বস্তুতঃ এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে, পাশ্চাত্য ভাব গ্রহনে, কি পাশ্চাত্য কবিতার ঝঙ্কারোৎপাদনে, রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ হয় নাই,—তাঁহার আত্ম-প্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি সেই সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায়, সেই উপনিষৎ ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভাব-প্রকাশে। পাশ্চাত্য জগৎ তাহাতেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া, কবিত্বের "নন্দন-কানন মাঝে, সুরগণ সদনে" তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুলির "লম্বা লম্বা, লতানে" আঙ্গুল, শীর্ণ-দেহ-যষ্টি প্রভৃতির প্রতি কতই ব্যঙ্গোক্তি ও বিদ্রূপবান্ বর্ষিত হইয়াছে; কিন্তু, তাঁহার

চিত্রিত 'অস্বাভাবিক' বা 'অবাস্তব' চিত্রগুলির মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল যে অপার্থিব সুষমা ও আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত, তাহাই শিল্পীর বিশেষত্ব, এবং তাহাই এই সকল অস্বাভাবিক ও অবাস্তব পশ্চাদ্ভূমিতে ('Background'এ) ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশেষত্বটুকুই হ্যাভেল্ ও চেটার্টনের ন্যায় বিশেষজ্ঞগণের নিকটে আদরণীয় রূপে গণ্য হইয়াছে। সে দিন বহুদূরে নয়,—যে দিন, আবার পাশ্চাত্য শিল্প-কলা-বিদ্গণও এই ভারত-শিল্পীর কণ্ঠে সাগ্রহে জগৎ-শিল্প-সভার বরমাল্য প্রদান করিবে।

দেখা যাইতেছে যে, আমাদের ধারণা ও স্মৃতির সুবিধার জন্য আমরা যত প্রকার শ্রেণিবিভাগই করিনা কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন একটি বিভাগ বা শ্রেণি অপর শ্রেণি ও বিভাগ-নিরপেক্ষ নহে। বিশ্বের সমস্তই এক সূত্রে গ্রথিত এবং বিশ্ব-যন্ত্র সমগ্রই একই সময়ে স্পন্দিত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। শিল্পে বাস্তবাদর্শানুগামী ও কল্পনা-দর্শানুসারীর মধ্যে বিভেদ অতি সামান্যই।

শিব-তন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার কথা ছাড়িয়া দিয়া, (বলা বাহুল্য যে, শয্যারচনা হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল কর্ম্মই এই চৌষট্টি কলার অন্তর্ভূত,) আমরা যদি প্রধান প্রধান ললিতকলাসমূহের আলোচনা করি, তাহাতেও মানব-মনের মুক্তিমার্গে উড্ডয়নের ইতিহাসই দেখিতে পাইব। অচৈতন্য, জড়ভাব হইতে ক্রমশঃ চৈতন্যে উপনীত হইলেই আত্মোপলব্ধি বা মুক্তি। শিল্প-কলাসমূহেই, জড়ের উপর চৈতন্যের, দেহের উপর দেহীর প্রভাব ও বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করে। এই খানেই জড় পদার্থকে মানবাত্মা আত্মানুরূপ করিয়া তোলে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, জড়-পদার্থনিচয়কে মানবাত্মার ব্যবহার ও উপভোগের উপযোগী করিয়া তোলাই শিল্পীর কার্য্য। শিল্পেই, জড় চৈতন্যের ভৃত্য, ও চৈতন্য জড়ের প্রভু।

ললিতকলার মধ্যে স্থাপত্যের স্থান সর্ব্বনিম্নে। ইহাতে জড়-পদার্থেরই আবশ্যকতা অধিক। আর, স্থপতির যে ভাব স্থাপত্য প্রকাশ করিতে চাহে তাহা অতি অসম্পূর্ণ রূপেই পরিস্ফুট হয়।

ভাস্কর্য্যের স্থান তদূর্দ্ধে। মর্ম্মর ও ধাতুর সাহায্যে আধ্যাত্মিক ভাব তত সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত করা যায় না।

চিত্র-কলা আধ্যাত্মিকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের উর্দ্ধে। ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য সর্ব্বথা জড়-পদার্থের আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহে; কিন্তু, চিত্র-শিল্প দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ—এই তিনের একটি ... করিয়া,—অর্থাৎ কেবল সমতল ক্ষেত্রেই ... করে।

তথাপি চিত্র-শিল্প, সঙ্গীতের ন্যায় আধ্যাত্মিক ... তাল, মান, লয় ও স্বর সহযোগে আত্মার বিভিন্ন ... প্রকাশ করাই সঙ্গীতের কার্য্য। ইহাতে জড়ের ... অতি সামান্য।

তদূর্দ্ধে কবিত্ব—ললিতকলানিচয়ের শিরোভূষণ ... সাহায্যে অধ্যাত্মজগতের সকল রস-সম্পৎ ... উপস্থিত করাই কবিত্বের লক্ষ্য ও কার্য্য। ... কবিত্বের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করার বৃথা প্রয়াসে ... আনন্দোৎপাদনই কবিতার লক্ষ্য। ভাব, ... ইত্যাদি সেই লক্ষ্য সাধনের উপায় মাত্র, এবং ... রেকেও যে কবিতা হইতে পারে তাহা সকলেই ... করেন। কারণ, আনন্দোদ্রেকেই—কাব্যকলার ... তার্থতা। জর্ম্মান্ দার্শনিক হেগেলের মতে ... চরমোৎকর্ষ নাট্যকলায় ('Dramatic Poetry') ... এই মত কতদূর সমীচীন তাহা কবি ও ... ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিবেন। তাঁহার মতে ... স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রের যুগ মহাকাব্যে ('E... ইহাই কবিত্বের শৈশব। ইহাতে শাব্দিকতা, ... বিস্ময়সূচক চিত্রের সমাবেশ দেখি,—শিশুর ... আর সঙ্গীত-কলার যুগ—গীতিকাব্যে। ... শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত হউক বা না-ই হৌক, ... করিতে হইবে যে, সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ... তিরোধান ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আজকাল ... 'Grand Epics'এর—মহাকাব্যের—উৎপত্তি ... করিতে পারেন না। কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস ... কলার বিষয় আলোচনা করিলেও যেন ... সমর্থিত হয়। 'রঘুবংশ' ও 'কুমার সম্ভব', 'মেঘদূত' ... সংহার', 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'শকুন্তলা'র বিষয় চিন্তা ... —সকলে দার্শনিকপ্রবরের মতই সমর্থন ... 'শকুন্তলা' যে কাব্যজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন তাহা ...

... ও কবিগণও সমর্থন করিয়াছেন। কালিদাস ... খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য ও নাট্যকাব্য রচনা করিয়া- ... কবিত্বের ইতিহাসের সর্ব্বযুগই তাঁহার কাব্যে ... তাঁহার কাব্যাবলীর মধ্যে "শকুন্তলা"র শ্রেষ্ঠত্ব ... এবং তাঁহার রচনাসমূহ আলোচনা করিলে ... মতই সমর্থিত হয়।

... জীবনেও সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে ..., যেমন সমাজ ও জাতির ইতিহাস পরিব্যক্ত হয়, ... জীব-জগতের ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি ... হইয়া পড়ে—একজন কবির কাব্য-জীবনেও সেই ... কাব্য-কলার বিবর্ত্তনের সোপানশ্রেণী দেখিতে ...

... র অনুকরণ বা অনুকরণই ললিতকলার কার্য্য ... অভিনব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই তাহার লক্ষ্য। অনুকরণ ... উপায় হইতে পারে; কিন্তু তাহাই উদ্দেশ্য ... নিষ্ঠা একেবারে অনুকরণ নহে। এস্থলে ... প্রাচ্য দার্শনিকের মত আপনাদিগকে উপহার ... —"The ideal without the real lacks ... the real without the ideal lacks pure ... Both need to unite; to join hands ... enter into alliance. In this way the ... work may be achieved. Thus beauty ... absolute idea and not a mere copy of ... nature." বাস্তব ছাড়িয়া কেবল কল্পনার ... ঠিক জীবনটা পাওয়া যাইবে না। উভয়ের ... আবশ্যক, এতদুভয় একত্র হইলেই যথার্থ বিশ্ব-... হয়। অপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ প্রকৃতি-চিত্রই সৌন্দর্য্য ... সৌন্দর্য্য সেই অনস্পৃক্ত ও নির্ব্বিকল্প ভাব। ... তে যাহা সুন্দর বলিয়া গণ্য হয় না, শিল্পকলার ... তাহাও সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ... প্রদেশস্থ বন্ধুর উপলখণ্ড পর্ব্বতারোহীর পক্ষে ... নতাগুল্মপাদপাদিবিরহিত প্রান্তর-দৃশ্য কখনও ... তিকর নহে; কিন্তু, চিত্রে পর্ব্বতীয় দৃশ্য ও ... কতই মনোমদ! ইহার কারণ—শিল্প-কলা ... পীড়া, বেদনা ও ক্লেশের স্মৃতি বিলুপ্ত ও ... হইয়া যায়। আর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে

যে, শিল্প-সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের সর্ব্বপ্রধান উপাদান—শিল্পীর আত্মার আনন্দ ও মহাভাব।

এতদুপলক্ষে একটি গল্প মনে পড়িতেছে।—বিশ্রুত-কীর্ত্তি চিত্রশিল্পী 'গুইদো'কে কোন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি যে আদর্শে তাঁহার অশেষ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি সেই আদর্শ দেখাইতে পারেন কি না। গুইদো তৎক্ষণাৎ তাঁহার এক দীর্ঘবপু কদাকার ভৃত্যকে ডাকিলেন, এবং তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন—'এই আমার আদর্শ!' ভদ্রলোক ত একেবারেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত! গুইদো তখন বলিলেন, "মহাশয়, সৌন্দর্য্য মানবাত্মা-সম্ভূত; সুতরাং বাহ্যাদর্শ যাহাই হউক, তাহা অবলম্বন করিয়াই সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইতে পারে। যে ছবিগুলি আঁকি, সেগুলি আমার মানসী-প্রতিমা মাত্র"।

যাহার হৃদয়ে সেই ভূমানন্দের কিয়দংশও অবভাসিত হইয়াছে, তিনিই এই জড়-প্রকৃতির প্রত্যেক অংশে সৌন্দর্য্য ও শোভা দেখিতে পাইবেন; আর যেস্থলে সে আনন্দের কণামাত্রও উপচিত হয় নাই, সেস্থলে সৌন্দর্য্যানুভূতিও নাই। অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে শোভানুভাবকতা ও শিল্পকলানুশীলনের বড় একটা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদ্বারা সৌন্দর্য্যের "আধ্যাত্মিক স্বরূপ"ই প্রকাশিত হইতেছে। শিল্পকলানুশীলন সুসভ্য জাতির পক্ষেই সম্ভব।

আমি যে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" বাক্যদ্বারা প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, মনীষী কুজেঁর গ্রন্থেও সেই ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছে;—"The true, the good and the beautiful are but forms of the Infinite; What then do we really love in truth, beauty and virtue? We love the Infinite Himself. The love of the Infinite substance is hidden under the love of its forms". সত্য, শিব ও সুন্দর,—এই অনন্তেরই বিভিন্ন প্রকৃতি মাত্র; সত্য, শিব, সুন্দরকে ভালবাসিয়া, আমরা এই অনন্তকেই ভালবাসিয়া থাকি। বিভিন্ন ভাবের ভালবাসার অভ্যন্তরে সেই অসীমের প্রতি প্রেমই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।

চন্দ্র

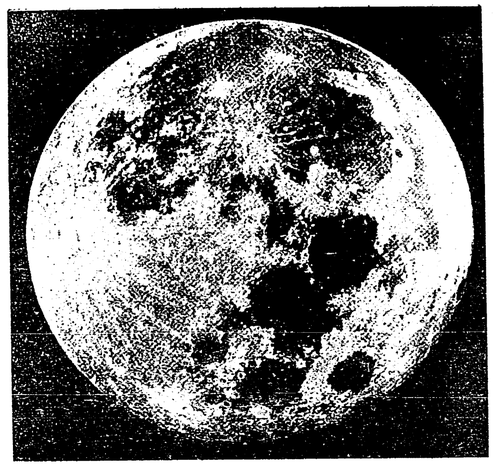

"গরল সহোদর, গুরুপত্নীহর,
রাহুবমন তনুকারা।
বিরহ হুতাশন, বারিদনাশন,
শীল গুণে শশী উজিয়ারা ॥"—বিদ্যাপতি।

চন্দ্র গরলের সহোদর। শাস্ত্রে আছে, সমুদ্রমন্থন-কালে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই সময়ে গরলও উঠিয়াছিল, সুতরাং চন্দ্র গরলের সহোদর ভ্রাতা। চন্দ্র, আপন গুরু, বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করিয়াছিলেন, ইহা পৌরাণিক কথা। রাহু নামক অসুরকর্ত্তৃক চন্দ্র গ্রস্ত হন, এবং কিছুকাল পরে রাহু তাঁহাকে মুখ হইতে বাহির করিয়া দেয়, এজন্য চন্দ্র রাহুর বমন। বিরহি-জনের পক্ষে চন্দ্র অগ্নির স্বরূপ, কেননা জ্যোৎস্নাময়ী নিশায় বিরহীর বড় যন্ত্রণা হয়। চন্দ্রের উদয়ে মেঘঝড় কাটিয়া আকাশ নির্ম্মল হয়, এজন্য চন্দ্র মেঘনাশী। চন্দ্রের এত দোষ, কিন্তু শীলতা-গুণে চন্দ্রের সকল দোষ নষ্ট হইয়াছে। কবিকুল আবার কুমুদ-পুষ্পের সঙ্গে চন্দ্রকে প্রণয় করিতে দেখেন। দক্ষপ্রজাপতির সপ্তবিংশতি কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করিয়াছেন। চন্দ্রের একটা খুব লম্বা বংশও বিদ্যমান আছে, চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবর্গের কথা কে না শুনিয়াছেন? চন্দ্রের একটি নাম শশাঙ্ক, কারণ শশকের আকৃতি চন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কথা ছাড়া "আকাশবুড়ী … কাটিতেছে"—"Man in the moon" প্রভৃতি বিদেশী কত গল্প, কত 'থিওরি', বহুকাল হইতেই … আছে। কোনও শাস্ত্রে "চন্দ্রলোক" নামে এক… কথা পাওয়া যায়।

চিত্রকরদিগের পক্ষে চন্দ্র বড় প্রিয়বস্তু। … চিত্রকর জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর চিত্র আঁকিয়াছেন। … নদী, অথবা সমুদ্রের, জলোপরি যখন চন্দ্র-কিরণ … থাকে, তখন কাহার না ভাল লাগে?

আমাদের যতকিছু ধর্ম্মকর্ম্ম, যোগযাগ, এসকল … অনুসারেই হইয়া থাকে। সেই তিথিনক্ষত্রসকল চ… লইয়া; সুতরাং চন্দ্র আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বেসর্ব্বা। … চালচলন দেখিয়াই আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম হইয়া… চন্দ্র নিত্যই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করেন; নিত্য… সজ্জায় শোভিত হইয়া শুক্লপক্ষের ষোলকলায় বর্দ্ধিত হইতে থাকেন; মেঘ অথবা আকাশমা… শোভা প্রতি রাত্রিকালেই নূতনভাব প্রকাশ করে। এই প্রকার বাবুয়ানা এবং ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই দক্ষপ্র… উঁহাকে সপ্তবিংশতি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কবিগণে আরও কত প্রকার উপাখ্যান রচনা করি… সেসকল উল্লিখিত করিয়া আমরা এই প্রব… করিতে ইচ্ছা করি না। যাহা উদ্ধৃত করিলাম … হইতেই বুঝা যায় যে, বহুপূর্ব্বকালের ঋষিগণ চন্দ্র… দেখিয়া ঐসকল গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গ্যালিলিওকর্ত্তৃক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কা… নিউটন্‌কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ের সকল তথ্য … হইলে, পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছিলেন যে, চন্দ্র এবং সূর্য্য … পৃথিবীর উপরিভাগের সমুদ্র এবং নদীসমূহে … ভাঁটা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। চন্দ্র পৃথিবীতে … এবং ভাঁটার কারণ-স্বরূপ ত বটেই,—তাহা ছাড়া … বর্ষা, প্রভৃতিও অনেকটা চন্দ্রাধীন।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, সমুদ্র-মন্থনকালে … হইতে চন্দ্র নির্গত হইয়াছিল। এই সমুদ্র-মন্থ…

চন্দ্রালোকের দৃশ্য।

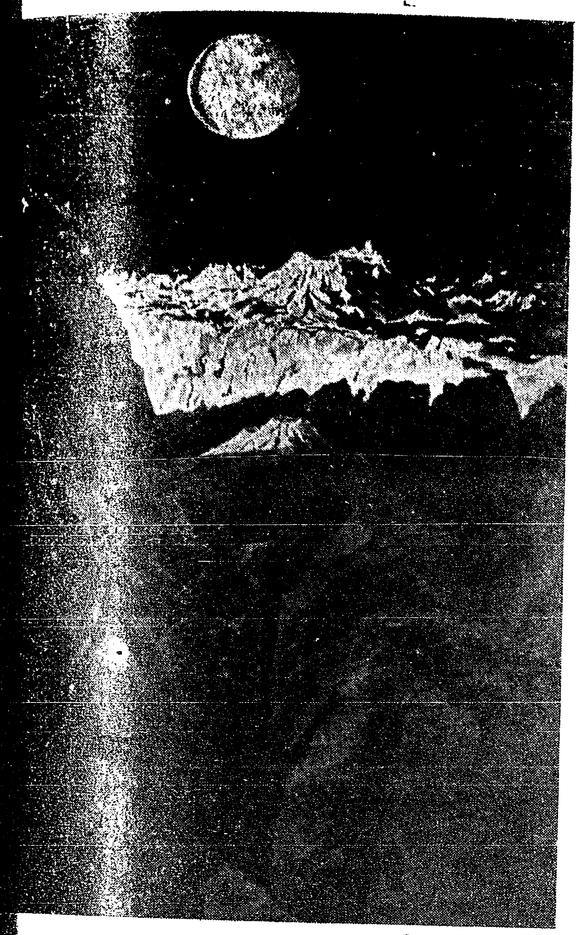

…তে ঐতিহাসিক সত্য কিছু আছে কি? … অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গণনা দ্বারা স্থির … যাহা এক্ষণে প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific … রিয়া উল্লিখিত, ঐ মহাসাগর হইতেই চন্দ্রোৎপত্তি … চন্দ্রের আকৃতি একটা উপগ্রহ, যদি প্রশান্ত … র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে উহা ভরাট হইয়া … হইতে এমেরিকা অবধি সমতল ভূমি হইবে। … কএকজন বৈজ্ঞানিক অনুমান করিয়াছেন, … কোনও প্রকার কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি … র্থিব একটা বিশাল ভূমিখণ্ড আকাশমার্গে … চন্দ্র হইয়াছে! কিন্তু ইহাতেও আমরা পৌরাণিক "সমুদ্র-মন্থন"টা বুঝিতে পারি না। পৌরাণিক সমুদ্র-মন্থনে সুমেরু (Axis of the Earth) মন্থান-দণ্ড, অনন্ত (Space) রজ্জু, কূর্ম্মরূপী নারায়ণ আধার, এবং দেবাসুর সকলে মিলিয়া মজুরি করিয়াছিলেন। এ রহস্যভেদ করিতে আমরা অক্ষম। তবে স্থূলতঃ আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যদি কোনও প্রকারে আমরা পার্থিব আহ্নিকগতিটাকে কতকটা থামাইতে পারি, অর্থাৎ যে কোনও কৌশলে হউক, পার্থিব অক্ষাবর্ত্ত বন্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে, প্রাকৃতিক একটা শক্তি-(Inertia) বশতঃ সমুদ্রের জলরাশি উচ্ছলিত হইয়া পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইতে পারে, এবং হয়ত, আরও দুই একটা চন্দ্রোৎপত্তিও হইতে পারে। বিখ্যাত গ্রীক্ বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, "আমাকে একটা আধার দাও, আমি তাহা হইলে এই পৃথিবীটাকে তুলিয়া ফেলিতে পারি।" * যাহা হউক, আমরা এক্ষণে পৌরাণিক কথার প্রসঙ্গ আর আবশ্যক বোধ করি না। এক্ষণে চন্দ্রের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

যে সময়ে চন্দ্র এই পৃথিবী হইতে নির্গত হইয়াছিল, সেই সময়ে পৃথিবী প্রায় সূর্য্যের মতই তেজোময়ী ছিল; চন্দ্রও সেই সময়ে পৃথিবীর মতই বহ্নিময় ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু আকৃতিতে পৃথিবীর অপেক্ষা চন্দ্র অনেক ছোট, সুতরাং শীঘ্রই উহা শীতল হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য অথবা জীব-দেহের সহিত পৃথিবীর অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। জীব-দেহের অন্তর্বর্ত্তী উত্তাপই তাহাদের প্রাণ-স্বরূপ, সেই দেহাভ্যন্তরস্থ উত্তাপ-বশতঃই তাহাদের দৈহিক সর্ব্বব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে। সেই রূপ, গ্রহ অথবা উপগ্রহ সকলের অন্তর্বর্ত্তী উত্তাপই তত্ত্ব

* Archimedes: 'Give me a fulcrum I shall lift the World."

গ্রহাদির প্রাণ-স্বরূপ। "ভর্গো দেবস্য ধীমহি"—এই বৈদিক মহাবাক্যদ্বারা ইহা বেশ নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদিক ঋষিগণ সেই পুরাতন কালেও একথা বেশ বুঝিতেন। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রও একথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। সূর্য্যদেবের প্রদীপ্ত তেজোরাশিই ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ-স্বরূপ, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু এই তেজঃ অথবা উত্তাপ চিরকাল এক প্রকার থাকে না। একটা লৌহপিণ্ড অগ্নিবৎ করিয়া রাখিয়া দাও, অল্পকাল মধ্যে তাহা জুড়াইয়া শীতল হইবে। ঐ প্রকার একটা একমণ লৌহপিণ্ড জুড়াইয়া শীতল হইতে যে সময় লাগে, একটা একসের লৌহপিণ্ড তাহার অপেক্ষা অল্পসময়েই শীতল হইয়া যাইবে। এই সামান্য উদাহরণদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চতুর্দ্দশলক্ষগুণ বৃহৎ, সুতরাং সূর্য্য জুড়াইয়া শীতল হইবার অনেক পূর্ব্বে পৃথিবী শীতল হইয়াছে। সেইমত, পৃথিবী চন্দ্র অপেক্ষা ত্রয়োদশগুণ বৃহৎ, একারণ পৃথিবীর উত্তাপ অপেক্ষাও চন্দ্রের উত্তাপ অধিকতর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রহ এবং উপগ্রহদিগের তরুণত্ব অথবা প্রবীণত্বের বিচার করিবার আবশ্যক হইলে, উহাদিগের উত্তাপেরই নির্ণয় করিতে হয়। এই হিসাবে আমাদের এই সৌরজগতে সূর্য্যদেবই সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ রহিয়াছেন। পৃথিবী সূর্য্যের অনেক পরে উৎপন্না হইলেও বর্ত্তমানকালে মধ্যবয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর, চন্দ্র পৃথিবীর অনেক পরে উৎপন্ন হইয়াও, বর্ত্তমানকালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

দূরবীক্ষণ দ্বারা এক্ষণে চন্দ্রের উপরিভাগ যেরূপ দেখা যায়, তাহা দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্রের উপরিভাগে জল অথবা বায়ুর কোনও চিহ্ন নাই; সেই জন্যই উহাতে মেঘ হয় না। অতএব, উহাতে পার্থিব জীবজন্তুগণের মত জলচর, ভূচর, অথবা খেচর কোনও প্রকার প্রাণীও নাই।

চন্দ্রে জল এবং বায়ু না থাকায়, ঐ উপগ্রহটির যে স্থানে সূর্য্যের আলোক পতিত হয়, অল্পকাল মধ্যে তাহা এপ্রকার ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, সেই উত্তাপে পার্থিব কোনও প্রাণী তিষ্ঠিতেই পারে না।

যেই সূর্য্যালোক সরিয়া রাত্রি হয়, অমনি অল্পকালমধ্যে এমন শৈত্য উপস্থিত হয় যে, আমাদের এই পার্থিব মেরু-প্রদেশস্থ নিদারুণ শীত, চন্দ্রলোকের রাত্রিকালীন অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কম।

রাত্রিকালের ভয়ঙ্কর শীত, দিবসের ভয়ঙ্কর এই দুইটি প্রাকৃতিক ব্যাপার অনুধাবনপূর্ব্বক বেশ পারা যায় যে, চন্দ্রলোকে পার্থিব জীবের মত কোনও অবস্থান সম্ভব নহে।

এক্ষণে চন্দ্রলোকের দৃশ্যও পৃথিবীর মত নাই। আছে, তাহাতে জল নাই; পূর্ব্বে নদনদী অবশ্যই তাহাতে এক্ষণে জলবিন্দুও নাই। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম কোনও প্রকার তৃণ পর্য্যন্ত নাই।

আকাশে বায়ু নাই, অদৃশ্য জলীয় বাষ্পও নাই, চন্দ্রলোক হইতে আকাশের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ দেখায়। সকল দিবারাত্রি উজ্জ্বল ভাবেই প্রকাশিত দূরবীক্ষণদ্বারা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া চন্দ্রলোকের সর্ব্বত্রই আগ্নেয়গিরি কল ধাতু-নিঃস্রব করিতেছে; এমন কি, ঐ সকল আগ্নেয়গিরির বিস্তৃতিও যন্ত্রদ্বারা পরিমিত হইতেছে। চন্দ্র উপরিভাগে কেবল বড় বড় পর্ব্বতশ্রেণী, আ পর্ব্বতের ভগ্ন-খণ্ড এবং জলবৃক্ষহীন মরুভূমিসকল পাওয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিলে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মেঘের লেশমাত্রও নাই। রাত্রি তারকা এবং গ্রহ সকল ঝিক্ মিক্ করিতেছে পৃথিবীতে সূর্য্য যে প্রকার সাম্য মূর্ত্তিতে উদিত হন, বায়ু এবং জলীয় বাষ্প না থাকায়, উদয়কালেই অতীব প্রচণ্ডমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বিশ্বময় এই বিশ্বমধ্যে কোথায় কি খেলা করি তাহার ইয়ত্তা মানুষে কি করিবে? তিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়াছেন, মানুষে তাহাই পাইয়াছে। মানু বুঝিতে পারে না, তাহা বিশ্বাস করে না। ছান্দোগ্য উপনিষৎ, পঞ্চম প্রপাঠক উদ্ধৃত করি দেখাইব যে, বৈদিক ঋষিগণ বুঝিতেন যে, চন্দ্র মত কামক্রোধাদির বশীভূত, হস্তপদবিশিষ্ট জীব চন্দ্র একটি 'লোক'; লোক অর্থে তদুপযুক্ত জীব আবাসস্থল।

"যে চেমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপইত্যুপাসতে,
তে অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি।
অর্চ্চিষোঽহঃ অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্।
আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙাদিত্য
এতি মাসাংস্তান্।
মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্।
সংবৎসরাদাদিত্যম্।
আদিত্যাচ্চন্দ্রমসম্।
চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্।
তৎপুরুষো অমানবঃ স এতান্ ব্রহ্মগময়তি।
এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি॥"

সকল অরণ্যবাসী, শ্রদ্ধা ও তপঃ-সমন্বিত হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের দেহত্যাগান্তর দীপ্তী দেবলোক-প্রাপ্তি হয়। পরে দিবা, উত্তরায়ণ, সংবৎসর, এবং মাস অতিক্রম করিয়া সূর্য্যালোক, এবং বিদ্যুল্লোক-প্রাপ্তি হয়। এই বিদ্যুল্লোক-হইলে, এক অমানব পুরুষকর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে তাঁহারা থাকেন; ইহাকেই দেবযান-পন্থা কহে।

—"অথ যে ইমেগ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে,
তে ধূমমভিসম্ভবন্তি।
ধূমাদ্রাত্রিম্ রাত্রেরপরপক্ষম্।
অপর পক্ষাৎ ষড়্দক্ষিণাদিত্য এতি মাসাংস্তান্।
নৈতে সংবৎসর মভিপ্রাপ্নুবন্তি।
মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্।
পিতৃলোকাদাকাশম্।
আকাশাচ্চন্দ্রমসম্॥ ইতি॥"

গ্রামে গৃহস্থভাবে থাকিয়া ইষ্ট (দেবসেবা ও পূর্ত্ত (জলাশয়াদি, সেতু, পথ, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ), এবং দানাদি কর্ম্ম করেন, তাঁহারা প্রথমতঃ প্রাপ্ত হইয়া রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন হইয়া প্রাপ্ত হন। পরে পিতৃলোক হইতে আকাশ, হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন।

পন্থায় চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোক প্রাপ্তি ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে।"—অর্থাৎ এই আবর্ত্তে আর আসিতে হয় না। ধূমাদি মার্গদ্বারা প্রাপ্তি হইলে, "অথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।"—আর এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঋষিগণ চন্দ্রলোকেই পিতৃগণের আবাসভূমি স্থির করিয়াছেন। পিতৃগণের দেহ আতিবাহিকী, অর্থাৎ Spiritual সেই প্রকার দেহে জল অথবা বায়ুর স্থূলতঃ আবশ্যক না হইতে পারে। এই কারণেই বোধ হয়, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণাদির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পিতৃলোকে গিয়াও সূক্ষ্ম-শরীরেও ক্ষুৎপিপাসা থাকে বলিয়াই, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণাদির প্রয়োজন, ঋষিরা এই প্রকার স্থির করিয়াই পৈত্রকর্ম্ম সকল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

ঐ সকল বেদবচনের দ্বারা কেবল এইমাত্র আমরা বুঝিতে পারি যে, দেবযান এবং পিতৃযান পন্থা দুইটি দুই প্রকার। প্রথমটি আলোকময়, অপরটি অন্ধকারময়। উভয় পথেই একবার চন্দ্রলোকে যাইতে হয়। ব্রহ্মোপাসক জ্যোতির্ম্ময় পথে চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুৎ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন; এবং ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা অন্ধকার পথে চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি হইলে, আকাশ অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রুতিমূলক দুই মার্গের কথাই বলিয়াছেন।—

"যত্রকালেত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তংকালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪॥
ধূমোরাত্রি স্তথাকৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥২৫॥
শুক্লকৃষ্ণে গতিহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬॥"

বাহুল্যভয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণের ঐ সকল উক্তির অনুবাদ আর দিলাম না। ফলতঃ ঐ সকল শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিরই অনুকূল।

এদেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যতই হইবে, আমরা ততই বেদাদিশাস্ত্রের গভীর মর্ম্ম সকল বুঝিতে পারিব,—সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানোন্নত হইয়া য়ুরোপীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-মাত্রেই যেন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান দ্বারা আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের সে প্রকার দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা নাই। "জ্ঞানং বিজ্ঞানসম্মতং"—বিজ্ঞান-সঙ্গত জ্ঞানই ঋষিদিগের লক্ষ্য ছিল, একারণ তাঁহারা চারি-

বেদেই বিজ্ঞানসম্মত কথারই অধিকতর আদর করিয়াছেন। অতএব, বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিলে, ভারতবাসী নাস্তিক হইবে না—আরও শ্রদ্ধাবান্ হইবে।

প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র এই পৃথিবীরই সম্পত্তি। পৃথিবী হইতে নির্গত হইয়া, উহা পৃথিবীর আকর্ষণেই অবস্থিত, এবং একমাসে একবার পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে। পৃথিবী ঐ একমাস মধ্যে রাশিচক্রের ৩০ অংশ অতিক্রম করিতেছে, চন্দ্রও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে সেই পথে ধাবমান হইতেছে। একারণ মহাকাশে (Space) চন্দ্রের পথ ঠিক ইস্ক্রুর, প্যাঁচের মত। এক মাসে চন্দ্র সেই ইস্ক্রুর এক প্যাঁচ ঘুরে। চন্দ্রের এই গতি সত্ত্বেও আরও একটা অঙ্গাবর্ত্ত আছে। সেকথা আমরা পরে বুঝাইব। চন্দ্রের গতি বুঝিতে দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের খুব আবশ্যক নাই।

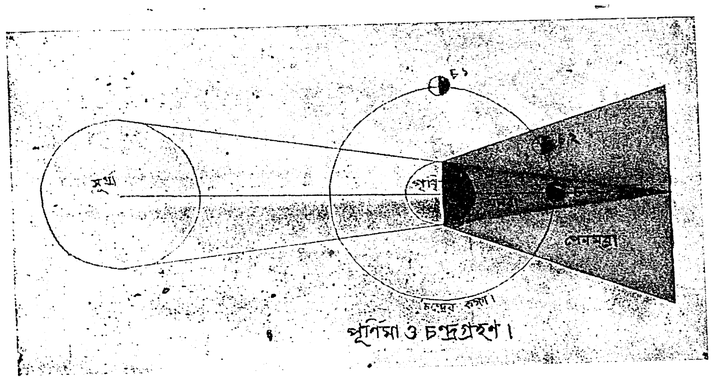

পূর্ণিমার দিন সূর্য্যাস্তের সময়ই চন্দ্রোদয় হয়। ঐ দিবস চন্দ্র এবং সূর্য্যের মধ্যে ঠিক ১৮০ অংশের ব্যবধান থাকে।

পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ।

ক্রমশঃই চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে করিতে আপন কক্ষায় আকাশপথের পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয়। এ বিষয়টি বুঝিতে গেলে, আকাশের নক্ষত্রগুলি একটু লক্ষ্য করিতে হয়। পার্থিব দৈনিক অঙ্গাবর্ত্ত হেতু চন্দ্রকে দ্বাদশ ঘণ্টায় পশ্চিমে অস্তমিত দেখায়, ইহা আমরা ভ্রান্তি দর্শন করি। কিন্তু এই যে পশ্চিমাভিমুখী গতি, সাধারণ দৃষ্টিতে ইহাই আমরা চন্দ্রের প্রকৃত গতি বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ে আমরা প্রথমতঃ একটা উদাহরণ দিব। মনে করা যাউক, আমরা একটা শকটে আরোহণ করিয়া খুব দ্রুতবেগে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছি। আমাদের সম্মুখস্থ পথে, বহুদূরে অপর একখানি শকট অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে পূর্ব্বাভিমুখেই অগ্রসর হইতেছে। এই অবস্থায় আমরা দ্বি[তীয়] শকটখানিকে পূর্ব্বদিকেই দেখিতে পাইব। আমরা অগ্রসর হইব, আমরা দেখিতে পাইব যে, দ্বিতীয় শক[ট] আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। পরে আমরা দ্বিতীয় [শকট]খানি অতিক্রম করিলে, সেইখানি আমরা পশ্চিমে দে[খিতে] পাইব। কিন্তু দ্বিতীয় শকটখানি ধীরগতিতে পূ[র্ব্বাভি]মুখেই যাইতেছে, তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। দ্বিতীয় [শকট]খানির পশ্চিমামুখী এই গতি যে প্রকার ভ্রান্তি[দর্শন,] আকাশপথে রাত্রিকালে চন্দ্রমার পশ্চিমাভিমুখী গতি সেই প্রকার ভ্রান্তিদর্শন মাত্র। চন্দ্র ধীরগতিতে পূর্ব্বা[ভিমুখে] যাইতেছে, আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া অতি দ্রুতবেগে [পূর্ব্বা]ভিমুখেই অগ্রসর হইতেছি। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে[র] দ্বিতীয় শকট-স্থানীয়। চন্দ্রের পশ্চিমাভিমুখী গতি মাত্রও নাই, উহা বস্তুতঃই আমরা ভ্রান্তিদর্শন [করিয়া] থাকি।

পূর্ণিমার দিন সূর্য্যাস্তকালে ... উদয় হয়; কিন্তু কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ ... সূর্য্যাস্তের প্রায় ৫২।৫৩ মিনি[ট] ... চন্দ্রোদয় হইয়া থাকে। এই ... অনুধাবনপূর্ব্বক দেখিলেই ... পূর্ব্বাভিমুখী গতি বেশ বুঝা যায় ... ঘণ্টা মধ্যে চন্দ্র ১৩ অংশ ২... পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হয়, একারণ ... জ্যোতিষে ১৩ অংশ ২০ কলা ... এক নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে; ... প্রকার ২৭টি নক্ষত্রে আকাশমণ্ডল বিভক্ত করিয়া ... সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের নাম করিয়াছেন। দ্বিতীয় ... চন্দ্র ২৬ অংশ ২৪ কলা (অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ... উদিত হন। এই প্রকারে ঠিক সপ্তবিংশতি দিবসে চন্দ্র ... পূর্ব্বপূর্ণিমার নক্ষত্রে আসেন। কিন্তু এই এক[মাসে] ... পৃথিবী আপন কক্ষায় ৩০ অংশ অগ্রসর হয়, এই ... তিথি হইতে চন্দ্রের আরও প্রায় সার্দ্ধ দুই দিবস অ... হইয়া যায়। ইহাকেই এক চান্দ্রমাস কহে। ... প্রকারে আকাশপথে পরিভ্রমণ করে বলিয়াই মাসে ... সূর্য্য সমাগম, অর্থাৎ অমাবস্যা হয়।

অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য্য এক নক্ষত্রে থাকে। ...

...ত থাকিলেই সে দিবস সূর্য্যগ্রহণ হইবে। আর [উ]ত্তর অথবা দক্ষিণে চন্দ্র থাকিলে, সূর্য্যের প্রদীপ্ত [র]শ্মিবশতঃ চন্দ্রবিম্ব আমরা দেখিতে পাই না। ...র দিন সূর্য্যের সঙ্গেই চন্দ্রের উদয়, এবং সূর্য্যাস্ত ...চন্দ্রও পশ্চিমদিকে অস্তমিত হইয়া থাকে।

অমাবস্যা ও সূর্য্যগ্রহণ

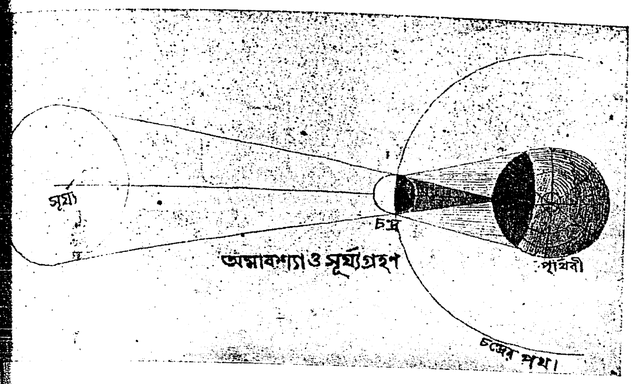

...বস্যার পর শুক্লপক্ষ আরম্ভ হয়, কিন্তু ঐ দিবস চন্দ্র ...ব্যবধান ১৩ অংশ ২০ কলা মাত্র, একারণ আমরা ...র চন্দ্র দেখিতে পাই না। দ্বিতীয়া তিথিতেও ...রশ্মির পরিষ্কার না হইলেও চন্দ্র দেখিতে পাওয়া ... তৃতীয়ার দিন চন্দ্র এবং সূর্য্যের ব্যবধান ৪০ অংশ, ... শুক্লা তৃতীয়া তিথিতেই চন্দ্রকে ...পর পশ্চিম-গগনে দেখিতে পাওয়া ...শঃ তিথি অনুসারে চন্দ্র প্রতিদিনই ... অগ্রসর হয়, এবং উহার আলোক ...তে থাকে। শুক্লা অষ্টমীর দিন চন্দ্র ...র্য্যের ব্যবধান ৯০ অংশ, এই জন্যই ...লে ঠিক মাথার উপর অর্দ্ধচন্দ্র ... পাওয়া যায়। এইভাবে পুনরায় ...১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে ...র্য্যের বিপরীতে আসিলে পূর্ণিমা

... যেমন অহোরাত্রমধ্যে একবার ...করে, চন্দ্রেরও সেই প্রকার ...বর্ত্তন আছে। সেই প্রকার একটা আবর্ত্তন ...রিতেও চন্দ্রের ঠিক ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ ...সেকেণ্ড সময় লাগে। পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, ঠিক সেই সময়েই চন্দ্র একবার আপন অঙ্গাবর্ত্ত সমাপ্ত করে; ইহা এক বিচিত্র রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। আমরা এই পৃথিবীতে থাকিয়া চন্দ্রের যে মূর্ত্তি দেখি, যুগযুগান্তকালেও তাহার কিছু ব্যতিক্রম হইতেছে না। ইহাতে প্রথমতঃ আমরা মনে করিতে পারি যে, চন্দ্রের কোনও প্রকার অঙ্গাবর্ত্ত নাই; কিন্তু নিম্নস্থ চিত্রদ্বারা এই বিষয়টি সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে।

চিত্রে একটি কীলক দেখান হইয়াছে, এবং ঐ কীলক-সংলগ্ন একটি রজ্জু ধরিয়া এক ব্যক্তি কীলকের দিকে ফিরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি কীলকের দিকে মুখ রাখিয়া যদি চারিদিকে ঘুরিয়া আসে, তাহাহইলে তাহাকেও স্বীয় অঙ্গাবর্ত্তে একবার ঘুরিতে হইবে। সর্ব্বদা ঐ কীলকের দিকে চাহিতে গেলে, তাহাকে ক্রমান্বয়ে সকল দিকেই ফিরিতে হইবে। একস্থানে থাকিয়া ঘুরিলে, যেমন একবার পশ্চিম, পরে দক্ষিণ, পূর্ব্ব এবং উত্তর দিকে তাহাকে ফিরিতে হয়, কীলকের দিকে চাহিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে

উত্তর

পশ্চিম———————পূর্ব্ব

দক্ষিণ।

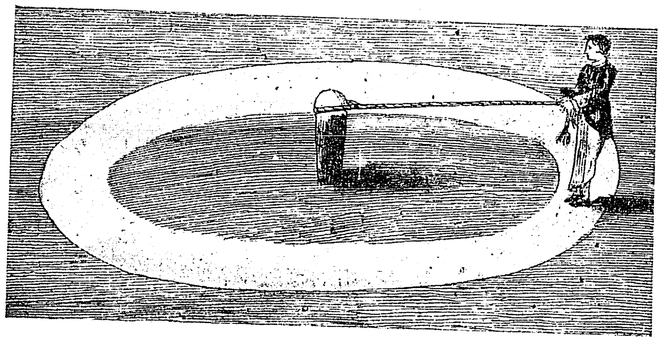

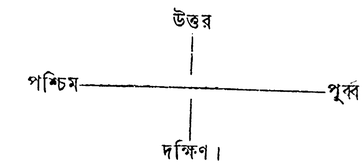

ঘুরিতে হইলেও চারিদিকে এক একবার সেই ব্যক্তিকে দেখিতে হইবে।

চন্দ্রও ঠিক ঐ ভাবে পৃথিবীর দিকে মুখ রাখিয়া পৃথি-

বীকে বেষ্টন করিতেছে, অতএব চন্দ্র এক চান্দ্রমাসে একবার আপন অক্ষাবর্ত্ত সমাপ্ত করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

চন্দ্র এই পৃথিবীর ১ এর ১৩ অংশ। তেরটি চন্দ্র একত্র করিলে, পৃথিবীর সমানাকার হয়।

চন্দ্রের উপরিভাগে জল অথবা বায়ুর কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, কোনও প্রকার বৃক্ষলতা ইত্যাদিও চন্দ্রলোকে নাই। যে সকল প্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস অথবা ক্ষুৎপিপাসা আছে, এমন কোনও জীব চন্দ্রলোকে থাকিতে পারে না।

এক্ষণে পৃথিবীর যে প্রকার অবস্থা, চন্দ্রেরও একদিন এপ্রকার জীবনিবহের বাসোপযোগী অবস্থা গিয়াছে, সন্দেহ নাই। চন্দ্রলোকের উপরিভাগে যে সকল গভীর খাদ এখনও দৃষ্ট হইতেছে, কোন সময়ে নিশ্চয়ই উহা জলরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু হায়, কাল সহকারে তাহা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। চন্দ্রলোকের সমুদ্রের জল কোথায় গেল ?

বৈজ্ঞনিকেরা বলেন যে, চন্দ্রের দিবাকালে (আমাদের এক পক্ষকাল) চন্দ্রের উপরিভাগের পর্ব্বতসকল ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হইয়া উঠে। যেই সূর্য্যাস্ত হয়, অমনই নিদারুণ শৈত্য আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ প্রকার অত্যন্ত উত্তাপের পর অকস্মাৎ অতি প্রচণ্ড শীত হইলে, চন্দ্রলোকের উপরিভাগের পর্ব্বতসকল ফাটিয়া বড় বড় গহ্বর হওয়া বিচিত্র নহে। ঐ প্রকার গহ্বরমধ্যে সমুদ্রের জল প্রবিষ্ট হইয়া উপরিভাগ একেবারেই জলহীন হইতে পারে। সমুদ্রের জল ঐ ভাবে গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল কোথায় গেল? চন্দ্রে যে বায়ুমণ্ডল নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে বুঝি? প্রথমতঃ তাহাই বলা প্রয়োজন। এই পৃথিবী হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা অন্যান্য গ্রহ যে প্রকার দেখা যায়, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র, এবং বুধ গ্রহে বায়ুমণ্ডল, মেঘ প্রভৃতি আছে। বড় বড় মেঘসকল ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে, এই পৃথিবীর মতই বায়ু-স্রোতে ভর করিয়া মেঘসকল ভাসিয়া যায়, তাহা বেশ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। দুই এক ঘণ্টা লক্ষ্য করিলেই ঐ সকল গ্রহের উপরিভাগের কিছু পরিবর্ত্তন বুঝা যায়। এই পৃথিবীতে আমরা নির্ম্মল আকাশে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘন ঘটা দেখি; আবার পরক্ষণেই হয়ত, সকল বিদূরিত, এবং নির্ম্মল আকাশ প্রকাশিত সুদূরস্থ বৃহস্পতি, শনি অথবা, মঙ্গলাদি গ্রহের ঐ মেঘমালা অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ লক্ষ্য করিয়াছেন। চন্দ্র অপেক্ষাকৃত অনেক নিকটে থাকিলেও ঐ মেঘের চিহ্ন চন্দ্রের উপর দেখিতে পাওয়া যায় জল অথবা জলীয় বাষ্প চন্দ্রে থাকিলে, অথবা প্রকার বায়ু থাকিলে, নিশ্চয়ই মেঘ হইত, এবং বৃহ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে নিশ্চয়ই ঐ সকল মেঘ দেখিতে পাওয়া

দূরবীক্ষণের আবিষ্কার হইতে এ পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ যথন চন্দ্রে ঐ সকল ব্যাপার লক্ষ্য পারেন নাই, অতএব, চন্দ্রলোকে জলবায়ু আছে বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছেন।

চন্দ্রের বায়ুশূন্য অবস্থার আরও প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, চন্দ্রের গতি আকাশ প্রতিদিন প্রায় ১৩ অংশ, সুতরাং চন্দ্রের পথে তারকা থাকে, উহার প্রায়ই চন্দ্রকর্ত্তৃক আচ্ছ এবং অল্প পরে আবার প্রকাশিত হয়। যদি উপরিভাগে কোনও প্রকার বায়ুমণ্ডল থাকিত, তাহা যে সময়ে ঐ সকল তারকা চন্দ্র-পরিধির নিকট সেই সময় উহাদের ক্রমশঃ অন্তর্ধান দৃষ্ট হইত স্তরের মধ্য দিয়া কোনও জ্যোতিষ্ক দেখিতে জ্যোতিঃ-রেখার কিছু বিকৃতি দেখিতে পাওয় বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে রিফ্রাক্সন্ (Refraction) জ্যোতিঃ-রেখার ঐ প্রকার বিকৃতও দেখা যায় না।

অন্যান্য তারকাগুলি যে সময়ে চন্দ্র পরিধির হয়, সেই সময়ে ঐ সকল তারকার জ্যোতিঃ কি বক্রভাবাপন্ন দেখায় না; আর তারকাগুলি অন্তর্ধান না হইয়া, একেবারেই চন্দ্রের পার্শ্বে দেখা যায়। চন্দ্রের উপরিভাগে বায়ুর স্তর কথনই ঐ প্রকার দেখা যাইত না।

চন্দ্রের বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রকার, তাহা আমরা এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দুরবস্থার আভাসও পা চন্দ্র যে প্রকার জলবায়ুশূন্য হইয়া জীববাসের অ হইয়া পড়িয়াছে, এই পৃথিবীও কোনও সুদূরকালে

...র জলবায়ুহীন হইবে;—একথা চন্দ্র দেখিয়াই বুঝিতে পারি।

...র বায়ুমণ্ডল কোথায় গেল? জল-সমুদ্রের মত ...ও কি চন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে?

...শ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। প্রোক্টার ...বৈজ্ঞানিক বলেন যে, কোনও প্রকার ...ক বিশ্লেষণ হইয়া উপরিস্থ বায়ুর উপাদান-অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইতে —উদাহরণ স্থলে মনে করা যাউক, বায়ুতে অক্সিজেন্ বাষ্প ছিল; চন্দ্রের আবর্ত্ত হইতে একমাস লাগে। সুতরাং ১৫ দিন পরিমাণ কাল চন্দ্রের দিবা, ...দিবস ব্যাপিয়া রাত্রি হইয়া থাকে। এক-...ধরিয়া প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে চন্দ্রের উপরিভাগ ...উত্তপ্ত হয়; আমাদের এই পৃথিবীর উপরিভাগে চৈত্র মাসে যদ্যপি একটা লৌহকটাহ রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া ...র উত্তাপ ১৫০° হইতে পারে। চন্দ্রের উপরি-... সেই লৌহকটাহ এক পক্ষ ধরিয়া ক্রমাগত সেই সূর্য্যোত্তাপে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই ...হের উত্তাপ ১৫০° × ১৫ = ২২৫০° হইতে পারে। ...দিক হইবারই কথা; আমরা কম করিয়াই ... চন্দ্রমণ্ডলস্থিত সর্ব্বপ্রকার ধাতু ঐ প্রকার তরল হইয়া যাইবে। এই প্রকার তরল অবস্থায় ...দস্তা প্রভৃতি ধাতু বায়ুর উপাদান অক্সিজেন্ ...রিয়া অক্সাইড্ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ... এই ভাবে চন্দ্রমণ্ডলস্থিত সকল ধাতুর অক্সাইড্, এবং কার্ব্বনেট্ সকল প্রস্তুত হইয়া, বায়ু-সমুদ্র পাতলা হইয়া পড়িয়াছে।

...উত্তপ্ত হইলে ক্রমশঃ পাতলা হইয়া পড়ে। ...হার উহার উপাদান সকল বিযুক্ত হইয়া নানা-...রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

...পক্ষকালব্যাপী দিবসের পর যখন ঐ প্রকার ...আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ভয়ঙ্কর একটা ...। আমরা এই পৃথিবীতে নিয়তই দেখিতে ...াদি উত্তপ্ত করিয়া অকস্মাৎ শীতল করিলে ...টিয়া যায়। চন্দ্রমণ্ডলেও ঐ ব্যাপার নিয়তই ঘটিতেছে। দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপের পর রাত্রিকালের অত্যধিক শৈত্যবশতঃ চন্দ্রমণ্ডলের পর্ব্বত সকল ফাটিয়া নূতন নূতন আগ্নেয়গিরি উদ্ভূত হইতেছে। চন্দ্রমণ্ডলের উপর সেই কারণেই অনেক আগ্নেয়পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রলোকের দৃশ্য (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের আগ্নেয়-পর্ব্বতশ্রেণী)।

উপরোক্ত চিত্রে চন্দ্রলোকের একটা দৃশ্য দেখান হইয়াছে। সূর্য্যের আলোকে পর্ব্বতসকল উজ্জল দেখা যাইতেছে, কিন্তু আকাশমণ্ডলে বায়ু না থাকায়, আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের দেখাইতেছে, এবং দিবাকালেও নক্ষত্র সকল উজ্জল ও পরিস্ফুট রহিয়াছে।

অন্যান্য গ্রহাদির দূরত্বের তুলনায় চন্দ্র আমাদের খুব নিকটে অবস্থিত। বড় বড় দূরবীক্ষণে চন্দ্রমণ্ডল যে প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, উপরোক্ত চিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

চন্দ্রলোক হইতে আমাদের এই পৃথিবী কি প্রকার দেখায়?—এই বিষয় ভাবিলে আরও চমৎকৃত হইতে হয়। অবশ্য একটা কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়া কোনও মানুষ পৃথিবীর আকৃতি দেখে নাই; জ্যোতিষতত্ত্বের আলোচনা, যুক্তি এবং অনুমান দ্বারাই এই সকল কথা বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন।

চন্দ্রের অপেক্ষা পৃথিবী প্রায় ত্রয়োদশ গুণ বৃহৎ। আমরা পূর্ণিমার নিশাকালে পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে যত বড় আকারের দেখিতে পাই, চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবী তাহার অপেক্ষা তের গুণ বৃহৎ দেখায়। সূর্য্যের আলোক চন্দ্রের উপর হইতে প্রতিভাত হইয়া যেমন আমাদের নিশাকালে জ্যোৎস্না হয়, পৃথিবীর উপর হইতেও সূর্য্যের আলোক সেই ভাবেই প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল ১৩ গুণ জ্যোৎস্নাময়ী হইয়া থাকে।

যে ভাবে আমরা চন্দ্রমণ্ডলের উপর "কলঙ্ক রেখা" দেখিতে পাই, চন্দ্রলোকে যদি বর্ত্তমানকালে কোনও জীব থাকিত, তাহারা ভূমণ্ডলের আকৃতি ঠিক মানচিত্রের ন্যায় দেখিতে পাইত। এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, এবং আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশসকল, অথবা হিমালয়াদি পর্ব্বতশ্রেণীসকল চন্দ্রলোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

আমরা পৃথিবী হইতে চন্দ্রের যে সকল কলা-চিহ্ন দেখি, চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীরও সেই প্রকার কলা-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী হইতে যে সময়ে পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রলোকের অমাবস্যা; অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে সেই সময়ে পৃথিবীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের অমাবস্যা তিথিতেই চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীর আকৃতি সম্পূর্ণ আলোকিত দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ২৩৪, ৭৯৩ মাইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চন্দ্রের অর্দ্ধাংশ (অর্থাৎ অপর দিক্) আমরা দেখিতে পাই না। সুতরাং সেই দিক্ হইতে পৃথিবীও দেখা যায় না। চন্দ্রের যে দিক্‌টা আমরা দেখিতে পাই না, সে দিকে যে কি আছে, তাহাও উপস্থিত আমাদের জানিবার উপায় নাই। চন্দ্রলোকের রাত্রিকালে পৃথিবীর আলোক (Earth shine) দ্বারা সেই দিকের অন্ধকার নাশ হয় না; বার-মাসই অমাবস্যার মত অন্ধকার থাকে।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যন্ত্রাদির সাহায্যে চন্দ্রলোক সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছেন, আমরা তাহার বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে, এই স্থলে অপর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

এইসকল জ্যোতিষিক প্রবন্ধে আমাদের যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের বর্ণনা করিতেছি, ঐ সকল বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রমতসকল কোনও কোনও স্থলে বিরোধী হইতেছে। যাঁহাদের হিন্দুশাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা এইসকল প্রবন্ধের অনেক কথা শাস্ত্রবিরোধী মনে করিবেন; এবং সপ্তদশ খ্রীষ্ট শতাব্দীতে ইটালি দেশে গ্যালিলি কর্ত্তৃক দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হইলে খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক-মহলে যে প্রকার সর্ব্বনাশের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এইসকল তথ্য সাধারণের গোচর করিলে, হয়ত তাহাদের শাস্ত্রবিশ্বাস কমিবার আশঙ্কা হইবে; সুতরাং এই সকল বৈজ্ঞানিক কথা প্রচার করিলে, নাস্তিকতা, শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধার বিস্তৃতি পক্ষে সহায়তা করা হয়, যাঁহাদের ঐ প্রকার ধারণা, আমরা তাঁহাদের কিছুই বলিব

বৈজ্ঞানিক কথাসকল আমাদের আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে কি প্রকার রূপক মিশ্রিত হইয়া আছে, তাহা নিম্নলি উদাহরণদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। মহাভারতের পর্ব্বে আছে;—

"উতঙ্ক এইরূপে সর্পদিগকে স্তব করিয়াও যখন দ্বয় লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত হইলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোক সুচারু বাপদণ্ডযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করি সেই তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল এবং কৃষ্ণ বর্ণ; এবং দ্বাদশ অরযুক্ত একখানি চক্র ছয়টি শিশু কর্ত্তৃক হইতেছে। আর একজন পুরুষ ও অতি একটি অশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন।"

—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

উহা দেখিয়া অবধি উতঙ্ক উহার বিষয় ভাবিতে পরে তাঁহার গুরুসন্নিধানে উহার অর্থ জিজ্ঞা উপাধ্যায় বুঝাইতে লাগিলেন,—

"বৎস, তুমি যে দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, সংবৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে তন্তু দেখিয়াছিলে, রাত্র। ছয়টি কুমার ছয় ঋতু। যে পুরুষ দেখি তিনি পর্জ্জন্য, আর অশ্বটি অগ্নি।" ইত্যাদি।

উক্ত উদাহরণদ্বারা মহামুনি ব্যাস করিয়াই বলিতেছেন না যে,—শাস্ত্রকথার গভীর আছে?

আমরা ইহা স্বীকার করি যে, সংস্কৃত ভাষায় গভীর অর্থ থাকিলেই সেই রচনার আদর হইত। শঙ্করাচার্য্যকৃত 'আনন্দলহরী', এবং পুষ্পদন্ত প্রণীত এই কথার সম্যক্ উদাহরণ। কিন্তু একথাও পারিতেছি না যে, শাস্ত্রে এমন কথাও অনেক নিতান্ত ভ্রমাত্মক। চন্দ্র উপগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের স্থলে দেখাইতে বাধ্য হইলাম।—পৌরাণিকেরা চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষাও বড়, এবং সূর্য্যাপেক্ষাও দূরে (২) চন্দ্র জলময়; (৩) সেই জলের উপর হইতে প্রতিভাত হইয়া জ্যোৎস্নারূপে পৃথিবীতে

র।—এই সকল উক্তিতে কি মহাভ্রম লক্ষিত ছ না?

মান কালে বিজ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা পৃথিবীস্থ সকল উন্নতি হইতেছে, আর আমাদের দেশে শ্রদ্ধা-ভক্তির চর্চ্চা করিতে গিয়া আমরা ভ্রান্তবিশ্বাসরূপ কাচের ঘরে বসিয়া আছি!—কাচের ঘর পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

শ্রীআদীশ্বর ঘটক।

অভিমান

সকল কাজে, সকল ভাবে,
কেমন করে' তোমায় পা'বে
পরাণ মম—
তুমিই যদি এমন করে'
ধরাই না দাও সকল হরে'—
হৃদয়-রম?
দিচ্ছ কতই নিত্য নব;
সে সব নিয়েই মুগ্ধ র'ব,—
এমন নহি।
দিচ্ছ বলে'ই কচ্ছি দাবী;
পাচ্ছি বলে'ই প্রেমিক ভাবি'
মর্ম্মে দহি!
দিনের পরে দিন চলে যায়;
আর যে ঠাকুর, আশায় আশায়
বাঁচতে নারি।
বাঁচাও যদি, দাওহে দেখা;
সইতে নারি,—বড়ই একা
তোমায় ছাড়ি!
শুধুই দানের বাহার দেখে,'
রইব ভুলে'—এসব যে কে
দিচ্ছে মোরে,—
তেমন ভোলা নইগো আমি।

থাক্‌তে নারি দিবস-যামি'
নেশার ঘোরে!
মায়ার মাঝে মজিয়ে রেখে'
পালিয়ে যাবে কেবল ডেকে,
—এসব রীতি
অনেক হ'ল; আজকে খেলায়
সাধ হ'য়েছে বন্ধু, তোমায়
বারেক জিতি।
হার তো আমার অনেক হ'ল;
এখন হেরে' মাতিয়ে তোল
দয়াল নামে!
'দয়াল' নামে কাঁপুক্ গগন,
দুলুক্ সিন্ধু, নাচুক্ পবন
বিশ্ব-ধামে!
অসীম টানে আকুল কবে,'
মাতিয়ে যদি না দাও মোরে
দুঃখে সুখে,
—প্রেমের তবে ধার ধারিনে;
আজো যদি না লও ছিনে'
অভয় বুকে!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

মন্ত্রশক্তি

[পূর্ব্ববৃত্তি ঃ—রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভ, কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া, উইলসূত্রে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ দেবত্র, এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণিকে ও পরে তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে পূজারী হইবার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তর্কচূড়ামণি নবাগত ছাত্র অম্বরকে পুরোহিত নিয়োগ করেন,—পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ রাগে টোল ছাড়িয়া অম্বরের বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করে। উইলে আরও সর্ত্ত ছিল যে, রমাবল্লভ যদি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সুপাত্রে অর্পণ করেন, তবেই সে দেবত্র ভিন্ন অপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে;—নচেৎ, দূরসম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি ঐ সকল বিষয় পাইবে—রমাবল্লভ মাসিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিমাত্র পাইবেন;—কিন্তু মনের মতন পাত্র মিলিতেছে না!

গোপীবল্লভের সেবার ব্যবস্থা বাণীই করিত। অম্বরের পূজা বাণীর মনঃপূত হয় না—অথচ কোথায় খুঁৎ, তাহাও ঠিক ধরিতে পারে না! স্নানযাত্রায় 'কথা' হয়—পুরোহিতই সে কথকতা করেন। কথকতায় অনভ্যস্ত অম্বর থতমত খাইতে লাগিলেন—ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর একদিন পূজার পর বাণী দেখিলেন, গোপীকিশোরের পুষ্পপাত্রে রক্তজবা!—আতঙ্কিতা বাণী পিতাকে একথা জানাইলেন।—অম্বর পদচ্যুত হইলেন! টোলে অদ্বৈতবাদ শিখাইতে গিয়া, অধ্যাপক-পদও ঘুচিয়া গেল!—তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বাণীর বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণপ্রায়! ১৫ দিনের মধ্যে তাহার বিবাহ না হইলে বিষয় হস্তান্তরে যায়! রমাবল্লভের দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় মৃগাঙ্ক—সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে মহাকুলীন! তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব হইল—মৃগাঙ্ক প্রথমে সম্মত হইলেও পরে অসম্মত হইল। সে অম্বরের কথা উত্থাপন করিল। রমাবল্লভ ও বাণীর এ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি,—অগত্যা, বিবাহান্তে অম্বর জন্মের মত দেশত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে, বাণী এই বিবাহে সম্মত হইলেন। রমাবল্লভ অম্বরকে আনাইয়া এই প্রস্তাব করিলে, তিনি সেরাত্রিটা ভাবিবার সময় লইলেন। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া অম্বরের সহিত বাণীর সাক্ষাৎ—বাণীও তাঁহাকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল। অম্বরের সে রাত্রি অনিদ্রায়—চিন্তায় কাটিল!

রমাবল্লভেরও তথৈবচ। পরদিন প্রাতে অম্বরনাথ রমাবল্লভকে জানাইলেন—সে বিবাহে সম্মত। অগত্যা যথারীতি বিবাহ, কুশণ্ডিকা সুসমাহিত হইয়া গেল।]

বিংশ পরিচ্ছেদ

বাণীর বিবাহ চুকিয়া গেলে আরও দু'চার দিন রাজনগরে কাটাইয়া মৃগাঙ্কমোহন নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল। অত-বড় সম্পত্তিটা যে তাহার বুদ্ধির দোষে হস্তগত হই... সে জন্য কিন্তু সে কিছুমাত্রও অনুতপ্ত হইল না। মৃ... প্রকৃতির এটা একটা বিশেষত্ব।

দুপুর বেলা রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—বাড়ী নি... কেবল রান্নাঘর হইতে হাতাবেড়ির শব্দ আসিতেছি... মৃগাঙ্কমোহন রোয়াকে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—'দিদি!' সা... পাইয়া, রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া, ভিতরে উঁকি মা... দেখিল, গনগনে কয়লার চুল্লির উপর কড়া চাপাইয়া ... মনে অজা দুধে জ্বাল দিতেছে। মাথায় কাপড় নাই, চু... পিছনে ফেলা, লম্বাচুলের শেষপ্রান্তে একটি গ্রন্থি দে... কাপড়ের আঁচলখানি কোমরে জড়ান। পদশব্দে সে ... হইয়া চাহিল;—হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া গাল দুটি একটু ... হইয়া উঠিল, আঁচল টানিয়া মাথায় তুলিয়া দিয়া সে ... নতমুখে ফুটন্ত দুগ্ধের মধ্যে ঘন ঘন হাতা চালাইতে লা... দুধ তখন উর্দ্ধে উথলাইয়া উঠিতেছিল। মৃগাঙ্ক এক... দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিল; তারপর একটু হাসিয়া ব... "ওগো, একবার চাহিয়া দেখিলে তোমার দুধ পড়িয়া ... না! এতদিন পরে ফিরিলাম,—লক্ষ্যই নাই যে!"

অজা আঁচল দিয়া কড়া নামাইয়া, বাটিতে দু... সাবধানে ঢালিতে ঢালিতে, মৃদু হাসিল; কিন্তু কথা ... না। মৃগাঙ্ক বলিল,—"দিদি কোথায়?—তুমি রাঁ... কেন?—বামুনঠাকুরের কি হইয়াছে?"

অজা, কড়া-হাতা সরাইয়া রাখিয়া, বলিল,—"... গিয়াছে।"

"কে?—দিদি?"

"না, তিনি উপরে শুইয়া আছেন;—বামুনঠাকুর ... গিয়াছে।"

"কেন? দিদি ঝগড়া করিয়া বামুন... তাড়াইয়াছেন বুঝি?

অজা, রান্নাঘরের তাকে মসলা-পাতি গুছাইয়া রাখিতে, একটু হাসিয়া উত্তর করিল,—"না ... গিয়াছে! দিদির কলেরা হইয়াছিল;—সেই সময়ে ... আর সেই নিতাই চাকরটা, দু'জনেই পলাইয়া গিয়া...

...দির কলেরা হইয়াছিল!—খবর দাও নাই কেন? ...ছেন ত?"—"সারিয়াছেন", বলিয়া অজা জলের ঘটি ...হাত ধুইবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল।

...ময়ী ভীষণ রোগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সবেমাত্র জয় ...রিতেছেন,—এখনও জয়পরাজয় অনিশ্চিত! মৃগাঙ্ক-...আসিয়া, তাঁহার শীর্ণ-শরীরে হাত বুলাইয়া বলিল, "কি ...রাছ দিদি!—খবর দাও নাই কেন?" প্রসন্নময়ীর ...নিন্দিত কণ্ঠস্বর এখন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে; মৃদুস্বরে ...—"তুই এসে আর কি করতিস্? খারাপ অসুখ; ...ই ভাল! তা' যাই হ'ক মৃগু! বাঁচি, না-বাঁচি, ...কথা বলিয়া রাখি, বউকে আর অযত্ন করিস্‌নে—...ল মেয়ে; অসুখের সময় আমার যা' করিয়াছে, ...তেমন পারে না—পেটের মেয়েও অমন পারে না।" ...লিয়া উঠিল, "তবু আমায় লেখা উচিত ছিল, যা'হ'ক ...ঠিয়াছ—এই যথেষ্ট!" "বাঁচি, না-বাঁচি, একই কথা! ... আপত্তি নাই, যাইতেও নারাজ নই;—যাহা ...নুষের মেয়ে ঘরে আসিয়াছে বটে!—বিপদ্ নহিলে ...না যায় না, এবার প্রত্যক্ষ দেখিলাম!"

...করা পাঞ্জাবীর উপর কোঁচান চাদর ফেলিয়া মৃগাঙ্ক-...বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল; হঠাৎ কি ভাবিয়া ...দিকে ফিরিল। দালানে বসিয়া অজা পান সাজিয়া ... করিয়াছে; বাবু বাড়ী আসিয়াছেন, মজলিস্ ...পানের প্রচুর আয়োজন রাখা দরকার। মৃগাঙ্ককে ...সে মাথার কাপড় টানিয়া দিল! মৃগাঙ্ক হাসিয়া ...কি বন্ধু! বন্ধুর কাছে ঘোমটা কেন? দু' চারিটা ...দেখি। একি! কত পান সাজিয়াছ! আজ কি ...কোন ক্রিয়া-কলাপ আছে?"

...কিছু বলিল না; ডিবার খোলে পান রাখিয়া ...টিতে লাগিল। মৃগাঙ্ক বলিল, "হতশ্রদ্ধার জিনিষ ...হাতে দিলে কি তোমার মান কমিয়া যাইত?" ...জাঁতি রাখিয়া, চুণ-মাখা পানের উপর অঙ্গুলির ... কেয়াগন্ধিপত্রের ফেলিয়া যাইতে লাগিল; ...কথার কোনরূপ জবাব দিল না, অথবা হাতেও ...না। অগত্যা মৃগাঙ্ক নত হইয়া ডিবা হইতে ...লইল। অজা নতনেত্রে কাজ করিতেছিল,—...ক্ষণ নীরবে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, অজা ত বেশ! সেই ত বাণী; অতবড় সুন্দরী—বাণীকেও দেখিয়া আসিলাম, তাহার চেয়েই বা অজা মন্দ কি?—বরং তাহার অহঙ্কারে আদুরে ধরণের কাছে, এর নম্র সলজ্জভাব যেন বেশি সুন্দর! আমি স্ত্রী ভালবাসি না,—তবে অমন বন্ধুটি নেহাৎ মন্দ নয়। আর একটু ভাব করিয়া চলিতে হইবে, কারণ অজার সঙ্গে আমার ব্যবহারটা বোধ হয় তেমন ভাল হয় না।

সেরাত্রে বন্ধুবান্ধব আসিয়া সারেঙ্গ, তবলা লইয়া বসিতেই প্রসন্নময়ীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সেই সুর-বেসুরের শব্দ-লহরী-পীড়িত হইয়া উঠিল। অজা 'অডিকোলোন'-জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া মাথায় কপালে পটি বসাইতেছিল, কাতর হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন—"বাঁচালি ত।—মৃগু হতভাগাই আমায় খুন করিবে! হতচ্ছাড়া বাড়ী ছিল না, ভালই হইয়াছিল। আবার বলেন,—'খবর দাও নাই কেন?' খবর দিলে, বোধ হয় সেইদিনেই আসিয়া আমাকে শেষ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইত।"

অজা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার কোমল শান্ত মুখ অকস্মাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। সে নিজের প্রতি শতঅত্যাচার নীরবে সহিতে পারে, কিন্তু অন্যের প্রতি এতটুকু অন্যায় তাহার প্রাণে সহে না। তখন সে ভৃত্যকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল—'দিদির অসুখ বাড়িয়াছে, শীঘ্র ভিতরে আসিতে হইবে।' সে দিন 'জোহরাবাই' মুজরা করিতে আসে নাই, বন্ধুর দল মাত্র ছিল। মৃগাঙ্ক ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল। দিদির প্রতি তাহার ভক্তির অভাব ছিল না। সে মনে করিয়াছিল, 'দিদি ত অনেক সারিয়াছেন, একটু গান-বাজনা করিতে ক্ষতি কি? কতদিন পরে আসিলাম!' অন্দরের দ্বারের নিকটে অজা দাঁড়াইয়াছিল। মৃগাঙ্ক শশব্যস্তে প্রবেশ করিবামাত্র সে কঠিনস্বরে কহিয়া উঠিল,—"বাজনার শব্দে দিদির মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গিয়াছে!—এই কি গান-বাজনার সময়?"

যে কখনও মুখ তুলিয়া একটা কথা কহে না, সে যদি অকস্মাৎ তীব্র ভর্ৎসনা করে, তাহা হইলে সেটা বড়ই প্রাণে লাগে—বড়ই লজ্জা দেয়! অজার সময়োচিত তিরস্কারে আজ মৃগাঙ্কমোহনের নিজ উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের প্রতিবিম্ব যেন তাহার মানসনেত্রে মুহূর্ত্তে ফুটাইয়া তুলিল;—'সত্যই ত! আমোদ-

আহ্লাদ ভিন্ন তাহার জীবনে যেন আর কোন গুরুতর কায সাধিবার নাই! বড়বৌ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া আছে, আর সে বন্ধু লইয়া বাহিরে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া নিশি যাপন করিতে ব্যস্ত!' লজ্জায় তাহার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। একটা ক্ষুদ্র বালিকা—এসংসারে যে দু'দিনের আগন্তুকমাত্র —সেও তার চেয়ে তার শ্রদ্ধেয় দিদির জন্য বেশি ভাবে! —এই চিন্তায়, লজ্জায় সে মর্ম্মাহত হইল।

এই ঘটনার পরদিন, সে বন্ধুবান্ধবদিগের সন্ধ্যার মজলিসে আমোদ করিতে গেল না। প্রাত্যহিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া বাবুর খানসামা বিস্মিত হইয়া রান্নাঘরের ঝি নিস্তারকে ডাকিয়া বলিল,—"বাবু মামার ঘর হইতে এমন গোঁয়ার হইয়া আসিল কেন রে? দিব্য গান-বাজনা খাওয়া-দাওয়া হইত, আমাদেরও কিছু প্রসাদ মিলিত; বেশ থাকা গিয়াছিল!"

মৃগাঙ্ক স্ত্রীর কাছে তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—'দিদি একেবারে না সারিয়া উঠিলে, আর বন্ধুদের এখানে আনা হইবে না।' বন্ধুদের সে কথা বুঝাইয়া বলায়, ক্ষুণ্ণ সহচরবৃন্দ অনেক বিদ্রূপ করিল। কেহ বলিল, "বুঝিয়াছি, বউ তোকে তুক্ করিতেছে।" 'বউ যে তুক্' করে নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অগত্যা সে রাত্রিটা তাহাকে বন্ধু-গৃহেই, বন্ধুদের সঙ্গে, যাপন করিতে হইল। প্রভাতে, নিদ্রা ও নেশা ছাড়িয়া গেলে, যখন ঘরে ফিরিল, তখন হঠাৎ বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। ঘরে রোগী; রাঁধিবার লোক অবধি নাই; একটি বালিকার ঘাড়ে সমুদয় ভার;—আর সে নিশ্চিন্তমনে পরগৃহে আমোদে মত্ত হইয়া রহিল! কোন দিকে না চাহিয়া, তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। প্রসন্নময়ীর সাক্ষাতে যাইতে ভয় হইতেছিল, কিন্তু না গেলেও নয়।—কি করিবে!—কাজেই দু'চারিবার ইতস্ততঃ করিয়া, চোরের মত সসঙ্কোচে, গৃহে প্রবেশ করিল! অজা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া সরিয়া বসিল। তারপর, মৃগাঙ্ক পাখা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস আরম্ভ করিতেই, সে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। প্রসন্নময়ী মুখ ফিরাইয়া ছিলেন; মৃগাঙ্কের গৃহপ্রবেশ জানিতে পারেন নাই।— পাশ ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া যথাসাধ্য গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"সারারাত কোথায় ছিলি, বল্ত?" মৃগাঙ্ক মাথা নত করিয়া, বাতাস করিতে ক "না-আস্‌বি ত, বলে গেলিনে কেন? কচি মেয়ে রক্ত উঠে মরিয়া যায়!—তোর প্রাণে একটু দয়া মায়া অর্দ্ধেক রাত হাঁড়ি-হেঁসেল্ লইয়া বসিয়া বসিয়া সে হায় আমি মরিলে, ওকে তুই খুন ক'র্‌বি দেখিতেছি! যদি ক'র্‌বি, তবে বিয়ে করেছিলি কেন? কে মাথার দিব্য দিয়াছিল!" মৃগাঙ্ক দেখিল, চুপ করিয়া দিদি বাড়াইয়াই তুলিবেন। আজকাল তাঁহাকে নূতন রোগে ধরিয়াছে! সে, ব্যাপারটাকে লঘু ফেলিবার চেষ্টায়, হাসিয়া বলিল,—"তা বিয়েও ত খান্‌জাখাঁর বোন্‌কে করি নাই! কানায়ে ঠেলাটা সেখানেও বেশ অভ্যাস ছিল। আচ্ছা, আমি তবে সারিয়া লই;—মাথাটা বড় গরম হইয়া উঠিয়াছে; হইয়া গিয়াছে।"

নীচে নামিয়া চাকরকে স্নানের জল দিতে রান্নাঘরের দিকে আসিতেই দেখিল,—অজাও গৃহে করিতেছে; বড় ব্যস্ত ভাব। নিকটে আসিয়া দেখিল, উপর ভাতের হাঁড়িতে টগ্‌বগ্ করিয়া ভাত সে আসিয়া একটা ভাত টিপিয়া দেখিল, ও তৎক্ষ প্রকাণ্ড হাঁড়িটার গলায় এক গাছা বেড়ি দিয়া মৃগাঙ্ক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "আহা কর কি,—ক পারিবে না,—পুড়িয়া খুন হইবে যে!" সে তাড়াতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; সাগ্রহে বলিল, "থাম, নামাইয়া দিতেছি।" অজার হাত হইতে শশব্যা টানিয়া লইতে গেল। অজা, তাড়াতাড়ি সরিয়া গি উঠিল,—"না না তুমি ছুঁয়োনা; সব নষ্ট হইয়া যা আমি নামাইতেছি।"

মৃগাঙ্ক একটু থতমত খাইয়া বলিল,—"কেন, ছুঁইলে নষ্ট হইবে কেন?"

"তা হইবে! তুমি সর, ভাত ধরিয়া যাইতেছে, কালে কেহ মুখে করিতে পারিবে না।"

"তুমি কি ফুটন্ত ভাতশুদ্ধ অত বড় হাঁড়ি পারিবে?"—মৃগাঙ্ক করুণাপূর্ণ নেত্রে তাহার সুকু হাত দুখানির প্রতি চাহিয়া দেখিল, সে অবলীলাক্রমে বেড়ির জোরে নামাইল! হাঁড়ির মুখে ফেন গালি চাপাইয়া অজা কহিল, "আমি ত আর নবাব

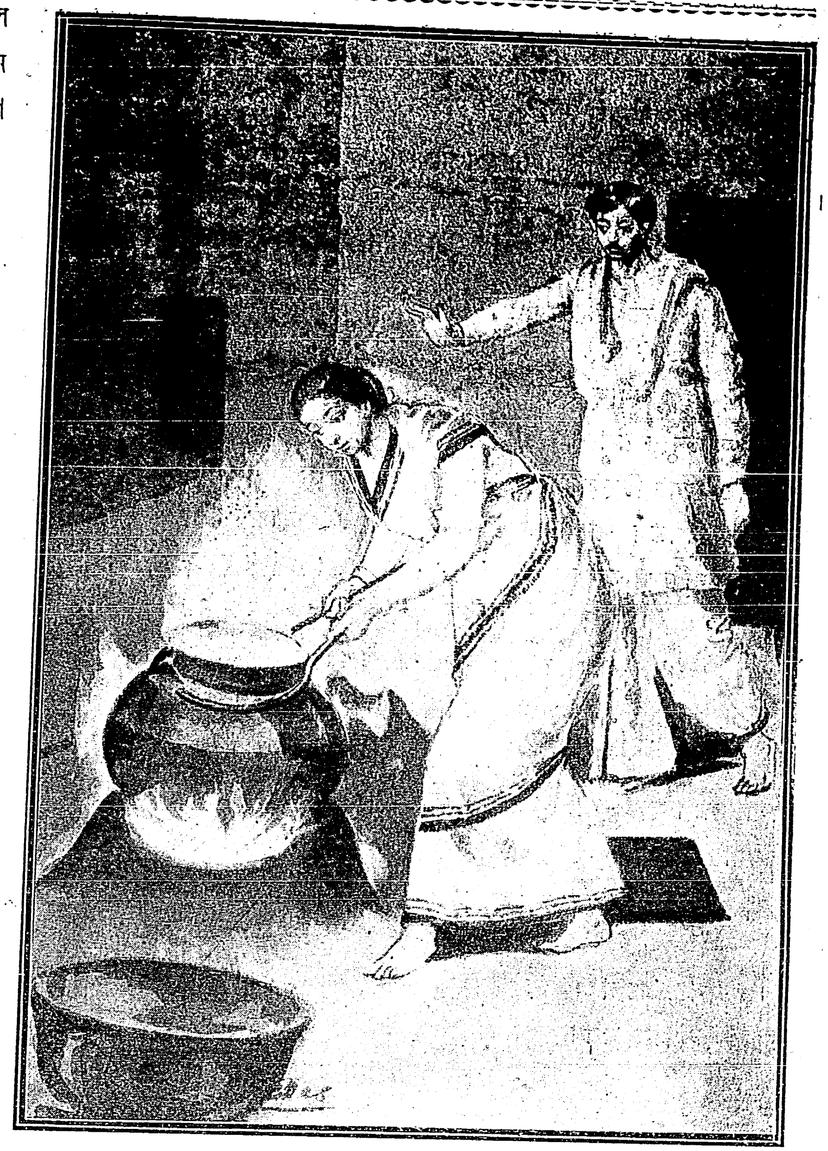

"আহা কর কি, কর কি! পারিবে না, পুড়িয়া খুন হইবে যে!"

মৃগাঙ্ক হঠাৎ আহার বন্ধ করিয়া, অজার মুখের দিকে চাহিয়া, বলিল,—"ঘামে কপালে চুলগুলি ভিজে গেছে যে"! বলিতে বলিতে সে বাম-হস্ত দিয়া ললাট-সংলগ্ন কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিতে গিয়া—তাহার চমৎকার কোঁকড়ান চুল দেখিয়া—বলিয়া উঠিল,—"বা! বা! অজা, তোমার এমন চুল ত কখনও—" দ্রুত বেগে মাথা সরাইয়া লইয়া অজা মাথার কাপড় একটু খানি টানিয়া দিল। তাহার উভয় গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে পাখা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

মৃগাঙ্কমোহনের সেদিন মনের ভিতর কি যেন একটা

--আমার ভাত টাত রাঁধা অভ্যাস
এই বলিয়াই সে নত নেত্রে সাবধানে
ক গামলার উপর কাৎ করিয়া

ক এক মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া
ঠস্বর ও কথাগুলি তাহার নিজের;
মন করিয়া সেগুলা এখানে আসিয়া
ছে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল
বে এই খোঁচটুকু যে তাহার অঙ্গে
, ইহা না বুঝিতে দিয়াই কথা
ফেলিল। "কাল রাত্রে না আসিয়া বড়
রিয়াছি;—না! রাগ করিয়াছিলে?"
এমনই সুরে অজা উত্তর দিয়া
কাশ করিল যে, মৃগাঙ্ক তাহাতে
স্তুত হইল! এই একটি 'আমি'!
লিল—'তুমি রাত্রিতে বাড়ী ফের
তাহার জন্য আজার রাগ করিবার
আছে যে, রাগ করিব? তুমি
—বাহিরে যাও,—তাহাতে আমার
কসান কি?' মৃগাঙ্ক ইহা বুঝিয়াই
চলিয়া গেল।

ন আহারকালে, অজা ভাত আসনের
রিয়া দিয়া যখন ফিরিতেছিল,
বলিয়া উঠিল,—"উঃ! যা গরম
কি খাওয়া যায়!" অজা তাড়াতাড়ি
থা আনিয়া ভাতের উপর বাতাস
। এমন করিয়া কখন স্বামীর সম্মুখে সে বাহির
লিয়া, প্রথমে তাহার লজ্জা বোধ হইয়াছিল।
সে মনে মনে ভাবিল, 'আহা! খাইতে বসিয়াছে,
; না করিয়া কি করি?' ধীরে ধীরে আহার
রিতে মৃগাঙ্ক বলিল,—"বেড়ে রাঁধিয়াছ ত!
এমন মাছের ঝোল খাই নাই;—চড়্‌চড়ি,
বেশ হইয়াছে। কবে এত শিখিলে!"
র বাড়ী মা ও আমি রাঁধিতাম, দেখিয়া থাকিবে।
ন বামন ত নাই, বরাবর আমরাই রাঁধি। আমি
রর, তখন হইতেই একবেলা রান্না চালাইতাম।"

পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। সে নানা অছিলায় বারংবার রান্না ও ভাঁড়ারের দ্বারে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। যতবার অজ্ঞাকে দেখিল, ততবারই দেখিল—এক বাক্যহীনা যন্ত্রের পুতুল ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছে! আবার দিদির ঘরে গিয়া দেখে,—সেই মূর্ত্তি নিপুণ-হস্তের সেবাদ্বারা দিদির কাতরশীর্ণ মুখে শান্তির প্রসন্নতা ফুটাইয়া তুলিতেছে! একসঙ্গে এমন ভাবে একই নারীকে—গৃহিণী, জননী, সেবিকা রূপে—সে আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। তাই, অজ্ঞায় এই তিনের মিলন দেখিয়া, অবাক্ হইয়া গেল। অনাদৃতা পত্নীর স্বামীর প্রতি অভিমান পোষণ করাই স্বাভাবিক, কিন্তু অজ্ঞার মুখে ত অভিমানের চিহ্নমাত্র নাই;—অত্যধিক গাম্ভীর্য্য আসিয়া, তাহার অপরূপ লাবণ্যময়ী শ্রীকে ত ম্লান করে নাই! 'এ কি মূর্ত্তি! এতদিন ইহাকে লইয়া সকলের সম্মুখে হাস্য-পরিহাস করিয়াছি; এক দিনের জন্যও ত ইহাকে যত্ন করি নাই!' তখন তাহার নিজের উপর বড় অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। চটুল-চাহনি বিলাস-হাস্য-লীলারঙ্গে রঙ্গময়ী জোহরাকে ইহার পার্শ্বে কল্পনা করিতে লজ্জায় আকণ্ঠ-ললাট লাল হইয়া আসিল। ভাবিতে লাগিল—"ছিঃ! আমি কি মানুষ!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার প্রলোভন বড় প্রবল; কিন্তু আজ, নবজীবনের সূচনায়, কঠিন শপথ করিয়া সে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এ কাল-সন্ধ্যাকে প্রত্যাখ্যান করিতেই হইবে; কিন্তু ভাবিতেছে, কেমন করিয়া সময় কাটে! দিদি ঘুমাইতেছেন,—ঘর নিস্তব্ধ। সেখান হইতে সরিয়া আসিল। রান্নাঘরে নূতন রাঁধুনি আসিয়াছে; সেখানটাকে যেন একান্ত শ্রীহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। চারিদিকে—ঘরে বাহিরে—ঘুরিয়া, অবশেষে সে ছাদের উপরে উঠিয়া গেল। সেখানে অস্তগত সূর্য্যের বিদায়-অভিনন্দন গোলাপী অক্ষরে সাজাইয়া প্রকৃতি দেবী বিষণ্ণনেত্রে চাহিয়াছিলেন; চারিদিকে ধীরে ধীরে আঁধারের নীরব বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিতেছিল;—সে দৃশ্য তাহার ভাল লাগিল না। ছাদ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞার কক্ষে প্রবেশ করিল। কয়দিনের দিবারাত্র প্রাণান্ত পরিশ্রমে ও অনিদ্রায় অজ্ঞার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। শুধু মনের জোরে সে কলের মত শরীরটা টানিয়া চালাইয়া ফিরিতে... আজ একটুখানি ছুটি পাইবামাত্র, বাঁধ-ভাঙ্গা ... মত, তাহার বহুদিনের সঞ্চিত অবসাদ ... ভাসাইয়া দিল। ক্লান্তভাবে বিছানায় পড়িয়া ... মুদিয়াছিল। তাহাকে নিদ্রিত বোধে মৃগাঙ্ক ... সাহসের সহিত শয্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

অজ্ঞা ঘুমায় নাই; সে কয়দিনপরে অবসর পাইয়া ... নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিল। আজ, এত দিন ... সে তাহার স্বামীকে ভাল করিয়া দেখিবার ... পাইয়াছে। নিজের হাতে ভাত বাড়িয়া, কাছে ... খাওয়াইয়াছে। শুইয়া সে এই সব কথাই ভাবিতে ... স্বামী—স্বামীর কথা মনে পড়িতেই একটা ... নিঃশ্বাস তাহার বক্ষ মথিত করিয়া বাহির হইয়া ... স্বামীই বা কে তাহার? বন্ধু—শুধু বন্ধুমাত্র! ... কি ইহাকে বলে? বরং শত্রু বলিলেও বলা ... অজ্ঞা আবার স্পষ্ট গভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ... বিবাহের সময় সে তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে ... আশাই করিয়াছিল;—ভাবিয়াছিল, ওই সুন্দর ... মধ্যে অমনই একটি সুন্দর হৃদয় লুকান আছে,— ... তাহার সহিত বিনিময় হইয়া সে তাহারই হইবে। ... আপনার ভাবিয়া, তাই সে তাহার লজ্জানত ... গোপন কটাক্ষে দু'এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই ভান ... মত মুখখানি দেখিয়া লইয়াছিল; অমনই সে ... তাহার কুমারী-হৃদয়ের প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার ... পায়ের নীচে নিবেদনও করিয়া দিয়াছিল। তার ... দুদিন কতবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সে তাঁ... হৃদয়ে, লজ্জা-জড়িত নেত্রে, সুযোগ পাইলেই ... দর্শন করিয়াছে। লজ্জায় মুখ তুলিতে পারে না ... তা বলিয়া দেখার সুখেও বাধা ছিল না; পা ... চোখের সম্মুখেই বিদ্যমান ছিল। সে কতদিন ... বালিকা-হৃদয় কি অপূর্ব্ব পুলকভরে ক... কি আশার রাগিণী কর্ণমূলে ঝঙ্কার করিত।— ... নের একটা হর্ষ, নূতন সাজে—নূতন আনন্দে ... ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছিল। নববসন্তে ... প্রকৃতির বুঝি এমন পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে! ... বসন্ত আসিবার পূর্ব্বেই, তাহার সাজান বা...

...র একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া সব যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া ...ল! সে বুঝিল, তাহার আশা দুরাশা মাত্র! যে হৃদয়খানির প্রতি সে লুব্ধনয়নে চাহিয়া ছিল, ...ন্দর ত নহেই; এমন কি হৃদয় বলিয়া সেখানে ...র্ত্তমান আছে কি না—সে বিষয়েও তাহার ঘোর ...হইয়াছিল।

... এতদিন তাহার যে পরিচয় পাইয়া আসিয়াছে, ...পক্ষে স্বামীর সে পরিচয় অতি ভয়াবহ! বেশি ...তাহার নাই; কিন্তু এত বড় নিষ্ঠুরতাও বোধ ...র কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। স্বামীর এই ঘোর ...ন নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া, নিতান্ত পরের মত, ...ইয়া পরিয়া শুধু, এই ঘরে তাহাকে পড়িয়া ... হইবে! জোর করিয়া একটা কথা বলিবারও ... নাই! সংসারে একটু স্থান থাকিলে, সে এত-...হিতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু পিত্রালয়ে ...া ছিল না,—মমতাহীনা বিমাতার সংসারেই বা ...ঞ্জনার সুখে ফিরিয়া যাইবে?

...স্থির করিয়াছিল, কাজকর্ম্ম ও স্বামীর সেবা করিয়া, প্রাণের সেই স্ফুটনোন্মুখী আশার রাগিণী চাপিয়া ...টা কাটাইয়া যাইবে;—তবুত সে দিনান্তে তাহার শ্রীচরণ দেখিতে পাইবে—পিত্রালয়ে ত তাহা সম্ভাবনা নাই! তবে আজ কিসের সাড়ায় হৃদয়ে আবার আশা-নিরাশার সঙ্ঘাত বাধিয়া ...? কেন আবার নব-বর্ষার আকুল জল-কল্লোলের ...না-রাশি তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে? ... নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। ... মেয়ে কি শুধু দু'টি খাইতে—দু'খানা পরিতে ...সুখী? তাহার পিতা কি শুধু এই দু'টি দায় ...উদ্ধার পাইবার উদ্দেশ্যেই কন্যাদান করিয়া-... সহসা কি একটা মৃদু শব্দে সে চমকিয়া চোক ...দেখিতে পাইল, কে একজন তাহার বিছানার ...দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যার অস্ফুট আলোকে ...রিল,—সে পুরুষ! তাহার ঘরে এমন সময় কে ... ভয়ে তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল 'মাগো!' ...মোহন তাহার বিস্ময় বুঝিয়া তাড়াতাড়ি তাহার ... বলিল,—"আমি,—অজ্ঞা আমি।" অজ্ঞা অতি-মাত্র বিস্ময়ের সহিত উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তুমি? বেড়াইতে যাও নাই যে?" "না! তোমার অসুখ করিয়াছে বলিয়া বেড়াইতে যাই নাই। ডাক্তার ডাকিয়া আনি?" "ডাক্তার! না—না ডাক্তার কি হইবে?" "ডাক্তার কি হইবে? আমি অনেকক্ষণ হইতে দেখিতেছি, তুমি চোক বুজিয়া শুইয়া আছ, অথচ ঘুমাও নাই। মুখখানাও বড্ড শুকাইয়া গিয়াছে!"

অজ্ঞা লজ্জায় মুখ নত করিল। তবে অনেকক্ষণ সে এখানে দাঁড়াইয়া আছে? ভাগ্যে মনের কথা মুখে বাহির হইয়া পড়ে নাই! অসুখ ভিন্ন যে মানুষ চুপ করিয়া শুইয়া সময় কাটাইতে পারে—ইহা মৃগাঙ্কমোহনের ধারণা ছিল না। সে অজ্ঞার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিতে গেল; বলিল,—"জ্বর হয় নাই ত?" "না"—বলিয়া অজ্ঞা মাথাটা তাহার স্পর্শ হইতে সরাইয়া লইল! মৃগাঙ্কের মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"তবে অসুখ করে নাই?" "না"। "ঠিক বলিতেছ?" "সামান্য মাথা ধরিয়াছে।" "তাহা হইলে ডাক্তার ডাকা ভাল।" না—না, মাথা-ধরায় ডাক্তার ডাকা আমাদের সেখানে অভ্যাস ছিল না; খুব বেশি জ্বর হইলে তখন ডাক্তার আসিত।" মৃগাঙ্ক একটু বিরক্তির সহিত হাসিয়া কহিল,—"এখন ত সেখানে নাই! এখন এখানের মতই ব্যবস্থাটা হউক।"

অজ্ঞার চোকমুখ দিয়া উত্তাপ বাহির হইতে লাগিল। হৃদয় অভিমানে ভরিয়া গেল, কিন্তু একটি কথাও তাহাকে বলিল না; কারণ ব্যথা পাওয়াই তাহার অভ্যাস,—কাহাকেও ব্যথা দেওয়া তাহার স্বভাব নয়। উথলিত অভিমান সযত্নে হৃদয়ে রোধ করিয়া—মৃদু হাসিয়া বলিল,—"দরকার নাই! ও এখনই সারিয়া যাইবে। যাই দেখি, দিদি কি করিতেছেন।" সে খাট হইতে নামিতে গেল। মৃগাঙ্ক সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"দিদি ঘুমাইতেছেন, আমি দেখিয়া আসিয়াছি। দেখ, আজ বেড়াইতে গেলাম না!—খুসী হইয়াছ কিনা?—কই কিছুই বলিলে না ত?"

অজ্ঞা মাথার বালিসের ঝালরগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল; তদবস্থাতেই মুখ না তুলিয়া বলিল,—"তারা এখানে আসিবে ত?" "যদি না আসে?" অজ্ঞা অবিশ্বাসের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিল; "একদিনও

না ?" "যদি একদিনও না আসে ?" অজ্জার দুই নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; "বেশ হয় !" মৃগাঙ্কমোহন একটু সরিয়া আসিলেন ; "শুধু বেশ হয় ; তুমি খুসী হও না ?" "হই ।"—"কেন ?" অজ্জার নেত্রে আনন্দের লহর ফুটিল ; সে ঘাড় নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তা জানিনা,—বোধ হয়—" মৃগাঙ্ক ঈষৎ আগ্রহে খাটের ডাণ্ডা ধরিয়া সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া পড়িল ; "থামিলে কেন ? বোধ হয় কি ?" "বন্ধু তাই ।" "বন্ধু !—বন্ধু কি বলিতেছ, বুঝিলাম না ।" অজ্জা মৃদু হাসিল ; "আমরা বন্ধু নই ?"—"ওঃ !—সেই কথা বলিতেছ !" বলিয়া মৃগাঙ্ক হা হা করিয়া হাসিয়া প্রায় তাহার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল। অজ্জা একটু সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল,—"কেহ শুনিতে পাইবে ; আমি যাই ।" এই বলিয়া ব্যস্তভাবে সে নামিয়া দাঁড়াইল। মৃগাঙ্ক আরও শব্দে হাসিতে লাগিল এবং তাহাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে পথরোধ করিয়া বলিল,—"শুনিতে পাইলেই বা ক্ষতি কি ? যাইবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? একটু দাঁড়াইলে ক্ষয়ে যাবে না ! আমি ত বাঘ নই, যে খাইয়া ফেলিব। শুনিতে পাইলে লোকে বলিবে কি ?"

অজ্জা তাহার রকম দেখিয়া অপ্রতিভও হইল—একটু ভীতও হইল। 'হঠাৎ এতটা ঘনিষ্ঠতার অর্থ কি ? সহজ অবস্থা ত ?' সে সঙ্কোচে সরিয়া জড়সড় হইয়া বলিল,—"লোকে ভাবিবে না যে, ইহারা সন্ধ্যা বেলা অনর্থক এত হাসিতেছে কেন ?"—"বন্ধু বন্ধুর সহিত হাসে না ? আচ্ছা, হাসিলে যদি তোমার নিন্দা হয়, তবে আর হাসিয়া কাজ নাই। একটা কাজের কথা বলি শোন, মনে করিতেছি, দিনকত একটু হাওয়া খাইয়া আসা যা'ক্।" অজ্জা দুই স্বচ্ছ-সরল-নেত্র তাহার কৌতুক দৃষ্টির সহিত মিলাইয়া কহিল,—"আচ্ছা আমি সব গুছাইয়া রাখিব ;—কি কি চাই বলিয়া দিও।"

"শুধু ত আমি যাইব না ; সবাইকেই যাইতে হইবে।" "সবাই !" অজ্জা বিস্ময়ের ভাবে তাহার দিকে চাহিল। "হাঁ,—সবাই অর্থাৎ তুমি, দিদি, বামুনঠাকুর, নিস্তারিণী, জগা, নিতাই, সব।" অজ্জার নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে স্থির কণ্ঠে কহিল,—"আমি যাইব না।" "কেন ?" "না।" "কেন ?" "আমার ইচ্ছা নাই।"—"কেন ইচ্ছা নাই ?" অজ্জা উত্তর দিল না ;—ঈষৎ আরক্ত মুখে সে দৃষ্টি নত করিয়া রহিল। "আমার উপর রাগ করিয়াছ অজ্জা ?" বলিয়া মৃ তাহার হাত ধরিল। "চল, দিনকত বাহিরে ঘুরিয়া আ বাহিরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরেরও পরি করিয়া আসি। যাবে না ?" ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া ল অজ্জা দু'পা পিছাইয়া গেল ; তাহার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছি তথাপি সে জোর করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"বন্ধুর কি বন্ধু রাগ করে ?" মৃগাঙ্কের মুখ আরক্ত হইয়া উ "তবে যাইবে না কেন ?" এবারও সে উত্তর দিল "বুঝিয়াছি, আমার জঘন্য চরিত্র বলিয়া তোমার আমার যাইতে ঘৃণা হয় !" "ঘৃণা ! না—না, ঘৃণা নয় !—ওকি ও কথা বলিও না।" অজ্জার আর্ত্তস্বরে মৃগাঙ্কের অভিমা হইয়া গেল। সে ত্বরিত গতিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অজ্জা, সত্য বলিতেছ—ঘৃণা হয় না ?"—"একটুও নয়। হয় না।" "তবে কি, ভয় হয় ?" অজ্জা ঘাড় নাড়িল, "বন্ধুর বন্ধুর কি কেবল ঘৃণা আর ভয় হয় ? আর কিছু হয় মৃগাঙ্কের মুখে অনুশোচনাপূর্ণ বেদনার রেখা ফুটিয়া উ ছিল ; তাহার উপর একটা সলজ্জ আনন্দের মৃদু আলো দিল। সে তখন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি সঙ্গে সঙ্গে নিকটে দণ্ডায়মানা স্ত্রীর একখানা হাত ধরিয়া, তাহাকে নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া "অজ্জা !" অজ্জা স্বামীর হস্তমুক্ত হইয়া অনেকখানি দূরে দাঁড়াইল ; হাসিয়া কহিল,—"হাঁ, কষ্ট হয় না ? বন্ধুর কি কষ্ট হয় না ?" মৃগাঙ্কের আকণ্ঠ-ললাট রাঙ্গা উঠিয়া ছিল ; সে সক্রোধে ভূমিতে পদাঘাত করিয়া উঠিল, "বন্ধু—বন্ধু ! কে তোমার বন্ধু ? অমন বন্ধুর দরকার নাই। ওছাই বন্ধুত্বের খবর আমায় জিজ্ঞে আর শুনাইও না ;—আমি তোমার বন্ধু নই।" দ্বার ঠেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। অজ্জা গতীর পরিত্যাগ করিল। "দেবতাদের পক্ষেও বোধ হয় বুঝা ভার ! নিজেই বলিলে বন্ধু ! এখন আবার পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। বেশ, তবে কা আর বন্ধুত্বের ভাণ না করাই ভাল। হায় দুর্ব্বল চরিত্র ! তুমি যে কি—তা আজও বুঝিলাম না ! ব হয়, এমন ভাল আর জগতে নাই। কখনও এ হউক—বন্ধুই হউন আর শত্রুই হউন, উনি আমার আমার হৃদয়দেবতা ! আমি কোন্ হিসাবে উঁহার

আলোচনা করিতে বসি ? নরকে পচিয়া মরিব যে। আজ আজ যেন কি বদল হইয়াছে ! আমার কাছে কি যেন করিতেছিলেন। আমি কি কিছু অন্যায় করিলাম ? নিজেই বলিয়াছেন, 'শুধু আমার বাপকে কন্যাদায় করিয়া নিশ্চিন্ত।' আমায় উনি চাহেন না। তবে ? সহসা এত কাছে টানা কেন ?—বুঝিয়াছি !" অকস্মাৎ বালিকা-চিত্তের মধ্যে একটা সম্ভাবনার সলাজ জাগিয়া তাহার গোলাপী কপোল দু'টি রঞ্জিত করিয়া সেই মধ্যাহ্নের স্বেদজড়িত অলকদামে মৃদু স্পর্শ— আর সেই প্রশংসাসূচক বাক্য তাহার মনে পড়িয়া গেল। আত্মসম্মান-জ্ঞান আসিয়া বুঝাইয়া দিল, সে তাঁহার স্বামীর লালসাবহ্নির ইন্ধন হইবে না—ক্ষণিকের মোহ-পাশে নিজেকে বাঁধিয়া দিবে না।—যদি কখনও যথার্থ স্ত্রী—সহ-ধর্ম্মিনী হইতে পারে, তবেই তাহার এ দেহ মন প্রাণ—সর্ব্বস্ব তাহার হৃদয়-দেবতার শ্রীচরণ তলে সমর্পণ করিয়া—তাহার নারী-জীবন সার্থক করিবে।—নচেৎ নহে !

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

হিসাবের খাতা

হিসাবের খাতা শেষ হয়ে গেল কালির আখর আঁকি,
সাথরচের নিকাশ মিলায়ে "চেক" করা সুধু বাকি।
চোখ বুলাইয়া দেখে নেব শুধু উলটি' জীর্ণ পাতা ;
আরবৎসরে বেঁধে নেব পুনঃ নূতন ধরণে খাতা।
দিবসের আলো মিলাইয়া গেল গ্রামের সীমার পর ;
মাঠ ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিল ঝিঁঝির করুণ-স্বর।
শ্যাম-অঞ্চলে আবরি' আনন, সন্ধ্যা আসিল নেমে ;
মন্দির-দ্বারে আরতি-অন্তে, কাঁসর গিয়াছে থেমে।
রক্ত বসনে কলসী ভরিয়া, বধূরা ফিরেছে ঘরে ;
শ্রম-কাতর শ্রান্ত-পল্লী সারা দিবসের পরে।
গ্রাম-প্রান্তরে বালু-চত্বরে, জ্যোৎস্না প'ড়েছে লুটি—
ক্লান্তি-শয়নে সবাই শুয়েছে, আমারি নাহিক ছুটি।
বাহির বায়ে মৃন্ময় দীপ নিবু নিবু থাকি' থাকি'—
আমি বসে' আছি তন্দ্রা-বিহীন খাতায় বদ্ধ আঁখি।

হিসাবের খাতা উলটি' উলটি' কোথা চ'লে গে'ছে ঘুম ;
আঙ্গিনার ধারে কেরোসীন দীপ পুঞ্জী করিছে ধূম।
শেষ হয়ে গেল শেষ-পাতাখানি, বাহিরে দেখিনু চেয়ে—
সজিনা ফুলের মদির-গন্ধ ভুবন ফেলেছে ছেয়ে।
শিশির-সিক্ত দূর্ব্বার 'পরে নিমমুকুলের রাশি ;
অশোকগুচ্ছে রঙ্গণের ফুলে তরুণ রবির হাসি—
ঊষার আলোকে নিশার আঁধার চলেছে বিদায় মাগি'।
সবুজ গাছের শাখায় শাখায় পাখীরা উঠেছে জাগি'।
মৃদু উচ্ছ্বাসে, তটের প্রান্তে উচ্ছল নদীজল ;
বিশ্বেরে ঘেরি' জাগিয়া উঠেছে কর্ম্মের কোলাহল।
ললাটের স্বেদ মুছিয়া ফেলিয়া বন্ধ করিনু পাতা ;
মসী-চিহ্নিত জীর্ণ মলিন, মোর সে পুরাণ' খাতা।
ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ীর ভিতরে ফেলে দিনু তারে আনি' ;
সুধু খরচের খাতে হিসাব রেখেছে, জমায় শূন্য টানি।

শ্রীসুরূপা দেবী।

মহাকবি ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় *

(মহাকাব্য)

জগতে শ্রুতিমধুর, মনোমদ পদার্থ অসংখ্য থাকিলেও কাব্যের তুলনায় অন্য সকল বস্তুই নিকৃষ্ট। মধুলুব্ধ ভ্রমরের গুঞ্জনই হউক, আর বসন্তে মদমত্ত কোকিলের কলকণ্ঠ-গীতিই হউক, কবিতার নিকটে সকলেই পরাভূত। একজন কবি বলিয়াছেন ;—

"দ্রাক্ষা ম্লানমুখী জাতা
শর্করা চাশ্মতাং গতা।
সুভাষিতরসস্যাগ্রে
সুধা ভীতা দিবং গতা॥"

কবিতা-রসের নিকটে দ্রাক্ষার মুখ মলিন, শর্করা ত প্রস্তরচূর্ণে পরিণত, এমন কি সুধা যে তিনিও ভয় পাইয়া সুরলোকে পলায়ন করিয়াছেন!

অপর এক কবি বলেন ;—

"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ
কর্ণেষু কিরতি মধুধারাম্।
অনধিগতপরিমলাপি হি
হরতি দৃশং মালতীমালা॥"

সৎ-কবির কবিতার মর্ম্ম না জানিলেও পাঠমাত্র উহা কর্ণে যেন মধুধারা বর্ষণ করে,—মালতীকুসুমের মালার সৌরভ অনুভবের পূর্ব্বেই উহা নয়ন আকর্ষণ করে।

একজন আলঙ্কারিক লিখিয়াছেন ;—

"চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ
সুখাদল্পধিয়মাপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন
তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে॥"

সরলমতি বালকদিগেরও সৎকাব্যপাঠে আনন্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ, লাভ হয়। অর্থাৎ, কাব্য পাঠ করিয়া পাঠক বুঝিতে পারেন—নায়কের চরিত্রের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রতিনায়কের পদবীর অনুসরণ করা কখনই উচিত যিনি রামায়ণ কাব্য পাঠ করেন, তিনি রাম অনুসরণেই যত্নবান্ হন, কিন্তু রাবণের কার্য্যাবলীর লক্ষ্য করিয়া সে পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে সুতরাং পাঠক নীতিমান্ হন। কাব্যপাঠে জন্মে ; ভাষায় অধিকার হইলেই বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যবহার-শাস্ত্র প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায়। ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি অর্থ প্রাপ্ত হন, এবং অর্থ বস্তু লাভ স্বতঃসিদ্ধ। এমন কি, কাব্যপাঠে পরম্ধার্ম্মিকজীবনের প্রধান লক্ষ্য—মুক্তিপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় যিনি ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন, তিনিই মোক্ষলাভে উপনিষদাদি পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে ভগবানের ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি দ্বারা মোক্ষ-পথের পথি

বলা বাহুল্য, এতক্ষণ আমরা কাব্য, সম্বন্ধে যাহা সংস্কৃত কাব্যই তাহার লক্ষ্য। এই কাব্যরসের সকলের ভাগ্যে ঘটে না ; তজ্জন্য একজন ম লিখিয়াছেন ;—

"সবাসনানাং সভ্যানাং,
রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ।
নির্ব্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ,
কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥"

সহৃদয় ব্যক্তিদেরই রসের অনুভব হয় ; অর্থাৎ প্রাক্তন—সংস্কার—বশে কাব্যে হৃদয় অর্পণ করিতে তাঁহাদেরই রসের আস্বাদন ঘটে ; কিন্তু যাঁহাদের সংস্কার নাই, এবং যাঁহারা কাব্যে চিত্তনিবেশ পারেন না, তাঁহারা কাব্য-আলোচনার স্থানে গৃহভিত্তি, অথবা পাষাণের ন্যায় অবস্থিতি আলঙ্কারিকদিগের এই সকল মন্তব্যের আলোচ মনে হয়, যাঁহারা ঘোর সংসারী, কেবল পার্থিব গণনার জন্য সংসারে আসিয়াছেন, কাব্য সেই সকল ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে পারে না ; যাঁহা হৃদয়বান্ তাঁহারাই কাব্যরসের আস্বাদনে অধিকা

* এই প্রবন্ধটি বিগত ৬ঠা পৌষ (১৯এ ডিসেম্বর) কলিকাতা কলেজস্কয়ার 'ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে' লেখক-কর্ত্তৃক পঠিত।

দেশের যেরূপ প্রাকৃতিক সংস্থান—এখানে বসন্ত, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতুগণ যেমন পর্য্যায়ক্রমে মন করে—এখানে কানন যেরূপ সৌরভময় বহু আকর—এদেশের মৃদুমন্দ মলয়-সমীরণ যেরূপ —তাহাতে ভারতবর্ষই কাব্য-আলোচনার প্রকৃষ্ট লিয়া মনে হয়। তাই বলিয়া কি এদেশে দার্শনিক, ক কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাহা নহে। বহু দর্শনকার, জ্যোতির্ব্বিৎ এবং পৌরাণিক করিয়াছিলেন ; তথাপি এদেশে যে কবি ও বাহুল্য লক্ষিত হয়, সুষমাময়ী প্রকৃতি-দেবীর ই উহার প্রধান কারণ। আদিকবি বাল্মীকি, এবং কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনা জীবিত পর্য্যন্ত গণনা করিলে দেখা যায়—এদেশে যত াবিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্য কোনও ত নহে।

আমরা যে মহাকবির কাব্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়-নিমিত্ত অগ্রসর, তাঁহার নাম ভারবি। এই কবির কাল ও জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু জানিতে নাম তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে *। প্রবন্ধের বিষয়, ভারবির মহাকাব্য "কিরাতার্জ্জুনীয়।" রিকগণ কাব্যের অনেক শ্রেণীভেদ করিয়াছেন ; কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যের শ্রেণী-ভুক্ত। এই আখ্যান-বস্তু, মহাভারতীয় বনপর্ব্বের ষড়্‌বিংশ হইতে একচত্বারিংশৎ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত বৃত্তান্ত পরিগৃহীত। কবি, মহাভারতের সমস্ত ঘটনা পরিগ্রহ করেন নাই ; তিনি স্বকীয় প্রতিভা উহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। জুনীয়ের বৃত্তান্তটি এইরূপ ;—

গণ অনর্থকর পাশক্রীড়ায় হৃত-রাজ্য হইয়া বনে ; তাঁহারা দ্বৈতবনে বাস করিতেছেন। প্রথম ষ্ঠির, প্রতিপক্ষ দুর্য্যোধনের রাজ্যশাসন-প্রণালী নিমিত্ত একজন বনেচরকে গোপনে হস্তিনাপুর প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে প্রত্যাগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত নিবেদন করিল। বনেচর প্রথমেই ভূমিকায় বলিল ;—

"ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষো
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ॥" ১।৪

'মহারাজ! গুপ্তচরগণই রাজাদের চক্ষু ; প্রভুদিগকে প্রতারিত করা তাহাদের পক্ষে কখনই উচিত নহে। অতএব, আমার বর্ণিত সংবাদ আপনার পক্ষে প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, আমাকে উহা বলিতেই হইবে ; কেন না, হিতকর অথচ মনোহর বাক্য একান্ত দুর্লভ।'

তাহার পর, সেই গুপ্তচর যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্য্যোধনের সুনীতি-সঙ্গত রাজ্য-শাসনের একটি সুন্দর বর্ণনা করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। তাহার পর, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করিয়া অনুজগণের সন্নিধানে সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তেজস্বিনী দ্রৌপদী, শত্রুগণের কৃতকার্য্যতার বার্ত্তা সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল ক্রোধোদ্দীপক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা বীররমণীর পক্ষে একান্ত সমুচিত। আমরা উহার কএকটি শ্লোক ও তাহার মর্ম্ম এখানে উদ্ধৃত করিলাম। দ্রৌপদী বলিলেনঃ—

"ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিতং
ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্।
তথাপি বক্তুং ব্যবসায়য়ন্তি মাং
নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ॥" ১।২৮

'আপনার ন্যায় মনীষিব্যক্তির নিকট প্রমদাজনের উপদেশবাক্য যদিও তিরস্কার-তুল্য ; তাহাহইলেও, দারুণ অপমানে হৃদয়ে যে ব্যথা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মনোবেদনাই আমাকে কিছু বলিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতেছে।'

তাহার পর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সরলতা এবং তজ্জন্য রাজ্যনাশ, ভীমের অতুল বাহুবল, অর্জ্জুনের বিক্রম ও যুদ্ধ-কৌশল, রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্ব্বে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক দিগ্‌বিজয়, ইদানীং বনবাসের দারুণ ক্লেশ, নিজের মানসিক কষ্টের

* শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতবর্ষ-পত্রের "মহাকবি ভারবি" দ্রষ্টব্য।

কথা সবিস্তর বর্ণনা করিয়া, অবশেষে বলিতে লাগিলেন ;—

"দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ
সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ।
পরৈরপর্য্যাসিতবীর্য্যসম্পদাং
পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাম্ ॥" ১।৪১

'শত্রুর জন্য তোমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়াই আমি অতীব দুঃখিত; কেননা শত্রু যাঁহাদের বাহুবল অতিক্রম করিতে পারে না, তাদৃশ মানী ব্যক্তিদের দুরবস্থাও উৎসব-বিশেষ।'

"বিহায় শান্তিং নৃপ ধাম তৎপুনঃ,
প্রসীদ সন্ধেহি বধায় বিদ্বিষাম্।
ব্রজন্তি শত্রূনবধূয় নিঃস্পৃহাঃ,
শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো ন ভূভৃতঃ ॥" ১।৪২

'হে রাজন্! শমগুণ পরিত্যাগ করুন, শত্রুবধের নিমিত্ত উদ্যোগী হউন, প্রসন্নতা লাভ করুন। নিঃস্পৃহ মুনিগণই শমগুণের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন ; কিন্তু রাজারা কখনই শমগুণ অবলম্বন করেন না।'

"পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ,
সুদুঃসহং প্রাপ্য নিকারমীদৃশম্।
ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্ব্বতে রতিং,
নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা ॥" ১।৪৩

'তেজস্বিগণের অগ্রগণ্য এবং যশোধন, আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিরাও যদি পরাভব প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, হায়! মনস্বিতা আশ্রয়শূন্য হইয়া চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইতে চলিল!'

"অথ ক্ষমামেব নিরস্তবিক্রম
শ্চিরায় পর্য্যেষি সুখস্য সাধনম্।
বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ্ম কার্ম্মুকং
জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্ ॥" ১।৪৪

'আর যদি বিক্রম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমাকেই চিরকালের জন্য সুখের সাধন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আর রাজচিহ্ন ধনুর্দ্ধারণ কেন? (উহা পরিহারপূর্ব্বক) জটাধারী হইয়া অগ্নিতে হোম করুন!'

"ন সময়পরিরক্ষণং ক্ষমং তে
নিকৃতিপরেষু পরেষু ভূরিধাম্নঃ।
অরিষু হি বিজয়ার্থিনঃ ক্ষিতীশা
বিদধতি সোপধি সন্ধি-দূষণানি ॥" ১।৪৫

'শত্রুগণ যখন অবমাননার জন্য উদ্যত, তখন [cut off] সেই ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সময় প্রতীক্ষা করা [cut off] প্রকারেই উচিত নহে। শত্রুবিজয়ার্থী নরপতিগণ, [cut off] উপস্থিত হইলে, কোনও ছলে সন্ধিভঙ্গ করিয়া থাকেন।'

দ্রৌপদীর কথা শেষ হইলে, ভীম, অতিশয় [cut off] উৎসাহসূচক বাক্যে দ্রৌপদীর প্রস্তাবের সমর্থন [cut off] যুদ্ধের পক্ষেই মত প্রদান করেন। তিনি, অনেক [cut off] পর, যুধিষ্ঠিরকে বলেন ;—

"অভিমানবতো মনস্বিনঃ
প্রিয়মুচ্চৈঃ পদমারুরুক্ষতঃ।
বিনিপাত-নিবর্ত্তন ক্ষমং
মতমালম্বনমাত্মপৌরুষম্ ॥" ২।১৩

'যাঁহারা অভিমানী, মনস্বী, এবং একান্ত-প্রিয় [cut off] লাভের অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে পুরুষকারই [cut off] হইতে রক্ষার একমাত্র উপায়।'

"বিপদোঽভিভবন্ত্যবিক্রমং
রহয়ত্যাপদুপেতমায়তিঃ।
নিয়তা লঘুতা নিরায়তে
রগরীয়ান্ ন পদং নৃপশ্রিয়ঃ ॥" ২।১৪

'বিপদ্, পৌরুষহীন ব্যক্তিকে আক্রমণ করে [cut off] ব্যক্তির ভাবি উন্নতির আশা থাকে না ; কর্ম্মহীন [cut off] লঘুতা নিশ্চিত ; একান্ত লঘুব্যক্তি, রাজলক্ষ্মীর [cut off] হইতে পারে না।'

"তদলং প্রতিপক্ষমুন্নতে
রবলম্ব্য ব্যবসায়বন্ধ্যতাম্।
নিবসন্তি পরাক্রমাশ্রয়া
ন বিষাদেন সমং সমৃদ্ধয়ঃ ॥" ২।১৫

'অতএব উন্নতির অন্তরায় উদ্যমহীনতার [cut off] করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। কারণ, [cut off] নিত্যসঙ্গিনী সম্পদ্ কখনও উদ্যমহীনতার সহিত [cut off] পারে না।'

"অথ চেদবধিঃ প্রতীক্ষ্যতে,
কথমাবিষ্কৃতজিহ্মবৃত্তিনা।

ধৃতরাষ্ট্রসুতেন সুত্যজা
শ্চিরমাস্বাদ্য নরেন্দ্রসম্পদঃ ॥" ২।১৬

[cut off] ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষাই করেন, তাহা [cut off] কি সেই কপটাচারী ধৃতরাষ্ট্র-তনয় সুদীর্ঘকাল [cut off] দের সুখ অনুভব করিয়া সহজে উহা পরিত্যাগ [cut off]

"দ্বিষতা বিহিতং ত্বয়াথবা
যদি লব্ধা পুনরাত্মনঃপদম্।
জননাথ তবানুজন্মনাং
কৃতমাবিষ্কৃতপৌরুষৈর্ভুজৈঃ ॥" ২।১৭

[cut off] শত্রুগণ যদি ত্রয়োদশ-বর্ষান্তে রাজ্যসম্পদ্ [cut off] করে, তাহা হইলে আপনার অনুজগণের [cut off] এই বাহুর আর কি প্রয়োজন?'

"মদসিক্তমুখৈর্ম্মৃগাধিপঃ
করিভির্বর্ত্তয়তে স্বয়ংহতৈঃ।
লঘয়ন্ খলু তেজসা জগ
ন্ন মহান্ ইচ্ছতি ভূতিমন্যতঃ।" ২।১৮

[cut off] সিংহ স্বয়ং মদস্রাবী হস্তিগণকে বধ করিয়া, [cut off] জীবিকা-নির্ব্বাহ করে ; মহীয়ান্ ব্যক্তি, জগতের [cut off] নিজের অপেক্ষা লঘু মনে করেন ; তিনি কখনও [cut off] অনুগ্রহপ্রদত্ত সম্পদ্ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না।'

"অভিমানধনস্য গত্বরৈ
রসুভিঃ স্থাস্নু যশশ্চিচীষতঃ।
অচিরাংশুবিলাসচঞ্চলা
ননু লক্ষ্মীঃ ফলমানুষঙ্গিকম্ ॥" ২।১৯

[cut off] মানী ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর জীবনদ্বারা কল্পান্তস্থায়ী যশ [cut off] করেন ; ক্ষণপ্রভার ন্যায় অচিরস্থায়িনী সম্পদ্ [cut off] আনুষঙ্গিক ফল মনে করেন।'

[cut off] ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত [cut off] তব্য। ভীমের বাক্য শেষ হইলে, দূরদর্শী [cut off] তি যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী এবং ভীমের ক্রোধোদ্দীপক [cut off] মাত্র বিচলিত হইলেন না ; তিনি স্থির ধীর এবং [cut off] ভীমের বাক্‌পটুতার প্রশংসা করিয়া, এখন [cut off] নহে,—কাল প্রতীক্ষা করা একান্ত উচিত তাহাই যুক্তি ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি ভূমিকা শেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া
মবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং
গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥" ২।৩০

'সহসা কোন কার্য্য করিবে না ; অবিবেক সর্ব্ববিধ বিপদের কারণ; গুণলুব্ধ সম্পদ্ স্বয়ং আসিয়া বিবেকী ব্যক্তিকে বরণ করে।'

"অভিবর্ষতি যোঽনুপালয়ন্
বিধিবীজানি বিবেকবারিণা।
স সদা ফলশালিনীং ক্রিয়াং
শরদং লোকইবাধিতিষ্ঠতি ॥" ২।৩১

'কৃষক যেমন বীজ-বপন ও তাহাতে জলসেক করিয়া শস্যশালিনী শরৎকে লাভ করে, সেইরূপ যিনি কর্ত্তব্যের সূত্রপাত করিয়া বিবেচনার সহিত কালপ্রতীক্ষা করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।'

"শুচি ভূষয়তি শ্রুতং বপুঃ,
প্রশমস্তস্য ভবত্যলংক্রিয়া।
প্রশমাভরণং পরাক্রমঃ
সময়াপাদিতসিদ্ধিভূষণঃ ॥" ২।৩২

'পবিত্র বিদ্যাধ্যয়নে দেহ ভূষিত হয়, ক্ষমাই বিদ্যাবিভূষিত ব্যক্তির অলঙ্কার ; অবসর ও শৌর্য্য প্রকাশ করাই ক্ষমার ভূষণ, এবং নীতিলব্ধ সম্পদ্‌ই বিক্রমের আভরণ।'

"স্পৃহণীয়গুণৈর্ম্মহাত্মভি
শ্চরিতে বর্ত্মনি যচ্ছতাং মনঃ।
বিধিহেতুরহেতুরাগসাং
বিনিপাতোঽপি সমঃ সমুন্নতেঃ ॥" ২।৩৪

'উদারচরিত মহাত্মারা যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথ অবলম্বন করিয়া চল ; সে পথ আশ্রয় করিলে কখনও কোন অপরাধ হইবে না ; তবে যদি দৈববশতঃ বিনাশ ঘটে তাহাও উন্নতির সমান মনে করিও।'

"ক চিরায় পরিগ্রহঃ শ্রিয়াং
ক চ দুষ্টেন্দ্রিয়বাজিবশ্যতা।
শরদভ্রচলাশ্চলেন্দ্রিয়ৈ
রসুরক্ষা হি বহুচ্ছলাঃ শ্রিয়ঃ।" ২।২৯

চিরকালের জন্য রাজ্য-লক্ষ্মীকে বশে রাখাই বা কোথায় ? আর দুষ্ট ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের বশীভূত হওয়াই বা কোথায় ? শরৎকালের মেঘের ন্যায়, চঞ্চল রাজ্যলক্ষ্মী বহুচ্ছলে মানুষকে পরিত্যাগ করেন ; তাঁহাকে সহজে বশে রাখা যায় না।

"মতিমান্ বিনয়প্রমাথিনঃ,
সমুপেক্ষেত সমুন্নতিং দ্বিষঃ।
সুজয়ঃ খলুতাদৃগন্তরে
বিপদন্তা হ্যবিনীত সম্পদঃ ॥" ২।৫২

'প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, দুর্বিনীত শত্রুর উন্নতিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন ; কারণ, তাদৃশ শত্রুকে কোন অবসরে অতি সহজে জয় করা যায় ; যেহেতু, অবিনীত ব্যক্তির সম্পদ্, কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।'

তাহার পর, যুধিষ্ঠির ক্রোধোন্মত্ত ভীমকে বুঝাইয়া দিলেন, এখন আমাদের বলপ্রকাশের সময় নহে ; এখন সহিষ্ণু হইয়া কালপ্রতীক্ষা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। পর ক্ষণেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, নানাবিধ স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। মহর্ষি যুধিষ্ঠিরের অনুষ্ঠিত নীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, শেষে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে একটি মন্ত্রের উপদেশ দিয়া বলিলেন—"সশস্ত্র হইয়া জপ এবং উপবাস দ্বারা এই বিদ্যার সাধন কর ; নিজের পদ কাহাকেও প্রদান করিও না, এবং ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে পাশুপতাস্ত্র লাভ করিতে পারিবে। যে যক্ষ তোমাকে তপস্যার স্থান প্রদর্শন করিবে, সে এখনই তোমাকে লইতে এখানে আসিবে।" এই কথা বলিয়া মহর্ষি প্রস্থান করিলে, এক যক্ষ অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন, দ্রৌপদী এবং ভ্রাতৃগণের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া, তাহার অনুসরণ করিলেন। ঐ সময় শরৎকাল উপস্থিত, তিনি গন্তব্য পথের উভয়পার্শ্বে রমণীয় প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে হিমালয়-পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। বনরাজিশোভিত তুষারশুভ্র নগরাজকে অবলোকন করিয়া, তাঁহার মনে হইল যেন বলদেব নীলাম্বরে আবৃত হইয়া উন্নতমস্তকে বিরাজ করিতেছেন ! যক্ষ দূর হইতে ইন্দ্রকিল-পর্ব্বত দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলে, অর্জ্জুন একাকী সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁ
দেখিয়া পর্ব্বতবাসিগণ বিস্মিত হইল। তাহার পর,
দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রকিল-পর্ব্বতের
রক্ষকেরা, অর্জ্জুনের ঐরূপ কঠোর তপস্যা দর্শনে
হইয়া, ইন্দ্রের নিকটে গিয়া সমুদয় নিবেদন করিল।
রাজ, এই নবীন তাপসের তপোবিঘ্ন উৎপাদনের
অপ্সরোগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারা, গন্ধর্ব
সহিত আসিয়া, অর্জ্জুনের আশ্রম-সন্নিধানে শিবির-
করিল। সেখানে তাহারা পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ, জল
পানগোষ্ঠী প্রভৃতি দ্বারা অর্জ্জুনের চিত্তাকর্ষণ
চেষ্টা করিল ; কিন্তু অর্জ্জুন অচল অটল থাকায় ত
সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাহার পর, অপ্সরা
অর্জ্জুনের নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে প্রলোভিত করি
করিল ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া লজ্জায়
করিল।

অনন্তর, ইন্দ্র স্বয়ং মুনিবেশে অর্জ্জুনের আশ্রমে
দেখা দিলেন। তিনি প্রথমে অর্জ্জুনকে এই তরু
তপস্যাকরার জন্য প্রশংসা করিয়া মোক্ষপথের
সুখ্যাতি আরম্ভ করিলেন, এবং অর্জ্জুনের এই
উদ্দেশ্য-বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। অর্জ্জুন, কোনরূপ
না করিয়া, বৈর-নির্যাতনই যে এই তপস্যার লক্ষ্য
ভাবে তাহা ব্যক্ত করিলেন। দেবরাজ, ক্রো
তজ্জনিত বৈরভাবের অনেক নিন্দা করিয়া, উহা
করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিলেন ; কিন্তু
হৃদয়ে উহা স্থান প্রাপ্ত হইল না ! তিনি
আবেগের সহিত বলিলেন ;—

"বিচ্ছিন্নাভ্রবিলায়ং বা বিলীয়ে নগমূর্দ্ধনি।
আরাধ্য বা সহস্রাক্ষমযশঃশল্যমুদ্ধরে॥"

বায়ু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মেঘ যেমন লয়
সেইরূপ এই পর্ব্বতে লয় প্রাপ্ত হইব ; অথবা সহস্র
রাজকে আরাধনা করিয়া, অযশরূপ শল্য উদ্ধার ক

ইন্দ্র, অর্জ্জুনের ধৈর্য্যগুণ সন্দর্শনে, পরিতুষ্ট হ
আলিঙ্গন করিলেন, এবং মহাদেবের আরাধনা
উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অ
অর্জ্জুন পুনরায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।
দেহের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, মুনি সিদ্ধ এ
বের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।
র তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে প্রেরণ করিলেন।
য় মূক দানব অর্জ্জুনকে পরাভব করিবার নিমিত্ত
তেছিল ; মহাদেব অর্জ্জুনের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-
মূক দানবের বধের জন্য ধনুর্ব্বাণ হস্তে কিরাতরাজ-
সৈন্যে যাত্রা করিলেন।

দিকে মূক দানব বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের
ধাবিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন মনে মনে ভাবিতে
ন, "আমি মুনি, আমাকে আবার কে হিংসা করিবে
ভিমান মঙ্গলদায়ক নহে ; কেন না পরের উন্নতিতে
মাৎসর্য্যসম্পন্ন, তাহাদের অসাধ্য কি আছে ?"
র, কিরাতবেশ মহাদেব এবং অর্জ্জুন, উভয়েই
লীন সেই বরাহের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন ;
তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অর্জ্জুন যখন
দেহ হইতে বাণ উদ্ধার করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন
ছেন, সেই সময়ে কিরাতবেশ মহাদেবের অনুচর
গিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রথমে অতিবিনীত-
র্জ্জুনের সহিত আলাপ করিয়া শেষে বলিল, "যে
আপনি গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ শর আমার প্রভুর ;
প্রভুর বাণে বিদ্ধ হইয়া এই বরাহ প্রাণত্যাগ
। যাহা হউক, আপনার ভ্রম হইয়া থাকিবে,
আপনি অর্পণ করুন।" তাহার পর, সে নানা বাগ্-
তাহার প্রভুর ঐশ্বর্য্য, দয়ালুতা, মহত্ত্ব প্রভৃতির বর্ণনা
ন্ত হইলে, অর্জ্জুনও তাহার প্রত্যুত্তরে অনেক
প্রকাশ করিয়া বাণ যে কিরাতপতির নহে, তাঁহার
তাহাই প্রতিপন্ন করিলেন এবং বাণ-প্রদানে অসম্মত
। তাহার পর, সেই কিরাত প্রভুর নিকটে গিয়া
নিবেদন করিল। অনন্তর, কিরাতরূপী মহাদেব
অর্জ্জুনকে জয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন।
কিরাতসৈন্যের সহিত, তাহার পর, কিরাতরূপী
সহিত, অর্জ্জুনের তুমুল সংগ্রাম হইল। অবশেষে,
ক অর্জ্জুনের চাপভগ্ন হইলে, উভয়ের বাহু-যুদ্ধ
হইল।

র মহাদেব, একবার অর্জ্জুন, জয়লাভ করিতে
অবশেষে মহাদেব লম্ফ-প্রদান করিলে, অর্জ্জুন
র পদদ্বয় ধারণ করিলেন। সেই সময়ে মহাদেব অর্জ্জুনকে বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ করিয়া নিষ্পেষিত করিতে গিয়া জানিতে পারিলেন, অর্জ্জুন কিরূপ অসাধারণ বল ধারণ করেন। তিনি এত কাল অর্জ্জুনের তপস্যায় যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার অলৌকিক শক্তি-সন্দর্শনে তদপেক্ষা অধিক পরিতোষ লাভ করিলেন।

পরক্ষণেই মহাদেব, কিরাত-মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, হিমশুভ্র-ভস্মবিভূষিত চন্দ্রশেখর-মূর্ত্তিতে অর্জ্জুনকে দেখা দিলেন ; তখনই সেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণের আবির্ভাব হইল। অর্জ্জুন ভক্তিভরে মহাদেবকে স্তব করিয়া বরপ্রার্থনা করিলে, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া অর্জ্জুনকে পাশুপত অস্ত্রের সহিত ধনুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করিলেন ; এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও মহাদেবের আজ্ঞায় অর্জ্জুনকে বর ও স্বস্ব অস্ত্র প্রদান করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রতিগমন করিলেন। তাহার পর, মহাদেবের আদেশে সফলকাম, অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন।

সংক্ষেপে কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ঘটনা বর্ণিত হইল, এইবার কাব্যের অন্যান্য বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই কাব্যের নায়ক মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন, নায়িকা দ্রৌপদী এবং প্রতিনায়ক কিরাত-রাজরূপী মহাদেব। আলঙ্কারিকগণ কাব্যে যে চারিপ্রকার নায়কের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কাব্যের নায়ক অর্জ্জুন "ধীরোদাত্ত"-গুণান্বিত। যাঁহার গর্ব্ব নাই, যিনি ক্ষমাশীল, গম্ভীর, অতিশয় বলবান্, বিপদেও স্থির, যাঁহার আত্মগৌরব-বোধ প্রচ্ছন্ন, তিনিই ধীরোদাত্ত-নায়ক। অর্জ্জুনে এই সমস্ত গুণই বিদ্যমান ছিল। তপস্যার নিমিত্ত যাত্রাকালে দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে বলেন ;—

'দুঃশাসন যখন আমার কেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক অবমানিত করিয়াছিল, আমি অনাথার ন্যায় সভামধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলাম, লোকে তোমাদের বাহুবলের নিন্দা করিতেছিল ; তুমি কি সেই ধনঞ্জয় ? যে ক্ষৎ—বিপদ্—হইতে ত্রাণে সমর্থ সেই ক্ষত্রিয়, কর্ম্মে যাহার শক্তি আছে সেই কার্ম্মুক (ধনু) ; যিনি নিষ্ফল ক্ষত্রিয় নাম এবং কার্ম্মুক বহন করেন, তাঁহাদ্বারা শব্দের প্রকৃত অর্থ দূষিত হইয়া থাকে। অতএব শীঘ্র মহর্ষির আজ্ঞাপালন করিয়া আমাদের মনোরথ সকল সফল কর ; তুমি কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইলে, তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিব ; এই

আশায় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। ধনঞ্জয় দ্রৌপদীর কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন, মনে হইল শত্রুগণ যেন তাঁহার সম্মুখে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু তাঁহার মুখে একটি কথাও ফুটিল না। তিনি পুরোহিত ধৌম্য-কর্ত্তৃক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, নীরবে যাত্রা করিলেন। কি সুন্দর গর্ব্বহীনতা! অন্য কোন সাধারণ নায়ক হইলে হয় ত তাহার মুখে কত অহঙ্কার, কত আস্ফালনের কথা, শুনা যাইত; কিন্তু অর্জ্জুন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—ধীর—স্থির। আবার অর্জ্জুন যখন বরাহরূপী দানবকে বধ করিয়া—শর লইয়া—প্রত্যাগত হইতেছেন, সেই সময়ে কিরাতরাজরূপী মহাদেবের অনুচর সেখানে উপস্থিত; তাহার সহিত অর্জ্জুনের অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইল, কিরাত অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল, এমন কি সে বলিল—"আপনি যে শুধু অন্যের বাণ অপহরণ করিতেছেন, তাহা নহে; অপরের বিদ্ধ মৃগকে বধ করিতে গিয়া আরও দোষ করিয়াছেন; এজন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত!" অর্জ্জুন ইচ্ছা করিলে ঐ কিরাতের তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি সামান্য অপ্রিয় বাক্যও প্রয়োগ করিলেন না, বরং শিষ্টতা সহকারে তাহার কথার উত্তর প্রদান করিলেন। ইহা তাঁহার ক্ষমাশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

অর্জ্জুনের গাম্ভীর্য্য অসাধারণ; তিনি ইন্দ্রকিল-পর্ব্বতে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে, দেবরাজের প্রেরিত গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ আসিয়া তাঁহার আশ্রমের সন্নিধানে নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক আরম্ভ করিল; অর্জ্জুন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। অবশেষে, পরম লাবণ্যবতী কিন্নর-তরুণীরা অর্জ্জুনের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল; গন্ধর্ব্বেরা বীণার মধুর ঝঙ্কারে বনভূমি মুখরিত করিয়া তুলিল; জাতী-কুসুম মুকুলিত হওয়ায় সমীরণ তাহার সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতে লাগিল; পরিণত জম্বুফলের রস পান করিয়া কোকিলা সুমধুর কুহুরবে অনুরাগী জনের চিত্তে মত্ততা আনয়ন করিল। কিন্তু কোন কারণেই অর্জ্জুনের সমাধি ভঙ্গ হইল না দেখিয়া, অবশেষে সুরললনারা অযাচিতভাবে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার মৌনভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল; তাহারা বলিল, "ওহে তাপস যুবক! মনের কাঠিন্য পরিত্যাগ কর, কথা বল! কেন, মুনিদের চিত্ত ত বড় করুণামৃদু; অভব্য ব্যক্তিরাই

গৃহাগতকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু মুনিরা কখনও
আচরণ করেন না।" আর একজন বলিল, "ওহে
তোমার মনে যদি শান্তি বিরাজ করিত, তাহা হইলে
ধনুর্ধারণ করিতে না; সংসারের ভোগ্য-বস্তুই তোমার
মুক্তি নহে। নিশ্চয়ই তোমার হৃদয়ে কোন
বিরাজ করিতেছে, সেই অন্য কামিনীদের অবকাশ
করিতেছে না।" তাহার পর, তাহারা নিরুপায় হইয়া,
ত্যাগপূর্ব্বক, অশ্রুমোচন করিতে করিতে কাতর
অর্জ্জুনকে অনুনয় করিতে লাগিল—কারণ রমণীদের
শেষ-অস্ত্র; কিন্তু অর্জ্জুনের তিলমাত্রও গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইল
যাঁহার হৃদয়ে শত্রুবিজয়ের বাসনা নিরন্তর বি
তাঁহার আবার সুখাভিলাষ কোথায়? অর্জ্জুনের আ
বোধ কেমন সুন্দর! কিরাত-রাজরূপী মহাদেবে
আগমন করিলেন; অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন—"এ
তুমি প্রভুর কার্য্যভার লইয়া এখানে আসিয়াছ; তুমি
বাক্যবিন্যাসে প্রবীণ, তাহাতে মনে হইতেছে, তুমি
হইলেও একজন প্রধান বাগ্মীর পদে অধিষ্ঠিত
যোগ্য। তুমি তোমার প্রভুর ঐশ্বর্য্য এবং দয়ার
প্রদান করিয়া কখনও আমাকে প্রলোভিত করি
করিয়াছ—কখনও আমার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিবার
প্রদর্শনেও পশ্চাৎপদ হও নাই; ইহাতে মনে হইতে
কেবল বাণের প্রার্থী কিন্তু ন্যায়ের প্রার্থী নহ।
প্রভু, সিদ্ধির বিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত; তুমি যখন তাঁহার
ভার প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন মঙ্গলার্থী হইয়া তাঁহাকে
করা তোমার উচিত। তোমার প্রভুর বা
অপহৃত হইয়াছে, অতএব পর্ব্বতে গিয়া তাহার
করা ন্যায়সঙ্গত; কোন সজ্জনের প্রতি
করা কর্ত্তব্য নহে—কারণ সজ্জনের অতিক্র
ঘটিবার সম্ভাবনা।" এই অংশে অর্জ্জুনের কি
আত্মগৌরব প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু গর্ব্বের লেশও
পায় নাই। তাহার পর, অগণিত কিরাত-সৈন্য,
অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক অর্জ্জুন
করিয়া ফেলিল; অসহায় অর্জ্জুন সেই অসংখ্য ভী
সেনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরাত
ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রয়োগে অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিতে চে
লাগিল; কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ অর্জ্জুন কিঞ্চিন্মাত্র

না। পরক্ষণে কিরাত-রাজবেশে মহাদেব রণক্ষেত্রে
হইয়া, অর্জ্জুনের সহিত সমরে তাঁহার ধনুর্ভঙ্গ
; তাহাতেও অর্জ্জুন ভীত বা বিরত হইলেন না।
ই ছদ্মবেশী মহাদেবকে বাহুযুদ্ধে পরাভূত করিয়া
হস্তগত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। এই
কবি দেখাইয়াছেন যে, অর্জ্জুন বিপদেও স্থির।
মহাসত্ত্বতার কথা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন;
র সহিত বাহুযুদ্ধেই উহা প্রকাশিত হইয়াছে।
ব্যাদর্শ'রচয়িতা দণ্ডী বলেন;—প্রতিনায়কের গুণের
র্ণন করিয়া, তাহার পরাজয় দ্বারা নায়কের গৌরব
রা উচিত *। আমরা কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে
দেখিতে পাই; কবি প্রতিনায়ক কিরাত রাজরূপী
র সর্ব্বাংশে উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া, নায়ক অর্জ্জুনের
র পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কাব্যে
রস আনুষঙ্গিকরূপে বর্ণিত হইলেও, বীররসই
পে প্রকটিত হইয়াছে; দ্রৌপদী ও ভীমের
তে, এবং কিরাতসৈন্য ও কিরাত-রাজরূপী
র সহিত সংগ্রামে, বীররসের বর্ণনা সমুজ্জ্বলরূপে
ন। তাহার পর, বন, শৈল, ঋতু প্রভৃতির বর্ণনা
র একটি প্রধান অঙ্গ; এই কাব্যে তাহারও
নাই। কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের চতুর্থ সর্গের শরদ্বর্ণনা
। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঐ বর্ণনা উদ্ধৃত করা অসম্ভব,
ই একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি;—

তি নাস্মিন্ বিশদাঃ পতত্রিণো
রচাপা ন পয়োদপঙ্‌ক্তয়ঃ।
পি পুষ্ণাতি নভঃ শ্রিয়ঃ পরাং
াহার্য্যমপেক্ষতে গুণম্॥"

কাল উপস্থিত, আকাশমণ্ডল মেঘমুক্ত এবং
লিমায় অলঙ্কৃত। কবি তাই বলিতেছেন;—
মণ্ডলে আর শুভ্র বকশ্রেণী সঞ্চরণ করে না,
র্শ্বে আর ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয় না—তথাপি ইহার
শোভা! স্বভাবসুন্দর পদার্থ প্রযত্নসাধ্য গুণের
রে না।'

* ...াদর্শ (দণ্ডিকৃত) প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

আবার হিমগিরির বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন;—

"আমত্তভ্রমরকুলাকুলানি ধুন্বন্,
উদ্ধৃতগ্রথিতরজাংসি পঙ্কজানি।
কান্তানাং নগনদীতরঙ্গশীতঃ,
সন্তাপং বিরময়তিস্ম মাতরিশ্বা॥"

'এই হিমবৎপ্রদেশ বিলাসিনীগণের পক্ষে কিরূপ সুখদ দেখুন। এখানে নির্ঝরিণীতরঙ্গে সুশীতল সমীরণ আমত্তভ্রমরকুল-পরিব্যাপ্ত পরাগশোভিত পঙ্কজসমূহকে ঈষৎ কম্পিত করিয়া প্রমদাগণের শারীরসন্তাপ বিদূরিত করে।'

মহাকবি ভট্টি তাঁহার প্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের শরদ্বর্ণনা প্রসঙ্গে, এবং দ্বাদশ সর্গের রাজনীতির আলোচনায়, কিরাতার্জ্জুনীয়ের অনেক ভাব ও পদবিন্যাসের অনুকরণ করিয়াছেন †।

ভট্টি অপেক্ষা মহাকবি মাঘকর্ত্তৃক তাঁহার ভাব ও ভাষা সমধিক অনুসৃত হইয়াছে। কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের তৃতীয় সর্গে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন, এবং শিশুপালবধ কাব্যের প্রথম সর্গে দেবর্ষি নারদ ও দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, পাঠ করিলে মনে হয়, মহাকবি মাঘ ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যখানি সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার শিশুপালবধ কাব্য লিখিয়াছিলেন।

ভাবের অনুকরণ ত আছেই, স্থানে স্থানে পদবিন্যাসেও ঐক্য দেখা যায় †।

অতঃপর আমরা ভারবির ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিব। এ বিষয়ে প্রাচীন পণ্ডিতগণের একটি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত আছে। যথাঃ—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥"

এই মন্তব্যে উল্লিখিত "ভারবেরর্থগৌরবং" কথাটি অতি সত্য, এবং অন্যান্য কবি সম্বন্ধে উক্তি অপেক্ষা অধিক সারগর্ভ। প্রকৃতপক্ষে ভারবি ভাষা সম্বন্ধে বড়ই চিন্তাশীল ছিলেন; তিনি নিজেই লিখিয়াছেন;—

† ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ৪র্থ সর্গ ও ভট্টিকাব্যের ২য় সর্গ, কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ২য়, ৩য় সর্গ ও ভট্টিকাব্যের ১২শ সর্গ মিলাইয়া পাঠ করুন।

"বিবিক্তবর্ণাভরণা সুখশ্রুতিঃ
প্রসাদয়ন্তী হৃদয়ান্যপি দ্বিষাম্।
প্রবর্ত্ততে নাকৃতপুণ্যকর্ম্মণাং
প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী ॥"

এই কবিতাটিতে ভারবি বাগ্‌দেবীর সহিত বাণীর উপমা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যাহারা সুকৃতিশালী নহে, তাহাদের মুখ হইতে, অথবা লেখনী হইতে, মূর্ত্তিমতী বাগ্‌দেবীর ন্যায় বাণী কখনই আবির্ভূত হন না। বাণী-বিবিক্তবর্ণা সুস্পষ্ট-উচ্চারিতা, বাগ্‌দেবীও বিশদ-আভরণা; বাণী সুখ-শ্রুতি সুশ্রাব্যা, বাগ্‌দেবীও মঞ্জুভাষিণী; বাণী এবং বাগ্‌দেবী উভয়েই শত্রুর হৃদয়েও প্রসন্নতা প্রদান করেন; বাণী প্রসাদগুণবিশিষ্টা অথচ গুরু-অর্থ-সূচক পদে সুশোভিতা, বাগ্‌দেবীও মৃদুমন্দগামিনী। অতএব, মনোজ্ঞ ভাষা-প্রয়োগের শক্তিও সুকৃতিসাধ্য। তিনি ভাষা সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন ;—

"ভবন্তি তে সভ্যতমা বিপশ্চিতাং
মনোগতং বাচি নিবেশয়ন্তি যে।
নয়ন্তি তেষ্বপ্যুপপন্ননৈপুণা
গভীরমর্থং কতিচিৎ প্রকাশতাম্ ॥"

'বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহারাই সমধিক নিপুণ, যাঁহারা মনোগত ভাব বাক্যে নিবদ্ধ করিতে সমর্থ। সেই সকল বক্তার মধ্যে আবার তাঁহারাই কুশলী, যাঁহারা নিগূঢ় অর্থ শ্রোতাদিগের সন্নিধানে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করিতে পারেন।,

"স্তুবন্তি গুর্ব্বীমভিধেয়সম্পদং,
বিশুদ্ধিমুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ।
ইতি স্থিতায়াং প্রতিপুরুষং রুচৌ
সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ ॥"

'কেহ কেহ বাক্যের গভীর ভাবকে প্রশংসা করেন, কোন কোন মনীষী বাক্যের বিশুদ্ধিকেই সমধিক পছন্দ করেন। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যখন রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তখন সকলের মনোরঞ্জনকারী বাক্য নিতান্ত দুর্লভ।'

টীকাকার মল্লিনাথও ভারবির অর্থগৌরবের কথা প্রকারান্তরে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"নারিকেলফলসম্মিতং বচো
ভারবেঃ সপদি তদ্ বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং
সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্ ॥"

'ভারবির বাক্য নারিকেল ফলের ন্যায় গ্র
বিশিষ্ট; সম্প্রতি তাহা ভগ্ন করিতেছি। কাব্য
ইহার রসপূর্ণ সারের ইচ্ছামত আস্বাদন করুন।'

মল্লিনাথের এই উক্তিদ্বারা ভারবির কবিতায়
অতিশয় প্রাচুর্য্য ও গূঢ়তা বর্ণিত হইয়াছে। "অর্থ
এই পদদ্বারাও ঐ কথাই সূচিত হয়; কেন না
বাক্যে চমৎকারজনক রসের আধিক্য হইলে, উ
প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অতএব অর্থগৌরব পদদ্বা
রসের অতিশয় প্রাচুর্য্য ও গূঢ়তার বোধ হয়; কি
নিজে বলিয়াছেন ;—

"স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা,
ন চ ন স্বীকৃতমর্থগৌরবম্ ॥"

'পদসমূহের বিশদার্থতা পরিত্যক্ত হয় নাই, অথ
যথেষ্ট অর্থগৌরব আছে।'

তাঁহার রচনায় শব্দ-নির্ব্বাচনের এমনই নৈপু
তাঁহার প্রযুক্ত বিশেষণ পদগুলি অধিকাংশ স্থলে
উপমেয় উভয়স্থলেই প্রযুজ্য হইয়া থাকে; যেমন;

"অপবর্জ্জিতবিপ্লবে শুচৌ,
হৃদয়গ্রাহিণি মঙ্গলাস্পদে।
বিমলা তব বিস্তরে গিরাং
মতিরাদর্শ ইবাভিদৃশ্যতে ॥"

এই স্থলে প্রথম চরণদ্বয়স্থিত বিশেষণ পদগুলি
উপমেয় উভয়ের পক্ষেই প্রযুজ্য। এইরূপ
কিরাতার্জ্জুনীয়-কাব্যে যথেষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

আরও একটি কারণে তাঁহার কাব্যে অর্থগৌর
হয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত বিচারসমূহে তিনি এ
যুক্তি-জালের এমন এক একটি স্থল ধরিয়া বর্ণন
যে, আদি ও অন্ত স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, কি
বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইতে আদি-অন্ত-মধ্য
বিশদভাবে অবগত হওয়া যায়। ইহাতে তাঁহা
অল্পই বর্ণন করিতে হইয়াছে, কিন্তু সেইটুকু
অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "মর

কবিতাদ্বারা ভীম নিম্নলিখিত নীতি প্রয়োগ
ন। তিনি বাহুবল প্রয়োগদ্বারা রাজ্যোদ্ধারের
; কিন্তু তাঁহার বিপক্ষে 'সাম দান এবং ভেদ
কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন কি ?'
নীতি বর্ত্তমান। কারণ, মনু বলিয়াছেন ;—

সাম্না ভেদেন দানেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন ॥"

া সাম দান এবং ভেদ, এককালীন অথবা পৃথক্
বে, প্রয়োগদ্বারা শত্রুকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন;
র দ্বারা কখনই নহে"।

যুক্তি যে অবলম্বিত হইতে পারে না, এবং মনুবচন
বলহীন রাজাদের পক্ষেই প্রযুজ্য, তাহা স্পষ্টভাবে
া করিয়াও প্রকারান্তরে প্রকটিত করিয়াছেন।
শব্দ-নির্ব্বাচন ও অর্থ-নির্ব্বাচনের চাতুর্য্যদ্বারা
কবিতার অর্থগৌরব প্রকাশিত হইয়াছে।

রা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মাঘ, ভট্টি প্রভৃতি কবিগণ ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের বহু শব্দ ও ভাবের অনুকরণ করিয়াছেন; কিন্তু ভারবিও যে একেবারে কাহারও অনুকরণ করেন নাই, তাহা বলা যায় না। ভারবির কাব্যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবি কালিদাস ও অশ্বঘোষের কবিতার অনুকরণ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্যের সহিত ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্য মিলাইয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারা অনেক স্থলেই ইহার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। ভারবি, বুদ্ধচরিত-প্রণেতা মহাকবি অশ্বঘোষের কবিতারও যথেষ্ট অনুকরণ করিয়াছেন।* মহাকবি কালিদাস ও অশ্বঘোষ খ্রীঃ পূর্ব্ব ১ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ভারবি খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, আবির্ভূত হন।

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাদ আছে, 'মহাকবি অশ্বঘোষ শকনরপতি কনিষ্কের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। তিনি উক্ত রাজার রাজধানী পুরুষপুরে (পেশোয়ারে) অবস্থিতি করিতেন'।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

লাবততাঙ্গুলীনদ্ধনিগূঢ়গুল্ফৌ বিষপুষ্পকোমলৌ।	পরিভ্রমল্লোহিতচন্দনোচিতঃ পদাতিরন্তর্গিরিরেণুরূষিতঃ।
ভূমিং কঠিনাং কথং নু তৌ সচক্রমধ্যৌ চরণৌ গমিষ্যতঃ ॥	মহারথঃ সত্যধনস্য মানসং দুনোতি নঃ কচ্চিদয়ং বৃকোদরঃ ॥
পৃষ্ঠে শয়নাসনোচিতং মহার্হবস্ত্রাগুরুচন্দনার্চ্চিতম্।	বনান্তশয্যা কঠিনীকৃতাকৃতী কচাচিতৌ বিষ্বগিবাগজৌগজৌ।
শীতোষ্ণজলাগমেষু তচ্ছরীরমোজস্বি বনে ভবিষ্যতি ॥	কথং ত্বমেতৌ ধৃতিসংযমৌ যমৌ বিলোকয়ন্নুৎ সহসে ন বাধিতুম্ ॥
শয়িত্বা শয়নে হিরণ্ময়ে প্রবোধ্যমানো নিশিতূর্য্যনিস্বনৈঃ।	পুরাধিরূঢ়ঃ শয়নং মহাধনং বিবোধ্যসে যঃ স্তুতিগীতিমঙ্গলৈঃ।
বত স্বপ্স্যতি সোঽদ্য মে ব্রতী পটৈকদেশান্তরিতে মহীতলে ॥	অদভ্রদর্ভামধিশয্য স স্থলীং জহাসি নিদ্রামশিবৈঃ শিবারুতৈঃ ॥
(অশ্বঘোষ-কৃত "বুদ্ধ-চরিত" ৮ম সর্গ।)	(ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় ১ম সর্গ।)

শাস্ত্রের দোহাই

ব্রাহ্মণকন্যা স্নেহলতার নিষ্ঠুর আত্মহত্যার সংবাদে আজ বঙ্গ-সমাজের নেতাদিগের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে!—এ এক ভীষণ বিষ সমাজের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; ইহার প্রতিষেধক চাই—একথা সকলেই অল্প-বিস্তর বুঝিতেছেন; এবং অনেকেই আপন আপন প্রতি-ষেধক প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতেছেন।

এই কুপ্রথার আমূল প্রতিকার হইতে পারে,—যদি কন্যার পিতা মনে করেন, যতদিন সৎপাত্র না পাইব বা যতদিন নিজের সঙ্গতিমত মূল্য ব্যতীত সৎপাত্র ক্রয় করিতে না পারিব, ততদিন কন্যার বিবাহ দিব না। শুধু মনে করিলেও চলিবে না—সেই সংকল্পকে যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তবেই এই কুপ্রথা বঙ্গদেশ হইতে দূর হইতে পারে।—এই ভাব যদি বঙ্গদেশের প্রত্যেক পিতা হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহা হইলে এই পণ-প্রথার দোষসমূহ সমাজ হইতে যে নির্দ্দোষরূপে তিরোহিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু বঙ্গদেশের কন্যার পিতা এরূপ ভাবিতে পরাঙ্মুখ; দীর্ঘকালের সংস্কারই ইহার একমাত্র কারণ। দীর্ঘকাল হইতে আমাদের এইরূপ একটা সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, যদি উপযুক্ত বয়সে কন্যাকে পাত্রস্থ করা না যায়, তবে কন্যার পিতার নামে বড় অখ্যাতির কথা; অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যা অনূঢ়া থাকিলে পিতার জাতি যায়, তিনি সমাজে 'এক ঘরে' হ'ন। কেননা, শাস্ত্রে আছে যে—কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়সের পূর্ব্বে কন্যাকে পাত্রস্থ না করিলে পাপ হয়। আজ স্নেহলতার চিতার আলোকে বাঙ্গালীর সমাজের কএকটি অতি অন্ধকারময় পূতিগন্ধ পরিপূর্ণ কোণ আলোকিত হইয়াছে।—এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পূর্ব্বে অনেকেই কুণ্ঠিত হইত; কিন্তু আজ তাহারা অনায়াসে অনেক কথাই বলিতেছে। তবু ইহার ভিতরও কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাইতেছি—"'কন্যার বিবাহ নাই বা হইল।' এমন কথা বলিতে নাই, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ—হিন্দুর ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ!"

শুধু এই ব্যাপারে নহে; যাহা কিছু চলিয়া আসিতেছে, যে কোনও প্রথা অলক্ষ্যে সমাজের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দোষারোপ করিতে গেলে—বা তাহার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কোনও কার্য্য করিতে গেলেই—একদল লোকের মুখে শুনিতে পাই যে, এ সকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ—ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কোনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত একবার একথা মুখের করিলেই, চারিদিক্ হইতে ফেরুপালের ন্যায় বঙ্গের রাম-শ্যাম-যদু চীৎকার করিয়া উঠে—"সর্ব্বনাশ হইল, সমাজ ছারেখারে গেল, শাস্ত্র গেল, ধর্ম্ম গেল!" আর পাই, যাহারা শাস্ত্রের চতুঃসীমায় কখনও আবশ্যক বা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করে নাই, এইরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র

ইহা হওয়াও স্বাভাবিক।—যিনি প্রকৃত হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে যাঁহার প্রকৃত অধিকার ও অনুরাগ তিনি এত সহজে ও এত নিশ্চয়তার সহিত বলিতে না যে, অমুক-কার্য্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা অমুক-কার্য্য শাস্ত্র শাস্ত্র বলিতে সাধারণ লোকে যাহা বুঝে—যাহা ও দেশাচার ভিন্ন আর কিছুই নয়—প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞে তাহাও শাস্ত্রপদবাচ্য হইতে পারে না। হিন্দুজাতির ব্যাপী ইতিহাসের নানান্তরে, দেশকালপাত্রভেদে পরস্পরবিরুদ্ধ সামাজিক অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র সেই সমুদয় অনুষ্ঠানের বিধিনি সুতরাং যে সমুদয় ঋষিদিগকে আমরা আপ্ত বলি করি, তাঁহাদিগের মধ্যেও যে যুগভেদ, দেশভেদ প্র কারণে নানারূপ মতবৈষম্য হইবে, ইহা স্বাভাবি কেহ কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র বা নিবন্ধ মনোযোগের সহি করিয়াছে, সেই জানে যে কত শত শত সূত্র ব্যাপারে স্মৃতি-কর্ত্তৃগণের গুরুতর মতবৈষম্য ম কত ব্যাপারে শ্রুতির পরস্পর বিরোধ এবং স্ম পুরাণাদি প্রামাণিক গ্রন্থের ভিতরে পরস্পর বিরো একথা সত্য যে, হিন্দু এ বিরোধকে স্বীকার ক না। আমাদিগের আধুনিক ধর্ম্ম ও ব্যবহারের সূত্র এই যে, এই শ্রুতি-স্মৃতি-আচার প্রভৃতি বিরোধ,—প্রকৃত বিরোধ নহে; সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সমুদয় পরস্পর বিবদমান শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যে

হইবে। নিবন্ধকার ও টীকাকারগণ এই মূলসূত্র করিয়া সমুদয় শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের সমন্বয়পূর্ব্বক নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ভগবান্ জৈমিনি, তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসা-সূত্রে পরস্পর শ্রুতি-স্মৃত্যাদির বিরোধ নিরাকরণ করিয়া, তাহাদের এক সত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কতকগুলি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জৈমিনি-কৃত ব্যবস্থাকে স্বরূপে গ্রহণ করিয়াই—ভাষ্যকার, টীকাকার ও গণ তাহার সাহায্যে শাস্ত্রবাক্য-সমন্বয়ের চেষ্টা ন।

এক; কিন্তু তাহার আনুষ্ঠানিক বিধানগুলি, সকল একরূপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। মরা যদি তাহাদের অর্থ প্রকৃতরূপে বুঝিতে চেষ্টা হা হইলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ পাইব না—আপাতবৈষম্যের ভিতর সাম্যের উজ্জ্বল- উঠিবে—ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। অথচ চারিদিকেই ইহার বৈপরীত্য দেখিতে পাই; কিন্তু মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের সমন্বয়ের একমাত্র আবার সেই মীমাংসা-সূত্রসমূহের অর্থ গ্রহণ করিতে তে গাই, ভাষ্যকার শবরস্বামী এবং বার্ত্তিককার ীর মধ্যে কতকগুলি গুরুতর মতভেদ

প্রত্যক্ষ শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিরোধ হইলে, ভাষ্য- তে শ্রুতিই প্রমাণ—স্মৃতি হেয়; কিন্তু কুমারিল- ছেন, "এমন কথা বলিতে আমার মন চায় না। প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত রোধ হইলে, উভয়ই তুল্যকক্ষ প্রমাণ; সুতরাং ন অনুমান করিতে হইবে;—তোমার যে বিধি ই অনুসরণ করিতে পার।" ইহা ছাড়া স্মৃতি বিরোধ, শিষ্টাচারের প্রামাণ্য প্রভৃতি মৌলিক কার ও বার্ত্তিককারে গুরুতর মতভেদ, অন্যান্য র ত কথাই নাই। তাহা ছাড়া, মাধবাচার্য্য নীয় মীমাংসকদিগের সহিতও পূর্ব্বাচার্য্যগণের গুরুতর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

াংসার সাহায্যে শাস্ত্রের বিরোধ নিরাকরণ ার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আচার্য্যদিগের মতভেদ; াহারা যে সমন্বয় করা হইবে তাহাতে যে আরও গুরুতর মতবৈচিত্র্য-লক্ষিত হইবে, তাহা স্বাভাবিক। প্রকৃত-প্রস্তাবে যে কোনও দুইখানি নিবন্ধ বা টীকা লইয়া মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই সমুদয় প্রামাণিক শাস্ত্রব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে বহুতর বিষয়ে কি গুরুতর মতভেদ! জীমূতবাহন, রঘুনন্দন, বিজ্ঞানেশ্বর, কমলাকর, বা মাধবাচার্য্য, কেহই অশাস্ত্রজ্ঞ নহেন—সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। অদ্যাবধি লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাদিগের মত প্রমাণ বলিয়া মানিয়া, ধর্ম্মানুশীলন করিতেছে; কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় মতভেদের জলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে! সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যবিষয়ের একত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের মত যতই সুদৃঢ় হউক না কেন,—শাস্ত্রের বিরোধ সমাধানবিষয়ে আমরা মীমাংসাদর্শনকে যতই অভ্রান্ত বিবেচনা করি না কেন,—শাস্ত্রের বিরোধ থাকিবে; তাহা আমরা কিছুতেই দূর করিতে পারি না। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, আজীবন অনুশীলনফলে, শাস্ত্রের কোনও বিরোধ-বিহীন একমাত্র ব্যাখ্যায় উপনীত হইতে পারেন নাই। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন, 'মাতুলকন্যা বিবাহবিষয়ক আচার-শাস্ত্রমতে ধর্ম্ম্য বলিয়া গণ্য'; কুমারিলস্বামী বলিতেছেন, 'ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং অধর্ম্ম।' রঘুনন্দন বলিতেছেন, 'সমুদ্রযাত্রার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে নাই,' বিজ্ঞানেশ্বরের নিকট সে মত অনাদর-ণীয়। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের মতকেই বিরুদ্ধশাস্ত্রের একমাত্র সত্য-সমাধান বলিয়া দাঁড় করাইয়া-ছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাকারের মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যখন এমন মহারথী উভয় পক্ষকে বিবাদ করিতে দেখিতে পাই, তখন ক্ষুদ্রবুদ্ধি অপণ্ডিত আমরা কেমন করিয়া সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, শাস্ত্র এক এবং তাহার সেই এক অর্থ বাহির করিবার কোনও একটি অভ্রান্ত বিধান আছে। যদি সেরূপ বিধান থাকে,—সে কোন্‌টি?—সেকথা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? যদি না বুঝিব, তবে কোনও বিষয় সম্বন্ধে কেমন করিয়া সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, ইহাই শাস্ত্রের অভ্রান্ত সমাধান মতে একমাত্র ধর্ম্ম।

যখন আমরা বলিতে যাই, ইহাই শাস্ত্র,—ইহার বিরুদ্ধ যাহা কিছু তাহা শাস্ত্রীয় নহে, তখন আমরা অসমসাহসের কার্য্য করি; কারণ হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র যুগযুগব্যাপী জাতীয়

ইতিহাসের অভিব্যক্তি-স্বরূপ ;—তাহা অনন্ত সাগরের সহিত উপমেয়। ক্ষুদ্র বিদ্যা লইয়া সেই শাস্ত্র-সাগরের তীরে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া আমরা মনে করিতে পারি যে, সাগর লঙ্ঘন করিয়াছি ; কিন্তু যাহার চক্ষু উন্মীলিত, সে আমাদিগকে বাতুল বলিয়া জানিবে। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি-নিষেধের মধ্যে এমন অল্পবস্তুই আছে, যাহার সম্বন্ধে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারা যায় যে, কোথাও ইহাদের মতভেদ নাই ; সুতরাং কোনও একটি কার্য্য শাস্ত্রসঙ্গত কিনা, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, দীর্ঘকাল ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হয়। এইরূপস্থলে যখন আমাদের সমাজের ধুরন্ধরেরা কোন সামাজিকপ্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বলিয়া বসেন—'ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ,' তখন প্রকৃত শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ তাহাতে হাস্য-সংবরণ করিতে পারেন না।

প্রকৃত-প্রস্তাবে শাস্ত্রের দোহাই দিবার সময় আমাদের দেশের জনসাধারণ, এমন কি সাধারণ পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি, এত কথা ভাবেন না,—বা বুঝিতে চেষ্টা করেন না যে, প্রকৃত শাস্ত্রপদবাচ্য বস্তুর স্বরূপ কি ; এবং তাহার মধ্যে কতটুকু আমাদিগের পরিজ্ঞাত ; আর কতটুকুই বা অপরিজ্ঞাত—অপঠিত—অপ্রাপ্তব্য। যাহা কিছু দেশাচারে ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত, তাহাকেই সকলে শাস্ত্রীয় বলেন ; এবং তদ্বিরুদ্ধ যাহা কিছু, তাহাই অশাস্ত্রীয়। আবার সেই দেশাচারের সপক্ষে যদি কোনও শাস্ত্রীয় বচন থাকে, তবে ত কথাই নাই! তাঁহারা প্রায়ই হিসাব রাখেন না যে, ঠিক সেইরূপ বা ততোধিক প্রামাণিক আরও কত বচন থাকিতে পারে। আর পণ্ডিত বলিয়া যাঁহাদের অভিমান আছে, তাঁহারা যখন শাস্ত্রের দোহাই দেন, প্রায়ই দেখা যায় যে, তখন তাঁহারা শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অপেক্ষা রঘুনন্দনের শাস্ত্রকেই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এটা তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, রঘুনন্দন অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে এমন বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হয় ত তাহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াছেন,—হয় ত প্রদেশান্তরে শাস্ত্রসম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উপরেই দেশাচার প্রতিষ্ঠিত।

রঘুনন্দন যাহা বলিয়াছেন—তাহাই যে শাস্ত্র, একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে অগ্রসর হইবেন না। রঘুনন্দনের প্রামাণ্যের মূল—শ্রুতি, স্মৃতি এবং শিষ্টাচার ; একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে সেই সমুদয় মূল প্রমাণাদির উপর তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার বিরোধী-সিদ্ধান্ত বার চেষ্টা আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া গণ্য তাঁহারা বিনা-বিচারে রঘুনন্দনের মতকে প্রমাণ বলিয়া করিবেন। এ যুক্তি সারগর্ভ হইতে পারিত, যদি রঘু সমকক্ষ পণ্ডিতের কোনওরূপ বিরুদ্ধ ব্যবস্থা না থ কিন্তু যেখানে রঘুনন্দন একরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বিজ্ঞানেশ্বর বা কমলাকরভট্ট অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সেখানে কি রঘুনন্দনের মত শাস্ত্রের একমাত্র সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়া ধৃষ্টতা বলি গণিত হইতে পারে ? আবার, যেস্থলে এইরূপ বিরো সেখানে শাস্ত্রের যে কোনও এক নিশ্চেতব্য ব্যবস্থা অথবা থাকিলেও এই সমুদয় আচার্য্যগণের মধ্যে একজন তাহা নিশ্চয় করিয়া অবধারণ করিয়াছেন,— যদি কোনও শ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অস্বীকার তবে কি শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হই

অতএব যেস্থানে এরূপ বিরোধ বর্ত্তমান, সে কোনও একটি শ্লোক বা সূত্র আবৃত্তি করিয়া তা বলিলেই চলিবে না। শাস্ত্রসম্বন্ধে সেই মত, রঘু অপর কোনও আচার্য্যের অনুমোদিত বলিলেও চ শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রের সেবিষয়ে যদি বিরোধ থাকে, তবে তাহা লইয়া নানারূপ মতভেদ নানারূপ বিধি সেই মতভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হই —কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারে না যে, তাহা শাস্ত্রীয়, অপর সমুদয় মত অশাস্ত্রীয়। তাহাই তবে শাস্ত্র, প্রকৃতপ্রস্তাবে এক হউক বা না হউক একটি ব্যবস্থা যে একমাত্র শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা—এ করিয়া বলাও একরূপ অসম্ভব।

যদি বলা যায়, যাহা দেশাচারসম্মত তাহাই এবং শাস্ত্রের যে মত বঙ্গসমাজে প্রামাণিক বলি হইয়াছে, বঙ্গদেশে শাস্ত্র বলিয়া তাহাই গ্রাহ্য হইবে প্রদেশের আদৃত ব্যাখ্যা এপ্রদেশে শিষ্টাচারবিরু পরিত্যাজ্য—তাহা হইলেও গোল মিটিবে না। কোন্‌স্থলে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য, তাহা লইয়া গুরুত্ব আছে। তাই, যেস্থলে মাধবাচার্য্য মাতুলকন্যা আচার ধর্ম্ম্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেস্থলে ভট্ট তাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নিন্দনীয় জ্ঞান ক

র হইলেই যে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তবে সে আচার কিরূপ হইলে বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, সে সম্বন্ধেও পূর্ব্বঋষিগণ একমত ইহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া কেহ বা ন, "বেদবিদাং শীলঃ", কেহ বা বলিয়াছেন,—"শিষ্টা- কেহ বা বলিয়াছেন,—"সদাচারঃ" বা "সাধূনাম্ "। জৈমিনি যাহা বলিয়াছেন,—ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন। বার্ত্তিককার তাহার ত্রিবিধ অর্থের া করিয়াছেন। যে শিষ্টের আচার প্রমাণ, তাহা- বিচয়ে বৌধায়ন বলিয়াছেন,

াঃ খলু বিগতমৎসরা নিরহঙ্কারাঃ কুম্ভীধান্যা া দম্ভদর্পলোভমোহক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ।

র্ম্মেণাধিগতো যেষাং বেদঃ সপরিবৃংহণঃ

শিষ্টাস্তদনুমানজ্ঞাঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতব ইতি"

ব্যাখ্যায় মনু বলেন, "তস্মিন্ দেশে (ব্রহ্মাবর্ত্তে) স সদাচারঃ, উচ্যতে।" সুতরাং যেকোনও দেশের ভালমানুষের আচার যে শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত রে না, ইহাই স্মৃতিকারদিগের অধিকাংশের অভিমত ক্তিযুক্তি হইবে না। এইরূপ অনুসন্ধানে কোনও থাপিত হইলেও তাহা যদি শ্রুতি বা স্মৃতিবিরুদ্ধ তাহা কতদূর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে,—সে া মুনির নানা মত। টীকাকার ও নিবন্ধকার- চারের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিবিধ সিদ্ধান্তগুলি, এই ত করা অসম্ভব।

বিবেচ্য এই যে, আমাদের আধুনিক বঙ্গদেশে ষ্টাচার—যাহা বৌধায়নের বিধান মতে প্রমাণ হইতে পারে—তাহা কোথায় পাইব ? কুমারিল- পরাপর আচার্য্যগণের মতে যাহা বেদপরায়ণ বুদ্ধিতে করেন, সেই আচার শিষ্টাচার বলিয়া —কিন্তু সে বেদপরায়ণ শিষ্ট বঙ্গদেশে কোথায় ? ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, যে বেদ জানে বা স্বাধ্যায় এবং বেদার্থের অনুসারে স্বকীয় জীবন পরি- তে চেষ্টা করে ?—একথা কি সত্য নহে যে যুগান্ত হইতে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক আচার ত হইয়াছে ? একথা আজিকার কথা নহে ; ই অবস্থা অন্ততঃ রঘুনন্দনের আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাই তিনি বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের মান-রক্ষার জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কেবলমাত্র গায়ত্রী জপ করিলেই স্বাধ্যায় রক্ষা হয় ; কিন্তু আমাদের দেশের এই সমুদয় অনুকল্পবিধানোপজীবী জন্মমাত্রব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণব্রুবগণের ব্যবস্থা, বেদহীন ব্রাত্য ও বৃষলগণের আচার, কি বশিষ্ঠ-বৌধায়নাদিপ্রোক্ত শিষ্টাচার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ?—ইহারই খাতিরে, শাস্ত্র-প্রমাণে আপ্ত বলিয়া গ্রাহ্য স্মৃতিকারদিগের মত উপেক্ষা করিতে হইবে ? ইহারই বা কারণ কি, তাহাও ত বুঝিতে পারি না!

দেশাচারে গৃহীত শাস্ত্রার্থকেই খাঁটি শাস্ত্রার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে,—এমন কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। শাস্ত্র-বচনের যাহা সত্য অর্থ, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কোনও পণ্ডিত বা কোনও দেশীয় আচার তাহার অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছে বলিয়া, ভ্রান্ত হইলেও সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এমন ব্যবস্থা আর্য্যঋষিগণ করেন নাই। এ কথা সত্য যে—এরূপ শাস্ত্রার্থ, লোকাচারবিরুদ্ধ হইলে, অনুসরণের অযোগ্য বলিয়া কোনও কোনও স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। "অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু"। অসহায়ের ব্যাখ্যা-মতে নারদও বলিয়াছেন যে, ব্যবহারে বিগীত ধর্ম্ম গ্রাহ্য নহে, কেন না "ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে।" এ কথা অবিসংবাদী নহে। পক্ষান্তরে শাস্ত্রকারেরা বলিয়া-ছেন যে, শ্রুতি-স্মৃতির অবিরুদ্ধ হইলেই কেবল আচার গ্রাহ্য হইতে পারে। কুমারিলস্বামী বলিয়াছেন,—

"শিষ্টং যাবৎ শ্রুতিস্মৃত্যোস্তেন যন্ন বিরুদ্ধতে।
তচ্ছিষ্টাচরণং ধর্ম্মে প্রমাণত্বেন গম্যতে॥
যদি শিষ্টস্য কোপঃ স্যাদ্বিরুধ্যতে প্রমাণতা।
তদকোপাস্তু নাচারঃ প্রমাণত্বং বিরুধ্যতে॥"

যাহা হউক, আচারের দ্বারা স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হউক বা না হউক,—তাহার দ্বারা স্মৃতির প্রকৃত অর্থের কোনও বিপর্য্যয় ঘটে না, ইহা নিশ্চিত।

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা রঘুনন্দন বা অপর কোনও আচার্য্যকৃত শাস্ত্রব্যাখ্যা সবসময় মাথা পাতিয়া মানিয়া লইব কেন ? যেখানে আচার্য্যগণের মধ্যে ব্যাখ্যা-বৈষম্য আছে, সেখানে নিজে যে অর্থ সমীচীন জ্ঞান করিব, সেই অর্থই গ্রহণ করিব না কেন ? শাস্ত্রার্থ যেখানে অস্পষ্ট বা পরস্পরবিরুদ্ধ, সেখানে শাস্ত্রমতে "যুক্তিযুক্তো-

বিধিঃ স্মৃতঃ”, এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই নিবন্ধকার এবং টীকাকারদিগের মত আদৃত হইয়া থাকে। ইঁহাদিগের কোনও মত যদি যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচিত হয়, তবে কেন না তাহা পরিত্যাগ করিব ? যদি ইহাই ব্যবস্থা হয়, তবে রঘুনন্দনের ব্যবস্থাবিরুদ্ধ কার্য্য হইলে—তাহা শাস্ত্রযুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও—আমাদিগের পণ্ডিতগণ তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন কেন ?—কেহ বলিতে পারেন কি ?

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-বিষয়ক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, টীকাকার বা নিবন্ধকারগণ কেহই পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া যান নাই। বিশ্বরূপ, বীরেশ্বর প্রভৃতি সর্ব্বজন-সমাদৃত প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মত বিধ্বস্ত করিতে জীমূতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বরাদি কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি জীমূতবাহনেরই টীকাকার—রঘুনন্দন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—তাঁহার মত স্থানে স্থানে খণ্ডন করিয়া আসিয়াছেন। যতদিন আমাদের দেশে প্রকৃত শাস্ত্রচর্চ্চা ছিল, এবং হিন্দুসমাজের বিধানে সততা ছিল, ততদিন কোনও শাস্ত্রব্যাখ্যাকার শ্রুতি-স্মৃতিকে অভিভূত করিয়া রঘুনন্দনের মত আপনার অখণ্ডনীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। কএক শতাব্দী পূর্ব্বে কোনও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর কোনও বিধান চলিতে পারে না, এবং তাঁহার মতের বিন্দুমাত্র অবহেলা হইলে হিন্দুত্ব লুপ্ত হইবে,—এইরূপ ধারণা আমাদের সামাজিক অবনতি এবং শাস্ত্রজ্ঞানের বিলুপ্তির সহিতই সম্ভব হইয়াছে।

সকল যুগের হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া এই এক অবিসংবাদী সত্য দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বদাই দেশকালভেদে ভিন্ন ব্যবস্থা করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। এই জন্যই শ্রুতি-স্মৃতির ধৃত বচনের ভিতর এত তারতম্য ; সেই জন্যই শাস্ত্রব্যবস্থার বিবিধ বৈষম্য জন্মিয়াছে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, দেশাচারের বিপর্য্যয়ের সঙ্গে, ধর্ম্ম-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। ভারতের ইতিহাসের দুই সুদূর অতীত যুগে, এই সমুদয় বিধি-নিষেধকে সমন্বয় করিয়া, হিন্দুর এক জাতীয় শাস্ত্র-গঠন করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই। প্রথম চেষ্টার পরিচয়—মীমাংসা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-গ্রন্থগুলি এবং দ্বিতীয় চেষ্টার পরিচয়—মন্বাদিস্মৃতি, নিবন্ধ, ও টী
দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই
শ্রুতির মত এক এবং অভ্রান্ত ; প্রত্যেক ধর্ম্ম
বিপ্রকীর্ণ, বা লুপ্ত-শ্রুতিবাক্যগুলি, সমন্বয় করিয়া এই
অভ্রান্ত ধর্ম্মব্যবস্থা প্রকটিত করিবার চেষ্টা। মী
দর্শনেরও মূলসূত্র তাহাই ;—মীমাংসাশাস্ত্র লুপ্ত-শ্রুতি
ও বিরুদ্ধ শ্রুতি-সমন্বয়ের জন্য নানাবিধানে পূর্ণ।
যুগে প্রথম এই ধারণার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা
অসম্ভব ; কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলে এই
নিহিত আছে।

বিভিন্ন শ্রুতি সমন্বিত করিয়া, এই এক জাতী
নিরূপণ করিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। শ্রুতিবাক্য
ও প্রামাণিক আচারের উপর এই এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা
গিয়া—স্মৃতিকর্ত্তৃগণ আপনারাই, দেশকালভেদে
এবং সময় সময় পরস্পর বিরুদ্ধ সমাধানে উপনীত
ছিলেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, নানাদেশে ও
সমাজে আর্য্যগণের ধর্ম্মবিধি এবং ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত
বিভিন্ন স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে গিয়া, বিভি
হইয়া পড়িয়াছিল। এক শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত,
স্মৃতির নানামত থাকা সমীচীন নহে ; সুতরাং স্মৃতি
মত সমন্বয় করিয়া ধর্ম্মের সমীকরণের পুনঃ প্র
চেষ্টা স্বাভাবিক। এইরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা আমরা
যাজ্ঞবল্ক্য, ও পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিকারের গ্রন্থে, এবং
কোনও পুরাণেও দেখিতে পাই। ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র
দিগের নাম দিয়া ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে,
ধর্ম্মশাস্ত্র-কর্ত্তাই এক সনাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়া
তাঁহাদিগের মধ্যে কোনও প্রকৃত মতভেদ নাই
দৃষ্টিতে তাঁহাদিগের মতবিরোধকে সমন্বয় করি
ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। এই বিশ্বাসের
টীকাকার ও নিবন্ধকারগণ সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় করি
অভ্রান্ত ধর্ম্মমত আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করি
মীমাংসা তাঁহাদিগের সমন্বয় চেষ্টার প্রধান অস্ত্র।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের এই দ্বিতীয় চেষ্টাও সফল হ
প্রত্যেক টীকাকার এবং নিবন্ধকারই, ধর্ম্মকে এক
তাঁহার মতানুসারে যাহা একমাত্র সত্য ধর্ম্মব্যাখ্যা
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের এইরূ

ধর্ম্মব্যবস্থার পদে পদে কিরূপ মতবৈষম্য দাঁড়াইয়াছে,
অনায়াসেই আমরা দেখিতে পাই।
ব্যবস্থাকে অস্বীকার করিয়া, একধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার এরূপ
—এত বড় একটা জাতিকে নানা যুগে এক সামাজিক
বাঁধিয়া রাখিবার আয়োজন যে বিফল হইবে, তাহাতে
অণুমাত্র সন্দেহ আছে ? সুতরাং, প্রকৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা লাভ
ত হইলে, যে বৈষম্য আমাদিগের ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃগণ অন্ত-
রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়াই
দিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দুর ধর্ম্ম-
যে নানাদেশে এবং নানাকালে নানারূপ হইয়াছে
প্রতি যুগান্তরে ইহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই কঠিন
ক আমরা—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যতই অস্বীকার
চেষ্টা করি না কেন—ধুইয়া ফেলিতে পারিব না ;
গের স্মৃতিসাহিত্যে ইহা সুস্পষ্টরূপে জাজ্জ্বল্যমান।
বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, আপস্তম্বাদি ঋষিগণ যে নানাব্যবস্থা
ছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমসাময়িক
অবস্থার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। রঘুনন্দনও
যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গ-
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রচিত হইয়াছিল। তাই
পাই যে, সমগ্র বেদাধ্যয়ন যেখানে স্মৃতিতে
ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে,
ব্রাহ্মণকে যেখানে কোনও কোনও স্মৃতিতে
ায় গণনা করা হইয়াছে, বেদবিহীন বঙ্গ-
মুখ চাহিয়া, সাময়িক অবস্থার মানরক্ষা করিবার
নন্দন সেখানে ব্যবস্থা করিতেছেন যে, গায়ত্রী
সমস্ত বেদ থাকিল ; সুতরাং, যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রীহীন
বেদহীন নয়,—গায়ত্রীরূপেই স্বাধ্যায়ের বিধি
।

নের কাল পর্য্যন্ত যে, সামাজিক অবস্থার
সহিত, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ও শাস্ত্রব্যাখ্যার পরিবর্ত্তন
য়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে না।
সময়েই যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার পূর্ণপরিণতি হইয়া
তাহার পর যে সাময়িক পরিবর্ত্তনের সহিত আর
বা শাস্ত্রব্যাখ্যার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না,
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। রঘুনন্দন মহাপণ্ডিত
; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী যুগেই যে পাণ্ডিত্য
একেবারে লোপ পাইবে, এমন কেহ জন্মাইবে না যে তাঁহার কৃত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে, এমন কথা বলা চলে না। রঘুনন্দনের সময়ের বঙ্গসমাজ হইতে আজ কালকার বঙ্গসমাজ নানা বিষয়ে ভিন্ন—তাঁহার আমলে যে ব্যবস্থা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, তাহা আজ কঠিন ও অসম্ভব ; তিনি যাহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই, আজ তাহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমাজের এত গুরুতর পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও রঘুনন্দনকৃত ব্যবস্থার যে কোনও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না—একথা কে বলিতে পারে ? বর্ত্তমান সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বর্ত্তমান আচারাদির গৌরব-রক্ষা করিয়া, যদি শাস্ত্রের কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়, তবে তাহা কেন না করিতে হইবে ? অতীত যুগে যেমন দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রব্যাখ্যাতাগণ শ্রুতি বা স্মৃতির নানা ব্যবস্থা তাৎকালিক সমাজে অপ্রযুজ্য ও অনাদরণীয় বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, আজ কেন আমরা সেইরূপ বর্ত্তমানযুগে অপ্রযুজ্য শাস্ত্রব্যবস্থা বর্জ্জন, ও আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তন, করিতে না পারিব ?

একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সমাজের গতি আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারিব না।—সমাজের উত্তরোত্তর অভিব্যক্তি আমরা যতই কেন অস্বীকার করি না, পরিবর্ত্তন সমাজের জীবনে আসিবেই। নূতন নূতন অবস্থার নিষ্পেষণে প্রাচীন সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হইবে, নূতন নূতন সামাজিক প্রথার প্রতিষ্ঠা হইবে,—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের সমাজ, যদি এই সমুদায় পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া, তাহার উপযোগী কোনও সদ্ব্যবস্থা না করিতে পারে, যদি আমরা সমাজকে অন্ততঃ দুইশতাব্দীর পূর্ব্বের পুরাতন ব্যবস্থা-বন্ধনে কঠিন-ভাবে আবদ্ধ রাখিতে চাই, তবে সমাজের লোক সে ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিবেই করিবে! আমরা যদি অন্ধের মত এ সকল দেখিয়াও না দেখি,—তবে, হয় সমাজে গুরুতর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতে হইবে ; না হয়, যে কেহ এই স্থবির সমাজব্যবস্থার চতুঃসীমা বিন্দুমাত্রও লঙ্ঘন করিবে, তাহাকেই সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে!—আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে হইতেছেও তাহাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজব্যবস্থা অবহেলার জন্য লোকে

আমাদের সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেলে, তাহাতে যদি কোনও গুরুতর ক্ষতি না থাকিত, তবে আমাদিগের এবিষয়ে অলস থাকা সম্ভবপর হইতে পারিত ;—কিন্তু যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, হিন্দুসমাজের তথাকথিত নেতাদিগের অপরিণামদর্শিতার ফলে ও হঠকারিতার জন্য, হিন্দুর কত অমূল্য জাতীয় সম্পদ্ আমাদিগের সমাজের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে, তখন আমরা কি মর্ম্মাহত হই না ? সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারি,—দর্শন, শাস্ত্র, সামাজিক আচার ও সংস্কারের ভিতর দিয়া অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় যে বিমল জ্যোতির্ম্ময়ী আধ্যাত্মিকতার ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই আমরা হারাইতে বসিয়াছি !—তখন আর আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না।

জাতিবিচার বল, খাদ্যবিচার বল, সংস্কার বল,—হিন্দুর সমুদয় অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থার মূলে এক মহৎ উদ্দেশ্য ও এক অত্যুচ্চ আদর্শ অন্তর্নিহিত আছে,—ইহাই হিন্দুত্বের সার বস্তু, হিন্দুয়ানির আচারসকল এই আদর্শ লাভের উপায় মাত্র। ভারতবাসী ধনসম্পদে দরিদ্র ; কিন্তু আমাদিগের আর্য্য-পিতৃগণ আমাদিগকে এই যে আধ্যাত্মিকতা দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগের অমূল্য সম্পদ্ !—এই সম্পদ্ যদি আমরা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে পারি, তবে দরিদ্র হইলেও ভারতবাসী লক্ষ্মীর সকল বরপুত্রকে অনায়াসে অবহেলা করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, আমাদের এই নিত্য সত্য বস্তু কি,—কিসের উপর আমাদের হিন্দুত্বের প্রকৃত গৌরব প্রতিষ্ঠিত !—জগতে কোথাও হিন্দুজাতির ন্যায় প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রবণ জাতি,—যাহারা ধর্ম্মকে তাহাদিগের দৈনিক জীবনে সহজভাবে আয়ত্ত করিয়াছে এমন জাতি, নাই। এখানে, অতি পণ্ডিত হইতে অতি মূর্খ পর্য্যন্ত, সকলেই জানে, এবং কোনও না কোনও সময়ে হৃদয়ঙ্গম করে যে,—যাহা কিছু লইয়া জগৎ মত্ত, তাহা সার নহে।—একমাত্র সার আত্মা, তাহার একমাত্র সম্পদ্ ধর্ম্ম ;—সে সম্পদের কাছে ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ —নগণ্য। হিন্দুর উপাসনা-পদ্ধতি বা ধর্ম্মমতে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, তাহাদিগের মধ্যে একবিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে যে, জগতের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা কোনও দূর বস্তু নহেন,—তিনি আমাদিগের নিত্য-জীবনের মধ্যে ওত-প্রোতভাবে অনুস্যূত, এবং আমাদিগের জীবনের যাহা কিছু

সার—যাহা কিছু সত্য, সকলের মূল এবং সত্যস্বরূপ।
সকল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, কেবলমাত্র ভারতের দার্শ
ও পণ্ডিতের সম্পদ্ নহে—ইহা কুটীরবাসী দীন-দরিদ্র
কৃষকেরও সম্পত্তি। এই আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বর-
হারাইয়া, আজ আমরা হিন্দুর সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়া
দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার প্রতি পাশব অত্যাচার নি
করিবার ব্যবস্থায় আমরা গগন বিদীর্ণ করিয়া আ
করিয়াছি যে, হিঁদুয়ানী গেল !—কিন্তু এত বড় একটা
সর্ব্বনাশ, আমাদিগের গোঁড়া হিন্দুসমাজ নিঃশব্দে
করিতেছে।—কি দারুণ অন্ধতা আমাদিগের !

আমাদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে,—যাহাকে
হিন্দুসমাজ হইতে বাহির করিয়া দেই, তাহাকে ও
উত্তরপুরুষদিগকে আমরা এই অমূল্য উত্তরাধিকার
বঞ্চিত করি।—এত বড় অভিশাপ তাহাদিগকে
পূর্ব্বে, সমাজের ভালরূপে বিবেচনা করা উচিত
তাহাদিগের অপরাধের গুরুত্ব কতটুকু।—লঘু পাপে
দণ্ড দিলে চলিবে কেন ? আমাদিগের স্মরণ রাখা
শাস্ত্রের সমুদয় সামাজিক বিধান কোন মৌলিকতত্ত্ব
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপায় মাত্র। যদি কেহ তাহার আচা
হিন্দুত্বের সেই মৌলিক সত্য অস্বীকার করে,
আমরা বর্জ্জন করিতে পারি ; কিন্তু সকল সামাজিক
সে মূলতত্ত্বের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে।—যে কোনও
অবহেলা করিলেই লোকে সেই মূল-পদার্থ হইতে
হইতে পারে না।

আমাদিগের ব্যবহারে বা শাস্ত্রে যদি এমন
থাকে যে, বহুশতাব্দী পূর্ব্বের সমাজে তাহা উপযোগী
বর্ত্তমান সমাজে তাহা অসম্ভব ; এবং সে বিধান যদি
হয় যে, তাহা বর্জ্জন করিলে আমাদিগের
আধ্যাত্মিকতার কোন ক্ষতি হয় না ;—তবে আমাদি
বিধান বর্জ্জন করা আবশ্যক। প্রকৃত প্রস্তাবে
সামাজিক জীবনে অলক্ষ্যে তাহা নিত্যই
বহুতর শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধান বর্ত্তমানকালের
সংগ্রামের দিনে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং সেই বিধা
অমান্য করিলেও, সমাজের ধুরন্ধরেরা তাহাকে
অপরাধ বলিয়া গণনা করেন না ;—কিন্তু কএকটি
আমাদিগের গোঁড়াসমাজের নেতৃবর্গ এ নিয়ম

ভারতবর্ষ।

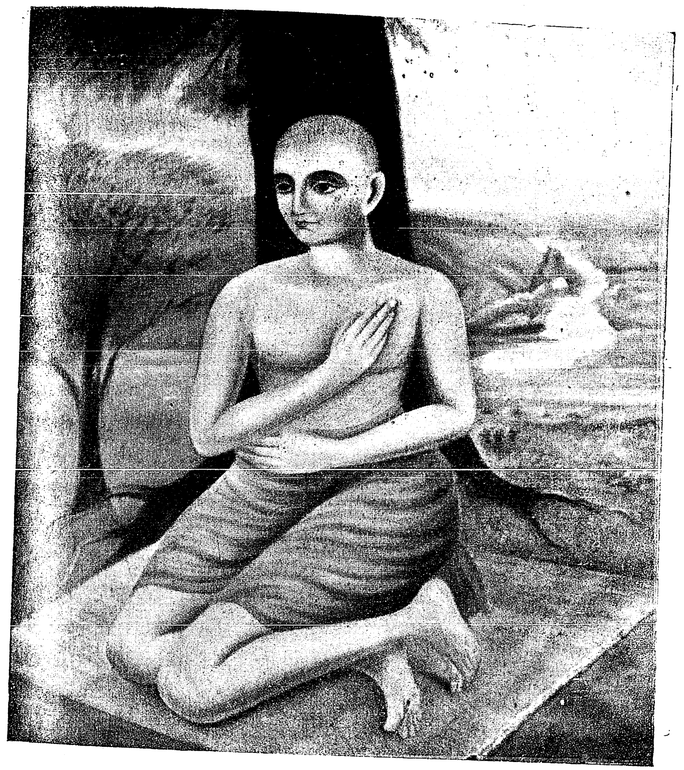

শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু।

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র পালিত।]

H.V. SEYNE & BROS.

সম্মত নহেন। সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধীয় বিধান
ধ্যে একটি। সমুদ্র-যাত্রা বিহিত কি না, এ
স্ত্রকারদিগের বাক্যের ব্যাখ্যা লইয়া গুরুতর
াছে; এবং সমুদ্র-যাত্রাও যে হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ
প্রকার শাস্ত্র-প্রমাণেরও অভাব নাই। আর যথন
ইতেছে যে, সমুদ্র-যাত্রার উপর আমাদিগের
-জীবন বিশেষরূপে নির্ভর করে না, তখন সমুদ্র-
ন কি হইতে পারে? কিন্তু এস্থলে আমাদিগের
জের নেতৃগণ কিছুতেই আচারের বিধি পরিত্যাগ
হেন না। এইরূপ অপেক্ষাকৃত সামান্য নিয়ম
া দৃঢ়তা রক্ষা করিতে গিয়া, এক পক্ষে, আমরা
দ্র-যাত্রী বঙ্গসন্তানকে বিজাতীয় আচারের হস্তে
রিয়া হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস করিতেছি;—অপর পক্ষে,
ক ব্যবস্থা লইয়া এত বেশী মারামারি করিতে
ামরা প্রকৃত বস্তুটির দিকে ভালরূপে দৃষ্টিপাত
রিতেছি না। সেইরূপ কন্যার বিবাহ বিষয়ে,
বয়সে বালিকার বিবাহ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য
করিয়াছি। শাস্ত্রে যদিও এ বিষয়ে নানাবিধ
ছে, তবুও আমরা তাহার কতকগুলি বিশিষ্ট
িয়া দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি—যে ইহা পালন
ে হিন্দু নয়। যদিও কন্যার উপযুক্ত বয়সে বিবাহ
িত হইবার কোনও বিধান শাস্ত্রে নাই, তথাপি
ইতেছে এই যে, যে কেহ যে কোনও বিশেষ
াকে অধিককাল অনূঢ়া রাখিতে ইচ্ছা করে,
িন্দুসমাজে সে কলঙ্কিত ও অভিশপ্ত হইবার
ধ। হিন্দুধর্ম্মের সার বস্তুর উপর তাহার
াগ থাকিলেও—হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থাকে সে
পর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অনুসরণ
এই সামান্য বিষয়ে সামাজিক নিয়ম অবহেলা
াকে অপাংক্তেয় হইতে হইবে—সমাজের নিকট
ত হইবে। কিন্তু কন্যাকে অল্পবয়সে পাত্রস্থ
ধি যে হিন্দুধর্ম্মের অত্যাজ্য অঙ্গ নহে, তাহার
—ইহার বিপরীত বিধি সম্ভবপর বলিয়া শাস্ত্রে
ানে স্থানে হিন্দুসমাজে আচরিত হইতেছে।
কন্যার বিবাহ-বয়স সম্বন্ধে এই অতিরিক্ত
লে, সমাজে এমন একটা কুৎসিত কদাচার

বর্দ্ধিত হইতেছে,—প্রত্যেক হিন্দু-যুবক বিবাহে পাতিত্যকর পণগ্রহণ প্রথার দাসত্ব করিতেছে;—হিন্দুর বিবাহসভা হইতে শাশ্বত আধ্যাত্মিক ভাব বিলুপ্ত হইয়া, তাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মূল্যনিরূপণের জন্য উচ্চ কোলাহলে মুখরিত হইতেছে!—সে দিকে আমাদিগের সমাজের দৃষ্টি নাই।

এইরূপ, যে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা লইয়া আমরা বড় অধিক নাড়াচাড়া করি, তাহা প্রায়ই হিন্দুর আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে অল্পবিস্তর অনাবশ্যক আয়োজন মাত্র। অথচ, সে সকল বিষয়ে আমরা কিছুতেই সূচ্যগ্র স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহি না। ইহার ফলে, পরের চক্ষে এবং কতকটা নিজের চক্ষেও, আমরা ইহাই দাঁড় করাইতেছি যে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন কেবল এই সমুদয় অসার ধর্ম্ম-নিয়মে পর্য্যবসিত। হিন্দুসমাজ-মন্দিরের দ্বারে, “বজ্র আঁটুনী” দিতে গিয়া, “ফস্কা গেরো” দিয়া বসিয়া আছি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারপথে শক্ত পাহারা রাখিতে গিয়া, মন্দিরের প্রশস্ত তোরণদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি; কড়ির হিসাব মিলাইতে গিয়া, মোহর হারাইতে বসিয়াছি!—হিন্দুর উপর হিন্দুধর্ম্মের যে ন্যায্য অধিকার আছে, আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ-মূলক যে দাবী আছে, তাহা কঠোর সমাজশাসনের রোষ-কষায়িত দৃষ্টির অন্তরালে একেবারে লুকাইয়া গিয়াছে।

ইহার জন্য হিন্দুসমাজ দায়ী। অতীতকালে লোকের ধর্ম্মশিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা ছিল, এবং যাহার ফলে এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতা সমাজের সকল স্তরে অনুস্যূত হইয়াছিল, সে শিক্ষাপদ্ধতি তিরোহিত হইয়াছে—সমাজের অবস্থা এবং রুচিভেদে—এখন সে প্রণালীর পুনঃস্থাপনায় কোনও ফললাভ হইতে পারে কি না সন্দেহ; কিন্তু সে শিক্ষাপ্রণালীর স্থলে আমরা কোনও নূতন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করি নাই। সামাজিক জীবনে আজ কোনও এমন ব্যবস্থা নাই, যাহাতে অধিকারভেদে নানাভাবে হিন্দুধর্ম্মের সার-সত্য হিন্দুকে শিক্ষা দেওয়া হয়; কাজেই সে সত্য ক্রমে লোকের চিত্ত হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। অপর পক্ষে, হিন্দুসমাজের কঠোর শাসন, সমগ্র জীবনের দৈনন্দিন সহস্র কার্য্যকলাপব্যাপী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধি-নিষেধ, প্রত্যেক হিন্দুসন্তান শৈশব হইতেই শিখিতে থাকে —শিখিতে থাকে কোন্ জিনিস খাইতে বা দেখিতে নাই, কোন্ দিকে মাথা দিয়া শুইতে হয়, বা হাঁচিলে কি বলিয়া

আশীর্ব্বাদ করিতে হয়। এমন সমাজে বর্দ্ধিত মানব যে হিঁদুয়ানিকে নিরবচ্ছিন্নরূপে এই সমুদয় ক্ষুদ্র-বিধানে পর্য্যবসিত বিবেচনা করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? তাঁহার চক্ষে, হিন্দুধর্ম্মের সার-সত্য অন্তর্হিত হইয়া, এই সমুদয় আচার-অনুষ্ঠানই যে ধর্ম্মের সার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

হিন্দুসমাজ, প্রকৃত-প্রস্তাবে, এখন বিকারের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! বুদ্ধিমানের ন্যায় হস্তপদ সঞ্চালন করিলেও, ইহাতে সারভূত সেই বুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে;—ইহার অন্তর্নিহিত সেই সুষুপ্তি-মগ্ন আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।—শুধু নিষেধমার্গ অবলম্বন করিলে, জাতীয়-জীবন শীঘ্রই জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবে। কোনও অঙ্গে যদি ক্ষত হয়; তবে সুচিকিৎসক সেই অঙ্গ একেবারে কাটিয়া ফেলেন না; শরীরের ভিতর যে জীবনীশক্তি আছে, তাহাকে জাগরিত ও পুষ্ট করিয়া তাহার দ্বারা ক্ষত নিবারণ করেন। সমাজের যেখানে ক্রিয়াকলাপের ত্রুটি, বা আধ্যাত্মিকতার অভাব, দেখিয়া আমরা এতদিন সেইখানটা তৎক্ষণাৎ ছাঁটিয়া ফেলিয়া মনে করিয়াছি—সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার হইল; কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই—সামাজিক ব্যাধির ত উপশম হয় নাই। তাই বলিতেছি, হিন্দুর আধ্যাত্মিক জীবন-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে,—বিধি-নিষেধের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া, উদার ধর্ম্মমতের উপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে; নচেৎ হিন্দুর যে অমূল্য সম্পদ্, তাহা অচিরে বিলুপ্ত হইবে,—সমুদ্রযাত্রা ও পলাণ্ডুভোজন লইয়া শত তর্ক দ্বারাও তাহাকে আমরা জীবিত রাখিতে পারিব না।

অন্ধের মত হিন্দুসমাজ সর্ব্বনাশের পথে চলিয়া অমূল্য সম্পদ্ পথে ফেলিয়া, শূন্য অঞ্চলে কঠিন বাঁধিতেছে! এখন ফিরিবার সময় হইয়াছে—চক্ষু খুলিবার প্রয়োজন হইয়াছে—হিন্দুর সর্ব্বস্ব রক্ষা প্রাণপণ আয়োজন করিবার একান্ত আবশ্যকতা এখন শান্তকর শাস্ত্রের ক্ষুদ্র-অনুশাসন লইয়া তর্ক কর—কর্ম্মকাণ্ডের অসংখ্য ক্ষুদ্র-বিবাদ, নিত্য-সং তাহার রক্ষার জন্য সকলে যত্নবান্ হও। চক্ষু কেবল "এটা নয়" "ওটা নয়" করিও না;—যেটা তাহার দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হও। আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞানের আলোক উদ্দী না জানিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিও না,—শাস্ত্রের সর্ব্ব তাহার অন্তর্নিহিত যে মহা-সত্য, তাহাকেই সকলে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা কর। তবেই দেখিতে পা হিন্দুসমাজ এখনও মরে নাই; ব্যাধিহীন নীরোগ সমাজে আবার ফিরিয়া আসিবে,—হিন্দুধর্ম্ম প্রাণ জগতের ইতিহাসের নূতন পৃষ্ঠায়, নূতন নূতন কাহিনী বিবৃত করিবে। স্বপ্নাবিষ্টের মত পথে তুচ্ছ হাতড়াইও না,—চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সম্মুখে সম্পদ্ তাহার দিকে স্থির পদে অগ্রসর হও।*

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন

* এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের আলোচনার জন্য আমরা পণ্ডি সাদরে আহ্বান করিতেছি। শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা আলোচ সিদ্ধান্ত হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়।—ভাঃ সঃ।

য়ুরোপ ভ্রমণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

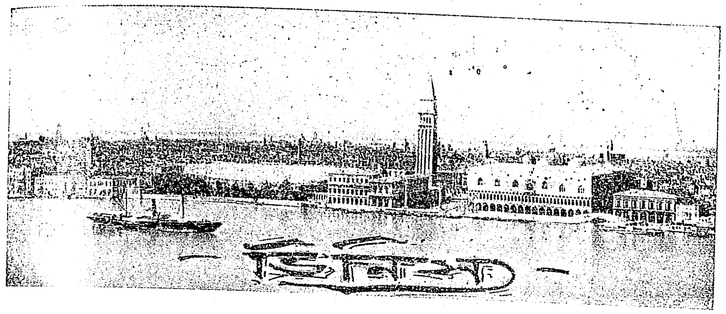

হইতে আমরা ভিনিসে চলিলাম। রাত্রি প্রায় সময়, সান্ধ্য-ভোজনের একটু পূর্ব্বেই, আমরা সহরে উপস্থিত হইলাম। সে দিন ১৪ই মে। বার পথে, আমরা ইটালীর প্রধান নদী 'পো' করিয়া গেলাম। পথের মধ্যে আরও দুইটি পড়িয়াছিল; য়ুরোপ ভ্রমণ করিতে হইলে এই —বোলোনা ও পাডুয়া—দেখিতেই হয়; কিন্তু তেই হয় ত অনেক! অথচ সে সব দেখিবার সময় সুতরাং, আমরা ঐ দুইটি সহরের ষ্টেসন্, এবং ড়ীর জানালা দিয়া যাহা দেখিতে পাওয়া যায় খিয়া দর্শন-শেষ করিলাম; ষ্টেসন্ দুইটিতে আর অবকাশ হইল না!

আটটা বলিলে, আমাদের দেশে বুঝি যে, প্রায় ত্রি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ভিনিসে যখন আমরা তখন ঘড়িতে ঠিকই আটটা বাজিয়াছিল, অথবা দশ মিনিট বিলম্ব ছিল; কিন্তু তখনও সেখানে ত্রির সূচনা দূরে থাকুক—তাহার পূর্ব্বাভাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ, তখন গোধূলি সময়! সুতরাং, আমরা মধ্যে ষ্টেসনে উপস্থিত হই নাই,—গোধূলি লোকে সহরটি আমরা বেশ দেখিতে পাইলাম। কের রাজ্ঞী—এই ভিনিস্ সহরে প্রবেশ একটি দ্রব্য সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়;—তাহার নাম (Gondola) 'গণ্ডোলা'। নামটা শুনিলে হয়ত প্রথমেই কাহারও, বিশেষতঃ ঔদরিকের মনে হইবে, ইহা হয়ত রসগোল্লা, বা ঐ রকম কিছু মিষ্টান্ন, এবং তাহাতেই ইহা সর্ব্বপ্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে 'গণ্ডোলা' মিষ্টান্ন নহে,—নৌযান-বিশেষ। এদেশে একটি প্রবাদ আছে—'Horse, Venice has never seen,' অর্থাৎ 'ভিনিস কখন ঘোড়া দেখে নাই।' কথাটা ভারি সত্য; ভিনিসে গো-যান, অশ্ব-যান, বাইসিকল, মোটর, এ সকল কিছুই নাই—চলিবার পথ নাই, কাজেই এ সকল নাই।—তবে কি লোকে আকাশ দিয়া চলে? তাহাও নহে; ভিনিসের লোকেরা জলপথে যাতায়াত করে; দেশে রাস্তা নাই, আছে খাল আর ঘাট। ভিনিস যে জলের সহর;—সেখানে 'গণ্ডোলা' ব্যতীত কোথাও যাইবার অন্যগতি নাই; এই 'গণ্ডোলা'ই সেখানকার সমস্ত প্রকার যানের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। এই গণ্ডোলাগুলির উপর একটা করিয়া আবরণ থাকে। সেই আবরণটা তুলিয়া ফেলিলেই নৌকা ও নৌকার মধ্যে বসিবার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটা ব্যাপার দেখিলাম; গণ্ডোলা সকলগুলিই কালরংএ মণ্ডিত, কোন খানিতে কাল ব্যতীত অন্য রং দেখিলাম না। ইহার কারণ শুনিলাম দুইটি। কেহ কেহ বলেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এখানকার লোকেরা এমন বাবু ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল

যে, তাহারা নিজেদের গণ্ডোলাগুলিকে অধিক চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া নানাবর্ণে, নানাপ্রকার কারুকার্য্যে, সুসজ্জিত করিত। এই অনর্থক অর্থব্যয় নিবারণ করিবার জন্য সে সময়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই আদেশ প্রচার করেন যে, কেহ গণ্ডোলা কাল ব্যতীত অন্য কোন রঙে সুশোভিত করিতে পারিবে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কাল রং শোকচিহ্ন প্রকাশক,

দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু

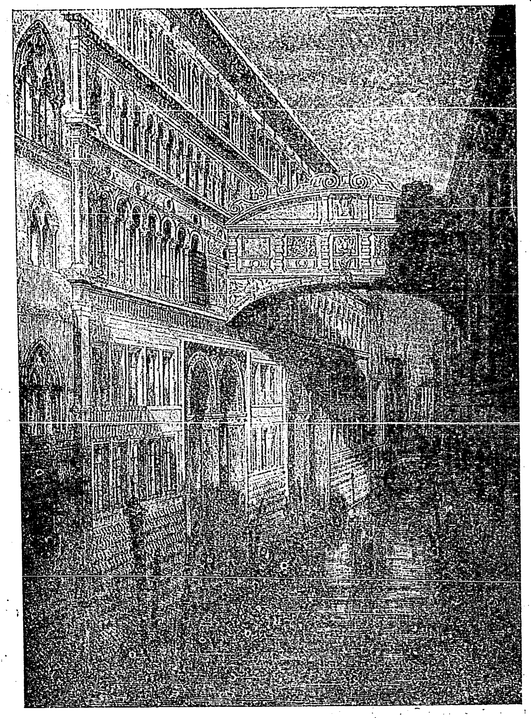

গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক; তাই দেশের লোকে কাল রংটাই পসন্দ করে। সেইজন্য এখানকার গণ্ডোলাগুলি নিরবচ্ছিন্ন কাল রঙে মণ্ডিত হইয়া আসিতেছে; বহুকালাগত প্রথা বলিয়া কেহ আর উক্ত রঙের পরিবর্ত্তন করেন না।—শেষোক্ত কারণটাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

ষ্টেসন্ হইতে বাহির হইয়াই আমরা এই গণ্ডোলায় চড়িয়া বসিলাম। তাহার পর যেটি প্রধান খাল, অর্থাৎ Grand Canal, তাহাতে গিয়া পড়িলাম। খানিক বড় খাল দিয়া গিয়া, ছোট খালে পড়িলাম; এই অনেকগুলি ছোট খাল অতিক্রম করিতে হইল। মন্দ নহে, সহরের ভিতর দিয়া নৌকায় চড়িয়া এও এক আনন্দ। শুনিয়াছি পূর্ব্বে নাকি যখন হইয়া কলিকাতার পথে জল দাঁড়াইত, তখন অনেক বাবু সেই সকল রাস্তায় পান্‌সী চালাইতেন। ভিনিসে আসিয়া রাজপথে—না, না, রাজ পান্‌সী চালাইলাম। সেই সবে আট্টা বা কিন্তু তখনই সহরের গোলমাল শান্ত হইয়া বলিয়া মনে হইল; কারণ, নৌকার আঘাতে জলের শব্দব্যতীত, আর কিছুই কর্ণগোচর হইল না। তবে মধ্যে মধ্যে নৌকার মাঝিরা উচ্চৈঃস্বরে 'ডাইনে—বাঁয়ে বাক্যোচ্চারণে অপর নৌকাগুলিকে সতর্ক সেই নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। ছোট ছোট মধ্যদিয়া এই সকল গণ্ডোলা অবিশ্রান্ত করিতেছে, অথচ সংঘর্ষ হয় না; ইহা মাঝিদিগের নৌ-চালন-নৈপুণ্যের প্রশংসা হয়। আমি ত ভয়েই সারা হইতে লাগিলাম সহসা আর একখানি নৌকার সহি লাগাইয়া আমাদের কর্ণধার সেই রাত্রি দিগকে নাকানি চুবানি খাওয়াইয়া তুলেন। দুই পার্শ্বে অসংখ্য ঘাট; আর সেই সকল গায়ে বাড়ীর নাম বড় বড় সাইনবোর্ড আছে। বাড়ীগুলির গায়েও নানাবর্ণ সাইনবোর্ডগুলি ছাদের মধ্য হইতে অ দেখাইতেছিল। সকল বাড়ীর সম্মুখেই এক ঘাট। আমাদের হোটেলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, আমরা সেই বিখ্যাত সেতু 'Bridge of অর্থাৎ 'দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু' পার হইয়া গেলাম। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে কেন, আ বলিতে পারি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, সম্মুখে যখন আমরা গণ্ডোলা হইতে নামিলাম, ত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করি নাই—এই বাস্তবিকই আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল।

আমরা যে হোটেলে গেলাম, সেটীতে পূর্ব্বে হোটেল , তাহা একটি রাজপ্রাসাদ ছিল; এখন তাহা না হইয়াছে। বাড়ীটি দেখিতে বেশ; কিন্তু ইহার অসুবিধা আছে। এই হোটেলের পশ্চাৎভাগ দিয়া

পিয়াজ্জেটা।

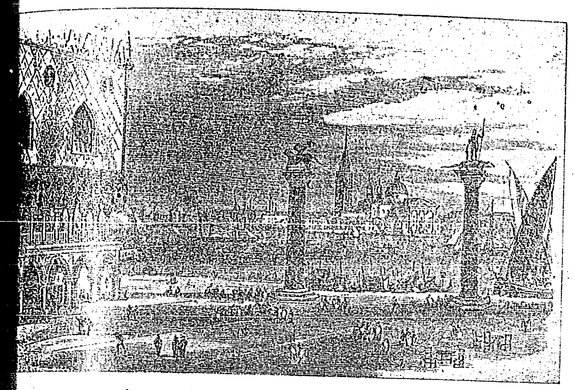

তি সরু গলিপথ আছে; সেই পথদিয়া দিনরাত্রি চেঁচামেচি ও গান করিতে করিতে যাতায়াত থাকে। ইহাতে নবাগত পান্থের প্রথম প্রথম

সেণ্ট্ মার্কের গির্জ্জা।

মের ব্যাঘাত হয়; কিন্তু বেশীদিন থাকিলে, গোলমাল সহিয়া যায়।

রাত্রিতে আর কোথায় যাইব,—বা কি দেখিব! পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই, হাতমুখ ধুইয়া, আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমাদের হোটেলের অতি নিকটেই ভেনিসের বিখ্যাত পিয়াজ্জেটা (Piazetta), বা সেণ্ট মার্কস স্কোয়ার বা ভ্রমণ-স্থান। আমরা পদব্রজেই এই ভ্রমণস্থানে গমন করিলাম। যদিও ভিনিস সহরটার অষ্ট পৃষ্ঠে খাল; তবুও সেটা সহরের কেন্দ্রস্থল, সেখানে পদব্রজে যাওয়া যায়; কিন্তু এই সামান্য পথটুকুও যাইতে হইলে কতগণ্ডা খালের সেতু পার হইতে হয়! সহরের অভ্যন্তর ভাগটা যেন একটা দ্বীপ—তাহার সব দিকই খালের দ্বারা বেষ্টিত। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি এই সহরের সর্ব্বত্রই পদব্রজে যাইতে পারেন; তবে দুই চারি পা গেলেই এক একটা সেতু পার হইতেই হইবে। এই সেণ্ট্ মার্কের স্কোয়ারের তিনদিকে পুরাতন রাজপ্রাসাদ, আর একদিকে বাইজেণ্টাইন্ স্থাপত্য-শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের অন্যতম—সেণ্ট্ মার্কের গির্জ্জা। বৃত্ত, গম্বুজ এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান—এই গুলিই গ্রীক্‌দিগের এই বাইজেণ্টাইন্ স্থাপত্য-শিল্পের বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর শিল্পের আর একটি মাত্র আদর্শ এখনও আছে—সেটি ইস্তাম্বুলের সেণ্ট্ সোফিয়ার গির্জ্জা। এই গির্জ্জা দুইটি দেখিলে মুসলমানদিগের মসজিদ বলিয়া মনে হয়! সেণ্ট্ মার্কের পরেই প্রাসাদ। ভিনিসের বিখ্যাত

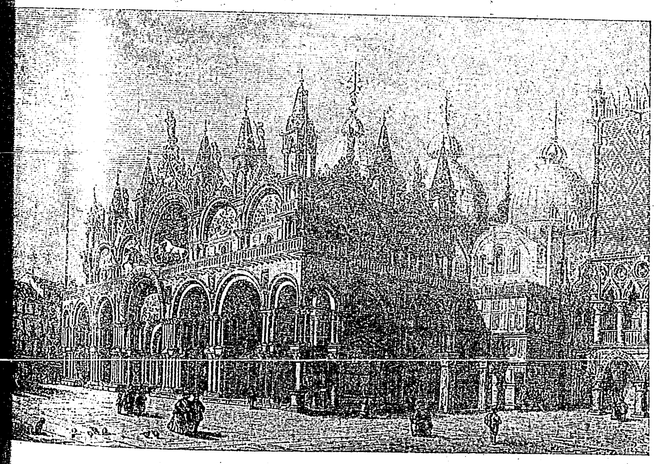

ক্যাম্পানাইল্ কএক বৎসর পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল ; আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইতেছিল। এই স্কোয়ারের চারিপার্শ্বে যে সমস্ত খিলান আছে, তাহাতে অনেকগুলি দোকান বসিয়াছে ; আমরা বিশেষ আগ্রহের

সেণ্ট্ মার্কের গির্জ্জার অভ্যন্তরভাগ।

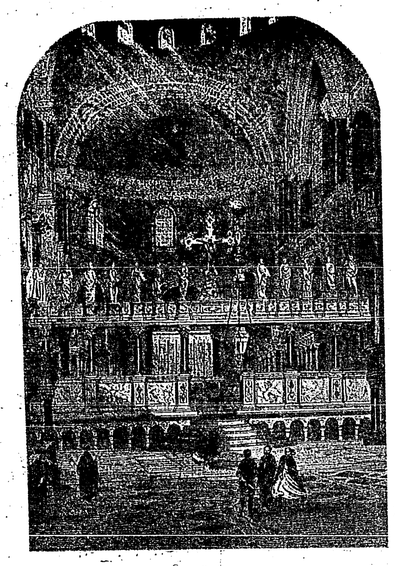

সহিত দুইটি প্রধান দোকান দেখিলাম ; একটি কাচের দোকান, আর একটি চাম্‌ড়ার দোকান। এই দোকানগুলি পূর্ব্বতন প্রাসাদের নিম্নতলে অবস্থিত ; ইহার দ্বিতলের কতকটা এখনও রাজপ্রাসাদ রূপে ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্টভাগে সরকারী আফিস্-আদালত স্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর আমরা সাল্ ভিয়াটি জেসুরামের লেস্, বা চিকণের কারখানা দেখিতে গেলাম। এখন, সুধু য়ুরোপ কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রমণী ও বালকবালিকাদিগের পোষাকে লেস্ ব্যবহার হইয়া থাকে ; সুতরাং, যাহারা লেসের ব্যবসায় করে, তাহারা বিশেষ লাভবান্ হয়। ভিনিসের লেস্ নির্ম্মাণের কারখানাগুলি দেখিবার উপযোগী। শত শত স্ত্রীলোক এই কারখানায় কাজ করিতেছে ; তাহাদের কার্য্য-প্রণালী, কার্য্যকুশলতা এবং পরিচ্ছন্নতা, সর্ব্বোপরি শিল্প-নৈপুণ্য, দেখিবার মত বটে। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াই... দাঁড়াইয়া এই কারখানার কাজ দেখিলাম। এই সকল কা... খানায় যে সুধু লেস্‌ই নির্ম্মিত হয়, তাহা নহে ; এখানে ... কার্পেট্ প্রভৃতিও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। খাল হইতে ... প্রাসাদ দেখিতে অতি সুন্দর ; কিন্তু এই প্রাসাদের ... সৌন্দর্য্যই যে মনোরম, তাহা নহে—ইহার অভ্যন্তর ... অতি সুদৃশ্য। প্রাসাদের মধ্যে আমরা অনেক অ... শিল্পকার্য্য, অনেক ভাস্কর্য্য ও চিত্র দেখিয়াছি... প্রাসাদের মধ্যে অনেকগুলি ঐতিহাসিক স্থানও দেখি... যথা—যে যে স্থানে 'দশজনের সমিতি' (Council ... Ten), 'তিন জনের সমিতি' (Council of Thre... ইত্যাদি সমবেত হইত। আরও একটা কৌতূহল... ব্যাপার দেখিলাম,—প্রাসাদের অনেক স্থানে দে... মধ্যে বাক্সের মত স্থান রহিয়াছে,—আমাদের ... রাজপথপার্শ্বে বাড়ীর দেওয়ালে যেমন ডাকের ... থাকে, এগুলি ঠিক সেই রকমের! যাহারা ... দরখাস্ত দিতে চাহিত, তাহারা লোকের অজ্ঞাতসারে ... সকল বাক্সে তাহাদের চিঠিপত্র ও দরখাস্ত দিয়া ... তাহারপর, রাজপুরুষেরা সেই সকল দরখাস্ত লইয়া ... সত্যমিথ্যা অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা করিতেন। ... রাজপ্রাসাদ দেখিলে, সেকেলে ভিনিস সম্বন্ধে অনেক ... অবগত হইতে পারা যায়। এই প্রাসাদ যাঁহারা দে... যাইবেন, তাঁহারা যেন এখানকার সেকেলে কারা-ক...

পুরাতন (ডজেদের) রাজপ্রাসাদ।

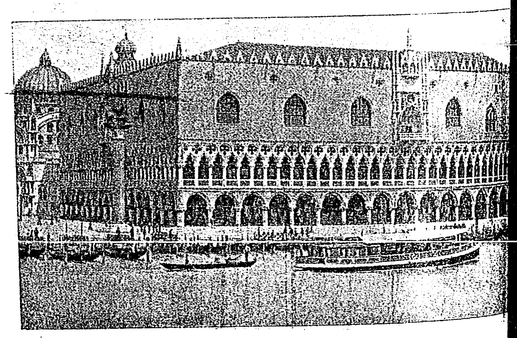

দেখিয়া আসেন ; দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতুর (Bridge of S... পার্শ্বস্থ এই কক্ষগুলি দেখাইবার সময়, আমাদের প... একটি কক্ষ দেখাইলেন, যেখানে মেরীনো ফ্যা...

...ieno Faliero) মস্তক দেহচ্যুত করা হইয়াছিল। ...একটি কারাকক্ষ দেখিলাম ;—পথপ্রদর্শক বলিলেন ...নিসের কারাকক্ষগুলি কেমন, তাহাই পরীক্ষা ...জন্য ইংলণ্ডের কবিবর বায়্‌রণ্ ঐ কক্ষে একবার ...া আবদ্ধ ছিলেন। রাজনৈতিক অপরাধীদিগের ...এই সকল কারাকক্ষ ব্যবহৃত হইত ; দীর্ঘ-...র সেতু পার হইয়া, অপর পারে যেসকল কারাকক্ষ ...গুলি এখন দেওয়ানী কয়েদীদিগের জন্য ব্যবহৃত ...াকে। এই কারাগারগুলি দেখিয়া বুঝিতে ..., কেন সেতুর নাম 'দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু' হইয়াছে! ...ন এই সেতুর উপর দিয়া বন্দীদিগকে নির্জ্জন ...র লইয়া যাওয়া হইত, তখন তাহারা বুঝিতে ...যে, তাহারা আর জীবিতকালে বহুদিন বাহির ...রিবে না, আর পৃথিবীর মুখ দেখিতে পাইবে না, ...লয়ে আসিতে পারিবে না! তাই, তাহারা এই ...র দাঁড়াইয়া, জন্মের মত ধরণীর শোভা-সৌন্দর্য্য ...ইত, এবং তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ... চলিয়া যাইত ; সেই জন্যই, হয়ত, এই সেতুর ...নামকরণ হইয়াছে।—প্রাতঃকালের মত সহর-...করিয়া, আমরা হোটেলে আসিলাম।

...হ্নকালে আমরা জলপথে ভ্রমণে বাহির হইলাম। ...রা এড্রিয়াটিক্ সাগরের একটি শাখা, রিভা ডেগ্‌লি (Riva degli Schiavoni), দিয়া ভিনিস ...াইল দূরবর্ত্তী মুরাণো দ্বীপ দেখিতে গেলাম। ...সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যই যে আমরা সেখানে ...—ঠিক তাহাই নহে ; এখানকার গ্লাসের ...একটা প্রধান-দ্রষ্টব্য। কেমন করিয়া গ্লাস ...কেমন করিয়া তাহা হইতে সুন্দর সুন্দর দ্রব্য, ... প্রস্তুত হইয়া থাকে,—তাহাই দেখিবার জন্য ...ন গিয়াছিলাম। ভিনিসে অনেকগুলি কাচের ...ছে ; কিন্তু এই দ্বীপে যেটি আছে, সেইটিই ...। এখানে যাহারা কাজ করিতেছে, তাহারা ... বেতন পাইয়া থাকে ; কিন্তু এই সামান্য ... সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা এখানে কাজ করিয়া ...ানে একটা গির্জ্জা ও যাদুঘরও আছে। এই ...যাহারা দেখিতে গিয়াছে, তাহারা সকলেই একখানি পরিদর্শন-পুস্তকে স্ব স্ব নামধাম লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। ভিনিসের অনেক প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য-স্থানেই এই প্রকার পরিদর্শন-পুস্তক দেখিয়াছি। এই সকল পুস্তকের পাতা উল্‌টাইলে, অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির স্বাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় ;—দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুধু য়ুরোপের নহে, পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যদেশের লোকেরাই এই সকল স্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন।

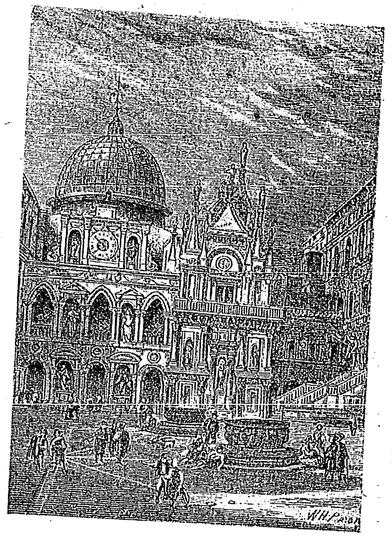

রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ।

এইস্থান হইতে আমরা লীডো দ্বীপ (Isle of Lido) দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে আমরা ঘোড়া দেখিতে পাইলাম ; এখানে অশ্ববাহিত ট্রাম্ আছে। এই দ্বীপটি ভিনিসবাসীদিগের স্নানের স্থান। এখানে স্নানের নানা আয়োজন ও নানা সরঞ্জাম দেখিলাম। গ্রীষ্মকালে এখানে একেবারে লোকারণ্য হইয়া পড়ে। এই লীডো দ্বীপ ভিনিস হইতে দেড় মাইল দূরে। এখান হইতে ফিরিবার সময়, আমরা স্যালা ডেল্ ম্যাগিয়োর ভজনালয় দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তৎপরে আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া, রাত্রি আট্‌টার পর আহারাদি শেষ করিয়া, পুনরায় গণ্ডোলায় চড়িয়া নৈশভ্রমণে বাহির হইলাম। এবার আমরা গান শুনিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। ভিনিসে আসিলাম,

অথচ গান শুনিলাম না,—তাহাও কি হয়? তাই আমরা গান শুনিবার জন্য শান্তি গিয়োভ্যানি ই পেওলো নামক ভজনালয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া

স্কালা ডেল্ ম্যাগিয়োর্।

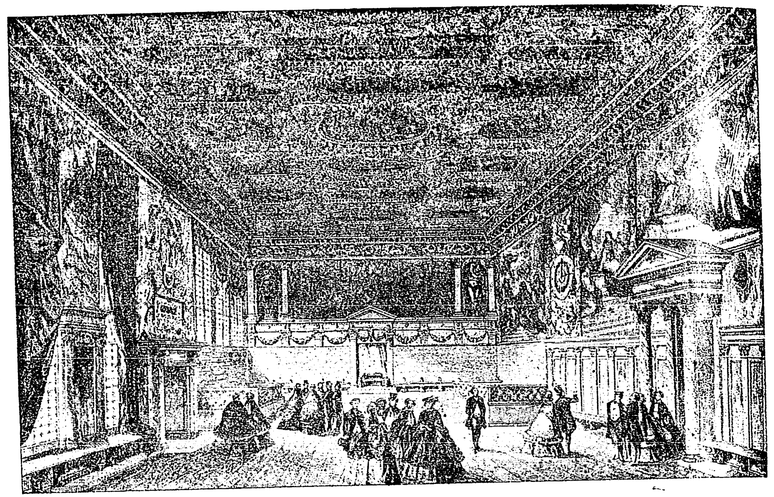

দেখিলাম, অনেকগুলি নৌকা সেখানে একত্র রহিয়াছে; সকল নৌকাতেই আলোক জ্বলিতেছে, নৌকাগুলিও সুসজ্জিত করা হইয়াছে; নৌকার উপর চিনে লণ্ঠনে অনেক বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাত্রিকালে খালের মধ্যে এই আলোকোজ্জ্বল নৌকাগুলি বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে এড্রিয়াটিক্ সাগরের বন্দরে অবস্থিত জাহাজগুলির প্রচণ্ড আলোক-রশ্মি (Search light) এই স্থানের উপর পাতিত হইয়া সহসা অন্তরিত হইতেছিল। এই আলোকের সাহায্যে প্রাসাদগুলি ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং আরব্য-উপন্যাসের আলাদিনের রাজপ্রাসাদের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিল। অনেকগুলি নৌকায় গান চলিতেছিল। একখানি নৌকায় একটি বালিকা অতি সুন্দর গান গাহিতেছিল। আমরা অনেকক্ষণ তাহার গান শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সকল নৌকারই গান থামিয়া গেল, নৌকাগুলিও সেস্থান ত্যাগ করিয়া যাহার যেদিকে ঘর, সেইদিকে চলিয়া গেল; চাঁদের হাট ভাঙ্গিল।—আমরাও হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রামের আয়োজন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে একখানি গণ্ডোলা লইয়া ... (Royal Academy of Fine Arts) রাজকীয় শিল্পাগার দেখিতে গেলাম। সেখানে অনেকগুলি ... চিত্র দেখিলাম; তাহাদের বিশেষ বিবরণ দিতে ... প্রকাণ্ড একখানি পুঁথি হইয়া পড়ে। এখান হইতে ...

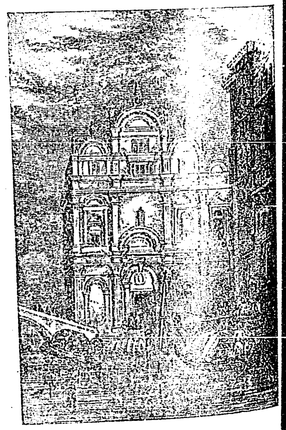

শান্তি গিয়োভ্যানি ই পেওলো।

পুনরায় সেণ্ট্ মার্কের ভজনালয়ের দিকে গেলাম। যদিও এই ভজনালয় দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে ... একবেলায়, কএক ঘণ্টার মধ্যে, কি এসকল ...

... দেখা যায়!—তাই আমরা আজ আবার সেই ... দেখিতে গেলাম; এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত নানাস্থান ... সে বেলার মত ভ্রমণ শেষ করিলাম।

অস্ত্রাগার।

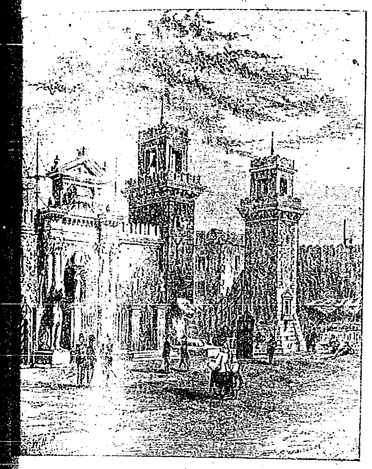

... অপরাহ্ণে আমরা রিয়াল্টো সেতু (Rialto Bridge) ... গেলাম। রিয়াল্টো নামটা শুনিয়াই আমাদের ... সেক্সপীয়রের 'মার্চ্চেণ্ট্ অব্ ভিনিসে'র কথা ... হইল; কবিবর এই সেতুটিকেই ... নাটকের পাত্রপাত্রীদিগের ... মিলনস্থান করিয়াছিলেন। ... অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম ... সেতুই মিলনস্থান নহে; ... নিকটবর্ত্তী একটি স্থান আছে, ... সেই স্থানেরই উল্লেখ ...। সেই স্থানে এখন একটা ... বসিয়া থাকে। এখান হইতে ... দিয়া যাইবার সময় আমাদের ... অস্ত্রাগারের পার্শ্বে একটি ... দেখাইলেন; সেই বাড়ীতে 'ওথে- ল্যাশিও' বাস করিতেন। এই খালের পার্শ্বে অনেক- ... অট্টালিকা দেখিলাম; শুনিলাম, সেগুলি পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ... এখন সেগুলি অযত্নে পড়িয়া আছে; কোন কোন প্রাসাদে এখন দোকান বসিয়াছে। এইবার আমরা সেণ্ট্ নাজেরাস্ দ্বীপের উপর অবস্থিত আরমাণী গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। এই দ্বীপটি আরমাণীদিগের অধিকারভুক্ত, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা ইটালিয়ান্ রাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার আরমাণী গির্জ্জার অবস্থা খুব ভাল। এখানে একটা প্রকাণ্ড পুস্তকালয় আছে; আমরা সেই পুস্তকালয়ে বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুঁথি দেখিলাম। এই পুস্তকালয়ে একখানি টেবিল দেখিলাম; আমাদের গাইড মহাশয় বলিলেন যে, কবিবর লর্ড বায়রণ্ যখন এখানে আসিয়া আরমাণী ভাষা শিক্ষা করিতেন, তখন তিনি এই টেবিল খানির সম্মুখে বসিতেন। এই গির্জ্জার পাদরী মহাশয়েরা এখানে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিয়াছেন; সেই মুদ্রাযন্ত্রে ধর্ম্মপুস্তকাদি ছাপা হইয়া থাকে। এই গির্জ্জার প্রধান পাদরী মহাশয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে একখানি আরমাণী বাইবেল দিলেন; খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে ১৬টি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ রহিয়াছে। এই গির্জ্জার সংস্পৃষ্ট একটা মানমন্দিরও আছে; দেখিলাম সেখানে মানমন্দিরের জন্য ব্যবহারোপযোগী অনেক যন্ত্র রহিয়াছে। তৈমুর লঙ্গের পূর্ব্বপুরুষ মহাবীর জেঙ্গিস্ খাঁয়ের একখানি চেয়ার এখানে রক্ষিত হইয়াছে! ভারতলুণ্ঠিত দ্রব্যরাশির মধ্য হইতে এই চেয়ারখানি যে

রিয়াল্টো সেতু।

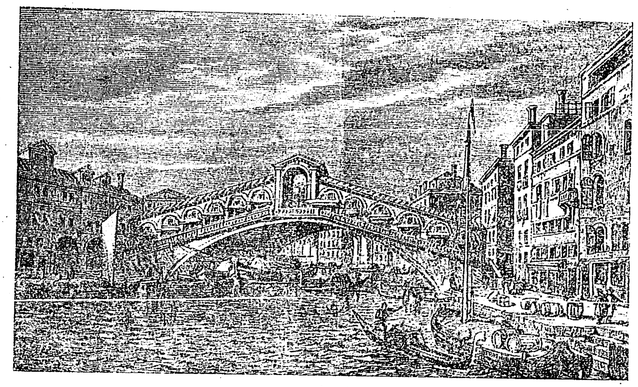

কেমন করিয়া সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া এখানে, এই ভজনালয়ে, আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাত বুঝিতে পারিলাম না! শুনিলাম, এখানকার পুস্তকালয়ে বসিয়াই

কবিবর লর্ড বায়্‌রণ্‌ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কাব্য চাইল্‌ড্‌ হ্যারল্ডের (Childe Harold) চতুর্থ সর্গ লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকালয় দেখিতে এতাবৎ যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই পরিদর্শন-পুস্তকে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া গিয়াছেন। আমি সেই পুস্তকের পাতাগুলি উল্‌টাইয়া দেখিলাম, সম্রাট্‌ তৃতীয় নেপোলিয়ন্‌, রাজ্ঞী ইউজিনি, আমাদের রাজা ও রাণী ও গ্লাডষ্টোনের নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে; আরও অনেক বিখ্যাত লোকের হস্তাক্ষর দেখিলাম।

দুইদিন ভিনিসে থাকিব বলিয়া আসিয়াছি… দেখিতে দেখিতে দুইদিন হইয়া গেল।—পরদিনই … এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া না রাখিলে, এ সকল দেশে চলা যায় না; অসুবিধায় পড়িতে হয়। সুতরাং ভিনিসের আরও … দৃশ্য দেখিবার থাকিলেও, আমরা আর এখানে থাকিতে পারিলাম না।—পরদিন প্রাতঃকালেই আমরা … ত্যাগ করিয়া মিলান্‌ যাত্রা করিলাম।

শ্রীবিজয় চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌

আছে

কে বলে সে চ'লে গেছে?—কে বলে সে নাই?
সে আছে এ বিশ্বমাঝে, শত দিকে শত কাজে
আমি যে সতত তারে দেখিবারে পাই!
কে বলে সে চ'লে গেছে?—এ জগতে নাই?
অনলে অনিলে জলে, অনন্ত অম্বরতলে,
চন্দ্রসূর্য্য তারাদলে—আছে সর্ব্বঠাঁই!
কে বলে সে চ'লে গেছে?—কে বলে সে নাই?
পবিত্র স্বর্গীয় সাজে সে আছে এ হৃদি মাঝে,
মনঃ-প্রাণ-চিত্ত ভ'রে আছে সর্ব্বদাই!
কে বলে সে চ'লে গেছে?—কে বলে সে নাই?
নীরব নিঝুম রাতে, শান্ত সুপবিত্র চিতে,
ধ্যাননেত্রে তারি পানে চেয়ে থাকি তাই,—
মিশে আছে মনে প্রাণে!—কে বলে সে নাই?
কে বলে সে চ'লে গেছে?—এ জগতে নাই?

শ্রীঅনুরূপা দেবী

তন্ময়

জানি না কোথায় তুমি, জানি না সে কত দূর,
জানি না পশে কি সেথা প্রাণের আকুল সুর!
তবু তো বুঝে না হৃদি, তবু তো মানে না প্রাণ
সারা দিন সারা নিশি গায় শুধু তব গান!
একদিন ছিলে হেথা, দিয়েছিলে ভালবাসা,
সুখে দুখে জাগাইলে কত সাধ—কত আশা!
সকলি ফুরায়ে গেছে, আজ আর কিছু নাই;—
আঁধার—আঁধার শুধু আবরিল চারি ঠাঁই!
মনে হয় একদিন দগধ মরুর বুকে
বহা'লে কি সুধা-ধারা তুমি দেবী, সকৌতুকে
তাহারি স্মৃতির রেখা এখনো উজলতর,—
আকাশে বাতাসে বুঝি ভাসে তা'রি কলস্বর
আপনা হারায়ে তাই মগন তোমারি ধ্যানে,
যদি কভু দেখা দাও তৃষিত তাপিত প্রাণে!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার …

প্রতিদান।

… আমি দেখিতে পারিতাম না, অথচ তাহাকে … আমার চলিতও না। আমি চিরদিনই নিজেকে— …ব উচ্চদরের লোক বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছি; …ধারণা ছিল,—রাম-শ্যাম-যদুর বহুউর্দ্ধে আমার … আমার লক্ষ্য উচ্চ,—আদর্শ মহান্‌,—আকাঙ্ক্ষা …।—আমাদ্বারা পৃথিবীতে এমন একটা অভিনব …সাধিত হইবে, যাহাতে আমার নাম, অনন্ত কাল …অক্ষরে প্রোজ্জ্বল রাখিবে। কিন্তু আমার আদর্শটা …—পৃথিবীটা যে কেন আমার আবির্ভাবে ধন্য … তাহা আমার নিকট কখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে …

…তু যতই বিদ্যুতের মত ছুটিয়া চলুক না কেন, …তাহার পেছনে লাগিয়াই থাকে! আমি যতই …দেশ ও সমাজের কাজে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে- …হরিশ ততই আমার দিকে আকৃষ্ট হইয়া …। আমি প্রবন্ধ লিখিতাম, হরিশ তাহা … নিমিত্ত দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সম্পাদকের বাড়ীতে …ঝুলাইয়া ফেলিত; আমি বক্তৃতা করিতাম, …য়ার, হিয়ার' শব্দে গলা ফাটাইয়া, হাত-তালির …দে কর্ণ বধির করিয়া আসর জমাইয়া তুলিত; …বেবাদে কলিকাতার হাড় জ্বালা গরমে,—মেসের …নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতাম বা লেম্‌নেড্‌ ও … করিতাম, আর হরিশ একটু ধন্যবাদ বা এক …ডেরও প্রত্যাশা না রাখিয়া, যত্রতত্র আমার …করিয়া বেড়াইত। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও আমি …খিতে পারিতাম না।

… আমার সহপাঠী! আমি, 'ইউনিভার্‌সিটি'র … সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া, আইনপাঠে মনঃ- …রিয়াছি। ভক্ত যেমন নির্নিমেষ-নয়নে দেবতার …হিয়া থাকে, হরিশও তেমনই মুগ্ধ চিত্তে— … দৃষ্টিতে—আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। …নিষ্কাম পূজায়,—এই নীরব স্তুতিবাদে—আমার … না হইত, তাহা নয়; কিন্তু এজন্য হরিশের নিকট নিজেকে একটুও কৃতজ্ঞ মনে করিতাম না! কারণ, আমি ভাবিতাম হরিশের এই ভক্তির অঞ্জলি আমার প্রাপ্য,—ইহাতে তাহাকে প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। বরঞ্চ, আমার দুঃখ হইত যে, আমার মত লোকের পার্শ্বচর হরিশের মত একটা নির্ব্বোধ জীব।

ফাল্গুনের সন্ধ্যা। রৌদ্রতপ্ত মহানগরীর উপর দিয়া ঝির্‌ ঝির্‌ করিয়া সান্ধ্য-বাতাস বহিয়া যাইতেছে। আমি ছাদের উপর, একখানি খাতা ও একটি পেন্সিল লইয়া, একটা কিছু লিখিবার আশায় বসিয়াছিলাম। পাশের বাড়ীর বাগানের প্রস্ফুটিত কুসুমদামের গন্ধে মদির-বাসন্তী হাওয়া, আমার বক্ষের উপর কোমল স্পর্শ বুলাইয়া যাইতেছিল।—পশ্চিম-আকাশের খণ্ড-মেঘের কোলে বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস, আমার চিত্তে একটা অপূর্ব্ব পরীরাজ্যের সৃষ্টি করিতেছিল। আমি লেখার কথা ভুলিয়া, কি যেন একটা অজানা ভাবের হিল্লোলে দোলা খাইতেছিলাম। কুসুম-গন্ধে, বর্ণ-বৈচিত্র্যে, সমাহিত নিস্তব্ধতায় সান্ধ্য-প্রকৃতি যতই মহিমান্বিতা হইয়া উঠিতেছিল, আমার হৃদয় ততই যেন একটা অপূর্ব্ব-অনুভূত পুলক-সঞ্চারে শিহরিয়া,—রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। আমার নিঃসঙ্গ-জীবন, আমার নিরর্থক—উদ্দেশ্যবিহীন বিক্ষিপ্ত—প্রচেষ্টা, এই নীরব শান্ত ফাল্গুন-সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধের মহোৎসবের মধ্যে নিতান্ত খাপ-ছাড়া বলিয়া মনে হইতেছিল। একটা রুদ্ধ বেদনায়, একটা ব্যর্থতার পীড়নে, একটা অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষায়, আমার কম্প্র বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিল। দূরে রক্তিম সৌধ-শীর্ষগুলি খণ্ড মেঘের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। কেবল পশ্চিমাকাশে একটা ম্লান আলোকদীপ্তি তখনও জাগিয়া রহিল। তখন পুঞ্জ পুঞ্জ তারকামালায় আকাশ ভরিয়া গিয়াছে, নিম্নেও মহানগরী আলোকমালায় সজ্জিতা হইয়া স্বপ্নপুরীর মত দেখা যাইতেছে। চারিদিক্‌ নিস্তব্ধ,—যানবাহনের অস্ফুট কলরব, বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে।

পাশের বাড়ীতে 'হার্ম্মোনিয়ম্' বাজাইয়া সুকোমল নারী-কণ্ঠে কে গায়িয়া উঠিল :—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী—
'সখি জাগো, সখি জাগো !
মেলি রাস-অলস আঁখি—
সখি জাগো—জাগো !'
আজি চঞ্চল এ নিশীথে—
জাগো ফাল্গুন-গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে,
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি
'সখি, জাগো, জাগো !'"—

গান কখন্ থামিয়া গিয়াছে, জানিতে পারি নাই। গানের এক একটি পর্দ্দা যেন আমার অন্তরের এক একটি তন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। আমার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া বাজিতেছিল,—"জাগো, জাগো সখি, জাগো।" ক্ষুব্ধ, স্ফীত বক্ষ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সঙ্গীতের হিল্লোলে সমস্ত নৈশ-প্রকৃতি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ঊর্দ্ধে তারকাখচিত অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে গুঞ্জন-মুখরা কৃষ্ণাম্বরা নিখিল ধরণী—সকল জুড়িয়া উন্মাদ বায়ু-প্রবাহ যেন অনাদিকালের নিখিল জাগরণ-কাহিনী বহিয়া আনিতেছে।

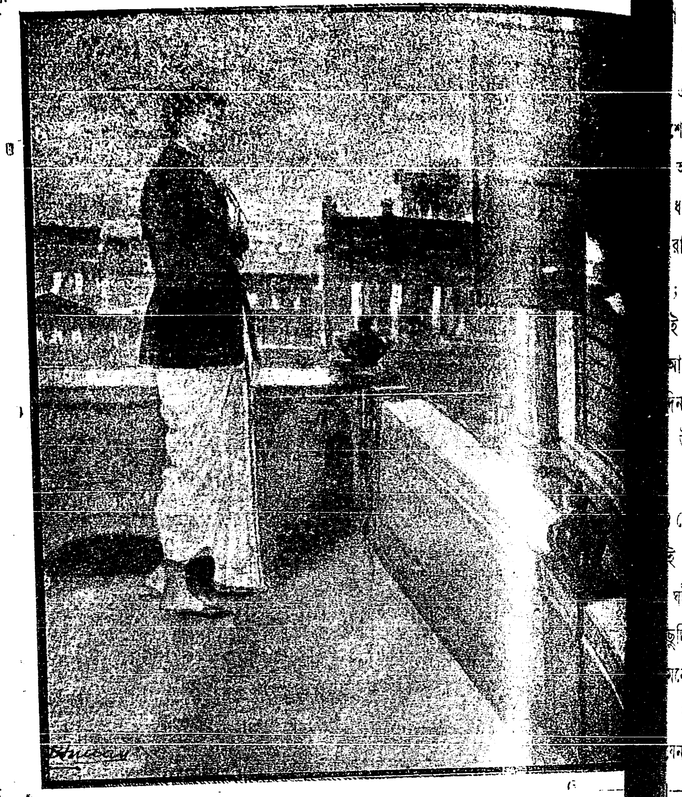

ক্ষুব্ধ, স্ফীত বক্ষ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

হঠাৎ পাশের বাড়ীর একটি খোলা জানালার দিকে চোখ পড়িল। দেখিলাম—একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী অগানের পাশে বসিয়া, ধীরে ধীরে একখানি পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইতেছে। কক্ষের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া তাহার ঈষৎ নত কমনীয় নিটোল মুখখানি ঝলমল করিতেছিল। কপালের উপর দুই গুচ্ছ ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ, মৃদু বায়ুপ্রবাহে ক্রীড়া করিতেছিল। তাহার আনত আয়ত চোখ দুটি পুস্তকে নিবদ্ধ। বাতাসে সঞ্চরমান গানের রেস্-টুকুর সহিত তখনও যেন তাহার অন্তরে বাজিতেছিল,—"জাগো, জাগো !" তাহার ব পক্ষ্মের, ললাটের, অরুণিমা তখনও অপসা নাই ; বাসন্তী সমীরণ তখনও তাহার সুন্দর নাস বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি বিলুপ্ত করিতে পারে নাই।

আমি তন্ময় চিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইতেছিল,—যেন উদার নীলাকাশ ধরণীর মাঝখানে, আজ এক শুভ্রপ্রভাত আ কোন অপরূপ জাগরণ-চাঞ্চল্য বহিয়া আনিয়াছে উদ্বুদ্ধ অন্তর যেন প্রভাত-পূজার পুষ্পাঞ্জলির সমাহিতা দূর-দৃষ্টার অদৃশ্য চরণদ্বয়ে লুটাইয়া চাহিতেছে।

হঠাৎ পশ্চাতে কাহার নিঃশ্বাস শব্দ প্রবেশ করিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—কেন বলিতে পারি না

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল ; তাহাকে অত্যাচারী নিষ্ঠুর দস্যুর মত মনে হইতে লাগিল। একটু অগ্রসর হইয়া বলিল,—"তোমার 'বর্ণ-সমস্যা' শ' বেরিয়েছে, নরু !—এই নাও।"—বলিয়া, একখানি আমার সম্মুখে ধরিল। আমার ইচ্ছা হইল, হরিশের ধরিয়া—কাগজখানা সমেত—ছুড়িয়া নীচে ফেলিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে—গম্ গম্ করিয়া নীচে নামিয়া ; হরিশ নীরবে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ই দিন হইতে, নিয়মিত সময়ে ছাতে সান্ধ্য-আমার প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া উঠিল। হরিশ দিন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া, আমাকে উপর অন্ধকারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে নীরবে ফিরিয়া গেল। মেসে অনেকে কাণা-চোখ-ঠারাঠারি আরম্ভ করিল ; কিন্তু ই আমার প্রাত্যহিক মৌন-পূজার ঘটাইতে পারিল না।

দিন যাবৎ হরিশের আর দেখা নাই। মনে মনে একটা আরাম অনুভব লাগিলাম ;—কিন্তু কিছুদিন পরে যেন একটু ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হইতে —হরিশ যে ক্রমশঃ আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল। সে র সহস্র-ভক্তের মধ্যে নগণ্য এক তাহার স্থান যে বহুনিম্নে—রাম-মধ্যে ; এই অত্যন্ত মোটা কথাটা কেন সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারে না, আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম ! এমন র দরজার কড়া ধরিয়া কে নাড়িল ; াম, হরিশ আসিয়াছে। সেদিন আর প্রকাশ, বা দরজা খুলিতে অযথা-রিলাম না। আমার এই অনাদৃত দৈনিক সাক্ষাতের দীর্ঘ অভাব, ন্তরকে অজ্ঞাতসারে একটু চঞ্চল করিয়া তুলিয়া-তাই, সে দিন তাহার আগমনকে আমি তত অবহেলার, চক্ষে দেখিতে পারি নাই।

দরজা খুলিতেই সহাস্যমুখে হরিশ, ও তাহার পশ্চাতে পিতৃদেব, আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শশব্যস্ত হইয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, এবং তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে কতকটা উৎকণ্ঠা ও কতকটা বিস্ময়—কৌতূহলের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম !

পিতা উপবেশন করিয়া, দু'একটি কুশল প্রশ্ন ও দু'চারিটি একথা-সেকথার পর, বলিলেন যে, 'সম্প্রতি তোমার একটি খুব ভাল সম্বন্ধ উপস্থিত।—মেয়েটি শিক্ষিতা ও সুন্দরী ;—আমার ও গৃহিণীর ইচ্ছা, এই মেয়েটিকেই বধূরূপে গৃহে আনি ;—তবে তোমার মত জানা আবশ্যক।'

পিতৃদেব নব্যতন্ত্রের লোক,—সে-কেলে রীতিনীতির তিনি বড় একটা ধার ধারিতেন না।

এই অপ্রত্যাশিত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব প্রস্তাবে আমি

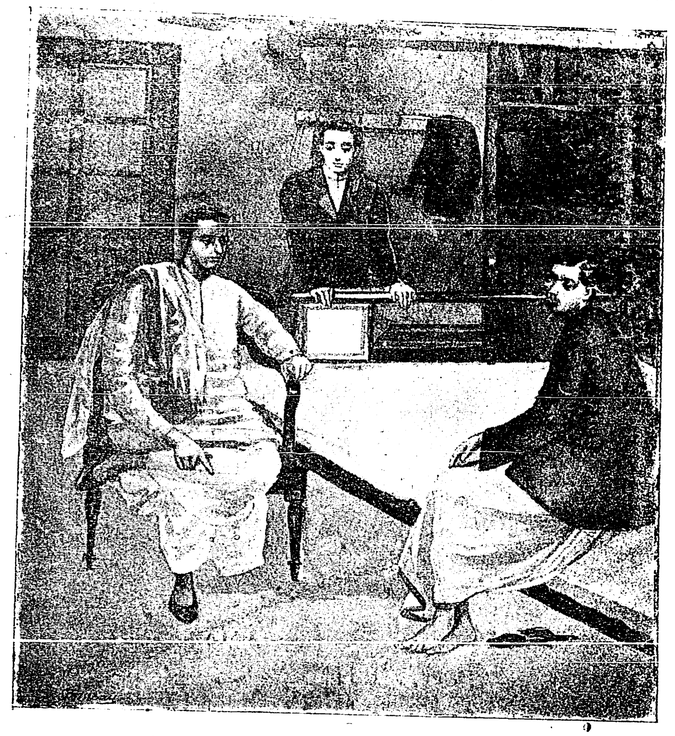

'মেয়েটি তোমাদের এই পাশের বাড়ীর ভবনাথবাবুর কন্যা'

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। সাহিত্য, সমাজ ও দেশের হিতোদ্দেশে ব্যাপৃত থাকিয়া—বিবাহ বলিয়া যে একটা কিছু কখনও ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিতে পারে, একথা

আমার মোটেই মনে উদয় হয় নাই ;—সুতরাং এই অতর্কিত মত-জিজ্ঞাসায় আমি কি উত্তর দিব, ভাবিয়া না পাইয়া নীরব রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া একটু কাশিয়া পিতা বলিলেন, —"মেয়েটি তোমাদের এই পাশের বাড়ীর ভবনাথবাবুর কন্যা। ইচ্ছে ক'র্‌লে হরিশকে নিয়ে অনায়াসেই তা'কে একবার দেখে আস্‌তে পার।"—এই বলিয়া তিনি যেন একটু মনোযোগের সহিত আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

অজ্ঞাতসারে আমি একটু চমকিয়া উঠিলাম ;—পিতার মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার প্রত্যেক কথাটির মর্ম্ম অবধারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার মুখ-চোখে অকস্মাৎ দীপ্তি দেখিয়াই হউক—অথবা আমার মৌনভাবকে সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়াই হউক, কিয়ৎকাল পরে পিতা উঠিয়া বলিলেন, "এই সাড়ে সাতটার ট্রেণেই আমায় বাড়ী যেতে হবে। আস্‌চে শনিবার,—একবার বাড়ী যেও ; বিশেষ দরকার আছে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তখন প্রভাত-সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ-ধারায় জগৎ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে ; শিশির-স্নাত মসৃণ বৃক্ষপত্রগুলি কিরণ-সম্পাতে চিক্‌মিক্‌ করিতেছে ; দু'একটি শেফালিকা তখনও শিথিলকেশা সুন্দরীর স্রস্তরত্নাভরণের মত পত্রান্তরালে আসিয়া পড়িতেছে। আকাশ সুনীল, উদার, উজ্জ্বল ; লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি মুক্তপক্ষরাজহংসের ঝাঁকের মত ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে।—বিশ্ব জুড়িয়া এই দৈনন্দিন কিরণোৎসব, আমার চোখে আজ এক অপূর্ব্ব শোভার মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। এই নিখিল আলোক-প্লাবনের মাঝখানে, সরোবরস্থিত পদ্মফুলটির মত একখানি আলোক-সমুজ্জ্বল ভাব-বিহ্বল মুখ একান্তে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল। আমি তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হঠাৎ হরিশের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম, এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার-সংঘটনে, বোধ হয়, তাহার কিছু হাত আছে।—ফিরিয়া দেখিলাম, সে কখন্‌ চলিয়া গিয়াছে!

*   *   *

শুভদিনে—শুভলগ্নে—ইন্দুর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। ভবনাথবাবুর কন্যার নাম ইন্দুলেখা। আমার স্বপ্ন-লোক-বাসিনী বাঞ্ছিতা মানসীপ্রতিমা যে আ...
নিকট কত ঘনিষ্ঠ, কত সত্য হইয়া উঠিয়াছে,
ভাবিতেও আমার অন্তর ভরিয়া উঠিতেছিল।—সে
কথা বলিয়া আজ আর পুঁথি বাড়াইব না। আমার নি...
সতীর্থ বন্ধুবান্ধবগণ কত হাসিঠাট্টা করিলেন, উপহা...
অভিনন্দনে—বিবাহমণ্ডপ পূর্ণ হইয়া গেল। আমার ম...
আনন্দ আমি আর লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছিলা...
কিন্তু ইহার মধ্যেও নিতান্ত অকারণে মনের একটি
একটু ব্যথা বাজিতে ছিল।—সারাদিন এক মুহূর্ত্তের নি...
হরিশের দেখা পাই নাই ;—উৎসব কোলাহলের
তাহার হাস্যপ্রদীপ্ত মুখখানির অভাব বড়ই অ...
বোধ হইতেছিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সমস্ত দিন
সন্ধ্যার পর সে অসুস্থদেহে গৃহে চলিয়া গিয়াছে। ম...
একটু অভিমান হইল।

নাটক-নভেলাদি পড়িয়া, বাসরঘর-সম্বন্ধে যে...
জন্মিয়াছিল, আমার নিজের অভিজ্ঞতায় তাহা তেম...
ও সরল মনে হইল না। প্রবেশ করিতেই ...
দেখিলাম,—দস্তুরমত একটি নারী-ফৌজ, বিচিত্র ...
উদ্যত করিয়া, আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। অকস্মা...
বিপুলদেহা বর্ষীয়সী রমণী আমার কর্ণদ্বয় ধারণ...
উপবেশন করাইলেন ;—আমি ইচ্ছাসত্ত্বেও বি...
প্রদর্শন করিতে সাহসী হইলাম না। অপর একজন...
হইয়া 'শ্যালক'-সম্বোধন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করি...
"ঘটক চূড়ামণিকে কোথায় রেখে এলে?—তাঁ...
আন্‌তে সাহস হয় নি বুঝি!" আমি এই কথার ...
অসমর্থ হইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত নিরুপায়ভাবে ফ্যা...
করিয়া তাকাইয়া রহিলাম ;—চারিদিকে হাসি...
উঠিল।—অগত্যা বুঝাইয়া দিলাম যে, সম্প্রতি ...
ঘটকের সহিত আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নাই...
বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল যে—বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিটি ...
উত্তীর্ণ, "আর্য্যদর্শন", "প্রকাশ", "মঞ্জরী" প্রভৃতি ...
মাসিক-পত্রের নিয়মিত লেখক, সুবক্তা, সমাজ...
'টাউন ফুটবল ক্লাবের' কাপ্তেন, 'প্রেত-তত্ত্ব (Sp...
সভার' সম্পাদক—মাদৃশ ব্যক্তির কর্ণ-ধারণটা এ...
সমীচীন নহে ; অধিকন্তু, স্ত্রীলোকের 'শ্যালক...
নিতান্তই ভ্রম, সুতরাং বর্জ্জনীয় ;—কিন্তু, চতুর্দ্দি...

... শব্দ শুনিয়া, আর ভরসা হইল না ;—মনের কথা
... রহিয়া গেল।

...র্ব্বকথিতা বিপুলদেহা পুনরায় অগ্রসর হইলেন,—
...সভয়ে একটু সরিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন,—
...ন্‌ শালা,—ইন্দুকে নিয়ে দুই বন্ধুতে মিলে আবার
...সুন্দের যুদ্ধ বাধিয়ে দিস্‌ নে! এত ক'রে, শেষকালে
... হরিশের ভাগ্যে কেবল মিঠাই খাওয়াই সার

...মি চমকিয়া উঠিলাম!—কক্ষের উজ্জ্বল আলোক
...আমার চক্ষে ম্লান হইয়া আসিল ;—একটা অজ্ঞাত
...আমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

...ার রাত্রিতে, এই নারীব্যূহ রণ-
...রিত্যাগ করিলে পর, আমি উদ্বেগ-
...চিত্তে আমার বড় শ্যালিকাকে
...পাঠাইলাম। উজ্জ্বল কক্ষটিকে
...উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, সচল
...ার মত, তিনি প্রবেশ করিলেন।
...নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা
...বুঝিতে পারিলাম,—বৎসরাধিক
...বং হরিশ তাহার অন্তরের সমস্ত
...র অর্ঘ্য রচনা করিয়া, একান্তে
... মানস-প্রতিমাকে পূজা
...আসিয়াছে! ভক্তের ধ্যানের
...পূজা-রীতি শান্ত,—নিষ্কম্প দীপ-
...মত তাহা অচঞ্চল।

...র পিতা এখানেই তাহার
...স্তাব করিয়াছিলেন,—কেমন
...তিনি পুত্রের নিভৃত-পূজার
...াইয়াছিলেন ;—কিন্তু হরিশ
...একদিন অত্যন্ত ব্যগ্রতার
...া আমার সহিত সম্বন্ধের
...র! যদিও ইহাতে সকলে
...য়াছিল,—বলা বাহুল্য, কেহ ইহাতে অমত

...দনায় আমার বক্ষের শিরা যেন ছিঁড়িয়া

"এঁর কাছে আমরা এত ঋণী যে— সে ঋণ কখনও শোধ করতে পার্‌ব না!"

যাইবার উপক্রম হইল।—হায় হরিশ!—হায় আমার চির-অনাদৃত অচপল সুহৃৎ!—সহস্র অবহেলা, সহস্র অনাদর, সহস্র বেদনার এ কি প্রতিদান!!

সারারাত্রি ঘুম হইল না।—প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া হরিশের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। তখন আকাশে দু'একটি তারা মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে ; পূর্ব্বাকাশে স্বর্ণদীপ্তি তখনও ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই ; রাজপথগুলি তখনও নীরব। স্নিগ্ধ প্রভাত-বায়ু ধীরে ধীরে আমার উত্তপ্ত-মস্তকে পরশ বুলাইয়া যাইতেছিল।

হরিশদের ঝি তখন সবেমাত্র সদর-দরজা খুলিয়াছে।

আমি একেবারে দ্রুতপদে গিয়া হরিশের ঘরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, হরিশ খোলা-জানালার পাশে—পূর্ব্ব-দিকে মুখ করিয়া—যোড়করে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে।

পূর্ব্বগগনের স্বর্ণকিরণ তাহার শান্ত মুখখানিকে অপরূপ দীপ্তিতে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি নীরবে—মুগ্ধ-নেত্রে—তাহার সেই ব্যাকুল-আরাধনা দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া, আমাকে দেখিয়া, সে বিস্মিত-ভাবে বলিয়া উঠিল,—"কি হে? এত সকালে যে?—ব্যাপার কি?"

আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—"আমার সঙ্গে চল!"—পরক্ষণেই তাহাকে একরূপ টানিয়া লইয়া চলিলাম।

সারাপথ কোন কথা হইল না;—আবেগে আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।—একবার ভগ্নস্বরে বলিলাম,—"এ কি কর্‌লে হরিশ?"—হরিশ কোন উত্তর দিল না।

হরিশকে লইয়া একেবারে বাসর-কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম।—উৎসব-ক্লান্ত গৃহখানি তখনও ভাল করিয়া জাগিয়া উঠে নাই।—ইন্দু তখনও একা বসিয়াছিল; আমাদিগকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম,—ইন্দু! এই যে হরিশবাবুকে দেখ্‌ছ, এঁর কাছে আম[...] ঋণী যে—সে ঋণ কখনও শোধ ক'র্‌তে পার্‌ব না।—চিরদিন আমরা মনে রাখ্‌ব।"

ইন্দু সম্ভ্রমে মাথা নত করিয়া রহিল।

* * *

হরিশ আর বিবাহ করে নাই। কেহ কারণ [...] করিলে বলে—"দরকার কি?" তাহার পি[...] স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। * সহরে একটি স্কু[...] লইয়া সে তাহার নিঃসঙ্গ জীবন কাটাইতেছে। ডেপুটীগিরি পাইয়া *সদরে বদলী হইয়াছি। হরি[...] দম্‌কা হাওয়ার মত, এক একদিন আসিয়া—[...] ঠাট্টা করিয়া—পুত্রটিকে স্কন্ধে চড়াইয়া—বাসা [...] করিয়া—চলিয়া যায়!

শ্রীপরিমলকুমা[...]

রাজা ও সাধু

(কবি সাদীর মুল পার্শি হইতে)

কৌতূহল বশে সম্ভ্রমে নৃপতি
কহিলা সাধুরে ডেকে,—
"কহ সাধুবর, কভু কিহে তব
আমারে হৃদয়ে জাগে?"
সাধু কহে, "যবে নিখিলের রাজা
মন ছেড়ে যায় চলি',
তখনি কেবল তোমারে রাজন্
হৃদয়ে জাগায়ে তুলি!"

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

পদচিহ্ন

কতবার এসে সে যে গিয়াছে চলিয়া—
আছিনু ঘুমায়ে আমি দুয়ার রুধিয়া!
কতবার ডেকে গেছে বাঁশরীর তানে—
আমি ছিনু আনমনে—পশে নাই কানে!
সহসা—প্রভাতে আজি—খুলিয়া দুয়ার
হেরিতেছি চারিদিকে পদচিহ্ন তাঁর।—
উঠিতেছে প্রাণ মোর কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
অভিমানে বুঝি গো সে গিয়াছে ফিরিয়া[...]

শ্রীহেমচন্দ্র ব[...]

ভারত-কথা

[...]জ্ঞানবিজ্ঞানের একাধার ভগবদবতার মহর্ষি [...]য়ন-প্রণীত পঞ্চমবেদ "মহাভারতে"র কতিপয় [...]পূর্ণ কবিতা ও উপাখ্যান "ভারতবর্ষে"র গ্রাহক-[...]ধ্যে মধ্যে উপহার প্রদান করিব;—আশা করি, ঐ সকল প্রবন্ধের সার গ্রহণ করিয়া, অনেক বিষয়ে চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

[...]ভারতেই উক্ত হইয়াছে—

[...]দিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ।"

(স্বর্গাঃ। ৫ অঃ। ৫০)

—"যা আছে ভারতে, তা আছে ভারতে।
যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে॥" (প্রবাদ-বচন)

—কাম্যকবনে অবস্থিতিকালে মহামুনি মার্কণ্ডেয় [...]দে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

"ইহ বৈকস্য, নামুত্র, অমুত্রৈকস্য নো ইহ।
ইহ চামুত্র চৈকস্য, নামুত্রৈকস্য নো ইহ॥"

(বন। ১৮৩ অঃ।৮৮)

"এখানে আছে, সেখানে নাই (১)।
সেখানে আছে, এখানে নাই (২)॥
এখানেও আছে, সেখানেও আছে (৩)।
এখানেও নাই, সেখানেও নাই (৪)॥" (প্রবাদ বচন)

[...]র।—"ধনানি যেষাং বিপুলানি সন্তি,
নিত্যং রমন্তে সুবিভূষিতাঙ্গাঃ।
তেষাময়ং শক্রবরস্থলোকো,
নাসৌ সদা দেহসুখে রতানাম্॥

যে যোগযুক্তাস্তপসি প্রসক্তাঃ,
স্বাধ্যায়শীলা জরয়ন্তি দেহান্।
জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধে নিবৃত্তা,
তেষামসৌ নায়মরিন্দলোকঃ॥

যে ধর্ম্মমেব প্রথমং চরন্তি,
ধর্ম্মেণ লব্ধা চ ধনানি কালে।
দারানবাপ্য ক্রতুভির্যতন্তে,
তেষাময়ঞ্চৈব পরশ্চ লোকঃ॥

যে নৈব বিদ্যাং ন তপো ন দানং,
ন চাপি মূঢ়াঃ প্রজনে যতন্তি।
ন চানুগচ্ছন্তি সুখান্ ন ভোগান্,
তেষামযং নৈব পরশ্চ লোকঃ॥" (৮৯—৯২)

নিষ্কৃষ্ট অর্থ—

"রাজপুত্র চিরং জীব (১),
মা জীব মুনিপুত্রক (২)।
জীব বা মর বা সাধো (৩),
ব্যাধ মা জীব মা মর (৪)॥" (প্রবাদ-বচন)

(১) হে রাজপুত্র! তুমি চিরকাল বাঁচিয়া থাক।—যে হেতু তোমার এখানে আছে, সেখানে নাই (অর্থাৎ, তুমি ইহলোকে আহারবিহারাদি বিষয়ে ইহ পরম সুখভোগ করিতেছ; কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ধনমদে মত্ত হইয়া নিরন্তর ব্যসনাসক্ত হওয়ায় পরলোকে তোমার কোনও সুখ হইবে না)।

(২) হে মুনিপুত্র! তোমার বাঁচিয়া কাজ নাই।—যেহেতু তোমার সেখানে আছে, এখানে নাই (অর্থাৎ, ইহলোকে তুমি ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে কষ্টভোগই করিতেছ; কিন্তু তৎফলে পরলোকে তুমি পরম সুখভোগ করিবে)।

(৩) হে সাধু! বাঁচ বা মর;—তোমার দুইই সমান। যেহেতু তোমার এখানেও আছে, সেখানেও আছে (অর্থাৎ, তুমি ইহলোকে বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরম সুখভোগ করিতেছ; এবং তৎফলে পরলোকে অক্ষয় সুখভোগ করিবে)।

(৪) হে ব্যাধ! তোমার বাঁচিয়াও কাজ নাই, মরিয়াও কাজ নাই;—তোমারও দুইই সমান।—যে হেতু তোমার এখানেও নাই, সেখানেও নাই (অর্থাৎ, তুমি যাবজ্জীবন মৃগয়া-কার্য্যে আসক্ত থাকিয়া সমস্ত দিন অনশনে অরণ্য-পর্য্যটন, জীবহিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠানে ইহলোকে অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছ; তৎফলে পরলোকেও অনন্ত-দুর্গতি-ভোগ করিবে)।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

কাব্যের অস্ফুট সৌন্দর্য্য

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

অস্ফুট সৌন্দর্য্যের দ্বারা কাব্যের বহিঃসৌন্দর্য্য যে কতদূর সুপরিস্ফুট হয়, তাহা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে। "জমিন্", বা পত্তন-ভূমি (back-ground) ভাল না হইলে—প্রকৃতির অনুকূল না হইলে,—তাহাতে যত সুন্দর ছবিই অঙ্কিত কর না কেন, তেমন সুন্দর হইবে না ;—সে চিত্র দেখিয়া নিপুণ দর্শকের তৃপ্তি জন্মিবে না। নীল সরসীর মৃদু তরঙ্গ-কম্পিত বক্ষের উপর যখন আকণ্ঠ-মগ্ন কমল ফুটিয়া থাকে,—তখন তাহার যে অনুপম শোভা জন্মে, সে শোভা কমলের একেবারে নিজস্ব নহে ;—তাহাতে সরসীরও দাবি আছে ;—একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না। সরসীর সহিত কমলের সম্পর্কে সে অস্ফুট সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়,—তাহারই আবরণের মধ্য দিয়া কমলের স্ফুট-সৌন্দর্য্য আরও স্ফুটতররূপে প্রকাশিত হয়—প্রকৃতির মোহন-রঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া কমল বিশ্ববিমোহন হয়। অস্ফুট সৌন্দর্য্যের এই আনুকূল্য ব্যতিরেকে স্ফুট-সৌন্দর্য্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। স্ফুট-সৌন্দর্য্যের 'জমিন্', অস্ফুট সৌন্দর্য্যই চিত্রের প্রাণ।

কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের নায়িকা শকুন্তলার চিত্রটির সবটুকুই স্ফুট-সৌন্দর্য্য—উহাতে অসুন্দর কিছুই নাই ; কিন্তু ঐ স্ফুট-সৌন্দর্য্য ফুটাইতে গিয়া, কবিকে বেশ প্রয়াস পাইতে হইয়াছে—ছোট ছোট অনেক অস্ফুট সৌন্দর্য্য আঁকিতে হইয়াছে ;—সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ফুট সৌন্দর্য্যের মালার মধ্যে, শকুন্তলা "দ্যুতিময় মধ্যমণি"র ন্যায় শোভা পাইতেছেন। শকুন্তলার আভায় সেই মণিগুলি যেমন উজ্জ্বল হইতেছে, তাহাদের সমবেত সৌন্দর্য্যের সম্পর্কে শকুন্তলাকেও তেমনই সুন্দর দেখাইতেছে। মুক্তার হারের মধ্যে নীল মধ্যমণি বড় সুন্দর দেখায়, সত্য ; কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের উপর ক্ষুদ্র মুক্তা-সমষ্টির দাবিই অধিক ;—মুক্তাগুলিকে বাদ দিলে, কেবল নীলকান্ত মণির আর সে সৌন্দর্য্য থাকে না। সেইরূপ, শকুন্তলা-চিত্রের "জমিন্"—অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রগুলি—বাদ দিলে শকুন্তলামূর্ত্তির আর তত সৌন্দর্য্য থাকে না। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, গৌতমী, কণ্ব, সানুমতী, বনজ্যোৎস্না, হরিণশিশু—প্রভৃতির অস্ফুট সৌন্দর্য্যের আভায় শকুন্তলা আভাময়ী। শকু দেখিতে হইলে—শকুন্তলাকে দেখিয়া রসানুভব হইলে—শকুন্তলা-চিত্রের পশ্চাদ্‌ভাগবর্ত্তী ঐ ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকে ভাল করিয়া দেখিতে উহাদের লইয়াই শকুন্তলা, উহাদিগকে বাদ দি না ; ঐ চিত্রাবলী "কাব্যের উপেক্ষিতা" নহে, অপেক্ষিতা। ইহাদের রস-প্রেরণায় শকুন্তলা ইহাদিগকে বেষ্টন করিয়াই শকুন্তলালতা ঊর্দ্ধে উ অনসূয়া বা প্রিয়ংবদা যে কাব্যের উপেক্ষিতা নহে রূপে অপেক্ষিতা—এ কথা কালিদাস নিজেই ইঙ্গি দিয়া গিয়াছেন।—"বত্‌সে! ইমে অপি প্রদে ইহাদিগকেও ত সম্প্রদান করিতে হইবে?)—বনি সামাজিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।— প্রিয়ংবদার নিখুঁত চিত্রের অস্ফুট সৌন্দর্য্যেই শকু অত ফুটিয়াছে। মহাভারতের প্রগল্‌ভা শকু অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সাহায্যে—মুগ্ধতমা, ও করিয়া, কালিদাস সাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন। মিলাইয়া দেখ,—বুঝিবে, অনসূয়া-প্রিয়ংবদার, প্রতিমা কেমন মানাইয়াছে!—অস্ফুট সৌন্দর্য্যের স্ফুট-সৌন্দর্য্য কত স্ফুটতর হইয়াছে! এই প্রকার চরিতে'র 'আলেখ্য-দর্শন' প্রস্তাবে—ঊর্ম্মিলাদৃষ্টির সৌন্দর্য্যে—সীতা-ও-লক্ষ্মণ-চিত্রের সৌন্দর্য্য ক হইয়াছে। আলেখ্যদর্শনের সময়ে, লক্ষ্মণ একে এ ছবিই রামসীতাকে দেখাইলেন,—নিজেদের বিবা দেখাইতে গিয়া,—ইনি সীতা, ইনি মাণ্ডবী, আর ই কীর্ত্তি, বলিয়া তিনটি প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলেন,— নামটিও করিলেন না! সীতা অমনই দেবরের বি ফেলিলেন ;—লক্ষ্মণ যে লজ্জায় স্বীয় ভার্য্যার দেখাইলেন না, বা নামও করিলেন না, তাহা সীত ক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন ;—তবে লক্ষ্মণের বু তাই অমনই প্রসন্নমুখী সীতা জিজ্ঞাসা করিয়া বি "বত্‌স! যেটিকে বাদ দিলে, ঐটি কে? উহার নাম এই এক ঊর্ম্মিলাচিত্রে লক্ষ্মণের চিত্র স্ফুটতর হইত,—ঊর্ম্মিলার নাম গোপনে লক্ষ্মণ-চিত্রের অনেকটা বাড়িয়া গেল। আমাদের নিকট ঊর্ম্মিলা কৃতা" হইতে পারেন ; কিন্তু উত্তরচরিতের কবির তিনি সম্পূর্ণরূপে অপেক্ষিতা।

যা জানকী, লক্ষ্মণকে রামের সমক্ষে লজ্জা দিবার করিতেছেন দেখিয়া, লক্ষ্মণ মনে মনে বলিলেন— ঊর্ম্মিলার কথা তুলিয়া আমাকে জব্দ করিবার চেষ্টা ; দেখাইতেছি!' ভাবিয়াই বলিলেন,—"আর্য্যে! এই দেখুন ; ইহা দেখিবার মত ছবি ;—এই হইলেন !" যেমন পরশুরামের কথা, অমনই সীতার ভয় সেই বিবাহের পর, অযোধ্যায় ফিরিবার সময়, পরশুরাম যে বিক্রম-প্রকাশপূর্ব্বক রামসীতার করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। মুগ্ধা সীতা বাইয়া লইয়া বলিলেন, "ভয় হচ্ছে"!—অর্থাৎ 'থাম ;

ওছবিখানা ওটাইয়া ফেল।' যেমন ঊর্ম্মিলাকে লইয়া লক্ষ্মণকে 'অপ্রস্তুত' করিতে গিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ তা'র তেমনই ঔষধ প্রয়োগ করিলেন!—এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির সমবায়ে, নাটকের প্রতিপাদ্য রামসীতার চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে ;—অস্ফুটসৌন্দর্য্যের আভায় স্ফুটসৌন্দর্য্যের পূর্ণ-বিকাশ হইয়াছে!

এইরূপ সর্ব্বত্র। কালিদাস, এবং—তাঁহার কল্পিত ও অঙ্কিত চিত্রের চিরপক্ষপাতী—ভবভূতির কাব্যের সর্ব্বত্রই এই প্রথা বর্ত্তমান। এই উপায়ে জমিন্ প্রস্তুত করিয়া, তাহার উপর ঐ দুই মহাকবি চিত্র-অঙ্কন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কবিকুল তাঁহাদের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সত্য ;—কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বিবেচ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

যমুনা

কূলে কূলে দুলে বহিছে যমুনা,—
আপন বিলাস-লাস্যে শিথিল, বিহ্বল ;
বুকে তা'র গগনের নীল-প্রতিচ্ছায়া—
কালো জলে নীল-ছায়া অস্পষ্ট—চঞ্চল !
কোথা সে ব্রজের কালা—কাননবিহারী—
করে বেণু, গলে মালা, শিরে শিখি-চূড়া,
নূপুর চরণে তা'র—সস্মিত বদন,—
অঙ্গে বিজড়িত তা'র সেই পীতধড়া ?

কই তা'র পার্শ্বে সেই মানসমোহিনী—
ব্রীড়ামুগ্ধা, প্রেমময়ী, নবীনা কিশোরী ?—
সে অভিসারিকা কোথা—কোথা সেই দূতী ?—
বৃথায় কাটিয়া যায় দীর্ঘ-বিভাবরী !—
কোথা মান, হাসি-গান,—কোথা সে কামনা ?—
যমুনে লো ! তোর বক্ষে বাজে কি বেদনা ?

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষাসম্বন্ধীয় দুএকটী কথা

'ভারতবাসীদের কেম্ব্রিজে অধ্যয়নার্থ যাওয়া কতদূর সঙ্গত ?' তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, 'এথেনিয়ম' পত্রে (The Atheneum) সম্প্রতি কেম্ব্রিজ হইতে জনৈক ইংরেজ-লেখক একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

লেখকের মনের ভাব এই যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবাসীদের আর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে !—অনেকদিন হইতেই আমাদের দেশের ছাত্রেরা কেম্ব্রিজে অধ্যয়নার্থ যাইতেছেন ; অথচ লেখক যেসকল প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, সেসকল কথা ইতঃপূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই ! তাঁহার মতে, আজকাল যেসকল ভারতীয় ছাত্র কেম্ব্রিজে যাইতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্বকার ছাত্রদিগের মত মেধাবী ও 'মিশুক' নহেন।—কথাটায় কতটুকু সত্য আছে, এক্ষণে দেখা যাউক।—বিগত পনের বৎসরের হিসাব লইলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, মেধাবী-ছাত্রের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমে নাই। কারণ, এই পনের বৎসরের মধ্যে একজন সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার হইয়াছেন, দুইজন (Moral Science) নীতি বা চরিত্র বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য Triposএ—কএকজন (Natural Science Tripos) প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত (Historical Tripos) ইতিহাস ও (Mechanical Science Tripos) ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক পরীক্ষাতে ভারতীয় ছাত্রেরা বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আর 'মেশামিশি' সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে, আমরা নিজেই এমন অনেক ভারতীয় ছাত্রের কথা জানি, যাঁহারা কেম্ব্রিজে ইউরোপীয় ছাত্রগণের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন। লেখক বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা ইংরেজ-ছাত্রদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহেন। এই মন্তব্য পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, লেখকের মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। মানুষকে আপনার করিতে হইলে, তাহাকে ভালবাসিতে হয়,—তাহার সুখেদুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে হয়। আদর-যত্ন পাইলে মানুষ কেন, জীবমাত্রেই স্বতঃই আদর-যত্ন-কারীর আত্মীয়—অন্তরঙ্গ—হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয়েরা যে কেম্ব্রিজে গিয়া, মাত্র নিজেদের দলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চেষ্টা করেন, সে দোষের জন্য কি মাত্র তাহারাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী ? ... ছাত্রগণ তাহাদিগকে 'আপন' করিতে চেষ্টা করা... যে, তাহারা ইংরেজ-ছাত্রগণের সহিত মিশিতে ... হয়েন—এমন কথা ত কখনও শুনা যায় নাই! ... আমরা একটি কৌতুকজনক সত্য-ঘটনার উল্লেখ করি... —আমাদের এক বন্ধু, কেম্ব্রিজ প্রবাসকালে, ... সহপাঠী একজন ইংরেজ-ছাত্র-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ... বাটীতে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাদের ড্রয়িংরুমে ... আছেন, এমন সময় একটি কুকুরের চীৎকার শুন... কথায় কথায় সেই ইংরেজ-ছাত্রটি আমাদের ... জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা বোধ হয় কুকুরের ডাক ... দূর হইতেই শুনিতে পাও ?' বন্ধুবর একটু আশ্চর্য্য ... এইরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করিবার অর্থ কি, ... উৎসুক হ'ন। ইংরেজ-ছাত্র উত্তরে বলিলেন, ... অনেক পুস্তকে পড়িয়াছি যে, অসভ্যেরা অনেক দূ... জীবজন্তুর চীৎকার শুনিতে পায়!' আমাদের ... শুনিয়াই অবাক্ ! এখানে টীকা-টীপ্পনী নিষ্প্রয়োজন ... ইংরেজ-ছাত্রটির মতে—ভারতবর্ষীয়েরা সকলে ... সাঁওতাল, মিসমী, নিগ্রো, জুলু প্রভৃতি অসভ্য... অনুরূপ। যখন শিক্ষিত ইংরেজেরই মনের ভা... তখন অশিক্ষিত ইংরেজেরা যে ভারতবর্ষীয়... অসভ্য কল্পনা করিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য ... যদি ইংরেজ-ছাত্রদের মনের ভাব এই রকম হয়, ... স্বভাবতঃ তাহারাই ভারতবর্ষীয়দের সহিত মিশি... হইবে ! সুতরাং, এরূপস্থলে ভারতবর্ষীয় ... ইংরেজের সহিত না মিশিয়া—নিজেদের ... সহবাসে থাকিয়া—আত্মোন্নতি করিবার চেষ্টা ... ইহাতে আর বিচিত্র কি আছে ?

লেখক আরও বলিয়াছেন,—এখন ভারত... বেশ ভাবিয়া দেখিবার প্রশস্ত সময় আসিয়াছে ... পর ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে কেম্ব্রিজ, অক্স... ইংরেজী-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে অধ্যয়নার্থ উৎসা... উচিত কি না ?'—কারণ, লেখকের মতে ... বিলাতী-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ কিছু ... না, এবং বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও তাঁহাদের ... বিশেষ উপকৃত হয় না।—লেখকের মস্তিষ্কে কেন এই ... ঢুকিল, তাহার কারণ নিশ্চয় করা কঠিন ! ভারতীয় ... যদি বুঝেন যে, ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজের ...—পাশ্চাত্য মনীষিগণের সাক্ষাৎকার লাভ, সামাজিক ...নীতি—ইংরেজজাতির জ্ঞান-সাধনা প্রভৃতি দেখিবার ... শিখিবার মত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত ...র চেষ্টা কতদূর যুক্তিসঙ্গত—তাহাও বিবেচ্য। আর ...র নিকট হইতে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি ... উপকৃত না হয়,—তাহাতেও ক্ষোভের কোন ... আছে কি ? ফলে, লেখকের অপূর্ব্ব যুক্তিপ্রণালী ...র মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। মানুষ হইতে হইলে, ... শিক্ষালাভ করিতে হইলে, সম্মুখে আদর্শ চাই। ... ছাত্রেরা যদি ইংরেজকে আদর্শ করিয়া লয়, ... কাহারও কি ক্ষতি হইতে পারে ?—ইংরেজ-...র এরূপ প্রলাপবাক্যে অবশ্য সদাশয় ভারত-গভর্ণমেণ্ট ... করিবেন না !

...'এথেনিয়মে'র এই লেখক যে কেম্ব্রিজের কোনও ... ব্যক্তি, এরূপ মনে হয় না। কারণ, আমরা ...দের অনেক বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিকে (Don) জানি, ... মত এরূপ সঙ্কীর্ণ নহে ; যাঁহাদের উদার-হৃদয় ...—বিশ্বমানবের পূজা দেখিয়া—ভারতীয় ছাত্রেরা ...র পদতলে বসিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে ...ছে। এখানে সকলের নাম উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক ... আমরা একজনের কথা বলিতে পারি, যিনি তাঁহার ... বিদেশীয় সকল ছাত্রকেই সমান স্নেহচক্ষে দেখিতেন। ...নিরপেক্ষ ঋষি-প্রতিম আচার্য্য মেটল্যাণ্ড (Prof. ...land) আজ জীবিত নাই !—জীবিত থাকিলে, আজ ...র্ব্বাচীন লেখকের হস্ত-কণ্ডূয়ন দেখিয়া মর্ম্মাহত ... মেটল্যাণ্ড, সার জর্জ্জ ষ্টোকস্, লর্ড এক্‌টন্, ... মনীষীদের মতন উদারহৃদয় মহোদয়গণ বোধ হয় ...দের এই বর্ত্তমান লেখকের মত সমর্থন করিতেন না। ...ও একটা কথা,—লেখকের বোধ হয় জ্ঞান ..., বিলাতী রীতিনীতি শিখিয়া আসিয়া ... তাহার প্রচলন করা, ভারতীয় ছাত্রদের মুখ্য ...হে।—সমাজসংস্কার আবশ্যক ; কিন্তু সে সংস্কার বিশেষ বিশেষ সমাজের জনসঙ্ঘের উপযোগী করিয়া লওয়া চাই। কারণ, লেখকের অবশ্যই জানা আছে যে, সমাজ জিনিষটা একটা অবিচ্ছিন্ন জীবনীশক্তিসম্পন্ন-যন্ত্র বিশেষ ;—তাহার জীবনীশক্তি যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্যই অপ্রতিহত ভাবে কাজ করিতেছে। আমেরিকার চলন্ত প্রাসাদের মত, সমাজের রীতিনীতিকে এক স্থান হইতে অকস্মাৎ তাহার অপর কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উপস্থাপিত করা যায় না ! বিদেশী রীতিনীতির কলম করিয়া অন্যত্র চারা করিতে হইলে, তাহাও সময়-সাপেক্ষ। ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা একথাটি আজকাল বেশ বুঝিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা বিলাতী সমস্ত রীতিনীতির অখণ্ড-শাসনের পক্ষপাতী নহেন।

ইংরেজের PUBLIC SCHOOL ও বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন (UNIVERSITY LIFE) ইংরেজের পক্ষেই সাজে ; ভারতবর্ষের পক্ষেও ও যদি সেই ধরণের বিদ্যালয়, সেই ধরণের কলেজ, উপযোগী হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষ 'ইংলণ্ড' হইত—'ভারতবর্ষ' থাকিত না। কাজে-কাজেই, লেখকের আদর্শ, ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম দেখিয়া তিনি যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত। আমাদের শিক্ষাসম্বন্ধে আন্দোলন, বিলাতে ত বহুকাল হইতেই চলিতেছে ;—এপর্য্যন্ত আমরা এদেশে এবিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, এবং অগ্রসর হইবার জন্য এখনও কিরূপ চেষ্টা করিতেছি,—বোধ হয় তাহার একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মনস্বী মেকলে যখন স্থির করেন যে, ইংরেজী ভাষার সাহায্যভিন্ন, এদেশের উচ্চ শিক্ষা বর্ত্তমান-সভ্যতার অনুযায়ী হইতে পারে না,—সেই সময়েই এদেশে ইংরেজী-শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয় ; সেই সময় হইতে পঞ্চাশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত নানারূপ পরীক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়া শিক্ষাপ্রদান প্রণালী চলিতে লাগিল ; লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে শিক্ষা ও পরীক্ষা-প্রণালী চলিতে লাগিল। কিন্তু কর্ম্মবীর লর্ড কর্জ্জন্ যখন দেখিলেন, প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী আশানুরূপ ফলদায়ক হইতেছে না,—শুধু কেরাণী-ও-উকীল-প্রসবের যন্ত্র মাত্রে পরিণত হইয়াছে—জ্ঞান সাধন-পরায়ণ উপযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের সৃজন করিতে

পারিতেছে না, তখন শিক্ষার পূর্ণতা-বিধান করিবার জন্য—শিক্ষা-বিস্তারের জন্য—শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য—একটি শিক্ষা-কমিশন্ বসিল ; তৎফলে বিশ্ববিদ্যালয়-আইন বিধিবদ্ধ হইল।

আজকাল এই আইন-অনুসারেই বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে। এই সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য, শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ-উন্নতিসাধন ! শিক্ষকগণকে অধ্যাপনা-কৌশল শিখাইবার জন্য—উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে—'এল-টি', ও 'বি-টি' দুইটি নূতন উপাধি-সৃষ্টি হইয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে Reader ও Professor—দুই জন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার্ স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অদম্য উৎসাহবলে—অসাধারণ প্রতিভা ও নিপুণতা প্রভাবে—কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত—গঠিত হইয়াছে—যাহাতে লর্ড কর্জ্জনের উদ্দেশ্য অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এখন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ য়ূরোপ হইতে Reader ও Professor নিযুক্ত হইতেছেন। আমাদের দেশীয় ছাত্রেরাও শিক্ষাবলে পাশ্চাত্য-শিক্ষার স্বরূপ দেখিবার সুবিধা পাইতেছেন। যে সব মহাশয়গণ OXFORD, CAMBRIDGE BERLIN, PARIS প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের দেশীয় ছাত্রদের গবেষণা-প্রণালী শিখাইতেছেন। এই সঙ্গে, যাহাতে মহামান্য অধ্যাপকগণের বক্তৃতা, জন-সাধারণ বিনাব্যয়ে শুনিতে পারে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। স্যর আশুতোষের এবংবিধ অশেষ-মঙ্গলজনক কার্য্যাবলী যে আমাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, সেকথা কি আর কাহাকেও বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে ?

এইস্থলে আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী দুইজন দান-বীর—তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ—বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে পঁচিশ লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন, তাহার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই দানের প্রধান উদ্দেশ্য, ভারতীয় শিক্ষকদের দ্বারা ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষা-বিধান। ইতঃপূর্ব্বে সাধারণের একটা ধারণা ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই শিক্ষার চরম হইল ;—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে তখনই শিক্ষার

সূত্রপাত—শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিবার উপযোগী ন
সত্যের আবিষ্কার করিবার পক্ষে যে সেই শুভ-মুহূর্ত—
পরিশ্রম দ্বারা সেই শুভ-মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করিলে, অ
যে শিক্ষার পরিণতি ঘটে—শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়—লোকে
একথা বুঝিতেছে। আর এই শুভ-সূচনার সহায়
আশুতোষও এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পেই প্রাণপণ পরি
করিতেছেন।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষাফলে আমাদের দেশে
সংখ্যক ব্যক্তিই সুশিক্ষিত হইয়াছেন ; কিন্তু দুঃখের বি
এই যে, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই নূতন
মৌলিক গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন—নূতন কোন ভাব-পর
উদ্ভাবন করিয়া জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছে
অথচ, প্রতিবৎসরই অসংখ্য এম-এ,ও দু'একজন রায়চাঁদ
চাঁদ-বৃত্তিধারী ছাত্র, উপাধি-ভূষিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হই
বাহির হইতেছেন !—কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ঐ
নিস্ফল উপাধির কোন মূল্যই নাই ! বিশ্ববিদ্যালয়-পরী
সাগর কোনরূপে সম্মানে পার হওয়াই বিদ্যাবত্তার এ
পরিচায়ক নহে।—য়ূরোপের লোকেরা অনেক পূ
একথা বুঝিয়াছিলেন ; আশুবাবুও সেই কথাটা রবীন্দ্র
'ডাক্তার'-উপাধি দেওয়ার সময় বিশদভাবে বুঝাইয়া দি
ছিলেন।—রবীন্দ্রনাথ, আজীবন সাধনার ফলে, শিক্ষা
জিনিস—তাহা আজ বাঙ্গালীকে বুঝাইতেছেন।—শি
উদ্দেশ্য, জীবনের ভাব-পরম্পরাকে আপনার করা—আ
জানা ; ইংরেজীতে ইহাকে 'REALISITION OF L
বলে। কেবল শব্দের প্রতিশব্দ বসাইতে পারিলেই শি
না ;—শিক্ষার সম্পূর্ণতা হইবে তখনই, যখন আমরা অ
চিন্তা ও ভাবকে সত্যরূপে জানিয়া, জীবনে উপলব্ধি ক
পারিব—যখন আমরা সাধনার বলে, নূতন সত্যে উ
হইয়া, জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারিব !

বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃতরূপে শিক্ষামন্দির করাই আ
উদ্দেশ্য ! যাহাতে—ডিগ্রী-অর্জ্জন ও জ্ঞান-আহরণ
হয়, তাহার জন্যই আশুবাবু এখন পাশ্চাত্য-মনীষি
এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (Professor),
(Reader), ও শিক্ষক (Teacher) শ্রেণীভুক্ত করিতে
বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন বিধান আশুবাবুর দ্বারা
হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে নূতন শ্রী দান করিতেছে—

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা
তেছে।—একথা অবশ্য সত্য যে, অধুনা-নির্ব্বাচিত
বিদ্যালয়ের পাঠকগণের মধ্যে সকলেই সমান পণ্ডিত
; তথাপি একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে,
দের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য।

প্রকৃত জ্ঞানলাভ, শুধু পরের ভাষার সাহায্যে হয় না ;—
প্রাণে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়াই, আশুবাবু
বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষায় পর্য্যন্ত মাতৃভাষাকে
দিয়াছেন—এম-এ পরীক্ষা কল্পে (COMPARATIVE
LOLOGY) বঙ্গভাষা তুলনায় পঠিত হইয়া থাকে।
ষা ও সাহিত্যের জন্য একজন পাঠক (Reader)ও
চিত হইয়াছেন।—আশুবাবুর কাছে আমরা বিশেষরূপ
যে, তিনি বাঙ্গালীদ্বারাই বাঙ্গালাভাষা অধ্যাপনার
করিয়া দিয়াছেন।—বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষা-
নের জন্য আশুবাবু বাঙ্গালাভাষী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ !
উপসংহারে, একটা পুরাতন-প্রসঙ্গের আলোচনা না
থাকিতে পারিতেছি না।—কোমলমতি প্রথম-
বালকদিগের শিক্ষার গুরুভার যাঁহাদের উপর
উপযুক্ত অর্থাগমের অভাবে তাঁহাদের অন্নচিন্তা দূর
সুতরাং জ্ঞানালোচনায়ও সম্যক্ মনোনিবেশ
র অবসর তাঁহাদের থাকে না। তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর
অধ্যাপনার নিমিত্ত মাসিক ২০।৩০ টাকা উপার্জ্জন
—তাহাতে তাঁহারা এই মহার্ঘ্যগণ্ডার সময়ে ভদ্রভাবে
পরিবার-প্রতিপালনেও অক্ষম ! ফলে, অভাবের
উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি
তাই ক্ষীণতেজঃ হইয়া পড়ে !—কাজেই তাঁহারা,
ও, সুচারুরূপে কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিতে পারেন না।
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায়ই যদি বালকেরা এইরূপ
গণের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালাভ করিতে বাধ্য হয়, তাহা
তাহাদের ভবিষ্যৎ-শিক্ষার অবস্থা কিরূপ হওয়া
, তাহা সহজেই অনুমেয় !—বাল্যকালেই শিশুর

মানসক্ষেত্রে শিক্ষার বীজ-উপ্ত হয় ; এই অবস্থায় তাহাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাই উচিত। বিদ্যালয়ের এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনবৃদ্ধি করা যে কতদূর যুক্তি সঙ্গত, সে বিষয় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত। শিক্ষা-বিভাগে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ শিক্ষকগণকে ত্যাগ-স্বীকার করিতে দেখিলে, একথা উল্লেখ না করিলেও চলিত। সাধারণতঃ শিক্ষা-বিভাগে যে সমস্ত ব্যক্তি কার্য্যভার লইয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, অর্থার্জ্জনই শিক্ষকতার চরম উদ্দেশ্য নহে। অর্থার্জ্জনই যাঁহাদের লক্ষ্য, ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া সর্ব্বোচ্চ-সম্মানে সম্মানিত—তাঁহারা 'ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে' কেরাণীগিরী লাভ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকেন, ও কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন ;—তাঁহারা শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ সে বিভাগে বেতনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষা-বিভাগে শতকরা ৯৯ জন গ্রাজুয়েট্কে পরিণত বয়সে গড়ে ৮০৲ বেতনে কার্য্য করিয়া, বার্দ্ধক্যে ৪০৲ পেন্সনেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয় ; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অন্যসকল বিভাগেই গ্রাজুয়েটগণের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন গড়ে ১৫০৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিয়া ৭৫৲ টাকা পেন্সন্ পাইয়া কার্য্য হইতে অবসর লইয়া থাকেন। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী ছাত্রেরা শিক্ষা-বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা ও গুণপণাদ্বারা দেশের ভাবী-আশার স্থল, সুকুমার-মতি বালকগণের শিক্ষা বিধান বিষয়ে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। কাজেকাজেই যাঁহারা Under-Graduate, তাঁহারাই সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষাদাতা !—তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিলে, প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারেন না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন—অরণ্যে রোদন—বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র বাগ্চী।

ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ

আমরা পাঠক ও পাঠিকাবর্গকে, ঋগ্বেদের বহুস্থানে ব্যবহৃত "মায়া" শব্দটি, কি অর্থে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে, অদ্য তাহাই বলিব। নিম্নোদ্ধৃত স্থল কএকটি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, একই বস্তু যে বিবিধ রূপ ও আকার ধারণ করিয়া ক্রিয়া করে,—এই অর্থেই ঋগ্বেদে "মায়া" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আমরা নিম্নে সংস্কৃত মন্ত্র তাহারও অর্থও দেখাইতেছি। বিষয়টি বড় গুরুতর। অনেকের ধারণা আছে যে, ঋগ্বেদে মায়াশব্দ বা মায়া-বাদ নাই। এই ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক; তজ্জন্যই মূল বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত করাও আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে;

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব,
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো 'মায়াভিঃ' পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তাঃ হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ॥"—৬।৪৭।১৮

"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি
"মায়াঃ" কৃণ্বানঃ তন্বং পরি স্বাং।
ত্রি র্যদ্দিবঃ পরিমুহূর্ত্তমাগাৎ
মন্ত্রৈ রনৃতুপা ঋতা বা ॥"—৩।৫৩।৮

বিভিন্ন মণ্ডলোক্ত একই ভাবের এই শ্লোক দুইটির সায়ন-সম্মত অর্থ ও তাৎপর্য্য এইরূপ;—

'ইন্দ্র—দেবতাবর্গের সর্ব্বপ্রকার রূপের প্রতিনিধি। ইন্দ্র আপন মাহাত্ম্যদ্বারা সকল দেবতার আকার বা রূপ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন। ইন্দ্র আপনার মায়াদ্বারা বহু রূপ, বহু আকার ধারণ করিয়াছেন। সাধারণ লোক মনে করে বটে যে, ইন্দ্রের রথ দুইটি অশ্বদ্বারা চালিত; কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। ইহার অশ্ব সহস্র-সহস্র-অপরিমিত। ইন্দ্র—মায়াদ্বারা বহুরূপ ধারণ করিয়া, বিশ্বের তাবৎ পদার্থের আকারে অবস্থিত হইয়া, ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন (ঈয়তে=চেষ্টতে)। কেন তিনি এই সকল রূপ ধারণ করিলেন?—তাঁহার নিজের স্বরূপ-বিকাশের জন্যই, তাঁহার এই বহুরূপধারণ। জীবের নিকটে তিনি আপনার বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন বলিয়াই (প্রতি-চক্ষণায়), তিনি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছেন। ইনি অসংখ্যপ্রকার-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব-রূপে প্রকটিত রহিয়া... তিনি জীবাকারে ও বিবিধ পদার্থাকারে অ... করিতেছেন।

যখন যখনই যে রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, ... তিনি সেই রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি আ... শরীর হইতে বহু শরীর গ্রহণের সামর্থ্য প্রকটন... (মায়াঃ=অনেকরূপ-গ্রহণ-সামর্থ্যোপেতাঃ)। ইনি ... রীক্ষ হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে সকল যজমানের যজ্ঞে ... প্রাদুর্ভূত হন। ইনি সত্য-কর্ম্মা। এই প্রকার ... সামর্থ্য।'

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, একই ইন্দ্র, স্বীয় ... প্রভাবে, নিজের স্বরূপপ্রকাশের নিমিত্ত, সূর্য্য-চন্দ্রা... আকার ধারণ করিয়া, জগতের ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে... "মায়া" শব্দটির এই অর্থই পাওয়া যাইতেছে। উপ... ও শঙ্কর-ভাষ্যে এই অর্থেই মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আরও দুই একটি স্থল দেখুন্‌ঃ—

"ধর্ম্মণা মিত্রাবরুণা! বিপশ্চিতা,
ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য 'মায়য়া'।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ
সূর্য্য, মাধত্থো দিবি চিত্রং রথং।
'মায়া' বাং মিত্রাবরুণা! দিবি শ্রিতা
সূর্য্যো জ্যোতিশ্চরতি চিত্রমায়ুধং।
তমভ্রেন বৃষ্ট্যা গূহয়ো দিবি
পর্য্যন্য দ্রপ্সা মধুমন্ত ঈয়তে ॥"—৫।৬৩।৭, ...

'হে মিত্রাবরুণ! তোমরা জ্ঞানবিশিষ্ট স্বীয় ধ... এবং আত্মসামর্থ্যের "মায়া" দ্বারা, স্বীয় ক্রিয়া পালন... থাক। তোমরা নিয়ম-বলে, আকাশে বিচিত্র... সূর্য্যকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, এবং সমগ্র ভুবনকে... করিতেছ। যৎকালে বিচিত্র সূর্য্য, আকাশে জ্যো... করিয়া বিচরণ করিতে থাকে, তৎকালে তোমাদেরই... আকাশে প্রকাশ পায়। আবার, মেঘের দ্বারা যখন... সেই সূর্য্যকে আবৃত করিয়া দাও, তখনও তোমাদের... আকাশে প্রকটিত হয়। যখন মধুময়ী বৃষ্টিধারা বর্ষি... থাকে, তখনও তোমাদেরই মায়া প্রকটিত হয়।'

"স প্রাচীনান্ পর্ব্বতান্ দৃংহদোজসা
অধরাচীনমকরোদপামপঃ।
অধারয়ৎ পৃথিবীং বিশ্বধায়সং
অস্তভ্নাৎ 'মায়য়া' দ্যামবস্রসঃ ॥"—২।১৭।৫

...পুরাতন পর্ব্বতসকলকে আপন বল দ্বারা দৃঢ় ...ন; মেঘস্থ জলরাশিকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ ...ছেন; বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; ...ক পতন হইতে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। এ ...ন্দ্রের "মায়া" দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে।'

...ক-পাঠিকা দেখিতে পাইতেছেন যে, একই শক্তি বা ...বিবিধ রূপান্তর ধারণ করিয়া, বিবিধ প্রকার ক্রিয়া ...রিতেছেন,—ঋগ্বেদে এই অর্থেই উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্র-..."মায়া" ব্যবহৃত হইয়াছে।

...রা নিম্নে আরও কএকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিঃ
ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।
'মায়া' মূতু যজ্ঞিয়ানামেতাং
অপো যত্তূর্ণিশ্চরতি প্রজানন্ ॥"—১০।৮৮।৬

"পূর্ব্বাপরং চরতো "মায়য়ৈ"তৌ
...শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরিযাতো অধ্বরং।
...বিশ্বানি অন্যো ভুবনাভিচষ্টে
...ঋতূন্ অন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ।
...নবো নবো ভবতি জায়মানঃ
...অহ্নাং কেতু রুষসামেতি অগ্রম্।
...ভাগং দেবেভ্যো বিদধাতি আয়ন্
...প্র চন্দ্রমা স্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥"—১০।৮৫।১৮-১৯

...কালে যিনি ভূলোকের মস্তকরূপে দেখা দেন, ...আবার তিনিই সূর্য্যরূপে উদিত হন। আবার ...র বিবিধ ক্রিয়া তিনিই শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন করিয়া ...ইহা তাঁহারই "মায়া"। এই যে দুইটি শিশু, ...চিম দিগ্‌ভাগে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করেন, এই ...মধ্যে একটি (সূর্য্য) সমগ্র ভুবনকে দর্শন করেন ...টি (চন্দ্র) ঋতুবর্গের বিধানকর্ত্তৃরূপে উৎপন্ন হন ...য় কার্য্যই "মায়া" দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ...প্রতিদিন নূতন নূতন হইয়া ইনি জন্মগ্রহণ ...উষার অগ্রে আসিয়া দিবসের কেতু বা প্রজ্ঞাপক হন। ইনিই আবার অগ্নিরূপে দেবতাবর্গকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া থাকেন এবং ইনিই চন্দ্ররূপে আসিয়া দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। এই সমুদয় কার্য্য "মায়া" দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়।

আর আমরা অধিক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি না। উপনিষদে যে "মায়া"-শব্দ দৃষ্ট হয়, শঙ্কর যাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা স্বীয় ভাষ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—এই "মায়া" শব্দটি ঋগ্বেদেরই সম্পত্তি। ঋগ্বেদেও সেই একই অর্থে এই শব্দটি বহু স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। দেবতাবর্গ যে মূলে একই সত্তা মাত্র,—দেবতাবর্গ যে সেই মূল-সত্তারই বিবিধ বিকাশ,—এই তত্ত্বটিই "মায়া" শব্দ অনিবার্য্যরূপে আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। দেবতারা একই কারণ-সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ক্রিয়া-নির্ব্বাহক মাত্র।

তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে, ২২টি মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ চরণটি এই যে,—"মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং"। ঋগ্বেদের 'অসুর' শব্দের অর্থ—বল বা সামর্থ্য। সুতরাং চরণটীর অর্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতাবর্গের মূলগত মহৎ অসুরত্ব বা সামর্থ্য একই। অর্থাৎ, যদিও দেবতাবর্গের আকার বা মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু উহাদের মূলগত সামর্থ্য বা উহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট শক্তি একই, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নহে; সুতরাং আমরা এই জগদ্বিখ্যাত সূক্ত হইতেও বুঝিতেছি যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার এক মৌলিক সামর্থ্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই সূক্তটির অন্তর্গত শ্লোকগুলির শেষ চরণগুলি হইতে এবং ঋগ্বেদের নানাস্থানে ব্যবহৃত "মায়া" শব্দ হইতে আমরা, বহুত্বের মূলে একত্বের ধারণাই সুস্পষ্ট-রূপে পাইতেছি। কার্য্যবর্গের মূলে যে একই কারণ-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছে, কার্য্যবর্গ যে কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে,—এই মহাতত্ত্বই ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন। মূলগত সত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ঋগ্বেদে, দেবতাবর্গের কার্য্যের ও নামেরও প্রকৃত স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হয় নাই। এই গুরুতর বিষয়টিও লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। দেবতা-বর্গের কার্য্যে ও নামে যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়, প্রকৃতপক্ষে সে ভিন্নতাও কথার কথা মাত্র। ঋগ্বেদ আমাদিগকে তাহাও বলিয়া দিতে ভুলেন নাই।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

একখানা পুরাতন জমাখরচ

(৪৭ বৎসর পূর্ব্বের)

বিগত আশ্বিনমাসে (১৩২০) পূজনীয় শ্বশুরমহাশয়ের সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাত্রা করি, এবং দুইদিন পরে তথায় উপস্থিত হই। আমার শ্বশুরালয় নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত তালবাড়িয়া গ্রামে। আমি যাইবার এক দিন পরেই শ্বশুর-শ্রীনাথ অধিকারী মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। আমরা (জামাতৃ-গণই) তাঁর পুত্রস্থানীয়; তাঁর শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের ভারও আমাদের উপরই পড়ে। সেই সময়, প্রয়োজনবশতঃ শ্বশুরমহাশয়ের হিসাবপত্রাদির কাগজাত দেখার আবশ্যকতা উপস্থিত হওয়ায়, আমাদিগকে তাঁহার দপ্তর অনুসন্ধান করিতে হয়। এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে, একখানি ফর্দ্দ আমার হস্তগত হয়; উহা শ্বশুর মহাশয়ের নিজের বিবাহের সময়কার ফর্দ্দ—তাঁহার পিতার হস্তের লিখিত। উহাতে শিরোনাম লিখিত আছে—

"শ্রীমান্ শ্রীনাথ অধিকারীর

শুভ-বিবাহের জিনীশ তালিকা

সন ১২৭৪ সাল তারিখ ৬ বৈশাখ।"

ফর্দ্দখানি পাইয়া ঔৎসুক্যের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, এবং দেখিলাম যে, উহা হইতে দেশের তদানীন্তন অবস্থার একটা সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। অনধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে খাদ্যাদির মূল্য কিরূপ ছিল, আর এখনই বা কিরূপ হইয়াছে, তাহার তুলনায় দেশের সমৃদ্ধি বা অবনতির বিচার করা যাইতে পারে; সুতরাং, সাহিত্যের হিসাবে, এই সামান্য ফর্দ্দখানির যথেষ্ট মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি। সেই জন্যই আজ 'ভারতবর্ষের' পাঠকগণকে ইহা উপহার দিতেছি।—আশাকরি, পাঠকগণ ইহার সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামে ঐ সব জিনিসের বর্ত্তমান মূল্য কি, তাহা মিলাইয়া দেখিবেন যে, এই অল্পসময়ের মধ্যেই জিনিসের মূল্য কত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে:—

আসামী	জিনিস
হরিদ্রা	৵৭॥
আতপ চাউল	৩/
উসনা (সিদ্ধ) চাউল	
পূরবী (ভাল)	৫/
মোটা চাউল	১০/
মটরের দাইল	১/
মুগের দাইল	॥০
কলাইর দাইল	১/
বুটের দাইল	।০
অড়হরের দাইল	॥০
তৈল	৩/
লবণ	৸০

(লবণের পরিমাণ এত বেশী হওয়ার কারণ, এই যে উহা নষ্ট হইবে না; একেবারে সংসারধরচ দিন চলিয়া যাইবে।)

লঙ্কা	৵৫
চিড়া	৪/
খয়েন ধান্য	১/

(ধান্যের মাপ ঐ সব অঞ্চলে 'কাঠা'র দ্বারা হয়, ঐ কাঠায় 'মণ'ই বুঝিতে হইবে।)

মাৎগুড়	৸০
ময়দা	।০
ঘৃত	॥০
দুগ্ধ	৩/
দধি—খাসা	৫/
ঐ—খরা (মধ্যম)	৫/
ঐ—রাশি (সাধারণ)	৩/
ছানা	৵৫
মাখন	৵২॥
ক্ষীর	।০
মৎস্য	১ দফা

১ দফা	৩/
॥০	৩/
।৫	২/
।৫	১/
॥০	৫/
৸০	৫/
॥০	৬/
৵৫	১/
৩/	৮/

স্থানে স্থানে আমি বাদ দিয়াছি। ফর্দ্দ দেখা যায় ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে তেলের ঘৃতের মণ ১৮৲ টাকা, দুধের মণ ২৲, ভাল ণ ২৲, মোটা চাউল ১॥০, ভাল দধির মণ ৩৲, ৲, দাইলের মণ ১॥০ হইতে ২৲ র মধ্যে ছিল। সব স্থানেই ঐ সব জিনিসের মূল্য দেড় গুণ, া তদপেক্ষাও বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের বাল্য- মরা আমাদের দেশে ঘৃত ২০।২২৲ মণ একটা বিবাহের ন্যায় বৃহৎ ব্যাপারে ৫৲ ও ৩৲ টাকার তরকারীই যথেষ্ট হইয়াছিল! কত লাগে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

ভাল গুড় ২৸০ মণ ছিল, এখন ৫৲ টাকা মণ কিনিতে হয়। দেখা যায়, লবণের মূল্য সে সময় এখন অপেক্ষা বেশী ছিল। তামাক পাতার সের ৵৫ ছিল, এখন ।০ র কম নহে। তার পর মজুরাণ খরচ মোট ৫৲ ধরা হইয়াছে; এখন এইরূপ বিবাহ-ব্যাপারে মজুরাণ খরচ উহার তিন গুণের কম ত কিছুতেই হয় না।

দেশের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসের দাম, এই ৪০।৪৫ বৎসরের মধ্যেই কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ঐ তালিকা হইতে বিশেষরূপেই বুঝিতে পারা যায়। কুষ্টিয়া মহকুমার অনেক স্থানেই দুধ, ঘি ও মাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও সুলভে পাওয়া যাইত; এক্ষণে তাহার মূল্যও যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করাও তেমনই কঠিন হইয়াছে; —যাঁহার বিবাহের ফর্দ্দ উপরে দেখান গেল, তাঁহারই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমি নিজে সকল জিনিসের জোগাড় করিতে গিয়া তাহার পরিচয় বিশেষরূপেই পাইয়াছি। দেশের পল্লীগ্রামের সুখসুবিধা সকলই গিয়াছে; অদ্য পানীয়াদির কষ্ট, মজুরের অভাব, তারপর পীড়া—এইগুলি পল্লীর নিত্য সহচর! বেশী আর কি বলিব!

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের

তরুলিপি-যন্ত্র

ভারতবর্ষের গৌরব এবং বঙ্গের সুসন্তান ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় গত ষোল সতের বৎসরের মধ্যে প্রকৃতির যে সকল রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা পাঠক অবশ্যই অল্পাধিক অবগত আছেন। বৈজ্ঞানিকেরা এপর্য্যন্ত উদ্ভিদ্ ও প্রাণীকে দুইটি স্বতন্ত্র জীব বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। ইহারা যে পৃথক্ নয়, আচার্য্য বসুমহাশয় তাহাদের ক্রিয়ার নানা ঐক্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহা পুরাতন কথা। অল্পদিন হইল আচার্য্য বসুমহাশয় প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের ক্রিয়ার যে একটি একতা আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা "ভারতবর্ষে"র পাঠকদিগের নিকট তাহাই বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। প্রাণিদেহের স্নায়ুজাল (Nerves) একটি অদ্ভুত বস্তু। ইহা দেহের সর্ব্বাংশ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, এই স্নায়ুজালই আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে চেতনার যোগ-রক্ষা করে। তা' ছাড়া বাহির হইতে আমাদের দেহে যখন, কোনও প্রকার আঘাত-উত্তেজনা লাগে, তখন ঐ স্নায়ুজালই

আঘাতের কোনও প্রকার কার্য্য বহন করিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয়, এবং ইহাতে আমরা আঘাতের মর্ম্ম বুঝি। আলোক যখন আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পড়ে, তখনই দৃষ্টিজ্ঞান প্রকাশ পায় না ; দেহের স্নায়ুমণ্ডলীই আলোকপাতের এভাব কোনও রকমে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয় এবং ইহারই ফলে দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে। কিন্তু প্রাণিদেহের ন্যায় উদ্ভিদ্-দেহেও এপ্রকার স্নায়ুমণ্ডলী থাকিতে পারে, পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও বৈজ্ঞানিকের মনে একথা একবারও উদিত হয় নাই। প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদেরাও যে স্নায়ুজালের সাহায্যে আঘাত-উত্তেজনা বোধ করে, তাহা আচার্য্য বসুমহাশয় সম্প্রতি নানা পরীক্ষার সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের বিবরণ ইংলণ্ডের ‘রয়াল সোসাইটি’ প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞান-সভায় বিবৃত হইয়াছে ; বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারে বিস্মিত হইয়াছেন। মানুষ প্রভৃতি প্রাণিগণ যেমন বাহির হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং শেষে বংশবিস্তার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, উদ্ভিদেরাও জীবনে এই সকল কার্য্য করে, বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জীবনের এই ঐক্যটুকুর কথাই জানিতেন। এগুলি ছাড়া জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও যে একতা থাকিতে পারে, তাহা ইঁহাদের মনে কখনই স্থান পায় নাই ; উদ্ভিদের জীবনের ক্রিয়া, প্রাণীর জীবনের ক্রিয়া হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক্,—বরং এই ভেদ বুদ্ধিটাই বৈজ্ঞানিক মহলে প্রবল হইয়া চলিতেছিল। এই প্রকার অবস্থায় আচার্য্য বসুমহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত অভেদজ্ঞাপক মহাবিষ্কারটি আধুনিক জীবতত্ত্বে এক নূতন আলোকপাত করিতে বসিয়াছে।

আচার্য্য বসুমহাশয়ের আবিষ্কার-বিবরণ বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে তিনি উদ্ভিদ্-দেহের অতি মৃদু সাড়াগুলি লিপিবদ্ধ করেন, তাহা জানা আবশ্যক। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার এই সাড়ালিপি-পদ্ধতির আলোচনা করিব।

কোনো প্রকার আঘাত উত্তেজনা পাইলে, প্রাণিদেহের পেশী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া সাড়া দেয়। এই সাড়ার পরিমাণ ও সময় ইত্যাদি অঙ্কন করা কঠিন নয় ; কারণ প্রাণিদেহের সাড়া নিতান্ত মৃদু নয়। প্রাণীর চঞ্চল অঙ্গের সহিত কোন লেখনী সংযুক্ত করিয়া দিলে, এই লেখনীই কাগজের উপরে, বা অপর কিছুতে, ... প্রসারণের ইতিহাস লিখিয়া যায়। কিন্তু লজ্জা... বন-চাঁড়ালের (Desmodium Gyran), ন্যায় দুর্ব্ব... পাতা উঠাইয়া নামাইয়া যখন মৃদু সাড়া দিতে থাকে... পাতায় লেখনী বাঁধিয়া কাগজে বা ভুষা-মাখান... সাড়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা চলে না। পাতা, ... ভার বহন করিতে পারে না ; কাজেই, খুব লঘু লেখনী... দিলেও, সাড়া বন্ধ হইয়া যায়। তার পর আবার, ... কাগজের উপর দিয়া, বা ভুষামাখান কাচের উপ... চলিবার সময়ে ঘর্ষণে যে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাও ... ক্ষীণ-সাড়া বন্ধ করিয়া দেয়।

যে উপায়ে সাধারণতঃ লজ্জাবতী প্রভৃতি ... উদ্ভিদের সাড়া লিপিবদ্ধ করা হয়, প্রথম চিত্রে... পরিচয় প্রদান করা হইল।

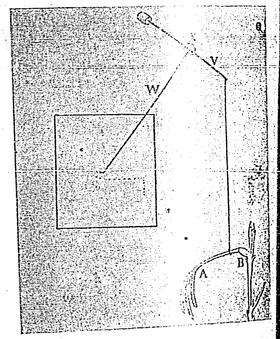

চিত্রের x-চিহ্নিত স্থানে v-চিহ্নিত দণ্ড... আছে ; উহা চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতে... দণ্ডের এক প্রান্তে সূতা বাঁধা আছে ; এই সূতা... প্রান্ত লজ্জাবতী-লতার পত্রযুক্ত ডগায় বাঁধিয়া... থাকে। চিত্রের w-চিহ্নিত অংশটি লেখনী; ... দণ্ডের সহিত ইহাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রাখা হয়, ... মুক্ত-প্রান্তটির বাঁকান-অংশ লিপিফলকে, পাতার ... সঙ্গে, রেখাঙ্কন করিতে থাকে।

পূর্ব্বোক্ত চিত্র-পরিচয় হইতে বুঝা যাইবে, পা... সূতার টান্ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে v-নামক ... নামিয়া যায়, এবং w-চিহ্নিত লেখনী লিপিফ... ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কন করে। তা’র পর পাতা এ... ...উঠিয়া দাঁড়ায়, তখন সূতার টান্ কমিয়া যায় এবং ...সঙ্গে দণ্ডটিও ঋজুভাবে আসিয়া পড়ে ; ইহাতে ...টি একটি নিম্নগামী রেখা আঁকিয়া ফেলে। এই ..., লিপিফলকের তরঙ্গিত রেখা দেখিয়া, পাতার ...নার একটা স্থূল বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। লিপিফলক ... স্থির রাখা হয় না ; একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে সেখানি ...মের সাহায্যে লেখনীর সম্মুখে উঠিতে বা নামিতে ... এই ব্যবস্থায় লেখনীর উঁচু নীচু রেখাগুলি ...রি অঙ্কিত হয় না ; অধিকন্তু, কত সময়ে পাতাটি ...একটা ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কন করিল, এবং কত সময়েই ... আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, তাহাও সাড়ালিপি ... যায়।

...ার মোটামুটি অঙ্কন পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রের সাহায্যে ... চলিয়া যায় সত্য ; কিন্তু যখনই অতি ক্ষীণ সাড়া-...প্রয়োজন হয়, অথবা অতি ক্ষুদ্র সময়ে পাতার কি ... হইল জানিবার আবশ্যক হয়, তখন ঐ যন্ত্রে আর ...লে না। এই অবস্থায় ক্ষীণ-সাড়া সূতা টানিয়া ... নড়াইতে পারে না, এবং লিপিফলকের সহিত ...যে ঘর্ষণ হয়, তাহাও অতিক্রম করিতে পারে না ; ...সাড়া অঙ্কিত হইতে পায় না।

...র দেহে, বাহিরের আঘাত উত্তেজনা কিরূপ বেগে ...য়, এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় ঐ বেগের হ্রাসবৃদ্ধি ...প্রকার বহু-সূক্ষ্ম ব্যাপারের অনুসন্ধানে রত হইয়া ...বসু মহাশয় পূর্ব্বে একটি সুব্যবস্থিত তরুলিপি যন্ত্র ...চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার ... সার্থক হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ...ও লিপিফলকের মধ্যে যে ঘর্ষণ হয়, তাহাই ক্ষীণ-...শের প্রধান অন্তরায়। আচার্য্য বসু মহাশয় ...রিয়াছিলেন—লেখনীর মুখটা, সকল সময়েই লিপি-...স্পর্শে না রাখিয়া, যদি কোন উপায়ে উহাকে ...কে নিমেষ-কালের জন্য ফলকে স্পর্শ করান যায়, ...লে ঘর্ষণের উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া ...অথচ, ইহাতে লিপি-অঙ্কনের কোন অসুবিধা হইবে ...রণ, লেখনী অল্পক্ষণের জন্য স্পর্শ করিয়া লিপি-...সকল বিন্দু রচনা করিবে, তাহা হইতে পাতার ...পরিচয় সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। এই

প্রথায় যন্ত্রনির্ম্মাণের আরও একটা সুবিধার কথা, আচার্য্য বসু মহাশয় বুঝিয়াছিলেন। ইনি মনে করিয়াছিলেন, ঠিক্ কত সময় অন্তরে লেখনীটি এক এক বার লিপিফলক স্পর্শ করিতেছে, ইহা যদি জানিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃক্ষদেহ বহিয়া উত্তেজনা কত দূরে যায়, তাহা সাড়ালিপিতে অঙ্কিত বিন্দুগুলিকে গণিয়াই নির্ণয় করা যাইবে।

আমাদের দেশে সূক্ষ্ম-যন্ত্রনির্ম্মাণের যে সকল অসুবিধা আছে, তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। সকল সময়ে প্রয়োজনীয় মাল-মসলা হাতের গোড়ায় পাওয়া যায় না ; এবং, বুঝাইয়া দিলে, ঠিক্ মনের মত করিয়া নমুনা-প্রস্তুত করিতে পারে, এমন শিল্পীও সহসা মিলে না। কিন্তু আচার্য্য বসু-মহাশয় এই সকল অসুবিধাকে গ্রাহ্য করেন নাই ; যে যন্ত্রটির কথা তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, আমাদের দেশেরই নিরক্ষর মিস্ত্রির সাহায্যে তিনি তাহার গঠন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং শেষে নিজের পরিকল্পিত যন্ত্রের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

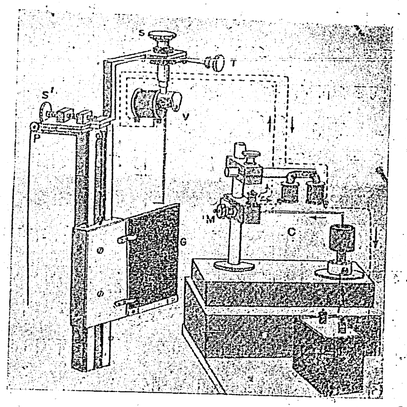

দ্বিতীয় চিত্রখানি, আচার্য্য বসুমহাশয়ের তরুলিপি যন্ত্রের একাংশের ছবি। এই যন্ত্রটির কার্য্য বুঝিতে হইলে, একটা সোজা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। মনে করা যাউক, দড়িতে বাঁধা একটা দোল্না দুলিতেছে। দোদুল্যমান পদার্থ-মাত্রেরই নিয়ম এই যে, যত জোরে তাহাকে ধাক্কা দাও না কেন, সেটি এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ণান্দোলন শেষ করিবে। আবার দড়ি যত লম্বা হয়, আন্দোলনের সময় ততই দীর্ঘ হয়। দোদুল্যমান পদার্থ,

মাত্রই এই নিয়ম মানিয়া চলে বলিয়াই, দোলকের সাহায্যে ঘড়িতে সময়রক্ষা করা চলে। যাহা হউক, মনে করা যাউক যেন আমাদের দোলনাটি দুই সেকেণ্ডে একবার পূর্ণান্দোলন শেষ করিতেছে। এখন যদি কোন ব্যক্তি দোল্‌নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তালে তালে উহাতে দুই সেকেণ্ড অন্তর এক একটা ধাক্কা দিতে পারেন, তাহা হইলে দোল্‌নাটি খুব জোরে দুলিতে আরম্ভ করিবে। ইহাতে আন্দোলনের পথ স্পষ্ট বাড়িয়া যাইবে বটে, কিন্তু পূর্ণান্দোলনের কাল ঠিক্ পূর্ব্ববৎ দুই সেকেণ্ডই থাকিবে।

আচার্য্য বসুমহাশয়, দোদুল্যমান পদার্থের ঐ ধর্ম্মটিকে মনে রাখিয়া, তাঁহার তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় চিত্রের V-চিহ্নিত স্থানের পাত্‌লা ও লঘু লৌহশলাকাটিই লেখনী; ইচ্ছাক্রমে ইহার দৈর্ঘ্য ছোট বড় করিবার উপায় আছে; কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষায় দৈর্ঘ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, এবং তাহার একপ্রান্ত আট্‌কাইয়া রাখা হয়। কাজেই পূর্ব্ব-উদাহরণের দোল্‌নার ন্যায়, ইহার মুক্ত প্রান্তটি এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ণান্দোলন শেষ করিতে থাকে, এবং, এক একটি আন্দোলনের শেষে, G-চিহ্নিত কৃষ্ণ লিপি-ফলকটিকে স্পর্শ করিয়া এক একটি বিন্দু লিখিয়া যায়। P-চিহ্নিত স্থানে একটি কপিকল আছে। ইহার উপরকার দড়ি গাছটি, ঘড়ির কলের ন্যায় কোন কলের নিয়মিত টানে, ফলকটিকে নিয়মিতভাবে উপরে উঠাইতে থাকে; কাজেই লেখনী ফলকের একই স্থানে দুইবার স্পর্শ করিতে পারে না। তা ছাড়া আবার, লেখনীটি একবার পূর্ণান্দোলন করিতে কত সময় লয়, তাহাও জানা থাকে। কাজেই, লিপি-ফলকে পর পর দুইটি বিন্দুপাতে কত সময় অতিবাহিত হয়, তাহাও আমরা জানিয়া লইতে পারি।

দোল্‌নাকে যদি অবিরাম সুশৃঙ্খলার সহিত দোলাইতে হয়, তাহা হইলে, নিয়মিত ধাক্কা দিয়া চালাইবার জন্য, কোন সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়। কোন দোল্‌নাই আপনি দোলে না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনীটিকে সর্ব্বদা আন্দোলিত রাখিবার উপায় কি? আচার্য্য বসুমহাশয় যে উপায়ে তাঁহার যন্ত্রের লেখনীটিকে আন্দোলিত রাখিয়াছেন, তাহা বড়ই আ[...] জনক।

দ্বিতীয় চিত্রে V-চিহ্নিত স্থানে কৌটার ন্যায় যে[...] দেখা যাইতেছে, তাহা একটি বিদ্যুৎ চালিত [...] (Electro-magnet)। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই জা[...] এই শ্রেণীর চুম্বকের লৌহাকর্ষণ-শক্তি স্থায়ী নয়। [...] চারিদিকে জড়ান তারের ভিতর দিয়া যতক্ষণ [...] চলে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব থাকে; বিদ্যুৎ[...] রোধ করিলে, উহার চুম্বক-ধর্ম্মও রোধ পাইয়া [...] আচার্য্য বসুমহাশয়, তাঁহার যন্ত্রের লেখনীর নিক[...] এই চুম্বকে বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ চালনা করিয়া থা[...] কাজেই ক্ষণে ক্ষণে উহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া পড়ে, [...] ক্ষণে ক্ষণে সেই লৌহময় লঘু লেখনীকে টানিতে থা[...] একবার টানিয়া ধরিয়া রাখিলে কোন জিনিস [...] হয় না, বার বার টানিয়া ছাড়িয়া দিতে থা[...] কম্পন সুরু হয়।—কাজেই চুম্বকের সবিরাম টানে [...] অবিরাম কম্পিত হইতে থাকে। লেখনীর একটা পূর্ণা[...] শেষ হইতে কত সময়ের প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বে [...] থাকে। এই আন্দোলন-কালের সহিত তাল [...] যাহাতে বিদ্যুৎ পরিচালিত হয়, এবং সেই তালে [...] চুম্বক চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে লৌহ-লে[...] আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা এই যন্ত্রে রাখা [...] কাজেই লেখনীর কম্পনের সহিত যোগ ও তাল[...] চুম্বকটি লেখনীকে কাঁপাইতে থাকে। যে দোল্[...] সেকেণ্ড অন্তর একটা পূর্ণান্দোলন সমাপন করে, [...] দেড় সেকেণ্ড অন্তর ধাক্কা দিলে সেটি খুব এলো[...] ভাবে দুলিতে আরম্ভ করে। যদি কেহ [...] আন্দোলন অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে [...] দুই সেকেণ্ড অন্তরই তালে তালে ধাক্কা [...] প্রয়োজন। আচার্য্য বসুমহাশয়, লেখনীর এলো[...] আন্দোলন নিবারণ করিবার জন্যই, আকর্ষক চু[...] লেখনীর আন্দোলনের তালে তালে বিদ্যুৎ-চালনা [...] থাকেন। এই ব্যবস্থায় তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনীটি [...] অপূর্ব্ব যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক সেকেণ্ডের [...] ভাগের এক ভাগ সময় পর্য্যন্তও উহা লিপি[...] অভ্রান্তরূপে আঁকিয়া দিতেছে।

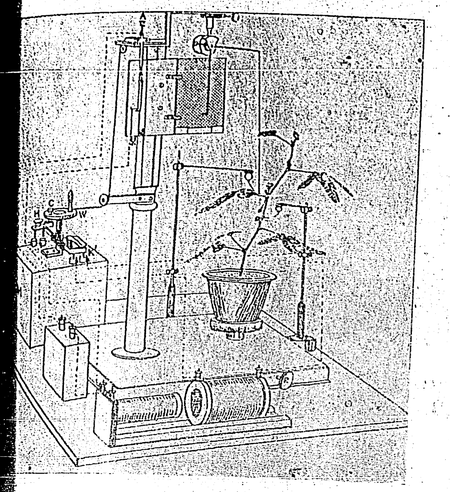

[...]য় চিত্রখানি তরুলিপি-যন্ত্রের একটি সম্পূর্ণ ছবি। [...]M-চিহ্নিত অংশটি গ্রামোফোনের কলের মত [...]কল। ইহাই চাকা ঘুরাইয়া তৎসংলগ্ন সূতাকে [...]ভাবে টানে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সূতায় আবদ্ধ [...]কখানি লেখনীর সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে [...] চিত্রস্থ টবে একটি লজ্জাবতীর গাছ রহিয়াছে; [...]তার ডালের সহিত আর একটি সূতা বাঁধা আছে, [...]হার অপর প্রান্ত সেই লেখনীর দণ্ডে আবদ্ধ [...] পাতা গুটাইয়া নামিয়া পড়িলে, সূতায় [...] এবং এই টানে কম্পমান লেখনীটি লিপিফলকে [...]রেখা অঙ্কন করিতে থাকে। এই ব্যবস্থায় লেখনীর মুখ সর্ব্বদাই লিপিফলকে সংযুক্ত থাকে না; কাজেই ঘর্ষণের উপদ্রব অনেক কমিয়া আসে, এবং যে সকল ক্ষীণ-সাড়া সাধারণ-যন্ত্রে ধরা পড়ে না, তাহাই এই তরুলিপি-যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া যায়।

উদ্ভিদ্-দেহে কিরূপ বেগে উত্তেজনা সঞ্চরণ করে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, ঠিক্ কোন্ সময়ে উদ্ভিদের দেহে আঘাত দেওয়া হইল, তাহা লিপিবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। ইহা চোখে দেখিয়া লিখিয়া রাখিলে, অনেক সময়েই ভুল ভ্রান্তি উপস্থিত হয়; বলা বাহুল্য, ইহাতে গণনা ঠিক্ হয় না। উত্তেজনা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে এই সময়টা লিপি-ফলকে লেখা হইয়া যায়, বসুমহাশয় যন্ত্রে তাহারও সুব্যবস্থা রাখিয়াছেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে এই যন্ত্রে পরীক্ষা আরম্ভ করিলে পরীক্ষককে কোনই চিন্তা করিতে হয় না। যন্ত্রটিকে সাজাইয়া দিলে ক্ষণিক উত্তেজনা আপনা হইতেই গাছে আসিয়া লাগে এবং কোন্ সময়ে উত্তেজনা লাগিল, তাহাও আপনা হইতে লিপিফলকে অঙ্কিত হইয়া যায়। তা'র পর, উত্তেজনার কার্য্য সুরু হইতে এবং উত্তেজনা প্রবাহিত হইতে কত সময় লাগিল, পরীক্ষক—লিপির প্রতি একবার দৃষ্টি-পাত করিলেই—সকলই জানিতে পারেন।

সূক্ষ্ম-গণনার জন্য, এমন স্বয়ং-লিপি-যন্ত্র, সত্যই কেহ এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই।

আচার্য্য বসুমহাশয়, তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রের সাহায্যে, উদ্ভিদ্ তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা বারান্তরে তাহার আভাষ দিব।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পয়লা বৈশাখ

এই বৈশাখমাসটা আমার বড়ই স্মরণীয় মাস। হিন্দু-বৎসরের প্রথম-মাস বলিয়া আমি একথা বলিতেছি না; বৈশাখমাসের সঙ্গে আমার অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক বিয়োগযন্ত্রণার সম্বন্ধ আছে। এই বৈশাখ-মাসে আমি যাহা হারাইয়াছি, তাহা আর কখনও ফিরিয়া পাইব না; এই বৈশাখমাসে যাহাদিগকে শ্মশান-শয্যায় রাখিয়া আসিয়াছি, তাহারা আমার জীবনের প্রধান-অবলম্বন ছিল, তাহারা আমার বড়ই আপনার জন ছিল। তাই—এই বৈশাখমাস মনে হইলেই, এই বৈশাখমাস আসিলেই, আমি শিহরিয়া উঠি;—ভাগ্য-দেবতা আমার অদৃষ্টে আর কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া শঙ্কিত হই।

আবার এই বৈশাখমাসেই—এই বৈশাখের প্রথম দিবসেই—বহুদিন পূর্ব্বে আমি যাহা পাইয়া ছিলাম, তাহাও আর এ জীবনে পাইব না। শোকের কথা, দুঃখের কথা, বিয়োগযন্ত্রণার কথা, চিতাভস্মের কথা, যখন তখনই বলিয়াছি, এই সুদীর্ঘ জীবনকাল ভরিয়াই বলিয়াছি, এখনও বলিয়া থাকি; কিন্তু বৈশাখমাসের প্রাপ্তির কথা আমি ইতঃপূর্ব্বে কাহাকেও বলি নাই। সকল কথাই কি সকলে সকল সময় বলে,—না বলিবার ইচ্ছাই হয়। জীবনের অনেককথা অনেকে গোপন রাখিয়াই চলিয়া যান।—আমার জীবনেরও অনেককথা আমার সঙ্গে সঙ্গেই চিতায় উঠিবে—কিন্তু এখন; এই জীবনের আসন্ন হিসাব-নিকাশের সময়,—দুই একটি পুরাতন কথা, কি জানি কেন, বলিতে ইচ্ছা করে! তাই এতকাল পরে এই কথাটি বলিতেছি।—

অনেক দিন পূর্ব্বে—সাল বলিতে পারিব না—তবে অনেক দিন পূর্ব্বে—আমি যখন দেশের মায়া, আত্মীয় স্বজন-গণের মমতা, কাটাইয়া নিরুদ্দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, সেই সময়ের কথা বলিতেছি। আমি তখন পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যে থাকিতাম। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত যখন যেদিকে দুই চোক যাইত, সেই দিকেই চলিয়া যাইতাম। বাধা দিবার কেহ ছিল না, ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের প্রয়োজন ছিল না, কি খাইব সে ভাবনাও ছিল না। যিনি কোটী কোটী জীবজন্তুর আহার দিতেছেন, তিনিই আহার বাঁচাইবেন; আর তিনি যদি আহার না দেন, তাহা রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীও আমাকে খাওয়াইতে পা না;—এই বিশ্বাস অন্ততঃ তখন আমার পূর্ণ মাত্রায় তাই, অমন করিয়া বেড়াইতে পারিতাম, কোন ভাবনাই মনে উঠিত না; সে ভাবনার ভার আমি সমস্ত ভাবনা ভূতভাবনের উপর ছাড়িয়া ছিলাম।

এই রকম যখন অবস্থা, এমনই যখন মনের সেই সময়ে চৈত্রমাসের শেষে একদিন, হরিদ্বারে মেলায় স্নান করিবার জন্য, দেরাদুনের আবাস যাত্রা করিয়াছিলাম। আমি যতদিন হিমালয়ে ছিলাম, ততদিন যখনই যেখানে থাকি না কেন, মাসের শেষদিনে হরিদ্বারে যাইতাম। যাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু, বলিতেন আমি মুখে যাহাই বলি না কেন, অন্তরে ঘোর-হিন্দু;—তাই আমি চৈত্র-সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করিতে যাই। আবার যাঁহারা ব্রাহ্ম, বলিতেন আমি হরিদ্বারে লোকারণ্য দেখিতে আমার একটি থিয়সফিগ্রস্ত বন্ধু ছিলেন, তিনি বি আমি মহাত্মাদিগের দর্শন করিতে যাই। যদি কাহারও কথায় সায়ও দিতাম না, প্রতিবাদও ক না; এখন সে কথা বলিবার প্রয়োজন দেখি ন জন্যই হউক, আমি প্রতিবৎসর চৈত্রমাসের শেষে যাইতাম, এবং গঙ্গাস্নানও করিতাম; দুই তিন দি ফিরিয়া, যেদিকে হয় চলিয়া যাইতাম! যেবার বড় কুম্ভ-মেলা হয়, সেবারও আমি হরিদ্বারে গি

পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলাম যে, হরিদ্বারে যাত্রীর সমাগম হইবে যে, কিছুতেই লোকের স্থান এমন কি বাহিরে, গাছের তলায় বা অনাবৃত স্থানেও বসিবার স্থান পাইবে না। আমার তাহাতে কোন কারণ ছিল না; আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি, সহিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলাম। তাই, যে সেবার বলিলেন, "ভায়া, এবার যদি হরিদ্বারে যেতে

আব্দার।

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র দে।]

K.V. SEYNE & BROS.

আগে থেকে একটা আড্ডা ঠিক কর।"—আমি সে কর্ণপাত করি নাই, কর্ণপাত করিবার প্রয়োজনও করি নাই। তাহার পর, যথাসময়ে হরিদ্বারে ন। পথে যাত্রীর সংখ্যা দেখিয়া বুঝিলাম যে, ণাই হইবে। মনে বড়ই আনন্দ হইল।

মি দেরাদুন হইতে হরিদ্বারে যাইতেছিলাম। তখন র রেল হয় নাই। রেলে যাইতে হইলে দেরাদুন ২ মাইল একা বা ডাকগাড়ীতে সাহারণপুরে গিয়া, হইতে রেলে চড়িয়া লুক্সার-জংসনে গাড়ী বদল হরিদ্বারে যাইতে হইত। এত ঘোরা পথে কেহই ; সকলেই হরিদ্বারে যাইতে হইলে অরণ্যপথে কেহ কেহ বা গো-যানে, আমার মত লোকে পদব্রজে,— এবারও আমি পদব্রজেই গিয়াছিলাম।

দ্বার হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, রাস্তার পার্শ্বে, বাগান আছে। দেবালয়টি কে প্রতিষ্ঠা করিয়া-হা বলিতে পারি না ; কিন্তু তাহা অতি সুন্দর। বাগান, বাগানের মধ্যে মন্দির, মন্দিরটিও ছোট পাশে আরও পাঁচ সাতখানি ঘর আছে। আমি ই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন বার অধিক বিলম্ব নাই। সেখানেই দেখিলাম, র্শ্বে যেখানে একটু স্থান আছে, সেখানেই যাত্রীরা রিয়াছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে যে, হরিদ্বার একেবারে লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; রা আসিতেছে, তাহারা রাস্তার মধ্যে, যেখানে তেছে সেইখানেই, অবস্থিতি করিতেছে। আমি করিলাম, রাত্রিটা এই দেবালয়েই কাটাইয়া ক; পরদিন হরিদ্বারে গিয়া স্নানান্তর যদি কোথাও ব্যবস্থা ভগবান না করিয়া দেন, তাহাহইলে রিয়া যাইব। এই মনে করিয়া আমি দেবালয় বেশ করিলাম। দেখিলাম সেখানেও অনেক পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যে কয়খানি তাহা যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; অনেকে ধ্যে, অনাবৃত আকাশতলে, আশ্রয়লাভ করিয়াই য়াছে। আমি ধীরে ধীরে দেবালয়ের মধ্যে, ট, উপস্থিত হইলে এক সন্ন্যাসীবেশধারী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া হিন্দী-ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এখানে থাকিতে চান?" আমি বলিলাম, "ইচ্ছা ত তাই ছিল, কিন্তু এখানে যে একেবারেই স্থানাভাব দেখিতেছি!" সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ, স্থানাভাব ত বটেই ; তবে আপনার জন্য একটু স্থান করিয়া দিতে পারিব। সঙ্গে কি লোক আছে?" আমি বলিলাম, "এক লোকনাথ ব্যতীত আর কেহ ত সঙ্গী নাই ; আর সঙ্গী মিলে নাই বাবা!" আমার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইলেন ; তিনি বলিলেন, "মন্দিরের বারান্দায় আপনি আমারই সঙ্গী হইবেন।" আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনিই কি এই দেবালয়ের সেবাইৎ?" তিনি বলিলেন, "সেবা ত জানি না, সেবা যে করিতে পারি তাহাও মনে হয় না ; তবে আমার উপরেই সে ভার আছে।" এই বলিয়া, তিনি মন্দিরের বারান্দায় উঠিলেন ; আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনার সঙ্গে কোন আসন আছে কি?" আমি বলিলাম, "ভগবান এত আসন বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন!—আমি আসন বহিয়া মরিব কেন? এই কাপড়খানি, আর গামছাখানি ব্যতীত আমার সঙ্গে একটী লোটা পর্য্যন্তও নাই।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "বহুত খুব!" এই বলিয়া বারান্দার পার্শ্ব হইতে একখানি ছোট কম্বল আনিয়া, আমাকে আসন করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম যে, "এই ধরাসনই আমার রাজাসন, আমার অন্য আসনের প্রয়োজন নাই।" তখন সন্ন্যাসী রাত্রির আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "সেজন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না, আমার আহার যাহা হয় হইবে।" তখন, আরতির সময় হইল দেখিয়া, সন্ন্যাসী নিকটবর্ত্তী ইন্দারার দিকে চলিয়া গেলেন, এবং একটু পরেই আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই অন্যলোকে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল, এবং আরতির আয়োজন করিতেছিল। মন্দিরমধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ; আর কোন মূর্ত্তি নাই। আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, যাত্রীরা যে যেখানে ছিল, সকলেই মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইল ; আরতি আরম্ভ হইল, যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল, কেহ বা ভজন গায়িতে লাগিল। একটু পরেই আরতি শেষ হইল ; যাত্রীদের অনেকেই, দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া, স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল ; দুই চারিজন বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় মন্দিরের বারান্দায় উপবেশন

করিলেন। সন্ন্যাসীও আসিয়া সেখানেই বসিলেন। তখন ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ হইল; আগন্তুকগণের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসীকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসীও তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর কথা বার্ত্তায় বুঝিতে পারিলাম, তিনি খুব পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি; সাধারণ পুরোহিতের মত নহেন। আমি এই ধর্ম্মালোচনার মধ্যে কোন কথাই বলিতেছি না দেখিয়া, সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন, "লেড়্কা! তুমি যে কোন কথাই বলিতেছ না! ক্ষুধা পাইয়াছে?" আমি বলিলাম, "বলিবার কথা ত বেশী নাই বাবা, শুনিবার কথাই বহুত। আপনাদের কথাই শুনিতেছি; আমি আর কি বলিব?" আমার কথা শুনিয়া, সেখানে উপবিষ্ট একটি বৃদ্ধ আমার দিকে ফিরিয়া বসিলেন, এবং আমার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।—আমার আবার পরিচয় কি? আমি অতি সংক্ষেপে আমার দুঃখময় জীবনের কাহিনী বলিলাম। বৃদ্ধ, আমার কথা শুনিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর, ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা, তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। এই অন্ধকারে তোমার মুখখানি দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু তোমার স্বর শুনিয়া আর এক হতভাগ্যের কথা আমার মনে হইতেছে!" এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইলেন। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য যদিও আমার কৌতূহল হইল, কিন্তু আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না; চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

একটু পরেই বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! রাত্রিতে তোমার কি আহার হইবে?" আমি বলিলাম, "কিছু না।" বৃদ্ধ বলিলেন, "সে কি কথা? তুমি অনাহারে থাকিবে? ওবেলায় কি খাইয়াছ?" আমি বলিলাম "চারিটি ভুজা।" বৃদ্ধ বলিলেন "কি তুমি আজ তামাম দিন ভুজা খাইয়া আছ! রুটী বানাও নাই?" আমি বলিলাম, "বিশেষ প্রয়োজন মনে করি নাই!" আমার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি আহারটাকে কি কোন প্রয়োজনের মধ্যেই ধর না?" আমি বলিলাম, "ক্ষুধা-নিবারণের প্রয়োজন আছে বই কি; কিন্তু যাহা হয় কিছু হইলেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। রুটীই যে খাইতে হইবে,—এমন কোন কথা নাই।" সন্ন্যাসী হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "তা হবে না। আমরা সকলেই আর তুমি ভুখা থাকিবে;—তা কি হয়! আমার মহারাজ (রসুয়ে ব্রাহ্মণ) আছে, তোমার আহার সঙ্গেই হইবে; আমি বলিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধ বাগানের এক পার্শ্বে চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "তোমার লোকনাথ আহার মিলাইয়া দি তাহার পর নানাকথা হইতে লাগিল; বৃদ্ধও আসিয়া আমাদের কথায় যোগদান করিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে একটি লোক আসিয়া যে, 'আহার প্রস্তুত হইয়াছে।' বৃদ্ধ আমাকে বাগানের এক পার্শ্বে, তাঁহার আড্ডায়, উপস্থিত দেখিলাম, সেই স্থানে দুইটি বস্ত্রাবাস রহিয়াছে; ছোট, অপরটি অপেক্ষাকৃত বড়। আমরা বস্ত্রাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই বস্ত্রাবা একটি 'হারিকেন্' লণ্ঠন জ্বলিতেছে। সেই দেখিলাম, এক পার্শ্বে একটি বিছানার উপর দুই বসিয়া আছেন; একজন বর্ষীয়সী, অপর জন সম্মুখেই মৃত্তিকাসনে আর একটি স্ত্রীলোক বসিয়া বুঝিতে পারিলাম সেটি দাসী। বৃদ্ধ বস্ত্রাবাসে পার্শ্বস্থ একটি বিছানায় আমাকে বসিতে আমি সেই বিছানায় উপবিষ্ট হইলে, বৃদ্ধও আসিয়া বসিলেন। একটি ভৃত্য তামাক লইয়া বৃদ্ধ আমাকে তামাক খাইতে বলিলেন। আমি 'আমি তামাক খাই না'। ভৃত্য তখন একটা উপর কলিকাটি চড়াইয়া দিল; বৃদ্ধ তামাক লাগিলেন, এবং ঘন ঘন আমার দিকে চাহিতে আমি তাঁহার এ দৃষ্টির কোনই অর্থ বুঝিতে একটু পরেই বৃদ্ধ উঠিয়া গেলেন, এবং, পূর্ব্ব-কথিত নিকট যাইয়া, তাঁহাকে চুপে চুপে কি বলিলে তখনই আবার আসিয়া, আমার পার্শ্বে উপ বলিলেন, "বাবুজি! যাঁহার সঙ্গে আমি এই বলিলাম, উনি আমার পরিবার; আর যিনি আছেন, তিনি আমার পুত্রবধূ। আমি উহাঁদি লইয়া গঙ্গা স্নানে আসিয়াছি। এবার আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আমার পুত্রবধূ নিতান্ত

বাধ্য হইয়া আসিতে হইল। এখন কা'ল স্নান করাইয়া আনিতে পারিলেই বাঁচি। যে লোক-সমারোহ হইয়াছে, তাহাতে কাল যে কি বলিতে পারিনা! একবার ত—অনেক দিন আগে—ন জখম দাঙ্গা ফরিয়াদ্ হইয়া গিয়াছিল; এবার য়।" আমি বলিলাম, "এবার গবর্ণমেণ্ট খুব ব্যবস্থা ছেন, কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই।" লেন, "বড় ভীড় হইবে মনে করিয়া, বাড়ী হইতে রকন্দাজ ও দুইজন চাকর সঙ্গে আনিয়াছি।" তখন বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! পরিচয় ত আপনি পাইয়াছেন; কিন্তু আমি র অতিথি, তাঁর পরিচয় ত পাইলাম না!" তিনি "আমার পরিচয় কি? আমি সামান্য একজন * * তহসিল্ আমার বাড়ী। আমার আয় অতি ই পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে। সংসারে আমার নাই;—আছেন সুধু ওঁরাই দুইটি মহিলা!" এই একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমি স্থির করিলাম,—বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র ছিল; া মারা গিয়াছে; এখন সংসারে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূ আছেন, আর কেহ নাই। আমি লাম, "আপনার পুত্রটি কতদিন হইল মারা আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখ মলিন হইয়া তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া নেহি—নেহি বাবুসাব্—লেড়্কা মর্ নেহি গিয়া; হি গিয়া।"—আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম; "আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি আপনার বুঝিয়া অন্যায় কথা বলিয়া ফেলিয়াছি।" তিনি াইতেছিলেন; এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, াসে আহারের স্থান হইয়াছে। বৃদ্ধ তখন ইয়া আহারের স্থানে গেলেন। লোকনাথ সে রাত্রিতে সে পাহাড়ের মধ্যে রাজভোগই খিয়াছিলেন! আহার করিতে করিতে বৃদ্ধ াবুজি! আমার যে ছেলেটী ফেরার্ হইয়াছে, ার সহিত আপনার চেহারার অনেকটা মিল মি সেই কথাই আমার পরিবারকে বলিতে- নিও তাহাই বলিলেন!" ভাল কথা!—আমি কোথাকার বাঙ্গালী, আর তিনি লুধিয়ানা জেলার একজন জমিদার; আমি পথের ভিখারী, তিনি একজন রইস্!—আমার চেহারা, তাঁহার পলাতক পুত্রের চেহারার মত!—যাক্, —এই পাহাড়ের মধ্যে যদি পিতামাতার স্নেহ পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি!

আহার শেষ হইলে আমি বলিলাম, "আমি তাহা হইলে মন্দিরে যাই।" বৃদ্ধ আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তা' হইবে না; তোমার সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই নাই! তুমি আমাদের তাম্বুতেই শয়ন করিবে, চল।"—একই তাম্বুর মধ্যে একপার্শ্বে স্ত্রীলোকেরা থাকিবেন; আর তাহারই মধ্যে সম্পূর্ণ-অপরিচিত আমি, কেমন করিয়া রাত্রি কাটাই! এই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া তাঁহাকে বলিলাম। তিনি আমার কোন আপত্তিই মঞ্জুর করিলেন না; কাজেই আমাকে সেই বস্ত্রাবাসেই রাত্রি কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। আমার জন্য তখনই পৃথক্ একটা শয্যা-রচনা হইল; কিন্তু তখনই নিদ্রাদেবীর শরণ গ্রহণ করা হইয়া উঠিল না! বৃদ্ধ তখন নিজের দুঃখের কথা আরম্ভ করিলেন।—

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার মত হতভাগ্য আর এ দুনিয়ায় দু'টী নাই। আমার জমি জেওরাৎ যাহা আছে, তাহাতে সংসার বেশ চলিয়া যায়, দুপয়সা স্থিতিও হয়;—কিন্তু এ বিষয় কে খাইবে? সংসারে আমার একটি মাত্র পুত্র, সেও আজ চারি বৎসর ফেরার্!—কোথায় যে গেল!—বাঁচিয়া আছে,—কি মরিয়াছে; কিছুই জানি না!" এই বলিয়া বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমি বলিলাম, "সে সকল কথা বলিতে যদি মনে কষ্ট হয়, তাহা হইলে আর সে খবর আমাকে দিয়া কাজ নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন, "না,—না; কষ্ট হয় বলিয়া কি করিব? যদিও তোমার সঙ্গে অল্পক্ষণের পরিচয়, তবুও তোমার উপর আমার বড়ই স্নেহ জন্মিয়াছে। বলিয়াছি ত, তোমার চেহারা অনেকটা আমার ছেলের মত; তোমাকে দেখিয়া, তাহার কথা আমার মনে হইতেছে!—তুমি আমার দুঃখের কথা শোন;—গ্রামের মধ্যে আমারই অবস্থা ভাল, তাহার উপর লছমনপ্রসাদ আমার একমাত্র সন্তান; সুতরাং তাহাকে ছেলেবেলা হইতে সকলেই বেশী আদর করিত। তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করি

নাই ; কিন্তু—বড়-মানুষের ছেলেদের যেমন হয়—সে পড়া-শুনায় মন দিত না ; সারাদিন খেলা করিয়া, আমোদ করিয়া, কাটাইত ! পনর বৎসর বয়সের সময়ই সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল। আমি কি করিব ? একমাত্র পুত্র, তাড়না করিতে পারি না। তখন তাহাকে বিষয়কর্ম্ম দেখিতে বলিলাম। সে তাহাতেও মন দিলনা ; তাহার কতকগুলি কুসঙ্গী জুটিল। দশজন আত্মীয় পরামর্শ দিলেন যে, বিবাহ দিলে ছেলেটা ভাল হইবে। সেই ভাল বিবেচনা করিয়া, অনেক অনুসন্ধানে বড়-মানুষের ঘরের সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিলাম ; কিন্তু কিছুই হইল না ; লছমনপ্রসাদ ক্রমেই খারাপ হইয়া যাইতে লাগিল। মদখাওয়া আরম্ভ করিল, অন্যান্য কুক্রিয়াতেও আসক্ত হইল। একমাত্র ছেলে ; তাহার অসদ্ব্যবহারের কথা শুনিয়াও শুনিতাম না,—নানা জনের নানা কথায় কর্ণপাত করিতাম না। ক্রমেই সে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। তাহার অত্যাচারে গরিব-লোকের স্ত্রী কন্যা লইয়া গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আঠার বৎসর বয়সের ছেলে যে এমন বদ্ হইয়া যাইতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না ! শেষে একদিন শুনিলাম, আমার প্রতিবেশী এক গৃহস্থের বিধবা-কন্যাকে সে পাপপথে লইয়া গিয়াছে ! এতদিনও আমি সহিয়াছিলাম ; কিন্তু এ সংবাদ শুনিয়া আমি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া অনেক ভর্ৎসনা করিলাম, দুর্ব্বাক্যও বলিলাম। সেই রাত্রিতেই সে ঐ বিধবা-মেয়েটিকে কুলের বাহির করিয়া কোথায় চলিয়া গেল ;—আমি লজ্জায় ঘৃণায় গ্রামে মুখ দেখাইতে পারিলাম না ; তাহার কোন অনুসন্ধানও করিলাম না ! কিছুদিন পরে, আর একটি হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইলাম ; সে কথা মনে করিতেও ঘৃণা হয় ;—আমার ছেলে না কি চুরীর অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে ! যে মেয়েটিকে সে কুলের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিছুদিন পরে তাহাকে পরিত্যাগ করে ;—মেয়েটি বাজারে আশ্রয় লইয়াছে। হতভাগা যদি তখনও বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাহা হইলেও হয় ;—সে তাহা করিল না, কুসঙ্গে পড়িয়া অর্থাভাবে চুরী আরম্ভ করিয়া দিল। পুলিস তাহাকে যখন গ্রেপ্তার করে, তখন আমি সংবাদ পাই ; কিন্তু আমার তখন এমন রাগ হইয়াছিল যে, আমি তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিলাম না। আমি ভদ্রলোক ; দেশে আমার মানসম্ভ্র[illegible] জেলার উপর দশজন আমাকে জানে, চেনে ;—আ[illegible] কি না চুরী করিল ! আমি তাহার জন্য কিছুই করি[illegible] আমার পরিবার অনেক কাঁদাকাটি করিলেন ; [illegible] সে হতভাগাকে কোন প্রকার সাহায্য করিলাম [illegible] যেকার্য্য করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত দণ্ড সে ভোগ[illegible] তাহার পরেই শুনিলাম, তাহার তিন মাসের জেল[illegible] এ সংবাদ শুনিয়া মনটা বড়ই কাতর হইল।[illegible] হউক সন্তান ত বটে ! তখন অনুশোচনা উপস্থি[illegible] মনে হইল, চেষ্টা করিলে হয় ত তাহাকে বাঁচাই[illegible]তাম।—কিন্তু তাহা আর হইল কৈ ! তাহার পর[illegible] এই শাস্তির পর, তাহার স্বভাব হয়ত ভাল হ[illegible] বাড়ীতে আসিয়া ঘরসংসার করিবে। তিনমাস[illegible] দিন তাহার কারামুক্তি হইবার কথা, সেইদিন, [illegible] গোমস্তাকে পাঠাইয়া দিলাম। সে ফিরিয়া আ[illegible] দিল যে,—জেলের মধ্যে বেশ ভালভাবে থাকা[illegible] বাহাদুর তাহাকে তিনদিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া [illegible] আমার গোমস্তা সেখানে তাহার অনুসন্ধান করি[illegible] কোন খোঁজই পাইল না ! আমার পরিবার ব[illegible] মনের দুঃখে এবং লজ্জায় সে দেশত্যাগী হইয়াছে[illegible] বাড়ীতে আসিবে না ! কেনই বা তাহার [illegible] ছিলাম ;—এখন বধূমাতার মুখ দেখিলে, আমার [illegible] যায় ! তাহার বাপ ভাই, কতবার তাহাকে লইয়া [illegible] আসিয়াছিল ; কিন্তু বধূমাতা যাইতে চাহেন নাই ! [illegible] করিলেই বলেন, 'তিনি যদি হঠাৎ আসেন, আ[illegible] আমাকে না দেখেন, তাহা হইলে কি মনে [illegible] এমন মেয়ে হয় না। মা আমার সাক্ষাৎ ল[illegible] মেয়ের অদৃষ্টেও ভগবান এত কষ্ট লিখিয়া ছিলে[illegible] চারিবৎসর তাহার উদ্দেশ নাই ;—বাঁচিয়া আছে[illegible] গিয়াছে, তাই বা কে বলিবে ? বৌ-মা আমার [illegible] কিছু বলেন না ; নীরবে চক্ষের জল ফেলে[illegible] উপর যত্ন নাই, কোন সাধ-আহ্লাদ নাই। তাঁ[illegible] দিকে চাহিলে আমার বুক ফাটিয়া যায় ; কিন্তু [illegible] বেদনা দূর করিবার ত কোন উপায়ই দেখি না। [illegible] কত ব্রত-নিয়ম করিতে বলি ;—তিনি একই [illegible] 'তিনি আসুন,—তখন সব করিব।'

[illegible]নই করিয়া চারিবৎসর গেল ; তাহার ত কোন [illegible] পাই নাই। এবার এখানে কুম্ভমেলা।—আমি [illegible] কোন তীর্থে যাই নাই ; আমার পরিবারও কখন যাইবার কথা আমাকে বলেন নাই।—সেদিন [illegible] আমার পরিবারকে বলিলেন যে, 'এবার গঙ্গাস্নানে [illegible] ভাল হয়।' আমার পরিবার তাহাতে বলেন [illegible] এবার হরিদ্বারে যাওয়া বড়ই কষ্টকর হইবে ;—সেখানে অনেক লোক হইবে, থাকিবার স্থান [illegible] না।' বধূমাতা তাহাতে বলেন, 'এবার সেখানে [illegible] আমার মনের মধ্যে কে যেন বলিতেছে,—সেখানে [illegible] তাঁহার দর্শন মিলিবে ! আজ কয়দিন হইতেই [illegible] মনের মধ্যে ঐ কথা জাগিতেছে ; কে যেন যখন [illegible] বলে, "মেলায় যা, সেখানে তোর স্বামী মিলিবে।"' [illegible] পরিবারের নিকট যখন এই কথা শুনিলাম, তখন [illegible]লকে লইয়া এখানে আসিবার সঙ্কল্প করিলাম। বধূ-[illegible]নও কোন কথা বলেন না ; আজ চারিবৎসর কোন [illegible]লেন নাই। এবার যখন তাঁহার এখানে আসিবার [illegible] হইয়াছে,—আর তাঁহার মনে যখন কথাটা উঠিয়াছে [illegible]নে এলে লছমনপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে,—যতটাকা লাগে, যত অসুবিধাই হউক,—আমাকে [illegible] হইবে।—তাই, তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব বন্দোবস্ত [illegible] এখানে আসিয়াছি। এই মন্দিরের সেবাইৎ সন্ন্যাসী [illegible]ধ্যে আমার গরিবখানায় পদধূলি দিয়া থাকেন ; তাই [illegible] তাঁহারই আশ্রয়ে আসিয়াছি।—বধূমাতার কথা [illegible] না ফলুক, কিছু ফলিয়াছে ;—আমরা তোমাকে ত [illegible] তুমিই এখন আমাদের ছেলের মত ; [illegible] আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। সংসারে ত কেহই নাই ; যে কয়দিন আমি বাঁচিয়া থাকি, [illegible]মার কাছে থাকিও ; তার পর যার অদৃষ্ট যা থাকে, [illegible]বে !"

[illegible] কথা শুনিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল, আমি [illegible] "আপনি নিরাশ হইতেছেন কেন ? তিনি অবশ্যই আসিবেন। সতী-রমণীর কথা বৃথা হয় না। [illegible] ত আপনার পুত্রবধূ কোন প্রকার খোঁজ-খবরের [illegible]রোধ করেন নাই। এবার তিনি অনুরোধ [illegible] কেন ? এতকাল পরে তিনি এখানে আসিতে চাইলেন কেন ? তাঁহার মনের মধ্যে কে ডাকিয়া বলিয়াছে, 'এখানে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।' আমার বিশ্বাস, এবারই তার সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎ হবে !" বৃদ্ধ বলিলেন, "এমন অদৃষ্ট কি হবে ? বিশেষ সে যতই অপরাধ করুক, তাকে আমার ক্ষমা করা উচিত ছিল ;—অন্ততঃ বৌমার দিকে চাহিয়াও তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা উচিত ছিল ; কিন্তু কি জান বাবা, সময়ে উচিত-অনুচিত জ্ঞান থাকে না ! আমার তখন বড়ই রাগ হইয়াছিল ; তাহার ফল ভোগ করিতেছি !—আরও কতকাল ভুগিতে হইবে, ভগবানই জানেন !—যাক্, রাত্রি অনেক হয়েছে ; কা'ল আবার খুব ভোরে উঠ্‌তে হবে।—তুমি বাবা আমাদের সঙ্গ ছেড়োনা।"

তাহার পর আমরা শয়ন করিলাম ; বিছানায় শুইয়াও অনেকক্ষণ নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। পূর্ব্বদিক্ আলো হইবার পূর্ব্বেই, যাত্রীরা মহাকলরব করিয়া, হরিদ্বারে স্নান করিবার জন্য বাহির হইল ; আমরাও তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম।—বৃদ্ধের পটমণ্ডপ রক্ষার জন্য একজন চৌকীদার থাকিল।

তাহার পর গঙ্গাস্নান ! সে এক অভিনব দৃশ্য ! তাহার তুলনা আর দিব না, সে কথা বলিবার জন্যও এ প্রস্তাব নহে। সরকার-বাহাদুর যেপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন, তাহাতে কাহারও স্নানের অসুবিধা হয় নাই। আমরা সকলে স্নানশেষ করিয়া উপরে উঠিলাম। বৃদ্ধ সেই বাগানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি বলিলাম, "আপনারা যান, আমি একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসি।" বৃদ্ধ বলিলেন, "এখন বাসায় চল, আহারাদির পর বেড়াইতে আসিও।" আমি বলিলাম, "না,—আপনারা যান। আমি, সারাদিন এই লোকারণ্যের মধ্যে বেড়াইয়া, সন্ধ্যার সময় আপনার ওখানে যাইব।" আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "বিলম্ব করিও না, সন্ধ্যার মধ্যেই যাইও। কালই আমরা চলিয়া যাইব,—মনে থাকে যেন।" আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি-প্রকাশ করিলাম।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন ; আমি তখন সেই জনসমুদ্রে ডুবিয়া গেলাম। আমাকে যেন সেদিন ভূতে পাইয়া বসিল। সাধুসন্ন্যাসীদিগের সহিত দেখাশুনা করিব,—এ দিক ওদিকে বেড়াইব ;—কিন্তু আমার তাহা হইল না। আমার মাথার মধ্যে কেমন করিয়া এই কথাটা প্রবেশলাভ

করিল যে, 'লছমনপ্রসাদকে আজ, এই লোকারণ্যের মধ্য হইতে, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।' স্নান করিতে আসিবার সময় লছমনপ্রসাদের স্ত্রীর সেই ব্যাকুল-দৃষ্টি,—সেই মৌন-কাতর প্রার্থনা,—সেই মলিন-মুখ আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি পথে চলিবার সময় অনেকবার তাঁহার দিকে তাকাইয়াছিলাম;

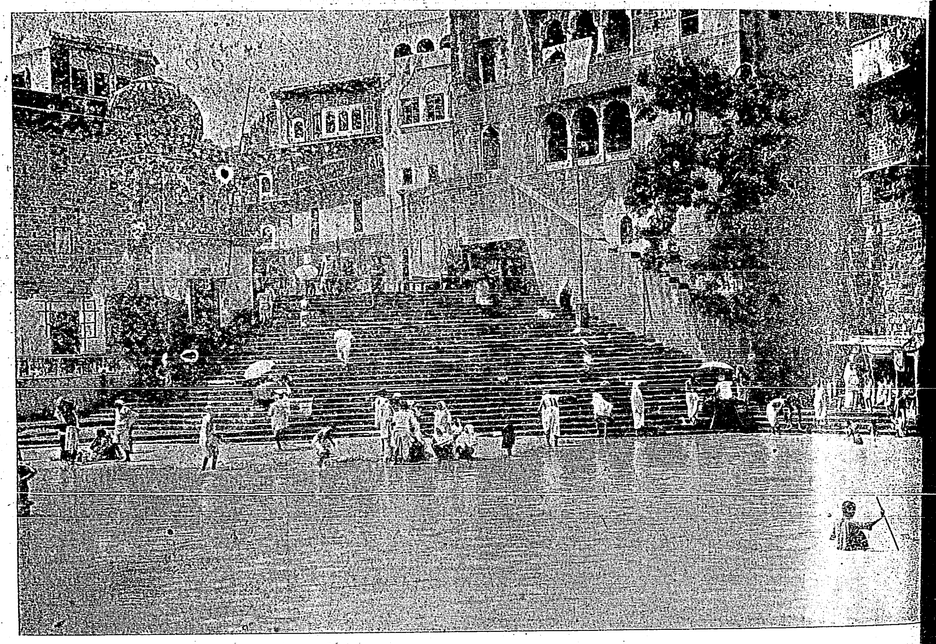

"তার পর গঙ্গাস্নান।"

একবার তাঁহার দৃষ্টি আমার উপরও পড়িয়াছিল;—সেই দৃষ্টির মধ্যে কি ব্যাকুলতা, কি প্রাণের বেদনা! আমি যেন তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, 'লছমনপ্রসাদকে,—তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্বকে, তাঁহার হারাণো-রত্নকে—খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার, তিনি সেই এক কাতর-দৃষ্টিতেই আমার উপর সমর্পণ করিলেন!' আমি সেই সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, 'আজ সারাদিন, এই হরিদ্বারের জনসমুদ্র-মন্থন করিয়া, যুবতীর সেই রত্নের অনুসন্ধান করিব—এবার এই মেলায় ইহাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য হইল।' আমারই মত তাহার চেহারা; সুতরাং যদি তাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে চিনিতে পারিব। বৃদ্ধ যখন সকলকে লইয়া চলিয়া যান, তখন যুবতী আমার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন; কাতরতাপূর্ণ-দৃষ্টি,—সে আকুল-প্রার্থনা আমার মোহাবিষ্ট করিয়াছিল।

আমি সেদিন যেন পাগলের মত হইয়া গিয়াছি সেই বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত—আমি একটু নাই, কিছুই আহার করি নাই, জলবিন্দু

গ্রহণ করি নাই, এক স্থানে স্থির হইয়া বসি পারি নাই! হরিদ্বার, মায়াপুর, কনখল, গঙ্গা পারের পাহাড়, পাহাড়ের উপর চণ্ডীর মন্দির পাশের গ্রাম-মাঠ,—আমি সে সমস্ত স্থানে কেব বেড়াইয়াছি, আর সকলের মুখের দিকে চা হায় অদৃষ্ট! সারাদিন খুঁজিয়াও সেই মুখখানি পাইলাম না,—কেহই আমাকে জিজ্ঞাসাও করি আমি এই লোকারণ্যের মধ্যে কি খুঁজিয়া বেড়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে আমি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; সহিত কথাপর্য্যন্ত বলি নাই। সন্ধ্যার সময় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাকে কাতর করিল; যে পা দুইখানি হিমা

ভংরাই আমাকে অনায়াসে পার করিয়া দিয়াছে, আজ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আমি তখন মায়াপুরের একটা বাগানের মধ্যে, এক বৃক্ষতলে, একেবারে পড়িলাম। সেই বৃক্ষতলে অনেকগুলি সন্ন্যাসী ধুনী য়া বসিয়াছিলেন; আমি একবার তাঁহাদের মুখের চাহিলাম,—কিন্তু লছমনপ্রসাদের মত কাহাকেও দেখিলাম না। বৃদ্ধের বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া যাইবার ক্তিও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। ফিরিয়া গেলে লছমন ত্নী যখন সতৃষ্ণনয়নে আমার দিকে চাহিবেন, তখন, াণে আশার সঞ্চার করিবার জন্য, আমি কি বলিব? ত বলিতে হইবে যে, তাঁহার স্বামীকে খুঁজিয়া না! তখন সেই দেবীরূপিণী সতী যে দীর্ঘ-ত্যাগ করিবেন, তাহা আমার সহ্য হইবে না। র কে আমি,—কেমন করিয়া একরাত্রিতে ই হিন্দুস্থানী পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়া —এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে সেই সেই ধরাসনে, নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

কণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না; হঠাৎ করস্পর্শে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল,—আমি ড় উঠিয়া বসিলাম; তখন পূর্ব্বাকাশ লোহিত করিয়াছে। আমি চাহিয়া দেখি,—আমার র্ঘজটাজূটধারী অপূর্ব্ব-জ্যোতিঃবিমণ্ডিত গৈরিক-হিত কমণ্ডলুহস্ত এক বৃদ্ধসন্ন্যাসী দণ্ডায়মান! দক্ষিণ-হস্তে কমণ্ডলু, বামহস্তে একটি যুবক হাত ধরিয়া আছেন।—সন্ন্যাসীর দিকে চাহিবা-তিনি আমাকে বলিলেন, 'বাবা! তুমি যাকে কা'ল খুঁজিয়া বেড়াইয়াছ, তাহাকে আমি লইয়া —"এই লে বেটা তেরা লছমন্ দি!"

ণি আমার কাণে গেল; সম্মুখে যে দুইটি ইয়া আছেন, তাহাও দেখিতেছি!—কিন্তু ব্যাপার ?—আমি ত স্বপ্ন দেখিতেছি না?—মুহূর্ত্তের ার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমি চক্ষুর্মুদ্রিত —পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি, সেই বৃদ্ধ-সন্ন্যাসী হইয়াছেন; আর সেই যুবক-সন্ন্যাসী আমার ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তখন এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং সেই যুবক সন্ন্যাসীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "লছমনপ্রসাদ!—স্বামীজি কাঁহা গিয়া?" সন্ন্যাসী অবাক্! সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না—আমার দিকে চাহিয়া রহিল! আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "স্বামীজি কাঁহা গিয়া ভাই?" যুবক-সন্ন্যাসী বলিল "কোন্ স্বামীজিকা বাৎ বোল্‌তে হ্যাঁয়? কোই স্বামীজি তো হিঁয়া নেহি আয়েঁ!" আমি তখন বলিলাম, "এই যে এখনই তোমার হাত ধরিয়া এক স্বামীজি—এক মহাপুরুষ—দাঁড়াইয়া ছিলেন; আমাকে ডাকিয়া তুলিলেন, তোমার পরিচয় আমাকে দিলেন। তুমি ব'ল্‌ছো কেহই তোমার সঙ্গে ছিলেন না!—তোমারই নাম ত লছমন প্রসাদ?" লছমনপ্রসাদ বলিল, "হাঁ—আমারই নাম লছমন প্রসাদ। আমি সারারাত্রি লোকের গোল্‌মালে ঘুমাইতে পারি নাই; আমিও এই বাগানের মধ্যেই একটা গাছতলায় শুইয়াছিলাম। ঘুম হইল না দেখিয়া, বাগানের মধ্যে বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম; বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া দেখি, আপনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। স্থানটা কতকটা নির্জ্জন দেখিয়া আমি একটু দাঁড়াইয়াছিলাম।—আমাকে ত কেহ এখানে ডাকিয়া আনেন নাই,—কোন সন্ন্যাসী ত এখানে ছিলেন না।—সে কথা যাক্, ও সব আপনার খেয়াল!—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমার নাম জানিলেন কেমন করিয়া?—আমাকে চিনিলেন কেমন করিয়া?" আমি বলিলাম, "তুমি এইখানে বোসো। আমাকে একটু প্রকৃতিস্থ হইতে দাও; তোমাকে সব বলিতেছি।" লছমনপ্রসাদ আমার পার্শ্বে বসিল। আমি নিজকে অনেকটা সংযত করিয়া লইলাম; তাহার পর সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত তাহাকে বলিলাম। লছমন প্রসাদ আমার কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল! এমন কথা সে কখনও শোনে নাই! সে বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন শুভ পয়লা বৈশাখের সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকের চণ্ডীর পাহাড়ের ওপার হইতে মাথা তুলিতেছিলেন। আমি লছমনপ্রসাদের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভাই! সমস্ত কথা ত শুনিলে; এখন বাড়ী চল।—দেখিতে পাইতেছ, ইহা মহাপুরুষের আদেশ। তিনি আমাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন 'এই লে বেটা তেরা লছমন্ প্রসাদ।' তিনিই তোমার হাতধরিয়া আমার কাছে

পৌঁছাইয়া দিয়াছেন ; নতুবা কাল সারাদিন খুঁজিয়া ত তোমাকে পাই নাই ! তোমাকে ঘরে যাইতে হইবে ; তাই, মহাপুরুষ তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। আর, তোমার স্ত্রী—সেই দেবীরূপিণী সতী—যে তোমার পথ চাহিয়া আছেন ; চল ভাই,—আমার সঙ্গে চল।" লছমনপ্রসাদ একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে চলুন।"—সে আর কোন কথা বলিল না। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সে মহাপুরুষের আর সাক্ষাৎ পাইলাম না ! শুভ পয়লা বৈশাখে সেই একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।—আমার পুণ্যবলে দেখি নাই,—আমার সুকৃতির বলে আমি সেই দেববাণী শুনি নাই ; যে সতী রমণীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমি হরিদ্বারের সেই জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, তাঁহারই সতীমহিমায়—তাঁহারই কৃপায়—আমি সেই পয়লা বৈশাখের অরুণোদয়কালে মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলাম। এ সকল তাঁহারই লীলা, তাঁহারই খেলা !—আমি তখন সেই বৃক্ষমূলে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম ; ঠিক সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষতল হইতে একজন সন্ন্যাসী গায়িয়া উঠিল,—

"সেবা, বন্দন্, আউর্ অধীনতা, সহজে মিলায়ে গোঁসাই।"

তাহারপর ?—তাহারপর আর কি !—তাহারপর সোজা কথা ;—লছমনপ্রসাদকে তাহার বৃদ্ধ পিতামাতার নি পৌঁছাইয়া দিলাম। বাগানের মধ্যে আমরা যখন প্র করিলাম, তখন বেলা হইয়াগিয়াছে। আমি ল প্রসাদের হাতধরিয়া, একেবারে বৃদ্ধের পটমণ্ডপের উপস্থিত হইলাম ; উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "মায়ি! লেও তেরা লছমনপ্রসাদ।" আমার কথা শুনিয়াই ও তাঁহার স্ত্রী দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন ;—মা একেবারে পুত্রকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। বাসের দ্বারের পার্শ্বে সেই দেবীমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াই আমি সেইদিকে চাহিলাম ; তাঁহার দৃষ্টিতে তখন দেখিয়াছিলাম, তাহা এজীবনে আর কখনও দেখিনাই, কখনও বুঝি দেখিব না ! তাহা অবর্ণনীয়,—তাহা মানুষের নয়নে এমন শান্ত পবিত্র কোমল জ্যোতিঃ দেখি নাই !—শুভ পয়লা বৈশাখে আমার সেই আর লাভ !—সেই মহাপুরুষের দর্শনলাভই অধিক মূল্যবান অথবা,এই সতী-রমণীর হাস্যোৎফুল্ল পবিত্র বদন ও জ্যো নেত্রদ্বয়নিঃসৃত আশীর্ব্বাদলাভই সমধিক মূল্যবান ?— ঠিক্ বলিতে পারি না !

শ্রীজলধর সে

মুক্ত-দ্বার

তোমারি তো গৃহ এযে, আপনার করে
দ্বার খুলে রেখে গেছ, তাই তো এ আমি
নারি বন্ধ করিবারে। সবে মোর ঘরে
পশিয়াছে, মুক্ত পেয়ে। হে জীবনস্বামি !
বসে' আছি সেই আশে তোমার লাগিয়া,
দেবে এবে বন্ধ করি আপনি আসিয়া।
যত দিনে ফিরে তুমি না আসিবে, নাথ !
ততদিন সকলেরি হবে যাতায়াত !

শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন।

প্রভেদ

পুরুষেরা—সুগন্ধ কুসুম
নারী—তার মধু, রেণু, সার।
নর—শুধু, সঙ্গীত মহান্,
রমণী—সে সুর-লয় তা'র।
নর—দেহ সুঠাম সুন্দর,
নারী—তার আত্মা-বধু—প্রাণ।
বিশ্বমাঝে মধুচক্র—নর,
নারী—মধু—দেবতার দান।

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টো

মঙ্গলকোট সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

জেলার অধীন মঙ্গলকোট গ্রাম অতি প্রাচীন তিহাসিক সম্পৎ-সম্ভারে পরিপূরিত। কএকখানি ফারসী পুস্তকে মঙ্গলকোটের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। গের লিখিত 'চণ্ডী'তেও মঙ্গলকোট সসম্মানে পরি- হইয়াছে।—তাহা না হইবে কেন ? 'চণ্ডী'-বর্ণিত সওদাগর ও খুল্লনাদির লীলাক্ষেত্র উজানী যে মঙ্গল- উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থান। প্রাচীন বৈষ্ণব কবি লোচন- ও জন্মভূমি ঐ উজানী। উজানী, এক্ষণে কোগ্রাম আখ্যাত হইয়াছে। বাঙ্গলার কৃতবিদ্য সুসন্তানগণ টের প্রাচীনত্বের দিকে মনোযোগী হইলে প্রচুর সিক উপাদান লাভ করিবেন। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাটনা ও রাজমহল প্রভৃতি নগরাবলীর যেরূপ মূল্য, মঙ্গলকোটের প্রাচীন-কীর্ত্তি- সেইরূপ মূল্য পাইবার অধিকারী। মঙ্গলকোটে যে পুরাতত্ত্বের নিদর্শন এবং প্রাচীন-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ছে সেগুলির সংখ্যা অল্প নয়, বরং অনেক অধিক। নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ লইয়া মস্তিষ্ক-আলোড়ন ঐতিহাসিকগণ নিশ্চয়ই পুঞ্জ পুঞ্জ মূল্যবান্ সামগ্রী করিবেন ; তাঁহাদের শ্রম সুফলপ্রসূ হইবে, এবং বঙ্গের ইতিহাসে এক মূল্যবান্ ও অভূতপূর্ব্ব মূলক উপাদান সংগৃহীত হইবে—তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র নাই। মঙ্গলকোট সম্বন্ধে আমার যে সকল বিষয় আছে, তাহাদের মধ্যে যে সকল কথা খাঁটি সত্য প্রকারে নির্ভুল বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই সকল কথাই বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ই উল্লেখিত হইয়াছে, মঙ্গলকোট প্রাচীন-স্থান। পূর্ব্বে এই গ্রাম বিক্রমকেশরী নামক কোন প্রতাপশালী নৃপতির রাজধানী ছিল ; মঙ্গলকোটের কোন স্থানের দৃশ্য দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে যায়। পোদ্দারপাড়ার পূর্ব্বদিকস্থ বিস্তৃত ও উন্নত ঐ রাজার অন্দরমহলরূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া বাসীদিগের বিশ্বাস। স্থানটি যাঁহারা দেখিয়াছেন, বিশ্বাস অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন ও, বৃষ্টির পর অনেক লোক ঐ স্থানে গিয়া মোহর, স্বর্ণখণ্ড, ও প্রাচীন-রৌপ্যমুদ্রা কুড়াইয়া পায়—এরূপ শুনা গিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, রাজার অন্দরমহল ও ধনাগার এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। তাহা ছাড়া, মঙ্গলকোটের অন্যান্য কএক স্থানকে স্থানীয় লোকে রাজার 'হাতীশাল', 'ঘোড়াশাল', ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করিয়া থাকে ; ঐ সকল স্থানের বাহ্য দৃশ্যও ঐ সকল অভিধানের অনুকূল। এই গ্রামের কএকটি ক্ষুদ্রাকৃতি পুষ্করিণীর বিষয়েও স্থানীয় লোকে নানারূপ বর্ণনা করিয়া থাকে ; কোনটিকে রাজার তৈলকুণ্ড, কোনটিকে ঘৃতকুণ্ড, আবার কোনটিকে দুগ্ধকুণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শুনিতে পাই, রাজার অন্দর-মহলের মধ্যে জীবকুণ্ড নামক আর একটি কুণ্ড ছিল—তাহাতে মৃত-জীবকে ডুবাইলে সে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিত ! যখন প্রবল-প্রভঞ্জনের ন্যায় চিরবিজয়ী মোসলেম সৈন্য মঙ্গলকোট অধিকারের জন্য আগমন করে, তখন প্রথম কএক দিনের যুদ্ধে মোসলেম শক্তি জয়লাভ করিতে পারেন নাই ; কারণ, মোসলেম দলের যে সকল সৈন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হইত, পুনঃ তাহাদিগকে পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, এবং আহত সৈন্যগণও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত ; অন্যদিকে রাজার নিহত ও আহত সৈন্যদিগের সকলেই প্রোক্ত জীব-কুণ্ডের প্রসাদে বিনষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইতে পাইত না। জীবকুণ্ডের জল পাইলেই নিহত সৈন্যগণ নবজীবন ও নববল লাভ করিত, এবং আহত সৈন্যগণ সম্পূর্ণ সুস্থকায় ও সবলদেহ হইয়া উঠিত। এই জন্য, রাজার সহিত মোসলেম শক্তি কিছুতেই আঁটিতে না পারিয়া, বড়ই বিব্রত ও চিন্তিত হইলেন। কএকদিন পরেই, তাঁহারা কোন গুপ্তচরের নিকট পরাজয়ের কারণ আবিষ্কার করিয়া, যে কোন উপায়ে ঐ কুণ্ডে গোমাংস-খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া কুণ্ডের সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট করিলেন ; এবং তৎপর দিবস, মহা উল্লাস ও উদ্যমের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া, মঙ্গলকোট অধিকার করিলেন। এই সকল কিংবদন্তীর মূলে কতটুকু সত্য আছে,—তাহা আবিষ্কার করা প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের কার্য্য ; আমাদের নহে। মঙ্গলকোটের হিন্দু রাজত্ব কালের ইতিহাস বড়ই অন্ধকারে পড়িয়া আছে। তবে, একথা, নিশ্চয় যে, মঙ্গলকোটস্থিত প্রাচীন

কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ও পুরাবৃত্তসংক্রান্ত জীর্ণ নিদর্শনগুলির সাহায্যে, পুরাবৃত্তবিদ্ গবেষকগণ অল্পায়াসেই সেই অতি প্রাচীনকালের কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির করিতে পারিবেন। আমরা, কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া, এইটুকু বলিতে পারি যে,—রাজা বিক্রমকেশরী পরাক্রান্ত, সুশাসক, প্রজাবৎসল ও পুণ্যবান্ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার পুণ্যবলে একদিন একরাত্রি মঙ্গলকোটে স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল। মঙ্গলকোট-অঞ্চলের অনেকের বিশ্বাস যে, ভারতের ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত নবরত্ন সভাধিষ্ঠিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যই মঙ্গলকোটে রাজত্ব করিতেন। নবরত্ন-পরিবেষ্টিত বিক্রমাদিত্যকে আনিতে হইলেই উজ্জয়িনীর আবশ্যক; সুতরাং এই বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোল্লেখিত উজানীকে উজ্জয়িনী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আবার বীরভূম জেলার অধীন, বোলপুর চৌকীর অন্তর্গত, শিঙ্গান ও শ্রীরামপুর নামক গ্রামদ্বয়ের দুইটি বৃক্ষতলকে উল্লিখিত বিক্রমাদিত্যের তালবেতাল-

মৌলানা হামেদ্ দানেশমন্দের সমাধি

সিদ্ধির স্থান বলিয়া ঘোষণা করিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। এই বিশ্বাস সমীচীন ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু, তাই বলিয়া, এই সকল বিশ্বাস যে একেবারেই ভিত্তিশূন্য ও উপহাসযোগ্য, তাহাও বলিতে সাহস হয় না। বঙ্গের ঐতিহাসিক-সমিতির স্কন্ধে এই তথ্যানুসন্ধান-ভার ন্যস্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

যাহা হউক, মোসলেমবিজয়ের পর হইতেই, কোট হইতে চিরদিনের জন্য হিন্দু-প্রাধান্য লুপ্ত হ তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিদ্যা, বুদ্ধি, আভিজাত্য, প্রতাপ, প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম, সদাচার ও জনসংখ্যা— বিষয়েই মোসলেমগণই এখানে নিরবচ্ছিন্ন অ বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। মঙ্গলকোটের মোখ বঙ্গদেশে সকল বিষয়েই বরেণ্য ও সুপরিচিত। বহুসংখ্যক মোসলেম-সাধুপুরুষের সমাধি আছে; মঙ্গলকোটের বাজার নামক স্থানের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটি পরলোকগত মৌলানা মখদুম হামেদ দ মন্দির। মখদুম হামেদ দানেশমন্দ, হিজরীর দ্বিতীয় সমগ্র মোসলেম-জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আউলিয়া, ও তরিকাজনাব হজরৎ সেখ আহমদ সর্হিন্দী মরহুম প্রিয়শিষ্য ছিলেন। এই মখদুমের নিকট তৈমুরবং দিল্লীশ্বর সম্রাট্ সাহাবদ্দিন মহম্মদ শাহজাহান করিয়াছিলেন। সুপবিত্র সমাধিমন্দিরের স্থাপিত আরবী অক্ষর প্রস্তরফলকগুলি পাঠ জানিতে পারিয়াছি যে, সম্রাট্ শাহজাহান স্বীয় শুভাশীর্ব্বাদ লাভেচ্ছায় ময়ূর-সিংহাসন ও ত্যাগ করিয়া একবার কোটে শুভাগমন করিয়া এবং ধর্ম্মগুরুর অতিথি মাদ্রাসার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ জায়গীর দিয়া গিয়াছিলে সকল জায়গীর বহুবার মখদুমের স্থলাভিষিক্তগণ দখলেই ছিল। এক

আইনের আবর্ত্তে পতিত হইয়া, ঐ সমুদয় সম্পত্তি বাবুদিগের অধিকারে আসিয়াছে। সম্রাট্ শাহজাহা কোটে আসিবার সময় মঙ্গলকোটের দুই ক্রো জাহানাবাদ নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করি এবং,আধ্যাত্মিক ধনে ধনবান্ গুরুর নিকট পার্থিব সহিত গমনকরা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বুঝিয়া, জাহানা

ভাবে পদব্রজে মঙ্গলকোটে আগমন করেন। না যে, জাহানাবাদে তখন কোন লোকজন বাস , এবং তখন উহার জাহানাবাদ আখ্যাও ছিল না; হা নদীতীরস্থ নিবিড় জঙ্গলময় স্থানমাত্র ছিল। িবির-সংস্থাপনের পর হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দিগের যত্নে ঐস্থানে গ্রাম বসিয়াছে ও জাহানাবাদ সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এই গ্রাম ায়ের একটি কেন্দ্র-স্থান ছিল; নীলকর সাহেব- ঠী ও কারখানা প্রভৃতি এখনও এখানে বিদ্যমান অবশ্য তাহাদের আর সে পূর্ব্বাবস্থা নাই।

াহা হউক, মখদুম সাহেবের পবিত্র-সমাধিমন্দির িতান্ত জীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থা লইয়া, অতীতের সাক্ষী- রূপে বিরাজিত রহিয়াছে। যে বাটীতে সমাধি-মন্দির সেই বাটীটি খুব প্রকাণ্ড ও চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত; বাটীটি ৭।৮ বিঘার কম হইবে না। র মধ্যে পুস্তকাগার, মাদ্রাসা, অধ্যাপকদিগের ন, অতিথিশালা নহবৎখানা, অন্দরমহল ও এই সমস্ত পুণ্যকীর্ত্তি বিরাজিত ছিল; অধুনা ঐ ণ্যকীর্ত্তির চিহ্নগুলি মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এ প্রকাণ্ড বাটীতে দিবাভাগে প্রবেশ করিতেই চারিদিকেই প্রাচীর; বাটীর মধ্যে যেখানে সেখানে ির পর্ব্বতাকৃতি অর্দ্ধভগ্ন বা সম্পূর্ণ প্রাচীর; ঐ াচীরের গাত্রে উৎপাদিত বৃক্ষ; বাটীর যেখানে ইষ্টকস্তূপ, কোথাও বা নিবিড় জঙ্গল; এ সকল দিগের হৃদয়ে যুগপৎ শোক ও বিস্ময় উৎপাদন মঙ্গলকোটের বর্ত্তমান মোখাদেমগণ ও কাশিয়াড়া- রিখ্যাত নবাব আব্দল জব্বর খান্ বাহাদুর, মহোদয় অনেক অর্থব্যয় করিয়া সমাধিবাটীর যেনতেন-প্রকারেণ আজান-নমাজের উপযুক্ত হইয়াছেন। এই সমাধিবাটির নৈর্ঋত কোণে নামক একটি জলাশয় আছে; তাহার জলে করিলে ক্ষিপ্ত শৃগালকুক্কুরদষ্ট ব্যক্তিগণ নিরাময় এবং এখনও হইতেছে। ইহা কথার কথা নয়, াকের জানা-শুনা সুপরিচিত বিষয়। আমরাও টে পরিচয় পাইয়াছি। আবার, এই সমাধি ন কোণে একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে;

তাহার উপর হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত পাকা ও চতুর্দ্দিকেই সোপানাবলী দ্বারা সুশোভিত। এই পুষ্করিণীর তলদেশে কি আছে দেখিবার জন্য, সম্প্রতি গ্রামের লোক মিলিয়া কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে, ইহার জল 'দুণী' দ্বারা মারিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি, চতুর্দ্দিকের সোপানশ্রেণী উপর হইতে নিম্নদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়া হঠাৎ শেষ হইয়াছে। যেখানে সোপানগুলি শেষ হইয়াছে, সেইখান হইতেই চারিদিকের ইঁটের গাঁথনী ঠিক্ খাড়াভাবে নিম্নমুখী হইয়া তলদেশে স্পর্শ করিয়াছে; এই খাড়াভাবের গাঁথনীর উচ্চতা ৪।৫ হাত। আবার এই খাড়াগাঁথনীর গায়ে, মাঝে মাঝে চারিদিকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকোটের কএকজন লোকের মুখে শুনিলাম যে, ঐ সকল প্রকোষ্ঠ মখদুম সাহেবের ও তাঁহার নিকট দীক্ষিত শিষ্যগণের গুপ্ত-ভজনাগার। তাঁহারা, মধ্যে মধ্যে ৪০ দিনের জন্য পার্থিব জনকোলাহল ও সাংসারিক চিন্তা হইতে অবসর লইয়া, উপযুক্ত খাদ্যাদিসহ ঐ সকল প্রকোষ্ঠে সুস্থিরচিত্তে জগদীশ্বরের আরাধনায় লিপ্ত থাকিতেন; তখন পুষ্করিণীতে জল জমিতে পাইত না, পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকের সুড়ঙ্গ দিয়া গ্রামের বাহিরে গিয়া পড়িত,—অদ্যাপি সুড়ঙ্গের চিহ্নও রহিয়াছে। মঙ্গলকোটবাসীদিগের এই কথায় ষোল-আনা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। তবে, পুষ্করিণীটী যে বিপুল-রহস্যপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ করিতে পারি না।—শুধু এই পুষ্করিণীটি কেন?—সমগ্র মঙ্গল-কোটই অনন্ত-রহস্যময় স্থান! ঐ সমুদয় প্রকোষ্ঠে আমরা ২।৪টি মাজকাঠ দেখিলাম, যাহা বহুকাল জলমধ্যে পড়িয়া থাকায় নিতান্ত লঘু হইয়া গিয়াছে। একটা মাজকাঠের অর্দ্ধাংশ লইয়া আমি অনায়াসে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ছুড়িয়া ফেলিলাম; স্থানীয় লোকে তামাক খাইবার জন্য কয়লা করিবে বলিয়া ভগ্নাংশগুলি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল। (এইরূপেই আমরা প্রাচীনের সম্ভ্রম রক্ষা করি!)

এই সমাধিক্ষেত্রে কেবল যে মখদুম সাহেবই সমাহিত আছেন—তাহা নয়; তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি বংশধরগণ, শিষ্য-প্রশিষ্যাদি স্থলাভিষিক্তগণ, এই মহাশ্মশানে সমাহিত হইয়া আছেন। মঙ্গলকোটে সমাধিমন্দির, বা সমাধি-ক্ষেত্রের সংখ্যা, একটি নয়—অনেকগুলি। তন্মধ্যে

মৃত শচীনন্দনরাজের ভদ্রাসন বাটীর পশ্চিমদিকস্থ মেদিনীপুরের কাদরিয়া খান্দানের সাধুপুরুষদিগের সমাধি স্থানটীই এক্ষণে বেশ সুসংস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এখানেও মস্‌জিদ্, খানকাহ, অতিথিশালা প্রভৃতি সৎকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে; এখানকার সকল কীর্ত্তিগুলিই মেদিনীপুরের বর্ত্তমান হজরৎ সাহেবদিগের যত্নে সংস্কৃত হইয়াছে। তবে গ্রামের অন্যান্য সমাধিক্ষেত্র, মসজিদ বা অন্যান্য মহনীয় কীর্ত্তির অবস্থা অতি শোচনীয়। মঙ্গলকোটের আধ মাইল উত্তরে বড়বাজারের নিকটে পাঠানবংশীয় ভারত সম্রাট্-

বড়বাজার—নূতন-হাটের মস্‌জিদ্

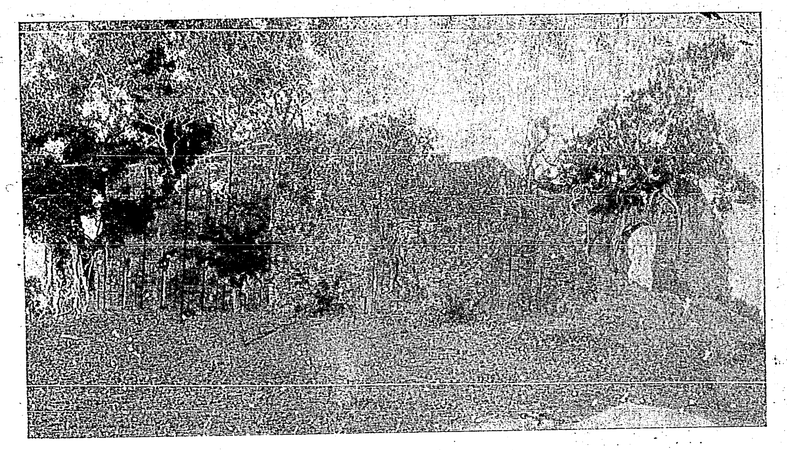

দিগের আমলের যে প্রকাণ্ড মসজিদ আছে, তাহার ভিতর ও বাহিরের দিকের প্রাচীরে সুন্দর লতাপাতা ও ফলফুলাদি কারুকার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ভিত্তি হইতে উপর পর্য্যন্ত সমস্তই কারুকার্য্যমণ্ডিত ইষ্টক ও প্রস্তরদ্বারা মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে ৫।৬ হাত প্রাচীর বড় চতুর্ভুজাকৃতি প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত; তৎপরে ৫।৭ খানি ইটের গাঁথনী; তৎপরে আবার সেইরূপ প্রস্তর দিয়া গাঁথনি;—এইরূপ ভাবে সমস্ত মস্‌জিদ্‌টি বিনির্ম্মিত হইয়াছে। মস্‌জিদ্‌টির মেঝ্যাও এইরূপ প্রস্তরদ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মস্‌জিদ্‌টির ছাদ গুম্বুজশোভিত। ইহার পশ্চিমদিকের প্রাচীরে আরবী অক্ষর-ক্ষোদিত অনেকগুলি বড় বড় কৃষ্ণবর্ণের চতুষ্কোণ প্রস্তর সন্নিবেশিত আছে। তদ্ভিন্ন ঐরূপ আরও কতকগুলি প্রস্তর মস্‌জিদের মেঝ্যাতে ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। সেগুলি পাঠ ক… চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আরবী ভাষায় আমার… ব্যুৎপত্তি নাই বলিয়া, সকল প্রস্তরের পাঠকার্য্য… করিতে পারি নাই; এবং যাহা পাঠ করিয়াছিলাম তা… সমুদয় মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই। এই… মসজিদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিলে অশ্রুসংবরণ ক… পারা যায় না। প্রাচীন ভারতের ভাস্করদিগের… নৈপুণ্যের প্রোজ্জ্বল প্রমাণস্বরূপ এই সকল মস্‌… সমাধিমন্দির কি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের হৃদয় আ… করিতে সমর্থ হইবে না… একবার শুনিয়াছিলাম, … মেণ্টের পুরাতত্ত্ব-বিভাগ… কএকজন প্রবীণ গবেষক… কোটে আসিয়া ঐ সকল… ফটো লইয়া গিয়াছেন… আরবী অক্ষরে মুদ্রিত… প্রস্তর পাঠ করিয়া মঙ্গল… প্রাচীন-ইতিহাস রচিত… বলিয়া স্থানীয় লোকদিগকে… দিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা… পুরাকীর্ত্তিগুলি পরীক্ষা… চমৎকৃত না হইয়াও… পারেন নাই; কিন্তু কৈ আজ পর্য্যন্ত সে… আর কিছুই ত শুনিতে পাইলাম না… কি? মঙ্গলকোটের অতিবৃদ্ধ পৌরাণিক… গুলি ত প্রত্নতত্ত্বামোদীদিগকে নিরুৎসাহ ক… মনোরথ করিবার জিনিস নয়। তবে এরূপ হ… গভর্ণমেণ্টের কার্য্য বড়ই মৃদুভাবাপন্ন,—বোধ হ… জন্যই এরূপ হইয়াছে!

মঙ্গলকোটের সাধারণ অবস্থা লইয়া… আলোচনা করা যাউক। গ্রামটি পূর্ব্বে ব… ছিল। ইহার পরিসর ও আকৃতি এখনও এ…

* গবর্ণমেণ্ট ‘আর্কিয়লজিক্যাল্’ সর্ভে বিভাগের যন্ত্রা… শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ-কর্ত্তৃক গৃহীত… গুলির প্রতিলিপি হইতে আমাদের এই প্রবন্ধের… প্রস্তুত হইল।

…ম না বলিয়া ইহাকে ক্ষুদ্রনগর বলাই যুক্তিসঙ্গত। …য়া জহরপুর, কামালপুর, মলিকপুর, মনোহরপুর, …টী বা সিধাটী, আড়াল, কোগ্রাম বা উজানী, …র, সদিমপুর, ও বক্‌সিনগর, এই সকল পল্লীগ্রাম …টের এত নিকটে অবস্থিত যে, ইহাদিগকে …টের একএকটি অংশ বলাই কর্ত্তব্য; বাস্তবিক …টেও তাহাই। মঙ্গলকোটের মত চিরগৌরব-…নপদের অংশ হইলও ইহাদের অগৌরব কিছুই

…চণ্ডী-মন্দির ও মন্দিরমধ্যে প্রাপ্ত বুদ্ধদেব-মূর্ত্তি

…ই সকল উপকণ্ঠবর্ত্তী গ্রামগুলির মধ্যে …পাশ্চাত্যবিদ্যায় সমুন্নত। অজয়-তীরবর্ত্তী এই …কএকজন ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি … এখানকার অধিবাসিগণ সকলেই হিন্দু; … একটি ক্ষুদ্র নদী কোগ্রামের পূর্ব্বে অজয় …মিলিত হইয়াছে। এই কোগ্রামের দেবী মঙ্গলচণ্ডী ও ভৈরব কপিলাম্বর এই দুই দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীর মৃতদেহ ৫২ (?) খণ্ডে খণ্ডিত হইলে দেবীর কণুই এই কোগ্রামে পতিত হয়; এখানে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একটি মেলা বসিয়া থাকে। নূতনহাট মঙ্গলকোটের অতি নিকটে—মাত্র ১ মাইল উত্তরে অজয় নদের তীরে অবস্থিত; নূতনহাট বর্দ্ধিষ্ণু বন্দর। এতদঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য নূতনহাটেই সম্পাদিত হয়; নূতনহাটে সাব্ রেজিষ্টারী ও পোষ্ট আফিস স্থাপিত আছে, এবং এখান হইতে বর্দ্ধমান, কাটোয়া ও গুস্‌করা যাইবার জন্য ভাল ভাল পাকা রাস্তা আছে। শুনিতেছি, কাটোয়া হইতে একটি শাখা রেলপথ বহির্গত হইয়া নূতনহাটের নিকট দিয়া গুস্‌করা বা ভেদিয়া পর্য্যন্ত গমন করিবে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মঙ্গলকোট অঞ্চলের অনেক পরিবর্ত্তন হইবে;—তখন এখানকার উন্নতি হওয়াও বিচিত্র নহে।

মঙ্গলকোট জনপদের পূর্ব্বের দশা অতিশয় উন্নত ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে ইহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। পূর্ব্বের তুলনায় এক্ষণে এখানে এক-চতুর্থাংশ বসতি আছে কিনা সন্দেহ। গ্রামের মধ্যে বহুস্থান পতিত ও জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে নানাবিধ বৃক্ষলতা জন্মিয়া মনুষ্যবাসের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামের মধ্যে বড় বড় খালের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল খালে দাঁড়াইয়া নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিলে নানাবিধ স্তর, প্রাসাদাদির ভগ্নচিহ্ন, কূপ ও পোতের ভগ্নাবশেষ এবং জরাজীর্ণ সোপানাবলীর ভগ্নাংশ দেখিলে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইতে হয়; সেই সকল খাল দিয়া রাত্রিতে যাইতে বড়ই শঙ্কা বোধ হইয়া থাকে। সুখের বিষয় খালে জল জমিতে পায় না; কারণ খাল হইতে জল বহিয়া গিয়া গ্রামের বাহিরে নদী ও মাঠে পতিত হয়, এই সকল খালের তলদেশ অপেক্ষা মাঠ নিম্ন;—পাঠক ইহাতেই বুঝিয়া লউন, মঙ্গলকোট কিরূপ উচ্চস্থান ছিল। গ্রামের মৃত্তিকা ইট-ভাঙ্গা, ‘খোলামকুচি’ ও কাঁকরে পরিপূর্ণ এবং বড়ই কঠিন। কে কোন্‌কালে ঘর করিয়াছিল, সেই সকল ঘরের অধিবাসীদিগের নামগন্ধ পর্য্যন্ত এক্ষণে কেহ

অবগত নহে—অথচ সেই সকল ঘর চাল-ছপ্পর-বিহীন হইয়া কতকাল হইতে পড়িয়া আছে, দেওয়ালের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই।

আর্‌বী ও ফার্‌সী ভাষা এবং মোসলেম-শাস্ত্র আলোচনার জন্য মঙ্গলকোট বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। হিন্দুদিগের পক্ষে ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ যেরূপ স্থান, বঙ্গদেশের মোসলেমদিগের নিকট মঙ্গলকোটও সেইরূপ স্থান,—তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। বহুপূর্ব্বকালের শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের নাম জানি না; তবে দেড় শত- পৌণে দুই শত বৎসরের কথা বলিতেছি, মৌলানা ফজলল করিম, মৌলানা কামেল, মোল্লা আকমল, কাজি মহম্মদ তাহা, কাজি মহম্মদ শাহ, খোন্দকার বেকাতুল্লা, খোন্দকার এহসানোল্লা, খোন্দকার মহাম্মদ মোকতাসেদ, প্রভৃতি বঙ্গবিখ্যাত আরবী শাস্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিতগণ মঙ্গলকোটে জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে যশঃপ্রভা বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম-ভারতের রায়বেরেলির সুপ্রসিদ্ধ সাধু সৈয়েদ আহমদের সহিত মোসলেমবিদ্বেষী পঞ্জাবাধিপতি রাজা রণজিৎ সিংহের যে ধর্ম্মযুদ্ধ হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মযুদ্ধে উক্ত খোন্দকার মহাম্মদ মোকতাসেদের পুত্র খোন্দকার মহাম্মদী সৈয়েদের পক্ষে যোগদান করিয়া শিখরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধেই খোন্দকার মহাম্মদীর প্রাণবিয়োগ হয়। সৈয়েদের জীবনচরিতে এই যুদ্ধের বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। যাহা হউক, ঐ ক্ষণজন্ম মহাপুরুষদিগের পর মঙ্গলকোটে মওলানা জেল্লেব্বহীম চৌধুরী মমতাজ হোসেন, চৌধুরী এম্‌দাদল হফখোন্দকায় আহম্মদ হোসেন, মোল্লা মনসু আহমদ, মোল্লা ইয়াসুবদ্দিন মহম্মদ, প্রভৃতি আলেন ফাজেলগণ—, ও কাজি খোদান ওয়াজ নামক একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী চরিত্রবান্‌ ধনাঢ্য ব্যক্তি আবির্ভূত হন। এতদঞ্চলে তৎকালে যে সকল আলেম ফাজেল নাজেম ও মুন্সীগণ বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই উক্ত মহাত্মাদিগের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। মৌলানা জোল্লের্‌ রহীম তো এতদঞ্চলের সমুদায় আলেমদিগের গুরু ছিলেন। পশ্চিম-ভারত হইতেও অনেক লোক মঙ্গলকোটে আসিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সামসোল ওল্‌মা মৌলানা লোতফর্‌ রহমান, ঢাকা গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব প্রধান

অধ্যাপক মৌলানা ফজলল করীম, কৃষ্ণনগর জেলার
পুরের মৌলুবী খাজে আহমদ, বীরভূম নবস্তার
সেয়েদ আসেদোল্লা, মঙ্গলকোটের বর্ত্তমান প্রধান
মৌলুবী কাজি মমেজলহক, বড় পাল্টিয়ার মৌলুবী
আতাওল অজিজ, প্রভৃতি চিরস্মরণীয় মোসলেম
পণ্ডিতগণ মৌলানা জোল্লের্‌ রহীমের ছাত্র ছিলেন।
কাজি খোদানওয়াজ বর্দ্ধমানাধিপ মহারাজাধিরাজ
চন্দ্‌ বাহাদুরের প্রাণপ্রিয়বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন;
প্রতাপে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খাইয়াছে।
মৌলানা জোল্লের্‌ রহীমের নিকট আরবী ও ফার
শিক্ষা করেন। ঠিক এই সময়েই মঙ্গলকোটের
বর্দ্ধন নামক একজন সুবর্ণ বণিক্‌ বর্দ্ধমান রাজ
চাকরী করিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করেন।
দোতলা পাকা বাড়ী ও দেবালয়, জরাজীর্ণ অবস্থায়
মঙ্গলকোটে বিদ্যমান রহিয়াছে। শুনিতে পাই
কোটে দোতলা বাটী তৈয়ার করিতে নাই;—কা
ঈশ্বরানুগৃহীত সাধুপুরুষগণ সমাহিত রহিয়াছেন।
মহাশয় ধনমদে মত্ত হইয়া, এই প্রাচীন নিষেধ-বাক্যে
প্রদর্শনপূর্ব্বক, বিপুলকায় দোতলা বাটী নির্মা
ছিলেন; সেই পাপে তাঁহার দ্রুত অধঃপতন হইয়াছে
সত্য কি মিথ্যা জানি না, তবে মঙ্গলকোটে হিন্দু
কাহারও বাটীতে দোতলা ঘর নাই। দোর্দ্দণ্ড-প্র
জমিদার কাজি খোদানওয়াজ মরহুমের ই
বাটিতেও দোতলা ঘর দেখিতে পাওয়া যায় না
কোটের শচীনন্দন রাজেরও না-কি এই পাপে
হইয়াছে। রাজমহাশয় সঙ্গতিশালী ও সাংসারি
খুব পোক্ত লোক ছিলেন। সন ১৩১৮ সালে তাঁ
মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার পুত্র ললিলা (?) মো
মিষ্টভাষী সদালাপী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী; পিতার
ইনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, মৌলানা জোল্লের্‌ রহীমের
তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, মৌলানা মহম্মদ, পিতৃগৌরবের
হন। ইনি নিজের সময়ে বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্বি
বলিয়া স্বীকৃত, কীর্ত্তিত ও পরিচিত হইয়া গিয়াছে
পুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৌলানা হেদায়েতু
ক্ষণজন্মা মহাদ্দেশ হাফেজ মৌলানা নজির হোসে

মঙ্গলকোটের প্রান্তস্থিত 'হাউজ' ঘর

শিক্ষক ছিলেন, এবং স্বীয় পিতার নিকটেও
মহম্মদ আরবী শাস্ত্র ও আরবী ভাষার অনেক
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তফসির, হদিস, ফেকা
আসমায়েব্বেজাল, মনতক ও তেব প্রভৃতি আরবী
সকল বিভাগেই ইহাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল।
শাহজাহান বেগমের দ্বিতীয়-স্বামী এবং ভূপাল
প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা পণ্ডিতপ্রবর মৌলানা সৈয়েদ
হোসেন খান, ভূপালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেম মৌলানা
মহম্মদ, নিজাম-দরবারের ভূতপূর্ব্ব সভাপণ্ডিত
আতেলক হাফেজ হাজি মৌলানা আবুল হাসনাৎ
ফেরেনগহাই লক্ষ্ণবী, দিল্লীর সামসুল ওল্‌মা মৌলানা
হক হক্কানী, প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত স্বনামধন্য
মহম্মদ মরহুমের গুণমুগ্ধ ও অকপট-বন্ধু
সামসল ওলমা মৌলানা লোতফর রহমান ঢাকা
অধ্যাপক মৌলানা ফজলল করীম, বারাণসী
অধ্যাপক মহাদ্দেশ মৌলানা মহম্মদ সৈয়দ, ও
দ্বিতীয়-স্বামী উক্ত মৌলানা সৈয়েদ সিদ্দিক-
ইঁহারা মওলানা মহম্মদের সহপাঠী ছিলেন।

এই ক্ষণজন্মা মহাত্মা সন ১৩১৪ সালে যোগ্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। মৌলানা মহম্মদ এসহাক (যিনি এক্ষণে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের অন্যতম অধ্যাপক), মওলানা মহম্মদ মরহুমের প্রিয়শিষ্য। এখনও মঙ্গলকোটের বিদ্যা-গৌরব অন্তর্হিত হয় নাই। ফারসী ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত মৌলবী জহুরল হক ও সুফি নেয়াজ আহ্‌মদ্‌ অল্প দিন হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এতদঞ্চলের ফারসী ভাষাবিদ্‌ যাবদীয় ব্যক্তি ইঁহাদের ছাত্র ছিলেন। এই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিত আছেন। পূর্ব্বোক্ত কাজি মৌলুবী মমেজলহক ও মৌলুবী খোন্দেকার মহম্মদ ইসমাইল এক্ষণ মঙ্গলকোটের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ফলকথা, মঙ্গলকোট বহুপূর্ব্বকাল হইতেই আরবী ও ফারসী ভাষা আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে মঙ্গলকোটে ৫০০জন বিদ্যার্থী অন্নবস্ত্র ও পুস্তক পাইয়া আরবী ও ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করিত। ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা বহরল ওলুম আব্দুল আলি লক্ষ্ণবী একবার (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে) মঙ্গলকোট আসিয়া এখানকার বিদ্যার্থী সংখ্যা, অধ্যাপকদিগের পাণ্ডিত্য ও চরিত্র গৌরব, বিদ্যা-চর্চ্চা, এবং এখানকার মোখাদেমদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিদ্যোৎসাহিতা, দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে আনন্দাশ্রুপাত করিয়া গিয়াছিলেন। মঙ্গলকোটের আলেমদিগের স্বাক্ষরিত ও প্রদত্ত বিধিব্যবস্থা বঙ্গদেশের মোসলেম-সমাজে সাদরে গৃহীত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। শুধু কি বিদ্যা বিষয়েই মঙ্গলকোট বঙ্গদেশে বরেণ্য হইয়াছিল? তাহা নয়,—সামাজিক রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সাজসজ্জা, আদবকায়দা ও শিষ্টাচার প্রভৃতি, সকল বিষয়েই বঙ্গের মোসলেম-সমাজ মঙ্গলকোটকে আদর্শস্থানীয় ভাবিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এখানে ৩।৪ শত ঘর মোখাদেমদিগের বাস ছিল। এতদঞ্চলের অন্যান্য যে সকল গ্রামের মোখাদেমদিগের সহিত মঙ্গলকোটের মোখাদেমদিগের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না, তাঁহারা সমাজে মোখাদেম বলিয়া গ্রাহ্য হইতেন না। সুতরাং আভিজাত্য ও কুলগৌরবেও এখানকার মোখাদেমগণ বঙ্গে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সায়ের, রোল, কুসুম গ্রাম, চোখরিয়া, ব্রাহ্মণ পুষ্করিণী, পাণ্ডুয়া, হোসেনপুর, আড়োয়ার ও ঝিলু প্রভৃতি স্থানের বনিয়াদী মোখাদেমকুলতিলকগণ সকলেই মঙ্গল-

কোটের মোথাদেমদিগের সহিত নানাসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এখানে যতঘর মোথাদেম আছেন, তাঁহাদের মধ্যে খোন্দকার বংশ, মোল্লাবংশ, চৌধুরীবংশ ও কাজিবংশ, এইগুলিই প্রধান। প্রাচীন-রীতিনীতি ও আরবী-ফারসী ভাষার আধিপত্য থাকায় পাশ্চাত্য বিলাস-বিভ্রম ও ইউরোপীয় সভ্যতা মঙ্গলকোটে প্রবেশ করিতে পারে নাই;—কিন্তু বোধ হয় আর তাহা থাকে না। সন ১৩১৮ সালে প্রাচীনতার লীলাভূমি মোসলেমীন শাস্ত্র ও মোসলেম-সভ্যতার মহাপীঠ মঙ্গলকোটে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একটী জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বের মত এখন আর মঙ্গলকোটের জলাশয়গুলির সানবাঁধা ঘাটে বসিয়া বিদ্যার্থীদিগকে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত দেখা যায় না, মোথাদেমদিগের বৈঠকখানায় বা মসজিদে বসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় বিদ্যার্থিগণ এখন আর তেলাওতে কোরাণে ব্যাপৃত থাকে না।

মাদ্রাসাটির অবস্থা শোচনীয়; শুনিতেছি, সেই প্রাচীন ওলি আউলিয়া সাধু সিদ্ধপুরুষদিগের বংশধর মঙ্গলকোটের বর্ত্তমান মোথাদেমগণ মাদ্রাসাটির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ইহাকে হাইস্কুলে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

এক্ষণে মঙ্গলকোটের মোথাদেম-সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে; যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও পূর্ব্বের মত উন্নত নাই। তবে অবশ্য তাঁহাদের সম্ভ্রম প্রতিপত্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গ্রামে হিন্দুর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ হিন্দু। কএক জন সঙ্গতিপন্ন হিন্দু ও ... আছেন, কিন্তু মোসলেম অধিকারের সময় হইতে ... পর্য্যন্ত এখানে মোসলেমগণই সকল বিষয়ে প্র... প্রধান। তথাপি এখানকার মোসলেমদিগের সহিত ... দিগের কখন বিবাদবিসম্বাদ হইয়াছিল, বা প্রবল ... দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হিন্দুগণ কখনও উপক্রু... ছিলেন, বলিয়া শুনা যায় নাই;—ইহা বড়ই ... কথা। এখানকার সাধারণ মোসলেমীনগণের ... অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয় সত্য, কিন্তু শিক্ষা ও নৈতিক ... তাহারা বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। গুণের মধ্যে ইহারা ... পরিশ্রমশীল এবং বিদ্যার্থীদিগকে পুস্তকের দাম ... কাপড় যোগাইতে মুক্তহস্ত ও চিরঅভ্যস্ত; অতিথি... দিগের প্রতিও ইহারা যার পর নাই সমাদর প্রদর্শ... থাকে। ইহারা শিক্ষা ও নৈতিক বিষয়ে দুর্দ্দশাগ্র... স্থানীয় মোথাদেমগণ ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে... ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। আশা করি, যাহাতে ই... শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সুনীতিপরায়ণ, ... নিরত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়,—মোথাদেমগণ তদ্বিষয়ে ... হইবেন। কএক বৎসর হইল মঙ্গলকোটে একটী ... চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং গ্রামের বাহি... সরকারী ডাক-বাঙ্গলা নির্ম্মিত হইতেছে; গ্রামে ... আছে।

শ্রীএস্, এস্, এম্, আন্‌ওয়ারুল্ মজিদ...

যমালয়ে ধর্ম্মলাভ

(উপনিষৎ)

...স নামক ঋষি পুণ্য ও পবিত্রতা লাভের জন্য ...র যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। অন্ধ, খঞ্জ, দীন, ...ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণাদি নানা দরিদ্র চারিদিকে সমাগত ... পুণ্যকাম ঋষি অকাতরে যাহা কিছু সকলই ...রিলেন। অবশেষে বৃদ্ধ পশুগণকেও দান করিলেন। ...হার পুত্র নচিকেতা পিতার ন্যায় সাধুচিত্ত ছিলেন। ... এই পুণ্য-সঙ্কল্প নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ...র সঞ্চারিত হইল। তিনি ভাবিতেছিলেন, ... ধেনুগণ,—যাহাদের জলপান, তৃণভক্ষণ ও দুগ্ধ-...রিবার শক্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহাদের আর ...হইবে না,—এরূপ গাভীদানে কোন ফল নাই; ... দাতা এজন্য স্বর্গলাভ না করিয়া, বরং নিরানন্দ ...ই গমন করিবেন।

...ন তিনি পিতার নিকট গমন করিলেন; কারণ ...ত্রই তখন দানে অবশিষ্ট ছিলেন। পিতার পুণ্য-...কোন বিঘ্ন ঘটে—তাহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। বিশেষতঃ ...বস্তুদানে, পিতার ফললাভ দূরে থাকুক,—প্রত্যবায় ... ইহা দেখিয়া তাঁহার আত্মবিসর্জ্জনের কামনা ... তাই তিনি পিতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ...আমাকে কাহার নিকট দান করিবেন?" প্রথমবার ...কোন উত্তর দিলেন না; দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার ... করাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন, ...কে যমের নিকট দান করিব।"

...কেতা চিন্তিত হইলেন;—তাঁহার সরল অকপটহৃদয় ...মনে করিতে পারে নাই যে, পিতা ক্রোধচ্ছলেও ... বলিতে পারেন। তাই পবিত্রহৃদয় নচিকেতা ...লাগিলেন, 'আমি পিতার পুত্র, কিংবা শিষ্যরূপে, ...নীয়;—আর না হয় মধ্যমই হইলাম;—আমি ...তেই অধম নহি। তবে মৃত্যুর নিকট এমন ...জন আছে, যাহা পিতা আমাদ্বারা সম্পাদন ... কিন্তু পিতৃআজ্ঞা অমোঘ,—আমাকে মৃত্যুর ...তেই হইবে।'

নচিকেতা পিতার নিকট গমন করিয়া পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, আপনি যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পালন করিতে অনুমতি দিন। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুগণ সত্যপালনের জন্য কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিয়াছেন, ও করিতেছেন। এক্ষণেও আমরা দেখিতেছি, সত্যের জন্য লোকে কত ত্যাগস্বীকার করিতেছেন। তখন আপনার মুখ দিয়া যে বাক্য বাহির হইয়াছে, তাহার অন্যথা করিবেন না। মানুষ এজগতে চিরকাল থাকিবার জন্য আসে নাই, চিরকাল থাকিবেও না; সুতরাং মিথ্যা-আচরণে প্রয়োজন কি? আপনার সত্যপালন করুন। আমি যমালয়ে গমন করি।"

পিতা তাহা শুনিয়া বলিলেন, "যাও বৎস! যম ধর্ম্মরাজ, পরমজ্ঞানী—তাহার নিকট তুমি অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। যাও;—আশীর্ব্বাদ করি, অনেক সত্য লাভ করিয়া পুনরাগমন কর।"

নচিকেতা যমগৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, যমরাজ গৃহে নাই। তিনদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন, কেহই অভ্যর্থনা করিল না; অনাহারে অনিদ্রায় তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল।

তিন দিন পরে যমরাজ গৃহে আগমন করিলেন। তিনি আসিলে তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার গৃহে অতিথি তিনদিন উপবাসী আছেন। ব্রাহ্মণ অতিথি পূজনীয়;—অতিথি দেবতার ন্যায় মান্য, অতএব তাঁহার প্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন কর। অতিথির উপযুক্ত সৎকার কর।

"যদি অতিথি গৃহে আসিয়া অভুক্ত থাকেন, সে গৃহ মহাপাপে নিমগ্ন হয়। তাহার দান, মান, পূজা, যজ্ঞ, হোম, বাপীখনন, কূপদান সকলই বৃথা; অতএব অতিথির উপযুক্ত সমাদর কর।"

যম তখন নচিকেতাকে বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ-বালক, তোমাকে নমস্কার! তুমি আমার মঙ্গল কর। তুমি আমার পূজনীয় অতিথি হইয়াও তিন রাত্রি আমার

গৃহে বাস করিয়া অনাহারে রহিয়াছ, ইহাতে আমার অতিশয় দোষ হইয়াছে ; এ জন্য তুমি আমার সৎকার গ্রহণ কর। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ, আমি তোমাকে তিন বর দিতেছি ; গ্রহণ কর।"

নচিকেতা বলিলেন, "যমরাজ ! আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার পিতা যেন আমার প্রতি বিগতক্রোধ হ'ন, এবং যখন আমি তোমার গৃহ হইতে প্রত্যাগত হইব, পিতা যেন আমায় চিনিতে পারিয়া স্নেহ-সহকারে আমায় গ্রহণ করেন !"

যম বলিলেন, "আমার বরে তোমার পিতা তোমাকে ক্ষমা করিবেন, ও তোমাকে পাইয়া স্নেহসহকারে গ্রহণ করিবেন ; এবং এক্ষণে তোমার অভাবেও তিনি চিন্তাশূন্য হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন।"

নচিকেতা—"স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, তথায় জরা নাই, তোমার প্রভাব মৃত্যুও তথায় নাই। তথায় ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, তথায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। হে যম ! স্বর্গলোক লাভের জন্য যে অগ্নিদ্বারা সাধনা করে, তাহা তুমি অবগত আছ ; আমাকে তাহাই বল। আমি দ্বিতীয় বরদ্বারা এই যজ্ঞের অগ্নির তত্ত্ব তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করি।"

যম যজ্ঞীয় অগ্নির কথা নচিকেতাকে বলিয়া দিলেন ; এবং বলিলেন, "এই অগ্নি তোমার নামেই অভিহিত হইবে।

"নচিকেতা ! তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।"

নচিকেতা বলিলেন, "লোকে বলে, মৃত্যু হইলে মানবের আর কিছুই থাকে না ; কেহ বলে, আত্মা জীবিত থাকেন। এ বিষয়ে তুমিই আমার সন্দেহ অপনোদন করিতে পার ; অতএব এ বিষয়ে তুমি আমাকে উপদেশ দাও।"

যম বলিলেন, "এ তত্ত্ব দেবগণও অবগত নহেন ; এ বর আমি তোমাকে দিতে পারিব না ;—তুমি অন্য প্রার্থনা কর।" নচিকেতা বলিলেন, "দেবতারা এ বিষয় সম্যক্ জানেন না ; অথচ মানবজীবনের ইহাই প্রধান-প্রশ্ন ; সুতরাং তুমি কেন বলিতেছ, ইহা সুবিজ্ঞেয় নহে ! এ বিষয়ে তোমার তুল্য বক্তা কেহই নাই ; অতএব এই বরই আমায় প্রদান কর।"

যম বলিলেন, "হে নচিকেতা ! তোমার বহু পুত্র ও পৌত্র লাভ ঘটিবে ; পশু পক্ষী, হস্তী অশ্ব, স্বর্ণ রৌপ্য, রা... প্রদান করিব ; কিন্তু তুমি অন্য বরপ্রার্থনা কর।

"বহুবিত্ত, চিরজীবিকা প্রার্থনা কর, প্রশস্ত রাজ... রাজা হও, সমুদয় কামনাই তোমার পূর্ণ হইবে।

"যে সকল বস্তু মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভ,—রথ, পরমাসুন্দরী... নরলোকে দুর্লভ গুণবতী গানবাদ্যপারদর্শিনী র... গ্রহণ কর এবং পার্থিব সুখ সম্ভোগ কর, কিন্তু এ... করিও না।"

নচিকেতা বলিলেন, "যমরাজ ! তোমার প্রদত্ত এই... আজি আছে, কালি থাকিবে না ; অথচ আমার সর্ব্বেন্দ্রি... তেজঃ ক্ষয় করিবে। জীবন অল্পস্থায়ী, সুতরাং এ... নশ্বর সুখ আমি চাহি না।

"যখন তোমায় দেখিয়াছি, তখনই ত বিত্ত পাইয়া... কিন্তু চিত্ত-বিত্তে পরিতৃপ্ত হয় না। আমায় প্রার্থিত... প্রদান কর। তোমার ন্যায় দেবতার সমীপে এই... মহৎ-তত্ত্ব অবগত না হইয়া কোন্ মনুষ্য অসার ক... করে ? পরলোক-সম্বন্ধীয় দুর্লভ জ্ঞান ভিন্ন, আমি অন্য... চাহি না।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

যম বলিলেন, "হে নচিকেতা ! জগতে আপাত... পরিণামে বিষ, ও আপাত-অপ্রিয় পরিণামে সুখকর,... সকল বিদ্যমান আছে ; অল্পবুদ্ধি যে, সেই আপাত... বস্তু প্রার্থনা করে। আর জ্ঞানীব্যক্তি, শ্রেয়কেই... করিয়া থাকে।"

"নচিকেতা ! তুমি আপাতমধুর বস্তু গ্রহণ না ক... সারবস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তুমি অবিদ্যা পরি... করিয়া, বিদ্যার প্রার্থী হইয়াছ। যাহারা মূর্খ, তা... আপনাকে পণ্ডিত মনে করে ; এবং যেমন এক অন্ধ... অন্ধকে পরিচালনা করিলে কুটিল পথ প্রাপ্ত হয়, ... হইয়া থাকে।

"চিন্তা ও বিবেকহীন লোকেরা মনে করে, এ... ভিন্ন আর অন্য লোক নাই, সুতরাং বার বার মৃত্যুর... হয়।

"এই দুর্লভ তত্ত্ব—যাহা জানা কঠিন, বুঝা আরও... কঠিন,—তাহার বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। হীন... আত্মা বিষয়ে উপদেশ দিতে পারে না। অতি...

...ভিন্ন তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে না ; কারণ ইনি ...হইতেও সূক্ষ্ম, ও তর্কের দ্বারা অপ্রাপ্য।

...হে নচিকেতা ! তুমি যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা ...অতীত ; উৎকৃষ্ট আচার্য্যকর্ত্তৃক শিক্ষা দানেই তাহা ...। তুমি স্থিরসঙ্কল্প ব্যক্তি ; আমরা যেন তোমার মত ...পাই।

...সংসারকে আমি অনিত্য বলিয়া জানিয়াছি, সংসারকে ...পরিত্যাগ করিয়াছি। তাই এই নিত্যপদ প্রাপ্ত ...ছি।

...তুমি বুদ্ধিমান্, তাই কামনার অসারতা, জগতের ..., যজ্ঞের ফল, অভয়প্রদ স্থান, প্রশংসনীয় গতি, ...র বিশ্রামস্থল, এই সকল সংসারের সুখ ত্যাগ করিয়াছ। ...সেই সুদুর্লভ, ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান, ...নিধি, ইন্দ্রিয়াতীত পুরাতন দেবতাকে আত্মার সহিত ...দেখিয়া জ্ঞানিগণ সুখদুঃখের অতীত হয়েন। এই ...কে প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা ...ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। আমার বোধ হয়, স্বর্গ ...তার প্রতি মুক্তদ্বার হইয়া রহিয়াছে।"

...নচিকেতা বলিলেন, "ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য কারণ, ভূত-...হইতে পৃথক্ এমন কোন্ বস্তু দেখিতেছ,—তাহা ...বল।"

...বলিলেন, "সমুদয় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করে, ...যাহাকে ব্যক্ত করে, যাহাকে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানি-...চর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি—ওঁ।

...এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, এই অক্ষরকে ...ই সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

...আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; ইনি কোন বস্তু হইতে ...হয়েন না, ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাতন। ...বিনষ্ট হইলে ইহার বিনাশ হয় না।

...যদি কেহ মনে করে—আত্মাকে বিনাশ করিব, কিংবা ...মনে করে—আমি হত হইলাম, তাহারা উভয়েই ...কারণ তাহারা জানে না, আত্মা হতও হয়েন না, ...তাঁহাকে হনন করিতে পারে না।

...হইতেও মহীয়ান্, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, এই আত্মা ...অবস্থান করেন ; কামনাহীন সুখদুঃখাতীত ...ব্যক্তিগণই আত্মার মহিমা-দর্শন করেন।

"আত্মা স্থির ও শয়ান হইয়াও দূরে গমন করেন। এই বিপরীত গুণময় দেবতাকে, আত্মাভিন্ন কেহই জানিতে পারেন না।

"শরীর অনিত্য ; কিন্তু শরীরী অর্থাৎ আত্মা দেহীন, মহৎ, এবং সর্ব্বব্যাপী। এজন্য জ্ঞানিগণ আত্মার জন্য শোক করেন না।

"শাস্ত্রজ্ঞান,—কি স্মৃতিশক্তি ;—কি বহু জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। সেই সপ্রকাশ যাহাকে বরণ করেন, তাহাদ্বারাই তিনি লভ্য।

"চরিত্র সংশোধিত না করিলে, শান্ত সমাহিত না হইলে, অস্থির চিত্ত হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

"জীব ও ব্রহ্ম ছায়াতপের ন্যায় জীবের হৃদয়াকাশে বিরাজ করেন।

"আত্মাকে রথী, বুদ্ধিকে সারথী ও মনকে রশ্মি করিয়া ব্রহ্ম-সাধন করিবে।

"ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া, তাহাদিগকে পথস্বরূপ করিয়া, আত্মাকে রথী করিয়া, ব্রহ্মরাজ্যে গমন করিবে।

"ইন্দ্রিয়াসক্ত অবিবেকিগণের ইন্দ্রিয় দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বিপজ্জনক ; বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের হৃদয় ও ইন্দ্রিয়াদি দান্ত অশ্বের ন্যায় বশীভূত।

"অসমাহিতমনা, অবিবেকীও অশুচিহৃদয় ব্যক্তিগণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না ; সংসার গতিই প্রাপ্ত হয়।

"বিবেকী, সমাহিতচিত্ত, শুদ্ধমনা ব্যক্তিগণের ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয় ; আর সংসারে ফিরিয়া আইসে না।

"ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ।

"মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—শেষ ও পরাগতি।

"আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাকে তীক্ষ্ণবুদ্ধিদ্বারা অবগত হন।

"দেহমধ্যে দুই আত্মা, দুই পক্ষীর ন্যায় এক বৃক্ষে, অবস্থিতি করে। একজন ফলদাতা, একজন ফলভোক্তা ; একজন নিষ্কাম হইয়া ফল প্রদান করেন, আর একজন প্রেমে বিহ্বল হইয়া সেই ফলভোগ করেন। একজন পরমাত্মা, আর এক জন জীবাত্মা।

যিনি, শব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, নিত্য, রসহীন, গন্ধ-হীন ও অনাদি, অনন্ত বুদ্ধি নামক মহৎ-তত্ত্ব হইতে পৃথক্ ও ধ্রুব, তাঁহাকে জানিয়া সাধক মৃত্যু-মুখ হইতে বিমুক্ত হন।

"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনে বাক্যকে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে, জ্ঞানকে জীবাত্মাতে এবং মহান্ আত্মাকে সর্ব্ববিকার শূন্য সমস্ত-আত্মাতে সংযত করিবে।

"হে জীবসকল উত্থান কর! জাগরিত হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণের নিকট গিয়া পরমাত্মাকে জ্ঞাত হও। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরের ন্যায় দুরতিক্রমণীয় বলিয়াছেন।"

যমগৃহ হইতে জীবাত্মা-পরমাত্মা সম্বন্ধে এই অমূল্য তত্ত্ব লাভ করিয়া, নচিকেতা পিতৃগৃহে আগত হইয়া পিতার নিকট সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। পিতাও আনন্দিত চিত্তে সন্তানকে গ্রহণ করিলেন। যমগৃহাগত নচি এইরূপে পরম জ্ঞান ও পরলোক-তত্ত্ব জগতে প্রচার ক

আমাদের গৃহ হইতেও সন্তানগণ যমগৃহে করে; আমরা বিমূঢ় হইয়া শোকে আচ্ছন্ন হই। নচিকেতার ন্যায় সেই সন্তানগণ তাহাদিগের নি রসনা দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে এইরূপ পরলো প্রকাশিত করিবেন! আত্মার অনন্ত অস্তিত্ব, পর সহিত সম্বন্ধ, অবগত হইয়া নশ্বর বস্তু পরিত্যাগ আমরা পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইব!—এই প্রাচীন মুনিগণ আবার কবে ভারতে আগমন করিয়া অপূর্ব্ব শিক্ষা দিবেন!

শ্রীপ্যারীশঙ্করদাসগু

সাঙ্কেতিকশব্দ

আমাদের জ্যোতিষ-গ্রন্থাদি পদ্যেই রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থে বৎসর ও তারিখ বুঝাইবার জন্য কতকগুলি সাঙ্কেতিকশব্দ ব্যবহৃত হইত। জ্যোতিষ-গ্রন্থের অনুকরণে ক্রমশঃ অন্যান্য কাব্য গ্রন্থাদিতে ঐ সমস্ত সাঙ্কেতিকশব্দ প্রযুক্ত হইতে লাগিল। এক্ষণে সংস্কৃত কবিতায়, বৎসর ও তারিখ বুঝাইতে হইলে, উল্লিখিত সাঙ্কেতিক শব্দপ্রয়োগ করিতে হয়। অনেক সময় শব্দগুলির অর্থ-নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কোষগ্রন্থে দুই চারিটি এইরূপ সাঙ্কেতিক-শব্দের অর্থমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট সাঙ্কেতিক-শব্দগুলির ব্যাখ্যার জন্য গুরুপরম্পরালব্ধ জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। সকল সময়, সকল সাঙ্কেতিকশব্দের অর্থও স্থির করিতে পারা যায় না। আমরা বহুপ্রাচীন জ্যোতিষ-গ্রন্থ, দানপত্র, শিলালিপি, প্রাচীন-কাব্য প্রভৃতি হইতে সাঙ্কেতিকশব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি যথাসম্ভব তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

০। শূন্য; খ; গগন; বিয়ৎ; আকাশ; অম্বর; অভ্র; অনন্ত; ব্যোম; অন্তরিক্ষ; নভঃ, পূর্ণ, রন্ধ্র, ইত্যাদি।

১। আদি; শশী; ইন্দু; ক্ষিতি; উর্ব্বরা; ধরা; পিতামহ; চন্দ্র; বিধু; শীতাংশু; রূপ; রশ্মি; পৃথিবী; ভূ; তনু; সোম; নায়ক; বসুধা; শশাঙ্ক; ব্ধা; পরমাত্মা; গণেশদন্ত; শুক্রচক্ষু; সুধাংশু; অজ; গো; বসুন্ধরা; পৃথ্বী; কু; ইলা।

২। যম; অশ্বিনৌ; রবিচন্দ্রৌ; লোচন; দস্র; যমল; পক্ষ; নেত্র; বাহু; কর্ণ; কুটুম্ব; দৃষ্টি; নদীকূল; অসিধারা; হস্ত; স্তন; নাসত্য।

৩। ত্রিকাল; ত্রিজগৎ; ত্রি; ত্রিগুণ; ত্রিগত; পাবক; বৈশ্বানর; দহন; তপন; হু জ্বলন; অগ্নি; বহ্নি; ত্রিলোচন; ত্রিনেত্র; সহোদর; শিখী; গুণ; কাল; ভুবন; শিবচক্ষু; গ্রীবারেখা; কালিদাসকাব্যং; বহ্নি; পুর; পুষ্কর; বিষ্ণু; জরপাদ।

৪। বেদ; সমুদ্র; সাগর; অব্ধি; দধি; জলাশয়; কৃত; জলনিধি; যুগ; কোষ্ঠ; বন্ধু; ব্রহ্মাস্য; বর্ণ; হরিবাহু; স্বর্দন্তিদন্ত; সেনাঙ্গ; যাম; আশ্রম; বৃত্তপাদ।

৫। শর; অর্থ; ইন্দ্রিয়; সায়ক; বাণ; ইষু; পাণ্ডব; তত; রত্ন; প্রাণ; সুত; পুত্র; কলম্ব; মার্গন; শিবাস্য; স্বর্গ; ব্রতাগ্নি;

; মহাকাব্য; মহামখ; পুরাণলক্ষণ; অঙ্গ; বর্গ; র্থ।

। রস; অঙ্গ; ঋতু; মাসার্দ্ধ; রাগ; অরি; তর্ক; মত; শাস্ত্র; বজ্রকোণ; ত্রিশিরোনেত্র; ; কার্ত্তিকের মুখ; গুণ, জরবাহু; রূপ।

। অগ; নগ; পর্ব্বত; মহীধর; অদ্রি; মুনি; অত্রি; স্বর; ছন্দঃ; অশ্ব; ধাতু; কলত্র; শৈল; ; ভুবন; মুনি; দ্বীপ; বার; সমুদ্র; রাজ্যাঙ্গ; বহ্নিশিখা।

। বসু; অহি; গজ; দন্তী; মঙ্গল; নাগ; ভূতি; র্ণ; যোগাঙ্গ; শিবমূর্ত্তি; দিগ্‌গজ; সিদ্ধি; ব্রহ্মশ্রুতি; ; দিক্‌পাল; অহি; কুলাদ্রি; ঐশ্বর্য্য।

। গো; নন্দ; রন্ধ্র; ছিদ্র; পবন; অন্তর; ন্ধ্র; নিধি; দ্বার; ভূখণ্ড; ক্রতু; সুধাকুণ্ড; ; রস।

। দিশ্; আশা; কেন্দু; রাবণশর; অবতার; হস্তাঙ্গুলি; শম্ভুবাহু; রাবণমস্তক; চন্দ্রাশ্ব; ার; বিশ্বদেব; অবস্থা; পঙ্‌ক্তি।

। রুদ্র; ঈশ্বর; মহাদেব; অক্ষৌহিণী; লাভ; নসেনাপতি।

। সূর্য্য; অর্ক; আদিত্য; ভানু; মাস; সহস্রাংশ; াশি; সংক্রান্তি; গুহবাহু; সারিকোষ্ঠ; গুহনেত্র; ; সাধ্য।

। বিশ্ব; মন্মথ; কামদেব; তাম্বূলগুণ।

১৪। মনু; লোক; ইন্দ্র; বিদ্যা; যম; ভুবন; ধ্রুবতারক।

১৫। তিথি; পক্ষ; অহঃ।

১৬। অষ্টি; নৃপ; ভূপ; কলা; ইন্দুকলা; মাতৃকা।

১৭। জলদ; অত্যষ্টি।

১৮। ধৃতি; দ্বীপ; বিদ্যা; পুরাণ; স্মৃতি; ধান্য; যূপ।

১৯। অতিধৃতি।

২০। নখ; কৃতি; রাবণবাহু; অঙ্গুলি।

২১। উৎকৃতি; স্বর্গ।

২২। জাতি।

২৪। জিন; তত্ত্ব; সিদ্ধ।

২৫। তত্ত্ব।

২৭। নক্ষত্র

৩২। দন্ত; রদ।

৩৩। দেব।

৩৬। তুষিত।

৪৯। বায়ু; তান।

৬৪। আভাস্বর।

১০০। ধার্ত্তরাষ্ট্র; শতভিষাতারা; পুরুষায়ুষ; রাবণাঙ্গুলি; পদ্মদল; ইন্দ্রযজ্ঞ; অগ্নিযোজন।

২২০। মহারাজিক।

১০০০। জাহ্নবীবক্ত্র; শেষশীর্ষ; পদ্মচ্ছদ; রবিকর; অর্জ্জুনবাণ; বেদশাখা; ইন্দ্রবৃষ্টি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়

উপাধিদানের সভা

বিগত ২৮এ মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার সেনেট-হলে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানের সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল। প্রতিবৎসরই এইসময়ে উপাধি-প্রদানের সভা হইয়া থাকে, প্রতিবৎসরই শত শত ছাত্র স্বস্ব যোগ্যতা অনুসারে উপাধি ও প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া থাকেন, প্রতি বৎসরই এই উপাধি-প্রদান-সভায় বক্তৃতা হইয়া থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্‌সেলর্ মাননীয় রাজপ্রতিনিধি মহোদয় সভায় উপস্থিত থাকিলেও প্রতিবৎসরই প্রধান-বক্তৃতার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্‌সেলর্ মহোদয়ের উপরই অর্পিত হইয়া থাকে;—প্রতিবৎসরই আমরা ভাইস্-চেন্‌সেলর্ মহোদয়ের সারগর্ভ ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছি। সুতরাং, অন্যান্য বৎসরে এব্যাপারে কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় নাই; বাঁধা নিয়ম অনুসারেই সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে; এমন কি ভাইস্-চেন্‌সেলর্ মহোদয় যে কি বক্তৃতা করিবেন, তাহাও এতকাল শুনিয়া শুনিয়া সকলেই একপ্রকার ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এবারের অধিবেশনে একটু বিশেষত্ব আছে;—বিশেষত্ব আছে বলিয়াই আমরা এবার এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

এবার এই কন্‌ভোকেশনে চেন্‌সেলর্ মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর উপস্থিত হইতে পারেন নাই; বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টর্ বাঙ্গালার গভর্ণর্ মাননীয় শ্রীযুক্ত কারমাইকেল্ বাহাদুর, চেন্‌সেলরের প্রতিনিধিরূপে, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সমস্ত কার্য্যই যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইয়াছিল; প্রায় দুই হাজারের অধিক ছাত্র উপাধি-লাভ করিয়াছিলেন।

তাহার পরেই বক্তৃতা। সেই বক্তৃতার কথা বলিবার জন্যই আমরা এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এবার বক্তৃতায় বিশেষত্ব ছিল; সে বিশেষত্ব এই যে, যে অক্লান্তকর্ম্মা মহারথ বিগত আট বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-পরিচালনা করিয়াছেন, যাঁহার একনিষ্ঠ চেষ্টায়, যাঁহার প্রাণগত আগ্রহে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি হইয়াছে, সেই ভাইস্-চেন্‌সেলর্ মাননীয় বিচারপতি স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্‌সেলরের পদ বিদায় গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক গণ্যমান্য কৃতবিদ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্‌সেলরের পদ অলঙ্কৃত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তাঁহারাও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, মাননীয় স্যর্ আশুতোষ যেভাবে কার্য্য-পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা কেহই করেন স্যর্ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে তাঁহার জীবন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারকার্য্য সুসম্পন্ন পর, তিনি যেটুকু সময় পাইতেন, তাহাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়াছেন; তিনি, বলিতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয়-ময়-জীবন হইয়াছিলেন। পথেঘাটে, স্বজনে নির্জ্জনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির কথাই চিন্তা করিয়াছেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ একনিষ্ঠ সাধক অতি কমই দেখিতে যায়। কতদিক হইতে তাঁহার উপর অজস্র নিন্দা, বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি অটল-স্বীয় কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয় আজ এত উন্নত হইয়াছে,—তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ এমন সমৃদ্ধি। সেই স্যর্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে অবসরলাভ করিলে বিগত অধিবেশনে কনভোকেশনে সেই বক্তৃতাই সেই কথাগুলিই এবারকার কনভোকেশনের বিশেষ আশুতোষ এতদিন যে কথা স্পষ্টবাক্যে বলেন নাই তাঁহার যেকোন কথার মধ্যেই যাহার আভাস পাওয়া এই বিদায়ক্ষণে তিনি সে কথাটি স্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি সমর্পণ করিয়াছিলেন, বিগত আট বৎসর যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইয়াছিল, যাহার জন্য নিন্দকগণের নিন্দা, বিদ্রূপ, উপহাস মাথা পাতিয়া করিয়াছিলেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ-

তিনি চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইয়াছেন,—এ কথা তিনি সে কন্‌ভোকেশন্-সভায় সরলভাবে বলিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে সেই কথা কয়টির মর্ম্ম পাঠক-পাঠিকাগণের করিব; কিন্তু সেকথা বলিবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেন্‌সেলর্ মহামতি শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর এই বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুরের নিকট যে সংবাদ করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করা সঙ্গত করিতেছি।

আমাদের মাননীয় গবর্ণর শ্রীযুক্ত কারমাইকেল মহোদয় কেশনের কার্য্য আরম্ভ করিবার পরই শ্রীযুক্ত বড়লাট রের পত্র পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের কথা।

আমি আজ আপনাদের সভায় উপস্থিত হইতে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। দুঃখিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। এইবার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস্-চেন্‌সেলরের শেষবক্তৃতা করিবেন। বিগত আট তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এবং বলিলে বোধ হয় অধিক বলা হইবে না যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহার নিজের করিয়া লইয়া ('It is not too much to say that has made the University his own.') আমার নিজের পক্ষ হইতে এবং ভারত-গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যর্ আশুতোষকে ধন্যবাদ । তিনি বিগত আট বৎসর যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সুপরিচালিত করিয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেই হইবে।"

তার পরই মাননীয় বড়লাট বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—গভর্ণমেণ্ট স্যর আশুতোষের পদে যাঁহাকে করিয়াছেন, তিনি আপনাদের সকলের সুপরিচিত; তিনি আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বহুদিন হইতে বিশেষভাবে সংসৃষ্ট ছেন;—তিনি ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বোধ হয় আমার একথা ঠিক যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সর্ব্বপ্রথম বেসরকারি-ভাইস্-চেন্‌সেলর্ হইলেন। সে যাহাই হউক, আমি আমার পক্ষ হইতে, এবং গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে, তাঁহাকে বলিতেছি যে, পূর্ব্ববর্ত্তী যেসকল মহাশয়ব্যক্তি এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি যেভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সুপরিচালিত করিয়া গেলেন, তিনিও সেইভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধন করিয়া এই পদের গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন ("I can assure him, on behalf of myself and the Government of India, of our earnest desire that his period of Office may be fully as useful and distinguished as that of the most illustrious of his predecessors.")

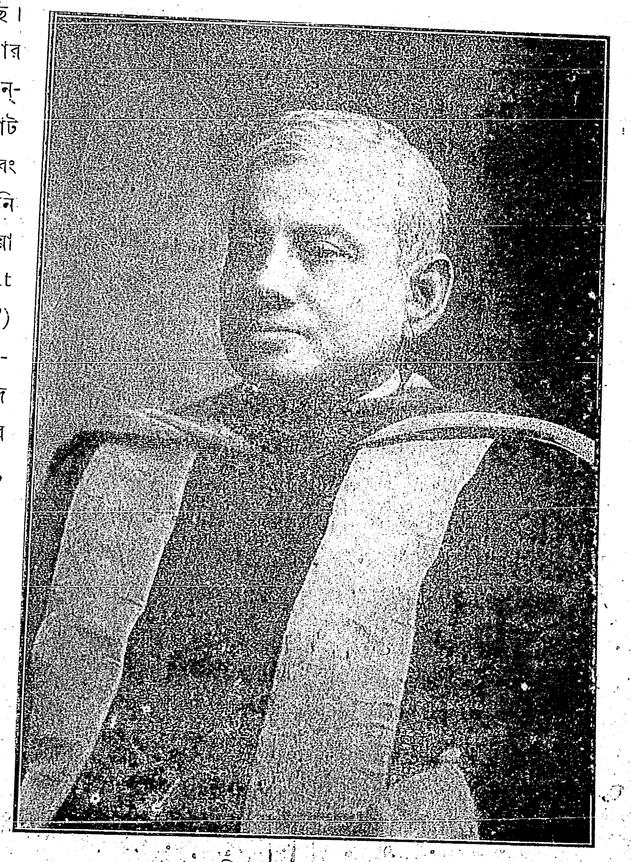

ডাক্তার—শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

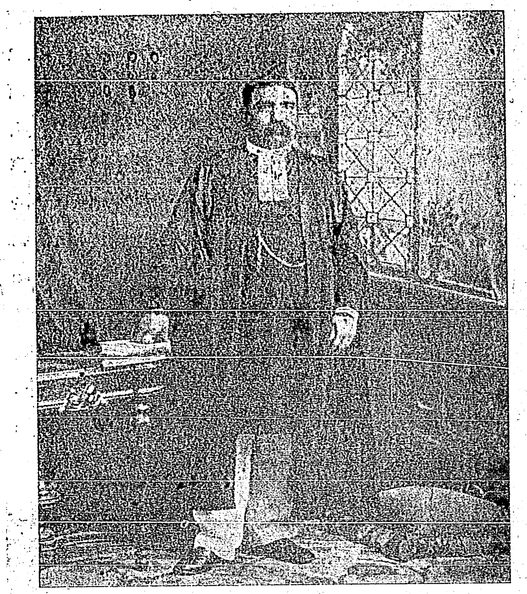

ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এইবার শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষের বক্তৃতার কথা—

স্যর্ আশুতোষের বক্তৃতা

বিগত বৎসরের বিবরণ বিজ্ঞাপন করিয়া তিনি বলিলেন, "এইবার আমি আর একটি কথার অবতারণা করিব। এই কথাটি আমি না বলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না, কারণ কথাটি বিশেষ প্রয়োজনীয়; আমি কর্ত্তব্য-প্রণোদিত হইয়াই কথাটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। পূর্ব্বে অনেকবার আমি এই কন্‌ভোকেশন্-উপলক্ষে বক্তৃতা করিয়াছি, কিন্তু কোনবারেই আমি সেকথার উল্লেখ করি নাই। কথাটি সর্ব্বদাই আমার মনে হইত, এবং একাধিক-বার আমি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য প্রলুব্ধও হইয়াছি; কিন্তু আমি আমার সেইচ্ছা এতদিন সংবরণ করিয়া আসিয়াছি। এবার আমি কথাটি বলিব, কারণ এবার আমি আমার পদ হইতে অবসর-লাভ করিতেছি। এই সময়ে কথাটি স্পষ্টভাবে মনখুলিয়া বলা, আমি আমার পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। কথাটি এই যে,—কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান অবস্থার কতটা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অধিকার দাবী করিতে পারে। এই কথাটি বহুদিন হইতেই আমি ভাবিতেছি; ইহা আমার হৃদয়কে বিশেষভাবে আন্দোলিত করিতেছে;— আমি এই কথা সভাস্থলে উপস্থিত করিতেছি। (question which agitates my mind is that the degree and measure of ultimate inde dent authority which a Corporation such the University of Calcutta is entitled to cla বিশ্ববিদ্যালয়মাত্রেই রাজকীয় বিধি-ব্যবস্থার অধীন কার্য্য করিয়া থাকে; প্রধান-রাজপুরুষেরা যেসমস্ত করেন, তদনুসারেই ইহার কার্য্য পরিচালিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় কি করিবে না করিবে, তাহাও বিধিবদ্ধ থাকে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কিভাবে বিধি-ব অনুগত হইয়া কার্য্য-পরিচালনা করিতেছেন,—প্রধান পুরুষগণ তাহা দেখিয়া থাকেন, এবং সকল কার্য্য যথা নির্ব্বাহিত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কেই দায়ী ক এমনও হইতে পারে যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তব্য-কার্য্যে ত্রুটী প্রদর্শন করিতেছেন, বা বিধি লঙ্ঘন করিতেছেন; সেস্থলে গভর্ণমেণ্ট্ তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, এবং যথাযোগ্য প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এপ্রকার গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ সঙ্গত; কিন্তু এপ্রকার কোন কার্য্য-শৈথিল্যের প্রমাণ নাই, বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিধি-ব্যবস্থার সম্মান রক্ষা করিয়া কার্য্য করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির ব্যবস্থা করেন, রাজপুরুষগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-সঙ্গত কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করাই যে শ্রেয়ঃ, সে বিষয়ে কোন নাই। এমনও হইতে পারে যে, গভর্ণমেণ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়সম্বন্ধে এমন অনেক ত্রুটীর কথা জানি বুঝিতে পারিয়াছেন, যাহা বিশ্ববিদ্যালয় জানিতে পারেন নাই; এঅবস্থায় গভর্ণমেণ্ট্ যদি বিশ্ব কার্য্য-প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করেন, এবং তাঁহাদে কথা বুঝাইয়া দিয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন, তা ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতে বা সকলস্থলে, কেহই গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের প্রতিব পারেন না; কারণ ইহা সম্পূর্ণ সঙ্গত। কিন্তু যখ বিশেষ কোন ব্যাপারের কথা চিন্তা করি, তখ

উঠে,—তখনই অসুবিধা উপস্থিত হয়,—তখনই বুঝিতে পারি না যে, গভর্ণমেণ্টের কতদূর পর্য্যন্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কোন্ স্থানে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত,—কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভাবে কার্য্য করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী, কারণ ইহারই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। ("The ts and difficulties begin when we come ncrete cases, and try to define the exact which separates the sphere within which, for the sake of brevity I will call Govern- nterference, is justified from the sphere n which the University authorities in the st of efficient discharge of duty, should owed absolutely free-hand.) আমি কথাটা লিতেছি,—এই তিন বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট্ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কএকটি কার্য্যে হস্ত-রিয়াছেন, যাহা অকারণ বলিয়া অভিহিত না মি থাকিতে পারিতেছি না।"

হার পর স্যর্ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-উল্লেখ করিয়াছেন। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে যে সমস্ত শিক্ষিত ও দেশের শীর্ষ-ভদ্রলোক ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং তাঁহাদের কার্য্য-ও দায়িত্ব-বোধ সম্বন্ধে সকলেই উচ্চ-ধারণা পোষণ থাকেন। সেনেট্ ও সিণ্ডিকেটে যেসকল সদস্য তাহার মধ্যে শতকরা নব্বইজনই গভর্ণমেণ্টের ব্যক্তি।' এই কথা বলিয়াই স্যর্ আশুতোষ ছেন, "এই সেনেট্ ও সিণ্ডিকেটের সদস্যগণ যে টের বিশ্বাস-ভাজন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন থাকিতে পারে না; সুতরাং তাঁহারা স্বাধীনভাবে, লয়ের উন্নতিকল্পে, বিধিসঙ্গত ব্যবস্থা করিবার ধিকারী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় আছে কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ওয়া হইয়াছে কি?—বিগত দশ বৎসরের বিশ্ব-কার্য্য-পরিচালনার ইতিহাস আলোচনা করিলে লিবেন,—সে সুবিধা, বা সে অধিকার, প্রদত্ত হয় নাই। অবশ্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যমহোদয়গণ আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন—আমি যাহা অনুভব করিতেছি, তাঁহারাও তাহা অনুভব করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে সাতবার আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্‌সেলর্ রূপে এই উপাধি-প্রদান-সভায় বক্তৃতা করিয়াছি। আট বৎসর পূর্ব্বে ভারত-গভর্ণমেণ্ট্ আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ গৌরবের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; আর কএকদিন পরেই আমি সে পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। আট বৎসর বড় কম সময় নহে; কিন্তু দিন-মাস সময়ের পরিমাপক নহে,—কার্য্যই সময়ের পরিমাপক!—এই আটবৎসরে কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয় অনেক কাজ করিয়াছেন; আমি ত মনে করি, এই আট বৎসরে বহুবৎসরের কাজ হইয়াছে। এই আট বৎসর আমি প্রাণপণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছি। আমি —একা আমি নহি,—আমরা সকলে মিলিয়া এই দীর্ঘকাল ধর্ম্মাক্ত কলেবরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছি; দিবানিশি অক্লান্তভাবে খাটিয়াছি;—আমরা প্রচুর ফলের আশায় আশান্বিত হইয়াছি। যাহাতে আমাদের ছাত্রগণ সর্ব্ববিষয়ে স্বাস্থ্যলাভ করে, তাহার জন্য আমরা একাগ্রচিত্তে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি; আমরা এই ফল-লাভের জন্য সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া ভূমি-কর্ষণ করিয়াছি। এখন তাহার প্রথম ফল ফলিতেছে!—কিন্তু যখনই আমি বিগত কএক বৎসরের কথা মনে করি, তখনই আমার হৃদয়ে এই চিন্তার উদয় হয় যে,—ভবিষ্যতে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কি হইবে? ইহা কি সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবে?—ভাবিয়া আমি সত্যসত্যই ভীত হইয়া পড়ি। এতদিন যে সকল প্রতিকূলতার বাধা আমরা কাটাইয়া আসিয়াছি, সেসকল এখনও দূর হয় নাই, এখনও প্রতিকূলাচরণের যথেষ্ট ভয় রহিয়াছে। আরও অধিক ভয়ের কারণ এই যে প্রতিপক্ষ হয় ত অনেক সময়ে অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিতেও পারেন। যে অঞ্চল হইতে আমরা সম্পূর্ণ সহানু-ভূতির আশা ও দাবী করিয়াছিলাম,—সেখান হইতে তাহার বিপরীতই পাইয়াছি। আরও ভয়ের কারণ এই যে,—হয়ত, ভবিষ্যতে দৃঢ়তার অভাব এবং দুর্ব্বলতার প্রভাব হইলে, নিতান্ত কাপুরুষের মত কেহ কেহবা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া, ন্যায় ও বিধি ব্যবস্থার মর্য্যাদা-রক্ষার

জন্য অকুতোভয়ে অগ্রসর না হইয়া, কোন রকমে একটা রফা-নিষ্পত্তি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অকল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

“এই সকল ভবিষ্যৎ বিপদ ও আশঙ্কার চিত্র আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। মাঠে শস্য পাকিয়া উঠিতেছে, এমন সময়ে আকাশে মেঘের সঞ্চার ও আড়ম্বর দেখিলে কৃষকের হৃদয় যে প্রকার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে, আমারও অবস্থা তাহাই দাঁড়াইয়াছে। তবে এখন আমার আর কোন উপায় নাই।—আমি এখন সুধু আশা করিব, সুধু বিশ্বাস করিব, সুধু ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করিব। আমি দেখিতেছি,—একটা নবভাবের উদয় হইয়াছে; আমার মনে হইতেছে, এভাবের নির্ব্বাণ হইবে না;—ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনার ও আশার সূত্র। আমি এখন আমার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিব; যাঁহাদের সহিত মিলিয়া এতকাল কার্য্য করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যদিও আমি চিন্তিত হইয়াছি, তবুও এতকাল যে কার্য্য করিয়াছি, তাহার বর্ত্তমান সাফল্য-দর্শনে আমি মনে মনে সন্তোষ লাভ করিতেছি। অবশেষে, আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে প্রার্থনা করি,—আমাদের এই শিক্ষা-জননীর যেন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। যাহার জন্য আমি এতকাল প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার শ্রীবৃদ্ধি যেন দেখিয়া যাইতে পারি। সকল মঙ্গলালয় মহাশক্তির নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, তদপেক্ষা গরীয়সী আমার জন্মভূমির যেন কল্যাণ সাধিত হয়।”

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষ আসন গ্রহণ করিলে,

মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল

বলিলেন,—“যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছিলাম, তাহা শেষ হইল। আর এক মিনিট পরেই কন্‌ভোকেশনের বর্ত্তমানবর্ষের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইবে। এই সুযোগে আমি, আপনাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষকে ধন্যবাদ করি, এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত চেন্‌সেলর্ মহোদয় স্যর্ আশুতোষ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, যে ভ… তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার … ধন্যবাদ দিই। মাননীয় শ্রীযুক্ত চেন্‌সেলের্ … তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে ও ভারত-গভর্মেণ্টের … হইতে শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্র… করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন; … সুধু তাঁহারাই কৃতজ্ঞ নহেন। আমি বলিতে পারি যে, … গভর্মেণ্ট কেন?—সুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ কে… বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিই … আশুতোষের নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি এই বিশ্ববিদ্যা… জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। … আট বৎসর তিনি যেভাবে কার্য্য করিয়াছেন, … বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি যেপ্রকার পরিশ্রম, … চেষ্টা করিয়াছেন,—সেকথা স্মরণ করিয়া তিনি সত্য… গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন। অতি কম লোকেই … মত পরিশ্রম করিতে পারেন,—তাঁহার কার্য্য-দক্ষ… অসাধারণ। তিনি হাইকোর্টের একজন বিচারপতি;… কেহই বলিতে পারিবেন না যে, তিনি সেই গভীর … পূর্ণ গুরুভার কার্য্যে কোন ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া… এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার পরও তিনি … বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা সু… করিতে হইলে অপর কোন ব্যক্তিকে সমস্ত সময় নি… করিতে হইত।”

তাহার পর শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষকে উদ্দে… মাননীয় শ্রীযুক্ত গভর্ণর বাহাদুর বলিলেন, “ভাইস্‌-চে… মহোদয়, আপনি আপনার বক্তৃতায় এই বিশ্ববি… যে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিলেন, এবং এই বিশ্ব… হইতেও গরিয়সী আপনার মাতৃভূমির মঙ্গল-কামনা … সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা ক… তাহাতে আমরা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে … করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যে… বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং এই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি … হয়।”

স্যর্ আশুতোষ ও ডাক্তার দেবপ্র…

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যা… কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে অবস…

…ন এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী … সেই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীযুক্ত স্যর্ … তোষ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কি করিয়াছেন, … বাঙ্গালীকে আবার কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে? … কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, … জন্য সকলকেই একবাক্যে স্যর্ আশুতোষকে … করিতে হইবেই। তিনি আট বৎসরে যাহা …ছেন, আর কেহ তাহার দ্বিগুণ সময়েও তাহা করিতে …ন কি না সন্দেহ। এজন্য তিনি গর্ব্ব অনুভব … পারেন। আমরা স্যর্ আশুতোষের নিকট কৃতজ্ঞতা … করিতেছি। যতদিন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় …, ততদিন স্যর্ আশুতোষের নাম স্বর্ণাক্ষরে এই …দ্যালয়ের ইতিহাসে লিখিত থাকিবে।

…হার পর, আমরা শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়কে অভ্যর্থনা করিতেছি। ডাক্তার দেবপ্রসাদের পরিচয় দিতে হইবে না। বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকে জানেন না। আমরা বিগত সংখ্যার ‘ভারতবর্ষে’ ডাক্তার দেবপ্রসাদের সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিয়াছি। মাননীয় স্যর্ আশুতোষের পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইবেন, এই জনরব শুনিয়া আমরা তখন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন আমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আমরা জানি, আমাদের বিশ্বাস আছে,—স্যর্ আশুতোষ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যে প্রকার যত্নচেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন,—আশা করা যায় ডাক্তার দেবপ্রসাদও তদনুরূপ করিতে পারিবেন। আমাদের স্থির ধারণা, তাঁহার হস্তে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

পল্লীবাসিনী

…লা-খোঁপা, লালপাড় বেগুনি বর্ণের তব সাড়ি।—
…পল্লীবাসিনী! তুমি গিয়া কোন্ অমৃত-সরসে,
…হরষে সুধা-ভরিয়াছ আনন্দ-কলসে?
…কি’ থমকি’ কেন দাঁড়াইয়া? চুড়ি বেলোয়ারি,
…মাণিক্যের মত ঝলকিছে, ধরিত্রী উজারি,
…শ্রীহস্তে তব!—ভাল তব, সিন্দূর-পরশে,
…সুন্দর! কি সুন্দরী পদ্মরাস চৌদিকে বরষে

যেন আবিরের ধারা! জয় জয়, অয়ি বরনারি!
অঞ্চলে রেখেছ বাঁধি’ বুঝি বিশ্ব-রহস্যের চাবি?—
যাও যাও গৃহমণি! গৃহে ফিরি,—চাবি দিয়া তব
খুলি’ গুপ্ত-রত্নাগার দেখাও ঐশ্বর্য্য নব নব;—
সৌরভে ভরিয়া দাও, খুলি’ হৃদয়ের মৃগনাভি।
হে জাগ্রত বঙ্গলক্ষ্মী! উচ্চে শঙ্খবাজাইয়া, সতি!
প্রীতি-বিশ্বদেবতার কর কর সধূপ আরতি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

য়ুরোপে তিনমাস

১০

১৯শে মে শনিবার—অতিপ্রত্যুষে পূর্ব্বকথিত সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মহিলাটি দেখা করিতে আসিলেন। সুশ্রী, সুগঠন ও সুবেশ। অচঞ্চল স্বাধীনতা স্ত্রীজনোচিত অপ্রগল্‌ভ, ও সুকুমার সলজ্জ ব্যবহার অতি মনোরম। পুরুষ-অভিভাবকের বিনা সাহায্যে অপরিচিত পুরুষের নিকট অসঙ্কোচে আসিয়া নিজ প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া ও যথাযথ ব্যবস্থা লইয়া চলিয়া গেলেন। ইনি কোন সর্দ্দার-বংশের মহিলা। ষ্টেট্ সেক্রেটারীর সহিত বহুদিনব্যাপী পত্র-সংগ্রামেও বংশাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইয়া, অপরিচিতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমার মহারাষ্ট্রী জানা নাই, তিনিও ইংরেজি জানেন না। ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে কথাবার্ত্তা এক প্রকার শেষ হইল!

বিদায়ের প্রাক্কালে স্থানীয় বাঙ্গালী ও বম্বে-নিবাসী বন্ধুগণ আমায় যে কতদূর যত্নআত্মীয়তাতে আপ্যায়িত করিলেন, তাহা বলিবার নয়। বাড়ীর মায়া কাটাইয়া আসিয়াও আবার এই দূরদেশস্থ নূতন পুরাতন বন্ধুদিগের মায়া–নূতন করিয়া—কাটাইতে, বিদায়-যাতনা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ইঁহারা Ballard Piers পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন। স্থানীয় পদ্ধতি অনুসারে বহুমূল্য জরি ও ফিতা দিয়া সুসজ্জিত ফুলের মালা, তোড়া দিয়া কত যে সম্মান-যত্ন করিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের মধুর আপ্যায়নে আমি যেন মুগ্ধপ্রায় হইয়া গেলাম। বিদায়দান, ও প্রত্যাবর্ত্তনকালে সমুদ্রগামী বন্ধুবান্ধবগণকে মাল্যবিভূষিত করার প্রথা এখানে প্রচলিত খুব অধিক দেখিলাম। বন্দরদ্বারে লোকে লোকারণ্য। ফটকের উপরেই এই শ্রেণীর মালা ও তোড়ার রীতিমত হাট বসে। যাহার বন্ধুসংখ্যা যতবেশী, তাহার মাল্যসংখ্যাও তদনুরূপ। ইংরেজ ও ভারতবাসী সকলেই এ সম্মান পান। আমার ভাগ্যেও পূর্ণমাত্রায় এ সম্মান পাইলাম। যাত্রী অপেক্ষা যাত্রীদের এইরূপ বন্ধুবান্ধব—লোকজন—দশগুণ; কিন্তু বন্দরের নিয়ম অনুসারে তাহাদের ভিতরে যাইবার অধিকার নাই। কতক জিনিসপত্র ষ্টেশন্ হইতে গত কল্যই 'কুক্ এণ্ড সন্স্'এর জিম্মা করিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে খরচ কিছু অধিক হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা তাহাই সুবিধা। বাকী জিনিসপত্র কুকেদের লোকের জিম্মা করিয়া দি... সঙ্গে রহিল,—কেবল ছাতা ও বেদনাযুক্ত পায়ের ... লাঠি; আর রহিল–ফুলমালার রাশি। চারিদিকের ... চাহিয়া দেখিয়া বোধ হয় ভাবিতে লাগিল যেন এই ... অপরিচিত নগণ্য বিদেশী-লোককে এত ফুলমালায় বি... করিল কে?

বন্দরে প্রবেশ করিবার সময় ডাক্তার ... পরীক্ষার অভিনয় হইল। প্লেগ-আবির্ভাবের পর ... এই অভিনয় অব্যাহত রহিয়াছে; কিন্তু এখন ... মারাত্মক নহে। সভ্য-ভদ্র-ভাবে একবার হাত ... আর "কেমন আছেন?" জিজ্ঞাসা করিয়া ডাক্তা... প্লেগ বসন্ত ওলাউঠা ইত্যাদি সার্ব্বজনীন মহামারী ... অনুসন্ধান-শেষ করিয়া সভ্য য়ুরোপকে মাভৈঃ ... অভয় দিলেন। একখানা ছাপা সার্টিফিকেট্ দিয়া ... কাজ শেষ হইল। "কালা" চাকরচাকরাণীর ... অনুরূপ। "অদল বদলের" ভয়ে তাহাদের হাতে ... রবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ দিয়া মোহর করিয়া দেও... Government of Indiaর Finance Membe... Guy Fleetwood Wilson এই জাহাজে যাই... তিনি পরে গল্প করিলেন যে, ডাক্তারপুঙ্গবের তি... চমকাইয়া দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ... আছেন?" কথার উত্তরে Sir Guy ডাক্তারকে রহ... অথচ গম্ভীরভাবে বলেন, "It is my duty, Doc... inform you that I am suffering from a ... some and incurable disease." ডাক্তার ... লাফাইয়া উঠিয়া অ্যাঁ—অ্যাঁ—করিতে লাগিলেন! S... স্বয়ং এই কবুল জবাব দিলেন, অথচ তাঁহার মত ... আটকান যায় কি প্রকারে! ডাক্তারের বি... দেখিয়া Sir Guy হাসিয়া বলিলেন, "An... disease is, old age."—তখন ডাক্তার হাঁ... বাঁচেন। Sir Guy অবিবাহিত;—নতুবা যা... পুত্রের যৌবন-ঋণ লইতে উপদেশ দিলেও দেওয়া ...

জাহাজ তীরের নিকট আসিতে পারে... বলিয়াছি। তীর হইতে প্রায় একমাইল দূরে না...

... ছোট 'টেণ্ডার্' জাহাজ কএকবার যাতায়াত ...যাত্রী পৌছিয়া দিতেছে। দুইটি পরিচিত মুসলমানের ...রিষ্টার হইবার জন্য চলিয়াছে। তাহারা আগ্রহ ...আসিয়া আলাপ করিল। Second classএ ...ছে বলিয়া, পরে তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা হইবে না ...দুঃখ প্রকাশ করিল। জাহাজে জাতিভেদ নাই ...কিন্তু "শ্রেণীভেদ"টা খুব গুরুতর! জাহাজের দূরস্থ ... পৃথক্ অংশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থান। ... সহিত দেখাশুনা প্রায় অসম্ভব।—টেণ্ডার্, ...ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় ... ছেলে লইয়া এক য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক আসিয়া ...। নিয়মের এমনই বাঁধাধরা যে, এক সেকেণ্ড ...অপরাধে, তাহার জন্য জাহাজ ফিরিল না। রৌদ্রে ...মাথায় দিয়া ছেলে কোলে লইয়া পুনরায় টেণ্ডার্ ...আসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। ...সাহেব ছেলেখেলার যে সার্টিফিকেট্ দিয়াছিলেন, ...লিসকে দেখাইয়া তবে সকলকেই টেণ্ডারে উঠিতে ...Sir Guy Fleetwood-কে পর্য্যন্ত তাহা দেখাইতে ...ইংরেজদের যেখানে যেমন!—এইরূপ Sense and ...of Discipline—ইহাতেই সব দোষ শোধরাইয়া ...ইহার প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলে এখনও বুঝি ...ই "মেকী"-স্বাধীনতার এত চলন, ও তাই আমাদের ...!—শিক্ষার ও সংযমের যথার্থ অভাব এইরূপেই ...য়!

...র ছাড়িয়া দিল। কত কথা মনে হইতে লাগিল। ...র্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল,—লেখনী বা ...কখন তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারিবে না। ... ব্যতীত সে বিষয়ে যথার্থ সহানুভূতি কেহ ...রিবে না। তাই আবার Byron, Washington ...কে মনে পড়িল। কাতর সতৃষ্ণনয়নে ভারতের ... দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে চলিলাম। ...টেণ্ডার্ বড়জাহাজের নিকট যাইতে লাগিল, ...বড়জাহাজের দিকে লক্ষ্য বা ভ্রূক্ষেপ করি নাই! ... অনুমতির পর, জেলের গাড়ীর দিকে রক্ষী ...রিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কয়েদী তখন Black ...ভৎস রূপের দিকে লক্ষ্য করেনা। যাহাদের ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের সম্পর্কীয় যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহারই দিকে শেষপর্য্যন্ত চাহিয়া থাকে; এমন কি, আদালতের দরজার দিকে পর্য্যন্ত সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকে। বম্বের ও বম্বের লোকের সহিত আমার পরিচয় ২৪ ঘণ্টা মাত্র! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, বধূ, বন্ধু ও অন্যান্য প্রিয়জন সব দূরে—কতদূরে রহিয়াছে! নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবার মত লোক, বম্বেতে কেহ উপস্থিত নাই! বম্বের বন্ধুগণ—যাঁহারা বিদায় দিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা—বন্দরের ফটকের বাহিরে। তথাপি বন্ধুশ্রেণী বম্বেবাসীর উপর হইতে চোখ পাল্‌টাইতে পারিলাম না; নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম।—বিদায় ভারতবাসী!—বিদায় ভারত! গ্লানিম্লান-নয়নে "Arabia" জাহাজের প্রতি দৃষ্টিমাত্র অমঙ্গলচিহ্ন নয়ন গোচর হইল; শিহরিয়া উঠিলাম! মাস্তুলের অর্দ্ধপথে জাহাজের নিশান উড়িতেছে! এই আর্ত্ত-চিহ্ন যেন আমারই গুরুভার হৃদয়ের অস্ফুট অভিব্যঞ্জনা মাত্র। এই অমঙ্গলচিহ্নের কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম যে, গত কল্য ডেনমার্কের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। আত্মীয় ইংরেজ-রাজ তাঁহার স্মৃতির প্রতি,—বন্দরে বন্দরে সম্মান দেখাইতেছেন। জাহাজের সিঁড়ি লাগাইতে, লোক উঠিতে, কিছু বিলম্ব হইল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন-পথে যাইতেছি না, যে ব্যস্ততার প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান যুবক দু'টি নূতন-উদ্যমে যাইতেছে। তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। যত্ন ও ভক্তিভরে ফুলের তোড়া তাহাদিগকে উপহার দিলাম। ফুলমালার সে উজ্জ্বল-হাস্য যেন তখন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। কলিকাতায় Seekers' Club, Shakespeare Society, Anti-smoking Union, রায় বাহাদুর যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাটী প্রভৃতি স্থানে আমায় বিদায় দিবার জন্য বন্ধুগণ যে সব সভাসমিতির আয়োজন করিয়াছিলেন, সেখানেও ফুলরাশির ছড়াছড়ি হইয়াছিল; আমার প্রিয়জনেরা যত্ন-আহ্লাদ আদর করিয়া সেগুলি তুলিয়া গুছাইয়া রাখিত; তাহাতে ফুলের শোভা ও মূল্য দ্বিগুণ হইত। মালা-তোড়ার প্রাচুর্য্যে প্রাণাধিক সেই সকল প্রিয়জনকে বার বার মনে পড়িতে লাগিল। স্মরণচিহ্নস্বরূপ মালা-গাঁথার ফিতাগুলি তাহাদের জন্য রাখিয়া ফুলগুলি সমুদ্র-দেবের পূজায় ক্রমে ক্রমে অঞ্জলি দিলাম।

জাহাজে উঠিবামাত্র কর্ম্মচারীরা ফার্ষ্টক্ল্যাস্ এইদিকে, সেকেণ্ডক্ল্যাস্ এইদিকে, বলিয়া পথনির্দ্দেশ করিতে লাগিল। আমার Cabinএর নম্বর বলিতেই Cabin Steward আমার কামরায় লইয়া গেল। তাহাদের যত্নভক্তি নমস্কার, আর প্রতিপদে "মহাশয়" "মহাশয়" (Sir) উক্তি শুনিয়া, আমাদের চাকর-মহাশয়দের সহিত তাহাদের প্রভেদ বুঝিলাম। ইহাদের বেতন অধিক বটে, আর মার-গালাগালি-কটূক্তিও ইহারা সহ্য করে না; কিন্তু "ঠোঁটে ঠোঁটে" কাজ যোগায়, কোন কথা বলিতে হয় না, ধমকাইতে হয় না। বিছানারচাদর, বালিস, তোয়ালে, সাবান, প্রয়োজনীয় সমস্ত আস্‌বাব্, মায় (Springএর) খাট, কার্পেট, চেয়ার, আলমারী, আলনা, দিয়া ঘরসাজান। এক ঘরে তিনজন লোক থাকার নিয়ম। জাহাজের সম্মুখভাগ বেশী দোলার জন্য গা-বমি করিবার ভয়ে, আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরা ছাড়িয়া, আমি জাহাজের মাঝামাঝি একটা ঘর চাহিয়াছিলাম; কিন্তু জিনিসপত্র লইয়া দুইজন অপরিচিত লোকের সহিত ১৫ দিন ক্রমাগত একত্র থাকার মহা অসুবিধা। এইসব কথা ভাবিতেছি, এমন সময়

P. & O. — R. M. S. — "MANTUA."
First Class. Dining Saloon

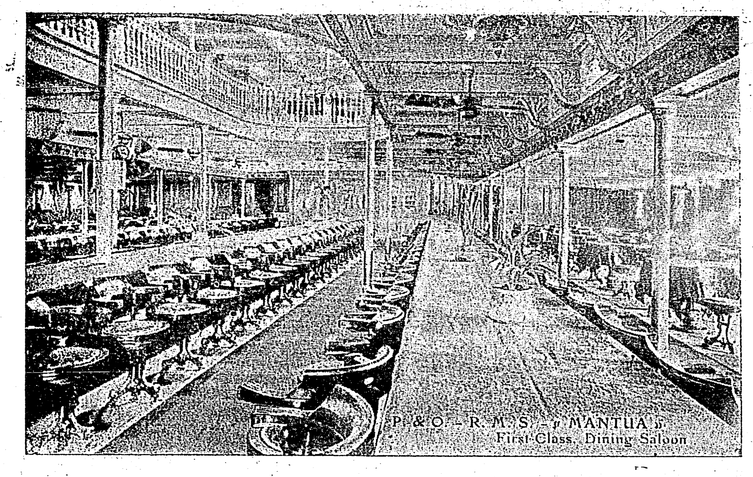

সংবাদ আসিল যে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বতন্ত্র একটি ঘর আমার একেলার দখলেই থাকিবে। Steward জিনিসপত্রগুলি নূতন ঘরে আনিল। অসুরের মত কি অক্লান্ত পরিশ্রমে Steward, যাত্রীদের জিনিসপত্র যথাস্থানে নিমেষের মধ্যে রাখিয়া, তাহাদের সকল রকমের সুবিধা করিয়া দেয়, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না! আমার চাকর আছে, তাহাকে যেকাজ করিতে বলা যায়, তখনই উত্তর করিয়া বসে,—"আমরা তাঁতিমানুষ, আমাদের কাজ নয়"; একথাটা যে কিছুদিন হইবে না, ইহা পরম লাভ—ইহাতে নিরানন্দের কিছু আনন্দ বোধ হইল। জুতা সাফ্‌করা, গুছান, জল দেওয়া, বিছানা করা, ঘরঝাড়া, ইত্যাদি Stewardএর কাজ। Table Steward, যে খাইতে চায় তাহার বন্দোবস্ত করিতেছে; Deck Ste ডেকের উপর চেয়ারটি খুঁজিয়া যথাস্থানে পাতিয়া রাখি খাবার জল, Lemonade, প্রভৃতি যে যাহা চায়, বদনে সত্বর যোগাইতেছে; খেলাধূলার বন্দোবস্ত দিতেছে। যেন কলে কাজ চলিতেছে। ভুলিয়া একটি টিপিয়া ধরিতে Bell Steward আসিয়া হাজির; সেই ঘা দিলেই তাহাকে উপস্থিত হইতে হইবে। একদিন রাত্রে খাবার জল না থাকাতে, জলের জন্য এই বালক ডাকিয়া তাহার ঘুমঘোর চোখ দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল

কথায় কথায়, চাকরবাকরদের কথা বলিতে আসল কথা হইতে দূরে পড়িয়াছি। একবার টেণ্ডার যাত করাতে সব যাত্রী জাহাজে আসিয়া পৌছিল; Punjab মেল দুই ঘণ্টা ছিল, সে মেল আসিয়া না জাহাজ ছাড়িতে পারে না। ৪টার সময় সে মেল পৌছিল; তখন আমাদের ভোজন, অপরাহ্ণ জলযোগ চা-পান হইয়া গিয়াছে। নিয়ম,—সকাল ৬টার সময় ৮টার সময় প্রাতর্ভোজন, সময় এক বাটী সুপ্, ১টার সময় রীতিমত (Lunch), ৪টার সময় চা, ৭টার সময় ভোজন (Dinner), রাত্রি ১১টার সময় করিলে কিছু (Supper); দিন রাত্রি নিদ্রা-গল্প, অপদার্থ-নভেলপাঠ, মাঝে মাঝে জানালা

ক্রোকেট্ ইত্যাদি খেলা, কখন কখন নাচগান হাজ প্রতিদিন কতবার চলিতেছে তৎসম্বন্ধে খা, সাধারণ সাহেব-মেমদের কাজ। জাহাজের দের "Duty"র সময় এই সকল আমোদপ্রমোদে করা নিষিদ্ধ; আহারের সময় কাপ্তেন্ প্রধান আসনে বসিলেন, Sir Guy Fleetwood দক্ষিণে, তার পর যে যার নির্দ্দিষ্টস্থানে। আমাদের প্রথম-নির্দ্দিষ্ট আসনের নিকট দুইজন গ্রীক্ ও দুইজন অভদ্র মুসলমান ছিল বলিয়া, ক্রমশঃ যোগাড় করিয়া স্বতন্ত্র টেবিলে নিজেদের ও মনের মত যোগাড় করিয়া লইলাম।

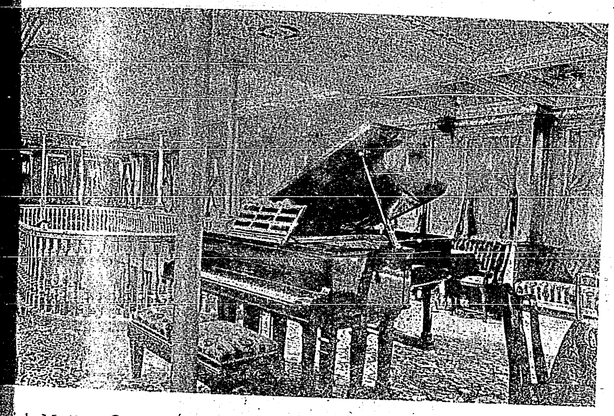

jab Mail আসিয়া পৌঁছিবামাত্র জাহাজ ছাড়িয়া I. R.এর Agent Sir William Dring সেই সিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর, তাঁহার ত্য বন্ধুগাত্রেরই বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। তার প্রধান সওদাগর Sir George Suther Sir Arthur Allen পরিচিত লোক। Sir Fleetwood ও এই সকল উপাধিপ্রাপ্ত বড় বড় সাহেব এত যত্ন-খাতির করিয়া কথা কওয়াতে, সাধারণ Anglo-Indian-দলকে বিশেষ নরমভাবাপন্ন দেখিলাম। জাহাজে বাঙ্গালীবাবুর উপর সাহেবের অত্যাচার-অপমানের গল্প যত শুনিয়াছি, তাহার ত কিছুই দেখিলাম না! যাহারা নিজের মান রাখিতে পারে না, যাচিয়া অগ্রসর হইয়া আলাপ করিতে চায়, অথচ ভদ্রব্যবহার পর্য্যন্ত জানে না,—তাহারা যে মাঝে মাঝে নরপশুগণের নিকট অপমানিত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? নিজের মান নিজে রাখিয়া, পিছাইয়া থাকিলে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া ত অধিক সহজ, এবং পশু-সান্নিধ্য সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। মানুষের সহিত মানুষের সদ্ভাব হইতে অধিকক্ষণ লাগে না; চামড়ার রংএর তফাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আর নরপশু কৃষ্ণকায় হউক—শ্বেতকায় হউক—সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য; প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাদের দিকে পিছু ফিরিয়া থাকিলে, তাহারা মাথায় উঠিবার অবকাশ পায় না। এ সম্বন্ধে একটু নাড়ীজ্ঞান প্রয়োজন।—জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সান্ধ্যঅন্ধকার ক্রমশঃ বম্বে সহর, তাহার গির্জ্জা বন্দর Light House তাজমহল হোটেলের ঈষৎ সবুজবর্ণ গম্বুজ, আক্রমণ ও গ্রাস করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভারতের ক্রোড় হইতে দূরাদপি দূরে পড়িতে লাগিলাম। বাহিরে আঁধার ভিতরেও আঁধার; আঁধারে জগৎ ছাইয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে সব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল। আকুল প্রাণের ব্যাকুল নিঃশ্বাস বিদায় প্রার্থনা করিয়া ভারত-বায়ুস্তরের নিকট বিদায় লইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

ছিন্নহস্ত

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত

[পূর্ব্বাবৃত্তি ঃ—ব্যাঙ্কার্ মঃ ডর্‌জার্‌স্ বিপত্নীক। এলিস্ তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্‌নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ সেক্রেটারী,জর্জ্জেট্ বালকভৃত্য; ম্যালিকম্ দ্বারপাল, ডেন্‌লেভ্যাণ্ট্ শান্ত্রী। একরাত্রে তাঁহার বাটীতে ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম্ নিশাভোজে আসিয়া দেখে, মালখাজনার লৌহসিন্দুকের বিচিত্র কলে কোন রমণীর সদ্য-ছিন্ন বামহস্ত সম্বদ্ধ! তৃতীয় ব্যক্তিকে না জানাইয়া, ম্যক্সিম্ সেটা নিজের কাছে রাখিল।

রবার্ট্, এলিসের পাণি-প্রার্থী; এলিসও তদনুরক্ত। বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার্ কিন্তু ভিগ্‌নরীকে জামাতা করিতে ইচ্ছুক নন্। তাই তিনি রবার্ট্‌কে মিশরস্থিত স্বীয় কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন। রবার্ট্ তাহাতে অসম্মত—সেই রাত্রেই তিনি দেশত্যাগ করিলেন।

রুশরাজের বৈদেশিক শত্রু-পরিদর্শক কর্ণেল্ বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা ও সরকারী কাগজপত্রের একটি বাক্স এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিন বলেন, পরদিন কিছু টাকা চাই।—কথামত কর্ণেল্ প্রাতেই টাকা লইতে আসিলে ভিগ্‌নরী দেখেন, খাজনার সিন্দুক খোলা! ডর্‌জার্‌স্ আসিলে দেখা গেল—৫০ হাজার টাকা ও কর্ণেলের বাক্সটি নাই!—সন্দেহটা পড়িল রবার্টের ঘাড়ে। কর্ণেলের পরামর্শে পুলিশে সংবাদ না দিয়া, গোপনে অনুসন্ধান করা স্থির হইল।

ম্যাক্সিম্, সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণীকে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিন্নহস্তে একখানি ব্রেসলেট্ ছিল—ম্যাক্সিম্ তাহা নিজে পরিয়া, ছিন্নহস্ত নদীতে ফেলিয়া দেন। পুলিস তাহা উদ্ধার করে, কিন্তু পরে চুরি যায়। একদিন পথে ম্যাক্সিমের সহিত এক পরিচিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখাইলেন; ম্যাক্সিম্ কৌশলে রমণীর সহিত আলাপ করিলেন, সে রমণী—কাউণ্টেস্ ইয়াল্‌টা। অতঃপর ম্যাডাম্ সার্জ্জেন্টের সহিতও তাঁহার আলাপ হয়। ইনি তাঁহার প্রকোষ্ঠে ব্রেসলেট্ দেখিয়া একটু রহস্য করিলেন। কথা-বার্ত্তায় বেশী রাত্রি হওয়ায়, তিনি রমণীকে তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন।

এলিস্ শুনিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের চুরি সম্পর্কে সকলেই রবার্ট্‌কে সন্দেহ করিয়াছে! তাঁহার কিন্তু ধারণা সে নির্দ্দোষ। তিনি রবার্ট্‌কে নির্দ্দোষ-প্রতিপন্ন করিবার জন্য ম্যাক্সিম্‌কে অনুরোধ করিলে, ম্যাক্সিম্ প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে রবার্ট্, দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, একবার এলিসের সাক্ষাৎকার-মানসে প্যারীতে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহাকে গোপনে সেই মর্ম্মে পত্র লিখেন। সেই দিনই পূর্ব্বাহ্নে, কর্ণেল্ ছলক্রমে তাঁহাকে এক বাটীতে আনিয়া বন্দী করিলেন। ম্যাক্সিম্ রবার্টের পত্র দেখিয়াছিলেন; তিনি উহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের বিরো... কার্য্যগতিকে তাহাই ঘটিল।

কর্ণেলের বিশ্বাস, রবার্টের নিয়োজিত কোনও রমণীদ্বারা ... চুরি ঘটিয়াছে। তিনি বন্দী রবার্ট্‌কেও সেইরূপ বলিলেন, ও জা... যে, রবার্ট্ সন্দেহমুক্ত না হইলে এলিসের সহিত ভিগ্‌নরীর ... ঘটিবে; আর চুরীর গুপ্ততথ্য ব্যক্ত না করিলে, তাঁহাকে আজী... থাকিতে হইবে। রবার্ট্ রাত্রে মুক্তির পথ খুঁজিতেছেন, এম... প্রাচীরের উপরে জর্জ্জেট্‌কে দেখিতে পাইলেন। সে ইঙ্গিতে ... মুক্তির আশা দিয়া প্রস্থান করিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাক্সিম্ অভিনয়-দর্শন করিতে যান। ... রঙ্গিণীর মুখে শুনিলেন—তাঁহার প্রকোষ্ঠস্থিত ব্রেস্‌লেটের ... কারিণী ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্; ঘটনাক্রমে সেও সেই থিয়েটারেই ... কথাটা কতদূর সত্য, জানিবার জন্য ম্যাক্সিম্ ম্যাঃ সার্জ্জেন্টের ... হাজির; কথায় কথায় একটু পানভোজনের প্রস্তাব হইল। ... অদূরবর্ত্তী হোটেলে গেলেন। তথায় ব্রেস্‌লেটের কথা উঠিতে, ... তাহা দেখিতে লইলেন। এমন সময়, সহসা ম্যাঃ সার্জ্জেন্টের ... এক অসভ্য ভল্লুক সঙ্কেতানুযায়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ... ম্যাডাম্‌কে লইয়া প্রস্থান করিল।—ম্যাক্সিম্ প্রতারিত হইলেন।

একমাস গত;—ভিগ্‌নরী এখন ব্যাঙ্কারের অংশীদার এবং ... পাণিপ্রার্থী; জর্জ্জেট্ দৈব-দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী—তাহার ... বিলুপ্ত! ম্যাডাম্ ইয়াল্‌টা আজ একটু ভাল আছেন—ম্যাক্সিম্ ... সহিত সাক্ষাৎ করিল। ইয়াল্‌টা বলিলেন, ভিগ্‌নরীর সহিত এ... বিবাহ হইতে দিবেন না; রবার্ট্ নির্দ্দোষ, তাহার সহিতই ... বিবাহ হওয়া বিধেয়। ম্যাক্সিম্‌কে তিনি জর্জ্জেটের নিকট ... যথাসম্ভব রবার্টের সংবাদ-আহরণ করিতে বলিলেন। অচিরে ... বাটীতেই হয়ত ম্যাক্সিমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে—এই আশ... ইয়াল্‌টা ম্যাক্সিম্‌কে বিদায় দিলেন।]

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কাউণ্টেস্ ইয়াল্‌টার রম্যভবন হইতে বাহির হইয়া ... আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। ... প্রণয়ীর মত, ভাববিহ্বল কবির মত—তিনি আপ... কথা কহিতে লাগিলেন। কাউণ্টেস্ ইয়াল্‌টার মনো... রূপপ্রভা, দূরপ্রসারিণী বুদ্ধি তাঁহাকে মোহাবিষ্ট ... ছিল। সে সময়ে কাউণ্টেস্ যদি তাঁহাকে সাগরের ...

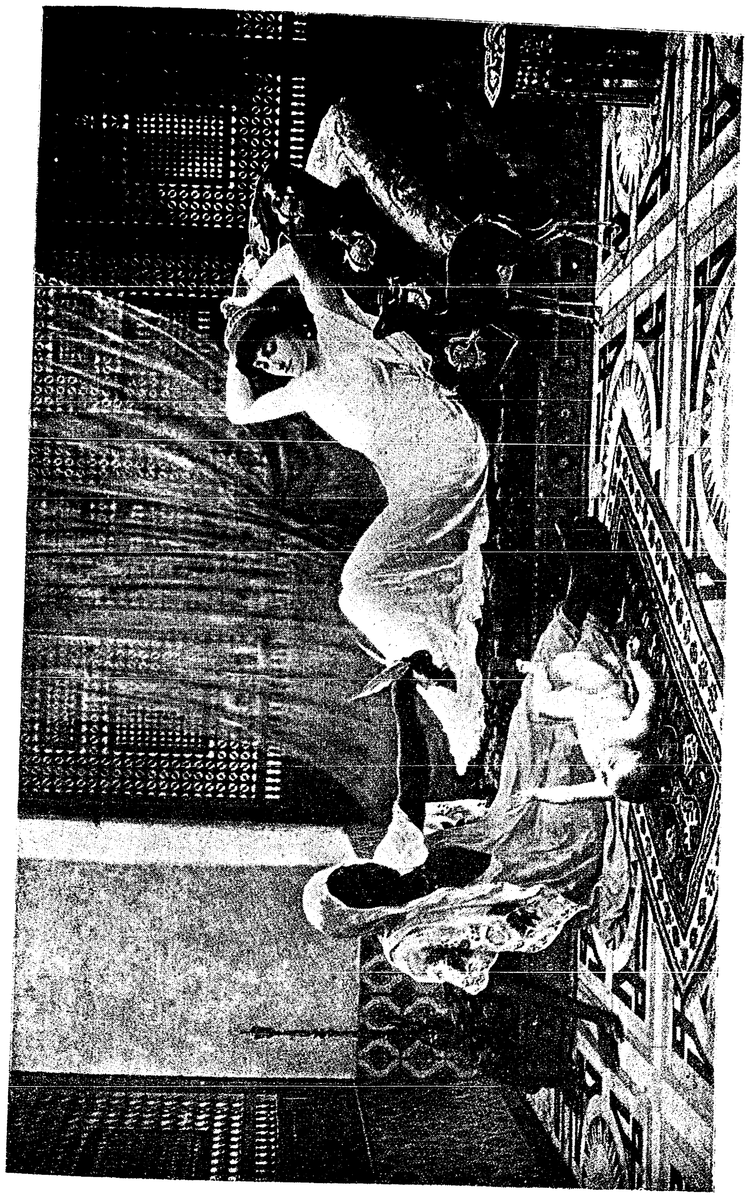

"নূর-মহল"

চিত্রশিল্পী—ফ্রেডারিক্ গুডল্, আর-এ

COLOURED ILLUSTRATIONS

...ঝাঁপ দিতে বলিতেন, ম্যাক্সিম্ দ্বিধাশূন্য মনে তাহাই ...তেন।

কাউণ্টেসের অনুরোধে ম্যাক্সিম্ ম্যাডাম পিরিয়াকের ...ভিমুখে চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে সংকল্প ...হার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল, তাহা স্রোতের মুখে ...ণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি যেকার্য্যে ...হইয়াছেন, তাহা যে বন্ধুজনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ...ন্তর মাত্র, ইহা জানিয়াও তাঁহার মনে লেশমাত্র ...তাপের সঞ্চার হইল না। নবীন অনুরাগের অরুণ-...তাপ, বিগলিত তুষার-কণিকার সে বন্ধুত্বের কর্ত্তব্য, সে ...ত্বের গৌরব, দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইল।

...হার উপর এই অদ্ভুত ঘটনা অপূর্ব্ব রহস্য-কুজ্ঝাটিকায় ...—এ অবস্থায় মানুষমাত্রেরই পদে পদে ভ্রান্তির ...। ম্যাক্সিম্ সিদ্ধান্ত করিলেন, "কুমারী এলিসের ...াম্পদ যদি সত্যসত্যই নিরপরাধ হয়, তবে আজ এই ...য় কিশোরী, মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া, অন্য ব্যক্তির ...প্রেম-মাল্য পরাইয়া, চিরদিনের মত সন্তাপ-সাগরে ...দিবে কেন? আমি নিরীহ ব্যক্তির নির্দ্দোষতা ...পাদন করিলে, মসিয়ে ডর্জার্ কেনই বা আমার ...রাগ করিবেন? আর ভিগ্নরী?—ভিগ্নরী ত ...র প্রণয়লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা স্বপ্নেও মনে স্থান দেয় ...রবার্ট বিপদে পড়িয়া নিরুদ্দেশ না হইলে, ভিগ্নরী ...ই এলিসকে পাইবার আশাও করিতে পারিত না—...ই বা আমার প্রতি বিমুখ হইবে কেন?

...মনে এই প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া, ...অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন। তাহার পর, ...ই একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া গন্তব্য ...মুখে যাত্রা করিলেন। বুলোভার্দ মালেসহার্ব্বিতে ...পৌঁছিলে, তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া—ম্যাডাম্ ...কের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কাচমণ্ডিত ...দেখিতে পাইলেন, জর্জ্জেটের পিতামহী গৃহ-...বসিয়া সেলাইয়ের কাজ করিতেছেন। ম্যাক্সিম্ ...গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

...জ্জেটের পিতামহী তাঁহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া ...লেন। প্রবীণার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, তিনি ...ক্সিমকে তাঁহার গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ম্যাক্সিম্ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন,—"বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ করিয়াছি, অপরাধ ক্ষমা করিবেন;—কিন্তু জর্জ্জেট্‌কে দেখিবার জন্য যতবার আমি এখানে আসিয়াছি, ততবারই আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেন নাই। আজ আমি বিশেষ কারণ-বশতঃ এখানে আসিয়াছি; বোধ করি, সে কারণ শুনিতে আপনি অস্বীকৃত হইবেন না।" ম্যাক্সিম্ সম্ভ্রমব্যঞ্জকস্বরে কথা কহিতেছিলেন। বর্ষীয়সী বুঝিলেন, ম্যাক্সিম্ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবার উদ্দেশ্যে আসেন নাই; তিনি আত্মমনোভাব গোপন করিয়া দীনতাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলেন;—"আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, আমার গৃহদ্বার সকলের নিকট অবারিত। চিকিৎসকের পরামর্শে লোকের সহিত জর্জ্জেটের আলাপ ও সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ হইয়াছিল, বলিয়াই আপনি তাহাকে দেখিতে পান নাই; পীড়া বড়ই কঠিন, বালক এখনও কথা কহিতে পারে না।"

"কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার সঙ্গেও কথা কহিতে পারিবে না?"

কাউণ্টেসের নাম শুনিয়া ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন, "তিনি কখনই এখানে আসিবেন না। জর্জ্জেটের প্রতি তাঁহার যতই অনুগ্রহ থাকুক, তিনিও আজ স্বয়ং বালককে দেখিতে চাহিলে আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইতাম না।"

"কাউণ্টেস্ নিজে আসেন নাই বটে, কিন্তু আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।"

"আপনার সহিত যে কাউণ্টেসের পরিচয় আছে, তাহা আমি জানিতাম না।"

"এই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার কথা হইতেছিল। তিনিই আমাকে জর্জ্জেটের সহিত দেখা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেও বলিয়া দিয়াছেন।"

"জর্জ্জেট্ অজ্ঞান—অভিভূত হইয়া আছে, কাউণ্টেস্ তাহা জানেন না; চিকিৎসকেরা তাহাকে ঘরের বাহির করিতে বারণ করিয়াছেন।"

"এ আপত্তি যে হইবে কাউণ্টেস্ তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন,—তাই আপনাকে দেখাইবার জন্য এই অঙ্গুরীয় দিয়াছেন।"

অঙ্গুরীয়-দর্শনে ম্যাডাম্ পিরিয়াকের মুখ পাণ্ডুরচ্ছবি ধারণ করিল। তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে যুবকের প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনার প্রতি কাউণ্টেসের অগাধ বিশ্বাস; তাই অঙ্গুরীয় দিয়াছেন। কাউণ্টেসের অভিপ্রায় কি? তিনি আমাকে কি করিতে বলেন?"

"একমাস পূর্ব্বে রবার্ট কার্নোয়েল্ নামক যে যুবা পুরুষ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য কাউণ্টেস্ বড় ব্যগ্র হইয়াছেন।"

"মসিয়ে ডর্জার্সের কর্ম্মচারী? তিনি জর্জ্জেট্‌কে বড় ভালবাসিতেন। জর্জ্জেটের মুখে কতবার তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি, জর্জ্জেট্ কাউণ্টেসের কাছেও তাঁহার কথা বলিয়াছে।"

"সেই জন্য ঐ যুবকের অনুসন্ধান কার্য্যে কাউণ্টেস্ জর্জ্জেটের সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।"

"জর্জ্জেটের স্মরণশক্তি লোপ পাইয়াছে; একথা বোধ করি, কাউণ্টেস্ ভুলিয়া গিয়াছেন।"

"তাহার স্মরণশক্তি ফিরিয়া আসিবে, ইহাই তাহার আশা। কোন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিলেই তাঁহার স্মৃতিশক্তি জাগিয়া উঠিবে। আপনি যদি তাহাকে আমার সঙ্গে যাইতে দেন, আমি তাহার স্মৃতিশক্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে পারি; কএকটি বিশেষ স্থান ও কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিকে দেখিলে তাহার স্মরণশক্তি কি ফিরিয়া আসিবে না?"

ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিবার পর বলিলেন,—"মসিয়ে ডর্জার্স, কাউণ্টেসের অভিপ্রায় অবগত আছেন?"

"না। আমিও তাঁহাকে এ বিষয়ে কোন কথাই বলিব না।"

"কাউণ্টেস্‌কে অঙ্গুরীয়টি কে দিয়াছে, আপনি শুনিয়াছেন কি?"

"আংটি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; আমি যে কাউণ্টেসের প্রতিনিধিস্বরূপ এখানে আসিয়াছি, তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ তিনি আমাকে অঙ্গুরী দিয়াছেন।"

"আপনার কথা সত্য, আপনি মহৎ ব্যক্তি, আমাকে কখনই বঞ্চনা করিবেন না। আপনার নিকট এ ভিক্ষা আছে; প্রতিজ্ঞা করুন, অনুসন্ধানের ফল য হউক, তাহাতে জর্জ্জেটের কোন অমঙ্গল হইবে না।"

"প্রতিজ্ঞা করিলাম; এই ঘটনার সহিত জর্জ্জে যে সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি ও কাউণ্টেস্ ভিন্ন আর জানে না।"

ম্যাক্সিমের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া প্রবীণা বলি "আমার সর্ব্বস্বধনকে আপনার হস্তে সমর্পণ ক ইতস্ততঃ করিতেছিলাম,—অপরাধ গ্রহণ করিবেন আমি জর্জ্জেট্‌কে ডাকিতেছি।"

জর্জ্জেটের নাম প্রবীণার মুখ হইতে বাহির হইতে হইতে—বালক তীরবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল ম্যাক্সিম্‌কে দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, " মসিয়ে ম্যাক্সিম্ যে!"

ম্যাক্সিম্ আদরে বালকের চিবুকস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "হাঁ বাপু, আমি আসিয়াছি। তুমি বুঝি আ আজ এখানে দেখিবার আশা কর নি?—না?"

"হাঁ;—কিন্তু আপনি কেন এসেছেন, আমি বু পারিয়াছি। আমি কাল কাজে যাইনি ব'লে, ডর্জার্সের কথায়, আপনি আমার কাণ মলিয়া আসিয়াছেন।"

ম্যাক্সিম্ বালকের রোগশীর্ণ করুণ মুখের দিকে চাহি দেখিলেন, তাহার সে কোমলকান্ত স্নিগ্ধশ্রী আর নাই; বালকের নয়ন দুইটি তেমনই উজ্জ্বল, তেমনই হাস্যর একখানি হাত বন্ধনীযুক্ত না থাকিলে সে যে রোগ হইতে উঠিয়াছে, মূর্ত্তি দেখিয়া তাহা কেহই বুঝিতে পারে

ম্যাক্সিম্ বলিলেন,—"কাণের জন্য কোন ভয় তোমাকে তিরস্কার করিবার জন্য জেঠা আমাকে নাই। তুমি যে নিজের দোষে একমাস আফিস কর নাই, তাও তিনি জানেন।"

সবিস্ময়ে বালক বলিল, "বলেন কি—একমাস ঝড়বৃষ্টির দিন থেকেই আমি বিছানায় পড়িয়াছি নূতন বৎসরের উৎসবও, বোধ করি, শেষ হইয়া গিয়াছে

"যাক্। তার জন্য ভাবিও না, তোমার উপহার তোমাকে দিব। উপহার-দ্রব্য কিনিবার জন্য তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"

আপনার বড় অনুগ্রহ,—আমি কতবার ঠাকুরমাকে ার অনুগ্রহের কথা বলিয়াছি। আমি মিছরির ই কিনিব। মিছরির মিঠাই খেতে বড় মজা,—না মা? এখন একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়। ছেলে আমাকে মারিবে বলিয়া শাসাইয়াছে, মারিয়া র হাড় ভাঙ্গিয়া দিব।"

ম্যাক্সিম্ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কি? ঠি করিবে? ওকথা মুখে আনিলে তোমার দু'টি মলিয়া দিব। এই সেদিন কোন মতে বাঁচিয়া ছ, আবার মারামারির কথা। দাঙ্গা করিতে গিয়াই াতপা ভাঙ্গিয়াছ?"

জর্জ্জেট্ বলিল, "সত্য বলিতেছি,—মসিয়ে ম্যাক্সিম্, কি ন, আমার কিছুই মনে নাই।"

ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ বলিলেন,—"জর্জ্জেট্ সত্য কথাই হ, কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি;—ও কোন কথাই পারে নাই। ডাক্তার বলিয়াছেন, পড়িয়া গিয়াই এই ঘটিয়াছে; কিন্তু কোথায় পড়িল, কেমন করিয়া তাহা আমরা জানি না। জর্জ্জেট্ পড়িয়া গিয়া বিষম আঘাত পাইয়াছিল, তাহাকে অজ্ঞানাবস্থায় আনা হয়; দশঘণ্টার মধ্যে তার জ্ঞান হয় নাই।"

ালা হাওয়ায় বেড়াইলে শরীর অনেক ভাল হইবে,— অনুমতি করিলে জর্জ্জেট্‌কে বেড়াইতে লইয়া

আপনারা একটু শীঘ্র শীঘ্র ফিরিবেন।"

ান চিন্তা নাই, আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া ।"

ককের পিতামহী আর কোন আপত্তি করিলেন না। বাহিরে আসিয়াই আনন্দভরে বলিয়া উঠিল "আজ কি রের মধ্যে বসিয়া বসিয়া—দিন আর ফুরাইত না; বিরক্তি ধরিত, ছুটিয়া গিয়া এক একবার ছেলেদের বলিয়া আসিতাম। ঠাকুরমা এ সব জানেন না, কিছু বলিবেন না, বুঝিলেন; কিন্তু মসিয়ে ভিগ্‌নরী জানলে"—

একথা জানিলে কিছুই বলিত না, সে বড় ঠাণ্ডা লোক।"

তাঁর মুখে বড় একটা হাসি দেখা যায় না। আপনার কাছে,—কি মসিয়ে রবার্টের কাছে—থাকিলে আমার একটুও ভয় করে না।

ম্যাক্সিম্ সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি অনেক দিন রবার্টকে দেখনি,—না?"

"না—তা নয়,—দাঁড়ান্ বলিতেছি। শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় সে—ওই যা! ভুলিয়া যাইতেছি,—"

ম্যাক্সিম্ মনে মনে ভাবিলেন, "যাহা মনে করিয়াছিলাম, বালকের অবস্থা দেখিতেছি, সেরূপ নহে। ইহার স্মরণশক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছে।"

অকস্মাৎ জর্জ্জেট্ বলিয়া উঠিল,—"দাঁড়ান, এই না আমরা বুলোভার্দ মালেসহার্ব্বিতে আসিয়াছি? ঐ আগে খান কএক মদের আড্ডা দেখা যাইতেছে। নববর্ষের আর বিলম্ব নাই।"

গম্ভীরমুখে ম্যাক্সিম্ বলিলেন,—"নববর্ষের উৎসব শেষ হইয়াছে। এর মধ্যে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাকে উপহার দিব বলিলাম? তোমার মাথা এখনও ঠিক হয় নাই।"

"হুঁ—মাথার মধ্যে কেমন করিতেছে, বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছি না।"

"একবার চেষ্টা করিয়া দেখ দেখি।"

"দেখুন্ মসিয়ে ম্যাক্সিম্,—আমার মগজ যেন এক একবার অসাড় হইয়া যায়। ভাবিতে কত চেষ্টা করি, তবু ভাবনা আসে না। তখন নিজের নাম পর্য্যন্ত মনে থাকে না। যেন একেবারে দশবারটা ভাবনা আসিয়া মাথার মধ্যে ঠোকা-ঠুকি করিতে থাকে। কখন কখন বোধ হয় যেন থিয়েটারে গিয়াছে। যবনিকা উঠিয়া গিয়াছে, দৃশ্যপটের পর দৃশ্যপট খুলিয়া যাইতেছে; কত চেনা লোক দলে দলে চলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ সব অন্ধকার হইয়া যায়। মনে পড়ে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু সে কি স্বপ্ন কিছু মনে নাই।"

ম্যাক্সিম্ সাগ্রহে বালকের কথা শুনিতেছিলেন;—বুঝিলেন, তাহার স্মৃতি কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট হইলেও মাঝে মাঝে এক একবার সেই লুপ্ত ও সুপ্ত স্মৃতির পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। পূর্ব্বপরিচিত স্থান ও ব্যক্তি-দিগের সহিত বালকের সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাহার লুপ্তস্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত হইতে পারে ম্যাক্সিম্ জর্জ্জেট্‌কে

রুদে স্যুরেস্‌নেজে লইয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। সম্মুখে রু-জুঁফ্রে দেখিয়া ঐ পথে গমন করিবার ইচ্ছা ম্যাক্সিমের মনে বড় প্রবল হইল। বালক এই পল্লী চিনিতে পারে কি না। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। বুলোভার্দ মালেসহার্ব্বি পরিত্যাগ করিয়াই, তিনি বালককে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; বলিলেন;—"সে দিন তুমি স্কেটিং ক্রীড়া ভূমি হইতে কোথায় গিয়াছিলে?"

"স্কেটিং ক্রীড়াভূমি! আমি ত কখনও সেখানে যাই নি।"

"সেখানে তুমিই ত আমাকে বলিয়াছিলে, সন্ধ্যার পর সেখানে থাকিয়া ভদ্রলোকদিগের খবর দেওয়া লওয়া কর।"

"তবে মিছাই ব'লেছি। কিন্তু আমার যেন মনে হইতেছে, একবার সেখানে গিয়াছিলাম।"

"হাঁ, গিয়াছিলে; রিঙ্ক হইতে বাহির হইবার পর তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছিলে। সেই যে, আমি একটি মহিলার সহিত ক্রীড়াভূমি হইতে বাহির হইলাম, তুমি আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এভিনিউ-দে-ভিলিয়া ও রু জুঁফ্রের কোণ পর্য্যন্ত গেলে,—মনে নাই? রু জুঁফ্রে তুমি খুব চেন,—না?"

"চিনি বোধ হয়, বাঁ ধারের ঐ রাস্তাটা না? এখান থেকেই রাস্তার নাম দেখা যাইতেছে।"

"এইখানটাতেই আমি গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তুমি গাড়ী দেখাইয়া দিয়াছিলে। আর সেই তিনটা বদমায়েস্ বোকা বনিয়া গিয়াছিল।"

"হাঁ তিনজনই বটে, আপনি সদর রাস্তায় দাঁড়াইলে তারা আপনাকে ধরিত।"

"কেমন করিয়া বুঝিলে ধরিত?"

"তা জানি না। তবে মনে পড়িতেছে, তাহাদিগের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিব বলিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করি। আমি এখনও খুব বড় হইনি। তারা আপনার গায়ে হাত তুলিবার পূর্ব্বেই আমি একে একে তিনটাকেই কাৎ করিতে পারিতাম।"

"আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন, তাঁর কথা মনে পড়ে?—সেই আয়তলোচনা সুন্দরী,—সেই ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্?"

"কৈ চিনি না ত, কি উদ্ভট নাম!"

রুদে জুঁফ্রেতে প্রবেশ করিয়া ম্যাক্সিম্ ঔদাস্যের ভাণ করিয়া বলিলেন,—"তুমি অনেক সময় এই পথ দিয়া আ... যাও,—না?

জর্জ্জেট্ বলিল, "মালেসহার্ব্বি দিয়া যাইতে হ... এইটাই সোজা পথ; কিন্তু আমি অনেক সময়েই—অ... অনেকটা ঘুরিয়া, এভিনিউ-ডি-ভিলার বুলোভার্দ-দে কো... সেলি দিয়া যাই। পথে ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয়,—আ... খেলা করি।"

"তা হ'লে উহারই কোন একটা স্থানে তুমি প... গিয়াছিলে?"

"হবে!"

"চল, তোমাকে ঐ দিকে লইয়া যাই; জায়গাটা দে... চিনিতে পারিবে ত?"

"তা' কেমন করিয়া বলিব? ঠাকুরমা বলেন, লো... আমাকে কোরসিলি হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল। ... ট্রাম্ লাইনের উপর পড়িয়াছিলাম। আমি ত নিজে... লাইনের উপর যাই নি,—কে বুঝি আমাকে ফে... রাখিয়াছিল।"

এই সময়ে উভয়ে ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের বাড়ীর স... উপস্থিত হইলেন। ম্যাক্সিম্ একটু দাঁড়াইয়া বাড়ীর ... চাহিয়া বলিলেন, "চমৎকার বাড়ী! বাড়ীটা বন্ধ। ... করি, ভাড়া দেওয়া হবে। তুমি ত এদিকে থাক, ব... পার—বাড়ীটা কাহার?"

জর্জ্জেট কথা কহিল না। সে নিবিষ্টচিত্তে বা... দেখিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া সে একবার ললাটের ... হাত বুলাইল;—যেন বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রগুলি সম্বদ্ধ করি... চেষ্টা করিল। শেষে বলিল,—"না, না, ও বাড়ী ... দেওয়া হইবে না। বাড়ীটা বন্ধ আছে বটে, কিন্তু ভি... লোক থাকে।"

"কে থাকে?"

'লেডি সল্যাস্—লাল-ঘোড়ার সওয়ার। যে ... মহিলাটির ঘোড়া সায়েস্তা করে।"

"কোন্ মহিলার ঘোড়া?"

জর্জ্জেট্ মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল, তাহার প... হেঁট করিয়া বলিল—"এখন আর বলিতে পারি... না।"

ম্যাক্সিম্ হতাশহৃদয়ে নূতন করিয়া কথাটা পাড়ি... ...লেন, "তুমি বোধ হয়, লেডি সল্যাস্‌কে চেন, তুমি তাহার ...দেখা করিতে গিয়াছিলে?"

"তার সঙ্গে আমার তেমন আলাপ নাই। তবে দুই ...বার তাহাকে দেখিয়াছি,—লোকটা জানোয়ার-...শ।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "তুমি তার সঙ্গে কেন দেখা করিয়া-...লে?"

বালক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আর জিজ্ঞাসা ...লে কিছুই হইবে না, সব ভুলিয়া গিয়াছি।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, বালককে আর প্রশ্ন করা বৃথা;—...রেওলে বিদ্যুদ্বিকাশবৎ এক একবার তাহার স্মরণশক্তি ...গিয়া উঠে, আবার অন্তর্হিত হইয়া যায়। এভিনিউ-দে-...র অভিমুখে যাইতে যাইতে, তিনি জর্জ্জেট্‌কে বলিলেন, "তুমি কাউণ্টেস্ ইয়াল্টাকে চেন?"

বালক বলিল, "বোধ হয় যেন চিনি; তিনি ঠাকুরমার ...হিতৈষিণী।"

"তুমি বোধ হয় তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলে?—না?"

"অনেকবার গিয়াছি; বড় সুন্দর বাড়ী, সে বাড়ীতে কত ...—অত ছবি বোধ করি যাদুঘরেও নাই; আর চাকরদের ...দের কি জমকাল, দেখিলে তাহাদিগকে রাজসচীব ...ভ্রম হয়। এত ঐশ্বর্য্য—তথাপি কাউণ্টেসের একবিন্দু অহঙ্কার নাই।"

বালকের কথা শুনিয়া ম্যাক্সিম্ একটু হাসিলেন। ...পর, আবার পূর্ব্ববৎ কথা আরম্ভ করিলেন,—"...হা কাউণ্টেসের সঙ্গে তোমার দেখা হইলে, তোমা-...র কি কথাবার্ত্তা হয়?"

"কত রকম কথা জিজ্ঞাসা করেন;—'ঠাকুরমা কেমন ...,—মসিয়ে ডর্‌জাসের্ কাজ আমার কেমন ...তেছে,—কুমারী এলিস্ ও মসিয়ে কার্‌নোয়েল্ কেমন ...,—কি করিতেছেন?' শেষবার যখন তাঁহার সঙ্গে ...র দেখা হয়, তখন তাঁহার বড় অসুখ; সেবার ... আমাকে মসিয়ে কার্‌নোয়েলের কথা জিজ্ঞাসা ...াছিলেন।"

"তোমাকে তিনি কার্‌নোয়েলের সংবাদ জিজ্ঞাসা ...াছিলেন?"

"ক'রেছিলেন; আমি বলিয়াছিলাম, তাঁর কোন সংবাদ আমি জানি না, তিনচারি দিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।"

"কার্‌নোয়েল্‌কে তোমার দেখিতে ইচ্ছা করে?"

"করে বৈ কি!"

"তবে চল, জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে যাই,—সেখানে ভিগ্‌নরী হয়ত তাঁর খবর বলিতে পারিবে।"

ম্যাক্সিম্ একবার অপাঙ্গদৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিলেন;—দেখিলেন, তাহার মুখ গম্ভীর; সে লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্দীপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কার্‌নোয়েলের নাম শুনিয়া তাহার স্মৃতি-শক্তি বিস্রস্তভাবে আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

দুইজনে অনেকক্ষণ নীরবে চলিতে লাগিলেন। রুদে-স্যুরেসনেজে পৌঁছিয়া তাঁহারা ব্যাঙ্ক্‌ওয়ালা ডর্‌জাসের্ বাটীর সন্নিহিত হইবামাত্র জর্জ্জেট্ বলিয়া উঠিল,—"ঐ দেখুন, আমার মত আর একটা ছোকরা, আমার পোষাক পরিয়া বেড়াইতেছে। অত সাজ-গোজ তবু উহাকে হাবার মত দেখাইতেছে।"

ম্যাক্সিম্ কথা কহিলেন না। বালকের হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, ভিগ্‌নরী সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কে! জর্জ্জেট্ যে!—এখন আরাম হইয়াছ ত?—আরাম হইলে কি করিয়া? তোমার হাতে যে এখনও পটিবাঁধা!"

"একখানা হাত বাঁধা। এখন একটা পাখার ভর দিয়া উড়িতেছি; কিন্তু তাহাতে যায়-আসে না। কোন কাজ কর্ম্ম আছে?"

"কর্ত্তা তোমার জায়গায় নূতন-লোক লইয়াছেন, তাহা বুঝি তুমি শোননি?"

"যা'কে দরজায় দেখিলাম,—সেই ধেড়ে ছোঁড়াটা বুঝি? তাহাকে দেখিয়াই আমি সব বুঝিয়াছি। এই লোকটাকে কাজে লইয়া, মসিয়ে ডর্‌জাস্ জিতিয়াছেন বলিয়া ত বোধ হয় না।"

কথা কহিতে কহিতে বালক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুক্ত-দ্বার সিন্দুকটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; "যে শব্দে সিন্দুক খুলিত,—আপনারা দেখিতেছি, সে শব্দটা বদলা-ইয়াছেন। আগে ত কুমারী এলিসের নাম অক্ষরে সাজান ছিল। এখন——"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

"নামটি পড়িয়াছিলাম বলিয়াই জানি।"

"কবে ?"

"তা' আমার মনে নাই। সিন্দুকের কবাটের উপর আর একটা শব্দ সাজান ছিল।"

ম্যাক্সিম্ ও কোষাধ্যক্ষ পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন।

জর্জ্জেট্ বলিলেন, "সিন্দুকের কলটা আগেকার মতই আছে ?"

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "সিন্দুকের কল ? কি বলিতেছ ?"

"জানেন না, চোর ধরিবার কল। ঐ যে—কলটা তেমনই রহিয়াছে।"

ম্যাক্সিম্, জর্জ্জেটের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ভিগ্‌নরীর ন্যায় বিচলিত হইলেন। বালকের হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বস্থ কুঠরীর মধ্যে লইয়া গেলেন। কুঠরীটি মসিয়ে ডর্‌জার্সের নূতন বখরাদার মনের মত করিয়া সাজাইয়াছিলেন। ভিগ্‌নরী তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালক ধীরে ধীরে বলিল,—"আপনি এই ছোট কুঠরীটি ত চমৎকার সাজাইয়াছেন। ঘরটা পূর্ব্বে পুরাতন কাগজপত্র এমন বোঝাই হইয়াছিল যে, কর্ত্তার বড় কুকুরটা ইহার মধ্যে শুইবার জায়গা পাইত না।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "কিন্তু তুমি ঘরটার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতে ?—না ?"

"ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না; আমার স্মরণ-শক্তি আবার চলিয়া যাইতেছে।"

ম্যাক্সিম্ "হাত ছানি" দিয়া ভিগ্‌নরীকে ডাকিয়া তাঁহাকে কুঠরীর অপরপ্রান্তে লইয়া গেলেন। জর্জ্জেট্ দরজার নিকট একখানি চেয়ারে বসিয়া রহিল। ম্যাক্সিম্ অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ সব দেখিয়া শুনিয়া তোমার কি মনে হইতেছে ? আমি বলিয়াছিলাম, জর্জ্জেট্ এই ব্যাপারের ভিতরে আছে;—আমার ধারণা কি ঠিক নহে ? এখন বেশ বুঝিয়াছি,—সিন্দুকের কল কেমন করিয়া খুলিতে হয় এবং সাজাইয়া রাখিতে হয়, তাহা জর্জ্জেট্ এই কুঠরীর মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিয়াছিল। সে যে সঙ্কেতকথাটি জানিত, তাহাও এখনই শুনিয়াছ।"

ভিগ্‌নরী বলিলেন,—"তোমার কথাই ঠিক; বেটা চোরদের সব খবর দিয়াছে।"

"কিন্তু কারনোয়েল্ যে নির্দ্দোষ,—ওর কথায় ত বুঝা গেল না।"

"তোমার অনুমান, তিনি বালকের সহায়তায় কাজ করিয়াছেন; সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বালক তাঁর বড় ভক্তি করে।"

"রবার্ট্ এখন কোথায়, জর্জ্জেট্ সে সংবাদ কি ?"

"বোধ করি, সে খবর জর্জ্জেট্ জানিত;—কিন্তু কথার মত, ওকথাটাও সে ভুলিয়া গিয়াছে।"

"তাহা হইলে তোমার বিশ্বাস, সত্যই বা স্মরণশক্তি লোপ পাইয়াছে ?—ওটা ভাণ নয়!"

"ভাণ হইলে সে নির্ব্বোধের মত গুপ্তকথা করিত না; পরের কাছে এমন করিয়া ধরা তাহার কোনপ্রয়োজন ছিল না। বালক সব সব কথা বলিয়াছে; দেখ না কেমন নিবিষ্টমনে ক টুপি গড়িতেছে। আমলারা যে সকল কথা বলি তাহার একটা কথাও ওর মনে নাই। ও জর্জ্জে ভাবিতেছে হে ?"

"কিছুই না; মসিয়ে ভিগ্‌নরী কাজে পাঠাইবে বসিয়া আছি।"

"আজ তিনি তোমায় কোন কাজে পাঠাইবেন বুঝিলে ?"

"তবেই মুস্কিল! এক জায়গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বে বেড়াইতে বড় বিরক্তি ধরে;—তা'র চেয়ে পথে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান ভাল। আমি এক এক বিশ্রাম-ঘরে,—বুড়া-মক্কেলদের দেখিতে দেখিতে ব করি।"

"তুমি তাহাদের মুখ-ভেঙ্‌চাও,—না ?"

"কখনই না। নিশ্চয়ই সেলিকম্ মিছা করিয়া কাছে—আমার নামে এ সব লাগাইয়াছে।"

"সেলিকম্ লাগাইয়াছে, কি করিয়া বুঝিলে ?"

"সে আমাকে দেখিতে পারে না; লোকটা বোকা; আমি ইচ্ছা করিলে তা'কে তা পারিতাম।"

"তুমি ?"

"হাঁ, আমি! একবার কর্ত্তার কাছে বলিলেই হইত,—কম্ নিয়মমত পাহারা দেয় না,—সন্ধ্যার পর যে খুসী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে।"

"তুমি কি করিয়া জানিলে ?"

"আমি নিজেই একদিন সন্ধ্যার সময় ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

"পাগল আর কি! ছয়টা বাজিলেই ত তুই বাড়ীমুখো হস্।"

"ঠিক বলিয়াছেন। আমার সঙ্গে খেলিবার জন্য জন ক ছেলে পথে দাঁড়াইয়া থাকে; কিন্তু আমার মনে পড়িতেছে; আমি একদিন ব্যাঙ্কের ভিতর গিয়াছিলাম, তখন সেখানে কেহ পাহারায় ছিল না। আমার ভয় করিতেছিল।"

"কিসের ভয় রে ?"

"কিসের ভয় সে আর কত বলিব! রাত্রে আফিস ঘোরঅন্ধকার, কেবল রাস্তার ওপাশের গ্যাসের আলো একটু ঘরের ভিতর আসে; সেই অন্ধকারে মস্ত একটা প্রকাণ্ড কা'ল দৈত্যের মত দেখায়; চারিধারে ইন্দুরগুলা কিচ্-কিচ্ করিয়া বেড়ায়; সেই গায়ের রক্ত জল হ'য়ে যায়।"

"তুমি বোধ করি, ঘুমাইয়া পড়িবার পর আফিসের বন্ধ করা হইয়াছিল।"

"বোধ করি, তাই হবে।"

"তুমি দরজা খুলিয়া দিবার জন্য ডাকাডাকি কর নাই ?"

"আমার মনে নাই।"

"তাহাকেও আফিসে দেখিতে পাও নি ?"

"তাহাকেও না।"

"তবে কেমন করিয়া বাহির হইলে ?"

"আমার মনে পড়ে না।"

ম্যাক্সিম্ বালকের কথা শুনিয়া এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে কেশাগ্র হইতে চরণের নখাগ্র পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল। করিতেছিলেন, এইবার চুরির সকল রহস্য তিনি পারিবেন, কিন্তু বালকের "মনে নাই" কথাটা বারের উদ্যম ব্যর্থ করিতেছিল। ভিগ্‌নরী বালকের কথা শুনিয়া ভ্রূভঙ্গি করিলেন। ম্যাক্সিম্, তীব্রকণ্ঠে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কর্ণেল্ বরিসফ্‌কে চেন ?"

"কর্ণেল্ বরিসফ্ ? কম হইলেও তিনবার আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি যখন কর্ত্তার নিকট হইতে বাক্সটা লইতে আসেন, তখন আমি এখানে ছিলাম। রুষীয়ার লোক বলিয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে পারি না; রুষীয়ার লোক ঠাকুরমারও দুই চক্ষের বিষ।"

"তারা তোমাদের কি করিয়াছে, বাপু ?"

"ওঃ! সেসব কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। ওই কসাক্‌টার গলার আওয়াজ শুনিলেই আমার গায়ে জ্বর আসে;—লোকটা কথাকয় যেন সুরভাঁজে। কর্ণেল্ যখন দরজায় ঘা দিতেছিল, তখন আমি তাহাকে ভেঙ্গাইয়া কেমন মজা করিয়াছিলাম! সে আমাকে দেখিয়া রাগে গোঁ গোঁ করিতেছিল;—ঠিক সেই সময় মসিয়ে ভিগ্‌নরী এলেন।"

ভিগনরী বলিলেন, "তখন কর্ণেল্ তোমাকে ঘা কতক বসিয়ে দিলেই—ঠিক হত। মক্কেলদের উপহাস করিবার জন্য, দরজার পাশে লুকাইয়া তাঁহাদিগের কথা শুনিবার জন্য, মাহিনা দিয়া মসিয়ে ডর্‌জার্স তোমায় রাখেন নাই।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, ভিগ্‌নরী যেরূপ বিরক্ত হইয়াছেন তাহাতে বালক তাঁহার ধমকে ভয় পাইলে, সমস্ত রোজটা মাটি হইবে! তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"একটু আমোদ করিলে এখন কি দোষ ? তোমার মত কর্ণেল্ বরিসফের জন্য আমার অত মাথাব্যথা হয় নাই। বরিসফ্ কি বাক্সটা পাইয়াছিলেন ?"

জর্জ্জেট্ অসঙ্কোচে বলিল, "না। বাক্সটা সিন্দুকের ভিতর ছিল না।"

"তবে নিশ্চয়ই কেহ বাক্সটা লইয়া গিয়াছিল ?"

"নিশ্চয়ই।"

"কে লইয়াছিল ?"

"দাঁড়ান একটু মনে করিয়া দেখি, বোধ করি—নাঃ, আবার গোলমাল হইয়া গেল,—নামটা মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু আবার ভুলিয়া গিয়াছি।" ম্যাক্সিম্ বলিলেন,—"লেডি সল্যাস্ ?"

জর্জ্জেট্ আনন্দে করতালি দিয়া বলিল,—"হাঁ—হাঁ, সেই লোকটাই বটে।" "রুদে-জুঁফ্রেতে যে থাকে—সেই ?"

"সেই পাজী বুড়াটাই বটে, বরিসফের মত আমি লোকটাকে ঘৃণা করি।"

"যে মহিলার ঘোড়া সে সায়েস্তা করে, তিনিও বুঝি তাহার সঙ্গে ছিলেন?"

জর্জ্জেট্ ভাবিতে লাগিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি সে মহিলাকে দেখি নাই, সে একাকী আসিয়াছিল।"

"আচ্ছা, তবে লেডি সল্যাসের কথাই কওয়া যাক্, লোকটা নিশ্চয়ই বরিসফের শত্রু। নহিলে বাক্সটা চুরি করিত না।"

"বরিসফ্‌টা ডাকাত।"

"কিন্তু সে লেডি সল্যাসের অনিষ্ট করিল কি করিয়া?"

জর্জ্জেট্ হতাশভাবে ললাটে হাত বুলাইয়া বলিল, "আমি বলিতে পারি না। সব ভুলিয়া গিয়াছি।"

ম্যাক্সিম্ মনে মনে বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন;—বুঝিলেন, তাঁহার বন্ধু ব্যাপারটাকে নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক বলিয়া মনে করিতেছেন। বালকের সরলতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়াছেন। ভিগ্‌নরী বন্ধুকে এক পাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন,—"তুমি অনুসন্ধান করিয়া কি বাহির করিবে? দেখিতেছি, এই পাজী ছোঁড়াটা চোরদের চেনে;—নিজেও তাহাদিগের সহায়তা করিয়াছিল। তাহাতে আমাদিগের কি আসিয়া যায়? বরিসফ্ বাক্সের আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। তবে তাহার জন্য আমরা খাটিয়া মরি কেন? যাহা হইবার হইয়াছে,—ওসব ছাড়িয়া দাও।"

ম্যাক্সিম্ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা যাইতেছি;—আয় রে!" ম্যাক্সিম্ জর্জ্জেট্‌কে দরজার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য, ম্যাক্সিম্ ভিগ্‌নরীর কথার অনুমোদন করিতে পারেন নাই। জর্জ্জেট্ সকল কথা খুলিয়া বলিতে না পারায়;—সত্য-নির্ণয়ের ইচ্ছা তাঁহার মনে আরও প্রবল হইয়াছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন, সেগুলি রবার্টের পক্ষে অনুকূল।

ফটকের কাছে আসিতেই কুমারী এলিসের সহিত ম্যাক্সিমের সাক্ষাৎ হইল। ম্যাডাম্ মার্টিনোও ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। ম্যাক্সিম্ ও জর্জ্জেট্‌কে দেখিয়া তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই মধুর মুগ্ধ মুখ তেমনই সুন্দর, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুর। এলিস্ সা[illegible] ম্যাক্সিমের করমর্দ্দন করিলেন। সস্নেহে বালকের মুখচু[illegible] করিলেন। তাহাকে রুগ্ন ও শীর্ণ দেখিয়া, সে কেমন আ[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন। পাছে জর্জ্জেট্ অবোধের মত [illegible] প্রকাশ করিয়া ফেলে—এই আশঙ্কায় ম্যাক্সিম্ তাড়াত[illegible] বলিলেন, "ও বেশ আছে। আমি ওদের বাড়ী গিয়া [illegible] ঠাকুরমার কাছথেকে—ওকে বেড়াইতে লইয়া আসিয়াছি[illegible]"

"খুব ভাল কাজ করিয়াছেন; বাবা বারণ না করি[illegible] আমি নিজে গিয়া জর্জ্জেট্‌কে দেখিয়া আসিতাম।"

"তোমরা এখন কোথায় যাইতেছ?"

এলিস্ বলিল,"—এটি গোপনীয় কথা, কিন্তু আপ[illegible] কাছে বলিতে বাধা নাই। আমি আমার একখানি [illegible] আঁকিয়া লইতেছি। ছবিখানি বাবাকে দেখাইয়া—বা[illegible] খুব ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিব। রুদে-লিসবনির শেষে—[illegible] করের বাসা। আপনি যদি জর্জ্জেট্‌কে এখন বাড়ী ফির[illegible] লইয়া যান, ত ওপথ দিয়া গেলে বেশী ঘুরিয়া যাইতে হ[illegible] না। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন?"

"ম্যাডাম্ মার্টিনোর কোন আপত্তি না থাকিলে, [illegible] তোমাদিগের সহিত যাইতে রাজি আছি।"

এলিসের সঙ্গিনী বলিলেন, "আপনার কেবল [illegible] কথায় তামাসা; কিন্তু আপনি জিতিয়া যাইতে পা[illegible] না। এলিস্ আমাকে বেশ জানে;—আপনাকে [illegible] বিদ্রূপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমাদের সঙ্গে যাইতে হ[illegible] কেবল তাহাও নহে, যে মহিলাটি আমাদিগের এ[illegible] সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছেন, [illegible] কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার কথাও আমাদিগকে বলিতে হই[illegible]"

"কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টা!"

ম্যাঃ মার্টিনো বলিলেন,—"হাঁ, এই ঘণ্টাখানেক [illegible] তিনি আপনার জ্যেঠার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। এ[illegible] সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার কি আগ্রহ! [illegible] মসিয়ে ডর্‌জার্স কিছুতেই তাঁহাকে এলিসের [illegible] দেখা করিতে দিলেন না। তিনি বলেন, যিনি বি[illegible] পরি—ঘোড়ার-গাড়ী চড়িয়ে বেড়ান, তিনি তাঁহার [illegible] উপযুক্ত সঙ্গিনী নহেন। কাউণ্টেস্ আপনার জ্যে[illegible] এমন পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়াছিলেন যে, শেষটা আ[illegible] জ্যেঠা তাঁহাকে একটা ফাঁকা জবাব দিয়া, তাঁহা[illegible]

[illegible]য়েছেন। তবু কাউণ্টেস্ যাইবার সময় বলিয়া [illegible]ছেন, তিনি আবার এলিসের সঙ্গে দেখা করিতে [illegible]বেন। এলিসের প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ কেন [illegible] বুঝিতে পারিতেছি না! আপনার সঙ্গে তাঁহার [illegible]প আছে;—আপনি কিছু জানেন?

[illegible]জ্যেঠার কাছে বুঝি তিনি আমার নাম করিয়াছিলেন?"

[illegible]তিনি আপনার কথা অনেক বলিয়াছিলেন। জর্জ্জেট্‌কে [illegible]ল্য করিয়াই তিনি আসেন। দুই চারি কথার পর [illegible]দের সঙ্গে দেখা করিবার কথা পাড়েন। বলেন—[illegible]নিও ঐরূপ আলাপের খুব পক্ষপাতী।' আপনার [illegible]ত তাঁহাকে কতকটা পাগল ঠাওরাইয়াছেন।"

[illegible]্যাক্সিম্ কাউণ্টেসের স্বভাব জানিতেন; কিন্তু [illegible] ডাক্তার ভিলাগোসের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার [illegible]নের পরই রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া, উঠিবেন, ইহা [illegible] স্বপ্নেও ভাবেন নই। তিনি বড়ই বিস্মিত হইলেন, [illegible] তৎক্ষণাৎ এবিষয়ে সংকল্প স্থির করিলেন। বলিলেন, [illegible]াম্ মার্টিনো, আমি মুক্তকণ্ঠে মনের কথা খুলিয়া [illegible]ছি, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন; এলিস্ তুমিও [illegible]কে ক্ষমা করিও; কিন্তু আমি চুরি সম্বন্ধে যে সকল [illegible] জানিয়াছি, তাহা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে [illegible]ছি। জর্জ্জ ভিগ্‌নরী আমার পরম বন্ধু; তাহার [illegible]াত্র অনিষ্ট হউক,—এ কামনা আমি মনেও স্থান দিতে [illegible]না; কিন্তু আমি সাধুতার অনুরোধে বলিতে বাধ্য [illegible] কাউণ্টেস্ মসিয়ে কার্‌নোয়েলের অপকলঙ্ক ভঞ্জন [illegible]র জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তিনি দেখাইবেন, [illegible] সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

[illegible]্যাক্সিমের কথা শুনিবামাত্র এলিসের কুসুমকোমল গণ্ড [illegible]ছবি ধারণ করিল। সে কোন কথা কহিল না। [illegible]ম্ মার্টিনো অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন; আজ ম্যাক্সিমকে [illegible]র পক্ষাবলম্বী দেখিয়া তাঁহার কথা ম্যাডাম্ মার্টিনোর [illegible]নে কেমন শুনাইল!

[illegible]আমি রবার্টের পক্ষসমর্থন করিতেছি না; কাউণ্টেস্ [illegible] সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আমি কেবল সত্য-[illegible] নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। কাউণ্টেস্ [illegible]র মুখে সকল কথা শুনিয়াছেন। আমি স্পষ্টই [illegible] পারিয়াছি, এই বালক চুরির ব্যাপারে লিপ্ত,—দুর্দ্দৈব-বশতঃ পড়িয়া গিয়া যদি তাহার স্মৃতিভ্রংশ না ঘটিত, তাহা হইলে এতক্ষণ প্রকৃত অপরাধীর নাম জানিতে পারিতাম। কাউণ্টেসের দৃঢ়বিশ্বাস—রবার্ট নিরপরাধ। তিনি বন্দি-দশায় প্যারীনগরেই আছেন। শত্রুহস্তে পড়িয়াই তিনি একমাসের মধ্যে কাহারও সহিত দেখা করিতে পারেন নাই।

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন,—"সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

ম্যাক্সিম্, কাউণ্টেসের অনুরোধে কিভাবে এবিষয়ে অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিলেন,—"আমার স্থির বিশ্বাস, জর্জ্জেটের স্মৃতি ফিরিয়া আসিলে, সকল রহস্য প্রকাশ পাইবে।"

এলিস্ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "সে কি মসিয়ে কার্‌-নোয়েল্‌কে অপরাধী মনে করে?"—"জর্জ্জেট্ কাউণ্টেস্‌কে বলিয়াছে, এই ব্যাপারের সহিত কার্‌নোয়েলের কোন সংস্রব নাই। তাই কাউণ্টেস্ তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এখন তুমি সব জানিলে, তোমার যেরূপ অভিরুচি করিতে পার। আমি যখন কাজে একবার হাত দিয়াছি, তখন শেষ না দেখিয়া ছাড়িব না। ভিগ্‌নরীকেও একথা বলিয়াছি; শুনিয়া সে অসন্তুষ্ট হয় নাই।"

ম্যাডাম্ মার্টিনো বিরক্তভাবে বলিলেন,—"আপনি অবিবেচকের কাজ করিতেছেন; একথা শুনিলে আপনার জ্যেঠা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

"জ্যেঠা রাগ করেন ক্ষতি নাই, এলিস্‌কে কাউণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন না; কিন্তু আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। যাক্, সন্ধ্যা হইয়াছে; আমি চলিলাম।" ম্যাক্সিম্ এলিসের করমর্দ্দন এবং ম্যাডাম্ মার্টিনোকে অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইলেন। জর্জ্জেট্ তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল, ম্যাক্সিম্ তাহার নিকট গিয়া স্নেহস্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কেমন বাপু, বাহিরে বেড়াইয়া খুসী হইয়াছ ত?"

"বাহিরে বেড়াইলে বড় আনন্দ হয়। আমাদিগের বাড়ীতে দিনেই অন্ধকার; ঠাকুরমা বেলা তিনটার সময় প্রদীপ জ্বালেন।"

"কাল্ আবার আমি তোমাদের বাড়ীতে যাইব; তুমি, বোধহয়, কাল্ কাউণ্টেস্‌কে দেখিতে যাইবে?"

"কোন্ কাউণ্টেস্?"

"এভিনিউ দে ফ্রায়েদ্‌ল্যাণ্ডে যাঁর সুন্দর বাড়ী আছে।"

"হাঁ হাঁ নাদেজ্।"

"নাদেজ্?—নাদেজ্ কি কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার নাম?"

"ঠাকুরমা ত ঐ নামই বলেন, আপনি বরং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।"

ম্যাডাম্ পিরিয়াকের সহিত কাউণ্টেসের এরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে, দেখিয়া ম্যাক্সিম্ বিস্মিত হইলেন। তিনি কাউণ্টেসের ডাক-নাম জানিতেন না। চলিতে চলিতে উভয়ে রুদে-ভিগ্নীতে উপস্থিত হইলে সহসা জর্জ্জেট্ বলিয়া উঠিল,—"এই—এই পথে আমরা কত খেলা করিয়াছি। ঐ বড় বাড়ীটার পাশে একটা পথ দেখা যাইতেছে না? ঐ পথটি দেখিলেই, বোধ হয়, মারবেল্ খেলিবার জন্য পথটা তৈয়ার হইয়াছে। যেদিন পড়িয়া আমার হাত ভাঙ্গিয়া যায়, সেদিন ওখানে দুই ঘণ্টা খেলা করিয়াছিলাম।"

"জায়গাটা তুমি বেশ চিনিতে পারিতেছ?"

"খুব চিনেছি; সে যেন কালকার কথা; আফিসে যাইতে দেরি হইয়া গিয়াছিল, তাই আর আফিসে গেলাম না; ভাবিলাম, সকলে মনে করিবে আমার অসুখ হইয়াছে।"

"তুমি বোধ করি, সমস্ত দিন একলা ছিলে না?"

"না, আমি গড় দেখিতে গিয়াছিলাম;—তবে এখানে যে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে আছে; কিন্তু কেন যে আসিয়াছিলাম, সেকথা মনে পড়ে না।

"মনে করিবার চেষ্টা কর দেখি।"

"দাঁড়ান্; ঐ বাড়ীটাকে একটু দেখিয়া লই।"

"বাড়ীটা অতি চমৎকার। কি মজবুত ফটক, কতবড় আঙ্গিনা, বাড়ীর পশ্চাতে নিশ্চয় একটা বাগান আছে।"

"বাগান?"—ম্যাক্সিমের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বালক বলিল, "পাঁচিল ঘেরা একটা বাগান?"

"হাঁ, তুমি যদি দেখিতে চাও ত তোমাকে বাড়ীর পশ্চাতে লইয়া যাই। বাগানের নিকট একটিও বাড়ী নাই। এ বাড়ীটা কা'র তুমি জান?"

"না; তবু বোধ হইতেছে বাড়ীটার ভিতর যেন আমি একবার গিয়াছিলাম।"

ম্যাক্সিম্ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন, 'কাহার বাড়ী একবার জিজ্ঞাসা করিতে হ'বে।' তাহার পর তিনি জর্জ্জেট্‌কে বলিলেন, "ও বাড়ীতে তুমি কেন গিয়াছিলে? পত্র লইয়া গিয়াছিলে বুঝি?"

"না, না, পত্রটত্র নিয়ে যাই নি';—ওসব কাজেই আমি সে দিন আফিসেও যাই নাই।" ম্যাক্সিম্, জর্জ্জে রাজপথের প্রান্তে লইয়া গেলেন।

"এই বুলোভার্দ-দে-কোরসিলি, এখান থেকেই তো তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়।"

রাজপথের মোড় ফিরিবামাত্র বালকের মুখ উজ্জ তাহার নয়নদ্বয় জ্যোতিষ্মান্ হইল। সে বলিয়া উঠি "এই মনে পড়িয়াছে! এ জায়গাটা আমি চিনি—আপ সব দেখাইতেছি।" কএক পদ অগ্রসর হইয়া জ থামিল। "ঐ—ঐ পাঁচিলটা দেখিতেছেন?—ঐ থেকেই আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। পড়িবার সময় পায়ের কাছে এই পাথর খানার আমার মাথা গিয়াছিল।"

"তুমি পাঁচিলে উঠিয়াছিলে কেন?"

"পাঁচিলের ওপাশে কি আছে দেখিবার জন্য।"

"কি দেখিয়াছিলে?"

"কিছুই না—আবার সব আঁধার হয়ে গেল!"

ম্যাক্সিম্ অধীরভাবে অঙ্গোৎক্ষেপণ করিলেন, তখনই আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন, "তুমি পাঁ উপর উঠিলে কি করিয়া?"

"বোধকরি দড়ী—হাঁ হাঁ—একটা গাঁটওয়ালা ধরিয়াই উঠিয়াছিলাম। দড়ীর মুড়োর একটা বাঁধা ছিল।"

"দড়ী কোথায় পেলে?"

"মনে হইতেছে না, দড়ি ধরে' উঠেছিলাম আ আছে। নামিবার সময় হয়ত দড়ীটা ছিঁড়িয়া গিয়াছি

"পাঁচিলে উঠিলে কেন, নিশ্চয়ই তোমার কোন ছিল।"

"ছিল, আমি কিন্তু সেটা ভুলিয়া গিয়াছি।"

"আমি পীড়াপীড়ি করিতেছি বলিয়া, ভয় পাই খানিক ভাবিয়া দেখ, আমি ভিগ্‌নরী নই যে উপর হুকুম চালাব; কার্‌নোয়েলের মত তোমার বন্ধু।"

আশ্চর্য্য-প্রদীপের দৈত্যকে আবির্ভূত হইতে আলাদীনের বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না; কিন্তু যখন বলিল, "মসিয়ে কার্‌নোয়েল্? হাঁ তিনিই

র উঠিয়া আমি ত তাঁহারই খোঁজ করিতেছিলাম।"

ম্যাক্সিমের বিস্ময়ের অবধি রহিল না!

খন একে একে জর্জ্জেট্—মসিয়ে কার্‌নোয়েলের বরিসফের গৃহে প্রবেশ এবং বন্দিদশার পরিচয় শেষে বলিল, "যে গাড়ীতে মসিয়ে কার্‌নোয়েল্ ঐ ত প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই গাড়ী বাহির হইলে ার, তিনি গাড়ীতে নাই। ভাবিলাম, এরা তাঁকে ফেলিবার জন্য আটক করে রেখেছে; আমি তাঁহাকে র হাত থেকে উদ্ধার করিব। তারপর, একটা র সঙ্গে জুটে তাহার বাপের কুস্তির আখড়া থেকে নিলাম। রাত্রি এগারটার সময়, এপথে লোকের াত বন্ধ হইলে, দড়ীটা পাঁচিলের উপর ছুড়িয়া দিলাম; র খানিক হুকটা পাঁচিলের মাথায় আটকাইয়া গেল। য়া পাঁচিলের মাথায় উঠিয়া দেখি—"

"মসিয়ে কার্‌নোয়েল্।"

"হাঁ, তিনি বাতি হাতে একটা বড় জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিয়াই তাঁকে চিনিলাম, তিনিও বোধ করি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; তিনি যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিত করিতেছিলেন।"

"তারপর?"

"তারপর, আমি পড়িয়া গেলাম; আর আমার কিছু মনে নাই।—সব গোল্‌মাল্ হইয়া যাইতেছে। আমি এখন ঠাকুরমার কাছে যাইব।"

ম্যাক্সিম্ জর্জ্জেট্‌কে লইয়া চলিয়া গেলেন।—এতদিন যাহার সন্ধান করিতেছিলেন, আজ তাহার সন্ধান মিলিল।

(ক্রমশঃ)

নোবেল্ পুরস্কার

ডাঃ রিচে

সের চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির জন্য ফ্রান্সের ডাক্তার চ 'নোবেল্' পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফ্রান্সের

চিকিৎসকদিগের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-প্রসূত ফলদ্বারা চিকিৎসা জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইনি International Arbitration Society ও Psychical Research Society পতি। ইনি Revieu Scientifique নামক বৈজ্ঞানিক পত্রের সম্পাদক।

মিঃ ইলিউরুট্

জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁহারা সহায়তা করিয়া যুদ্ধাদি নিবারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ ইলিউরুট্ অগ্রণী। বিবেচিত হইয়া এবৎসর এই বিভাগে 'নোবেল্' পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে নিউফাউণ্ডলণ্ডে মৎস্য-চাষ ব্যপদেশে যখন দু'একটি স্বাধীন-জাতির মধ্যে যুদ্ধ একরূপ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ইনি হেগের শান্তিসভা কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তাঁহার মধ্যস্থতায় সকল বিবাদ-ভঞ্জন হইয়া যায়। ইঁহারই অদম্য-উৎসাহে ও যত্নে ১৯০৬ সালে দক্ষিণ-আমেরিকার ও ১৯০৭ সালে মেক্সিকোর সহিত যুক্ত-রাজ্যের সখ্য বদ্ধমূল হইয়া তৎতৎপ্রদেশে শান্তি স্থাপিত হয়। ইঁহার বয়স এখন ৬৯ বৎসর।

সত্য-পরীক্ষক যন্ত্র

আর মিথ্যা কথা বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই! কেহ আর সত্য গোপন করিয়া রাখিতে পারিবেন না। আদালতে, মামলা-মোকদ্দমায়, শামলাধারী মহাপ্রভুগণকে আর সাক্ষীর জেরা করিয়া হয়রাণ হইতে হইবে না। আর অকারণ বাগ্‌-বিতণ্ডায় আদালতের সময় নষ্ট হইবে না। যে আশ্চর্য্য-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আর কোন কথা গোপন রাখিবার উপায় থাকিবে না;—মিথ্যা-বাদী হাতে হাতে ধরা পড়িবে।

কথাটা কল্পনা নহে, বা গঞ্জিকার বৈঠক হইতেও আমদানী করা নহে। সত্য সত্যই,—সত্য-মিথ্যা ধরিবার জন্য যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। মিঃ সাইরিল্ বার্ট নামক এক মনস্তত্ত্ববিদ্ সাহেব একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; সেই যন্ত্রের সাহায্যে কেহ কোন কথা গোপন করিতেছে কি না, কোন কথার প্রকৃত উত্তর দিতেছে কি না,—তাহা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িবে! আমরা নিম্নে এই যন্ত্রের পরীক্ষা সম্বন্ধে দুই চারিটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি;—

এখন আদালতে কোন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের সময় বিচারক অথবা উকিল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "তুমি অমুক ব্যাপার দেখিয়াছ কি না?" অতঃপর আর এত কথা বলিতে হইবে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি খুন হইয়াছে, তাহার মৃতদেহ একটা রাস্তার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য-প্রদানের জন্য একটি লোককে উপস্থিত করা হইয়াছে; সে লোকটি রাস্তার মধ্যে মৃতদেহ রক্ষিত হইবার সময়, সেই স্থানে উপস্থিত ছিল এবং সে সমস্তই দেখিয়াছে, এই কথাটি তাহার নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে। এখনকার নিয়ম-অনুসারে উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করিবেন,—"মৃতদেহ যখন রাস্তার মধ্যে রাখা হয়, তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে?" কিন্তু অতঃপর আর তাহা করিতে হইবে না। সাক্ষীর সম্মুখে যন্ত্রটি বসাইয়া তাহাকে সুধু বলিতে হইবে "রাস্তা" এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই ক্রণমিটার যন্ত্রের চাবি টিপিয়া দিতে হইবে। সাক্ষী যদি প্রকৃতপ্রস্তাবেই ঘটনা দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই মৃতদেহের কথা তাহার মনে হইবে,

এবং সে যদি সত্যবাদী হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ
বলিবে "মৃতদেহ"। কিন্তু তাহার যদি কথাটা গো[পন]
করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, ঐ 'মৃতদেহ' কথা[টা]
বলিবে না। তাহার ফলে এই হইবে যে, তখন সে
করিবে, অর্থাৎ তাহার মনের মধ্যে একটা ভা[ব]
উদয় হইবে। এই ভাবনা তাহার মস্তিষ্কের কার্য্য
যখন ঐ কথাটা ভাবিতেছে তখন, তাহার মুখ চক্ষু প্র
ভাবান্তর হইয়াছে; সে যতই কথাটা গোপন করিতে
করিবে, ততই তাহার মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন
এবং তাহার সম্মুখস্থিত যন্ত্র তাহার ভাবের প্র
পরিবর্ত্তন অঙ্কিত করিয়া লইবে, তাহার হৃদয়ের
যে আন্দোলন চলিতেছে,—সত্য-মিথ্যার যে
চলিতেছে—তাহা যন্ত্রের নিকট গোপন থাকিবে
অবশেষে হয় সে সত্য কথা বলিবে, আর না
মিথ্যা কথা বলিবে, অথবা একেবারেই চুপ
থাকিবে। মনস্তত্ত্ববিদ্ বিচারক, যন্ত্র দেখিয়াই
পারিবেন, সাক্ষী সত্য কি মিথ্যা বলিতেছে।

মিঃ বার্ট বলিয়াছেন যে, সুধু যে এই
সাহায্যেই মিথ্যাবাদীকে ধরিতে পারা যায় তাহা
তিনি আরও একটি সহজ উপায় বাহির করি[য়াছেন।]
তিনি বলেন,—কোন ব্যক্তিকে কোন কথা
করিলে, সে যদি সেই প্রশ্নের ঠিক উত্তর না
অন্য কথা বলে, তখন তাহাকে একটু
হইবে। সত্য কথা, প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই বাহি[র হইয়া]
পড়ে; কিন্তু মিথ্যা উত্তর দিতে গেলেই, যত বড় মি[থ্যাবাদী]
হউক না কেন, তাহাকে একটু ভাবিতেই হইবে
ভাবনার জন্য তাহার যেটুকু আয়াস স্বীকার করিতে
তাহার প্রমাণ গোপন থাকিবার যো নাই; তাহার
একটি প্রত্যঙ্গ তাহার মিথ্যা কথন ধরাইয়া দিবে
প্রত্যঙ্গ তাহার হস্তের তালু। মিঃ বার্ট বলিয়াছে[ন]
কথা গোপন করিতে গেলে যে আয়াসটুকু স্বীকার
হয়, তাহার ফলে মানুষের হাতের তালু ঘামিয়া
তবে কাহারও বা অধিক ঘামে, কাহারও বা ক

[জা]নিবার জন্য সাক্ষীর হাত দুইখানি এক পাত্রে জলের
[মধ্যে] ডুবাইয়া ধরিতে হয় এবং সেই পাত্রের মধ্যে তাপমান
[যন্ত্র] রাখিতে হয়। তাহার পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে
[লো]কটি যদি সত্যকথা বলে, তাহা হইলে পাত্রস্থ জলের
...বা উত্তাপের কোনপরিবর্ত্তন হয় না, সুধু শরীরের
...গের জন্য যেটুকু হইবার তাহাই হয়; কিন্তু সে যদি
...বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার হাতের তালু
[অ]ধিক ঘামিয়া উঠিবেই এবং তাহার ফলে জলের পরিবর্ত্তন
...—এবং তাপমান যন্ত্র তৎক্ষণাৎ সে কথার সাক্ষ্য
[প্রদা]ন করিবে। তখন বিচারক ও জুরীমহাশয়গণকে আর
মাথা ঘামাইতে হইবে না; তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন সাক্ষী সত্য কথা বলিতেছে কি না।

মিঃ বার্ট্ অনেক পরীক্ষা করিবার পর, এই যন্ত্রের কথা সুধী-সমাজে প্রকাশিত করিয়াছেন; কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এখনও এই যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং, মিথ্যাবাদী "বক্কলেরা" আরও কিছুকাল নির্ভয়ে আদালতে বিচরণ করিতে পারিবে, এবং উকিলমহাশয়গণও সাক্ষীদিগকে জেরা করিবার সময় নিজেরা গলদঘর্ম্ম হইতে, এবং সাক্ষীদিগকে নাকেরজলে-চোখেরজলে এক করিতে থাকুন।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দেবীর

প্রথম-উদ্ভবস্থান

...গ্রাম শান্তিপুরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে, ভাগীরথী-
[তী]রবর্ত্তী ব্রহ্মশাসন নামে একখানি গ্রাম আছে। এই
...নি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র
[-এর] প্রপিতামহ, রুদ্রদেব রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।
...দাশয় নৃপতি একখানি আদর্শ-ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম
...মানসে, একশত-আট ঘর নিষ্ঠাবান্ ও সুপণ্ডিত
...মনোনীত করিয়া, তাঁহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ
...ত্তি প্রদানপূর্ব্বক, এই গ্রামখানি সংগঠিত করেন।
...র সুপ্রতিষ্ঠা হেতু, গ্রামখানি "ব্রাহ্মণ-শাসন", বা
...ঃ "ব্রহ্মশাসন", নামে অভিহিত। বহুদিন ধরিয়া
...ণগণের বংশধরগণ, ব্রহ্মনিষ্ঠা ও সাধনা দ্বারা,
'ব্রহ্মশাসন' নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের
...তম, সাধক চন্দ্রচূড় তর্কপঞ্চাননের সাধনা-
... এই গ্রামে জগদ্ধাত্রী দেবীর আবির্ভাব ও পূজা
... হয়। তৎপরে নবদ্বীপ-রাজবংশের চেষ্টায় এই
...রণ্যে প্রচলিত হয়।*

কিন্তু কালমাহাত্ম্যে ব্রহ্মশাসনের আর সেদিন নাই! একশত-আট ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে এখন অষ্টাদশ ঘরও অবশিষ্ট নাই। যে গ্রাম হইতে প্রতি গৃহে মায়ের পূজা হইত,—সেই ব্রহ্মশাসন হইতে মায়ের পূজা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। মায়ের উদ্ভবভূমি ব্রহ্মশাসনে মায়ের পূজা প্রচলিত রাখা ব্রহ্মশাসনবাসিগণের যেমন কর্ত্তব্য, মায়ের অন্যান্য সন্তানগণের পক্ষেও তদপেক্ষা অল্প কর্ত্তব্য নহে। যদি ভাগীরথীসেবকের পক্ষে তদুৎপত্তি স্থান হরিদ্বার তীর্থ স্বরূপ হয়, তাহা হইলে মাতার সন্তান-দিগের পক্ষে ব্রহ্মশাসনও তীর্থস্থান। এক্ষণে ব্রহ্মশাসন গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এই গ্রামে এ বিষয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য গ্রামে এক জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি-স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছেন; আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের এই শুভ-উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

---

* [K]rishnachandra himself established the festival called the *Jagadhatri Puja*.—Hunter's Statistical Account of Nadia (1875).—p. 156.

"নদীয়াকাহিনী"র লেখকের মতে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্রের সময় ইহা প্রচালিত হয়।

আকৃতির সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ

বৈদেশিক গুরুগণের নিকটে শুনিতে শুনিতে—আত্ম-নির্ভরতাবিহীন আমাদের একরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিলেও বিজ্ঞানের বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই ; সাধারণ শিল্প ও জ্যোতিষশাস্ত্র তাঁহারা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গ্রহ-গণনাদি-সংশ্লিষ্ট গণিত-জ্যোতিষ প্রামাণ্য হইলেও, তাঁহাদিগের ফলিত-জ্যোতিষ "গাঁজাখুরী" মাত্র !—হস্তপদাদির রেখা, কপালের বলী, বাহুর দৈর্ঘ্য, গাত্রস্থিত তিল ইত্যাদির সহিত মানুষের বল, সুখ, দুঃখ, দারিদ্র, ঐশ্বর্য্য, মূর্খতা ও পাণ্ডিত্যের কখন নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি ?—আমাদিগের ন্যায় তথা-কথিত শিক্ষিত-সমাজে, এসকল বিষয়ে বিশ্বাস করার কথা প্রকাশ করা অজ্ঞতার পরিচয় মনে হইত। কিন্তু, অধুনা পাশ্চাত্য-জগতে যখন এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া, এগুলিকে একটা বিজ্ঞান-সঙ্গত শাস্ত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে, —তখন এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করায় দোষ কি ?

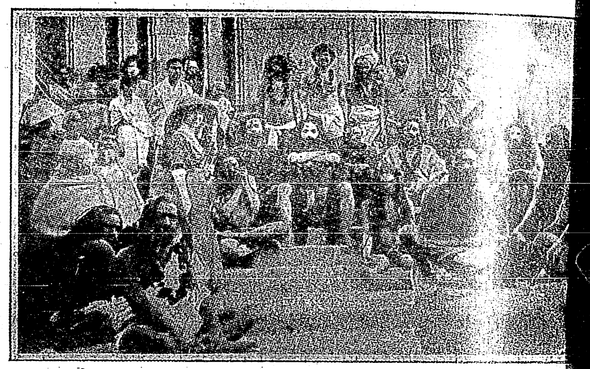

প্রকৃতির কার্য্য অপরিবর্ত্তনীয় ও অবশ্যম্ভাবী। অগ্নির দাহিকা-শক্তি, জলের শৈত্য, সূর্য্য-চন্দ্রাদির উদয় ও অস্তের কখনই ব্যতিক্রম হইবার নহে ; এই নিশ্চয়তার উপরেই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর উপরিস্থ সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার উৎপত্তি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে শরীরে রস, ও রোগীর রোগ বৃদ্ধি, মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্য, রৌদ্র-প্রধান গ্রীষ্মমণ্ডলে অশ্বথ, বট প্রভৃতি সুবৃহৎ বৃক্ষ, এবং সৌরতাপবিহীন মেরু-প্রদেশে শৈবালাদি ক্ষুদ্র-উদ্ভিদের উদ্ভব, ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনা দর্শন করিয়াও, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব পৃথিবীস্থ মনুষ্যের উপরে থাকিতে পারে না,—এরূপ অনুমান করা বাস্তবিকই যুক্তিসঙ্গত নহে। আজ গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব এক ব্যক্তির উপরে যেরূপ ফল প্রকাশ করিল, কাল যে উহা অন্যরূপ করিবে,—তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? সুতরাং, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বহুসংখ্যক লো... উপরে পরীক্ষা করিলে যেসকল ফল পাওয়া যায়, ... আপাততঃ পূর্ণমাত্রায় বৈজ্ঞানিক ধ্রুব সত্য না হই... একেবারে মিথ্যা হইবার নহে। আমরা মেয়ে-ডা... ব্ল্যাক্‌ফোর্ড (Dr. Katherine M. H. Blackford ... পর্য্যবেক্ষণ-ফল প্রথমে লিপিবদ্ধ করিয়া, পরে আ... দেশীয় ফলিত-জ্যোতিষের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভারতে—সন্ন্যাসীদলমধ্যে—ডাঃ ব্ল্যাক্‌ফোর্ড্

গত ১৫ বৎসরে, তিনি বারহাজার ব্যক্তি... পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক উহা বিস্তারি... লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্ত-রাজ্য, ক্যানাডা... মেক্সিকো দেশে বহুকাল পরীক্ষার পর, তিনি ১৮টি বৈ... রাজ্য ভ্রমণ করিয়াছেন ; অনেক আফিসে তিনি ... দাতা-রূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ; তাঁহার পরাম... সারে বহুসহস্র—পুরুষ ও স্ত্রী—উমেদার, উপযুক্তপদে... নিযুক্ত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঐ... দেশে এক একটা কল ও আফিসে ৮।১০ হাজার লো... করিয়া থাকে। তিনি উমেদারদিগের আকৃতি ও পরি... বাহ্যিকলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক প্রকৃতি-নির্ণয় করি... ব্যক্তি যেপদের উপযুক্ত, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়ো... বার একটি নূতন-শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহা... প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রের প্রধান প্রধান লক্ষণ ... প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেহই আপনাকে প্রকৃতপক্ষে ...তে পারে না। আমাদিগের স্বভাব-চরিত্র, আমাদিগের ...বৃত্তি, কখন গোপনে থাকিবার জিনিস নহে। আমাদের ...ফেরা ও নানাবিধ মুদ্রাদোষ, শরীরের প্রত্যেক রেখা ...মুখের প্রত্যেক ভঙ্গী, বিশেষজ্ঞের নিকটে আমাদিগকে ...ইয়া দেয়।

উমেদার নির্ব্বাচন প্রণালী

...নিয়োগ-পরিদর্শক (Employment Supervisor) ...বর্ত্তী নিজ আফিসে সহকারিদিগের সহিত—উপস্থিত-...নার ও অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের—আবেদনপত্র পরীক্ষা ...ন। এই সময় তিনি বহুবিধ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া ...ন। বিভিন্ন শক্তি, বুদ্ধি, শ্রমশীলতা, মিতাচার, ...দ্ধিতা, অপব্যয়, চরিত্র-হীনতা, প্রভৃতি নানাপ্রকার ...অল্পাধিক পরিমাণে উহাদিগের মধ্যে প্রকাশ পাইয়া ...। কেহ হয় ত স্বাধীন-ব্যবসায়দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া ...া চাকুরী গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, কেহ বা জীবনে ...প্রথম ইহার আস্বাদ লইবেন, অভিভাবক-হীন কোন ...পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উহার জন্য ব্যাকুল ...আসিয়াছেন, কেহ বা সখের জন্য উহা গ্রহণ ...েন ; ফলতঃ, প্রত্যেকেরই মুখে মনোভাব অল্পাধিক ...াণে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

...প্রত্যেক উমেদার, পরীক্ষা-গৃহে প্রবেশকরতঃ, পরিদর্শক ...হার সহকারীদিগের সম্মুখে আসন-গ্রহণ করিবার সময় ...িযে কেবলমাত্র উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত ব্যক্তি, তাহাই ...কাশ পায়, এরূপ নহে,—তিনি কোন্ বিশেষ কার্য্যের ..., তাহারও বাহ্যিক-লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ...ক্তার ব্ল্যাক্‌ফোর্ডের মতে—স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, সততা এবং ...তা কর্ম্মপ্রার্থীর পক্ষে প্রধানগুণ। ইহাদের কোন ...র বিশেষরূপ অভাব হইলে, তিনি উমেদারকে বিদায় ...দেন। পরীক্ষক আগন্তুকের চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি ... করিয়াই তাহার স্বাস্থ্যের সমুদায় জ্ঞাতব্য বুঝিয়া ...কারণ জ্যোতিঃহীন (dull), নিস্তেজ (leaden), ...এবং হরিদ্রাবর্ণ চক্ষু খারাপ-স্বাস্থ্যের চিহ্ন। অঙ্গুলির ...গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নখের নিম্নে রক্তের ...চিহ্ন দেখা যায় কি না, তাহাই পরীক্ষা করেন। ..., অত্যধিক ফ্যাকাশে-ভাব, খারাপ দন্ত, বসাগলা (ভাঙ্গাস্বর), ফ্যাকাশে বা নীল ঠোঁট, প্রভৃতি আরও বহু-সংখ্যক বাহ্যিক লক্ষণ অত্যুৎকৃষ্ট শারীরিক শক্তির, বা কর্ম্ম-কুশলতার, পরিচায়ক নহে। বায়ুগ্রস্থ (nervous) ব্যক্তিকে দেখিবামাত্রই বুঝিতে বাকী থাকে না। যাঁহার তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের অগ্রভাগ হরিদ্রাভবর্ণযুক্ত, তিনি যে সিগারেট্ খাইয়া থাকেন, ইহা কি বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে ?

চক্ষু দেখিলে, লোকটী বুদ্ধিমান কি না, তাহা অনেক পরিমাণে স্থির করা যায়। চালাক লোকের চাহনি স্বতন্ত্র ধরণের, যেন চোখমুখদিয়া কথা বাহির হইতেছে। এইরূপ লোক প্রশ্নের উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে না, উত্তরগুলিও "লাগসই" বা সঙ্গত হইয়া থাকে।

সততা-নির্ণয় করা বাস্তবিকই বড় কঠিন-ব্যাপার। কারণ, যাঁহার উদ্দেশ্য সৎ, তিনিই যে সৎ লোক হইবেন, তাহার কোন অর্থ নাই। ন্যায়-অন্যায়বোধ, সদুদ্দেশ্য-পালনের উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা, এবং ফলাফল ভোগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শারীরিক ও নৈতিক সাহসের উপরে, লোকের সততা নির্ভর করে। তথাপি লোকের চাহনি (দৃষ্টি), মুখের ভাব, গৃহে প্রবেশের সময় চলা-ফেরার "রকমসকম", কথাবার্ত্তা, ও অঙ্গভঙ্গী, প্রভৃতির সাহায্যে উহা অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

শ্রমশীলতা, লোকের শারীরিক শক্তি (energy) এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতার উপরে নির্ভর করে। শারীরিক-শক্তি, আবার ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরস্থ অক্সিজেন্-বাষ্পের উপরে নির্ভর করে। সুতরাং, দেখিতে কদর্য্য হইলেও, প্রশস্ত-ছিদ্র বিশিষ্ট দীর্ঘ-নাসিকা, প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন্-গ্রহণে সহায়তা করে বলিয়া, শারীরিক-শক্তির পরিচয়প্রদান করে। স্নায়বিক বল, এবং হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য, পরীক্ষা করিলে কষ্ট-সহিষ্ণুতা স্থির করা যায়। পরিদর্শকের অভ্যস্থ চক্ষু, অপরাপর সকল বাহ্যিক চিহ্ন দর্শনে, এই গুণটি সহজেই নির্ণয় করিয়া থাকে।

ডাক্তার ব্ল্যাক্‌ফোর্ডের মতে, মানুষের বাহ্যিক আকার-প্রকার এবং কার্য্য-কলাপের কোনটিই অগ্রাহ্য নহে। প্রত্যেকটিই চরিত্রের স্বভাবজ, বা উপার্জ্জিত, গুণের চিহ্ন। সুতরাং, সমুদায়গুলি একত্র করিয়া, সঙ্গতরূপব্যাখ্যা করিলে, লোকটির প্রকৃতিসম্বন্ধে সঠিক ধারণা না জন্মিবে কেন?

এই উপায়েই কোন্ ব্যক্তি আপন স্বভাব ও শিক্ষার প্রভাবে, কোন্ কার্য্যের উপযুক্ত—তাহা তিনি স্থির করিয়া থাকেন।

শ্রেণী-বিভাগ

ডাক্তার ব্লাকফোর্ড ও তাঁহার শিষ্যগণ, আগন্তুক উমেদারদিগের, নিম্নলিখিত ৯টি গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ; যথা,—ধরণ (Stature), আয়তন (Size), চেহারা (Form), বর্ণ (Color), গঠন (Structure), সামঞ্জস্য (Proportion), সঙ্গতি (Consistency), আকৃতি (Expression) এবং অভিজ্ঞতা (Experience.)।

কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাহাদিগের মুখ হাল্‌কা ধরণের * মনে হয় ; অপর কতকগুলি লোকের মুখ মোটা ধরণের দেখা যায়।

যাহাদিগের মুখ হাল্‌কা ধরণের তাহারা—অভিমানী হইয়া থাকে, তাহারা প্রত্যুৎপন্নমতি, মুহূর্ত্ত-মধ্যে উত্তর দেয়,—এইরূপ আকৃতি-বিশিষ্টব্যক্তি সৌন্দর্য্য-প্রিয় হইয়া থাকে,—কদর্য্য, অপ্রিয় ও নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এরূপ লোক আনন্দের সহিত কার্য্য করিতে পারে না ; ভোঁতা, ভারি, কদাকার দ্রব্য-ব্যবহার করিতে ইহারা নারাজ ; ইহারা রেশম ও সাটিনের কাজ করিতে মজবুত ; মণি-মাণিক্য, স্বর্ণ-রৌপ্যাদির সুকুমার-শিল্প, ইহাদের প্রিয় হইয়া থাকে।

আর মোটা ধরণের লোকগুলির, মুখ দেখিলেই "ভোঁতা" বলিয়া মনে হয়। ইহাদের চুল-চর্ম্ম-আকৃতি-হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথাবার্ত্তা, সমস্তই মোটা ধরণের হইয়া থাকে।—ইহারা অভিমানী নহে ; চট-কল, কয়লার খনি, প্রভৃতিতে ধূলা ও ময়লার মধ্যে আনন্দের সহিত কর্ম্ম করিতে সক্ষম। এরূপ লোকেরাই কর্ম্মকারের ন্যায় কদাকার বৃহৎ বৃহৎ হাতুড়ী, গুরুভার দণ্ড, ষ্টীমার ও জাহাজের অতিকায় যন্ত্রসকল, উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে।

দেহের গঠন দেখিয়া মোটামুটি শারীরিক বল অনুমান করা যাইতে পারে। সুদীর্ঘ শিখ-পলোয়ানের দেহে যে পরিমাণ বল থাকিতে পারে, দুইহস্ত-পরিমিত বামনের শরীরে সে পরিমাণ শক্তি থাকা কখনই সম্ভবপর নহে।

কতকগুলি লোক স্বভাবতঃ কৃশ, আবার আর কতক লোক মাংসল ; কাহার কাহার সূক্ষ্মাগ্র দীর্ঘ-নাসা ... বাহির হইয়া আসিয়াছে, অথচ চিবুক ও কপাল ... পিছাইয়া গিয়াছে। এইরূপ সকোণ (Angular) মুখ ... ব্লাকফোর্ড মৃদঙ্গমুখ (Convex face) আখ্যা দিয়াছেন।

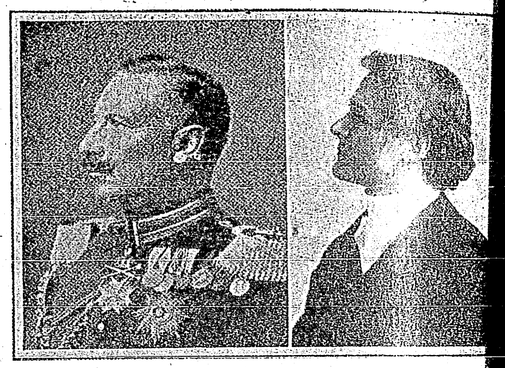

'মৃদঙ্গ' ও 'ডমরু' মুখ

যাহাদিগের মুখ গোলাকার বা ভোঁতা ধরণের, যাহাদের কপাল উচ্চ এবং চিবুক সম্মুখদিকে বাহির করা, নাক বসা, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট তাহাদিগকে তিনি ডমরু বা 'ডমরু' (Concave face) যুক্ত বলিয়াছেন।

মৃদঙ্গ-মুখ-ব্যক্তি ঝগড়াটে ছট্‌ফটে ও সকল ... তৎপর হইয়া থাকে। 'গড়িমসি বা ঢিলেমি' করা ... প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইহারা স্বার্থপর হয় ;—নিজের ... ষোলআনা বুঝিয়া লয়, তাহাতে অন্যের অসুবিধা ... দৃক্‌পাত করে না। এই সকল 'ব্যস্ত-বাগীশ' লোক, ... ভালরূপ বিচার না করিয়াই কার্য্য করিয়া বসে। ... একটা না একটা কিছু কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে। ... কাজের লোক (Practical men), কবিত্ব-বিহীন ... প্রকৃতির, সূক্ষ্মবুদ্ধি, ও সতর্ক হয়। এই সকল ... এবং 'হোঁৎকা' বা ব্যস্তবাগীশ্ লোক সরল-প্রকৃতির ... থাকে ; মনের কথা গোপন রাখা, ইহাদের কার্য্য ... ইহারা লোকের "আঁতে ঘা" দিয়া কথা বলিতেও ... নহে। ব্যস্তবাগীশতার জন্য ইহাদের কার্য্যে প্রা... ...—কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারে না ; ...দের "ধনস্থানে শনি" দেখা যায়। এইরূপ লোক ...প্রিয় হয় এবং সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করে। ইহাদের ...ষ্ঠিত গুণগুলি ও 'চটা'-মেজাজের জন্য, ইহারা প্রায়শঃ ...ভাজন হয় না। মানুষ একাধিক প্রকৃতি পায় বলিয়াই, ...র দোষ একই ব্যক্তিতে অবশ্য বর্ত্তমান থাকে না ;— ...থা সর্ব্বদা মনে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

...াহার মুখ যত কম সূক্ষ্ম (Angular), তাহার গুণও ...দ্ধ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা তত অল্প। ডমরু বা ...রুমুখবিশিষ্টলোকের অধিকতর দায়িত্ব-বোধ দেখা ...। ইহাদিগের উপরে সহজে নির্ভর করা যায়। কোন ...তে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, ইহারা উহার সবদিক্ ভাবিয়া ...,—হঠাৎ কোন একটা কাজ করিয়া বসে না। বাচলতা ...দের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ; ধীরে ধীরে অল্প কথা বলে বটে, ...উহা দার্শনিক ও কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের ...তিনম্র ও মধুর, মেজাজ ধীর, চরিত্র সৎ, এবং স্বভাব ...কোমল ও শান্তিপ্রিয়। বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে স্থির ...মধ্যস্থতা করা, গৃহ-বিচ্ছেদ নিবারণ করা, ইহাদের ...ষ্ঠত। মৃদঙ্গমুখ-লোকের ন্যায়, ইহাদের "সুন্দর ...", বা চোখে-মুখে বুদ্ধি না থাকিলেও, ইহাদের ...বোধ বড় প্রবল।

বিভিন্ন মুখের চিত্র

বর্ণ

...র্ণ সহিত, শারীরিক ও মানসিক কতকগুলি গুণের ...আছে বলিয়া ব্লাকফোর্ডের বিশ্বাস। ক্ষুদ্র-চক্ষু, ...শ্চিত-রোগী জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কম স্থির-প্রকৃতির হইয়া থাকে ; কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীজাতি, শান্তস্বভাব ও বশ্যতার জন্য বিখ্যাত ; এই জন্যই উহারা সহজে দাস-বৃত্তিতে সম্মত হইয়া থাকে।

যাহার গৌরবর্ণের মাত্রা যতই অধিক, তাহার চঞ্চলতা, ঝগড়াটেভাব, যদ্রোগ, অহঙ্কার, এবং ঘন-পরিবর্ত্তনশীলতা ততই বেশী ; কিন্তু যে লোকের রং যত কাল, তাহার ততই স্থিরপ্রতিজ্ঞা ও শাদাসিদে-ভাব বাড়িয়া যায়। সুন্দরী স্ত্রীলোক দশজনের প্রশংসাবাদ, ও উচ্চপদ উপভোগ করিয়া থাকে ; কিন্তু কাল ব্যক্তি, গতানুগতিক দশজনের প্রশংসা-প্রাপ্তি অপেক্ষা সার-পদার্থ, জীবজন্তু ও প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়। ইহাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কম হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু উহারাই প্রকৃত বন্ধুত্বের-পাত্র। এরূপ ব্যক্তি গোঁড়ামি-ভক্ত হয়, এবং তাহার কার্য্যে স্বভাবতঃই একটা শৃঙ্খলা থাকে, 'এলোমেলো' ভাব দেখা যায় না। সুন্দর ব্যক্তি, বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তন-প্রিয় হইয়া থাকে ; একই সময়ে বিভিন্ন ধরণের অনেকগুলি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, কিন্তু কাল ব্যক্তি ঘন-পরিবর্ত্তন পছন্দ করে না, এবং বৈচিত্র্য-প্রিয় হয় না ; বরং মনোমত বিষয়ে স্বীয় সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কের লক্ষণ

যে অঙ্গের ব্যবহার যত অধিক হয়, তাহা ততই পুষ্ট হইয়া থাকে। এই-জন্যই যাঁহাদিগের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল অত্যধিক পুষ্ট দেখা যায়, তাঁহারা বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল। ইঁহাদিগের উদ্ভাবনী-শক্তি তীক্ষ্ণ ;—নূতন নূতন বিষয়-সৃষ্টি করা ইঁহাদিগেরই মস্তিষ্কের কার্য্য। এইরূপ লোকের মস্তক বৃহৎ, বিশেষতঃ কপাল ও কর্ণের উপরিভাগ প্রশস্ত ; এবং চিবুক ও স্কন্ধের পশ্চাৎভাগ অপরিসর হয় ; অস্থি ও মাংসপেশী অপেক্ষাকৃত নাতিস্থূল এবং কোমল হইয়া থাকে। এক কথায় তাহার কৃশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অথচ বৃহৎ মস্তক দেখিলে, যশোহরের রুগ্নদেহ মাথা-মোটা কৈ-মাছের কথা মনে পড়ে ! কারণ, মস্তক বৃহৎ হইলেও তাহার দেহ

বিভিন্নাকৃতির মুখ

যথোচিত পুষ্ট নহে। গাত্রচর্ম্ম বিবর্ণ, মুখমণ্ডল অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি, তীক্ষ্ণ ও সুচাল; চেহারা ও গঠন কোমল। এইরূপ লোক আত্মনির্ভরশীল হইয়া থাকে; পরান্নে প্রতি-পালিত হওয়া ইহার প্রকৃতি-বিরোধী।

এইরূপ চেহারার লোক যে দিগ্‌গজ্ পণ্ডিত বা দার্শনিক হইবেই, এরূপ নহে; তবে ইহারা "মাথাওয়ালা" লোক। হিসাবনবিশ, খাজাঞ্চী, বক্তা, লেখক, প্রাইভেট্-সেক্রেটারী, প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীর কাজ ইহারাই করে,—আড়তের গদিয়ান্, উকীলের মধ্যে প্রধান, ও পরামর্শদাতা, ডাক্তারী করিলে বৈজ্ঞানিক-ডাক্তার হইয়া থাকে। তবে, এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভাল বিচারপতি দেখা যায় না!

কাজের-লোকের লক্ষণ

কাজেরলোকের চেহারা অন্যরূপ;—ইহাদের হাড়-মোটা ও মাংস-পেশী অধিকতর পুষ্ট মনে হয়; মুখ দেখিতে ত্রিভুজাকৃতি না হইয়া বরং তুকোণ-বিশিষ্ট মনে হয়। ইহাদের শরীরে অতিরিক্ত মাংস থাকে না; স্কন্ধদেশ বিস্তৃত; নিম্নাঙ্গ ক্রমে সরু হইয়া পা পর্য্যন্ত পৌঁছে। নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রমসাধ্য-কার্য্য করা ইহাদিগের কাজ। ব্যবসায়বুদ্ধির যোগ থাকিলে ইহারাই উৎকৃষ্ট ফেরিওয়ালা হইতে পারে। চাষ, "কারুগিরি", আমদানি-রপ্তানী এবং নির্ম্মাণ-কার্য্যে ইহারা সুদক্ষ হয়। ইহারাই উৎকৃষ্ট অস্ত্র-চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ও আবিষ্কারক হইয়া থাকে। 'মোটর'-গাড়ীর পাল্লা (race), 'এরোপ্লেনে' আকাশে উঠা, কুস্তিগিরি, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি করা, এই শ্রেণীর লোকের কাজ। জল ও স্থল সৈন্যের 'অফিসার্' (নায়ক), জাহাজের কাপ্তেন্, এবং দেশ-আবিষ্কারক, ... শ্রেণীর লোককেই ইহতে দেখা যায়।

ডাক্তারী মতে, যাহার পরিপাকশক্তি যত উৎকৃষ্ট, তা... জীবনিশক্তি ও ক্ষতিপূরণ-ক্ষমতা তত অধিক। পরিপা... ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া, ভুক্তদ্রব্য রক্তে পরিণত হই... পূর্ণমাত্রায় সুবিধা পাইলে, লোকের মুখমণ্ডল ও অঙ্গপ্র... সুপরিণত হইয়া উঠে। এরূপ ব্যক্তির উদরদেশের প... সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। দেখিলেই মনে ... যেন উদরদেশ স্ফীত; পদদ্বয় দৃঢ় ও মাংসল; মুখ গো... কার ও নিটোল; 'থুৎনি' যেন ডবল্। 'দৌড়ঝাঁপ' ... ইহাদের প্রধান লক্ষণ নহে;—ইহারা ধীরে ধীরে ... ব্যায়ামে অভ্যস্থ নহে, ডেস্কের সম্মুখস্থ চেয়ারে ব... কর্ম্মচারীবর্গকে হুকুম করিতে ভালবাসে; শিকার ... বা পাহাড়ে চড়া ইহাদিগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যায়াম। ... প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের প্রিয়পাত্র ও গল্পপ্রিয় হওয়া, উচ্চহাস্য করা, ইহাদিগের লক্ষণ। এইরূপ বলিষ্ঠ লো... যে অকেজো হইয়া থাকে, তাহা নহে; ইহারাই ... বড় বড় জজ, ব্যাঙ্কের কর্ত্তা, সভাসমিতির অধ্যক্ষ, হা... প্রভৃতি হয়; ইহারাই আবার কসাই, এবং মুদিও ... কচ্ছপের ন্যায় মন্দগতিযুক্ত হইলেও, ইহারা স্থির-প্র... হইয়া থাকে।

অন্যান্য গুণের লক্ষণ

ব্ল্যাক্‌ফোর্ডের মতে উচ্চ-মস্তক ও উন্নত-কপা... কল্পনাপ্রিয়, উচ্চাভিলাষী লোকের চিহ্ন। প্রশস্ত-মস্তক... 'গায়েপড়া' বা ঝগ্‌ড়াটে, এবং হত্যাকারী হইয়া থ... চতুষ্কোণ-মুখ, বিজ্ঞ এবং হিসাবী লোকের চিহ্ন। যে লো... মস্তক-গোলাকার, সে হঠকারী এবং অবিবেকী হয়। ... মস্তক লোক-দূরদর্শী; এবং ক্ষুদ্র-মস্তক লোক, অ... হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তির শরীরের গঠন শক্ত, সে—নির্দ্দয়... উৎসাহশীল, ও স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে; যাহার ... গঠন কোমল, সে—বিশ্বাসী, ও চঞ্চল—সন্দেহে-দোদু... হয়; কিন্তু যাহার দেহ স্থিতিস্থাপক ধরণের, সে ব্যক্তি ... বিষয়েই স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

চাল-চলন দৃষ্টে লোকের চরিত্র অনেকটা নির্ণ...

...। আত্মনির্ভরতা-বিহীন ব্যক্তি চোরের ন্যায় ধীরে ধীরে ...সর হয়; স্থির-পাদবিক্ষেপ তাহার পক্ষে অসম্ভব। মূর্খ "গোঁয়ার্-গোবিন্দ" ব্যক্তি মেদিনী কাঁপাইয়া চলে; কিন্তু ...-প্রকৃতির লোক নিঃশব্দে, অথচ দ্রুতবেগে, চলিয়া ...।

...পোষাক-পরিচ্ছদ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টেও ...কের চরিত্র-অনুমান করা যায়। পোষাক ও চুলের ...পাট্য বিশিষ্টশক্তির পরিচায়ক নহে; ঘোড়ার সইস্, ...র প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্ট অনুমান ...যায়। পারিপাট্যহীন পরিচ্ছদ,—পরিশ্রমী ও গোছালো ...stematic) লোকের লক্ষণ। কার্য্যের দ্বারাই 'পাকা ...'র পরিচয় পাওয়া যায়। জুতার মস্‌মসি শব্দ, জাঁক-...শালী পোষাক, অদ্ভুত 'নেক্‌টাই' বা গলাবন্ধ, ও বাহারে ...কোট্' ইত্যাদি 'ফাজিল ও ছেব্‌লা' প্রকৃতির চিহ্ন। ...লিখন ও 'ত্বরিত জবাব', শিক্ষা ও সতর্কতার পরিচায়ক। ...পাখীর ন্যায় বক্রাগ্র নাসিকা, বিশেষতঃ (Bridge) ...হাড়যুক্ত নাসিকা উৎসাহ ও শক্তির চিহ্ন বটে; কিন্তু ...হীনতা, দুর্ব্বলতার লক্ষণ। কোমল-হস্তবিশিষ্ট ব্যক্তি ...-প্রকৃতির হইয়া থাকে। একই ব্যক্তিতে পূর্ব্বোক্ত ...গুলি লক্ষণ থাকা অসম্ভব নয়। চিহ্নের নানারূপ ...(Combination) প্রায়ই দেখা যায়। হস্ত কিঞ্চিৎ ..., স্বাস্থ্য ঝাঝারী-রকমের, কিন্তু নাসিকা উচ্চ ও ...হইলে লোকটিকে যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া বুঝিতে ...।

...শীত, সমালোচক, বুদ্ধিমান ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া থাকে।

৩য় জোড়া হস্ত।—ইহা উৎকৃষ্ট শিল্পীর হস্ত; এরূপ লোক উৎকৃষ্ট স্পর্শ-শক্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া থাকে।

৪র্থ জোড়া হস্ত।—ক্ষুদ্র-অঙ্গুলিযুক্ত ও চৌকোণা হস্ত-বিশিষ্ট লোক অপরের দ্বারা নিজের মৎলব (plan) হাসিল্ করিয়া লইতে ভালবাসে।

৫ম জোড়া হস্ত।—এইরূপ হস্ত দানশীল, অযথা-খরচে লোকের হইয়া থাকে। এইরূপ হস্তশালী ব্যক্তি উপার্জ্জনক্ষম হয় না, এবং ইহাদের দূরদৃষ্টি (foresight) থাকে না।

৬ষ্ঠ জোড়া হস্ত।—এইরূপ হস্ত, দার্শনিক-প্রকৃতির লক্ষণ; এহেন হস্ত-সম্পন্ন ব্যক্তির বর্ণনা-শক্তি সবিশেষ প্রবল হইয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত আমরা ব্লাক্‌ফোর্ডের পর্য্যবেক্ষণ-ফল মোটামুটি লিপিবদ্ধ করিলাম; এইবার আমাদের জ্যোতিষীদিগের পর্য্যবেক্ষণফল কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ব্লাক্‌ফোর্ড্ অপেক্ষা বরাহমিহির প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতিবিগণ হস্তের রেখা, দেহের উপরিস্থিত তিল ও বতুক, প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া সেই সকল সাহায্যে সামুদ্রিক-শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

রেখাতত্ত্ব

১। হস্তের যে রেখা 'মাতৃরেখা' বলিয়া আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহা মাতৃরেখা ত বটেই, আরও (Outlines

হস্ত-রেখা-চিত্র

...বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের হস্তরেখা :—

...জোড়া হস্ত।—সরল ও কর্ম্মশীল (Active nature) ...হস্ত। এইরূপ হস্তশালী লোক অন্যের মৎলব্ ...) লইয়া কাজ করিতে সক্ষম।

...জোড়া হস্ত।—এইরূপ হস্ত-সমন্বিত লোক চিন্তা-

of Palmistry) নামক ইংরেজী-গ্রন্থে, উহা 'আয়ুরেখা' বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তর্জ্জনীর নিম্নদেশ হইতে ইহা কনিষ্ঠার নিম্নদেশ অভিমুখে বিস্তৃত হইয়া থাকে।

(ক) যাহার এই রেখা বিস্তৃত ও সুদৃশ্য, সে ব্যক্তি পীড়িত; কিন্তু দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

(খ) এই রেখা যাহার ক্ষীণ, সংকীর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, সে ব্যক্তি দুর্ব্বল-দেহ, রুগ্ন ও স্বল্পায়ু হয়।

(গ) ঐ রেখা যাহার উপরিস্থিত রেখার সহিত মিলিত হইয়া একটি কোণের সৃষ্টি করে, সে নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হয়।

(ঘ) যাহার ঐ রেখায় কোন সূক্ষ্ম রেখা সকল সম্মিলিত থাকে, সে বাল্যে অতি রোগী হয়।

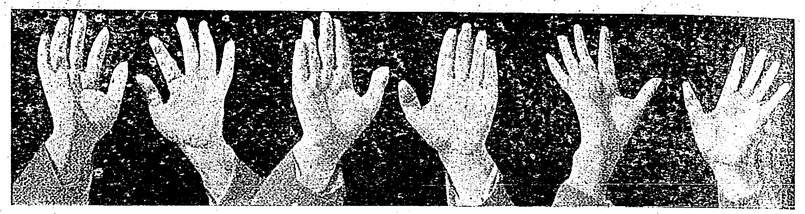

হস্ত-রেখা-চিত্র

(ঙ) যাহার ঐ রেখা কোনস্থানে ভগ্ন হয়, তাহাকে চিরজীবন বিপদে কাটাইতে হয়।

২। কনিষ্ঠা-অঙ্গুলির উপর হইতে কব্জিরদিকে যে অতি সূক্ষ্ম-রেখা থাকে, তাহা 'বুদ্ধি ও জ্ঞান রেখা'।

(ক) যাহার রেখা স্থূল এবং সুদৃশ্য সে, সুবুদ্ধি ও দেশমান্য হয়।

(খ) যাহার ঐ রেখা অন্যকোনও রেখার সহিত মিলিত হইয়া কোণ উৎপাদন করে, সে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয়।

(গ) যাহার ঐ রেখা বক্র বা ভগ্ন, সে চঞ্চল, অস্থির-বুদ্ধি, ও মন্দভাগী হয়।

(ঘ) যাহার ঐ রেখা দক্ষিণদিকে (কোণে) থাকে সে মূর্খ; ও যাহার পশ্চিমদিকে থাকে সে বুদ্ধিমান হয়।

৩। নিম্ন হইতে যে রেখা মধ্যমা-অঙ্গুলির মূলপর্য্যন্ত ধাবিত, যাহা হিন্দু-সামুদ্রিকশাস্ত্রমতে 'আয়ুরেখা' নামে অভিহিত,—তাহাকে ইংরাজীতে 'কার্য্য, উপার্জ্জন ও ধনরেখা' বলে।

৪। যে রেখা বৃদ্ধ ও তর্জ্জনীর ব্যবধানমধ্য হইতে বামভাগে লম্বিত, ঐ স্থূল-রেখার নাম 'পিতৃ-রেখা'। 'মাতৃ-পিতৃ-রেখা' পরস্পর সম্মিলিত না হইলে, সে ব্যক্তি তাহার পিতার ঔরসজাত সন্তান নহে।

৫। 'আয়ু-রেখা' ও 'পিতৃ-রেখা'কে (মাতৃ ও পি রেখা) যে রেখা ত্রিকোণ করে, তাহার নাম 'ভাগ্য ও ম রেখা'।

বাহুল্য ভয়ে এই সকল রেখার লক্ষণ দেওয়া গেল না

তিলতত্ত্ব

১। ললাটের দক্ষিণপার্শ্বে—নাসার উপরে, থাকিলে দৈবধন ও যশোলাভের সম্ভাবনা।

২। নেত্রের নিম্নের তিল—অধ্যবসায়ীর চিহ্ন।

৩। গণ্ডস্থলে তিল থাকিলে, কখনই ধনশালী হয়

৪। নিম্ন ও উপর ওষ্ঠের তিল—বিলাসিত প্রেম-প্রবণতার চিহ্ন।

৫। কণ্ঠের তিল—বিবাহদ্বারা ধনলাভ প্রকাশ ক

৬। বক্ষস্থ তিল—সুস্থদেহ ও ভাগ্যের পরিচায়ক

৭। দক্ষিণ পঞ্জরস্থ তিল—হীন-বুদ্ধির চিহ্ন।

৮। উদরের তিল—পেটুক, অর্থলোলুপ, প্রিয়তার চিহ্ন।

৯। হৃদয়ের বিপরীত দিকস্থ তিল—নৃশংসতার

১০। দক্ষিণ-বাহুস্থ তিল—দৃঢ়দেহ ও ধৈর্য্যশী চিহ্ন।

১১। কণ্ঠস্থ তিল—ধৈর্য্যশীলতা, বিশ্বাস ও ভক্তি চিহ্ন।

১২। ভ্রূ-নিম্নস্থ তিল—জীবনব্যাপী দুঃখ-দারিদ্র্যের

১৩। ললাটের বাম-পার্শ্বস্থ তিল—(কেশের নিকট দুঃখ ও অসচ্চরিত্রতার চিহ্ন।

১৪। ললাটের বামপার্শ্বের (কর্ণের দিকের) অপব্যয় নিন্দা ও অখ্যাতি ঘোষণা করে।

১৫। নাসিকার দক্ষিণপার্শ্বস্থ (চক্ষুর দিকের) দীর্ঘজীবী, ধনবান্, অধ্যয়নশীল প্রকাশ করে।

১৬। নাসিকার বামপার্শ্বের তিল—নির্ধন, অপব্যয়ী মূর্খতার পরিচায়ক।

১৭। বক্ষস্থলের মধ্যস্থ সরোম তিল—বিদ্বান্ ও কবিত্ব-শক্তির চিহ্ন।

১৮। দক্ষিণ পদের তিল—জ্ঞানের পরিচায়ক।

১৯। বাম গণ্ডের তিল—দাম্পত্য প্রেমে সুখী ও সৌভাগ্যের চিহ্ন।

২০। কর্ণমধ্যস্থ তিল—ভাগ্য ও যশের লক্ষণ।

যতুক তত্ত্ব

১। মুখের বামভাগে যতুক থাকিলে—জাতক ধীর ও হয়।

২। „ দক্ষিণভাগে „ „ —সম্মান ও রাজ্যসুখে হয়।

৩। বাম হস্তের কনুয়ের উপরে „—দুঃখী;

৪। „ „ „ নীচে „—অতিভাবী;

৫। দক্ষিণ হস্তের কনুইয়ের উপরে থাকিলে—নিন্দিত-

৬। „ „ „ নীচে „—কামুক;

৭। বাম বক্ষে „ „ —পরধনলাভে গর্ব্বিত;

৮। দক্ষিণ „ „ „ —মূর্খ ও পাপী;

৯। নেত্রে—দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও দাতা;

১০। করতলে—অঋণী ও অপ্রবাসী;

১১। পদতলে—ধন-নষ্টকারী ও অর্দ্ধমূর্খ;

১২। ওষ্ঠে—পীড়িত ও অসুখী;

১৩। জননেন্দ্রিয়ে—কামুক ও নিন্দিত-চরিত্র;

১৪। উরুতে—নষ্ট-চরিত্র ও পরদার-লোভী;

১৫। বাম পাদমূলে—অজ্ঞ ও অশিক্ষিত;

১৬। দক্ষিণ— „ ভ্রমণশীল;

১৭। কর্ণে (বাম ও দক্ষিণ)—শ্রুতিধর ও সুভাষী;

১৮। কটিদেশে—দৈহিক পীড়ার যন্ত্রণায় কাতর ও সর্ব্বদা অসুখী;

১৯। নিতম্বে—অস্বাভাবিক-অভিগমনপ্রিয়;

২০। পৃষ্ঠে—জাতক দাতা, ধীর ও শান্ত;

২১। জানুতে—বলিষ্ঠ, ভোক্তা ও পরোপকারী হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ লক্ষণ রহিয়াছে। যথা,—লোমশ লোক, দুঃখী; দীর্ঘবাহু, বলের লক্ষণ; "ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু মহাভুজ" বীরোচিত দেহ; বেঁটে-মানুষ, সয়তান; কাল'-ব্রাহ্মণ ও কটা-শূদ্র, বদ্‌রাগী; "কানা খোঁড়ার নানাদোষ, কুঁজোর নাই সন্তোষ।" গজদন্ত, ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন; দন্তের উপর দন্ত, ক্রূর-প্রকৃতির লক্ষণ; মস্তকের পশ্চাতের স্ফীত অংশ, কামাধিক্যের চিহ্ন; উচ্চহাস্য, সরলতা প্রকাশ করে। স্ত্রীলোকের কপালের ক্ষুদ্রচুল, বা হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বাচুল; অধিকলোম, খড়ম-পা, বড়নাক,—বিধবার লক্ষণ। কিন্তু পুরুষের খড়্গ নাক—সুলক্ষণ; কৃশব্যক্তি, ক্রূর প্রকৃতির হইয়া থাকে—তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। ইত্যাদি বহুলক্ষণ প্রচলিত আছে। এগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত উচিত। কারণ, প্রকৃতির কার্য্য, দুর্ব্বোধ্য হইলেও সুনিয়ন্ত্রিত; কিছুই নিরর্থক হইবার নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

কলাবস্তু এবং অঙ্কন-পদ্ধতি

হু'খানি ছবি দেখিলাম,—প্রথমখানি তাপসের ও দ্বিতীয়খানি, "সেণ্ট জেরোমে"র চিত্র। প্রথমখানির চিত্রশিল্পী জন্ স্যারজেণ্ট,—একজন বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী! অপরটির চিত্রকর, স্বনামধন্য টিসিয়ান্। অন্য কোন কথা তুলিবার পূর্ব্বে, ছবি হু'খানির পরিকল্পনা লইয়া কিছু বলিব। তাহার পর—প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ে সংক্ষেপে হুচারি কথা বলিব।

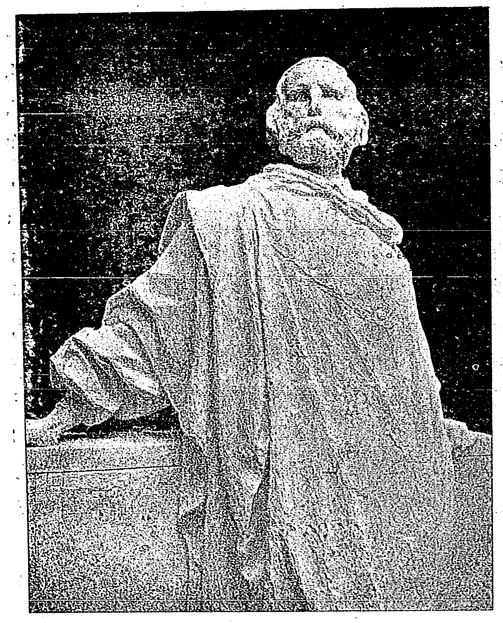

লিওনার্ডো বিস্টলফি-কর্তৃক গঠিত গ্যারিবল্ডির প্রস্তর-মূর্ত্তি

১। তাপস,—

ঊর্দ্ধে প্রদীপ্ত সূর্য্যকর,—মধ্যে হুর্গম অরণ্য, নিম্নে বন্ধুর ভূমি এবং সান্ধ্য অন্ধকার। পাদপপত্রাবকাশ দিয়া নিম্নগতি রশ্মিরেখা গুলি সেই বিজন অরণ্যের তিমির-নিবিড়-বক্ষ ভেদ করিয়াছে। পার্শ্বদেশে অবিতত শৈল,—আধা ছায়া, আধা আলোর সম্মিলনে রহস্যময়। পর্ব্বতগাত্র কোথাও বিদীর্ণ, কোথাও অতি কর্কশ, এবং কোথাও বা অস্পষ্টতাহেতু ভয়াবহ। সর্ব্বত্র চুম্বিতমৃৎ ছিন্ন-পর্ণ, শৈল-স্খলিত কীর্ণ উপল, এবং সাচীকৃত দীর্ঘ তৃণদল। অপূর্ব্ব সমাবেশ, উদ্দাম বন্য-প্রকৃতির একটা আত্মমগ্ন একটা রুদ্রপেলব শ্রী জাগ্রৎ করিয়া তুলিয়াছে।

প্রথম দৃষ্টিতে, ছবির এইটুকু নজরে পড়ে। প্রাণের সহিত ছবির দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া চা দেখিলে আর একটি বিষয় ধরা পড়িবে,—যাহার জন্য চি নাম হইয়াছে, 'তাপস'।

শৈল-পৃষ্ঠে দেহভার অর্পণ করিয়া তাপস উপ তাঁহার তনু নিরাহারজন্য হতলাবণ্য,—শীর্ণ বিশীর্ণ। ত্বক্-প্রচ্ছাদন ভেদ করিয়া তাঁহার গণ্ডের,—কণ্ঠের বক্ষের অস্থি প্রকট। মস্তকে দীর্ঘ-রুক্ষ কেশ-ভার, অ অযত্নবর্দ্ধিত শ্মশ্রু। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত এবং মুখ উন্মুক্ত,—পরম-ধ্যেয়ের ধ্যানরত তাপসের দর্শ নিমীলিত থাকায়, অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাম—মুখবিবর অনা শিল্পীর এ পরিকল্পনা তাঁহার ভূয়ঃপর্য্যবেক্ষণ-প্রসূত। মনোবিজ্ঞান-সম্মত সত্যের যথাযথ প্রতিকৃতি। ভাষায় বলিতে গেলে,—তাপস যেন একান্ত মনে, ব্য বদনে—উদার আকাশ এবং নির্ম্মল বাতাসকে, আ গ্রহণ করিতেছেন।—যেন তিনি সসীমের ভিতর—আ হৃদয়ের ভিতর—অসীমের সত্তা উপলব্ধি করিয়া—আ সাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। মহিমময় বিরাট্ পু বিভূতি দেখিয়া বিস্ময়ে মুখবিবর অনাবৃত—কিন্তু না উন্মীলিত করিতে পারিতেছেন না,—ভয়—পাছে আ দেখিতে পান; এবং সেই চিত্তবৃত্তিনিরোধী তাপ সম্মুখে—নির্ভয়ে ক্রীড়ারত মৃগমিথুন।

বলিয়াছি, প্রথমদৃষ্টিতে চিত্রের এই প্রধান বি ধরা পড়ে না। চিত্রকর এহেন কৌশলে এই যো অঙ্কন করিয়াছেন যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় পাহাড়ের একটি অংশমাত্র। এই লুকাচুরি, স্বেচ্ছাকৃত,—তাঁহার অক্ষমতার পরিচায়ক নহে।

২। সেণ্ট্ জেরোম,—

প্রথম পট-লেখকের মত টিসিয়ান্ও তাঁহার চি প্রকৃতির ভীমকান্ত বন্যলাবণ্য প্রস্ফুট করিবার

য়াছেন। সেই শ্যামল তরুশ্রেণী, এবং ধূম্রধূসর অচল; ই ছায়ালোকমণ্ডিত আত্মসমাহিত নিরালা গাম্ভীর্য্য। কিন্তু, এখানে জলদমৌলী অম্বরের নীলাঞ্জনীল শোভা, হর আশ পাশ দিয়া একটু একটু দেখা যাইতেছে। ন্তু, ইহার প্রকৃতিও বন্য বটে,—কিন্তু এ উদ্দাম আরণ্য-কৃতিতেও একটু শৃঙ্খলা আছে।

রোডিন্-কর্তৃক গঠিত একটি মূর্ত্তি

ল-চূড়ায় 'ক্রশ'বদ্ধ মহাপুরুষের মূর্ত্তি। সাধু জেরোমের ংপ্রতি বদ্ধ। সাধুর দেহ এখানে কৃশ নয়; পরন্তু, মাংসল, এবং পেশীও সতেজ। মূর্ত্তির দেহদর্শনে ন, একটা উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ যেন, শরীরী হইয়া লীলাভঙ্গে, খেলিয়া বেড়াইতেছে।

র সম্মুখে একটা বিরাট্বপু সিংহ নিশ্চেষ্টবৎ শায়িত , এবং তাঁহার পশ্চাতে খণ্ড-শিলার উপরে একটা ল, আপনার বৃহৎ অক্ষি-কোটরে কি এক ভীষণ শূন্যতা লইয়া, যেন চিরস্তব্ধতার অসীমতার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

প্রথম চিত্রকর, আমাদিগকে কি দেখাইতেছেন? বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তপ্রকৃতির সুন্দর সমাহার।

যোগী, সঙ্কীর্ণ সংসার ছাড়েন, প্রকৃতির বিরাট্ পুরুষকে—সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্তকে—অন্তরমধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য। তিনি ধ্যানে বসিয়া মুক্ত-প্রকৃতির গভীরতার ভিতরে ডুবিয়া যান,—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন বল্মীক আসিয়া তাঁহার গায়ে বাসা বাঁধিলেও, তিনি কিছুই টের পান না।

চিত্রকর, এখানে এই বিষয়টি আঁকিয়াছেন। এখন, কলাসম্মত পরিমাপ, মাংস-পেশীর খুঁটিনাটি এবং নির্দ্দোষ স্বাভাবিক গড়ন্ লইয়া তাঁহার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই। তিনি ততটুকু লইয়াছেন,—যতটুকুতে মানুষকে মানুষ বলিয়া চিনিতে ভ্রম না হয়। তিনি ততটুকু লইয়াছেন,—যতটুকুতে স্বভাবকে অবহেলা না করিয়াও, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হয়। তাই তাঁহার আলেখ্যে মাইকেল্ এঞ্জিলোর সুডৌল শ্রী নাই, বোটিসেলির চমৎকার রেখাপাত নাই; কিংবা টিসিয়ানের হৃদয়বৃত্তির বহিঃস্ফুট লীলা নাই। কারণ, তিনি বিশ্ববিধানের একটি সত্যকে চিত্রমধ্যে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। তাপস যেন আর মানব-দেহী নন,—তাঁহার ব্যাদিত বদন দিয়া বহিঃপ্রকৃতি তদীয় হৃদ্গত হইয়াছে,—বনের হরিণও তাঁহাকে দেখিয়া আর ভয় পায় না;—তিনি যেন ঐ গাছপালা পাথরেরই মত একটা কিছু জড়বস্তু; ফলে তাপসের ধ্যান-তন্ময়তা ফুটিয়াছে ভাল।

দ্বিতীয় চিত্রকরের কাছে, বহিঃপ্রকৃতি একটা উপলক্ষমাত্র;—তাহা কেবল সাধুর মানসোত্তেজনার সহিত সহধর্ম্মিতা-জ্ঞাপনার্থ সৃষ্ট। এখানে, প্রথম চিত্রকরের মত আকারহীনতার মাঝে মূর্ত্তি-অঙ্কনের চেষ্টা নাই। এখানে শিল্পীকে ফুটাইতে হইবে—মানুষের মানসিক-চাঞ্চল্য। অতএব, যেরূপ দৈহিক অবস্থান, যথেষ্ট ভাব-প্রকাশের সহায়ক, মাংস-পেশীর যেরূপ সঙ্কোচ ও প্রসারণে অন্তর্নিহিত উত্তেজনার বহির্বিকাশ সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক, সেদিকে শিল্পীর নজর বেশ আছে।—ফলে, যদিও এখানে ধ্যানের মূর্ত্তি ফুটে নাই, কিন্তু মনোবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত ঠিক্ ফুটিয়াছে।

হুইখানি ছবি লইয়া উপরে যে কথাগুলি বলিলাম,

চিত্রকলার যথার্থ শ্রী (Beauty) বুঝিবার পক্ষে কতকটা সহায়তা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সকলরূপ কলার বিচার করিতে হইলেই বিচারের একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকা দরকার। অতএব, বিচারে চিত্রকলার ধীমৎ বিভাবনা (Intelligent Appreciation) করিতে হইলে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে, চিত্রকর্ম্মার অঙ্কন-বস্তু কি ? যেহেতু, বিষয়-বিভেদে অঙ্কন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

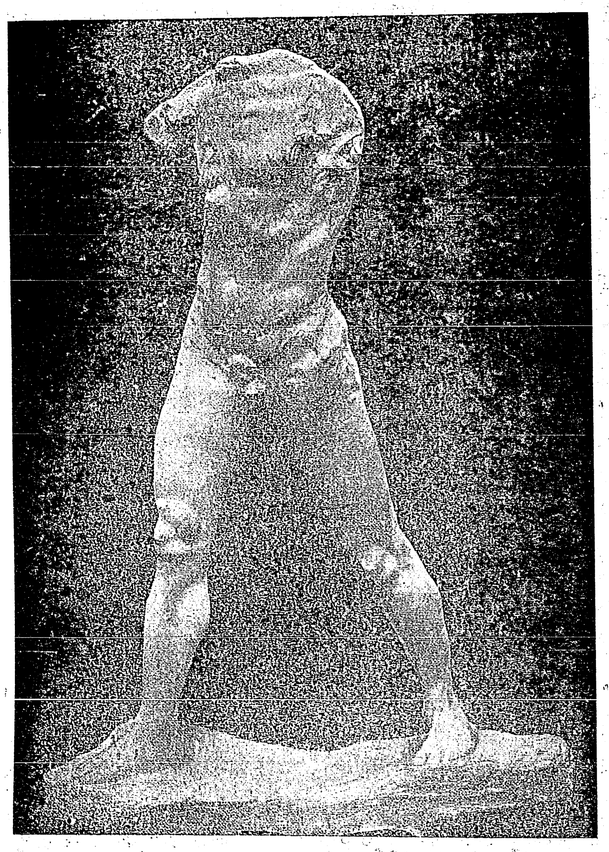

রোডিন্-কর্ত্তৃক গঠিত অসম্পূর্ণ "গতিশীল মানব"

ইতালীয় ভাস্কর, লিওনার্ডো বিস্‌টল্‌ফি, এই রহস্য তাঁহার শিল্পকর্ম্মে বেশ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। একালে ইতালীতে তাঁহার সমান প্রতিভাবান্ ভাস্কর আর দ্বিতীয় নাই। এখানে তৎকর্ত্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতি, আমা... উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া দিবে।

স্বদেশ-প্রেমিক গ্যারিবল্‌ডিকে আমরা সকলেই জা... দেশের জন্য তিনি অস্ত্র ধরিয়াছিলেন,—তিনি বীর, তি... যোদ্ধা, তিনি সাহসী।

অতএব, ইতালী দেশের পথে পথে এই রণ... গ্যারিবল্‌ডির প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সে মূ... অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্ত্তি! বীর গ্যারিবল্‌ডির যে অন্য ম... সম্ভাব্য, ইতালীয়দের নিকটে তাহা অজ্ঞা... ছিল।

বিস্‌টল্‌ফি, সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিলে... তিনি দেখাইলেন, গ্যারিবল্‌ডি যোদ্ধা বটে... কিন্তু তাহাই তাঁর আসল রূপ নয়। ... বর্ম্ম, আর হাতে কৃপাণ দিলেই, তাঁর বীর... মানান-সই হইবে না। অতএব, শিল্পী এ... রণোৎসাহ-প্রদীপ্ত বাহিরের উত্তেজনা ছা... ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দেখি... কি ?—শান্ত, শুদ্ধ, দেশভক্তি। যাহার... বলীয়ান্ হইয়া তিনি অস্ত্র ধরিয়াছি... সেই দেশভক্তি। গ্যারিবল্‌ডির রণোৎস... দেশভক্তি জাগায় নাই,—দেশভক্তিই ... রণোৎসাহ জাগ্রৎ করিয়াছে। ... বিস্‌টল্‌ফি ঠিক্ গোড়ার কথাটা ত... বুঝিলেন। এই গোড়ার কথাটা ধরাই ... পক্ষে বড় শক্তকথা। যাঁরা এটি ... তাঁরাই প্রকৃত প্রতিভাবান্ শিল্পী।

বিস্‌টল্‌ফি মনীষী। আপনার প্র... বলে গ্যারিবল্‌ডির এক কোমল-কঠিন... গম্ভীর মূর্ত্তি-গঠন করিলেন; তাহা... রহস্যের বহির্বিকসিত শতদল। যাহা... তিনি জন-নায়ক, তিনি মহাবীর, তিনি... নমস্য, তাহা সেই পুরুষকারের মূর্ত্ত-উচ্...

এখানে শিল্পী 'বস্তুগতিক' নন,—কারণ, ব... তাঁহার আদর্শের পরিপন্থী। এখানে তিনি Idea... ভাবুক। সাধারণে এ 'ভাবুকতা'র শ্রী সহজে

...বেন না বটে,—কিন্তু রসজ্ঞেরা বুঝিবেন, শিল্পীর কি ...ন মনীষা!

...এ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর রোডিন্‌ও ঠিক এই কথাটি ...ইয়াছেন। বিস্‌টল্‌ফি, গ্যারিবল্‌ডির মূর্ত্তি-গঠনে যে ...র ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন,—রোডিন্‌ও সেই এক ...র ভাবুক। তৎকৃত "রুসো" ও "ভল্‌টেয়ার" প্রভৃতি ...শ্ব ভাস্কর-কর্ম্মে ঐ একই নিয়ম অনুসৃত। 'ফটো'র ...মিলাইয়া দেখিলে, রোডিনের 'রুসো' প্রভৃতির চেহারা ...বে না,—মিলিবে, মনের সঙ্গে। দেখিবেন, হৃদয়ের ...ধ্বনি, মূর্ত্তিগুলির মুখে নীরব রেখায় অনুরণিত ...ছে!

...গত কার্ত্তিকের 'সাহিত্যে' অশ্বিনীবাবু রোডিন্‌কে ...বেশ 'একচোট্' নাড়াচাড়া করিয়াছেন, অথচ যাহার ...রোডিনের এত আদর, সেই গোড়ার কথাটাই বলেন ... রোডিন্‌কে যদি বুঝিতে হয়, তবে ঐ ভাবুকতা ...করিয়াই তাঁহার শিল্পধর্ম্মের গায়ত্রী বুঝিতে হইবে।

...য়্যালা আগার-কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র—"দিবা-স্বপ্ন"

রোডিনের "La Pensee" নামে স্ত্রীমূর্ত্তিতে; শিল্পীর এই দেহাতিরিক্ত ভাবুকতা পরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। মূর্ত্তির হাত নাই, পা নাই। দেহের নিম্নাংশও সম্পূর্ণ নয়। মুখখানি তাহার বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যেন গভীর চিন্তায় সে আত্মমগ্ন—বাহ্য-জগৎ তাহার নিকট লুপ্ত!

একজন দর্শক, মূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন, "ইহা অসম্পূর্ণ।"

রোডিন্, আকাশ হইতে সদ্যঃপতিতের মত, বিস্ময়াভিভূত হইলেন। বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? দেখিতেছেন না, মূর্ত্তির এই অবস্থা আমার স্বেচ্ছাকৃত? এ মূর্ত্তিতে যে চিন্তার স্বরূপ ফুটান হইয়াছে! তাই, ইহার কাজ করিবার জন্য হাতও নাই, আর চলিবার জন্য পাও নাই।"

রোডিনের অবলম্বিত পদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব এই—তাহার মধ্যে কোমল-প্রকৃতি কোথাও প্রখর হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। এমন কি, বহিঃপ্রকৃতি তাঁহার মতে শিল্পীর আদেশপালনরত যন্ত্রমাত্র; শিল্পী কেবল তাহাকে দিয়া দরকারমত কাজটুকু করাইয়া লইবেন।

রোডিন্ স্পষ্ট বলিতেছেন:—

"আলোক-চিত্রের মত বাহিরের রূপমাত্র লইয়া যে শিল্পীর কাজ, এবং যিনি মানব-মুখ-শ্রী যথাযথ নকল করিয়া যান, অথচ মানুষের চরিত্রের কোন ধার্ ধারেন না, এমন নকলকারী কস্মিন্‌কালেও বাহবা পাইবেন না। যে প্রতিরূপ তাঁহার অঙ্কনীয়,—তাহা আত্মার। আত্মার প্রতিবিম্ব তাঁহার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। ভাস্করই বল, আর চিত্র-শিল্পীই বল,—উভয়েরই জন্য বহিরাবরণের গুণ্ঠন-তলে লুক্কায়িত ভাবের অন্বেষণ ও মূর্ত্তিতে ও চিত্রে তাহারই স্ফুরণ প্রধান কার্য্য।"

এতক্ষণে বুঝা গেল, ভাবুক শিল্পী রোডিন্, উপযুক্ত ভাব-প্রকাশের অতিরিক্ত, উৎকট স্বাভাবিকতা কেন সযত্নে বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কন-বস্তু,—প্রকৃতি ঠাকুরাণীর গোপন অন্তঃপুর-মানস-বৃত্তি, এক কথায়—আত্মা; সুতরাং, অন্তঃপুরকে সদর-মহল করিয়া তুলিলে, শুদ্ধান্তের ব্রীড়াবনত শুচি একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিবে।

এখানে অনেকের মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে যে, আমাদের দেশীয় চিত্র-পন্থার (আজকাল যাহার ইংরেজী নাম Indian Art, তাহার) আচার্য্যগণও ত ঠিক্ এই রীতি-অনুসরণ করেন!—আমাদের বোধ হয় তাহা নয়;

দেশীয় চিত্রপদ্ধিগণ ঠিক এই পথানুসারী নন।—আত্মার সারূপ্য—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, উভয় শিল্পেরই অন্বেষ্য বটে; কিন্তু প্রতীচ্যের শিল্পী যে আবশ্যকমত বহিঃপ্রকৃতিকে গ্রহণ করেন—এককালে বর্জ্জন, বা বিকৃত করেন না, কারণ, তাঁহাদের মতে সদরমহলে পদার্পণ না করিয়া অন্দরমহলে যাওয়া যায় না! তাঁহারা কেবল বাহিরের খুঁটিনাটিকে প্রাধান্য দেন না। অন্যদিকে, প্রাচ্যের শিল্পী, বহিঃপ্রকৃতিকে বিকৃত করেন;—সেরূপ করিয়া ভাল করেন—কি মন্দ করেন, সে বিচারের স্থান এ নয়।

বহিঃপ্রকৃতিকে প্রাধান্য না দিয়া, কিরূপে অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রস্ফুট করা যায়, তাহার প্রমাণ, বিখ্যাত স্পেন্-দেশীয় শিল্পী 'য়্যুলো' আগারের চিত্রাবলীতে পাওয়া যায়। * ইঁনি বলেন,—

"যখন আমি অঙ্কন কর্ম্মে সদ্যঃব্রতী হইয়াছিলাম, তখন আমি 'বস্তু-গতিক' ছিলাম; এখন আমি বাস্তব-বাদকে ঘৃণা করি। ললিতকলা অর্থে, 'অবিকল নকল' (Literal transcription) নয়।

"একটি স্বাভাবিক আপেলের কি মূল্য আছে? আলোকচিত্রে, শীঘ্রই যাহা রঙ্গীন হইবে—আলেখ্য অ তাহাতে স্বভাবসঙ্গত বস্তু থাকিবে। হয়ত আলোক-চি আপেল ফল এমন সুন্দর হইবে যে, তাহাতে আমি এ 'কামড়' দিবার সাধ করিলেও করিতে পারি। ললিতকলা-হিসাবে তার কোন দাম থাকিবে না! অবশ্য শিল্পীর এমন শিক্ষা থাকা চাই, যাহাতে ক তাঁহার প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, এবং দৃষ্ট-বস্তুর স্ প্রদর্শনের ক্ষমতা জন্মে। বাহিরের চোখে তিনি যে বৈচিত্র্য দেখেন, চিত্রপটে তাহা নির্দ্দোষরূপে এ করিবার এবং তাহা যথাযথভাবে আঁকিয়া তুলিবার শি তাঁহার থাকা উচিত; কিন্তু তাহার ভিতরে, কা বিশেষত্ব হারাইতে বলি না,—সকলকেই স্ব স্ব পথ খু লইতে হইবে!"

ললিতকলার এই নীতি সর্ব্বত্র অনুকৃত হওয়া বাঞ্ আমাদের গিরিশচন্দ্রও একস্থলে বলিয়াছেন,—"কলা স্বভাব, এক নয়;—কলাবিদ্যা, স্বভাব-ছবি হৃদয়ে করিয়া দেয় মাত্র!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

* "If the artist only reproducs Superficial Features, as Photography does, if he copies the lineaments of a Face exactly, without reference to Character, he deserves no admiration. The resemblance, which he ought to obtain, is that of the Soul; that alone ma it is that which the Sculptor or Painter should beneath the mask of Features."

"পণ্ডিত মশাই"

বোষ্টমের ছোট বোন্ কুসুমের বাল্য-ইতিহাসটা ই বিশ্রী যে, এখন সেসব কথা স্মরণ করিলেও, সে র দুঃখে মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। যখন সে রের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষা করিয়া ছেলে ও টিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, তখন, টিকে সুশ্রী দেখিয়া, বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস রী, তাহার পুত্র বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয়; বিবাহের অনতিকাল পরেই কুসুমের বিধবা মায়ের উঠে, তাহাতে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া র পুনর্ব্বার বিবাহ দেয়। কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও, গর্ব্বিতা ছিল। সেও, রাগ করিয়া কন্যাকে রের লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল র সহিত কন্যার কণ্ঠী-বদল ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কিন্তু রের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন । তবে ইনি কে, কোন্ গ্রামে বাড়ী, তাহা, একা র মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না; কুঞ্জও না। র মা, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। কণ্ঠী-বদল ণ্ঠী সত্য, কিংবা শুধুই রটনা, তাহাও কেহ নিশ্চয় বলিতে পারিত না। এতকাণ্ড কুসুমের সাতবৎসর ই শেষ হইয়া যায়! সেই অবধি কুসুম বিধবা। পএই তাহার বাল্য-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের —তাহার দেহে রূপ ধরে না। তেমনই গুণ, তেমনই ইয়ে, আবার লেখা-পড়াও জানে। খুব বড়লোকের রোধ করি তাহাকে বে-মানান্ দেখাইত না।

দিকে বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে; বয়সও পঁচিশ ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে ক ফিরিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। সে কুঞ্জকে টাকা নগদ, পাঁচজোড়া ধুতিচাদর; এবং কুসুমকে ি সোণা, ও একশ' ভরি রূপার অলঙ্কার, দিতে । দুঃখী কুঞ্জনাথ লোভে পড়িয়াছে। তাহার বড় কুসুম সম্মত হয়; কিন্তু কুসুম সে কথা কাণেও না। কেন তাহা বলিতেছি;—ইহাদের বাপ-মা ই-বোন যে দুখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে, তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণ-পাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতে কুসুম ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, একত্র প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালে লিখিয়াছে, খেলাধূলা করিয়াছে; আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গী-সাথী। তাই, এই সব প্রসঙ্গেও, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বিধবা হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বাল্যসখীদের অনেকেই, তাহার মত হাতের নোয়া ও সিঁথীর সিন্দূর ঘুচাইয়া, আবার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহারা কেহ তাহার মকর গঙ্গাজল, কেহ সই মহাপ্রসাদ। ছি—ছি, দাদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহজন্মে আর এগ্রামে সে দেখাইতে পারিবে!

কুঞ্জ কহিল, "দিদি, রাজী হ'। ধর্‌তে গেলে বৃন্দাবনই তোর্ আসল বর।" কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, "আসল নকল বুঝিনে দাদা; শুধু বুঝি আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেড়াল পেয়েছ, যে, যা ইচ্ছে হবে তাই করবে! এই বিয়ে, এই কণ্ঠী-বদল; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠী-বদল যাও, ওসব কথা আমার সুমুখে তুল'না। বাড়লের উনি আমার কেউ নয়; আমার স্বামী ম'রেছে, আমি বিধবা।"

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা-কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা তেজস্বিনী ভগিনীটির সুমুখে, সে কেমন যেন থত-মত খাইয়া যায়। তথাপি, সে ভাবে আর এক রকম করিয়া। সে বড় দুঃখী; এই দু'খানি কুটীর, এবং তৎসংলগ্ন অতিক্ষুদ্র একখানি আম-কাঁঠালের বাগান, ছাড়া আর তাহার কিছুই নাই। অতএব, নগদ এতগুলি টাকা, এবং এত জোড়া ধুতিচাদর, তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে। তবুও, এই প্রলোভন ছাড়াও, সে তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে সুখী দেখিয়া, নিজেও সুখী হইতে চাহে।

কণ্ঠী-বদল্ তাহাদের সমাজে 'চল্' আছে, তাহাই তাহার মা, ওকাজ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু, সে যখন মরিয়াছে এবং বৃন্দাবন, কুসুমের স্বামী, যখন এত সাধাসাধি করিতেছে, তখন, কেন যে কুসুম এতবড় সুযোগের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেছে

দেশীয় চিত্রপন্থিগণ ঠিক এই পথানুসারী নন।—আত্মার সারূপ্য—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, উভয় শিল্পেরই অন্বেষ্য বটে; কিন্তু প্রতীচ্যের শিল্পী যে আবশ্যকমত বহিঃপ্রকৃতিকে গ্রহণ করেন—এককালে বর্জ্জন, বা বিকৃত করেন না, কারণ, তাঁহাদের মতে সদরমহলে পদার্পণ না করিয়া অন্দরমহলে যাওয়া যায় না! তাঁহারা কেবল বাহিরের খুঁটিনাটিকে প্রাধান্য দেন না। অন্যদিকে, প্রাচ্যের শিল্পী, বহিঃপ্রকৃতিকে বিকৃত করেন;—সেরূপ করিয়া ভাল করেন—কি মন্দ করেন, সে বিচারের স্থান এ নয়।

বহিঃপ্রকৃতিকে প্রাধান্য না দিয়া, কিরূপে অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রস্ফুট করা যায়, তাহার প্রমাণ, বিখ্যাত স্পেন্‌দেশীয় শিল্পী 'য়্যুলো' আগারের চিত্রাবলীতে পাওয়া যায়। * ইঁনি বলেন,—

"যখন আমি অঙ্কন কর্ম্মে সদ্যঃব্রতী হইয়াছিলাম, তখন আমি 'বস্তু-গতিক' ছিলাম; এখন আমি বাস্তববাদকে ঘৃণা করি। ললিতকলা অর্থে, 'অবিকল নকল' (Literal transcription) নয়।

"একটি স্বাভাবিক আপেলের কি মূল্য আছে? আলোকচিত্রে, শীঘ্রই যাহা রঙ্গীন হইবে—আলেখ্য অ[…] তাহাতে স্বভাবসঙ্গত বস্তু থাকিবে। হয়ত আলোক-চি[…] আপেল ফল এমন সুন্দর হইবে যে, তাহাতে আমি এ[…] 'কামড়' দিবার সাধ করিলেও করিতে পারি। […] ললিতকলা-হিসাবে তার কোন দাম থাকিবে না! অবশ্য শিল্পীর এমন শিক্ষা থাকা চাই, যাহাতে ক[…] তাঁহার প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, এবং দৃষ্ট-বস্তুর […] প্রদর্শনের ক্ষমতা জন্মে। বাহিরের চোখে তিনি যে […] বৈচিত্র্য দেখেন, চিত্রপটে তাহা নির্দ্দোষরূপে প্র[…] করিবার এবং তাহা যথাযথভাবে আঁকিয়া তুলিবার শি[…] তাঁহার থাকা উচিত; কিন্তু তাহার ভিতরে, কাহা[…] বিশেষত্ব হারাইতে বলি না,—সকলকেই স্ব স্ব পথ খু[…] লইতে হইবে!"

ললিতকলার এই নীতি সর্ব্বত্র অনুকৃত হওয়া বাঞ্[…] আমাদের গিরিশচন্দ্রও একস্থলে বলিয়াছেন,—"কলাবি[…] স্বভাব, এক নয়;—কলাবিদ্যা, স্বভাব-ছবি হৃদয়ে […] করিয়া দেয় মাত্র!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়[…]

* "If the artist only reproducs Superficial Features, as Photography does, if he copies the lineaments of a Face exactly, without reference to Character, he deserves no admiration. The resemblance, which he ought to obtain, is that of the Soul; that alone ma[…] it is that which the Sculptor or Painter should […] beneath the mask of Features."

"পণ্ডিত মশাই"

[…]বোষ্টমের ছোট বোন্ কুসুমের বাল্য-ইতিহাসটা
[…]ই বিশ্রী যে, এখন সেসব কথা স্মরণ করিলেও, সে
[…]য় দুঃখে মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। যখন সে
[…]রের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষা করিয়া ছেলে ও
[…]টিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, তখন,
[…]টিকে সুশ্রী দেখিয়া, বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস
[…]রী, তাহার পুত্র বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয়;
[…], বিবাহের অনতিকাল পরেই কুসুমের বিধবা মায়ের
[…]উঠে, তাহাতে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া
[…]র পুনর্ব্বার বিবাহ দেয়। কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও,
[…] গর্ব্বিতা ছিল। সেও, রাগ করিয়া কন্যাকে
[…]রে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল
[…]র সহিত কন্যার কণ্ঠী-বদল ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কিন্তু
[…]দের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন
[…]। তবে ইনি কে, কোন্ গ্রামে বাড়ী, তাহা, একা
[…]র মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না; কুঞ্জও না।
[…]মা, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। কণ্ঠী-বদল
[…]টা সত্য, কিংবা শুধুই রটনা, তাহাও কেহ নিশ্চয়
[…] বলিতে পারিত না। এতকাণ্ড কুসুমের সাতবৎসর
[…] শেষ হইয়া যায়! সেই অবধি কুসুম বিধবা।
[…]এই তাহার বাল্য-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের
[…]-তাহার দেহে রূপ ধরে না। তেমনই গুণ, তেমনই
[…]ী, আবার লেখা-পড়াও জানে। খুব বড়লোকের
[…]বোধ করি তাহাকে বে-মানান্ দেখাইত না।
[…]কে বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে;
[…]বয়সও পঁচিশ ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে
[…] ফিরিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। সে কুঞ্জকে
[…]টাকা নগদ, পাঁচজোড়া ধুতিচাদর; এবং কুসুমকে
[…] সোণা, ও একশ' ভরি রূপার অলঙ্কার, দিতে
[…]। দুঃখী কুঞ্জনাথ লোভে পড়িয়াছে। তাহার বড়
[…]সুম সম্মত হয়; কিন্তু কুসুম সে কথা কাণেও
[…]। কেন তাহা বলিতেছি;—ইহাদের বাপ-মা
[…]ভাই-বোন যে দুখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে, তাহা

গ্রামের ব্রাহ্মণ-পাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতে কুসুম ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, একত্র প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালে লিখিয়াছে, খেলাধূলা করিয়াছে; আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গী-সাথী। তাই, এই সব প্রসঙ্গেও, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বিধবা হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বাল্যসখীদের অনেকেই, তাহার মত হাতের নোয়া ও সিঁথীর সিন্দূর ঘুচাইয়া, আবার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহারা কেহ তাহার মকর গঙ্গাজল, কেহ সই মহাপ্রসাদ। ছি—ছি, দাদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহজন্মে আর এগ্রামে সে দেখাইতে পারিবে!

কুঞ্জ কহিল, "দিদি, রাজী হ'। ধর্‌তে গেলে বৃন্দাবনই তোর্ আসল বর।" কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, "আসল নকল বুঝিনে দাদা; শুধু বুঝি আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেড়াল পেয়েছ, যে, যা ইচ্ছে হবে তাই করবে! এই বিয়ে, এই কণ্ঠী-বদল; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠী-বদল যাও, ওসব কথা আমার সুমুখে তুল'না। বাড়লের উনি আমার কেউ নয়; আমার স্বামী ম'রেছে, আমি বিধবা।"

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা-কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা তেজস্বিনী ভগিনীটির সুমুখে, সে কেমন যেন থতমত খাইয়া যায়। তথাপি, সে ভাবে আর এক রকম করিয়া। সে বড় দুঃখী; এই দু'খানি কুটীর, এবং তৎসংলগ্ন অতিক্ষুদ্র একখানি আম-কাঁঠালের বাগান, ছাড়া আর তাহার কিছুই নাই। অতএব, নগদ এতগুলি টাকা, এবং এত জোড়া ধুতিচাদর, তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে। তবুও, এই প্রলোভন ছাড়াও, সে তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে সুখী দেখিয়া, নিজেও সুখী হইতে চাহে।

কণ্ঠী-বদল্ তাহাদের সমাজে 'চল্' আছে, তাহাই তাহার মা, ওকাজ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু, সে যখন মরিয়াছে এবং বৃন্দাবন, কুসুমের স্বামী, যখন এত সাধাসাধি করিতেছে, তখন, কেন যে কুসুম এতবড় সুযোগের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেছে

না, তাহা সে কোন মতেই ভাবিয়া পায় না! শুধু, সমাজের ফৌজদার ও ছড়িদারের মত লইয়া, কিছু মালসা-ভোগ দেওয়া। ব্যয়ভার সমস্তই বৃন্দাবন বহিবে; তারপর, এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া, একেবারে রাজরাণী হইয়া বসিবে। কুসুম কি বোকা! আহা, সে যদি কুসুম হইতে পারিত!—এমনই করিয়া কুঞ্জ প্রতিদিনই চিন্তা করে।

কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে। একটি বড় ধামায় ঘুন্‌সি, মালা, চিরুণি, কৌটা, সিঁদুর, তেলের মস্‌লা, শিশুদের জন্য ছোটবড় পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য, এবং কুসুমের হাতের নানাবিধ সূচের কারুকার্য্য, ইত্যাদি মাথায় লইয়া পাঁচসাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরিকরিয়া বেড়ায়। সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, দিনান্তেসেই পয়সাগুলি বোন্‌টির হাতে আনিয়া দেয়। ইহাদ্বারা কেমন করিয়া কুসুম, মূলধন বজায় রাখিয়া যে সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না,—পারিবার চেষ্টাও করে না।

আজ সকালে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়লে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পথে বৃন্দাবনের সহিত দেখা; সে মাঠে কাজে যাইতেছিল, আর গেল না। স্বজাতি এবং কুটুম্বকে মহাসমাদরে বাড়ীতে ধরিয়া আনিল; হাত-পা ধুইতে জল দিল, এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া খাতির করিল। দ্বিপ্রহরে, তাহার মা, নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা, কুঞ্জকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন, এবং এত রৌদ্রে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া, হাত পা ধুইয়া, মুড়ি মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে, সেইসব কাহিনী ভগিনীর কাছে বিবৃত করিয়া, শেষ কহিল,—"হাঁ, একটা গেরস্ত বটে। বাগান পুকুর, চাষ-বাস, কোন জিনিসটির অভাব নেই;—মা লক্ষ্মী যেন উথ্‌লে পড়চেন!" কুসুম চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কথা কহিল না। কুঞ্জ ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিয়া, বৃন্দাবনের মা কি কি রাঁধিয়াছিলেন, এবং কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিল,—"খাইয়ে দাইয়েই কি ছেড়ে দিতে চায়! বলে, এত রোদ্দুরে বেরুলে মাথাধরে' অসুখ কর্‌বে।" কুসুম দাদার মুখের দিকে চাহিয়া, একটুখানি হাসিয়া, কহিল, "তাহ'লে, দাদা বুঝি সারাদিন এই কর্ম্মই করেচ? খেয়েচ আর ঘুমিয়েচ?" তাহার দাদাও সহাস্যে জবাব দিল, "কি করি বল বোন্! ছেড়ে না দিলেও ত আর জোর ক'রে আস্‌তে পারি..."

কুসুম কহিল, "তাহ'লে ও গাঁয়ে আর কোন দিন যেও..."

কুঞ্জ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা ... "যাবনা?—কেন?"

"পথে দেখা হ'লেই ত ধরে' নিয়ে যাবে? তারা বড়... তাদের ক্ষতি নেই; কিন্তু, আমাদের তাহ'লে ত চ... দাদা!" ভগিনীর কথায় কুঞ্জ ক্ষুণ্ণ হইল। কুসুম, ... বুঝিতে পারিয়া, হাসিয়া বলিল, "সেকথা বলিনি দা... কথা বলিনি; দু'একদিনে আর কি লোক্‌সান্ হ'বে... নয়; তবে তারা বড়মানুষ, আমরা দুঃখী; কাজ কি... তাদের সঙ্গে বেশী মেশামিশি ক'রে?"

কুঞ্জ জবাব দিল—"আমি তাদের ঘরে ত যেচে ... কুসুম!"

"তা যাওনি বটে; তবু ডেকে নিয়ে গেলেই বা... দরকার কি দাদা?"

"তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ... তারাওত সব বড়লোক, তবে যাস্ কেন?" কুসুম... মনের ভাব বুঝিয়া, হাসিতে লাগিল। বলিল, "তাদে... ছেলেবেলা থেকেই খেলা করি; তাছাড়া, তারা আ... জাতও নয়, সমাজও নয়। এখানে আমাদের লজ্জা... কিন্তু ওদের কথা আলাদা।"

কুঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, "সেখানেও ... নেই। মা লক্ষ্মী তাঁদের দয়া করেচেন, দু'পয়সা... সত্য; কিন্তু এতটুকু দেমাক্ অহঙ্কার নেই—সবা... মাটীর মানুষ। বৃন্দাবনের মা, আমার হাতদুটি... যেমন করে"—

কথাটা শেষ হইল না। মাঝখানেই কুসুম বি... ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"আবার সেই সব পুরো... উঠ্‌ল! মায়ের নামে ওরা যে অতবড় কলঙ্ক তু... দাদা বুঝি ভুলে বসে' আছ!" কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া... "তারা একটা কথাও তোলেনি। বদ্‌লোকে হিং... বদ্‌নাম দিয়েছিল।" কুসুম কহিল, "তাই ওরা ... তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করেছিল;—কেমন...?" ... একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তা' বটে, তবে কিনা... বৃন্দাবন বেচারীর একটুকুও দোষ ছিল না—বরং তা... দোষ ছিল।" কুসুম একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া ...ভাবে বলিল, "যার দোষই থাক্ দাদা—যা হয় না ...বার নয়,—দরকার কি একশবার সেই সব কথা তুলে? ...মি পারিনে আর তর্ক কর্‌তে।" কুঞ্জ প্রথমটা জবাব ...তে পারিল না, পরে একটু রুষ্টস্বরেই বলিল, "তুইত তক্ক ...তে পারিস্‌নে; কিন্তু আমাকে যে, সবদিক দেখ্‌তে হয়! ...ায় আমি ম'লে, তোর দশা কি হবে, তা' একবার ...বিস্?" কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল, কথা কহিল না। ...ঞ্জ গম্ভীরমুখে কহিতে লাগিল, "আমি আমাদের মুরুব্বিদের ...ইকে জিজ্ঞেস্ করেচি, তোর শাওড়ী সেদিন, নলডাঙার ...া বাবাজীর মত পর্য্যন্ত জেনে এসেছে। সবাই খুসী ...র মত দিয়েচে, তা' জানিস্?" কুসুমের মুখের ভাব ...া কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সংক্ষেপে "জানি বৈ ...!" বলিয়াই চুপ করিয়া গেল। তাহার কথা লইয়া, ...হার মায়ের কথা লইয়া, তাহার কণ্ঠী-বদলের কথা লইয়া, ...দের সমাজে আলাচনা চলিতেছে, গণ্যমান্যদিগের মত ...না-জানি চলিতেছে,—এ সম্বন্ধে তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ...রিয়া তুলিল; কিন্তু এভাব চাপা দিয়া, সহসা জিজ্ঞাসা ...িল, এ বেলা কি খাবে দাদা?" কুঞ্জ বোনের মনের ...া বুঝিল; সেও মুখ ভারী করিয়া বলিল—"কিচ্ছুনা। ...র ক্ষিদে নেই।" কুসুম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল; কিন্তু ...াও সম্বরণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কুঞ্জ এক ...া তামাক সাজিয়া লইয়া, সেইখানে বসিয়া তামাকটা ...েষ করিয়া, হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া, ডাক ..., "কুসুম!" কুসুম তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া সিলাই ...তে বসিয়াছিল; সাড়া দিল—"কেন?"

"বলি, রাত্তির হ'চ্চেনা? রাঁধ্‌বি কখন্?" কুসুম ... হইতে জবাব দিল, "আজ আর রাঁধ্‌ব না।" ...?—তাই জিজ্ঞেস্ কচ্চি।" কুসুম চেঁচাইয়া বলিল, ...দি একশবার বক্‌তে পারিনে।" বোনের কথা শুনিয়া ... দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া, ঘরের মধ্যে আসিয়া ...ইল। চেঁচাইয়া বলিল—"জ্বালাতন্ করিস্‌নে কুসী! ...ধারা কর্‌লে যেখানে দুচোখ্ যায় চলে' যাব,—তা' বলে ...া।"

"...াও—এক্ষনি যাও। বাড়ীর মধ্যে আমি, হাড়ি-ডোমের ...মন করে' হাঁকা-হাঁকি কর্‌তে দেবনা। ইচ্ছা হয়, ...ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত পার চেঁচাওগে।" কুঞ্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"পোড়ারমুখী, তুই, ছোট বোন্ হয়ে, বড় ভাইকে তাড়িয়ে দিস্!" কুসুম বলিল—"দিই। বড় বলে' তুমি যা'ইচ্ছে তাই কর্‌বে না কি?" বোনের মুখের পানে চাহিয়া, কুঞ্জ মনে মনে একটু ভয় পাইল। গলা নরম করিয়া বলিল—"কিসে যা'ইচ্ছে তাই কল্লুম—শুনি?" "কেন তবে আমাকে না বলে' ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে?" "কেন, তাতে দোষ হয়েছে কি?" কুসুম তীব্রভাবে বলিল, "দোষ হয়েচে?—ঢের দোষ হয়েছে। আমি মানা করে' দিচ্ছি, আর তুমি ওখানে যাবে না।" কুঞ্জ বড় ভাই, কলহের সময় নতি স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিল, "তুই কি বড় বোন্? যে, আমাকে হুকুম কর্‌বি? আমার ইচ্ছে হলেই সেখানে যাব।" কুসুম তেমনই জোর দিয়া বলিল—"না, যাবে না। আমি শুন্‌তে পেলে, ভাল হবে না বলে দিচ্চি দাদা।" এবার কুঞ্জ যথার্থ ভয় পাইল। তথাপি মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিল, "যদি যাই;—কি কর্‌বি তুই?" কুসুম সিলাই ফেলিয়া দিয়া তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"আমাকে রাগিয়োনা বল্‌চি দাদা—যাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বল্‌ছি।"

কুঞ্জ শশব্যস্ত ঘর হইতে বাহিরে গিয়া কপাটের আড়ালে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোর ভয়ে সরে' যাব? যদি যাই কি কর্‌তে পারিস্ তুই?" কুসুম জবাব দিল না; প্রদীপের আলোটা আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, সিলাই করিতে বসিল। আড়ালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জর সাহস বাড়িল, কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বলিল—"লোকে কথায় বলে 'স্বভাব যায় মলে'।—নিজে রাক্ষসীর মত চেঁচাবি, তাতে দোষ নেই; কিন্তু আমি একটু জোরে কথা কইলেই—"বলিয়া কুঞ্জ থামিল; কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে প্রতিবাদ আসিল না দেখিয়া, সে মনে মনে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। উঠিয়া গিয়া, হুঁকাটা তুলিয়া আনিয়া নিরর্থক গোটা দুই টান দিয়া, গলার সুর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল—"আমি যখন বড়, আমি যখন কর্ত্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে।" বলিয়া পোড়া তামাকটা ঢালিয়া ফেলিয়া, নূতন সাজিতে সাজিতে, এবার রীতিমত জোরগলায় হাঁকিয়া কহিল—

"চাইনে আমি কারো কথা! একশবার 'না—না' শুন্‌তে আমি চইনে! আমি যখন কর্ত্তা—আমার যখন বাড়ী—তখন, আমি যা বল্‌ব তাই—"বলিয়া সে সহসা পিছনে

পদশব্দ শুনিয়াই ঘাড় বাঁকাইয়াই স্তব্ধ হইয়া থামিল। কুসুম নিঃশব্দে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল; বলিল, "বসে' বসে' কোঁদল্ কর্‌বে, না, যাবে এখান থেকে?"

ছোট বোনের তীব্রদৃষ্টির সুমুখে বড়ভায়ের কর্ত্তা সাজিবার সখ উড়িয়া গেল!—তাহার গলাদিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। কুসুম তেমনই ভাবে বলিল, "দাদা, যাবে কিনা?" এখন সে কুঞ্জনাথও নাই, সে গলাও নাই; চিঁ চিঁ করিয়া বলিল—"বল্লুম ত, তামাক্‌টা সেজে নিয়েই যাচ্চি।"

কুসুম হাত বাড়াইয়া, "দাও আমাকে" বলিয়া কলিকাটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল। মিনিট খানেক পরে, ফিরিয়া আসিয়া, সেটা হুঁকার মাথায় রাখিয়া দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "স্যাক্‌রাদের দোকানে যাচ্চ ত?" কুঞ্জ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।" কুসুম সহজভাবে বলিল, "তাই যাও। কিন্তু, বেশি রাত ক'র না, আমার রান্না শেষ হতে দেরী হবে না।"

কুঞ্জ হুঁকাটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(২)

সে দিন কুঞ্জ ভগিনীর কাছে বৃন্দাবনদের সাংসারিক পরিচয় দিবার সময় অত্যুক্তি মাত্র করে নাই। সত্যই তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী উথ্‌লাইয়া পড়িতেছিল; অথচ, সে জন্য কাহারও অহঙ্কার অভিমান কিছুই ছিল না।

এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। বৃন্দাবন ছেলেবেলা নিজের চেষ্টায় বাঙ্‌লা লেখাপড়া শেখে, এবং তখন হইতেই একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহার পিতা গৌরদাস পাকা লোক ছিলেন; বৃন্দাবন এক-মাত্র সন্তান হইলেও, এই সব অনাসৃষ্ট কার্য্যে পুত্রকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সে নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা-বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করে।

পাড়ায় একজন অবসর-প্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাকে সে নিজের ইংরেজী-শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে। তিনি রাত্রে পড়াইয়া যাইতেন; তাই, কথাটা গোপনেই ছিল। গ্রামের কেহই জানিতে পারে নাই,—'বেন্দা বোষ্টম' ইংরাজি শিখিয়া ছিল। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে, স্ত্রীবিয়োগের পর, সে এই লেখা-পড়া লইয়াই থাকিত। প্রায় সমস্ত রাত্রি পড়িত সকালে গৃহকর্ম্ম, বিষয় আশয় দেখিত; এবং দুপুর বেল স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালে কৃষক-পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত বিধবা জননী তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্য পীড়াপীড় করিলে সে, তাহার শিশু পুত্রটিকে দেখাইয়া বলিত, "যে জ বিয়ে করা তা আমাদের আছে; আর আবশ্যক নেই মা মা কান্নাকাটি করিতেন, কিন্তু সে শুনিত না।—এমনি করিয়া বছর দুই কাটিল।

তারপর, হঠাৎ একদিন সে কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ী সুমুখেই কুসুমকে দেখিল। কুসুম, নদী হইতে স্ন করিয়া কলস-বক্ষে, ঘরে ফিরিতেছিল; সেই তখন স মাত্র যৌবনে পা দিয়াছে। বৃন্দাবন মুগ্ধনেত্রে চাহি রহিল; কুসুম গৃহে প্রবেশ করিলে, সে ধীরে ধীরে চলি গেল। এ গ্রামের সব বাড়ীই সে চিনিত; সুতরাং কিশোরী যে কে, তাহাও সে চিনিল।

এক-সন্তান হইলে মাতা-পুত্রে যে সম্বন্ধ হয়, বৃন্দাবন জননীর মধ্যে সেই সম্বন্ধ ছিল। সে ঘরে ফিরিয়া, মা কাছে কুসুমের কথা অবাধে প্রকাশ করিল। মা বলিলে "সে কি হয় বাবা?—তাদের যে দোষ আছে!"

বৃন্দাবন জবাব দিল, "তা' হউক মা, তবু সে তো বৌ। যখন বিয়ে দিয়ে ছিলে, তখন "সে কথা ভা কেন?" মা বলিলেন, "সে সব কথা তোমার জান্‌তেন। তিনি যা' ভাল বুঝেছিলেন—ক'রে গেছে বৃন্দাবন অভিমান-ভরে কহিল—"তবে, তাই ভাল মা। যেমন আছি তেমনই থাকি; আমার বিয়ের জন্যে আর পীড়াপীড়ি ক'র না।" বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গে তখন হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ই মধ্যে বৃন্দাবনের জননী, কুসুমকে ঘরে আনিবার জন্য, অ শ্রাম চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ফল হয় নাই,—কুসু কোন মতেই সম্মত করান যায় নাই। কুসুমের এত আপত্তির দুটো বড় কারণ ছিল। প্রথম কারণ,—সে ত নিরীহ, অসমর্থ ও অল্প-বুদ্ধি ভাইটিকে একা ফেলিয়া কোথাও গিয়াই স্বস্তি পাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর কোনরূপ সামাজিক ক্রিয়া করিয়া সে যদি সহজে গিয়া স্বামীর ঘর করিতে পা হয়ত, এমন করিয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন দাদার অন্ন

পীড়াপীড়ির বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত না; কিন্তু, ঐ যে বার কি সব করিতে হইবে, রকমারি বোষ্টমের দল দিয়া দাঁড়াইবে, তাহার মায়ের মিথ্যা কলঙ্কের কথা, হার নিজের বাল্য-জীবনের বিস্মৃত-ঘটনা, আরও কত কি ারের উল্লেখ হইবে, চেঁচা-চেঁচি উঠিবে, পাড়ার লোক তূহলী হইয়া দেখিতে আসিবে, তাহার সঙ্গিনীদের কৌতুক-দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক দিয়া নিঃসংশয়ে উঁকিঝুঁকি রিবে, শেষে ঘরে ফিরিয়া গিয়া সোজা-ভাষায় হাসিতে তে বলিবে—'হাড়ি-ডোমের মত কুসুমেরও নিকা হইয়া ন'—ছি ছি, এ সব মনে করিলেও সে লজ্জায় কণ্টকিত য়া উঠে। যে সব ভদ্র কন্যাদের সহিত সেও লেখাপড়া য়াছে, একসঙ্গে একভাবেই এত বড় হইয়াছে, দরিদ্র ও আচার-ব্যবহারে তাহাদের অপেক্ষা সে যে ছোটো একথা সে মনে ঠাঁই দিতেও পারে না।

কান সন্ধ্যায় দাদার সহিত কুসুমের কলহ হইয়াছিল, করিয়া কাঠের সিন্দুকের চাবিটা সে দাদার পায়ের ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সরোষে বলিয়াছিল, 'আর সে ারের কিছুতেই থাকিবে না।' আজ প্রভাতে, নদী স্নান করিয়া ফিরিয়া, দেখিল,—দাদা ঘরে নাই, গিয়াছে। তাহার ধামাটিও নাই! কুসুম মনে একটু হাসিয়া বলিল, "কাল বকুনি খেয়েই দাদা আজ উঠে পালিয়েচে।" কল্যকার ত্রুটি সারিয়া লইবার যে পলাইয়াছে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু, কুসুম যাহা ন করিল, তাহা নহে—সে ত্রুটি আর একটা।—পরেই তাহা প্রকাশ পাইল।

সুমকে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে । ঘর-দুয়ার গোময় দিয়া নিকাইয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি পরিচ্ছন্ন করিয়া, নদী হইতে স্নান করিয়া, জল , তবে দাদার জন্য রাঁধিয়া দিতে হইত। কুঞ্জ, ভাত ফেরি-করিতে বাহির হইয়া গেলে সে পূজা-আহ্নিকে । যেদিন কুঞ্জ না খাইয়া যাইত, সেদিন দ্বিপ্রহরের ফিরিয়া আসিত। তাহার এখনও অনেক দেরি রিয়া কুসুম ফুল তুলিতে লাগিল। উঠানের এক-একটা ফুলের গাছ,—গোটা কএক মল্লিকা ও ড়ি ছিল, ইহারাই তাহার নিত্যপূজার ফুল জোগান তুলিয়া, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া, সবে মাত্র পূজায় বসিয়াছে, এমন সময়ে সদরে কএকখানা গো-যান আসিয়া থামিল, এবং পরক্ষণেই একটি প্রৌঢ়া নারী কপাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম ইঁহাকে আর কখনও দেখে নাই; কিন্তু নাকে তিলক, গলায় মালা দেখিয়া বুঝিল, ইনি যেই হোন্, স্বজাতি। প্রৌঢ়া কাছে আসিয়া, হাসিমুখে বলিলেন, "তুমি আমাকে চেননা মা; তোমার দাদা চেনে।—কুঞ্জনাথ কৈ?" কুসুম জবাব দিল, "তিনি আজ ভোরেই বাইরে গেছেন। ফির্‌তে বোধ করি দেরি হবে।" আগন্তুক বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, "দেরী হবে কি গো? কাল, সে তার ভগিনীপতিকে, আরও চার পাঁচটি ছেলেকে—তারাও আমাদের আপনার লোক—সম্পর্কে ভাগ্নে হয়—সবাইকে খেতে বলে' এল—আমিও তাই, আজ সকালে বল্‌লুম,—'বৃন্দাবন, গরুর গাড়ীটা ঠিক করে আন্‌তে বলেদে বাছা; যাই, আমিও বৌমাকে একবার দেখে আশীর্ব্বাদ করে' আসি'।"

কথা শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল; কিন্তু, পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরও খানিকটা টানিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল, এবং ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কুসুম বুঝিল, ইনি শাশুড়ী। তিনি আসনে বসিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "কাল খাওয়া দাওয়ার পরে বৃন্দাবন তামাসা করে বল্‌লে—আমি এমনই হতভাগা, যে কুঞ্জদা, বড় ভায়ের মত হয়েও, কোন দিন ডেকে একঘটি জলপর্য্যন্ত খেতে বল্‌লেন্ না। ক'দিন থেকে আমার ননদের ছেলেরাও সব এখানে আছে; —কুঞ্জনাথ হাস্‌তে হাস্‌তে তাই, সকলকেই নেমন্তন্ন করে' এল—তারা সবাই এল' বলে'।" কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল। বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মত ছিলেন না—তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল; কুসুমের ভাব দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল, কি যেন একটা গোলমাল ঘটিয়াছে। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁ বৌ মা, কুঞ্জনাথ কি তোমাকে কিছু বলে' যায় নি?" কুসুম, ঘোমটার ভিতরে ঘাড় নাড়িয়া, জানাইল, 'না'। কিন্তু, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন সে বলিয়াই গিয়াছে। তাই, সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তবু ভালো।" তার

পরে কুঞ্জনাথকে উদ্দেশ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "ভয় হয়েছিল,—আমার পাগ্‌লা ছেলেটা বুঝি সব ভুলে বসে' আছে! তবে, বোধকরি, সে কিছু কিন্‌তে টিন্‌তে গেছে,—এক্ষনি এসে পড়্‌বে। ঐ যে—ওরাও সব হাজির।"

বৃন্দাবন; 'কুঞ্জদা' বলিয়া একটা হাঁক দিয়া, উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে তাহার আরও তিনটি ছেলে;—ইহারাই তাহার মামা'ত ভাই। তাহার মা বলিলেন, "কুঞ্জনাথ এইমাত্র কোথায় গেল। বৌমা, ঘরের ভেতর একটা সতরঞ্চি টতরঞ্চি পেতে দাও বাছা,—ওরা বসুক্।" কুসুম ব্যস্ত হইয়া, তাহার দাদার ঘরের মেঝেতে একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া, কলিকাটা হাতে লইয়া তামাক সাজিয়া আনিতে, রান্নাঘরে চলিয়া গেল। বৃন্দাবন দেখিতে পাইয়া সহাস্যে কহিল, "ও থাক্।—তামাক আমরা কেউ খাইনে।" কুসুম, কলিকাটা ফেলিয়া দিয়া, এইবার রান্না ঘরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ অগ্রজ, অকস্মাৎ এ কি বিপদের মাঝখানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল! ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যম্ভাবী অপমানের আশঙ্কায়, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কাল হইতেই তাহার ভাঁড়ারে সমস্ত জিনিস 'বাড়ন্ত' হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে, স্নানে যাইবার পূর্ব্বেও সে ভাবিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়াই দাদাকে হাটে পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া, আর দাদার সন্ধান পায় নাই। দোষ-অপরাধ করার পরে, ছোট বোন্‌কে কুঞ্জ যথার্থই এত ভয় করিত, যে, সচরাচর মানুষ দুষ্ট মনিবকেও এত করে না। যে বড়লোকেদের ঘরে শুধু খাইয়াআসিবার অপরাধে কুসুম অত রাগ করিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায়,—সেই বড়লোকদিগকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার গুরুতর অপরাধ মুখফুটিয়া বলিবার দুঃসাহস, কুঞ্জ, কোনমতেই নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারে নাই।—পারে নাই বলিয়াই সে সকালে উঠিয়াই পলাইয়াছে, এবং কিছুতেই যে রাত্রির পূর্ব্বে ফিরিবে না, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াই, কুসুম আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সবচেয়ে বিপদ এই হইয়াছিল, যে-সিন্দুকটির ভিতরে তাহাদের সঞ্চিত গুটিকএক টাকা ছিল, তাহার চাবিটাও কাছে নাই; অথচ, হাতেও একটি পয়সা নাই! এমন নিরুপায়ভাবে মিনিট পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বৃন্দাবনের উপরে; বাস্তবিক, সমস্ত দোষ [illegible] তাহারই। কেন সে তাহার নির্ব্বোধ নিরীহ ভাইটিকে [illegible] হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, কেনই বা এইসব পরিহা[illegible] করিল!—'উনি কে? যে, দাদা ওঁকে ঘরে ডাকিয়া আনি[illegible] খাওয়াইবে?'

এই তিন বৎসর, কত ছলে, কত উপলক্ষে, বৃন্দা[illegible] এদিকে যাতায়াত করিয়াছে; কত উপায়ে তাহাদের [illegible] পাইবার চেষ্টা করিয়াছে; কতদিন সকাল সন্ধ্যায়, বি[illegible] প্রয়োজনে, বাটির সুমুখের পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে [illegible] তাহাদের দুঃস্থ অবস্থার কথা সে সমস্ত জানে;—জা[illegible] বলিয়াই, তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার এই কৌশল স[illegible] করিয়াছে!

কুসুম, কাঠের মূর্ত্তির মত, সেইখানে দাঁড়াইয়া চো[illegible] মুছিতে লাগিল। সে বড় অভিমানিনী; এখন, একা [illegible] কি উপায় করিবে!

বৃন্দাবনের মা ঘরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া ছেলে[illegible] সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন; কিন্তু তাঁর ছেলের চো[illegible] ঘরের বাহিরে, ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে [illegible] রান্নাঘরের ভিতরে, কুসুমের উপর পড়িল। চোখোচো[illegible] হইল, মনে হইল, সে সঙ্কেতে তাহাকে যেন আহ্বান করি[illegible] পলকের এক-অংশের জন্য তাহার সমস্ত হৃৎপিণ্ড, উন্[illegible] মত লাফাইয়া উঠিয়াই, স্থির হইল। সে বুঝিল, [illegible] চোখের ভুল;—ইহা অসম্ভব! দৈবাৎ কখন দেখা [illegible] গেলে, যে মানুষ মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করি[illegible] যাহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কথা সে অনেকবার কুঞ্জনা[illegible] কাছে শুনিয়াছে, সে যাচিয়া তাহাকে আহ্বান করিবে [illegible] হইতেই পারে না! বৃন্দাবন অন্যদিকে চোখ ফি[illegible] লইল; কিন্তু থাকিতেও পারিল না। যেখানে চোখোচো[illegible] হইয়াছিল, আবার সেইখানে চাহিল। ঠিক তাই!—[illegible] তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, হাত নাড়িয়া ডাকিল। অ[illegible] বৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়া, রান্নাঘরের কপাটের কাছে দাঁড়া[illegible] মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্‌ছিলে আমাকে?" [illegible] তেমনই মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হুঁ"। বৃন্দাবন আরও একটু [illegible] আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" কুসুম এক মুহূর্ত্ত [illegible] থাকিয়া, ভারী চাপা গলায় বলিল, "জিজ্ঞাসা কচ্চি তো[illegible] আমাদের মত দীন দুঃখীকে জব্দ করে' তোমার মত[illegible]

[illegible]র কি বাহাদুরি বাড়্‌বে?" হঠাৎ একি অভিযোগ! [illegible]ন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কুসুম অধিকতর [illegible] ভাবে বলিল, "জাননা, আমাদের কি করে দিন চলে? [illegible]তবে তুমি দাদাকে অমন তামাসা কর্‌তে গেলে? এত লোক নিয়ে খেতে এলে?" বৃন্দাবন প্রথমে [illegible] পাইল না এ নালিশের কি জবাব দিবে। কিন্তু, [illegible] সে ধীর প্রকৃতির লোক। কিছুতেই বেশী বিচলিত [illegible]। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সহজ শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কুঞ্জদা' কোথায়?" [illegible] বলিল—"জানিনে। আমাকে কোন কথা না বলেই [illegible]কালে উঠে চলে গেছেন।" বৃন্দাবন আর একমুহূর্ত্ত [illegible] থাকিয়া বলিল, "গেলই বা। সে নেই, আমি আছি। [illegible] খেতে দেবার কিছু নেই নাকি?" "কিচ্ছু না। সব [illegible]ছে, আমার হাতে টাকাও নেই।" বৃন্দাবন কহিল, [illegible], তোমাদের মত আমাকেও সবাই জানে। আমি [illegible] হাতে সমস্ত জিনিস কিনে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমাকে গামছা দাও,—আমি, একেবারে স্নান করে' ফিরে [illegible]। মা জিজ্ঞেস করিলে বল' আমি নাইতে গেছি। [illegible] থেকনা—যাও।" কুসুম ঘরে গিয়া তাহার [illegible] আনিয়া হাতে দিল। সেটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া, [illegible] হাসিয়া বলিল, "কুঞ্জদার তুমি বোন্ হও, তাই সে [illegible] পারচে, আর কিছু হলে বোধ করি এমন করে' [illegible]তে পার্‌ত না।"

[illegible] চুপি চুপি জবাব দিল—"সবাই পারেনা বটে, [illegible] কেউ কেউ তাও বেশ পারে।" বলিয়াই সে [illegible]র মুখের প্রতি আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, কথাটা বাস্তবিক কিরূপ আঘাত করিল। বৃন্দাবন যাইবার [illegible] দাঁড়াইয়াছিল, থামিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, [illegible] এ ভুল হয়ত, একদিন ভাঙতেও পারে। ছেলে- [illegible] তোমার মায়ের অন্যায়ের জন্য যেমন তুমি দায়ী নও, [illegible] বাবার ভুলের জন্যেও তেমনই আমার দোষ নেই। [illegible] সব ঝগড়ার এখন সময় নয়, যাও—রাঁধ্‌বার [illegible] করগে।"

[illegible]বার কি যোগাড় করব শুনি? আমার মাথাটা রেঁধে দিলে যদি তোমার পেট ভরে, না হয়, বল, তাই [illegible] বৃন্দাবন দু'একপা গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া এ কথার জবাব না দিয়া কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে যা ইচ্ছে তাই বল্‌তে পার, আমাকে তা' সইতেই হবে; কিন্তু, রাগের মাথায় তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে যেন কটু কথা শুনিয়ে দিওনা। তিনি অল্পেই বড় আঘাত পান।" কুসুম ক্রুদ্ধ চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আমি জন্তু নই, আমার সে বুদ্ধি আছে।" বৃন্দাবন কহিল, "সেও জানি, আবার বুদ্ধির চেয়ে রাগ তোমার ঢের বেশী তাও জানি। আর একটা কথা কুসুম! মা স্নান করেই চলে এসেছেন, এখনও পূজা আহ্নিক করেন নি। তাঁকে জিজ্ঞেসা করে, আগে সেই জোগাড়টা করে দাওগে। আমি চল্‌লুম।"

"যাও, কিন্তু, কোথাও গল্প করতে বসে যেওনা যেন।" বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া বলিল, "না। কিন্তু, দেরী করে' বকুনি খাবারও ভারী লোভ হচ্চে। আর এক দিনের আশা দাওত, আজ না হয়, শীগ্‌গীর করে' ফিরে আসি।"

"সে তখন দেখা যাবে।" বলিয়া কুসুম রান্নাঘরের ভিতরে যাইতেছিল, সহসা বৃন্দাবন একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আশ্চর্য্য! একবারও মনে হলনা যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাকে তুমি এমনই শাসন করেই এসেছ—ভগবানের হাতে বাঁধা কি আশ্চর্য্য বাঁধন, কুসুম!"

কুসুম দাঁড়াইয়া শুনিল, কিন্তু জবাব দিল না। বৃন্দাবন চলিয়া গেলে এই কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, সে রান্নাঘরের ভিতরে আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। নিজের শিক্ষার অভিমানে, যাহাকে সে এতদিন অশিক্ষিত চাষা মনে করিয়া গণনার মধ্যেই আনে নাই, আজিকার কথা বার্ত্তা এবং এই ব্যবহারের পর, তাহারই সম্বন্ধে, এক নূতন আনন্দে নূতন তৃষ্ণায় সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

(৩)

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটী ফিরিবার পূর্ব্বে বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে কাছে ডাকিয়া অশ্রু-গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "বৌমা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটালুম, তা মুখে বল্‌তে পারিনে। সুখী হও মা!" বলিয়া তিনি অঞ্চলের ভিতর হইতে একজোড়া মোটা সোণার বালা বাহির করিয়া স্বহস্তে তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন। আজিকার সমস্ত আয়োজন

কুসুম, গোপনে বৃন্দাবনের সাহায্যে নির্ব্বাহ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইহাতেই তাঁহার হৃদয় আশার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশ্রুবধূতে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া তিনি বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কুঞ্জনাথের সঙ্গে দেখা হ'ল না, মা পাগ্‌লা কোথায় সারাদিন পালিয়ে রইল, কাল তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।" কুসুম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবনের পিতামহ বাটিতে গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। এইঘরে বসিয়া বৃন্দাবনের মা প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মালা জপ করিতেন। আজিও করিতেছিলেন। তাঁহার শিশু পৌত্র কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সে স্থানটায় প্রদীপের ছায়া পড়িয়াছিল। সেই হেতু বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিয়া ইঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে বেদীর সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল, এবং কিছুক্ষণ মনে মনে প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই এইবার মায়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, "অমন আব্‌ছায়ায় বসে' কেন মা?" মা সস্নেহে বলিলেন, "তা' হোক্। আয় তুই আমার কাছে এসে একটু বোস্।" বৃন্দাবন কাছে আসিয়া বসিল। তাহার লজ্জা পাইবার কারণ ছিল। তখন রাত্রি এক প্রহরের অধিক হইয়াছিল। এমন অসময়ে কোন দিন সে ঠাকুর প্রণাম করিতে আসে না। আজ আসিয়াছিল; যে আশাতীত সৌভাগ্যের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দিনটা সার্থক বোধ হইয়াছিল, তাহাই নম্র হৃদয়ে, গোপনে, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে। কিন্তু, পাছে মা তাহার মনের কথাটা অনুমান করিয়া থাকেন, এই লজ্জাতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। খানিক পরে মা নিদ্রিত পৌত্রের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা-মরা আমার এই এক ফোঁটা বংশধরকে ফেলে রেখে কোথাও আমি এক পা নড়্‌তে পারিনে, তাই, আজ মনে হচ্চে, বৃন্দাবন আমার মাথা থেকে কে যেন ভারী বোঝা নাবিয়ে নিয়েচে। তাকে শীগ্‌গীর ঘরে আন্ বাছা, আমি মায়ের হাতে [গুটুরের সঙ্গে ...] বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটী নিই—দিনকতক কাশী বৃ... করে' বেড়াই।" আজ বৃন্দাবনের অন্তরেও আ... বিশ্বাসের এমনই স্রোতই বহিতেছিল, তথাপি সে... হাস্তে কহিল, "সে আস্‌বে কেন মা?" মা নিঃসন্দিগ্ধ... বলিলেন, "আস্‌বে বৈকি! সে এলে তবে ত আমার... হবে। আমারই ভুল হয়েছে, বৃন্দাবন, এতদিন... নিজে যাইনি। আসবার সময় নিজের হাতের বালা... পরিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ কল্লুম, বৌমা পায়ের ধূলা... নিয়ে চুপ করে দাঁড়ালেন। তখনই বুঝেছি আমার... ভার নেবে গেছে। তুই দেখিস্ দেকি, প্রথম যেদিন... ভালদিন পাব, সেই দিনেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আ... বৃন্দাবন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ... এসে তোমার বংশধরটিকে দেখ্‌বে ত?" মা, ত... বলিলেন, "দেখ্‌বে বৈকি! সে ভয় আমার নেই।"

"কেন, নেই মা, ?" মা বলিলেন, "আমি সোনা... বৃন্দাবন! অবশ্য, খাঁটি কি না, এখন বল্‌তে পারিনে... পেতল নয়, গিল্‌টি নয়, একথা তোকে আমি নিশ্চয়... দিলুম। তা'নইলে আমার এমন সংসারে তাঁকে ... কথা তুলতুম না। হাঁরে বিন্দাবন, বৌমা কি তো... বরাবরই কথা ক'ন?"

"কোন দিন নয় মা! তবে আজ বোধ করি... পড়েই—" বলিয়া বৃন্দাবন একটু খানি হাসিয়া চুপ ক... মা, একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলে... ঠিক কথা বাছা। তার দোষ নেই; সবাই এমনই। ... বিপদে পড়িলেই, তখন যথার্থ আপনার জনের কা... আসে। আমি ত মেয়ে মানুষ বৃন্দাবন, তবুও ... দুঃখের কথা আমাকে জানায়নি, তোকেই জানি... বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। তিনি পুনরায় ক... "আমার আর একটা কাজ রইল, সেটা কুঞ্জনাথকে ... করা," বলিয়াই তিনি নিজের মনে হাসিয়া উঠিলেন ... বলিলেন, "সে বেশ লোক। পাড়া শুদ্ধ নেমন্তন্ন ক... ছেড়ে পালিয়ে গেল—তারপর যা হয় তা হোক্।" বৃ... নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। মা বলিলেন, "শুন্‌লু... মাকে সে ভারী ভয় করে—ভাই, বড় হয়েও ছোট ... মত আছে। এক এক জন রাশভারী মানুষ আছে,

...ভয় না করে' থাক্‌বার যো নেই—তা বয়সে বড়ই ... আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ—শান্ত, অথচ ... এমনি মানুষই আমি চাই যে, ভার দিলে ভার ...পারিবে। তবেইত, আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ...র বেরিয়ে পড়্‌তে পার্‌ব।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া ...বলিয়া উঠিলেন "একটি দিনের দেখায় তাকে কি যে ...েচি তা আমি তোকে মুখে বল্‌তে পার্‌বনা—সারা ...ন্টা আমার কেবলই মনে হয়েচে কত ক্ষণে ঘরে ...ান্‌ব, আবার কতক্ষণে দেখ্‌ব।" বৃন্দাবনের মনে মনে ...রিতে লাগিল; সে কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে "কুঞ্জদার কথা কি বল্‌ছিলে মা?" মা বলিলেন, ...র কথা। বৌমাকে নিয়ে আসার আগে কুঞ্জনাথকে ... করাও আমার একটা কাজ। কাল খুব ভোরে ...পালকে গাড়ী আন্‌তে বলে দিস্, আমি একবার নল-...ব। ওখানে গোকুল বৈরাগীর মেয়েটিকে আমার ...ন্দ হয়। দেখ্‌তে শুন্‌তেও মন্দ নয়, তাছাড়া—" কথাটা ...বার পূর্ব্বে বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "তাছাড়া ঐ এক ...বৈরাগীও কিছু বিষয় আশয় রেখে মরেচে, না, মা?" ...লেন। বলিলেন, "সে কথা সত্যি বাছা। কুঞ্জর ...টা সব চেয়ে দরকার! নইলে, বিয়ে কর্‌লেই ত হয় ...ত পর্‌তে দেওয়া চাই। আর, মেয়েটিই বা মন্দ কি ...একটু কাল'. কিন্তু, মুখশ্রী আছে। যাই হোক্, ...ন কি করে আস্‌তে পারি।"

...ে মাথা নাড়িয়া বলিল—"আমিও দিনক্ষণ দেখাইগে, ...মি নিজে যখন যাচ্চ, তখন শুধু যে ফির্‌বেনা, সে ...নি।"

৪

...থের বিবাহের কথা, দেনা পাওনার কথা, খাওয়ান ...কথা, সমস্তই প্রায় স্থির করিয়া পরদিন অপরাহ্ণে ...র জননী বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তখন, ...র সুমুখে, সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নাম্‌তা ...রিতেছিল; বৃন্দাবন, একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই ...ন। গরুর গাড়ী সুমুখে আসিয়া থামিতেই তাহার ...রণ গাড়ী হইতে নামিয়া চেঁচামেঁচি করিয়া বাপের ...া আসিল, মাতুলানী পছন্দ করিতে, সেও আজ ...সঙ্গে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তখন নামিতেছিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, "কবে দিন স্থির করে এলে মা?"

"এই মাসের শেষে। আর দিন নেই, তুই ভিতরে আয়—অনেক কথা আছে—" বলিয়া তিনি হাসিমুখে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাঁর নিজের ঘরে বউ আস্‌বে এই আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তা'ছাড়া, ঐ একটি দিনে ঘরকন্নায় গৃহিণীপনায় কুসুমকে তিনি সত্যই ভালবাসিয়াছিলেন। নিজে সুখী হইবেন, একমাত্র সন্তানকে যথার্থ সুখী করিবেন, তাহাদের হাতে ঘর সংসার সঁপিয়া দিয়া তীর্থ-ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইবেন—এই সব সুখ-স্বপ্নের কাছে, আর সমস্ত কাজই তাঁর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই গোকুলের বিধবার সমস্ত প্রস্তাবেই তিনি সম্মত হইয়া, সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

ও-বেলায় তাঁহার খাওয়া হয় নাই। সহজে তিনি কোথাও কিছু খাইতে চাহিতেন না, বৃন্দাবন তাহা জানিত। সে পাঠশালের ছুটি দিয়া ভিতরে আসিয়া দেখিল সে দিকের কোন উদ্যোগ না করিয়াই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দাবন বলিল,—"উপোস করে' ভাব্‌লে সমস্ত গোল-মাল হয়ে যায়। পরের ভাব্‌না পরে ভেব মা, আগে সেই চেষ্টা কর।"

মা বলিলেন, "সে সন্ধ্যার পরে হবে। না রে তামাসা নয়, আর সময় নেই—সে পাগলের না আছে টাকা কড়ি, না আছে লোক জন, আমাকেই সব ভার বইতে হবে—মেয়ের মা দেখ্‌লুম বেশ শক্ত মানুষ—সহজে কিছুতেই রাজী হতে চায় না। তবে আমিও ছাড়বার লোক নই—ওরে ঐ যে! সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক্ বাবা, তোমার কথাই হচ্ছিল—এস বোস। হঠাৎ এ সময়ে যে?"

বাস্তবিক গ্রামান্তর হইতে পরের বাড়ী আসার এটা সময় নয়। কুঞ্জনাথ বাড়ী ঢুকিয়াই এ রকমের সম্বর্দ্ধনা পাইয়া প্রথমটা থতমত খাইল, তারপর অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিল।

বৃন্দাবন পরিহাস করিয়া কহিল—"আচ্ছা, কুঞ্জদা, টের পেলে কি করে। রাতটাও কি চুপ করে থাক্‌তে পার্‌লে না, না হয় কাল সকালে এসেই শুন্‌তে?"

মা একটু হাসিলেন, কুঞ্জ কিন্তু এদিক্ দিয়াও গেল না। সে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "বাপ্‌রে, ! বোন্ নয়ত, যেন দারোগা।"

বৃন্দাবন ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল ; মা, মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউমা কিছু বলে' পাঠিয়েছেন বুঝি ?"

কুঞ্জ সে প্রশ্নেরও জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল,—"আচ্ছা, মা, তোমার এ কি রকম ভুল ? ধর, কুসুমের চোখে না পড়ে' যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা' হলে কি সর্ব্বনাশ হত বলত ?"

কথাটা তিনি বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে চাহিয়া রহিলেন। বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি কুঞ্জদা ?"

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজেকে হাল্কা করিতে চাহিল না, তাই, বৃন্দাবনের প্রশ্ন কাণেও তুলিল না। মাকে বলিল, "আগে বল কি খাওয়াবে, তবে বল্‌ব।" মা এবার হাসিলেন ; বলিলেন, "তা বেশ ত বাবা, এ তোমারই বাড়ী, কি খাবে বল ?"

কুঞ্জ কহিল, "আচ্ছা, সে আর একদিন হবে—তোমার কি হারিয়েচে আগে বল ?"

বৃন্দাবনের মা চিন্তিত হইলেন। একটু থামিয়া, সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "কৈ কিছুইত হারায়নি !"

কথা শুনিয়া কুঞ্জ হো-হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল ; পরে, নিজের চাদরের মধ্যে হাত দিয়া এক জোড়া সোনার বালা মেলিয়া ধরিয়া বলিল, "তা হলে এটা তোমার নয় বল ?" বলিয়া মহা আহ্লাদে নিজের মনেই হাসিতে লাগিল।

এ সেই বালা যাহা কাল এমনই সময়ে পরম স্নেহে স্বহস্তে তিনি পুত্রবধূর হাতে পরাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সেই অলঙ্কার, সেই আশীর্ব্বাদ সে নির্ব্বোধ কুঞ্জ'র হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবন একমুহূর্ত্ত সে দিকে চাহিয়া, মায়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। মুখে এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অপরাহ্নের ম্লান আলোকে তাহা শবের মুখের মত পাণ্ডুর দেখাইল। বৃন্দাবনের নিজের বুকের মধ্যে যে কি করিয়া উঠিয়াছিল সে শুধু অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু, নিজেকে সে প্রবল চেষ্টায় চক্ষের সাম্‌লাইয়া লইয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া সহ ভাবে বলিল, "মা, আমার বড় ভাগ্য যে, ভগবান্ অ জিনিস আমাদেরই ফিরিয়ে দিলেন। এ তোমার বালা, সাধ্য কি মা যে-সে পরে ? কুঞ্জদা', চল বাইরে গিয়ে বসিগে"—বলিয়া কুঞ্জর একটা হাত জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ সোজা মানুষ, তাই, মহা আহ্লাদে অসময়ে পথ ছুটিয়া আসিয়াছিল। আজ দুপুর বেলা, তাহার দাওয়ার পরে যখন, কুসুম, ম্লান মুখে বালা জোড়া করিয়া আনিয়া শুষ্ক মৃদু কণ্ঠে বলিয়াছিল, "দাদা, কা ভুলে ফেলে রেখে গেছেন, তোমাকে একবার গি আস্‌তে হবে ;" তখন আনন্দের আতিশয্যে সে মলিন মুখ লক্ষ্য করিবার অবকাশও পায় নাই।

ঘোরপ্যাঁচ সে বুঝিতে পারে না, তাহার বোনে সত্য নয়, মানুষ মানুষকে এত দামী জিনিস দি কিংবা দিলে আর একজন তাহা গ্রহণ করে না— দেয়,—এ সব অসম্ভব কাণ্ড তাহার বুদ্ধির অগোচর সারাটা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এই জিনিস অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া, তাঁহারা কি হইবেন, তাহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিবেন—এ কিন্তু, কৈ সে রকম ত কিছুই হইল না ? যাহা হই ভাল কি মন্দ, সে ঠিক ধরিতে পারিল না ; কিন্তু একটা কাজ করিয়াও মায়ের মুখের একটা ভ একটা আশীর্ব্বচন না পাইয়া তাহার মন ভারী হইয়া গেল। বরং, বৃন্দাবন তাহাকে যেন, তাঁহার সুমু বাহিরে তাড়াইয়া আনিয়াছে, এমনই একটা অনুভূতি তাহাকে ক্রমশঃ চাপিয়া ধরিতে লাগি লজ্জিত বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল পাশে বসিয়া বৃন্দাবনও কথা কহিল না। লাপ করিবার অবস্থা তাহার নহে—তাহার বুকের তখন অপমানের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছিল। তাহার নিজের নয়—মায়ের।

নিজের ভালমন্দ, মান-অপমান আর ছিল না যাতনা, যেমন অপর সর্ব্বপ্রকার যাতনা আক একা বিরাজ করে, জননীর অপমানাহত বিবর্ণ মু তেমনই করিয়া, তাহার সমস্ত অনুভূতি গ্রাস করিয়া, ই মাত্র নিবিড় ভীষণ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল। র আঁধার গাঢ় হইয়া আসিল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে ল, "বৃন্দাবন, আজ তবে যাই ভাই।" বৃন্দাবন, লের মত চাহিয়া দেখিয়া, বলিল, "যাও ; কিন্তু আর নে এস।"

কুঞ্জ চলিয়া গেল ; বৃন্দাবন সেইখানে উপুড় হইয়া শুইয়া া। ভাবিতে লাগিল, জননীর কি আশা কি ভবিষ্যতের কল্পনাই এক নিমিষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল! এখন, কি উপায়ে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে—কাছে গিয়া কোন্ সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করিবে!

আবার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে এমন করিয়া সমস্ত নির্ম্মূল করিয়া দিয়া, তাহার উপবাসী শ্রান্ত অবসন্ন সন্ন্যাসিনী মাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারিল,—সে তাহারই স্ত্রী, তাহাকেই সে ভালবাসে!

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মূলী বা মূরলী বংশ।

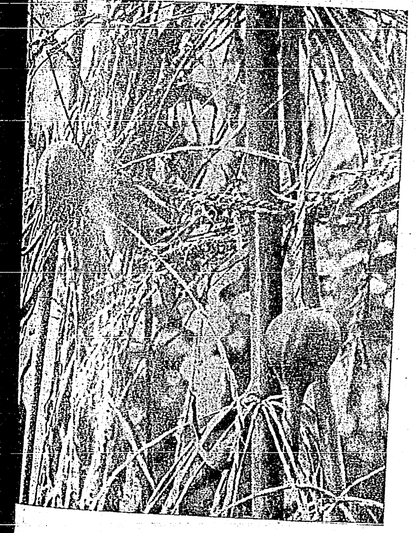

চিত্রটী দেখিলেই পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন মরা কোন প্রত্নতত্ত্বের, বা ঐতিহাসিক রাজ- বিবরণ প্রদান করিয়া পণ্ডিতগণের বাক্‌বিতণ্ডার উপস্থিত করিতেছি না। আমাদের মূলী বা মূরলী ান রাজার বা সম্ভ্রান্তব্যক্তির বংশ নহে—ইহা খাঁটি াকে সাধারণলোকে 'বাঁশ' বলিয়া থাকে।

, বা বাঁশ, নানাজাতীয় আছে। উপরে যে বাঁশের রতেছেন, তাহার নাম মূলী বা মূরলী বাঁশ। সভ্য- দেশে ইহা Melocanna. Bamdusoides. বা Bambusa. Baccifera নামে অভিহিত হয়। বাঁশ যে প্রকার গৃহস্থের উপকারী, তাহাতে তাহার নামটা একটু জাঁকাল রকম হইলেই শোভা পায় ; তাই এই নামটা উল্লেখ করিলাম। এই বাঁশ বেশ সরলভাবে বর্দ্ধিত হয়, কোন স্থানে বক্র হয় না। বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই জাতীয় বংশ সরলই আছে, বক্রতা শিক্ষা করে নাই,—ইহা তাহার মহত্ত্বের পরিচায়ক। ইহার দেহের উপরিভাগ অতিশয় মসৃণ। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশেই ইহার আদিম-নিবাস বলিয়া উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিশারদগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহার কোন প্রতিবাদও হয় নাই। তবে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশেই ইহার আদি জন্মভূমি হইলেও, ইহারা আদিম-আর্য্যজাতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, আদি-বাসস্থান হইতে কেহ কেহ বাহির হইয়া, পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে, এবং ব্রহ্মদেশেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কতদিন পূর্ব্বে তাহারা আদিস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, উদ্ভিদ্-পুরাণে তাহার কোন সঠিক প্রমাণ নাই ;—ভবিষ্যতেও যে হইবে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না।

উদ্ভিদ্-পুরাণে কথিত আছে যে, এই বংশজাতীয় উদ্ভিদ্ আদিম-কালে সামান্য তৃণমাত্র ছিল। তাহার পর, অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে এবং মনুষ্যজাতির চেষ্টায়, ইহারা ক্রমোন্নতিলাভ করিয়া, সেই আদিম ক্ষুদ্র-তৃণত্ব হইতে, এখন

বংশতে উন্নীত হইয়াছে। এখন বাঁশের ঝাড় দেখিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে, ইহাদের আদিম পিতামাতা সামান্য তৃণমাত্র ছিলেন।

অনেকে বলেন যে, বংশজাতির মধ্যে এই মূলী বা মূরলী-বংশ দীর্ঘকায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইহারা ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ ফিট দীর্ঘ হইয়া থাকে, এবং ইহার বেষ্টনীও বার তের ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা পল্লীবাসী তাঁহারা বংশের কার্য্যকারিতা বিশেষ ভাবে জানেন; গৃহ-নির্ম্মাণে বংশ প্রধান সহায়, দরিদ্রের কুটীরের আগাগোড়াই বাঁশ,—বাঁশের খুঁটি, বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত দরমার বেড়া, ঘরের চালের সরঞ্জাম সবই বাঁশের;—তা' ছাড়া কুলা, ধুচুনি, 'পেতে'—কতশত ছোট-বড়, আবশ্যক সৌখীন তৈজসাদি নির্ম্মাণে—এমন মায় "ব্যাম্বু-কার্ট" প্রভৃতি যান-নির্ম্মাণেও ইহা ব্যবহৃত হয়; তাহার পর, ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিস্তার-লাভ করিয়া যখন বৈতরণীপারে যাত্রা করিতে হয়, তখন সেই বাঁশের-দোলাই সম্বল। আবার শ্মশানে, সমস্ত শেষ ... গেলে, আত্মীয়-স্বজনগণ চিতাস্থানের উপর বংশদণ্ড প্রো... করিয়া আসেন! গোপী-বল্লভ 'কানু'র 'বাঁশের বাঁ... মূরলীও বুঝি, এই বাঁশেরই;—সুতরাং বংশের ক... কারিতা অসীম!

আর একটা সংবাদ দিয়াই এই গবেষণা-মূলক প্র... উপসংহার করিব। চট্টগ্রামের এই মূলী-বাঁশের ছোট... ফল হয়; সে ফল নাকি সেদেশের লোক খাইয়া থ... তবে এ কথাও জানিতে পারা গিয়াছে, এই বংশফল কাঁঠালের মত সুখাদ্য নহে। যখন ভাত মিলে না, ফল মিলে না, ক্ষুধার জালায় দরিদ্রব্যক্তিরা যখন ... করে,—তখন তাহারা এই ফল খাইয়াই ক্ষুধার কথঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া থাকে! ইহার আকৃতি ... অনেকটা সাপুড়েদের "তুম্বা"-মূরলীর মত। এই ... বংশবিবরণ শেষ করিলাম।

পাটলিপুত্র

(প্রাচীন-কাহিনী)

দেহত্যাগের-সময় আসন্নপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ যখন কপিলাবস্তু অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন, পথিমধ্যে গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে, পাটলিগ্রাম অবস্থিত দেখিয়া, সবিস্ময়ে কহিয়াছিলেন;—"এই পাটলিগ্রাম একদিন রাজধানী হইবে।" তখন রাজগৃহ ও উত্তরাপথের রাজধানী, হস্তিনাপুর, কৌশাম্বীর ও কান্যকুব্জের অধঃপতন হইয়াছে। গিরিবেষ্টিত গিরিব্রজ নগরে বসিয়া নন্দবংশীয় মগধরাজগণ আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করিতেন। প্রাচীন রাজগৃহ-নগরী,—মানববাসের অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, নন্দ-বংশীয় রাজগণ ইহাকে পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহারা মহামারীপীড়িত নাগরিকগণকে দুর্গন্ধময় উপত্যকার বাহিরে আনিয়া, গিরিব্রজের উত্তরতোরণে নূতন-রাজগৃহ স্থাপন করিলেন। মগধরাজগণ যখন গঙ্গানদীর পরপারে অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তখন, শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত, পাটলিগ্রামের দুর্গ মগধরাজ্যের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থান হইয়াছিল। বুদ্ধদে... মগধের নানাস্থানে ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছিলেন, রাজগৃহই মগধের রাজধানী। কিংবদন্তী আছে যে, ... শত্রুর পুত্র উদয়ী বা উদয়িভদ্র, নূতন-রাজগৃহ ... করিয়া, পাটলিপুত্রে নূতন-রাজধানী স্থাপন করেন।

বিশ্ববিজয়ী যবনরাজ "সেকেন্দর্‌স" যখন ঈরাণে... সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণ করে... পাটলিপুত্রই আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী। নন্দরাজ... হইলে যখন, চন্দ্রগুপ্ত নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ... তখন পাটলিপুত্র, আর্য্যাবর্ত্তের পরিবর্ত্তে, সমগ্র ভা... রাজধানী হইল। পরাজিত হইয়া—যখন যবনরাজ ... উকাস" ভারতবর্ষের অধিকার পরিত্যাগ করি... রাজের সভায় দূত প্রেরণ করেন, তখনও ... ভারতবর্ষের রাজধানী। এই পাটলিপুত্র দেখিয়াই ... সম্রাটের প্রতিনিধি বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে ইহার শোভা-...র বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যখন ... পরিত্যাগ করিয়া, মহারাজ প্রিয়দর্শী চীবর-ধারণ করি-... তখন এই পাটলিপুত্র নগরের পথে পথে সেই নূতন ...র মহিমা ঘোষিত হইয়াছিল। সম্রাট্ অশোকের ...র পরে, যখন একে একে প্রান্তস্থিত প্রদেশগুলি

ভিংনা কঁয়াব (গৃধ্রকূট-পর্ব্বতের মৃণ্ময় প্রতিকৃতি)

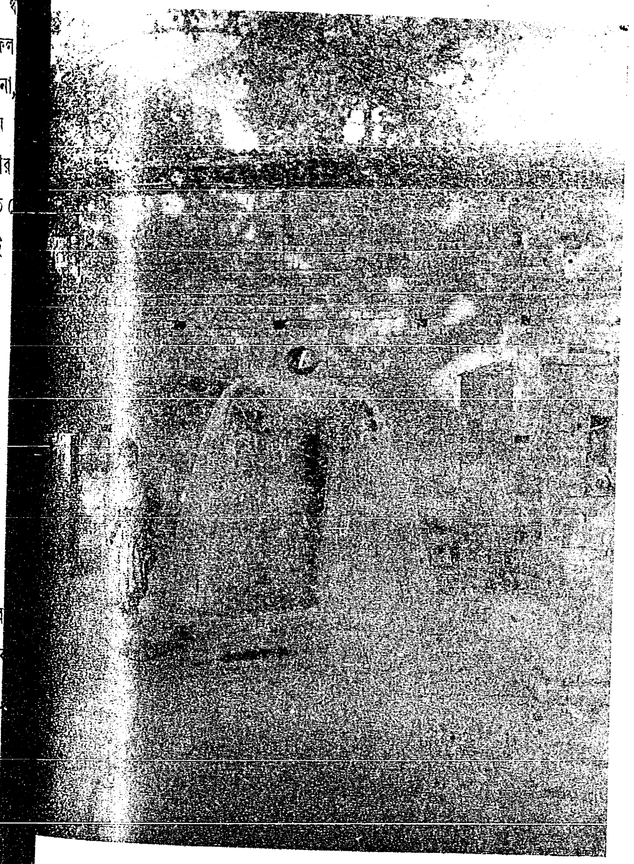

...সম্রাটগণের হস্তচ্যুত হইতেছিল, তখনও রাজধানী ... ভারতবাসী পাটলিপুত্রই বুঝিত। সদ্ধর্ম্মের ঘোর ..., যখন বলপ্রদর্শনচ্ছলে পুষ্যমিত্র শেষ মৌর্য্য-সম্রাট্ ...কে নিহত করিলেন, তখনও এই পাটলিপুত্রই ...নী ছিল।

...যখন যবনসম্রাটের পদানত, চোল ও পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণ যখন দাক্ষিণাত্য পুনরধিকার করেন, তখনও পাটলিপুত্রে শুঙ্গ ও কাম্ববংশীয় রাজগণ, শূন্যগর্ভ সম্রাট্-উপাধি ধারণ করিয়া, আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেন। ছায়ার ন্যায় ধীরে ধীরে অনার্য্যবংশসম্ভূত অন্ধ্রভৃত্যগণ, যখন আর্য্যাবর্ত্ত অভিমুখে অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, তখনও এই পাটলিপুত্র রাজধানী নামে পরিচিত। অন্ধ্ররাজ-গণ যখন মগধ অধিকার করেন, তখন হইতেই পাটলিপুত্রের অবনতি আরম্ভ হয়। উত্তর-কুরুর মরুবাসী লক্ষ লক্ষ শক, যখন আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি অধিকার করিয়াছিল, পঞ্চশতবর্ষ পরে, তখন কিছুকালের জন্য, পাটলিপুত্রের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছিল।

যিনি, ঐকান্তিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে উত্তরাপথের পুনরুদ্ধার করিয়া, সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, সুধীগণের অভি-মতে, তিনি এই পাটলিপুত্রেরই জনৈক নাগরিক। বিশাল শক-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাব-শেষ লইয়া উত্তরাপথে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য-গুলি গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের শকজাতীয় অধিপতিগণকে পরাজিত করিয়া বৈশালীর লিচ্ছবী-রাজ-জামাতার প্রথম চন্দ্রগুপ্ত যে সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার রাজধানী পাটলিপুত্রেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরী হইতে বিজয়বাহিনী লইয়া মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। এই পাটলিপুত্র নগরেই তাঁহার বিখ্যাত অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের সহিত চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবী পুনরায় পাটলিপুত্রে আসিয়া অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্র আবার সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়াছিল। প্রতীচ্য-জগৎ যখন ধীরে ধীরে তমসাবৃত হইতেছিল, রোমক-সম্রাট্ যখন হূণের ভয়ে কম্পিত হইতেছিলেন, তখন প্রাচ্য-জগতেও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও স্কন্দগুপ্ত হূণ-প্লাবনে বাধা দিতে সক্ষম হন নাই; কিন্তু সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত যখন হূণরাজের করতলগত, তখনও পাটলি-

পুত্র মগধের রাজধানী—সমুদ্রগুপ্ত বংশধরগণ তখনও, এই পাটলিপুত্রে বসিয়া, শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। কবে—কোন্ সময়ে অলক্ষিতে লক্ষ্মীদেবী চিরদিনের মত পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করেন, তাহা এখনও ঐতিহাসিকগণের অজ্ঞাত। স্থাণ্বীশ্বরে যখন প্রভাকরবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নূতন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন ধীরে ধীরে এই প্রাচীন মহানগরী জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইতেছিল। চীনদেশীয় ভিক্ষু যখন তীর্থোদ্দেশে ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন পাটলিপুত্র ধ্বংসোন্মুখ,—হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য পূর্ব্বদিকে প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় এই মহানগরী অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছিল; তাহার পর আর্য্যাবর্ত্তবাসী পাটলিপুত্রের কথা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হন। এইরূপে চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের রাজধানী,—সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী, লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়া গেল। হস্তিনাপুর, কোশাম্বী, তক্ষশিলার যে দশা হইয়াছিল, পাটলিপুত্রেরও সেই দশাই ঘটিল,—কালে লোকে ইহার অবস্থান পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গেল। হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাব হইতে মুসলমানবিজয় পর্য্যন্ত, এই সুদীর্ঘ ছয়শতাব্দী কালরে, উত্তরাপথে যে সকল খোদিত-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পাটলিপুত্রের নাম বড় একটা উল্লেখ নাই। ধর্ম্মপালদেব তাঁহার, ৩৩ রাজ্যসংবৎসরে প্রদত্ত, তাম্রশাসনে বলিয়া গিয়াছেন যে, উক্ত তাম্রশাসন পাটলিপুত্রে সমবাসিত শ্রীমজ্জয়-স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার পর, পাটলিপুত্রের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

বিনষ্টপ্রায় আফ্‌গান্-বল সংগ্রহ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তে অসীম সৌভাগ্যশালী 'ফরিদ খাঁ' যখন 'সের-শাহ' নামে নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন জলাভূমি-বেষ্টিত অলঙ্ঘ্য, দুর্জ্জেয় প্রাচীন পাটলিপুত্র-দুর্গের অবস্থান, তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অপভ্রংশ হইয়া, পাটলিপুত্র-পত্তনের নাম তখন পাটনায় পরিণত হইয়াছে। ফরিদুদ্দিন সের শাহের অনুগ্রহে, ও অনী

দূরদর্শিতার ফলে, সহস্রবৎসর পরে প্রাচীন পাটলিপু

নগর পুনরায় মগধ—বা বিহারের—রাজধানী হইয়াছি

মুসলমান বিজয়ের সময়ে উদ্দন্তপুর, বা বর্ত্তমান বিহ

মগধের রাজধানী ছিল; জৌনপুরের মহমুদ শাহ ও বাঙ্গাল

ছোট্-পাহাড়ী (অশোক-নির্ম্মিত বৃহৎ স্তুপের ধ্বংসাবশেষ—সম্মুখের দৃশ্য)

হুসেন শাহ যখন বিহার প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন,

বিহারে মগধের রাজধানী। সেরশাহের ক্ষণস্থায়ী

সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলেও মগধের রাজধানী আর পাটনা

স্থানান্তরিত হয় নাই। আকবরের রাজত্বকালে,

বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ যখন 'সুবা' নামে পরিচি

তখন এই পাটনা নগরই সুবে-বিহারের রাজধানী

মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ-দশায় বৃদ্ধ সম্রাট ঔর

দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকালব্যাপী মহারাষ্ট্রযুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন ই প্রাচীন নগরের নাম আরএকবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দশাহের পৌত্র সুলতান আজিম-উস্-শান্ তখন বে-বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা; তাঁহার নাম নুসারে পাটলিপুত্র বা পাটনার নামানুকরণ হইয়াছিল—আজিমবাদ'। দীনহীন ভিখারী সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলম্ ই আজিমাবাদেরই দুয়ারে দাঁড়াইয়া অন্নভিক্ষা করিয়া-লেন। এই আজিমাবাদেই নবাব কাসেম্ আলি খাঁর বাবীর শেষ-অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিল। মাননীয় ইষ্ট

কেহ এলাহাবাদে—কেহবা ভাগলপুরে—ইহার অবস্থান-নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে পরলোকগত স্যর আলেক্‌জাণ্ডার্ কানিংহাম, ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পরলোকগত ডাক্তার উইলিয়াম্ ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল্, ডাক্তার শ্রীযুক্ত এল্. এ. ওয়াডেল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের চেষ্টায় স্থির হয় যে, বর্ত্তমান পাটনা নগরই প্রাচীন পাটলি-পুত্রের ধ্বংসাবশেষের উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। কানিংহাম ভাবিয়াছিলেন যে, পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে; কিন্তু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ওয়াডেল্

ছোট্-পাহাড়ী (অশোক-নির্ম্মিত বৃহৎ স্তুপের ধ্বংসাবশেষ পশ্চাতের দৃশ্য)

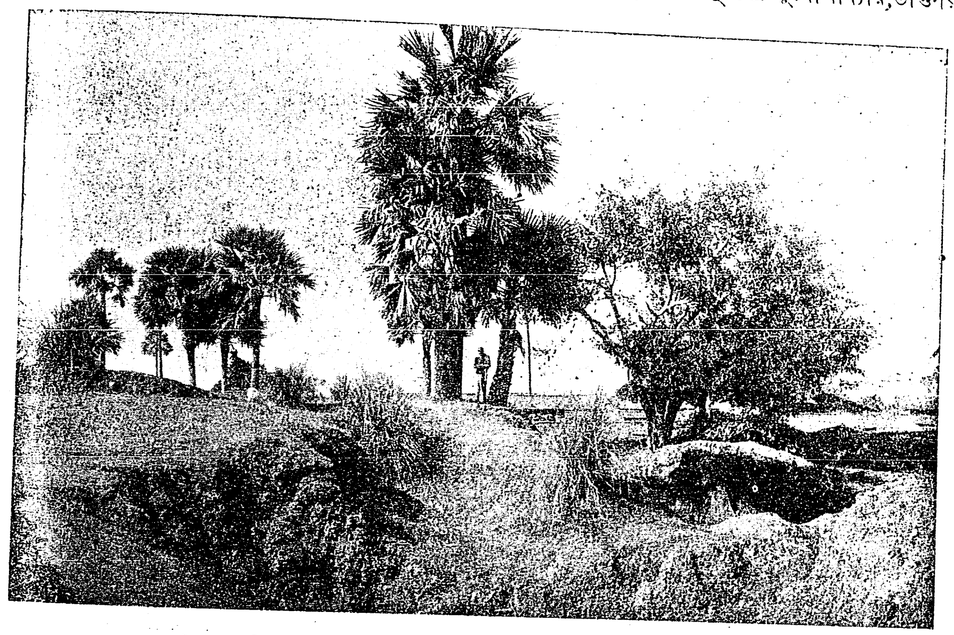

া কোম্পানি দেওয়ানী-গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রামনারায়ণ বরায় কল্যাণমাল্ প্রভৃতি বাদশাহী কর্ম্মচারিগণ, আজিমাবাদ হইতেই সুবে-বিহার শাসন করিতেন। ন রাজস্ব-সংক্রান্ত কাগজপত্র পার্শীভাষায় লিখিত , ততদিন, আজিমাবাদ নামেই পাটনা পরিচিত । ইহাই পাটলিপুত্রের প্রাচীন-কাহিনী।

ইংরেজ-অধিকারের প্রারম্ভে, অনুসন্ধিৎসু বিদেশীয় গণ, গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনিস্-লিখিত পাটলিপুত্রের পাঠ করিয়া, তাহার ধ্বংসাবশেষ অন্বেষণ করিতে হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ গণ, পাটলিপুত্রের অবস্থান-নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ও ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল্ বহুপরিশ্রম করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও ভূগর্ভে নিহিত আছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ওয়াডেল্ "পাটলিপুত্র আবিষ্কার" নামক ক্ষুদ্র-পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন যে, চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিওয়েন্‌থ্‌সং উক্ত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি সেই অবস্থায় বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রোক্ত পরিব্রাজকবর পাটলিপুত্রের নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ঃ—

"পাটলিপুত্র নগর গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত; ইহার বেষ্টনের দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ক্রোশ। এখন ইহা জনশূন্য এবং

বড়ি-পাহাড়ী—সজ্ঞারামের ধ্বংসাবশেষ

এই স্থানে প্রাচীরের ভিত্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উত্তরে একটি শিলাস্তম্ভ আছে, এই স্থানে সম্রাট্ অশোক তাঁহার "নরক" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শত শত দেবমন্দির, স্তূপ ও সজ্ঞারামের অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দুই একটি মাত্র অভগ্ন আছে। প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের উত্তরে গঙ্গাতীরে এখন একটি ক্ষুদ্র নগর আছে, তাহাতে প্রায় সহস্র গৃহ আছে। সম্রাট্ অশোকের নরকের দক্ষিণে একটি স্তূপ আছে, তাহাও সংস্কারাভাবে বিনষ্টপ্রায়। সম্রাট্, অশোকই, এই স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়া, ইহার গর্ভগৃহে ভগবান্ তথাগতের ভস্মাবশেষের কিয়দংশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্তূপের পার্শ্বে, অনতিদূরে, একটি বিহারে একখানি বৃহৎ শিলাখণ্ড রক্ষিত আছে। তথাগত ইহার উপরে চলিয়া বেড়াইতেন বলিয়া, পাষাণে এখনও তাঁহার পদাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে মহাপরিনির্ব্বাণলাভের আকাঙ্ক্ষায় তথাগত যখন মগধ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে কুশী নগরের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি এই শিলাখণ্ডের উপরে দাঁড়াইয়া আনন্দকে কহিয়াছিলেন, "আমি এই শেষবার মগধে দাঁড়াইয়া এই পাষাণখণ্ডে চরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছি। শতবর্ষ পরে অশোক নামক একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন; তিনি এই স্থানে, রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া, "ত্রিরত্ন" রক্ষা করি অশোক এই শিলাখণ্ডের চারিদিকে বেষ্টনী নির্ম্মাণ করাই ছিলেন। কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক, বৌদ্ধধর্ম্ম বি চেষ্টায়, যখন এই স্থানে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি এই খণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু ভাঙ্গিবামাত্র অলৌকিক শক্তিবলে পুনরায় জুড়িয়া গিয়াছিল। ব অকৃতকার্য্য হইয়া শশাঙ্ক অবশেষে ইহাকে ভাগীরথী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরদিন ইহাকে যথাস্থানে দেখা গিয়াছিল। এই শিলাখণ্ডের পার্শ্বে স্তূপ আছে।—এই স্থানে গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন উপবেশন করিতেন। যে বিহারে শিলাখণ্ড আছে, তাহার অনতিদূরে খোদিত-লিপিযুক্ত একটি শি আছে; তাহাতে লিখিত আছে যে "সম্রাট্ অশোক জম্বুদ্বীপ রত্নত্রয়ে অর্পণ করিয়াছিলেন।" প্রাচীন প্রাসাদের উত্তরে একটি পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাসাদ অ হইতে ইহাকে পর্ব্বত বলিয়া অনুমান হয়। অশোকের ভ্রাতা 'মহেন্দ্র', প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া, পা নগর পরিত্যাগ করিয়া, রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অশোক তাঁহাকে রাজ পুনরানয়ন করিবার জন্য, একটি কৃত্রিম-শৈল নির্ম্মাণ ছিলেন; মহেন্দ্র এই কৃত্রিম-শৈলের উপরে বাস ক প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের উত্তরে, এবং এই পর্ব্বতের

কটি বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্র আছে; সম্রাট্ অশোক ই পাত্রে নিত্যনিমন্ত্রিত ভিক্ষুগণকে আহার্য্য প্রদান িতেন। প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি দু পর্ব্বত আছে, তাহার উপরে অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত দেখিতে পাওয়া যায়; সম্রাট্ অশোক, উপগুপ্ত ও ন্য আর্হৎগণের বাসের জন্য সেগুলি নির্ম্মাণ করিয়া াছিলেন। এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঁচটি স্তূপের সাবশেষ আছে, দূর হইতে এইগুলিকে পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম ; এগুলিতেও তথাগতের শরীরাংশ রক্ষিত হইয়াছিল।

মতানুসারে ইহাই প্রাচীন মহেন্দ্র-পর্ব্বত। এই মৃৎস্তূপের উপরিভাগে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃধ্রকূট-পর্ব্বতের একটি প্রতিকৃতি আছে। এই প্রতিকৃতিটি পূর্ব্বে মৃৎস্তূপের সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিছু দিন পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক ঐ স্থানে গৃহনির্ম্মাণ করায় উহা এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছে। নাগরিকগণ এখনও দুগ্ধ, তণ্ডুল, পুষ্প ও কৌষেয়-সূত্র দ্বারা এই মৃণ্ময়ী প্রতিকৃতির উপাসনা করিয়া থাকে। পাটনা নগরের এই অংশের নাম ভিখ্না কুঁয়ার (অর্থাৎ ভিক্ষু রাজকুমার)।

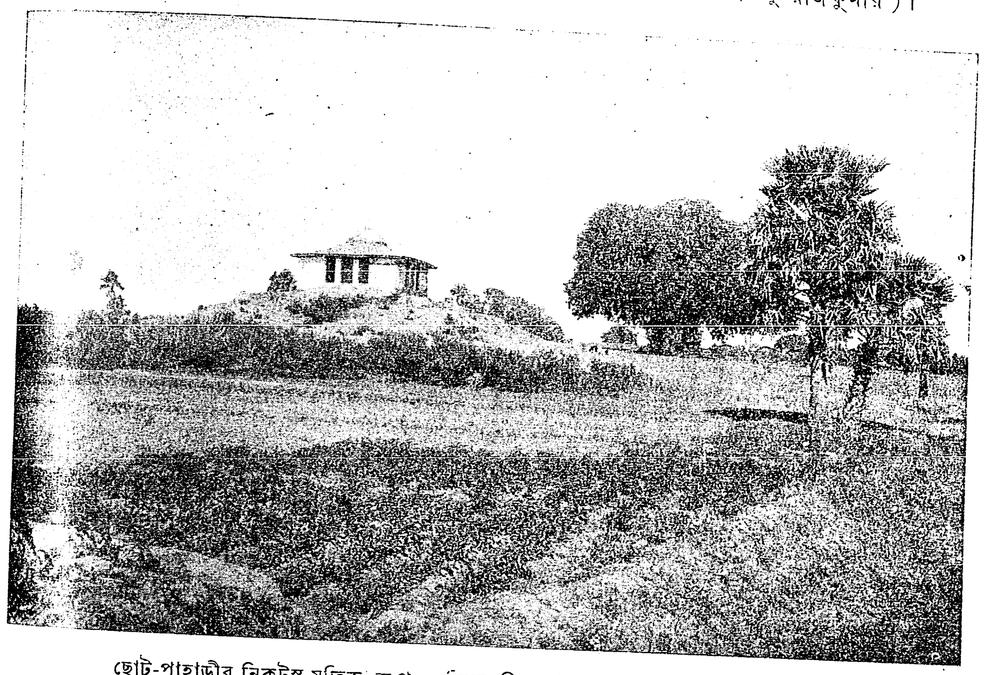

ছোট্-পাহাড়ীর নিকটস্থ মৃত্তিকা স্তূপ—মন্দিরে, শিলাগাত্রে চরণ-চিহ্ন, ও শিবলিঙ্গ স্থাপিত

ীন নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে সম্রাট্ অশোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত -সজ্ঞারামের ধ্বংসাবশেষ আছে। এখন ইহার ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সজ্ঞারামের পার্শ্বে আমলক-র ধ্বংসাবশেষ আছে।"

ীনদেশীয় ভিক্ষু-বর্ণিত ধ্বংসাবশেষ-সমূহের মধ্যে র ওয়াডেল নিম্নলিখিত কয়টি স্থান আবিষ্কার করিয়া ন;—

(১) **মহেন্দ্র বা মহেন্দ্র-পর্ব্বত**—ন নগরের মধ্যে একটি উচ্চ মৃৎস্তূপের উপরে নির্ম্মিত; ানের বর্ত্তমান নাম মহেন্দ্রু। ডাক্তার ওয়াডেলের

(২) **প্রাচীন রাজ-প্রাসাদ**—ইহা বর্ত্তমান গুল্জারবাগ রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত। ইহার উপরে জনৈক মুসলমানের ইষ্টকনির্ম্মিত সমাধি আছে।

(৩) **বুদ্ধের ভস্মাবশেষের উপর নির্ম্মিত স্তূপ**—ইহা কুমরাহার গ্রামের নিকটে অবস্থিত; ডাক্তার ওয়াডেল্ ইহার কিয়দংশ খনন করিয়াছিলেন।

(৪) **অশোক-নির্ম্মিত পাঁচটী স্তূপ**—ইহার বর্ত্তমান নাম পাঁচ-পাহাড়ী। সম্রাট্ আক্‌বর, বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে, পাটনা অবরোধকালে, এই পাঁচ-পাহাড়ীর উপরে উঠিয়া

অবরুদ্ধ দুর্গ দর্শন করিয়াছিলেন। তবকাৎ-ই-আক্‌বরী-প্রণেতা বক্‌শী নিজাম্‌ উদ্দীন্‌ এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "সম্রাট্‌ আকবর, হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া, দুর্গ ও নগরোপকণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি পঞ্চ-পাহাড়ীর উপরে উঠিয়াছিলেন। এই পঞ্চ-পাহাড়ীতে পাঁচটি গম্বুজ আছে, এবং পূর্ব্বকালে কাফেরগণ ইহা ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল।" ডাক্তার ওয়াডেল্‌ এই স্থানও খনন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ কিছু ফললাভ করিতে পারেন নাই।

বিগত শতবর্ষের মধ্যে পাটনায় বহু প্রাচীন-মূর্ত্তি ও প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে

ক্রিণ্ডেল্‌ পাটনার দুইএক স্থান খনন করিয়া কাষ্ঠনির্ম্মি নগর-প্রাকারের অবশেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাঁকি হইতে সাত মাইল দূরে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভূপৃষ্ঠের ১২ হই ১৫ ফুট নিম্নে, সোম-মিঠায়াগড়ী নগরাংশে একটি দীর্ঘ ইষ্ট নির্ম্মিত প্রাচীর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই প্রাচীরের সম্মু এবং ইহা হইতে অনতিদূরে সমান্তরালে স্থাপিত, এ কাষ্ঠনির্ম্মিত বেষ্টনীও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাটনাবাসি কূপ বা দীর্ঘিকা খননকালে নানাবিধ প্রাচীন-মূর্ত্তি, ক নির্ম্মিত প্রাকারের অংশ, প্রভৃতি পাইয়া থাকেন। ডা ওয়াডেলের চেষ্টায় ইহার অনেকগুলি সংগৃহীত হ কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে। ডা

পাঁচ-পাহাড়ী—অশোক-নির্ম্মিত পাঁচটি শরীরগর্ভ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ

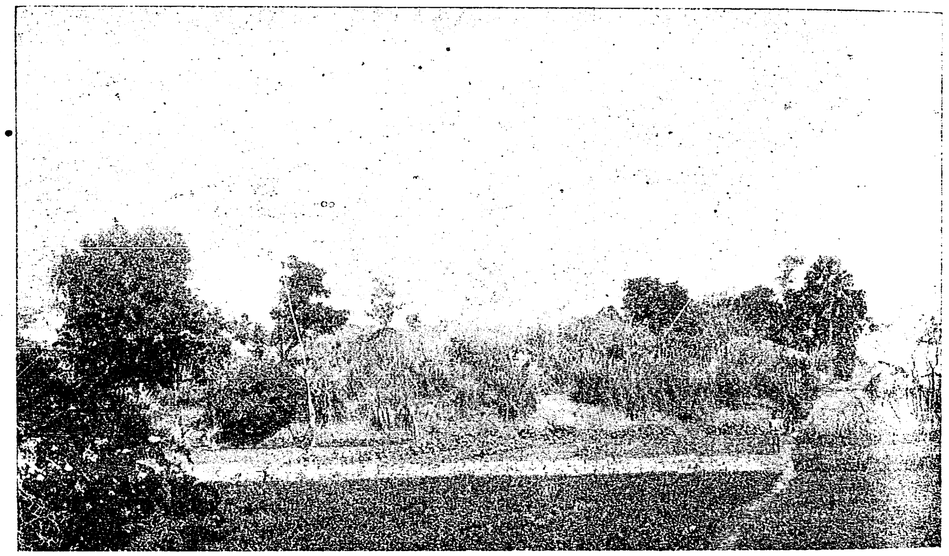

ডাক্তার টাইট্‌লার দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত যক্ষমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। তিনি ইহা এসিয়াটিক্‌ সোসাইটিতে প্রদান করিয়াছিলেন এবং এখন এই মূর্ত্তিদ্বয় কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ ডাক্তার মার্শাল, মূর্ত্তিদ্বয়ের গঠন-প্রণালী দেখিয়া, অনুমান করেন যে, উহা খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু এই মূর্ত্তিদ্বয়ের পৃষ্ঠস্থিত খোদিত লিপিদ্বয় হইতে, বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ডাক্তার ব্লক্‌ প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, মূর্ত্তিদ্বয় খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার ম্যাক্‌

ওয়াডেল্‌ স্বয়ং খননকালে একটি সুন্দর, গ্রীস স্তম্ভশীর্ষের অনুকরণে খোদিত, স্তম্ভশীর্ষ পাইয়াছিলেন; এক্ষণে পাটনা-বিভাগের কমিসনারের গৃহে র আছে। কলিকাতা মিউজিয়মে পাটনার ধ্বংসা হইতে সংগৃহীত যে সমস্ত নিদর্শন রক্ষিত আছে, ত মধ্যে দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বেষ্টনীর অংশ বিশে উল্লেখযোগ্য।

বহুদিনযাবৎ পাটলিপুত্র খনিত হয় নাই। ডা ওয়াডেল্‌, খননে অর্থব্যয়ের অনুরূপ, ফললাভ করিতে পা নাই বলিয়াই, গভর্মেণ্ট পাটলিপুত্রের খননে অর্থব্যয় ক

ষ্ঠিত হইতেছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের দানবীর শ্রীযুক্ত রতন টাটা পাটলিপুত্র ও তক্ষশিলা খননের ব্যয়ভার-গ্রহণে স্বীকৃত হওয়ায়, এই দুইস্থানে খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ

সঙ্ঘারামদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সমস্ত যবন-শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ ডাক্তার জে. এইচ্‌. মার্শালের নির্দ্দেশানুসারে ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের

মৌর্য্য সম্রাট্‌গণের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—খননে প্রাপ্ত স্তম্ভশ্রেণীর ভগ্নাবশেষ—(পার্সিপলিসের ভরায়ুস্‌নির্ম্মিত বিখ্যাত প্রাসাদের অনুকৃত)

ক ডাক্তার ডি. বি. স্পুনার ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে পাটলিপুত্র-খননে প্রবৃত্ত হন। ডাক্তার র মার্কীণবাসী, তিনি কালিফোর্ণীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্‌-উপাধিধারী; এতদ্ব্যতীত তিনি জর্ম্মাণীর গটিন্‌জেন্‌ দ্যালয়ে, ও টোকিয়োর বিশ্ববিদ্যালয়ে পালী ও ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম্ম, ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে ভারতের উত্তর পশ্চিম য় খনন করিয়া নানা স্থানে অত্যদ্ভুত আবিষ্কার ছেন। তাঁহারই যত্নে ও অধ্যবসায়ে কএক বৎসর প্রাচীন পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশাওর) নগরের শে সম্রাট্‌ কণিষ্ক-নির্ম্মিত বৃহৎ স্তূপমধ্যহইতে শরীরাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে, হর-ই-বহলোল ও তজ-ই-বাহাই নামক বৌদ্ধ

দক্ষিণদিকে কুমারাহার গ্রামে এবং উত্তরদিকে বুলন্দীবাগ নামক স্থানে খনন আরম্ভ হয়। এই বুলন্দীবাগেই ডাক্তার ওয়াডেল্‌ গ্রীসানুকৃত স্তম্ভশীর্ষটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনিই কুমারাহারে খনিত স্থানটিকে প্রাচীন রাজ-প্রাসাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং খননকালে অশোকের শিলাস্তম্ভের অনুরূপ একটি স্তম্ভের কএকখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কুমারাহারে সম্রাট্‌ অশোককর্ত্তৃক খোদিত লিপিযুক্ত শিলাস্তম্ভ পাওয়া যায় কিনা, তাহাই দেখিবার জন্য খনন আরম্ভ হইয়াছিল। গত বৎসর ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এইস্থানে তিনটি শিলাস্তম্ভের ভগ্নাবশেষের স্তূপ আবিষ্কৃত হয়। ডাক্তার স্পুনার মাপ করিয়া দেখেন যে, এই তিনটি স্তূপ পরস্পরের সমান্তরালে এবং সরল রেখায় স্থাপিত। ইহা হইতে তিনি বুঝিতে পারেন যে,

এই স্থানের চতুষ্পার্শ্বে সমান দূরে হয় একটি স্তম্ভ, না হয় এক একটি ভগ্নাংশের স্তূপ পাওয়া যাইবে। এই স্থানের সমদূরবর্ত্তী স্থানসমূহ খনন করিয়া তিনি বহু শিলাস্তম্ভের ভগ্নাবশেষের স্তূপ আবিষ্কার করেন। এই সকল আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়া তিনি স্থির করেন যে, এই স্থানে একটি বৃহৎ স্তম্ভসমন্বিত গৃহ ছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের খননে আটটি স্তম্ভযুক্ত দশটি শ্রেণী, অর্থাৎ মোট আশীটি স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খনিত স্থানের চতুর্দ্দিকে মনুষ্যের আবাস এবং আম্র ও তালবৃক্ষ। এই সকল স্থান ক্রয় না করিলে খনন করা অসম্ভব; তবে খনিত স্থান দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই স্তম্ভশ্রেণী-সমন্বিত বিশাল গৃহের ধ্বংসাবশেষ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের নিম্নে লুক্কায়িত

ডাক্তার স্পুনার অনুমান করেন যে, মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের স সাময়িক এই গৃহ, খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জলপ্লাবনে হীন হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে গৃহতলের উপরে নয় ফু অধিক পলিমাটী জমিয়াছিল। গৃহতলটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়াই অনুমান হয়, এবং কালে উহা ক্ষয় হইয়া গে পাইয়াছে। এই স্থানের ভূমি অত্যন্ত কোমল এবং ক নির্ম্মিত গৃহতল নষ্ট হইলে, স্তম্ভগুলি ক্রমশঃ কোমল মৃত্তি বসিয়া গিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বেই গৃহের কাষ্ঠনি ছাদ অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া যায়। এই অগ্নিদাহে মাটির স্তরের উপরে ভস্মের একটি স্তর পড়িয়া এবং স্তম্ভসমূহের যে অংশগুলি পলিমাটি বাহিরে তাহাও দারুণ উত্তাপে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

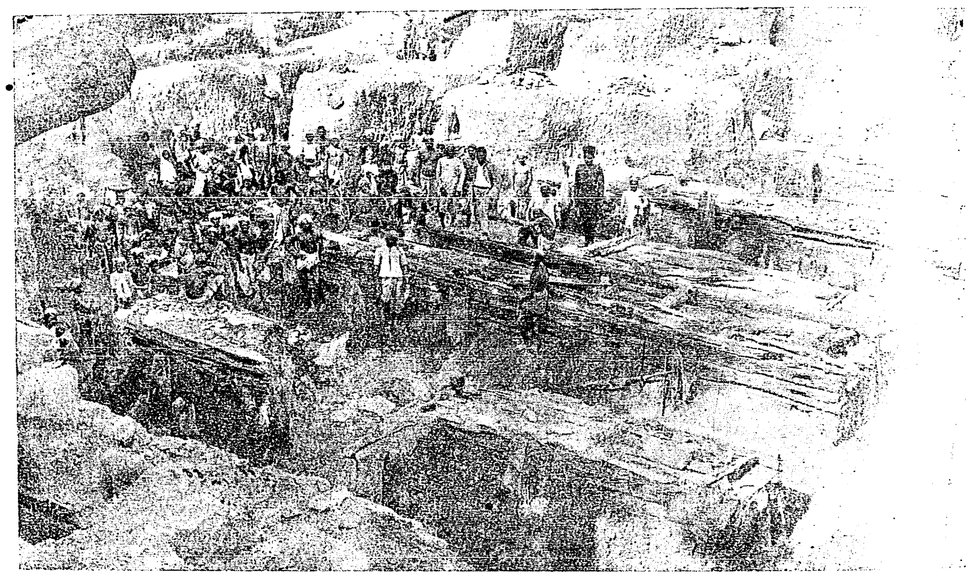

মৌর্য্য-সম্রাট্‌গণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ—খননে প্রাপ্ত দারুময়-মঞ্চ

আছে। এই বিশাল গৃহের গৃহতল ভূপৃষ্ঠের ১৮ফুট নিম্নে অবস্থিত ছিল। স্তম্ভসমূহের ভগ্নাংশগুলি কিন্তু গৃহতলের ৮ হইতে ১০ফুট উচ্চে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্তম্ভের ভগ্নাংশগুলি সাধারণতঃ ভস্মের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই ভস্মরেখা ও গৃহতলের রেখার মধ্যে পলিমাটী ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। তবে যে যে স্থানে স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ আছে, সেই সেই স্থানে এক একটি ভস্মের স্তম্ভ গৃহতলের রেখা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে

সমূহের উপরে তাম্রকীলকে স্তম্ভশীর্ষগুলি সংলগ্ন উত্তাপে কীলকগুলি আকারে বর্দ্ধিত হওয়ায়, স্তম্ভ স্তম্ভগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্তম্ভগুলি যখন মৃত্তিকায় বসিয়া যাইতে লাগিল, তখন কোমল মৃ ইহারা অধোগমনকালে যে গোলাকার কূপ সৃষ্টি করি তাহা ভস্ম ও ভগ্নাবশিষ্টে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্যতীত অপর সমস্ত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। হইতে ডাক্তার স্পুনার এই গৃহের মানচিত্র

রিয়াছেন। এই চিত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ৌর্য্যাধিকার কালের স্তম্ভশ্রেণী-সমন্বিত এই বিশাল গৃহের নুরূপ কোন গৃহই অদ্যাবধি ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় নাই। া দেখিলে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই মনে হয় যে, ই গৃহটি পারস্যের প্রাচীন রাজধানী পর্সিপলিস্ নগরের াট্ 'ডরাউস্'-নির্ম্মিত শতস্তম্ভ-সমন্বিত বিশাল গৃহের অনু- া। ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, ভারতের প্রস্তর-শিল্প চীন পারস্যের প্রস্তর-শিল্পের নিকট যতটুকু ঋণী বলিয়া াবধি অনুমিত হইয়াছে, ঋণ তাহা অপেক্ষা অনেক ক। যে একটি স্তম্ভ ভূগর্ভে বসিয়া যায় নাই, তাহার নিম্নে রশিল্পীদিগের কএকটি চিহ্ন আছে। প্রাচীনকালে শিল্পি- পাষাণের গৃহনির্ম্মাণকালে ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি এইভাবে হ্নিত করিতেন। যেরূপ চিহ্ন পাটলিপুত্রের নবাবিষ্কৃত ম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইরূপ চিহ্ন ডরাউসের প্রাসাদের ম্ভে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই াদ-নির্ম্মাণকালে মৌর্য্যসম্রাট্‌গণ ঈরাণ হইতে প্রস্তর- ী আনয়ন করিয়াছিলেন।

এই গৃহের দক্ষিণপার্শ্বে সাতটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মঞ্চ খনন-কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মঞ্চগুলি ত্রিশফুট দীর্ঘ, ছয় ফুট প্রস্থ এবং সাড়ে চারি ফুট উচ্চ। এইগুলি অসমান্তরালে এক শ্রেণীতে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিন্যস্ত। ইহার মধ্যে পাঁচটি পাষাণ-স্তম্ভসমূহের অবস্থিতি স্থানের সমরেখায় অবস্থিত। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এই মঞ্চগুলি স্তম্ভশ্রেণীর ভিত্তিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডাক্তার স্পুনার বলেন যে, এই অনুমানের বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান বর্ষে, এইস্থান পুনরায় খনন হইতেছে এবং নূতন আবিষ্কার না হইলে কাষ্ঠমঞ্চের রহস্য বোধগম্য হইবে না। মঞ্চগুলি আবিষ্কৃত হইলে জনরব হয় যে, ঐগুলি মৌর্য্যসম্রাট্‌গণের ধনাগারের আধার, কিন্তু একটি মঞ্চ ভাঙ্গিয়া দেখা হয় এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐগুলি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মঞ্চ, আধার নহে,—কারণ উহা শূন্যগর্ভ নহে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক পরিচয়

সচিত্র তীর্থভ্রমণ কাহিনী (প্রথম ভাগ)

(মূল্য এক টাকা চারি আনা)

শ্রীঅষ্টবিহারী ধর-প্রণীত। এই ভাগে কালীঘাট হইতে করিয়া বৈদ্যনাথ, গয়া, সীতাকুণ্ড, কাশী, সারনাথ, বিন্ধ্যাচল, অযোধ্যা, হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থান এবং বর্দ্ধমান, দিল্লী, এলাহাবাদ, প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের পথঘাটের কথা বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, তীর্থের মাহাত্ম্য, কোন্ তীর্থে কি কি কার্য্য হয় এবং তাহা কি প্রকার সুলভে করা যাইতে পারে, সে কথাই বলিয়াছেন; এমন কি তীর্থযাত্রীকে বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় কি কি দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে, তাহাও তিনি একটা ফর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধর মহাশয় নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। রেলপথের সুবিধা হওয়ায় এখন অনেকেই তীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন; এই পুস্তকখানি তাঁহাদিগের 'সেথুয়ার' কাজ করিবে। পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য ধর-মহাশয় যত্নচেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই। আরও একটি কথা; এই তীর্থভ্রমণ-কাহিনীতে অকারণ বর্ণনার বাহুল্য নাই, যাহা প্রয়োজন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে; কোন দৃশ্য দেখিয়া ধর-মহাশয়ের মনে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই, তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যও নহে। এই ভ্রমণকাহিনীখানি বেশ হইয়াছে; ছবিগুলিও সুন্দর।

সচিত্র আরব ইতিবৃত্ত

(মূল্য দুই টাকা)

হাফিজল হাসান প্রণীত। আমরা সর্ব্বপ্রথমেই হাফিজ সাহেবকে অভিনন্দন করিতেছি। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এই সুন্দর ইতিবৃত্ত-

থানি লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। পুস্তকখানি অতি সহজ সরল ভাষায় লিখিত এবং গ্রন্থকার মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যত্ন চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ক্রটী করেন নাই। ইহাতে অতি আদিম সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আরব দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আরব দেশ সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য কোন কথাই বোধ হয় এ পুস্তকে বাদ পড়ে নাই। শ্রীযুক্ত হাফিজল হাসান মহোদয়ের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য শিক্ষিত মুসলমান মহোদয়গণ যদি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষেই ভাল কাজ করা হয়। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আরব ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিলাম। আরব-তীর্থযাত্রীদিগের নিকট এ পুস্তকখানি অমূল্য। হাসান সাহেব আরব দেশের প্রধান প্রধান ধর্ম্মালয় সমূহের চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং পথঘাটের কথাও বলিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস পড়িবার জন্য যাঁহাদের আগ্রহ আছে, মহামান্য হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। পুস্তকখানির ভাষা সুন্দর, ছাপা উৎকৃষ্ট, কাগজ ও বাঁধাই ভাল; তাহার পর ইহাতে অতি সুন্দর ৬৩ খানি ছবি আছে।

আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব

(প্রথম খণ্ড—মূল্য দেড় টাকা)

শ্রীবসন্তকুমার সেন কাব্যভূষণ প্রণীত। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ, এলাপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি মতে শারীর-তত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, রোগ নির্ব্বাচণ, চিকিৎসা-তত্ত্ব ও ভৈষজ্য-তত্ত্ব অর্থাৎ ঔষধ প্রস্তুত ও লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বিশেষ লাভবান হইবেন বলিয়া মনে হয়। পুস্তকখানি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অজন্তা

(মূল্য এক টাকা)

শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই মহোদয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হালদার মহাশয় অজন্তা গিরিগুহা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। দশ জনে যেমন দেখিতে যান, তেমন ভাবে তিনি যান নাই; তিনি দুই বৎসর, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ঐ স্থানে যাইয়া, বহু কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া, অজন্তা-গুহার চিত্রাবলি চিত্রিত করিয়া আনিয়াছিলেন; এক্ষণে সেইগুলি বিবরণসহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেশ মনোরম; তবে তাঁহার ভাষাটা অনেকের পসন্দ হইবে না। সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াও আপাততঃ কোন লাভ নাই। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁ... অতি সুন্দর; চিত্রগুলিও ভাল হইয়াছে। গ্রন্থকার অজন্তা সম্বন্ধে 'ভারতী' পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ত... সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন।

আরতি

(মূল্য চারি আনা)

মহাম্মদ আমিনউল্লা প্রণীত। এখানি কবিতা পুস্তক। সাধা... আজ কালকার কবিতা পুস্তকে যে সকল মামুলী প্রেম, বিরহ প্র... থাকে, এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা নাই; ইহাই প্রথম সুখের কথা। ... সুখের কথা এই যে, একজন শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোক বঙ্গ... সেবা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তৃতীয় সুখের কথা এই যে, ... ক্ষুদ্র সংগ্রহে যে কএকটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, ... সকলগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। কবিতা যে সকলগুলিই ভাল হই... তাহা বলিতে পারি না; তবে লেখকের হৃদয় আ... —তিনি যে ধ... ব্যক্তি, একথা তাঁহার এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক পাঠ করিয়াই ... পারা যায়।

আমোদ।

(মূল্য বার আনা)

শ্রীরসময় লাহা প্রণীত। শ্রীযুক্ত রসময়বাবুর কবিতা পাঠ... আমরা অনেক সময়েই আমোদ উপভোগ করিয়া থাকি; ভার... পাঠকগণের নিকটও রসময়বাবুর রসময়ী কবিতা অজ্ঞাত... তিনি তাঁহার কবিতার কএকটি সংগ্রহ করিয়া, স্থায়ী আমোদ প্র... জন্য, এই 'আমোদ' প্রকাশিত করিয়াছেন; 'আমোদ' পাঠ... সকলেই আমোদ পাইবেন। আমরা 'আমোদ' হইতে একটি ... সামান্য এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; ইহা হইতেই পা... 'আমোদের' রকমটা বুঝিতে পারিবেন—

"কইছ তুমি, সহজ কথা সরল,
ভাব্‌ছে লোকে রহস্যময় ঠাট্টা;
যখন তুমি দিচ্ছ ঢেলে—পায়স,
ভাব্‌ছে বুঝি পেলেম্ এবার খাট্টা।"

সেবা

(মূল্য এক টাকা)

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, বরিশাল-শাখা-কর্তৃক প্রকাশিত। ... সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল-শাখার প্রথমবর্ষের মাসিক অ... সমূহে যে সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কএকটি ... করিয়া এই 'সেবা' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কএকটি ইতঃপূর্ব্বে ... মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলি সু...খিত। ইহাতে যে সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ ...য়া লেখকগণকে ধন্যবাদ করিতে হয়। কঠোর দার্শনিক তত্ত্ব ...ও, তাঁহারা যথাসম্ভব সরল ভাষায়, ও সাধারণের বোধগম্য করিয়া ...বন্ধ করিয়াছেন।

অনুপ্রাস

(মূল্য আট আনা)

...বইখানি যখন পড়িয়া শেষ করিলাম, তখন অনুপ্রাসের অফুরন্ত ...গুলি দেখিয়া এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, বইখানির সমালোচনাও ...প্রাসেই করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। কিন্তু বইখানির ...টের পেজেই দেখিলাম গোড়ায় গলদ্; দুই তিনটি স্থান ছাড়া আর ...ও অনুসন্ধান করিয়া অনুপ্রাসের 'অণু' পর্য্যন্ত দেখিলাম না। এই ...ন—'বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...রত্ন, এম.এ-কর্ত্তৃক প্রণীত; দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ...বাজার স্বর্ণপ্রেসে মুদ্রিত।' ইহার মধ্যে অনুপ্রাস আর কয়টা? ...অনুপ্রাস আছে এম. এ'তে, আর কোন রকমে আছে বন্দ্যোপাধ্যায়-...রত্নে; আর প্রণেতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কি না,—তাই দক্ষিণার দিকে ...দৃষ্টি: সেই জন্য দক্ষিণায় অনুপ্রাস ছাড়িতে পারেন নাই, ...আট আনা। এহেন, অননু-প্রাসিক নাম ও উপাধিধারী ...মহাশয়ের, পুস্তক অনুপ্রাসে সমালোচিত হইতেই পারে না; ...দে পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রচলিত পথেরই পথিক হইতে হইল। ...অধ্যাপক—না, না—প্রোফেসার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে একজন ...ী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বিশেষজ্ঞ (আর অনুপ্রাস খুজিয়া পাইলাম না) ব্যক্তি, তাহা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না; তাঁহার অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা এই যে, তিনি নীরস বিষয়ের মধ্যেও রসসঞ্চার করিতে পারেন। তাঁহার 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'তেও কেহ ভয় পান নাই; 'বানান-সমস্যা'ও তিনি চিনির রসে ডুবাইয়া দিয়াছেন; আর 'ফোয়ারা'ত একেবারে ফোয়ারা।—সুতরাং অনুপ্রাসের আসরে তিনি যে কতকগুলি কটমট কঠোর দ্রব্য উপস্থিত করিতে পারেন না, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। অথচ তিনি হাসিতে হাসিতে, হাসাইতে হাসাইতে, তামাসা করিতে করিতে, যাহা পরিবেষণ করিয়া গেলেন, তাহা পরম উপাদেয়, অতীব সুস্বাদু। যাঁহারা আলোচনা করিবেন, তাঁহারা এই অনুপ্রাসের মধ্যে অনেক মালমসলা সংগৃহীত দেখিতে পাইবেন। আমরা মাসিকপত্রাদিতে ও সভাসমিতিতে যখন ললিতকুমার বাবুর অনুপ্রাস সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলি পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, তখন কেবল পুলকিতই হইয়াছি, এবং ললিতবাবুর রসিকতার প্রশংসা করিয়াছি। এখন দেখিতেছি, রসরসিক লেখক এই অনুপ্রাস লিখিয়া সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আর, কি সুন্দর সংগ্রহ! কোথাও কষ্টকল্পনা নাই, কোন স্থানে কথা যোগাইবার জন্য প্রয়াসের চিহ্নমাত্র নাই। ইহা কি কম বাহাদুরী! তিনি সত্যই বলিয়াছেন, "কটুকষায়স্বাদ ভাবাতত্ত্বের কথা একটু মিষ্টরসে পাক করিয়া বাজারে বাহির করিয়াছি।" 'একটু মিষ্টরসে' নহে, প্রচুর মিষ্টরসেই আগাগোড়া পাক করা হইয়াছে। রন্ধনকারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাকের তারিফ করিতেই হইবে। অনুপ্রাসের সম্বন্ধে যত কথা বলা যাইতে পারে, ললিতবাবু তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই, বলিয়াই মনে হয়। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল-প্রচার দেখিতে চাই।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রণীত "সতী জয়মতী" যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য-বিদ্যাবিনোদ, এম-এ মহোদয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পূর্ণবাবুর "বিক্রমাদিত্য"ও অচিরে প্রকাশিত হইবে।

"বীরভূমি"-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি-এ, এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ,র উদ্যোগে এই বৈশাখ মাস হইতে "বীরভূমি অনুসন্ধান-সমিতির" কার্য্যালয় হইতে "পল্লীবন্ধু" নামক একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কথা।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয়ের নূতন কবিতা পুস্তক "ঊর্ম্মিকা" সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু, বঙ্গদেশের খ্যাতনামা জমীদার-বংশের ইতিহাস ও জীবনী সম্বলিত "ভারত গৌরব" নামক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছেন। ইহার প্রথম খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর সম্পাদিত "কেশব-জননী সাধ্বী সারদাদেবীর আত্মকথা" নামক পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ;—সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি, নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য কএক বৎসর যাবৎ চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত কার্য্যটী অসম্পন্ন রহিয়াছে। সম্প্রতি নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, মুখার্জ্জি মহোদয় কৃত্তিবাস-সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, সমিতি নূতন উদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত সচিত্র তীর্থভ্রমণ-কাহিনী—৪র্থ ভাগ, প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷০ পাঁচসিকা।

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুরের নূতন ইতিহাসমূলক নাটক "কমলাকান্ত" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲ টাকা।

বৰ্দ্ধমানাধিপতির "পঞ্চদশী" নামক আর একখানি আধ্যাত্মিক কবিতা-পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের 'সাবিত্রীসত্যবান' [illegible] সংস্করণ, 'শৈব্যা' তৃতীয় সংস্করণ ও কুললক্ষ্মী—পঞ্চম সংস্করণ প্র[illegible] হইল।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের 'সীতাদেবী'র দ্বিতীয় [illegible] প্রকাশিত হইল;—মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়-প্রণীত "পর্ণপুট" প্রকাশিত হই[illegible] মূল্য ১৲ টাকা।

বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী-প্রণীত 'সীতানি[illegible]' নাটক প্রকাশিত হইল—মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত নূতন কবিতা পুস্তক '[illegible]' প্রকাশিত হইল;—মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত নূতন নাটক [illegible] যন্ত্রস্থ এবং মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে।

"আলোচনা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible] সচিত্র আট খানি উপন্যাস একত্রে গ্রন্থাবলী আকারে [illegible] হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার-প্রণীত বাঙ্গালা গদ্য[illegible] ইতিহাস—"সারস্বত কুঞ্জ" ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক [illegible] লাইব্রেরী পুস্তকের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে;—ইহার [illegible] সংস্করণ আট আনা, রাজ-সংস্করণ এক টাকা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন [illegible] মহোদয়ের "ব্যাকরণ-বিভীষিকা"র দ্বিতীয় সংস্করণ [illegible] হইয়াছে। ইহাতে বহু নূতন উদাহরণ এবং দুইটী নূতন [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মন্ত্রশক্তি-রচয়িত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "বাগ্‌দত্তা" উপ[illegible] ১৩১৯ ও ১৩২০ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভা[illegible] হইয়াছিল), সম্প্রতি যন্ত্রস্থ, এবং শীঘ্রই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে [illegible] হইবে।

মাসপঞ্জী

(ফাল্গুন)

[illegible]বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ীর মৃত্যু হয়।—

[illegible]পূর্ব্ব-বাঙ্গালা 'সারস্বত সমাজের' বাৎসরিক অধিবেশন হয়। মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর সভাপতি ছিলেন।

[illegible]লাহোর মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করেন।

[illegible]ফ্রান্সের 'ক্রিমিনাল্ আইডেন্টিফিকেসন্ ডিপার্টমেণ্টে'র ডাই-রেক্টার মিঃ বার্টিলোঁর মৃত্যু হয়।

[illegible]এড্‌মিরাল স্যর জর্জ্জ কিংহল পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়াছেন, সংবাদ পাওয়া গেল।

[illegible]পাবনা জেলায় 'কো-অপারেটিভ্ কন্‌ফারেন্‌সে'র অধিবেশন হয়। মাননীয় শ্রীআশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি ছিলেন।

[illegible]মেহেরপুরে এক 'শিল্প ও কৃষি-প্রদর্শনী' খোলা হয়।

[illegible]মেরবোর্ণের কশাইগণ ধর্ম্মঘট করে।

[illegible]বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কন্‌ভোকেসন্' হয়। লর্ড উইলিংডন্ সভাপতি ছিলেন।

[illegible]মিঃ সি, এইচ, রবার্টস্ 'অণ্ডার-সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্‌স্ ফর্ ইণ্ডিয়া' নিযুক্ত হইয়াছেন সংবাদ পাওয়া গেল।

[illegible]সরকার বাহাদুর লুধিয়ানার "নুর আফ্‌গান" পত্রের নিকট হইতে ১০০০৲ জামিন চাহেন।

[illegible]লাহোরের 'জমীদার' কাগজ পুনরায় প্রকাশিত হয়। উহার মালিক, সরকার বাহাদুরকে, ২০০০৲ জামিন দিতে বাধ্য হ'ন।

[illegible]আগ্রা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রীগণ ধর্ম্মঘট করে।

[illegible]বিকানীরের পপুলার এসেম্ব্লীর ১০ম অধিবেশন আরম্ভ হয়।

[illegible]বাঙ্গোলোরে 'কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী' খোলা হয়।

[illegible]বিখ্যাত লেখক আর, এল, সিষ্টভেন্‌সনের বিধবা-পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন।

[illegible]ইন্দোরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান মিঃ ভি. পি. মাধবরাও বরোদার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন, সংবাদ পাওয়া গেল।

[illegible]রোদায় এক 'কো অপারেটিভ্ কন্‌ফারেন্‌সে'র অধিবেশন হয়।

[illegible]পুরের রিক্সাওয়ালারা ধর্ম্মঘট করে।

[illegible]পি, পির ছোটলাট বাহাদুর আলিগড়ে এক কৃষি-শিল্পপ্রদর্শনী খোলেন।

[illegible]ন্দপল্লীতে নর্থআর্কট জেলা কন্‌ফারেন্‌সের অধিবেশন হয়; মাননীয় রামানুজ চারীয়ার সভাপতি ছিলেন।

[illegible]কলিকাতায় সংস্কৃত পরীক্ষা-বোর্ডের কন্‌ভোকেশন্ হয়। মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর সভাপতি ছিলেন।

„—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম, মধ্যম, ও শেষ আইন পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

১০ই—পাবনায় উত্তর-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়।

„—প্রিন্স উইড্, আলবেনীয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

„—লর্ড উই-মবোর্ণের মৃত্যু হয়।

„—কাসিমবাজারের রাণী আন্নাকালী দেবীর মৃত্যু হয়।

„—বিখ্যাত বারিষ্টার ডাঃ এ. এস্ গৌরের মৃত্যু হয়।

১১ই—আগ্রা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রীগণের ধর্ম্মঘট ভঙ্গ হয়।

„—উৎমালখেল্ ও বনেরওয়াল্‌দিগকে শাস্তি দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের দেশে ফৌজ পাঠান; তাহারা আপাততঃ শান্ত হইয়াছে।

„—শ্রীরামপুরে এক 'শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী' খোলা হয়।

„—রায়পুরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ জে. এন্. সরকারের মৃত্যু হয়।

১২ই—শ্রীরামপুরের ধনকুবের লালমোহন সাহার মৃত্যু হয়।

„—কলিকাতায় 'স্কুল অফ্ ট্রপিকেল মেডিসিনে'র ভিত্তিস্থাপনা হয়।

১৩ই—বোম্বাই চেম্বার অফ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

১৪ই—রেঙ্গুণ-বর্ম্মা চেম্বার অফ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

„—বিখ্যাত আর্টিষ্ট, স্যর জন্ টেনীয়ালের মৃত্যু হয়।

১৫ই—কলিকাতা বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

„—চীনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী চাওপিংযুনের মৃত্যু হয়।

১৬ই—তুরস্কের বিখ্যাত বিমানচারী ফতীবের মৃত্যু হয়; ইহাতে তুরস্কের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

১৭ই—ভূতপূর্ব্ব ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো বাহাদুর ইহলোক-ত্যাগ করেন।

„—কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর সুবলচন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যু হয়।

„—ক্যানাডার অন্যতম মন্ত্রী মিঃ চার্লস্ ডেভ্‌লিনের মৃত্যু হয়।

১৮ই—সৈয়দ্ পাশার মৃত্যু হয়।

„—গুজরাট ব্যাঙ্ক্ ফেল হয়।

„—লাহোর মেডিকেল কলেজের যে সকল ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, তাহারা পুনরায় কলেজে প্রবেশ করে।

„—বোম্বে চেম্বার অব কমার্সের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ এ. কুম্‌সের মৃত্যু হয়।

১৯এ—নাগপুরের বিখ্যাত উকীল রাও বাহাদুর বাপুরাও দাদা কিন্‌খড়ের মৃত্যু হয়।

„—মিঃ জগ্রাফস্, ইপাইরসের, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

„—দিল্লীতে করদ-রাজগণের এক কন্ফারেন্স বসে।

„—যোধপুরে জৈন সাহিত্যিক কন্ফারেন্সের অধিবেশন হয়; মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সভাপতি ছিলেন।

২০এ—ব্রসলসের প্রিন্স বিশপ কার্ডিনেল কপের মৃত্যু হয়।

„—পুটিলফ্ আর্ম্স্ ফ্যাক্টরীর ১৫০০০ কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট করে।

২১এ—মহারাজা আসফ্ নাওয়াজান্তও রাজা মুরলী মনোহর বাহাদুর ইহলোক ত্যাগ করেন।

„—কর্ণেল্ হানার মৃত্যু হয়।

„—মেসেজারী এস্ ষ্টীম কোম্পানীর ইষ্টার্ন্ সার্ভিসে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মঘট করে।

২১—ইণ্ডিয়ান্ ফাইনান্সিয়াল্ কমিসনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

„—পার্লেমেণ্ট মহাসভায় হোমরুল্ বিল ও প্লুর্যাল ভোটীং বিল্

" পুনরায় পেস হয়। সিয়ারা (ব্রেজিলে) রাজদ্রোহ উপস্থিত হয়।—

২২এ—কলিকাতার ঐতিহাসিক সভাকে "পুনর্জ্জীবিত" করা হয়।

২৩এ—কর্ণেল স্যর চার্লস বক্স্ অলবিলি দক্ষিণ-আফ্রিকার সি, আই, ডি সার্ভিস্ গঠন করেন; স্যর উইলিয়ম সিউল, ও মিঃ ওয়েব্ (বোম্বায়ের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্) ইহলোক-ত্যাগ করিয়াছেন; সংবাদ পাওয়া গেল।

„—স্যর বি, ডফ্ ভারত-সৈনিকগণের কমাণ্ডার ইন্ চীফ্ নিযুক্ত হ'ন। স্যর্ ওমুর ক্রিয়া পদত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা ক[...]

মিরটে ইউ, পির বাৎসরিক "ঘোটক প্রদর্শনী" শেষ হয়।

২৫এ—অদ্য হইতে "বোম্বাই গেজেটে"র প্রকাশ স্থগিত হয় [...] পত্রিকা ইং ১৭৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়)।

„—স্যর আর্থর ম্যাক্ওয়ার্থের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়।

„—কলিকাতার "এংলো-ইণ্ডিয়ান" নামক পাক্ষিক-প[...] প্রকাশ স্থগিত হয়।

২৬—বিখ্যাত ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মালিক মিঃ ই ড্রেনডেনের [...] হয়।

„—কলিকাতায় 'ব্রাহ্মণ' মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ম[...] কুমুদচন্দ্র সিংহ সভাপতি ছিলেন।

২৮এ—মাননীয় জর্জ্জ নেপীয়ার ইহলোক ত্যাগ করেন।

„—"এয়ার-ব্রেকের" আবিষ্কারক, জর্জ্জ ওয়েষ্টিংহাউস, ই[...] ত্যাগ করেন।

২৮এ—ফরিদপুরের কো-অপারেটীভ্ ব্যাঙ্কস্ কন্ফারেন্সের অ[...] হয়; মিঃ উড্হেড্ সভাপতি ছিলেন।

„—হরিদ্বারের গুরুকুলের ১২শ বাৎসরিক অধিবেশন হয়[...] বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ৫০,০০০৲ টাকা সভাস্থলেই [...] হয়।

৩০এ—তুরস্কের সহিত সার্ভিয়ার সন্ধিপত্র সহি হয়।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
201, Cornwallis Street,
CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH.
—The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, Calc[...]

[মূলচিত্র-শিল্পী--স্যর্ ই, পইণ্টর্ Bart. P. R. A.]

মন্মথ-মন্দিরে 'সাইকী'

Color Blocks & Printing by K. V. SEYNE & BROS. CALCUTTA

COLOURED ILLUSTRATION

ভারতবর্ষ

প্রথম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ | দ্বিতীয় খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্মৃতি

মৃত্যু ? সে ত নির্ব্বাপিত ! উদ্ভাসিত জন্ম-মহোৎসব ;—
নব-প্রভাতের দীপ্ত-নভস্তলে জাগে কলরব।
সুসজ্জ—উজ্জ্বল মঞ্চে লক্ষ যুবা, পরি' চারু বেশ;
স্ফীত বক্ষে—স্মিত মুখে, গাহে ওই—রে "আমার দেশ" !
অম্বরের নীল বক্ষ,—শান্তিপূত বিশ্রান্ত বিস্তৃত—
বিচ্ছিন্ন বিশদ শুভ্র অপরূপ চন্দনে চর্চ্চিত।
উর্দ্ধে ভাতে নীলিমায় সৌর-কর-গরিমা ভাস্বর,
নিম্নে নির্ঝরিণী-অঙ্গে রত্নরেণু ঝরিছে ঝর্ঝর :
মধ্যভাগে লঙ্ঘি' সানু শত শৈলশৃঙ্গ তরঙ্গিত,
পুষ্প-পুঞ্জ-ভরা কুঞ্জ বিহঙ্গের গীতিকরম্বিত।
উল্লাসে জাগিল বিশ্ব ; সে গরিমা—সে মাধুরী চুমি'
জাগে অতুলন বিশ্বে হাস্যময়ী শ্যামা জন্মভূমি।
অন্ধকার অস্তমিত, নাহি মেঘ,—প্রভাত উদিত ;
গরিমার—মহিমার শুভ্র-দীপ্তি ললাটে স্ফুরিত !
তুমি প্রিয় জন্মভূমি !—ধন্য তুমি,—ধন্য পরমেশ !
হেরিলাম—সাধনার চিরারাধ্য আমার স্বদেশ !
গাহ সবে—কলরবে—উৎসবের মন্দির ধ্বনিয়া !
হের দেবী—হের স্বর্গ,—লভ সিদ্ধি চরণে নমিয়া।
উতরিনু দৈন্য—লজ্জা, গেছে দুঃখ—নাহি আর ক্লেশ ;
নবীন প্রভাতে তুমি হাস্যময়—হে "আমার দেশ" !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর চলিয়া গেল। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন 'ভারতবর্ষ' প্রথম প্রকাশের আয়োজন হইতেছিল, তখন কে জানিত যে—যিনি এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক, যিনি 'ভারতবর্ষে'র কর্ণধার হইবেন, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে উৎসাহ, যে উদ্যম লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সে উৎসাহ, সে উদ্যম কালের সামান্য ফুৎকারে এক নিমেষের মধ্যে নিবিয়া যাইবে—দ্বিজেন্দ্রলাল অকস্মাৎ অকালে সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইবেন!

বিগত বৎসর এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩রা তারিখে দ্বিজেন্দ্রলাল পুত্রকন্যার, আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটাইয়া, তাঁহার বড় সাধের 'ভারতবর্ষের' প্রথম সংখ্যার প্রচার পর্য্যন্তও না দেখিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর, এই এক বৎসর চলিয়া গেল; আবার সেই জ্যৈষ্ঠ মাস আসিল, আবার সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩রা তারিখ আসিবে; কিন্তু সে সদা-প্রফুল্ল, সদানন্দ দ্বিজেন্দ্রলালকে আর আমরা পাইব না।

এক বৎসর অতীত হইয়া গেল; কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে, এ যেন সেদিনের কথা;—মনে হইতেছে, এই ত সেদিন আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে দেখিয়াছি, তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছি, তাঁহার সুমধুর কবিতার আবৃত্তি শুনিয়াছি, তাহার প্রাণমনোমোহকর গান শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। সকলই ত সে দিনের কথা বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু ইহার মধ্যে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল, ইহারই মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের দিন পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

গত বৎসর, এই জ্যৈষ্ঠ মাসে, বাঙ্গালী যে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে, তাহা ত আর ফিরাইয়া পাইবে না। বাঙ্গালা দেশে, দ্বিজেন্দ্রলালের অভাব কিছুতেই পূর্ণ হইবে না—হইতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল খাঁটি মানুষ ছিলেন—মানুষের মত হস্তপদবিশিষ্ট জন্তু ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় ছিল, তিনি হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন। এখনকার এই মেকির দিনে তেমন লোক কি আর পাও যায়? তেমন বন্ধুবৎসল, স্বদেশপ্রেমিক, দেবদ্বি মানুষ আর কি মিলে? তেমন প্রাণভরা হাসি অ ত শুনিতে পাই না; তেমন বুকভরা স্নেহ ও প্রীতি অ ত দেখি না; 'আমার দেশ', 'আমার জন্মভূমি' বলিয়া তে স্পর্দ্ধা করিতে আর কাহাকেও ত দেখি না; আর ত কে তেমন করিয়া কাহাকেও হাসাইতে পারে না; আর তেমন করিয়া কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়া কাহা ক্ষতস্থান দেখাইয়া দিতে পারে না, তেমন সহানুভূতি রহস্য আর ত কেহ করে না! বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে দ্বিজে লালের সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল ফুরাইয়া গিয়াছে! গিয়াছে,—ভাগীরথীর তীরে যে মানুষকে শ্মশানভ পরিণত করিয়া আমরা সাশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিয়াছিলাম, মানুষটিকে ত আর আমরা পাইব না। তাই, এই বৎসর পরে, সেই কাল ৩রা জ্যৈষ্ঠের কথা স্মরণ ক আমরা সেই পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের জন্য অশ্রুবি করিতেছি, আর তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু হইতে পারে, ত করিতেছি।

মানুষ চলিয়া যায়, থাকে তাহার কীর্ত্তি! কী মানুষকে অমর করিয়া রাখে। দ্বিজেন্দ্রলালের পাঞ্চভৌ দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তঁ কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন বা সাহিত্য থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে, ততদিন দ্বি লালের নাম অমর হইয়া থাকিবে। যদিও আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, তাঁহার মুখের কথা শু পাইব না, তবুও তাঁহার গ্রন্থরাশি, তাঁহার গী প্রতিদিন তাঁহার কথা আমাদের স্মরণ করিয়া তি তিনি দেশের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহারই তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া আমরা সান্ত্বনা লাভ করি

দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের পর দেশময় হাহাকার উঠিয়াছিল; তাঁহার অকালমৃত্যুতে প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কত সভা

ইয়াছিল, কিন্তু এই ত এক বৎসর চলিয়া গেল, স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা, কোন আয়োজনই ত দেখিতেছি না! এমনই করিয়া কি আমাদের দেশের লোক দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতির সম্মান করিবে?

আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' সম্পাদন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি; এই এক বৎসর তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। তিনি জীবিত থাকিলে 'ভারতবর্ষ'কে যে সকল অমূল্য ভূষণে অলঙ্কৃত করিতেন, দরিদ্র আমরা, সে সব কোথায় পাইব? দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষয় ভাণ্ডারে যে সকল রত্ন সঞ্চিত ছিল, তাহা 'ভারতবর্ষে'র শোভাবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইবে বলিয়া আমরা কত আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের কোন আশাই পূর্ণ হইল না; দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার বড় সাধের 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যা পর্য্যন্ত দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। আমাদের এ আক্ষেপ রাখিবার আর স্থান নাই! তাহার পর, এই এক বৎসর আমরা তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য আমাদের অনেক ত্রুটী হইয়াছে; কিন্তু আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, আমাদের যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। আমরা সাধ্যানুসারে 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিয়াছি। যাহাতে পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতির অবমাননা না হয়, তাহার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছি, 'ভারতবর্ষ'কে সুশোভিত করিবার জন্য যথাশক্তি আয়োজন করিয়াছি। বর্ষশেষে আমরা আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে অভিবাদন করিতেছি এবং যিনি এই ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাম স্মরণ করিতেছি। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্ আমাদের সহায় হউন; আমরা যেন দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় দেশের ও দশের সেবা করিয়া ধন্য হই!

"হারা আমি

আলাইয়া—আড়া

"তুই কি ঘরে এলিরে রামধন"—সুর।

না ধরি তাই কি যেন কি বলে গো।
সবারি ভিতরে, সবারি অন্তরে,
কে যেন কে ব'সে গো।

সজীব অজীব ভেদ নাই,
(সবাই) কি যেন কি বলে, ভাই,
(যেন) চেনা চেনা চেনা স্বর,
খুব্‌ই মনে জাগে গো।

কত কালের কত কথা,
ধীরে ধীরে তোলে মাথা,
লুপ্ত গুপ্ত স্মৃতি কত,
ছায়ার মত ভাসে গো।

আমারি বুঝি ভোলা সুর,
আমারি ভাবে ভরপুর,
হারা আমি আমাতে ফের
এনে যেন দেয় গো।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

সাহিত্যের সমাজ-গঠন-শক্তি

ইংরাজী ও জার্ম্মান-সাহিত্যের লক্ষ্য

আমরা পাশ্চাত্যসমাজকে অনুকরণ করিতে শিখিয়াছি; কিন্তু পাশ্চাত্যসমাজকে ভাবিতে গিয়া আমরা উহার গণ্ডী অত্যন্ত ছোট করিয়া লইয়াছি। আমরা একটিমাত্র পাশ্চাত্য ভাষা জানি—তাহা ইংরাজী। ইংরাজী পুস্তকের ভিতর দিয়া আমরা সাধারণতঃ ইংলণ্ডের সমাজসম্বন্ধেই পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। ফলে, অনেক সময়েই পাশ্চাত্য-সমাজের কথা বলিতে গেলে আমরা, জার্ম্মানী ফ্রান্স রুস প্রভৃতি দেশের কথা একবারেই ভুলিয়া গিয়া, ইংলণ্ডকেই আমাদের চিন্তাজগতের—শুধু কেন্দ্র নহে, উহাকে—সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলি।

এরূপ ভুলে আমাদের যে অনেক সময় খুব ঠকিতে হয় এবং এরূপ ঠকিয়া এখনও যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, তাহা নিঃসন্দেহ। একটি উদাহরণ দিতেছি। আমরা এখন মনে করিতেছি, আমরা যদি ইংলণ্ডের মত বড় বড় কারখানা না ফাঁদিয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতি অসম্ভব। এরূপ মনে করিয়া, আমরা বড় বড় কারখানা খুলিতেছি। এদিকে গ্রামের পারিবারিক শিল্পগুলির সর্ব্বনাশ হইতেছে। শুধু গ্রাম্যশিল্প নহে, গ্রাম্য-কৃষির উপরও আমাদের বিশেষ নজর নাই। জার্ম্মানী অথবা ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা থাকিলে আমরা উল্টাদিক্ হইতে আমাদের কার্য্যারম্ভ করিতাম না। বিশেষতঃ, জার্ম্মানী বড় কারখানা গ্রাম্য-শিল্প ও কৃষি সমানভাবে চালাইতেছে। ইংলণ্ডের মত জার্ম্মানী, তাহার নাগরিক-জীবনের পুষ্টিসাধন করিতে গিয়া, পল্লী-জীবনকে বিসর্জ্জন দেয় নাই। জার্ম্মানী, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া, গ্রাম্য পারিবারিক শিল্পগুলির বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছে এবং কৃষিকর্ম্মও উন্নত প্রণালীতে চালাইতেছে। ইংলণ্ড তাহার খাদ্যের জন্য যে অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, আমরা ভাবিতেছি, আমরা ইংলণ্ডের মত কারখানা স্থাপন করিয়াই ধনী হইতে পারিব।

আমরা, এতকাল ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া, সাহিত্যের আদর্শ সমাজে আনিয়াছি, তাহাতেও এ বিশেষ ভুল হইয়াছে! সমাজে একটা ভুল আদর্শ প্রতিপ লাভ করিলে যে তাহা বিশেষ অনিষ্টকর হয়, তাহা বাহুল্য। ইংলণ্ডের সাহিত্যকে অনুকরণ করিয়া, আ একটা ভুল আদর্শকে মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছি; আমা ভাবিবার কারণ বা অবসর নাই যে, পাশ্চাত্য জ ইংরাজী সাহিত্যের স্থান ও অধিকার কিরূপ, তাহার ও গুণ সেখানে কিরূপভাবে বিচারিত হইয়াছে, আমরাও, গুণগুলি অনুকরণ করিয়া, দোষগুলি কি প্র ত্যাগ করিতে পারিব।

ইংরাজী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা ক আমরা দেখিব—ইংরাজী সাহিত্য রাজা, রাজার পারিষদ ভূম্যধিকারী, ধনী, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে বা উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে, সবদেশের সাহিত্য এরূপ গঠিত হয় নাই। বিশেষতঃ, জার্ম্মান-সাহিত্য এক জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ লইয়াই বিকা করিয়াছে। জার্ম্মান-সাহিত্য যে ভাবে কৃষক ও শ্রম গণের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে, ইংরাজী সাহিত্য করিতে পারে নাই। আমাদের সাহিত্য, ইংরাজী সাহি সাহায্যে, আধুনিক কালে উন্নতিলাভ করিতেছে। ই ভাষা আমাদের রাজার ভাষা, ইংরাজী সাহিত্যের আমাদের সাহিত্যও জনসাধারণের হৃদয় হইতে দূরে আসিয়া,—দেশের হৃদয়ের স্বর্ণ-সিংহাসন ত্যাগ করি নিজেই নূতন রাজ্য সৃষ্টি করিয়া, স্বনির্ম্মিত সিংহাসনে করিতেছে।

Anglo-Saxonএর King's English, জার্ম্মানের Minnesang.

Chaucer এই "King's English," "Nine Ro আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনিই ইংরাজী সাহি জন্মদাতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি যে সাহি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাই, শিল্পকলাকৌশলে

...য়া, অবশেষে Shakespeareএর হাতে পৌঁছিয়াছিল। ...rmany তে Chaucer এর মত কেহ জন্মগ্রহণ করেন ...ই। Germanyর ইতিহাসের মধ্যযুগে, Nebelungen ...Gurdrun এর গানের সহিত Boewulf এর তুলনা হয় ...। Germanyর চারণ Walter Von der Vogweide ...ও রাজসভার কবি ছিলেন, তবুও তাঁহার গানগুলিতে ...ীগ্রামের সুরই শুনিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এত ...ন ও অকৃত্রিম, যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের হৃদয়কেই ...রা সমানভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। ইহাদিগের তুলনায়, ...জী সাহিত্যের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গানগুলি ...ন্ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজকবিদিগের মধ্যে ...রা এ সময়ে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, ...াদের মধ্যে Walter Map ল্যাটিন্ ভাষায় কবিতা ...য়াছিলেন, এবং Langland যদিও একটি সুন্দর কবিতা ...য়াছিলেন, তবুও উহা অত্যন্ত দীর্ঘ ও অসম্বদ্ধ বলিয়া ...র প্রাণকে বিশেষরূপে স্পর্শ করে নাই। অপরদিকে ...rmanyতে Wolfram যে Romaunt of the Graal ...সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই বোধগম্য হইয়া, ...ের হৃদয়কেই স্পর্শ করিয়াছিল। Wolfram মধ্য- ...Teutonদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কবিতা— ...e greatest Teutonic poem of the middle ...'—মধ্যযুগে Teutonদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। ...কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি Germany তে কোন Chaucer ...হণ করেন নাই। যখন Chaucerএর অনুবর্ত্তী ...ন Chaucerএর Nine Royal ও King's ...lish এর পুষ্টিবিধান করিতেছিল, ঠিক সেই যুগেই ...নীতে "Minnesang," "Master Song"এ পরিণত ...ছিল। জার্ম্মানীতে সাহিত্যের উপর জনসাধারণের ...র আমরা প্রথম হইতেই দেখিলাম।

Wars of the Roses ও ইংরাজী সাহিত্যের দুরবস্থা

...Chaucerএর পর হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর ...জী সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। পঞ্চদশ ...র মধ্যভাগে ফরাসীদেশ হইতে ইংরাজগণ বিতাড়িত ...সমগ্র জাতি এই অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছিল। সাহিত্যের উন্নতি এ সময়ে অসম্ভব। কোন জাতি যদি একেবারেই বিধ্বস্ত হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের অশ্রুবিগলিত ধ্বনি শুনা যাইতে পারে। Ireland ও Walesএর সাহিত্য জার্ম্মানীর উপর ফরাসীর প্রভাব-বিস্তারের সময়ে জার্ম্মান-সাহিত্য, Polandএর সাহিত্য ও আমাদের সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য দেয়; কিন্তু যখন শুধু অপমান হইয়াছে, জাতিকে একবারে দাসখৎ লিখিতে হয় নাই, তখন জাতির এমন একটা দুঃসহ শোক হয় না যাহা সাহিত্যের ভিতর দিয়া ক্রন্দন-ধ্বনিতে ফুটিয়া উঠিবেই;—কাজেই সাহিত্যের সেরূপ পুষ্টি হয় না। ইংলণ্ডের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। তাহার পরই প্রায় ত্রিশ বৎসরব্যাপী গৃহবিচ্ছেদ ও যুদ্ধ,—Wars of the Roses.—ধনী ও ভূম্যধিকারিগণ যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত, কবিগণকে উৎসাহ দিবার তাঁহাদের অবসর ছিল না। কবিগণ জনসাধারণের সুখ-দুঃখকে অবজ্ঞা করিতেন; সাহিত্যে তাঁহাদিগের নূতন কিছু বলিবার ছিল না। শুধু Scotlandএ Dunbar, Gawain Douglas, Lyndsay ও Hennyson Chaucerএর সম্মান রাখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে Surrey ও Wyal Daub, Aridsto ও Petrarchকে অনুকরণ করিয়া দুই চারিটি সুন্দর প্রণয়-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী নহে—ইতালীয় সাহিত্যের প্রভাবই তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়।

নবশিক্ষা ও ধর্ম্মসংস্কার

তাহার পর, Renaissance ও Reformation. য়ুরোপের সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতে নবযুগের সূচনা। France, England ও Germany একই সঙ্গে Florence ও Rome নগরী হইতে প্রাচীন সাহিত্যের আলোক পাইয়াছিল। Luther প্রথম স্বদেশী ভাষায় Bible অনুবাদ করিলেন। Englandএ William Tyndale, Lutherএর অনুবাদের আদর্শ অবলম্বন করিয়া Bibleএর ইংরাজী অনুবাদ করিলেন। জার্ম্মানদিগের প্রার্থনা ও পদাবলী অনূদিত হইয়া Edinburg ও Londonএর গির্জ্জায় ব্যবহৃত হইত। জার্ম্মানজাতি Reformation ধর্ম্মসংস্কার-প্রবর্ত্তনে অগ্রণী হইয়াছিল; কিন্তু Renaissanceএ Germany সেরূপ-

ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই। ইতালীর Ariosto ও Tasso, Franceএর Mosot ও Rabelais, Portugalএর Camoeons,—এমন কি Spainএর Ercillaর নিকট Germanyর সাহিত্যিকগণ একেবারে হতপ্রভ।

Englandএরও সেই এক দশা। Englandএর বিশ্ববিদ্যালয়ে Colet, More এবং Erasmus যে প্রাচীন জ্ঞানের আলোক জ্বালাইয়াছিলেন, তাহা সমাজের ধর্ম্মান্দোলনের ব্যস্ততার মধ্যে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তাঁহার জাতভাই জার্ম্মানের মত শিক্ষাসংস্কার ও প্রাচীন বিদ্যা ছাড়িয়া ধর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত হইল। অবশেষে Elizabeth যখন ধর্ম্মের গোলমাল থামাইলেন, যখন সমাজে শান্তি আনিলেন, যখন—

".....Every man shall eat in safety
Under his own vine, what he plants and sings
The merry songs of peace to all his neighbours."

সমাজের শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অবশেষে Renaissanceএর সুফল ফলিল;—এমন ফলিল, যে য়ুরোপের অন্য দেশে সেরূপ ফলে নাই। কিন্তু সেই একই কথা,—কবিগণ সকলেই রাজসভার কবি—১৫৯০ হইতে ১৬১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে George Chapman, Daniel, Drayton, William Shakespeare এবং Raleigh লণ্ডনের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া Donne, Spenser ও Bensen লণ্ডন সহরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলেই রাজভক্ত, রাজার দয়ার পাত্র,—Courtiers. ইহাদের মধ্যে অনেকেই যে শুধু রাজভক্ত ছিলেন তাহা নহে,—Elizabethএর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যাঁহারা কোন কথা বলিতেন, তাঁহাদের উপর ইঁহাদের বিশেষ আক্রোশ ছিল। Puritanদিগকে Edmund Spenser পশু বলিয়াছিলেন,—'Blatant beast'. Raleigh রাণীর নিকট তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন। রাণী তাঁহাকে pension ও Irelandএ জমি দিয়াছিলেন। রাণীর অনুগ্রহ পাইয়া এরূপে অনেকেই Puritanদিগকে খুব বিদ্রূপ গালাগালি করিয়াছিলেন; কিন্তু Spenser, Shakespeare, Ben Jonson প্রমুখের প্রতি ইংলণ্ডকে অবশেষে সেই 'Blatant beast' Puritanদি গভর্ণমেণ্ট হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিল Spenser, Shakespeare যুগের পরবর্ত্তী যুগেই— ও পিউরিটানদিগের মধ্যে যুদ্ধ। শেষে Cromwel দলই জয়লাভ করিল। Elizabeth-যুগের সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইত, তবে প্রজাবিদ্রোহ ও প্রজার অনু অসম্ভব হইত।

অপরদিকে জার্ম্মান-সাহিত্য renaissance বিশেষ পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। জার্ম্মান-সা কলাকৌশল ছিল না। Sir Philip Syd সহিত জার্ম্মানীর Hans Sachsএর তুলনা করিলে, পুরুষ ও মুচীর সহিত তুলনা করা হয়। নাট্যকার মধ্যে দুই একজন স্বদেশী ভাষা ছাড়িয়া লাটিন্ লিখিতেন। দুই চারিখানি Shakespeare-নাট্য ভাষায় অনূদিত হইল; কিন্তু সেগুলিতে কাহারও মন না। জার্ম্মান জাতি কলাকৌশলের বিশেষ পক্ষপাতী বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াও তাহা হজম পারিল না।

Thirty Years War ও জার্ম্মান-সাহি হীনাবস্থা

সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভা জার্ম্মানীতে সাহিত্যের ঘোর দুর্দ্দশা। জার্ম্মা সময়ে Thirty years warএ বিধ্বস্ত হইল, Lut দেশে ধর্ম্মের স্বাধীনতা থাকিল না। Peace of phaliaতে জার্ম্মানী তাহার রাষ্ট্রনৈতিক একতা হ Louis XIVএর প্রভাবে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল। জীবনের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও অবনতি জার্ম্মানীর ছোট ছোট রাজগণ ফরাসীদিগকে করিতে লাগিল। ফরাসী সাহিত্যের অনুকরণে প্রাণহীন কৃত্রিম সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। শেষে সাহিত্যের আদর্শ, জার্ম্মান জাতিকে তাহার নিজের দিকে ফিরাইয়া আনিল। Lessing, Comeill Racine অপেক্ষা Shakespeareএর প্রভু করিলেন। গ্রীক ও ফরাসী নাট্যের অনুকরণে

তিনি জার্ম্মান-সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। Heine রসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'Lessing was the literary minius who freed our theatre from foreign '

উন্নতির সূচনা

Klopstock ও Weiland সেই সময়ে কবিতা লেন। উভয়েই বিদেশীয় প্রভাব স্পষ্ট বুঝা যায়,—ilandএ ফরাসী ও Klopstockএ ইংরাজী সাহিত্যের ব; কিন্তু বিদেশীয় প্রভাবের ভিতর দিয়া দুই জনের প্রীতি ও স্বদেশের আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি হয়। দুই জনের গানগুলি সার্ব্বজনীন। Milton-Paradise Lost ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণের পক্ষে নি Æneead অথবা Inferno; কিন্তু Paradise এর অনুকরণে লিখিত Klopstockএর মহাকাব্য নীন হইয়াছিল। Miltonএর মহাকাব্যের রচনা-র পরিণতি, Goetheর Hermann und Doro-। জার্ম্মানজাতিকে ইহা গভীরভাবে স্পর্শ করিতে ছিল,—'The revolutionary song of dise inspiring the song of a village during great revolution'—Hermann সম্বন্ধে একজন ক সমালোচক ইহা বলিয়াছেন।

URM UND DRUNG-প্রবর্ত্তক Herderএর লোকসাহিত্যালোচনা

ার পর জার্ম্মানীর সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা—m und drung. বিপ্লবের পূর্ব্বে অশান্তি ও লক্ষিত হয়। Herder এই বিপ্লবের প্রবর্ত্তক, he ইহার কেন্দ্র, এবং Schillerএ ইহার সমাপ্তি। ন জনেরই কবিতা, নাট্য ও কাব্য সার্ব্বজনীন;— নেরই সাহিত্যে জনসাধারণের সহিত সহানুভূতি, ারণের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রতি ভক্তি লক্ষিত হয়। Reliques of Ancient Poetry পাঠ করিয়া ও যুবক Goethe,—Alsatia কৃষকগণের নিকট গান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। Herder, কগণকে সবজাতিরই লোকসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলিয়া, কবিতার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তাঁহার কল্পনাশক্তি অসাধারণ ছিল; তাই তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক-সাহিত্য ও প্রাচীন কাহিনীগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রশংসা করিতে পারিয়াছিলেন। Herderএর প্রতিভা, লোক-সাহিত্য-চর্চ্চায় নিযুক্ত হইয়া, জার্ম্মানসাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি উহার সহানুভূতি ও অকৃত্রিমতাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। Herder য়ুরোপে লোকসাহিত্যের প্রধান-ভক্ত।

Goethe ও Schillerএর সার্ব্বজনীন সাহিত্য

Herder—Goetheর প্রথম বয়সের শিক্ষক। Schiller, Goethe অপেক্ষা দশবৎসরের ছোট। Goethe ও Schiller দুই জনেরই নাট্যে Shakespeareএর রচনাকৌশল লক্ষিত হয়; কিন্তু Goethe ও Schillerএ রাজভক্ত Shakspeareএর স্থান নাই। রাজভক্ত Shakespeare জনসাধারণকে শুধু বিদ্রূপ করিবারই জন্য তাঁহার রঙ্গমঞ্চে আনিতেন। Shakespeare তাঁহার A Midsummer Nights Dreamএ Theseus এবং তাঁহার পারিষদবর্গ ও Bottomপ্রমুখ প্রজাবৃন্দের শিক্ষা ও আদব-কায়দার যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন, তাহা রাণী ও তাঁহার মুষ্টিমেয় Courtier-গণের মনোরঞ্জক হইতে পারে; কিন্তু সমগ্রজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষে উহা অন্তরায় হয়। Goetheর Gotz von Berlichengen ও Schiller এর Robbersএ, Shakespeare জার্ম্মানীর আবহাওয়ায় প্রজাভক্তে পরিণত হইয়াছেন। প্রজাশক্তির উপর ভক্তি না থাকিলে Goethe ও Schiller কখনই Germanyতে সকলেরই পাঠ্য হইতেন না। এসম্বন্ধে একজন আধুনিক সমালোচক লিখিয়াছেন,—

"No poem of their great English contemporaries, neither of Wordsworth and Coleridge, nor of Byron and Shelley, has ever been chanted by children in London Streets, by peasants in English hamlets, remoulded in their mouths, as several of Goethe's and Schiller's are.

Goethe এবং Schillerএর কবিতার মত Wordsworth ও Coleridgeএর কবিতা রাস্তায় রাস্তায়, অথবা গ্রামের কুটীরে কুটীরে, গীত হয় নাই। আমরা Goethe ও Schillerএর সাহিত্যের শক্তিসম্বন্ধে, পরে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিব। এক্ষণে ইদানীন্তন ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি।

ফরাসী সাহিত্য ও রাষ্ট্রবিপ্লব

ফরাসী বিপ্লব, য়ুরোপে এক যুগান্তর আনিয়াছিল। Herder, ইহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার ও Reformation-এর সহিতে তুলনা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মার মহিমা প্রচার করিয়াছিল। মধ্যযুগের ধর্ম্ম-সংস্কার, মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে আর কোন ব্যক্তি বা অনুষ্ঠানকে মধ্যস্থ বলিতে অস্বীকার করিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব, সকল লোকের ঐক্য প্রচার করিল। চিন্তা হিসাবে Rousseau এই বিপ্লবের নেতা। তাঁহার Social Contract এর প্রথম বাক্য এই,—সকল মনুষ্য স্বাভাবিক ঐক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে সকল ক্ষেত্রেই সে পরাধীন—শৃঙ্খলাবদ্ধ। Rousseaur সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে ফরাসী জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছিল। Rousseau অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি যাহাই বলিয়াছিলেন, তাহা এমন সহজ সরল স্পষ্ট ও সোজা কথায় বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র য়ুরোপীয় সমাজে তাঁহার প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

Rousseaur প্রভাব

আমরা Rousseaur এই প্রভাব সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিব। Rousseaur মত জগতে কোন লেখক সমাজ ও জাতীয় জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই ক্ষমতা কি হইতে হইল? Voltaire তাঁহার জীবনেই অতিপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই স্বদেশের সব লোক সেই সময় ভাবিতেছিল; তাহাদের চিন্তাই তাঁহার সাহিত্যে ভাষা পাইয়াছে বলিয়াই তিনি অত শীঘ্র সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া পড়িলেন।" Rousseaur সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি দেশের চিন্তা শুধু নহে, ফরাসীজাতির শুধু অভাব ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সাহিত্যে যে ভাষা দি তাহা নহে, সমগ্র ফরাসীজাতির বহুবৎসরের সঞ্চিত বেদনা, যন্ত্রণা, সজীব হইয়া তাঁহার লেখনীকে চালাই লেখককে চিন্তা করিতে, ধীরভাবে যুক্তির সাহায্য অবসর দেয় নাই। এই কারণে Rousseaur অযৌক্তিকতায় পরিপূর্ণ; তবুও Voltaire-এর অপেক্ষা Rousseaur অযুক্তিতেই সমগ্র সমাজ উঠিয়াছিল। নিজে দারিদ্র্যের অসহ্য পীড়া যন্ত্রণা করিয়া, তিনি দীনদরিদ্রদের বাণীই জগতে প্র করিয়াছেন। Voltaire ধনী ছিলেন, রাজদরবারে সম্মান ছিল, বিভিন্নদেশের রাজাদের সহিত তাঁহার পত্র চলিত; Voltaire সৌখীন, বিলাসী; Vo theatre-ভক্ত,—তিনি একজন তথাকথিত সাহি সাহিত্যানুরাগী,—তিনি কেন দেশকে মা পারিবেন!—দেশকে যিনি মাতাইয়াছেন, তিনি রাস্তার লোক, ঘড়িওয়ালার ছেলে, চিরজীবনই কাটাইয়াছেন, যিনি ধনী ও বড় লোক মাত্রেরই অসম্মান ভিন্ন সম্মান পান নাই; কিন্তু গরীবলোক— লোকের নিকট হইতে যিনি অযাচিত প্রেম ও ভ পাইয়াছেন, যিনি বুঝিয়াছেন জগতের পবিত্র মহত্ত্ব তথাকথিত সভ্যসমাজ কর্ত্তৃক যাহারা ঘৃণিত, পদদলিত—সেই অত্যাচারপীড়িত জনসমাজের মধ্যেই আছে।

চরিত্রের এই মহত্ত্ব কি উপায়ে জাগ্রত করিতে হ —শিক্ষার দ্বারা। Voltaire যে শিক্ষাপ্রণালী করিয়াছেন, তাহাদ্বারা নহে। Voltaireএর শিক্ষা অনুসারে—সমাজের কতিপয় লোক খুব উচ্চশিক্ষ করিয়া বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান আলোচনাদ্বারা আপনাদের মনোবৃত্তির উন্নতিসাধন দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন; কিন্তু সমগ্র যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই থাকিবে। Rousseau সে শিক্ষা চাহিলেন না। Rousseaur ধনীলোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে শিক্ষা লাভ সে শিক্ষা অত্যন্ত দীন দরিদ্র রাস্তার লোকও পাইতে তাহা ব্যয়সাধ্য নহে—তাহা প্রকৃতির অযাচিত দান। Joseph Chenier—Rousseaur প্রণালী-

াই সমগ্র দেশবাসিগণের জন্য সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা তে চাহিয়াছিলেন। সে শিক্ষা যে শুধু সার্ব্বজনীন ও ব্যয়সাধ্য হইবে তাহা নহে,—সে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, াক ব্যক্তিতে এরূপ ভাব ও গুণ উদ্বুদ্ধ করা, র ফলে সে যাবজ্জীবন সমাজের উপযুক্ত সেবা তে সমর্থ হইবে। অত্যাচারপীড়িত সমাজে, অনৈক্যের এরূপ সেবা-ধর্ম্ম-মৈত্রীর বাণী-প্রচার দেশে প্রয়োজনীয় ছিল। সে সময়ে অসাম্য অনৈক্যেই ফরাসী-র গোড়াপত্তন ছিল। প্রথমে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে া, gentilehomme (ভদ্রলোক), routerne িলোক)-এ অনৈক্য; বিচারালয়ে অনৈক্য—ভূম্যধি-ও পাদরীদিগের জন্য এক প্রকার বিচার, জনসাধারণের ার এক প্রকার বিচার; করস্থাপনে অনৈক্য—ভূম্যধি-ও পাদরীদিগকে কর দিতে হইবে না, জনসাধারণে র সমস্ত ব্যয় বহন করিবে,—মাঠের ঘাস খাইয়া, এমন কি দরজার খিল পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া কর । সমাজে শুধু অনৈক্য নহে—অনৈক্যের উপর ন। ফরাসী ভূম্যধিকারীর ভূমি নাই, বিলাসভোগের িনি কৃষককে ভূমি বিক্রয় করিয়াছেন, অথচ তাঁহার র রহিয়াছে; তাহার জন্য তিনি কৃষককে বিনা শ্রমকে খাটাইয়া লইতেছেন, কৃষকের ক্ষেত্রে তিনি িকার করিতেছেন ও তাহার শস্য নষ্ট করিতেছেন। ভূম্যধিকারীর রাজদরবারেও বিশেষ সম্মান নাই; ারিশ্রমিক হিসাবে গ্রামের first citizen মাত্র; িনি অধিকাংশ সময়ে গ্রামে থাকেন না। তাঁহার ূন্য মাত্রায় আছে; অথচ সমাজে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য তাহার পর ফরাসী কৃষককে চার্চ্চকে tithe দিতে ; Voltaire দেখাইয়াছেন, চার্চ্চ তখন পবিত্রতা নহে, প্রতিমূর্ত্তি। এই অনৈক্য ও অত্যাচারের মধ্যে sseau তাঁহার সাম্যবাদ প্রচার করিলেন; তিনি ন,—মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই, সকলেই সমান, ই স্বাধীন, ধনী-নির্ধনে অনৈক্য, রাজাপ্রজায় া—তাহা আধুনিক সভ্যতার কুফল; রাজা---প্রজার মাত্র, প্রজাশক্তির অনুমোদনই রাজার শক্তি; ক্তি রাষ্ট্রের একমাত্র শক্তি, প্রজাশক্তির বিকার তাহার বিনাশ নাই, তাহা চিরন্তন, অবিনাশী, অনশ্বর। Le Contract Social-এ Rousseau এই প্রজাশক্তির উদ্বোধন-মন্ত্র গায়িলেন। অমনই গ্রামের কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিল, গাছের পাতা ছিঁড়িয়া Cockade তৈয়ারী করিল, কৃষকপত্নী যুদ্ধের পোষাক ও তাম্বু-শেলাই আরম্ভ করিল, বালকবালিকাগণ আহত-দিগের জন্য lint তৈয়ারী করিতে লাগিল; যাহারা রুগ্ন অথবা বৃদ্ধ, অস্ত্র ধরিতে অক্ষম, তাহারা গ্রামে গ্রামে ক্ষেত্রের কৃষকগণকে উৎসাহ দিতে লাগিল, অথবা গ্রামের কামারশালায় অস্ত্র তৈয়ারী আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে ৩ কোটি লোক মাঠ ঘাট হইতে বাহির হইল। অতীতের সমস্ত অপমান-অত্যাচারের হলাহল গণ্ডূষ করিয়া, ত্রিস্রোতা সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতার ভাব-গঙ্গা মস্তকে ধরিয়া দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্যপীড়িত সর্ব্ব-স্বান্তের জীর্ণ কন্থা পরিধান করিয়া, ফরাসী কৃষক প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার বিষাণ—la marseillaise, ডমরু, Vive la nation. কুমারী Jeanne d'Arcএর আত্মা প্রজাশক্তির রাক্ষসী স্ফূর্ত্তি লইয়া রণরঙ্গে ছুটিয়া আসিল। Bastile, Castle Archeve, Church চুরমার হইল। দক্ষ প্রজাপতি Louis XVI-এর মস্তক ভূমিবিলুণ্ঠিত হইল। ধনমান-গর্ব্বিত পাদরী ভূম্যধিকারীদের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। দেশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে প্রলয়-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নিতে Feudalism, Despotism ও Priestcraft ভস্মীভূত হইল। তাহার পর Reign of Terror, মৃত্যুর বিভীষিকা—Guillotine, মরণের উন্মত্ত কোলাহল, ধ্বংসের মহানন্দ। নিজ শক্তির মৃতদেহ স্কন্ধে ধরিয়া, Rights of man লইয়া ফরাসীজাতি সমগ্র য়ুরোপের সমর-ক্ষেত্রে ক্ষিপ্তের মত বাহির হইল। তাহার Viva la Republique ধ্বনিতে Czar, monarch, Emperor-এর সিংহাসন টলিল। এসিয়া, য়ুরোপ, আমেরিকা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মহাপ্রলয়ের সূচনা হইল। জগতে যিনি সংহারিণী লীলার প্রতিরোধ করেন, তিনি শেষে প্রলয়াবতারকে নিরস্ত করিলেন। ফরাসীজাতি যে Rights of man, যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা —প্রজাতন্ত্রের অধিকারের জন্য পাগল হইয়া জগৎকে তোলপাড় করিতেছিল, প্রজাপুঞ্জের সে মহাশক্তি

ভগবান্ খণ্ডবিখণ্ড করিলেন, মৃতদেহের বিভিন্ন অংশ জগতে ছড়াইয়া পড়িল। বিশ্বজগৎময় প্রজাশক্তির পীঠস্থান স্থাপিত হইল। যেখানে দক্ষরাজের অত্যাচার ও প্রজাশক্তির অপমান ও লাঞ্ছনা হইয়াছে, সেখানেই শক্তির উদ্বোধন হইয়াছে, প্রজাশক্তির পুরোহিত Rousseauর প্রভাব প্রতীয়মান হইয়াছে।

কৃষককবি Burns

Rousseau-কে অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়াছি। তাঁহার 'Rights of man'-তত্ত্ব, সমাজ ও রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তির প্রভাব-ঘোষণা য়ুরোপে যুগান্তর আনিয়াছিল।

ফ্রান্সে শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রজগতে যুগান্তর আনিল। ফরাসী-বিপ্লবের প্রারম্ভে ইংলণ্ডেরও যুগান্তর আসিবার উপক্রম হইল। Rousseau যে ঐক্যমন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বপ্রথম কৃষক-কবি Burns-এর ভাঙ্গা ভাষায় Scotlandএ উচ্চারিত হইল। "A 'man's a man for a' that', the rank is but the guinea's stamp, the man's the good for a' that"—ইহা Rousseauর 'All men are born equal'-এর স্কটলণ্ডীয় সংস্করণ। Burns মেঠো সুর ধরিয়া লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে তাঁহার গান রচনা করিতেন। তাঁহার গান-রচনার সময় অসময় ছিল না, তিনি কোন নিয়ম-কানুন আদবকায়দার ধার ধারিতেন না। মানুষ যেমন আপনার হৃদয়ের কথা সহজভাবে ব্যক্ত করে, কোন নিয়ম তাহার ভাবপ্রকাশকে বাধা দেয় না, Burns সেরূপ-ভাবে আপনার হৃদয়ের ভাবগুলি ব্যক্ত করিতেন। Burns নিজেই বলিয়াছেন, তিনি যখন গান ধরিতেন, তখন তাঁহার মনের ভাবগুলি এক সঙ্গে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিত, যতক্ষণ তিনি সেগুলিকে কোন রকমে কবিতায় সম্বদ্ধ না করিতেন, ততক্ষণ যন্ত্রণার সীমা ছিল না। Burns-এর গান শুনিলে আমরা একটি সরল ও নির্ভীক হৃদয়ের পরিচয় পাই, মানুষের কথা ভুলিয়া গিয়া তাহার আত্মার সন্ধান পাই, রূপ ছাড়িয়া ভাবের খেলায় মুগ্ধ হই। একজন ফরাসী সমালোচক Burns-এর কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'At last after so m... years, we escaped from the measured decla...ation, we hear a man's voice! Much better, ... forget the voice in the emotion which it ... presses, we feel this emotion reflected in ... selves, we enter into relations with a S... Then form seems to fade away and disapp... I will say that this is the great feature ... modern poetry; Burns has reached ... 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ','ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে ...—রূপ ও ভাবের এই নিত্যসম্বন্ধ যিনি ক্ষণেকের ... ঘুচাইতে পারেন, যাহার নিকট আমরা ভাবের খেলা, ... রূপ দেখিতে পাই, তিনিই প্রকৃত কবি। আমরা পূ... বলিয়াছি, Burns কৃষকের ভাষায় গান-রচনা করিয়াছি... Scotlandএর কৃষকের ভাষাই তিনি ব্যবহার করি... এবং কৃষকের দৈনন্দিন জীবন হইতে তিনি ... উপমা ও বিষয় নির্দ্ধারণ করিতেন। তাই তিনি কৃ... প্রাণকে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছি... কৃষকের সুখদুঃখের কথা বলিয়া,

See yonder poor, o'erlabour'd night
So abject, mean, and vile,
Who begs a brother of the earth
To give him leave to toil;
And see his lordly fellow-worm
The poor petition spurn
Unmindful, though a weeping wife
And helpless offspring mourn.

Man was made to mourn, কৃষকের ক্রন্দন ... করিয়া, তাহার মহত্ত্ব প্রচার করিয়া, তিনি জন-সম... অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে Romanticism ও আত্মসর্ব্বস্ব সাহিত্য

Burns-এর মত Wordsworth, Colerid... Southey ফরাসী-বিপ্লবের ফলে প্রজাশক্তির উ... সূচনায় প্রথমে অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু Burke ...র্দ্ধা করিয়াছিলেন, ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃগণ যখন সেই ... ও লুণ্ঠন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদের মন ...। কিন্তু ফরাসীবিপ্লব চিন্তাজগতে যে ব্যক্তির ...তার বাণী প্রচার করিয়াছিল, সমাজ বা রাষ্ট্রের ...শক্তি ব্যক্তির পদতলে মস্তক অবনত করিবে ..., যে ব্যক্তি-পূজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাতে ...rdsworth, Coleridge ও Southey এবং ...তঃ Byron এবং Shelley মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ...ই দেশের তখনকার সমাজ এবং সাহিত্যের আদর্শ ...চনাপ্রণালী আর মানিলেন না। সকলেই নিজেদের ... নূতন আদর্শ, নূতন নূতন মাপকাঠি তৈয়ারী ...লেন। কবি কোন বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতির বন্ধনে ...কে আর শৃঙ্খলিত করিবেন না। সমাজ ও ... জীবনে যে যুগান্তরের ফলে ব্যক্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত ...—সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি, নিয়ম, আইন, কানুন ...কে কেন্দ্র ও ব্যক্তিত্ববিকাশকেই উদ্দেশ্য করিয়া ...ত হইল, সাহিত্যক্ষেত্রেও সেই যুগান্তরের প্রভাব ...ত হইল। আপনার ভাবপ্রকাশই কবির প্রধান ...হইল, এমন কোন রচনাপদ্ধতি, কোন নিয়মকে তিনি ...বেন না, যাহা তাহাদের এই আদর্শের নিকট না ...ইয়া দেয়। কবির ভাবের সমাদর আরম্ভ হইল, ...র আদর কমিল। অতীন্দ্রিয় তুরীয়ের প্রতি ভক্তি ..., রূপ—ইন্দ্রিয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মিল। ইহার নামই ...manticism.

...Wordsworth প্রচার করিলেন, কবিতার ভাষা ...র দৈনন্দিন ভাষার মত সহজ ও সরল হওয়া চাই; ... কাজ—প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও দৈনন্দিন ...নী হইতে অন্তঃকরণের নিগূঢ় ভাবশক্তি প্রকাশ ... Byron-এর নিকট কবিতা—অস্ত্রস্বরূপ, সমাজের ... যুদ্ধ করিবার জন্য একটি ব্যক্তিকে সমাজের ...ন হইতে মুক্ত করিবার উপযোগী শাণিত তরবারি-...। Shelleyর নিকট কবিতা একটা সুন্দর অপরূপ ...রাজ্য গঠন করার উপায় মাত্র—সে রাজ্যে সমাজের ...—সুখদুঃখ নাই, আছে, শুধু স্বাধীনতা, পবিত্র প্রেম ও ...। তিন জনই প্রতিভাবান্, কবি, তিনজনই বর্ত্তমানের ...র অসম্পূর্ণ বন্ধনকে দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনজনই ব্যক্তিপূজার পুরোহিত। কিন্তু ইঁহাদের সকলেরই সাহিত্যের সহিত জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাঁহাদের সাহিত্য ব্যক্তিগত ছিল,—সমগ্র সমাজের চিন্তা ও কষ্টের উপর উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। আমরা এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য ও সমাজের বিয়োগ

তাহার পর একযুগ চলিয়া গিয়াছে। Shelley ও Byron-এর কবিতার আবেগ ও জ্বালার পরিবর্ত্তে এখন ধীর চিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণ আসিয়াছে। Landor ও Keatsএ যে শিল্প ও কলানৈপুণ্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা Mrs. Browning, Hood, Mathhew Arnold ও Proctor এর কবিতা-জীবনের ভিতর দিয়া অবশেষে Tennysonএর নিকট চরম উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছে। সকলেরই মধ্যে Wordsworthএর কল্পনা ও আত্মচিন্তা রহিয়াছে। Browning ও Swinburneএ গভীর চিন্তা-বিশ্লেষণের উৎকর্ষ-সাধন, Swinburneএ সমাপ্তি দেখা গিয়াছে। কবিতা যে পথে এতকাল ধীরভাবে অগ্রসর হইয়াছে, এখন তাহা সে পথের সীমানায় আসিয়া পৌছিয়াছে। আর ক্রমবিকাশের কারণ ও আয়োজন নাই। 'ততঃ কিম্' নাই। তাই এখন যাহা কিছু নূতন, দেশের এখনকার চিন্তা-জীবনের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা কিছু বিদেশের সরস নবীনতাপূর্ণ, তাহাই আদৃত হইতেছে। পুরাতন নিয়মে পুরাতন ধারায় ইংরাজী কবিতা আর বিকাশলাভ করিবে না।

আমরা যে সকল কবির নাম উল্লেখমাত্র করিলাম, তাঁহাদের সকলেরই কবিতা, নাট্য ও কাব্য ব্যক্তিগত ছিল, সমাজকে গভীরভাবে আন্দোলিত করিতে পারে নাই। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে poet-laureate-গণ রাজার সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপার তাঁহারা কেহই প্রচার করেন নাই। যখন Parliamentএর বক্তৃতায়, বড় বড় সহরের মহাসভায়, খবরের কাগজপত্রে, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বহুবৎসর ধরিয়া চলিল, তখন Rudyard Kipling তাঁহার কলম ধরিলেন। অথচ ইংরাজ-সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদর্শ—সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দ্বারা জগতে শিক্ষা ও ধর্ম্মবিস্তার;

—সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা সাম্রাজ্য-রক্ষার দ্বারা জগতে নিজেদের গৌরব অটুট রাখা।

জার্ম্মান জাতীয় জীবনের উপর Goethe ও Schillerএর প্রভাব—Aufklarung

জার্ম্মান-সাহিত্যে এ অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয় না, কারণ জার্ম্মানীতে সাহিত্যজাতির জীবন্তভাবের—প্রাণের প্রতিমূর্ত্তি। সেখানে জাতীয় আদর্শের সহিত সাহিত্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। সেখানে সাহিত্যের গতি সমাজের অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জার্ম্মান-সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের মত রাজসভায় ধনিগৃহে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিপুষ্ট হয় নাই। জার্ম্মান-সাহিত্যের প্রাণ জার্ম্মানজাতির হৃদয়ে। তাই যখন জার্ম্মান-সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবজীবন লাভ করিয়াছিল; তখন সমগ্র সমাজে এমন একটা আন্দোলন হইয়াছিল, যাহাতে জার্ম্মানজাতি একবারে নূতন প্রাণ পাইয়াছে। Schillerএর Robbers সমাজে একটা অভূতপূর্ব্ব আঁন্দোলন আনিয়াছিল। Byronএর Childe Harold ও Walter Scottএর Waverly নভেলের প্রভাবের তুলনা উহার সহিত করা যায় না। Schillerএর সহিত সমগ্র জার্ম্মানজাতি ভাবিল যে, স্বাধীনতা সহর হইতে এখন বনে নির্ব্বাসিত, এবং সকলেই দস্যু Karl Moorএর ন্যায় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। Schillerএর Cabale und liebeএ যখন তাহারা পড়িল, তাহাদের ঘৃণিত রাজা কিরূপে দুর্ভাগ্য সৈন্যদিগকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইবার জন্য ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন, তখন তাহারা রাষ্ট্র-সংস্কার জাতির প্রধান প্রয়োজন বলিয়া বুঝিল। তাঁহার Don Carlosএ যখন Marquis Posa বলিয়া উঠিল, Sire, give us freedom of Speech, তখন সমগ্র জাতির অন্তঃস্থল হইতে সে বাণী উচ্চারিত হইল। Schiller প্রভৃতি কবিগণই তখন জার্ম্মানজাতির হৃদয়ে জার্ম্মান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দুই জন নেপোলিয়নের বীরত্ব ও বাহুবল জার্ম্মানজাতির নিকট হইতে সে রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারেন নাই। Schillerএর আত্মাই অলক্ষ্যে Waterloo ও Sedon যুদ্ধক্ষেত্রে জার্ম্মান সৈনিকগণের জয়লাভের সহায় হইয়াছিল। প্রথমে নেপোলিয়ন, তাহারপর, দেশীয় রাষ্ট্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা পা... জন্য সমগ্র জার্ম্মান জাতি স্বাধীনতার যুদ্ধে যে সর্ব্বস্ব... করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ—জার্ম্মান-সাহি... সার্ব্বজনীন, এবং জাতীয় জীবনে এই সার্ব্বজনীন সাহি... প্রভাব।

Weimarism.

তাহার পর এক যুগ চলিয়া গিয়াছে। Goeth... Schillerএর যৌবনকালের নাট্যের আবেগ ও জ্বালার... সঙ্গে কলা ও শিল্পনৈপুণ্য আসিয়াছে। Goeth... Schiller, Weimarএ গিয়াছেন। Schlegel সুন্দর... Shakespeareএর অনুবাদ করিলেন। এদিকে Goet... Iphigenia ও Faust রচনা করিলেন। জার্ম্মান-ক... কারুকার্য্য, শিল্পনৈপুণ্য ও অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যের প... পাওয়া গেল।

গ্রীক সাহিত্যের সৌন্দর্য্য জার্ম্মান-সাহিত্যে Goe... Hermann and Dorothea ও Schillerএর Wil... Tellএ "classicism"এর পরাকাষ্ঠা প্রতিফলিত ... Weimarএ এই গ্রীকসাহিত্য পুনর্জ্জীবিত হইল। ... বিপরীত দিকে স্রোত ফিরিতে বিলম্ব হইল না। ... জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যে সম্বন্ধ শিথিল হইয়... তাহার প্রতিরোধ হইল।

আধুনিক য়ুরোপের সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ

আমরা পূর্ব্বে ইংরাজী সাহিত্যে Romanti... সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়া... Wordsworth, Shelley, Byron প্রভৃতি সা... যুগান্তর আনিয়াছিলেন, প্রচলিত রচনাপদ্ধতি ও ... ত্যাগ করিয়া তাঁহারা সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ... ভাবে সম্বন্ধস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ত... সাহিত্যে নূতন ভাব ও নূতন আদর্শ আনয়ন করিয়া... রূপের মোহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ভাবের খেলা... হইতে পারিয়াছিলেন, ভাষার পারিপাট্য অপেক্ষা ... মাধুর্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের স... সাহিত্য ব্যক্তিগত ছিল, কারণ তাঁহারা যে ভাবের... গঠন করিয়াছিলেন তাহার সহিত জাতীয় জীবনের ... সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। Burnsএর স...

...সামঞ্জস্য ছিল, Sturm und drungএর জার্ম্মান-সাহিত্যে ...সামঞ্জস্য ছিল; Wordsworth, Shelly ও Byron-... কবিতায় সে সামঞ্জস্য ছিল না। Goethe ও Schiller-... প্রথম যুগের কাব্যে ও নাট্যে সে সামঞ্জস্য ছিল, কিন্তু ...ethের Hermann and Dorotheaতে, Schiller-... William Tellএ, তাঁহাদের Weimanismএ সে ...স্য ছিল না। ইংলণ্ডে সে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা ...না। বরং অসামঞ্জস্য আরও বৃদ্ধি পাইল। পরের ...র সাহিত্য Mathew Arnold, Browning or ...inburneএর সাহিত্য দুই কারণে জাতির হৃদয় স্পর্শ ...তে পারে নাই,—প্রথমতঃ নবযুগের প্রারম্ভের কবিগণ ...র পারিপাট্য উপেক্ষা করিয়া যে সাহিত্যস্রোত প্রবাহিত ...য়াছিলেন, শেষে তাহার প্রতিরোধ হইল, ইংরাজী ...ত্যে পুনরায় ভাষার সমাদর, রূপের প্রতি অনুরাগ—...ssicism ফিরিয়া আসিল। দ্বিতীয়তঃ যে ভাবের রাজ্য ...রা গঠন করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ স্বপ্নের রাজ্যে ...ত হইল, ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি সে রাজ্য-...র একমাত্র উপাদান ছিল না, বাস্তব-জীবনের বন্ধন ও ...তা ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ...-জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল, ... মুক্তি অসম্ভব বলিয়া, নিরাশার অন্ধকার, অবশেষে ...phistophelesএর হৃদয়ের অন্ধকারের মত, সে ...কে ঘিরিয়া ফেলিল। নেতি নেতি, অবশেষে Scepti-...n, Nihilis in Pessimism, Social revolt—ধর্ম্ম, ... ও রাষ্ট্রে অবিশ্বাসে পরিণত হইল। আমরা সাহিত্য ...মাজের বিয়োগের চূড়ান্ত শেষে পাইলাম।

...gel কর্ত্তৃক Weimanismএর আত্মসর্ব্বস্বতার প্রতিরোধ

...ethe ও Schiller শেষ বয়সে জার্ম্মান-সাহিত্যে ...র পারিপাট্য, ও কারুকার্য্য—যে রূপের আদর—...icism, আনিতেছিলেন, "Romantiker"গণ তাহা ...সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। Schlegel Novalis, ...endorff ও Heine এই নূতন আন্দোলনের নেতা—...m und drung সাহিত্যিকগণের উত্তরাধিকারী। এই ...আন্দোলন অবশেষে—Heineএর সাহিত্যে তাঁহার নিজের দোষ নিজেই প্রকাশ করিল। অতাধিক আত্মম্ভরিত্বের ভারে সাহিত্য পঙ্গু হইয়া পড়িল। ব্যক্তির প্রবৃত্তির তাড়নায় সাহিত্য জর্জ্জরিত হইল। তখন Hegel তাঁহার বিশ্ব-বিজ্ঞান লইয়া সাহিত্যজগতে অবতীর্ণ হইলেন। ব্যক্তি নহে, ব্যক্তির প্রবৃত্তি নহে,—সমগ্র মনুষ্যজাতি, বিশ্বজগৎ,—বিশ্বমানবের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বিশ্ব-বিজ্ঞানের কেন্দ্র। Fichte ও Schellingএর যুগ চলিয়া গেল। ব্যক্তি এখন ভাবরাজ্যের কেন্দ্র হইবে না। Romanticismএর কুফল হইতে জার্ম্মান সমাজ ও সাহিত্য রক্ষা পাইল। দার্শনিক Hegel চিন্তা-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন। সমাজ, জাতি, ও বিশ্বমানবের আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

আধুনিক জার্ম্মান-সাহিত্য

তাহার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দেশে নূতন নূতন সমস্যা আসিয়াছে। সাহিত্যেও পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মান-সাহিত্যের জন্ম হইতে যে একটা সার্ব্বজনীন ভাব ছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। এখনও জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষাই সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে; শুধু ভাষা ও রচনাপ্রণালী, classicism আন্দোলনের ফলে, আরও মার্জ্জিত হইয়াছে; রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ফলে বর্ণনা আরও গভীর হইয়াছে। Realism আরও বিচিত্র হইয়াছে। আর এক বিশিষ্টতা বিশেষ লক্ষিত হইতেছে। জার্ম্মানীর ছোট ছোট রাজ্যে সাহিত্যের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তজ্জন্য জার্ম্মান-সাহিত্যের বৈচিত্র্য আছে। ইংলণ্ডের সাহিত্য ও চিন্তায় সেরূপ বৈচিত্র্য নাই। লণ্ডনই দেশের সমগ্র চিন্তা ও সাহিত্যের আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, মফঃস্বলের সমস্ত বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য মুছিয়া ফেলিতেছে। জার্ম্মানীর ছোট ছোট রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য-হেতু জার্ম্মান-সাহিত্য সতেজ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু মফঃস্বলের সাহিত্যের বিশেষত্ব সাহিত্যের রাজধানী Weimarকে অবজ্ঞা করে নাই।

Suddermann ও Hauptmannএর সাহিত্যে দরিদ্রের ক্রন্দন ও জাতীয় সমস্যা

এদিকে রাষ্ট্রীয় রাজধানী Berlinএ শ্রমজীবীদিগের সহিত ধনিগণের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদিগণ

Berlin এই তাঁহাদের মত প্রচার করিতেছেন। কবি ও নাট্যকারগণ সেই খানেই দরিদ্রের নির্যাতন, খৃষ্টান জগতে ধনীর অভিমান সমাজকে দেখাইতেছেন। Suddermann তাঁহার "Ehre und Heimat"এ তাহা সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন; Hauptmann "Weaver"দিগের দুঃখ-কাহিনী গাহিয়াছেন; মাতালের কন্যা "Hunnele"র করুণ ক্রন্দন সমাজকে শুনাইয়াছেন। জার্ম্মান-সাহিত্য দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এখন Social democrat-গণ খুব প্রবল হইতেছে।

জার্ম্মান-সাহিত্য—সার্ব্বজনীন

সমাজের সহিত—জাতীয় জীবনের সহিত জার্ম্মান-সাহিত্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে Luther সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া Schlegel বলিয়াছিলেন,—

"No other country in modern Europe has possessed so many remarkable, comprehensive, powerful and intellectually important *popular* writers as Germany. How inferior soever the higher classes of Germany may have been during same ages and those of other lands, or how late soever they may have attained to a fair standard of refinement: in no other country did *the people as a whole*, evince so great a degree of general mental power from the earliest times on record, or so much of that natural energy which lies in the depths of humanity."

ইহার যথার্থতা আরও প্রতীয়মান হইতেছে। একজন আধুনিক সমালোচক সম্প্রতি বলিয়াছেন, Germany presents the grandest example of what popular literature can do for a nation.

বাঙ্গালা সাহিত্যে Romanticism

য়ুরোপীয় সাহিত্যে Romanticism এর মত আমাদের সাহিত্যেও যুগান্তর আসিয়াছে। সাহিত্যে নূতন চিন্তা নূতন আদর্শ পৌছিয়াছে। জার্ম্মান-সাহিত্যে Sturm und drung এর কবিতার মত, ইংরাজী সাহিত্যে Wordsworth, Shelley, Byron এর কবিতার মত, বাঙ্গা… সাহিত্যের গীতিকাব্যে সমাজ-জীবনের সহিত ব্যক্তি… চিন্তার বিরোধ, ও তাহার ফলে অশান্তি ব্যাকুলতা… Sturm and drung—বিপ্লবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে… এই বিপ্লব-সাধনের ফলে, বাঙ্গালার সাহিত্য পর্ব্বত-গুহা… সুপ্ত নির্ঝরের মত নূতন আলোক পাইয়া স্বপ্নের মোহ ত্যা… করিয়াছে, এখন সে নূতন প্রাণে নূতন আশায় স… সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিতেছে

"আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা
আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।"

কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' আ… সাহিত্য-জগতে এই যুগান্তরের চিত্র প্রতিফলিত দেখি… পাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা Sturm and drung… অশান্তি ও ব্যাকুলতার পরিচয় পাই, Goethe র Wert… ও Schiller এর Robbers এর অশান্তি ও ব্যাকু… পাই, Wordsworth এর মত ক্লিষ্ট মানবাত্মার প্রকৃ… নিকট আত্মসমর্পণ পাই,—What man has m… of man পাই,—Byron ও Shelley র বিপ্লববাদ… নূতন করিয়া জগৎ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা পাই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আত্মসর্ব্বস্বতা

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা ভা… রাজ্য তাহার সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্য না… রবীন্দ্রনাথের ভাবের রাজ্য স্বপ্নের রাজ্য, Shelley… একটা Utopia। তাহার সবই সুন্দর, সবই মহৎ, শুধু… সজীব নহে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। "প্র… পরিশোধ," "অচলায়তনে" তিনি এক অপরূপ জগৎ গ… চেষ্টা করিয়াছেন; Goethe ও Schiller, Noval… Heine যে বস্তুর জগৎ গড়িয়াছেন, তিনি সে জগৎ গ… পারেন নাই; তাঁহার জগৎ স্বপ্নের জগৎ, তাহা… কল্পনায় ধারণা হইয়াছে মাত্র, জাতির হৃদয়ে স্থান পায়… তাঁহার "গোরায়" আমরা একটি সজীব বস্তুর জগৎ-গ… উপাদান পাইয়াছি মাত্র; সে উপাদানগুলি ব… করিয়া একটি সম্পূর্ণ বাস্তব-জগৎ এখনও গঠিত হয় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা

আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য ও নাট্যের এই অসম্পূর্ণতার …ই ভাষা ও রচনা-প্রণালী জটিল হইয়া পড়িতেছে, …লা সাহিত্যে Romanticism এর একজন নেতা Wordsworth, যে দৈনন্দিন জীবনের ভাব ও ভাষা কবির …বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহার উল্টা আমরা করি-…ছি। দৈনন্দিন জাতীয় জীবন হইতে দূরে থাকায় আমাদের …য় কৃত্রিম, পঙ্গু হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই …র্ণতার প্রধান কারণ,—কবিগণের ভাবপ্রবণতা, …সর্ব্বস্বতা, সাম্যকেন্দ্রকতা Egoistic subjectivity. …জগতের অভাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজেদের …র তৃপ্তিসাধন, অথবা উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, ইহার কারণ …দের সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থাহেতু আমাদের কর্ম্ম-…তার অভাব। তাই আমাদের সাহিত্য চিন্তার সহিত …বজীবনের বিরোধ কিছুতেই ঘুচাইতে পারিতেছে না। …কর্ম্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে, সাহিত্যক্ষেত্রে আর একবার …র আসিবে। তখন আমাদের সাহিত্য Shelley, …on এর সাহিত্যের মত শুধু একটা অশান্তি, একটা ব্যাকুলতা, একটা নূতন সমাজ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না; তখন সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লববাদের সহিত অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে, তখন চিন্তার সহিত বাস্তবজীবনের অতিসুন্দর সমন্বয়-সাধন হইবে, একটা নূতন জগৎ সৃষ্ট হইবে; জার্ম্মান-সাহিত্যের মত আমাদেরও সাহিত্য Goethe ও Schiller, Suddermann ও Hauptmann প্রভৃতির ন্যায় কবিগণ-সমন্বিত হইয়া একটা সজীব বাস্তব-জগৎ গড়িবেন; সে জগতে সমগ্র সমাজের দীন দরিদ্র ধনী মধ্যবিত্তদের অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত হইবে; তখন আমাদের সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইবে, দেশের হৃদয় দেশের প্রাণকে আন্দোলিত করিবে, মাতাইতে পারিবে এবং তখনই আমাদের কবিগণ "স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তি"-স্বরূপ আমাদের "বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের" পুষ্পাঞ্জলি পাইবেন।

স্বদেশে নূতন কর্ম্ম ও নূতন চিন্তার সূচনা হইয়াছে; স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তির স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠার আর বিলম্ব হইবে না।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

ভক্তের আহ্বান

…ভোমরা, তুই কত মধু আজ পিবিরে,
প্রাণভরা মধু, কত নিবি,
নে, নে, নে।
…বায়ু আজ বহে মধুরে,
…চাঁদে আজ কত মধু ঢালেরে,
মধুনদী বহে পরাণে,
ও মধু তুই কত নিবি,
নে, নে, নে।
মধু পিয়ে, ভোমরা আমার, নাচিবি,
…মাঝে, মধুকর, তুই ডুবিবি,
বিভোল হবি মধুপানে রে,
ও ভোমরা, তুই কত নিবি,
নে, নে, নে।
প্রাণে, দেখ্, কত মধু উথলে,
আয়রে, ভোমরা, তুই আয়রে সদলে,
নিমাই নিতাই সবে নিয়ে রে,
ও মধু তুই কত নিবি,
নে, নে, নে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

উদ্ভিদের স্নায়বিক উত্তেজনা

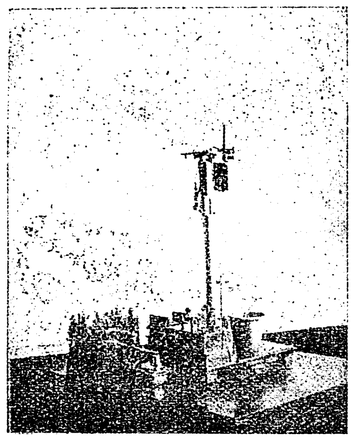

তরুলিপি যন্ত্র

লজ্জাবতী-লতার ছোট ডালে আঘাত করিলে কিছুক্ষণ পরে সেই আঘাতটা বাহিত হইয়া নিকটস্থ পাতার গোড়ায় গিয়া পৌঁছে এবং পাতাটিকে গুটাইয়া দেয়। প্রাণীর দেহে আঘাত করিলেও কিছুক্ষণ পরে আঘাতের উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছে এবং তাহাতেই প্রাণী বেদনা অনুভব করে। অবশ্য উদ্ভিদের দেহে উত্তেজনা-পরিবাহণে যে সময় যায়, প্রাণিদেহে তাহা লাগে না; কিন্তু একটু যে সময় লাগে তাহা বহু পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে স্থির হইয়াছে। ভেকের পায়ে চিম্‌টি কাটিলে এই উত্তেজনার প্রবাহ তাহার মস্তিষ্কে পৌঁছিতে এক সেকেণ্ডের এক শত ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। সময়টা খুবই অল্প বটে, কিন্তু ইহা অল্প বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

যাহা হউক, কি প্রকারে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইঁহারা প্রাণিদেহের উত্তেজনা-বহনের যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, উদ্ভিদ্-সম্বন্ধে তাহা প্রয়োগ করিতে চাহেন না। যে স্নায়ুজাল প্রাণিদেহকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তাহাই উত্তেজনার বাহক। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্‌গণ বৃক্ষাদির দেহে স্নায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কাজেই উত্তেজনা-বহনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া অপর

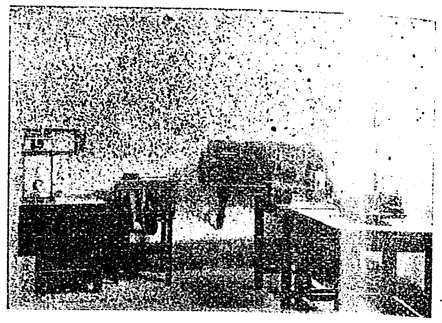

স্পন্দনলিপি-যন্ত্র

কথার অবতারণা করেন। ইঁহারা বলেন, আঘাত ক বৃক্ষের আহত স্থানের জলীয় অংশ আঘাতপ্রাপ্ত এবং ইহাতে যে জলের প্রবাহ হয়, তাহাই কোন গ লজ্জাবতী প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রমূলে পৌঁছিয় পাতা গু দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদ উত্ত প্রবাহ বাহিরের ব্যাপার, জীবনের ক্রিয়ার সহিত ত যোগ নাই। কিন্তু প্রাণিদেহে উত্তেজনার প্রবাহ শারীরিক ব্যাপার; দেহের ক্রিয়ার সহিত ইহা এ জড়িত। উদাহরণ চাহিলে ইঁহারা বলেন, প্রাণীর অঙ্গ ঈথর বা ক্লোরোফরম্ প্রয়োগে অবশ করিয়া ত চিম্‌টি কাটিতে আরম্ভ কর, চিম্‌টির উত্তেজনা প্র হইবে না, কাজেই বেদনাও অনুভূত হইবে না। লজ্জ বা অপর কোন লাজুক গাছের শাখা পোড়াইয়া বা ক্লো ফরম্ দ্বারা অবশ করাইয়া, উত্তেজনা প্রয়োগ কর, উত্তেজনা সেই সকল মৃত বা মৃতপ্রায় অংশের দিয়া চলিতেছে এবং দূরবর্ত্তী পাতাগুলিকে দিতেছে।

আমাদের স্বদেশবাসী পরমপণ্ডিত আচার্য্য জগদী বসু-মহাশয় উদ্ভিদে উত্তেজনার পরিবাহণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কএক বৎসর গবেষণা করিয়া তিনি সম্প্রতি প্রাণী ও উদ্ভিদের বহনে যে সকল সুন্দর ঐক্য দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। প্রাণীর দেহে যেমন উত্তেজনা বহিয়া বেড়ায়, উদ্ভিদ্‌দেহেও যে,

যুক্ত উত্তেজনা বহন করে, আচার্য্যবর তাঁহার তরুলিপি- দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আঘাত দিলেই জীব-দেহ সাড়া আরম্ভ করে না। আঘাত-প্রাপ্তির পরে উহা কিছুক্ষণ নিস্পন্দ অবস্থায় থাকে, পরে উত্তেজনাটা এক নির্দ্দিষ্ট বেগে দেহের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করে। প্রাণী ও উদ্ভিদ্ উভয়ই এই নিয়মের অধীন। বিজ্ঞানের ভাষায় এই নিস্পন্দ কালটিকে Latent Period বলে।

আমরা উহাকে "অনুভূতির কাল" নামে অভিহিত করিব। বৃক্ষের স্নায়বিক উত্তেজনার কাল-নির্দ্ধারণ করিতে অনুভূতি-কাল অগ্রে জানা প্রয়োজন।

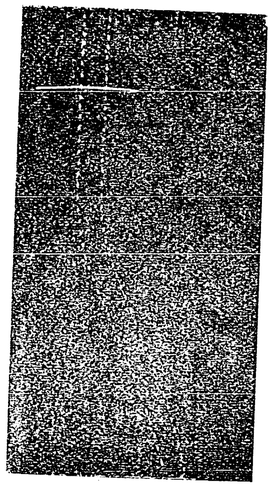

১ম চিত্র

প্রথম চিত্রখানি একটি লজ্জাবতীর শাখার অনুভূতি- জ্ঞাপন করিতেছে। তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনী যাহাতে সেকেণ্ডে এক শত বার আন্দোলিত হয়, লিপি- পূর্ব্বে আচার্য্য বসু মহাশয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া ন। কাজেই চিত্রে যে সকল বিন্দু সজ্জিত রহিয়াছে, রের ব্যবধানগুলি এক সেকেণ্ডের এক শত ভাগের ভাগ মাত্র সময় সূচনা করিতেছে। লম্বভাবে অবস্থিত উত্তেজনা-প্রয়োগের সময় জ্ঞাপন করিতেছে।

পাঠক চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিবেন, না-প্রয়োগের অব্যবহিত পরে লজ্জাবতী সাড়া দিতে আরম্ভ করে নাই; স্পন্দনশীল লেখনীটি লিপিফলকে একে একে দশটি বিন্দু অঙ্কিত করিলে গাছ সাড়া সুরু করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক সেকেণ্ডের এক শত ভাগের এক ভাগ সময়ে এক একটি বিন্দু অঙ্কিত হয়। কাজেই এখানে ঐ দশটি বিন্দু অঙ্কিত হইতে ১/১০ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয়, পরীক্ষিত লজ্জাবতীর শাখাটির অনুভূতি-কাল ১/১০ সেকেণ্ড।

এই হিসাবটি ঠিক্ হইল কি না নিঃসন্দেহে স্থির করিবার জন্য শাখাটিকে কুড়ি মিনিট বিশ্রামের অবকাশ দিয়া বসু-মহাশয় তাহারই দ্বিতীয় সাড়া অঙ্কন করিয়াছিলেন। চিত্রের নিম্নস্থ সাড়ালিপিটি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখানেও অনুভূতি-কাল ১/১০ সেকেণ্ড দেখা গিয়াছিল।

অনুভূতি-কাল নির্ণয়ের জন্য কেবল দুইটা পরীক্ষা করিয়াই আচার্য্য বসুমহাশয় ক্ষান্ত হন নাই; শত শত লজ্জাবতী-লতার নানা অবস্থার সাড়ালিপি অঙ্কন করিয়া তিনি অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাণীর দেহের উপরে ঋতুর প্রভাব যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু উদ্ভিদের দেহের উপরকার প্রভাবের তুলনায় তাহা যে, অনেক কম, বসুমহাশয় ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। গ্রীষ্মকালে গরমের দিনে লজ্জাবতীর অনুভূতিকাল খুব অল্প থাকে, কিন্তু শীতকালে যখন দেহের কোষগুলি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, তখন আঘাত-প্রাপ্তির অনেক পরে লজ্জাবতীর সাড়া পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া উত্তাপের দিনে, অবসন্ন করিলে বা উত্তেজক ঔষধাদি প্রয়োগে জাগ্রত করিলে অনুভূতি-কালের যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাও আচার্য্য বসুমহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। অবসাদ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি দেখিয়াছেন, লজ্জাবতীকে একবার আহত করিলে আঘাতের প্রভাব তাহার দেহে গ্রীষ্মকালে কুড়ি হইতে পঁচিশ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। এই কারণে প্রত্যেক আঘাতের পরে বিশ্রামের অবকাশ না দিলে লজ্জাবতী প্রকৃতিস্থ হয় না। অবসন্ন লজ্জাবতীর দেহে ক্রমাগত আঘাত করিতে থাকিলে তাহার সাড়া দিবার শক্তি কমিয়া আসে এবং শেষে তাহা অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

তাপ-প্রয়োগ করিলে আঘাত-অনুভূতির কাল কিপ্রকার দাঁড়ায়—আচার্য্য বসুমহাশয় তাহারও পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে দেখা গিয়াছে, তাপের পরিমাণে অনুভূতি-কালের

এই যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ "বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের -যন্ত্র" নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পরিমাণ কমিয়া আসে। একটি পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে ২৩ ডিগ্রি উচ্চতায় আঘাত পাইয়া যে শাখা ·১৬৫ সেকেণ্ড পরে সাড়া দিয়াছিল, তাহাই ৩৩ ডিগ্রি উচ্চতায় সাড়া দিতে ·৫৬৫ সেকেণ্ড অতিবাহন করিয়াছিল।

নানা ইতর-প্রাণী ও মানুষের দেহের স্নায়ুজাল কিপ্রকার বেগে উত্তেজনা বহন করে, মোটামুটি তাহা আমাদের জানা আছে। আচার্য্য বসুমহাশয় লজ্জাবতীর ন্যায় উদ্ভিদের দেহে কিপ্রকারে উত্তেজনার বেগ অবধারণ করিয়াছেন, এখন তাহা আলোচনা করা যাউক।

হিসাবটা অতি সহজ। মনে করা যাউক, যেন লজ্জাবতীর কোন ডালের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উত্তেজনা প্রয়োগ করা গেল এবং এই স্থান হইতে ডালের নিকটতম পাতার দূরত্ব যেন ছয় ইঞ্চি। এখন যদি উত্তেজনা-প্রয়োগের তিন সেকেণ্ড পরে ঐ পাতাটি বুজিয়া আসে, তবে বুঝিতে হইবে উত্তেজনাটি ছয় ইঞ্চি পথ গমন করিতে তিন সেকেণ্ড কাল ক্ষয় করিয়াছে; অতএব উত্তেজনার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে দুই ইঞ্চি মাত্র। কিন্তু ঠিক্ এই হিসাবে প্রকৃত বেগ-নির্ণয় হয় না। কারণ উত্তেজনা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা বৃক্ষদেহে চলিতে আরম্ভ করে না; প্রত্যেক গাছেরই যে একটা "আঘাত-অনুভূতির" (Latent Period) কাল আছে, তাহা অতিবাহিত হইলে উত্তেজনা চলিতে সুরু করে। এই কারণে উত্তেজনার বেগ-নির্ণয়ের চেষ্টার পূর্ব্বে আচার্য্য বসুমহাশয় তাঁহার তরুলিপি-যন্ত্র দ্বারা গাছটির আঘাত-অনুভূতির কাল স্থির করিয়া রাখেন। তা'র পর কোন নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছিতে উত্তেজনাটি যে সময় ব্যয় করিল, তাহা হইতে অনুভূতি-কাল বাদ দিয়া উত্তেজনার যথার্থ বেগ নির্দ্ধারণ করেন। দূরত্বকে সময়ের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিলেই বেগের পরিমাণ পাওয়া যায়। ডাক্তার বসু এখানেও সেই হিসাব করেন। উত্তেজনা-প্রদান ও সাড়া-প্রাপ্তির মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান থাকে, তাহা হইতে অনুভূতির কাল বাদ দেওয়া হয়; তা'র পরে, আহত স্থান ও সাড়া-প্রদানের স্থানের ভিতরকার ব্যবধানটিকে সময় দিয়া ভাগ দিলে, উত্তেজনার যথার্থ বেগ-নির্দ্ধারণ করা হয়।

বলা বাহুল্য, এই বেগ-নিরূপণ-ব্যাপারে গাছের নড়াচড়া পরীক্ষককে মোটেই লক্ষ্য করিতে হয় এবং কাগজ কলম লইয়া প্রকাণ্ড হিসাবেও বসিতে না। তরুলিপি-যন্ত্রের কম্পমান লেখনী লিপিফলকে সকল বিন্দুপাত করিয়া যায়, তাহা গুণিয়াই বৃ আঘাত-অনুভূতির এবং উত্তেজনা পরিবাহণের অতি সূক্ষ্মরূপে জানা গিয়া থাকে।

একটি লজ্জাবতী-বৃক্ষের উত্তেজনার বেগ-নি সময়ে বসুমহাশয় যে ছায়ালিপি পাইয়াছিলেন, চিত্রখানি তাহারই অবিকল প্রতিলিপি। এই পরী নিকটবর্ত্তী পত্র হইতে ত্রিশ মিলিমিটার অর্থাৎ সওয়া ইঞ্চি দূরে উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইয়া এবং তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনী যাহাতে প্রতি সে দশবার করিয়া লিপি-ফলক স্পর্শ করে, তাহার ব্য রাখা হইয়াছিল, অর্থাৎ যাহাতে দুইটি বিন্দুপাতের এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র ব্যয়িত হয়, যন্ত্রে তাহার ব্যবস্থা ছিল। চিত্রস্থ সাড়ার মধ্যে সর্ব্বনিম্ন সাড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত ক পাঠক দেখিবেন, উত্তেজনা-প্রয়োগের পর লেখনীটি বিন্দু অঙ্কন করিলে গাছের সাড়া সুরু হইয়াছে।

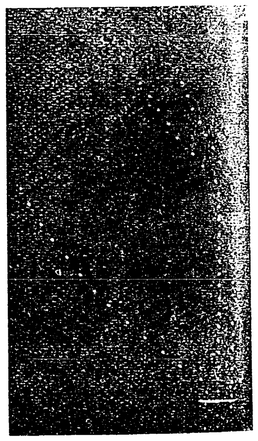

২য় চিত্র

দ্বিতীয় সাড়াটি ঐ বৃক্ষেরই আর একটা সাড়া প্রথম উত্তেজনা-প্রাপ্তির পর গাছটিকে পনের বিশ্রামের অবকাশ দিয়া এই সাড়া পাওয়া গিয়া দুই সাড়া-লিপির মধ্যে কি প্রকার সূক্ষ্ম ঐক্য রহিয়াছে, পাঠক চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বু

চিত্রের সর্ব্বোপরি সাড়া লিপিটি সেই বৃক্ষের একবারে নে আঘাত দেওয়ার সাড়া জ্ঞাপন করিতেছে। ত পাইবামাত্রই পাতা সাড়া দিতে আরম্ভ করে লেখনীটি ১½ °ম সেকেণ্ডে একবার বিন্দুপাত া পুনরায় অর্দ্ধপথে আসিবার সময়ে পাতা সাড়া করিয়াছিল। কাজেই এই ·১২ সেকেণ্ড সময়কে ত-অনুভূতির কাল বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। সাড়া-প্রদানের মোট সময় ১·৬২ সেকেণ্ড হইতে ত-অনুভূতির এই ·১২ সেকেণ্ড বাদ দিলে যে সেকেণ্ড অবশিষ্ট থাকে, সেই সময়েই উত্তেজনাটি মিলিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছিল বুঝা যায়। হিসাবে উদাহৃত লজ্জাবতী-লতার উত্তেজনা-লন-বেগ সেকেণ্ডে কুড়ি মিলিমিটার হইয়া দাঁড়ায়।

াচার্য্য বসুমহাশয় লজ্জাবতী-লতাকে বিচিত্র অবস্থায় া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শত শত পরীক্ষায় তাহাদের নার বেগ-নির্ণয় করিতেছেন, এবং প্রত্যেক গাছের পরীক্ষায় একই ফল পাইতেছেন। কিন্তু নানা একই গাছের উত্তেজনার বেগ পরীক্ষা করিতে গিয়া মধ্যে ঐক্য দেখিতে পান নাই। শীতকালে গাছ অবস্থায় থাকে, কাজেই এই অবস্থায় উত্তেজনা সহজে ভিতর দিয়া চলিতে পারে না। এই প্রকার প্রতিকূল র কোন কোন গাছের উত্তেজনার বেগ কুড়ি ীয়ের স্থলে চারি মিলিমিটারে নামিতে দেখা া গ্রীষ্মকালে গাছ সতেজ থাকে, এই অবস্থায় কোন গাছ প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ মিলিমিটার বেগে না বহন করিয়াছে।

ত্তেজনার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত পরিচালন-বেগের কোনও ন হয় কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আচার্য্য,বসু-অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা , দুর্ব্বল ও নিস্তেজ গাছ মৃদু উত্তেজনা অপেক্ষা প্রবল ই দ্রুত বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রবল ার পুনঃপুনঃ তাড়নায় তাহাদের দুর্ব্বল দেহ সতেজ পড়িলে, যে মৃদু উত্তেজনায় পূর্ব্বে কোন সাড়া য় নাই, তাহাই সাড়া দেওয়াইতে আরম্ভ করে। দেহের ভিতর দিয়া উত্তেজনার পরিচালনা যদি ক্রিয়ার সহিত জড়িত থাকে, তবে শরীরের অবস্থান্তরের সহিত উত্তেজনার পরিচালন-বেগের হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। উত্তেজনার পরিচালন যে, সত্যই শারীর ক্রিয়ার সহিত জড়িত, পূর্ব্বের পরীক্ষাগুলির বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাপ-প্রয়োগে বৃক্ষের উত্তেজনা-পরিবাহণ-বেগের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া আচার্য্যবর এই ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট করিয়া দিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আধুনিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ গাছের ভিতর দিয়া উত্তেজনার প্রবাহকে বৃক্ষের রসের পরিচালনা বলিয়া থাকেন। যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহা হইলে তাপের ন্যূনাধিক্যে উত্তেজনা-বেগের কোনও পরিবর্ত্তন না হইবারই কথা; কারণ কেবল বৃক্ষের জীবনের ক্রিয়ার উপরেই তাপের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষায় তাপদ্বারা পরিবাহণ-বেগের সুস্পষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। শীতকালে ২২ ডিগ্রি উত্তাপে যে লজ্জাবতী গাছ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় সাড়েতিন মিলিমিটার বেগে উত্তেজনা বহন করিয়াছিল, ৩৩ ডিগ্রি উত্তেজনায় তাহাকেই প্রতি সেকেণ্ডে ৯ মিলিমিটার বেগে উত্তেজনা পরিবাহণ করিতে দেখা গিয়াছে। আচার্য্য বসুমহাশয় তাপবৃদ্ধির সহিত পরিবাহণ-বেগের বৃদ্ধির এই সম্বন্ধটা শত শত পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন।

আচার্য্য বসুমহাশয় পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাগুলি দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেও যে, উত্তেজনার চলাচল দৈহিক ক্রিয়ায় হইয়া থাকে, তাহা তিনি আরও অনেক পরীক্ষাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকের বোধ হয় অবিদিত নাই, প্রাণিদেহের স্নায়ু ও পেশীতে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত (Cathode) সংলগ্ন করিবামাত্র দেহে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ব্যাটারির অপর প্রান্তের স্পর্শে এই প্রকার উত্তেজনা দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, এই উত্তেজনাকে কখনই যান্ত্রিক উত্তেজনা বলা যাইতে পারে না। যাহা যন্ত্রবৎ চলে তাহা, ধন (Positive) বা ঋণ (Negative) বিদ্যুতের খবর রাখে না; কিন্তু যখন প্রাণী বা উদ্ভিদের মত বস্তু বিচার-আচার করিয়া প্রযুক্ত শক্তিতে সাড়া দেয়, তখন বুঝিতেই হয়, এই ব্যাপারের সহিত জীবনের ক্রিয়া বর্ত্তমান। যাহা হউক প্রাণীর স্নায়ু ও পেশীর উপরে বিদ্যুত্যের যে-

সকল ক্রিয়া আমাদের সুপরিচিত রহিয়াছে, আচার্য্য বসুমহাশয় উদ্ভিদেও সেই সকল কার্য্য দেখিয়াছেন।

উদ্ভিদের দেহে স্নায়ুজাল নাই এবং আঘাতের প্রভাবে জলের প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পাতাগুলিকে গুটাইয়া দেয়, এই প্রচলিত সিদ্ধান্তটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, মৃদু আঘাতে লজ্জাবতীর মত লাজুক বৃক্ষ সাড়া দিতে পারে না। কারণ মৃদু আঘাতে উদ্ভিদের দেহে জলের প্রবাহ উৎপন্ন হয় না, কাজেই পাতায় জলের ধাক্কা পৌঁছায় না। কিন্তু আচার্য্য বসুমহাশয় শাখায় অতি মৃদু বৈদ্যুতিক আঘাত প্রদান করিয়া লজ্জাবতীকে সাড়া দিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার এই পরীক্ষায় প্রযুক্ত বিদ্যুতের প্রবাহ এত অল্প ছিল যে, সাধারণ উপায়ে তাহার অস্তিত্ব বুঝা যায় নাই, অথচ তাহাই বৃক্ষে প্রয়োগ করিবামাত্র সাড়া আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাণিদেহের ন্যায় উদ্ভিদ্‌দেহেও স্নায়ু মণ্ডলীর দ্বারা যে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়, ইহা দেখিয়া আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি।

প্রাণিদেহে Induction Coil প্রভৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যুতের আঘাত দিতে থাকিলে তাহাতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি দেহটিকে গরম করা যায়, তাহা হইলে উত্তেজনার পরিমাণ বাড়িয়া চলে, এবং ঠাণ্ডা দিলে তাহা কমিয়া আসে। বৈদ্যুতিক আঘাত অবিচ্ছিন্ন হইলে কিন্তু এই কার্য্য দেখা যায় না; তখন তাপ প্রয়োগে উত্তেজনা কমিয়া আসে এবং ঠাণ্ডায় তাহাই বাড়িয়া যায়। এই ব্যাপারটিকে প্রাণিদেহেরই বিশেষত্ব বলিয়া জানা ছিল, এবং ইহার সহিত জীবনের ক্রিয়া যে জড়িত আছে তাহা প্রত্যক্ষ বুঝা যায়। তাপ ও শৈত্য প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক তাড়না দিলে উদ্ভিদে কি ফল উৎপন্ন হয়, তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য বসুমহাশয় পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং পরীক্ষায় তিনি উদ্ভিদ্‌দেহকে প্রাণিদেহেরই মত সাড়া দিতে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং উত্তেজনার পরিবাহণ-ব্যাপারটা প্রাণী ও উদ্ভিদে যে মূলে এক, তাহা আর অস্বীকার করা যাইতেছে না।

প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ্‌গণ লজ্জাবতীর শাখায় বিষপ্রয়োগ করিয়া তাহাতে উত্তেজনা-পরিবাহণ-শক্তির হ্রাস দেখিতে পান নাই। বিষপ্রয়োগে দেহ বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও উদ্ভিদে উত্তেজনার পরিবাহণ দেখি তিনি মনে করিয়াছিলেন, উদ্ভিদে উত্তেজনার বাহণ একটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাপার অর্থাৎ উদ্ভি দৈহিক ক্রিয়ার সহিত ইহা একবারে সম্বন্ধ-বর্জ্জি সম্বন্ধ থাকিলে বিষপ্রয়োগে উদ্ভিদের দেহের বিকৃ সঙ্গে সঙ্গে উহার উত্তেজনা-পরিবাহণ শক্তির পরি ঘটিত। প্রাণীর কোমল দেহে বিকৃতি আনিতে হ যে পরিমাণ বিষপ্রয়োগের প্রয়োজন, কঠিন বর্ম্মে আ উদ্ভিদ্‌দেহকে বিকার-গ্রস্ত করিতে হইলে যে, অ অধিক বিষের প্রয়োজন, একজন বৈজ্ঞানিক এই ক হিসাবের মধ্যে আনেন নাই। আচার্য্য বসুমহাশয় লজ্জা দেহে অধিক পরিমাণে তুঁতে (Copper Sulpha পোটাসিয়ম্ সাইনাইড এবং মার্কিউরিক্ ক্লো প্রভৃতি বিষ প্রয়োগ করিয়া তাহাতে প্রাণীর অনুরূপই কার্য্য দেখিয়াছেন।

তুঁতের জল প্রয়োগ করায় লজ্জাবতীর উ পরিবাহণ-শক্তি কি প্রকারে কমিয়া শেষে একবা

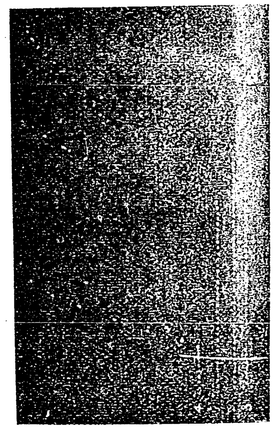

৩য় চিত্র

প্রাপ্ত হইয়াছিল, তৃতীয় চিত্রে পাঠক তাহার পাইবেন। পত্রবৃন্ত হইতে ত্রিশ মিলিমিটার দূরে প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং পত্র ও উত্তেজনা- স্থানের ঠিক মধ্যদেশে তুঁতের জল দেওয়া হ তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনী যাহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ফলকে এক শতটি বিন্দু অঙ্কন করে, আচা মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা রাখি

ভারতবর্ষ

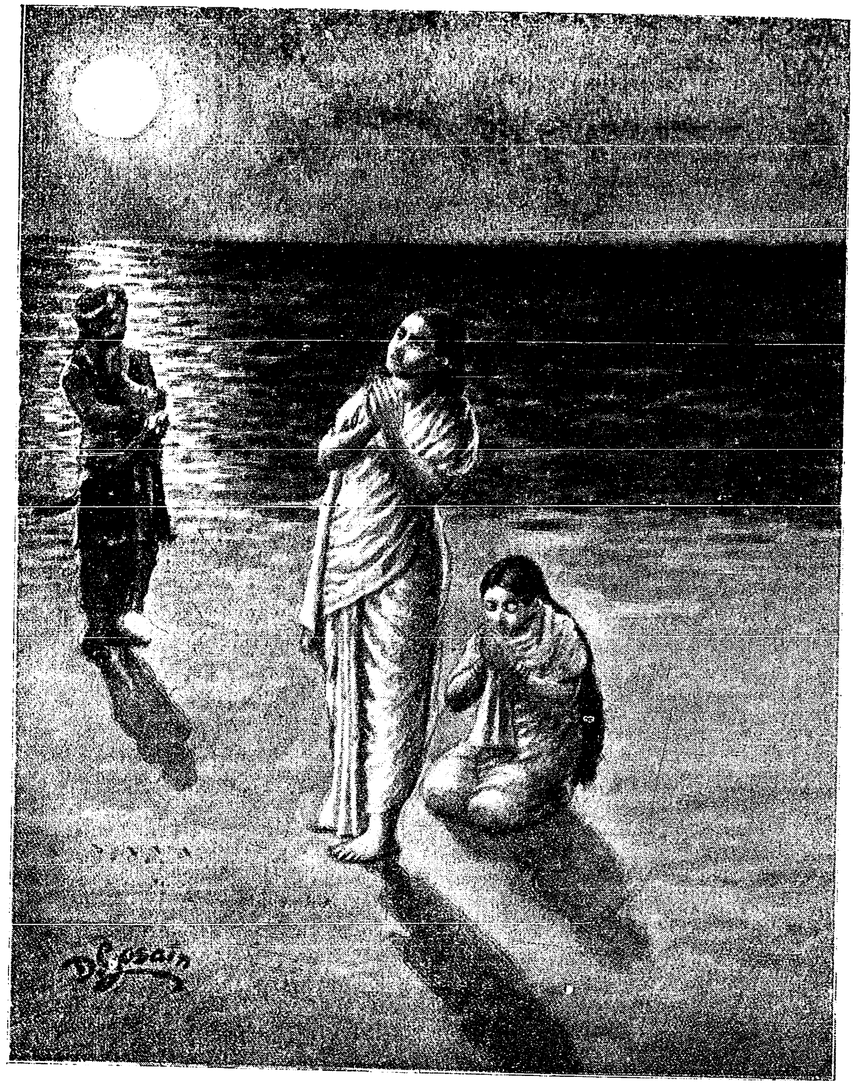

"হেরিল কে ছায়াময়ী লুটাইছে তাহারি চরণে !"
—জয়দেব।

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র কুমার গোস্বামী]

Color Blocks & Printings by K. V. SEYNE & Bros. CALCUTTA

ছেই চিত্রের দুইটি পাশাপাশি বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থান এক সেকেণ্ডের এক শত ভাগের এক ভাগ মাত্র জ্ঞাপন করিতেছে। বিষপ্রয়োগের পূর্ব্বে ছুটি যে প্রকারে উত্তেজনা বহন করিত, চিত্রের (১) হ্নিত অংশটি তাহাই প্রকাশ করিতেছে। চিত্র দেখিলেই ঠক বুঝিবেন, উত্তেজনা-প্রয়োগের পর সাতাইশটি বিন্দু হিত হইলে সুস্থ উদ্ভিদ্‌টির পাতার গোড়ায় উত্তেজনা ছিয়াছিল। কুড়ি মিনিট কাল তুঁতের জল প্রয়োগ ার পরে, সেই শাখা দিয়া উত্তেজনাটি কি প্রকারে পরি- হিত হইয়াছিল, চিত্রের (২) চিহ্নিত অংশে তাহা পিবদ্ধ রহিয়াছে। পাঠক দেখিবেন এখানে পরিবাহণ- ক্তি কমিয়া আসিয়াছে। সেই ত্রিশ মিলিমিটার পরিমিত র যাইতে উত্তেজনাটি এখন দশ ঘর অধিক সময় গ্রহণ রিতেছে। আরও কুড়ি মিনিট ধরিয়া তুঁতের জল য়োগে পরিবাহণশক্তি কি প্রকার হইয়াছিল, পাঠক তাহা ত্রের (৩) চিহ্নিত অংশে প্রত্যক্ষ করিবেন। এই অবস্থায় তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনী কেবল সরল রেখা-ক্রমে বিন্দুপাত করিয়াই চলিয়াছিল, উত্তেজনা পত্রমূলে পৌঁছায় নাই।

পূর্ব্বোক্ত তুঁতের পরীক্ষার ন্যায় পোটাসিয়ম্—সাইনাইড প্রভৃতি বিষ প্রয়োগ করিয়াও আচার্য্য বসুমহাশয় উত্তেজনা পরিবাহণের পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সকল গুলিতেই পরিবাহণ-শক্তির ক্রমিক ক্ষয় এবং শেষে তাহার সম্পূর্ণ লোপ দেখিয়াছেন।

পিচ্‌কারির হাতলে ঠেলা দিলে তাহার ভিতরের কল যেমন চাপ বহন করিয়া লইয়া যায়, উদ্ভিদের উত্তেজনা বহনটাও সেই প্রকার চাপের বহন, এই প্রচলিত সিদ্ধান্তটি যে, কত ভ্রমপূর্ণ আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাসিদ্ধ আবিষ্কারগুলির সাহায্যে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। প্রাণিদেহে যে প্রকারে উত্তেজনা বাহিত হয় উদ্ভিদ্‌দেহেও যে, সেই প্রকারেই উত্তেজনা চলা ফেরা করে, তাহা এখন স্বীকার করিতেই হইতেছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

জয়দেব

উত্তরিল স্বর্গ-দ্বারে গৌরকান্ত সুন্দর কিশোর
ণ্ড কমণ্ডলুধারী ব্রহ্মচারী তরুণ ভাস্কর ;
বারীন্দ্র উন্মাদ শঙ্খে উদ্বেলিয়া নন্দিল তাহারে
ন্দ্রনীল হিন্দোলাতে দিল দোল ফেন পুষ্পহারে—
ন্তর-মন্থন সনে মিশে গেল জগৎ-মন্থন,
কিয়া এনেছে তারে কে অজানা আপনার জন !

বিরাট্‌ মন্দির-চূড়া, ছায়া যা'র পড়ে না ভূতলে,
ানমগ্ন ব্রহ্মচারী লুটাইল সিংহদ্বার তলে ;
দ্ধ তার বহির্নেত্র, মৃত্যুমুক্ত অনন্ত-জীবন—
রত্ন-বেদীর'পরে অন্তরঙ্গ পূর্ণ সনাতন,
র্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরূপোত্তম,—
গত্য নিখিল প্রাণী তরুলতা স্থাবর জঙ্গম।—

কিশোর সেদিন হ'তে রহিল সে দেব-পুরীমাঝে,
হরিবাসরের বীণা সদা তার সুধাকণ্ঠে বাজে।

সে এক বরদা রাত্রি, পদ্মাসনে ধ্যান-নিরুচ্ছ্বাস
বসে' আছে ব্রহ্মচারী—নিমীলিত নয়ন-পলাশ—
আচম্বিতে পার্শ্বে তার উঠে বাণী দেউল-প্রাঙ্গণে—
কে ওই কহিছে ধীরে, কণ্ঠ-স্বর কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে—
"থাক, বৎসে, পদ্মাবতি, খোলা হেথা মুক্তির দুয়ার,
হেথা তোর চিরপ্রিয় হরিপূজা কর্ মা আমার।"

কোথা সে পরশমণি ? শ্রান্ত প্রাণ পিপাসা-কাতর—
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস চেতনার উদ্বেল সাগর
মিশে গেল তন্দ্রাঘোরে—পদ্মাবতী হেরিল স্বপন—
মরুৎ-ডমরু-মন্দ্রে উতরোল অম্বুধি-গর্জ্জন,

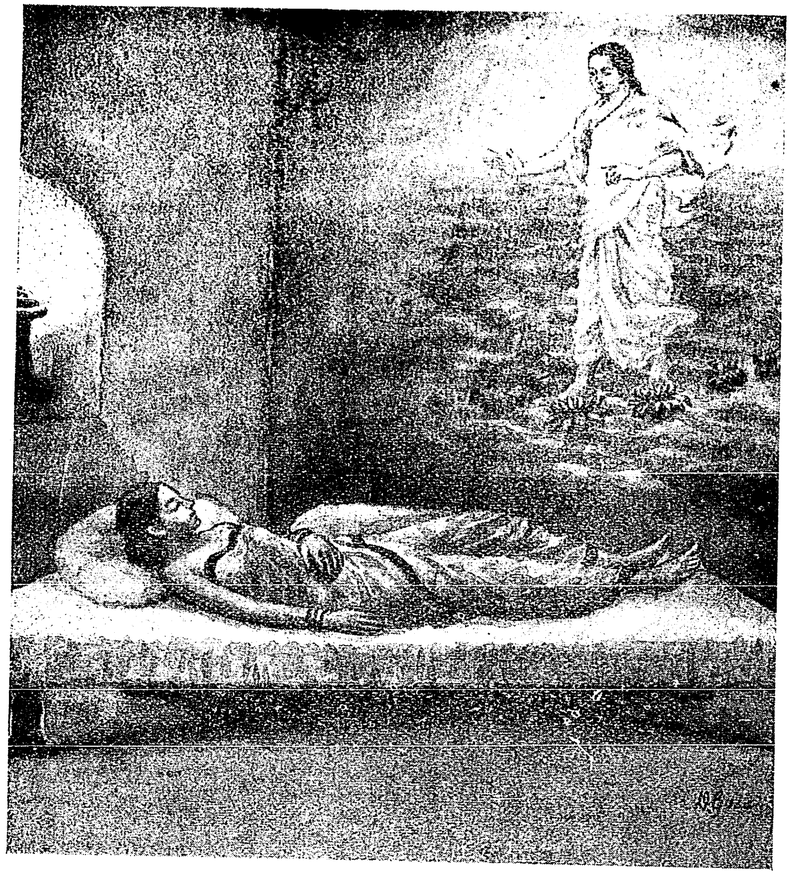

পরিব্যাপ্ত জলে স্থলে নিশীথের নয়ন-কজ্জল,
ক্ষিপ্ত নভে জলস্তম্ভ, সংজ্ঞাহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
সে প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে অর্দ্ধমগ্না উন্মাদিনী প্রায়
একান্ত আগ্রহভরে প্রাণ তা'র কা'র পানে ধায় ?—
সহসা ও কার মূর্ত্তি ? ঘিরিয়াছে জ্যোতির বলয় —
পদ-ক্ষেপে ফেনবিম্বে ফুটে উঠে লক্ষ কুবলয় ।

স্বপ্নভঙ্গে দেখে বালা—শেষ রাত্রি রত্ন-তারকিতা
অলকে চন্দ্রের লেখা চেয়ে আছে যেন চিত্রার্পিতা ;
নিস্পন্দ মন্দির ব্যোম উথলিছে রজত তুফান,
অদূরে পড়িল চক্ষে ব্রহ্মচারী—মূর্ত্ত যেন ধ্যান—
না না এত স্বপ্ন নয়, ভালতটে মূর্চ্ছিত চন্দ্রিকা—
অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ দেবনেত্রে ব্রহ্মতেজঃ শিখা
বিস্ময়ে শুনিল পদ্মা দিব্য বাণী ভরে দেবালয় —
'ভক্ত ব্রহ্মচারী সনে কর, বৎসে, চিত্ত-বিনিময় ।'

রজনী প্রভাতকল্পা—উদয়ের দেবতার পানে
চেয়ে আছে পদ্মাবতী—কুন্দকলি লুটায় পাষাণে !
ঘিরি' তারে প্রশ্ন করে জনতার নীরব রসনা
অকস্মাৎ পুরী মাঝে ওঠে রাজতূরীর ঘোষণা—
নবীনা কুমারী মূর্ত্তি নিরখিয়া মন্দির-দুয়ারে,
বিস্মিত অন্তরে রাজা সসম্ভ্রমে সুধাইল তা'রে—
"কাহার দুলালী তুমি ? হে নলিনি, কোন্ কূল হ'তে
নিশি শেষে, বৃন্ত ছিঁড়ে, ভেসে এলে নীল সিন্ধু-স্রোতে ?

উত্তরিল পদ্মাবতী—নত করি সজল নয়ান—
"জনক জননী মোর যতদিন ছিল নিঃসন্তান
করিল মানসঋণ পরশিয়া আরাধ্য-চরণ
'পুত্র হোক্, কন্যা হোক্ দেবতারে করিব অর্পণ—
তার পরে, রাত্রিশেষে হেথা বসি' শুনি স্বপ্নবাণী
দেবতা কহেন মোরে 'ধর বৎসে, ব্রহ্মচারি-পাণি।

...কিছুই বুঝি না আমি—শঙ্খ ভরি সঙ্কল্পের নীরে
...আনন্দের ধূপগন্ধে বসে আছি ধ্যানের মন্দিরে ।
...নিয়া পদ্মার কথা পুরীরাজ ভাবে মনে মনে—
...আজিও জানিনি বালা লুকাইতে লাজের বসনে,
...নস-বসন্তোদয়ে বিকশিত প্রসূন-পসরা—
...জনার বাহুপাশে অকুণ্ঠিতা দিতে চায় ধরা—
...রঙ্গিয়া অঙ্গরাগে যৌবনের অনঙ্গ অনল
...গের গোলাপ-বাগে ব্রহ্মচর্য্য করিবে নিষ্ফল !

...হে রাজা—"হে কুমারি র'বে তুমি দেবপুরী মাঝে,
...ব্রতে মনঃপ্রাণ নিবেদিয়া দেবতার কাজে ।"
...দেশে পদ্মাবতী রহে সেথা—কিন্তু তার চিতে
...চারি-মুখকান্তি জাগে নিত্য জাগ্রতে সুপ্তিতে ।
...জনে আঁখিজলে ভেসে যায় পূজা-আয়োজন—
...থা কূল, কোথা ফুল কারে দেয় তুলসী-চন্দন !
...মন্ত্র ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দেয় সিন্ধুর খেলায়,
...র বারে কূল পানে ফিরে আসে বেলা-বালুকায়,
...শ্রান্ত চাহিয়া দেখে দূরান্তরে নিখিল উৎপলে
...ভাতী গায়ত্রী মূর্ত্তি অর্দ্ধোদিত বালার্কমণ্ডলে !
...ভাবিছ পদ্মাবতী ? কা'র কোলে এমনি করিয়া
...মানবের ঊর্ম্মি রাত্রিদিন পড়ে আছাড়িয়া ?
...রে কি গো পঁহুছিতে ধ্রুবকূলে মেরু-পরপারে—
...র আসে নিরুপায় কামনার অন্ধ কারাগারে !

...গেছে 'স্বর্গদ্বারে' সর্ব্বরীর স্বপন-তোরণ,
...উঠে ব্রহ্মচারী, ছায়াপথে শিহরে মূর্চ্ছন—
...পয়োধি-জলে জয় জয় জগদীশ হরি,
...প্রায় বেদত্রয় উদ্ধারিলে মীনরূপ ধরি' ।
...কূর্ম্ম অবতারে সুবিপুল পৃষ্ঠে আপনার
...রে বহিলে প্রভু সসাগরা ধরণীর ভার !—"
...তে গাহিতে কবি অকস্মাৎ চাহিল পিছনে,
...কে ছায়াময়ী লুটাইছে তাহার চরণে,
...ঙ্গীকৃতবাসে শতবার করিছে প্রণতি—
...দাঁড়ায়ে আছে চিন্তা-মৌনী পুরীর নৃপতি ।

...রাজা—'হে কিশোর'—ধ্যান-ভঙ্গ ! খুলিল নয়ন
...ল কবি-কণ্ঠ—রোষে সিন্ধু করিল গর্জ্জন
...লিতা লতা' তব কল্প-স্বপন-মানসী,

"হে কবি, দিয়াছে দেখা শরীরিণী তরুণী রূপসী,
জানি আমি কুলে শীলে অনিন্দ্যা এ বিপ্রের কুমারী
আলয়-কমলা-রূপে ধর্ম্মপত্নী হোক্ সে তোমারি ।"

চমকি উঠিল কবি, অধরের স্মিত হাস্য-রেখা
উজলিয়া বর-কান্তি ফুটে যেন নব জ্যোৎস্নালেখা,—
"চাহিনি মুহূর্ত্তভরে আশৈশব নারী-মুখ-পানে"
উত্তরিল ব্রহ্মচারী—"যে শাশ্বত সত্যের সন্ধানে
এসেছি শ্রীক্ষেত্রদ্বারে, চূর্ণ করি' ভোগের অর্গল,
যেই আলোকের লাগি' মুক্ত মোর চিত্ত-শতদল,
যে মধুর যোগানন্দে অহর্নিশ আছি নিমগন,
ধ্যানের রসনা মম করে নিত্য যে রস-গ্রহণ
তুমি কি বুঝিবে রাজা ! —ফিরিতেছ নিষাদের সাজে
বিষয়ের বন-পথে !"

কহে রাজা—"এ বিশ্বের মাঝে
যোগ শিখিয়াছ শুধু—বুঝনাই নারীর মহিমা,
নারী দেবী, নারী শক্তি নিখিলের মোহিনী প্রতিমা —
এ নহে বৈরাগ্য তব বাসনার বিচিত্র বিকার,
কপট সন্ন্যাসি-বেশে রুধিতেছ মোক্ষের দুয়ার ।"
শুনিতে শুনিতে বাণী অকস্মাৎ অশ্রুবাষ্প মেঘে
ব্রহ্মচারী-মুখশ্রীতে রুদ্র ক্রোধ-বজ্র ওঠে জেগে—

"রাজা, তুমি জানি তাহা, কহ কিন্তু কোন্ অধিকারে
আজন্ম তপস্যা মম, ব্রহ্মচর্য্য চাহ ভাঙ্গিবারে ?
রাজা তুমি কিন্তু জেনো—নহি তব আদেশের দাস,
বর্জ্জিলাম আজি হতে তব সখ্য, তব সহবাস ।"
"কি বলিছ হে কপট"—ক্ষিপ্ত কণ্ঠ গর্জ্জিল রাজার—
"পদ্মাবতী-পাণি কিংবা তব ভাগ্যে অন্ধ কারাগার ।"

"বসিয়াছ স্বর্ণাসনে রক্তস্রোতে সিক্ত করি মহী"
উত্তরিল ব্রহ্মচারী—"কে আমি ? তোমার প্রজা নহি—
কারে দাও কারাদণ্ড ? দেহপিণ্ড বন্দী করিবার
জানি জানি হে দাম্ভিক আছে তব তুচ্ছ অধিকার !
কিন্তু মোর দেহাতীত শুদ্ধ বুদ্ধি মুক্তি-অবন্ধন-
অজেয়-অকুতোভয়—সাধ্য কি সে তোমার রাজন্
নিগ্রহে দলিবে তারে ? এ চিত্তের তপোহুতাশন
মুহূর্ত্তে ভস্মিতে পারে শত রাজ্য রাজ-সিংহাসন

পরিণয়—জেনো রাজা—এ জীবনে করি যদি আমি
করিব আদেশে তাঁরি—যিনি বন্ধু, যিনি অন্তর্যামী ;
প্রবাহিত যাঁহা হতে নিরুপাধি পুরুষপ্রকৃতি,
যিনি ধর্ম্ম, যিনি ঋদ্ধি, যিনি সৌখ্য, অভিসার-প্রীতি ;
কল্লান্তের পুণ্ডরীকে মরুদ্ব্যোম-সিন্ধু-হিন্দোলায়
নিখিল-বিহারে যাঁর গৌরব-তরঙ্গ উথলায় ।
কহে নৃপ—"বন্দী তুমি, ভক্তি যদি থাকে অকপট
ডাক সেই ভক্তাধীনে, এড়াইবে সংশয়-সঙ্কট ।"

ক্ষুদ্র কক্ষ রুদ্ধদ্বার—অন্ধকার অকূল রজনী—
বন্দী হেথা ব্রহ্মচারী—অসম্বৃত বসনে অবনী
তিমির মেরুতে তার নিশীথের রবিরশ্মি ধরি'
ছুটিছে তারার পথে আপনারে নিরুদ্দেশ করি'
ডাকিতেছে ব্রহ্মচারী—"কোথা প্রভু বিপদ্-ভঞ্জন
দেখা দাও, কথা কও, কতদিন করিব ক্রন্দন !

হে আদি-অনাদি-নাথ, পালিব গো তোমারি আদেশ,
মঙ্গল অঙ্গুলি তব যেই পন্থা করিবে নির্দ্দেশ,
সে পথে হইব পান্থ । শুভাশুভ বুঝিতে না চাহি—
তোমা হ'তে ভ্রষ্ট হয়ে এই দ্বন্দস্রোতে অবগাহি'
কাঁদিব না বারেবারে ।
—কেন পশে পূজা গৃহে মোর
পদ্মাবতী ? কেন আসে ? চেয়ে থাকে ব্যাকুল বিভোর !
আচম্বিতে কার ছায়া গাঢ়তর করিল আঁধার,
কারার গবাক্ষ-পথে অশ্রুপূত মূর্ত্তি করুণার—
করযোড়ে কহে ছায়া—"লহ, প্রভু, দাসীর প্রণতি,
মোর পাপে তব প্রতি অত্যাচার করিল নৃপতি ;
বিনা দোষে রাজরোষে সহিতেছ যন্ত্রণা ভীষণ,
ঝাঁপ দিব সিন্ধুজলে রাখিব না এ ছার জীবন ।
প্রভাতে শুনিবে রাজা অভাগীর মরণ-বারতা,
তোমার ধ্যানের বেদী বেড়িবে না কণ্টকের লতা ।
আসে মৃত্যু মহোৎসবে—সেবিকায় দাও পদধূলি,
সুদূর 'মিলনানন্দে সর্ব্বপ্রাণ উঠিছে আকুলি' ।
"আবার এসেছ পদ্মা ফিরে যাও"—কহে ব্রহ্মচারী—
"এ পাপ সঙ্কল্প হতে ফিরে যাও, উন্মাদিনি নারি,
কহিছ মুক্তির কথা ? মুক্তি কোথা ? কারাক্লেশ হ'তে
পার বটে মুক্তি দিতে—কিন্তু যেই মহাদুঃখ-স্রোতে

প্রাক্তন কর্ম্মের বশে জন্ম মৃত্যু-পুনর্জ্জন্ম সহি'
কভু ধরি' তরু-রূপ, কভু পশু, কভু হয়ে নর,
ফুটিছে বুদ্বুদ সম আশাবন্ধ-বেদনাকাতর,
অন্তহীন আর্ত্তনাদে লুটাইছে অদৃষ্ট বেলায়—
সে গভীর দুঃখ থেকে কোন্ পথে মুক্তির উপায় ?
অক্ষয় আনন্দ মুক্তি বাঞ্ছা যদি করহে কুমারি,
ডাক সে অনন্ত রূপে, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী,
মুক্তির বিধাতা যিনি, বিশ্ব যাঁর ভক্তের প্রয়াগ,
ঊর্দ্ধশিখ যাঁরি পানে চতুর্দ্দশ ভুবনের যাগ ।

ফিরে যায় ছায়াময়ী, অন্তরের অন্তরে তাহার
মহাপদ্ম সহস্রারে ওঠে ছন্দ রাগিণী ঝঙ্কার ।
হেরে অন্ধকার নাই, দুঃখ নাই, মৃত্যুশোক নাই,
নাহি নৃপ, নাহি ভিক্ষু, নাহি মিত্র রিপুর বালাই,—

রুধিয়া গবাক্ষ-দ্বার—ব্রহ্মচারী নাম-সঙ্কীর্ত্তনে
ধ্বনিল নিদ্রিত পুরী ; নেহারিল মানস-নয়নে
নবীন বাসর-কুঞ্জে হাসিছেন প্রেমের ঠাকুর,
মধুর মন্দিরা বাজে, রুণু রুণু মণির নূপুর,
বিহরে বাঁশীর ধ্বনি কদম্বের কেশরে কেশরে,
নাচিছে চন্দ্রক-মালা যমুনার উজান লহরে,
মদনমোহন রূপ মিলেছেন কিশোরীর রূপে,
ঢেকে গেছে রাকা শশী অনুরাগ-আবীরের স্তূপে।
নদীগিরি ছায়া পথে মিলনের পৌর্ণমাসী ভায়,
বাজিছে উতল বাঁশী ব্রহ্মচারী আঁখি তুলে চায়।—
সুর সে প্রতিমা ধরে, ফুটে ওঠে করতলে তার
স্বরগ-করবী-রাগ, ঝরে কণ্ঠে অশ্রুমোতি-হার ;
ভুবনমোদিনী তন্দ্রা, ইন্দ্রজাল-মঞ্জু-জাগরণ
একি স্বপ্ন ! একি সত্য ! ফুকারিছে মুরলী স্বনন
'ধর গো অঞ্জলি তার, সে তোমার দ্বিতীয়-জীবন,
বরনারী পদ্মাবতী ধরাতলে অমরা-স্বপন ।
সে করপল্লব-তলে পাবে মোর মধুর পরশ,
নির্ম্মল অধরপুটে পিবে মম পরসাদ-রস ।'
তন্ময় হইয়া কবি শোনে সেই বাঁশরী-আদেশ
কহিল প্রসারি' বাহু—"এতদিনে এসেছ প্রাণেশ,
তুচ্ছ গণি খেলাধূলা, বাঁশীরবে হইয়া আকুল,
পাশরিয়া হাসিভরা কেন্দুবিল্ব অজয়ের কূল,

...শিনু গহন বনে, বসিলাম সাগর-সৈকতে,
...ষিত কাতর প্রাণে নিশিদিন ঘুরি পথে পথে ;
...মিত্বের অভিমানে, বৈরাগ্যের কঠোর পন্থায়
...তে দিলে পুষ্পশয্যা, কি রহস্য কে বুঝিবে হায় !

...লিয়া কারার দ্বার পথে রাজা নাহি রাজবেশ—
...স্ত আমি, শুনিলাম শ্রীহরির বাঁশীর আদেশ,
...ক্ষমা কর সাধূত্তম, কর দয়া এ অধম জনে,"—
...রস্ত্রাণ রাখে রাজা, সিদ্ধতপা ভক্তের চরণে—

"কি আর কহিব তোমা, মহাদানে করিয়াছ ধনী—
দাও মহামন্ত্র দীক্ষা, খুলে দাও মোহের বন্ধনী ।"
বাঁশী শুনে আসে পদ্মা, আলুথালু উড়িছে কুন্তল,
এনেছি পূজার অর্ঘ্য দাও প্রভু চরণ যুগল,
মানবের ছদ্মবেশে দেখা দেছ জীবনবল্লভ,
ছাড়িবনা প্রাণবন্ধু, হে মোহন আনন্দ-মাধব ।—
বসুন্ধরা চতুর্দ্দোলে মহাসিন্ধু শঙ্খধ্বনি করে
জগন্নাথ-পুরদ্বারে পরিণীত নব বধূবরে ।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাধা-শ্যাম-চতুষ্টয়

১

আধ তনু কিবা তড়িত-দণ্ড,
আধ অভিনব নীরদ-খণ্ড,
আধেক বরণ হিরণ কিরণ,
আধ নীল মণি আলা !

২

আধ শিরে উড়ে শিখি-শিখণ্ড,
আধ দোলে বেণী চুম্বি' গণ্ড,
আধ গলে তার গজ-মতি-হার,
আধ গলে বনমালা !

৩

দুঁহু ভুজে বাঁধা দোঁহার অঙ্গ,
দুঁহু অঙ্গুলী মুরলী সঙ্গ,
দোঁহার বদন রন্ধ্র-লগন
দুঁহু-নাম করে গান ;

৪

চরণে চরণে বাজে মঞ্জীর,
নয়নে নয়নে খেলা বিজলির,
পরাণে পরাণে দুঁহু দোঁহা টানে,
কি মিলন প্রাণারাম !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ।

মন্ত্রশক্তি

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভ, কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া, উইলসূত্রে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ দেবত্র, এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণিকে ও পরে তৎকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে পূজারী হইবার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তর্কচূড়ামণি নবাগত ছাত্র অম্বরকে পুরোহিত নিয়োগ করেন,—পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ রাগে টোল ছাড়িয়া অম্বরের বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করে। উইলে আরও সর্ত্ত ছিল যে, রমাবল্লভ যদি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সুপাত্রে অর্পণ করেন, তবেই সে দেবত্র ভিন্ন অপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে —নচেৎ, দূরসম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি ঐ সকল বিষয় পাইবে—রমাবল্লভ মাসিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিমাত্র পাইবেন ; কিন্তু মনের মতন পাত্র মিলিতেছে না !

গোপীবল্লভের সেবার ব্যবস্থা বাণীই করিত। অম্বরের পূজা বাণীর মনঃপূত হয় না অথচ কোথায় খুঁৎ, তাহাও ঠিক ধরিতে পারে না ! স্নানযাত্রায় 'কথা' হয়—পুরোহিতই সে কথকতা করেন। কথকতায় অনভ্যস্ত অম্বর থতমত খাইতে লাগিলেন—ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর একদিন পূজার পর বাণী দেখিলেন, গোপীকিশোরের পুষ্পপাত্রে রক্তজবা !—আতঙ্কিতা বাণী পিতাকে একথা জানাইলেন।—অম্বর পদচ্যুত হইলেন ! টোলে অদ্বৈতবাদ শিখাইতে গিয়া অধ্যাপক-পদও ঘুচিয়া গেল !—তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বাণীর বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণপ্রায় ! ১৫ দিনের মধ্যে তাহার বিবাহ না হইলে বিষয় হস্তান্তরে যায় ! রমাবল্লভের দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় মৃগাঙ্ক—সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে মহাকুলীন ! তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব হইল—মৃগাঙ্ক প্রথমে সম্মত হইলেও পরে অসম্মত হইল। সে অম্বরের কথা উত্থাপন করিল। রমাবল্লভ ও বাণীর এ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি.—অগত্যা, বিবাহান্তে অম্বর জন্মের মত দেশত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে, বাণী এই বিবাহে সম্মত হইলেন। রমাবল্লভ অম্বরকে আনাইয়া এই প্রস্তাব করিলে, তিনি সে রাত্রিটা ভাবিবার সময় লইলেন। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া অম্বরের সহিত বাণীর সাক্ষাৎ—বাণীও তাঁহাকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল। অম্বরের সে রাত্রি অনিদ্রায়—চিন্তায় কাটিল !

... পরদি... প্রাতে অম্বরনাথ রমাবল্লভকে জানাইল—সে বিবাহে সম্মত। অগত্যা যথারীতি বিবাহ, কুশণ্ডিকা সুসমাহিত হইয়া গেল।

বাণীর বিবাহের দুচার দিন পরেই মৃগাঙ্ক বাড়ী ফিরিয়া গেল। এতকাল সে নিজ ধর্ম্মপত্নী অজার দিকে ভালরূপে চাহিয়াও দেখে নাই—এবার ঘটনাক্রমে সে সুযোগ ঘটিল ;—মৃগাঙ্ক তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজের বর্ত্তমান জীবন-গতি পরিবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইল। এতদুদ্দেশে সে সপরিবারে দেশভ্রমণে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিল।]

বিবাহের পরদিনের রাত্রি কালরাত্রি। সে দিন স্বামী স্ত্রীর মিলনে স্ত্রীর দুর্ভাগ্য সূচিত হয়। সে রাত্রিটা বা... দিয়া পরদিন ফুলশয্যা হওয়াই বিধি। বাণীর মনে হইল আমার যখন সৌভাগ্যদুর্ভাগ্যের ভয়ডর নাই, তখন তাহা... জন্য এ বিধি-নিষেধ প্রতিপালন না করিলেই ভাল হই... তাহা হইলে অম্বরের আসামযাত্রার কাল আরও একদি... নিকটবর্ত্তী হইত।

পাকস্পর্শ প্রভৃতির লেঠা নাই। ক'নে... বরের ঘ... যাইতে হইবে না, কারণ বরের ঘরই নাই। কৃষ্ণপ্রিয়ার সা... মেয়ে অন্ততঃ একদিনের জন্যও শ্বশুরঘর করিতে যায় ; তি... খুব ঘটা করিয়া ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাইয়া পাঠান। তাই তি... জামাইকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার ভাজ বাণীকে একব... দেখিবেন না ? ইচ্ছা হয় ত ওকে একদিনের জন্য সেখা... লইয়া যাইতে পার।" অম্বর একটু চুপ করিয়া থাকি... সে সাধ ক্ষণেকের জন্য তাহার চিত্তকে প্রলোভিত ... করিয়াছিল, এমনও নয় ; কিন্তু সে বুঝিতে পারিয়াছিল ... বাণী সেই পল্লীকুটীরে দরিদ্রা আত্মীয়ার নিকটস্থ হই... নিজেকে অপমানিতা জ্ঞান করিবে। তাই মুহূর্ত্তের ... লোভ সে সংবরণ করিয়া উত্তর দিল, "এখন থাক।" কৃ... প্রিয়া আর কিছু বলিলেন না ; ভাবিলেন, "হয় ত ... তেমন নয় ; জামাই মেয়েকে সেখানে লইয়া যাইবার ... করিলেন না।"

সেদিন ফুলশয্যা। বাবুদের বাগানের যে ... মন্দিরের পূজা হয়, সে সকলে হাত দিবার কাহারও হু... নাই। তথাপি ফুলে ফুলে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছিল। ফু... গোড়ে, ফুলের তোড়া, সকল নিমন্ত্রিতাই উপহার পাইয়াছে... বাড়ীর ছোট মেয়েরা বিচিত্র সাজে সাজিয়া আতর, পা... ফুল বিলাইয়া বেড়াইতেছে। সেদিন যেন রাজনগ... জমিদার গৃহে রাজপুতানার রাজগৃহের বসন্তোৎ... অতীতস্মৃতি পুনরুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বাণী গা... পট্টবাস পরিয়া, পূজা আরতি সমাধা করিয়া দেব-প্রণামান্তে নিরানন্দচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। টোল-বাড়ীর একটি ছাত্র এখনও পুরোহিত। আদ্যনাথ হঠাৎ সেই বড় ভারি রকম নিমন্ত্রণটা পাইয়া কোথাকার ধনি-গৃহে আদ্যশ্রাদ্ধ সভায় চলিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে এখনও সে ফিরিয়া আসে নাই ; কাজেই নূতন পুরোহিতকে লইয়া কোন মতে বাণী পূজার কাজ সারিতেছে।

সেদিনও তুলসী তাহাকে সাজাইতে বসিল। বাণী আজ তেমন বাধা দিল না ; সে জানিত বাধা দেওয়াও বৃথা ; তুলসী ছাড়িবার পাত্রী নয়। রত্নের সঙ্গে ফুল মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব সাজে সে বাণীকে সাজাইল ! মেঘাভায় ... লাভবসনের কিনারায়—স্বর্ণরৌপ্য মধ্যে মোতি-... চুনির বাহার খুলিয়া, পত্রপুষ্পফল ধরিয়া,—... পুরের সোণার লতার মত লতাইয়া গিয়াছে ! ... মধ্যে নীলাকাশে তারকার ন্যায় চুম্‌কি ... ফুল,—আলোক-সম্পাতে ঝক্‌মক্‌ করিয়া ... উঠিতেছে। তুলসী নির্ব্বাক্‌ প্রশংসায় সেই মর্ম্মর-... শারদ প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। এ ... রূপ ! এ রূপ নারীরই মন মুগ্ধ করে, পুরুষ ... সৌন্দর্য্যে বুঝি সংজ্ঞাহারা হইয়া যাইবে ! বাণী ... অন্যমনস্ক হইয়াছিল, হঠাৎ চোখ ফিরাইতেই সখীর ... দৃষ্টি চোখে পড়িয়া গেল, তাহাতে দু'জনই ... একটু হাসিল। সে তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া ... লজ্জায় বলিয়া উঠিল,—"একি খেয়ে ফেল্‌বি ... না কি। অমন ক'রে চেয়ে রইলি কেন ?" তুলসী ... ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও ... নাই। তখন সে সুর করিয়া গান ধরিল

"সাধে কি চাহিয়া থাকি !—
... হেরিয়া ও রূপরাশি ফেরে না এ পোড়া আঁখি !
যে সাজে সেজেছ আজ,
এ যে গো সমর-সাজ !"

সে গান ধরিল—"সাধে কি চাহিয়া থাকি !—

বাণী হাসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল—"কথায় ... গান ! কবি হয়ে উঠেছেন আর স্তবগানে কাজ ... ঢের হয়েছে। এখন থাক্‌।" হাসি ম্লান হইয়া ... ধীরে ধীরে একটা নিঃশ্বাস বহিয়া গেল। মঞ্জরী ... দেখিল,—কিছু বলিল না। কোথায় ব্যথা বাজিতেছে, তাহা সেও বুঝিয়াছিল, তাই সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তে, মনে মনে বলিল—"রাজার রাণী হইলেই যোগ্য হইত ! এ কি ভট্টাচার্য্যি বামুনের স্ত্রী হইবার মত মেয়ে ? বিধাতার কি বিড়ম্বনা !"

ফুলশয্যায় অনেক রকম মেয়েলি আমোদ দেশ-প্রচলিত। বাসর-সঙ্গিনী মহিলাগণ বিবাহ-রাত্রির ব্যর্থ সাধ আজি মিটাইবার সুযোগ পাইয়া, প্রসন্নচিত্তে প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন। সেসব দেখিয়া শুনিয়া বাণী মনের মধ্যে গুমরাইয়া গর্জ্জিতেছিল। শেষে থাকিতে না পারিয়া মাকে গিয়া বলিল "ওসব অসভ্য কাণ্ড করা হইবে না। তুমি ওদের বারণ করিয়া দাও।" কৃষ্ণপ্রিয়া মৃদু হাসিলেন ; সস্নেহে কহিলেন, "বারণ শুনিবে কেন মা ? তা বিয়ের সময় সকলেই ওইরূপ করিয়া থাকে। উহাতে কিছু লজ্জা নাই।"

"সকলের যা হয়, আমার কি ঠিক্‌ সেইরূপই হইতেছে,

যে সব সেই মতই হইবে?—সকলের কথা ছাড়িয়া দাও, তাদের কাহারও বাড়ীর চাকর বামুনের সঙ্গে বিয়ে হয় না! যার যেমন কপাল, তার তেমনই ব্যবস্থা। আমি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছি মা!—ওসব চলিবে না। তা হইলে আমি বাবার কাছে গিয়া শুইয়া থাকিব; কে আমায় সেখান হইতে উঠাইয়া আনিবে? না হয় বাবাকে সব বলিয়া দিব; বাবা নিশ্চয় মানা করিবেন।" কৃষ্ণপ্রিয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন, "ওই আদরেই ত তোর পরকাল খাইয়া ফেলিল! আচ্ছা বাবু, বারণই করিব; যদি না শোনে আমি জানি না। কিন্তু একটা কথা বলিয়া দিই, বাণী, জামাইকে অযতন অপমান করিস্‌নে। ও যে কি রত্ন, তা এখন না বুঝিস্, এর পর বুঝিবি। আর যদি তা নাই হয়, তবুও স্বামী। স্বামীর চেয়ে বড়,—জগতে মেয়ে মানুষের আর কে আছে? দেখ্‌ছিস্ ত, আমি কখনও আজ পর্য্যন্ত ওঁর কাছে মুখ তুলে একটা কথা কয়েছি বা মুখের উপর একটি জবাব করেছি?"

"ওঃ! কিসে, আর কিসে! তোমার যেমন তুলনা দেওয়া!—চাঁদে আর বামনে! আমার বাবার সঙ্গে আর"—কৃষ্ণপ্রিয়ার নেত্রে ক্রোধাভাষ জাগিয়া উঠিল, "কেনই বা নয়? বড় লোক গরীব ব'লে সম্বন্ধও বদ্‌লে যায় না কি? এই ধর, আমরা যদি গরীব হইতাম, তোর কি বাপমার প্রতি ভালবাসা কম হইত নাকি?"—"সে কথা আলাদা।" বলিয়া বাণী উঠিয়া গেল।

ফুলশয্যার প্রতীক্ষায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, বর আসিল না। বারংবার লোক পাঠান হইতেছিল; প্রত্যেকবারই শোনা যাইতে লাগিল, "এখনও বাড়ী ফেরেন নাই।" রাগ করিয়া—অভিমান করিয়া অনেকেই ঘরে ফিরিলেন। কেহ কচি ছেলের কান্নায় তাহাকে লইয়া শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। দু' চারজন শুধু অনাদৃত উপকরণ লইয়া জাগিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; বলা বাহুল্য, তাহার মধ্যে তুলসীই প্রধান।

অবশেষে বর আসিল। কৃষ্ণপ্রিয়া অম্বরকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া কহিলেন—"ওগো, তোরা আর দেরি করিস্‌নে, বাছা বড় ক্লান্ত হ'য়েছে। ওপাড়ার নিমাই পণ্ডিতের মেয়েটির কলেরা হয়, বাড়ীতে পুরুষ নাই, ও তাহার দেখাশুনা করিতেছিল! একটু কমিয়াছে, আর পণ্ডিতও ঘরে ফিরিয়াছেন দেখিয়া ও এইমাত্র চলিয়া আসিয়াছে। শরীর খারাপ। এতরাত্রে কিছু খাইতে চাহে না। থাক্ [illegible] কাজ নাই, সূতাটা খুলিয়া ঘুমাইতে দাও।"

শ্বাশুড়ী, চলিয়া গেলে চারিদিক্ হইতে একবার শ্লেষ [illegible] বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষিত হইয়া অম্বরের গাম্ভীর্য্য [illegible] বর্ম্মে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া গেল; ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ নারীগণ অপ্রস[illegible] বিষণ্ণতার মধ্যে নিয়মকার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেল [illegible] বাণীর একবার ইচ্ছা হইল,—সেও তাহাদের সঙ্গে ছুটিয়[illegible] চলিয়া যায়, কিন্তু অনেক কষ্টে এই ইচ্ছা রোধ করিয়[illegible] যথাস্থানেই বসিয়া রহিল। সুসজ্জিত গৃহে কোমল শু[illegible] শয্যাতলে অপূর্ব্ব সুন্দরী ষোড়শী পত্নী পার্শ্বে উপবিষ্ট [illegible] অম্বরকে আজ পৃথিবীর সম্রাট্ও বোধ হয় ঈর্ষাপূর্ণচ[illegible] দেখিতে পারে। এত সুখ মানুষের ভাগ্যে কখনও দৈব[illegible] ঘটে! আলোক-প্রতিফলিত বৃহৎ দর্পণে বা[illegible]র সর্ব্বশরীরে [illegible] যে বিম্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার যেন কোথাও তুল[illegible] নাই; মর্ম্মর-রচিত জীবন্ত প্রতিমা, কিং[illegible] নন্দন-বাসি[illegible] অপ্সরা, এমনই কি একটা পরলোকের অতীত সৌন্দ[illegible] ঘরখানা যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজ প্রতি[illegible] বিম্বে নেত্রপাত করিয়াই সহসা বাণী শিহরিয়া উঠি[illegible] তুলসী ভাল কাজ করে নাই, কেন এমন করিয়া তাহা[illegible] সুন্দর করিয়া দিল? সে একটু ভয় পাইল, যদি সে য[illegible] বলিয়াছিল তাহাই ঘটে,—অম্বর তাহার দিকে চাহিয়া হ[illegible] নিজের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া যাইবে। এখন ই[illegible] করিলেই সে তাহা করিতে পারে, না বলিবার ক্ষমতা [illegible] কাহারও নাই। এ "সমর-সাজে" কেন সে সাজি[illegible] রাজী হইল?

কিন্তু ইহাও সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, অম্বর গৃহে প্র[illegible] করিয়া পর্য্যন্ত একবারও তাহার দিকে চাহিয়া দেখে ন[illegible] তাহার নেত্র প্রায় আনতই রহিয়াছে। যখন তাহার হা[illegible] সূতা খুলিয়া দেওয়া হইল, তখনও সে সেই গ্রন্থিটি [illegible] আর কিছুই লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ত[illegible] দুর্ভাবনা একটু কমিয়া আসিল; তথাপি একটা অ[illegible] আতঙ্কে বুকটা দুপ্‌দুপ্ করিতে লাগিল। তাহার [illegible] হইতে লাগিল, আজ এ গৃহের সম্রাজ্ঞী সে হইলে [illegible] ব্যক্তি তাহার স্বামী! তাহার উপর যেন ইহার [illegible] "দখলী-স্বত্ব" জন্মিয়া গিয়াছে!

যখন সকলে চলিয়া গেল, এই নির্জ্জন গৃহে নববি[illegible]পতী একা হইল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই অম্বর একটু নড়িয়া [illegible]ল, অমনই একটা অসহায় ক্রোধে ও আতঙ্কে বাণীর [illegible]র্ব্বশরীর ঝিন্‌ঝিন্ করিয়া উঠিল, সে বিদ্যুচ্ছটার মত [illegible]াহার বিপরীত দিকে মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল; কিন্তু পর[illegible]েই নিজের আচরণে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সে দেখিল, [illegible]াহার ভয় অমূলক; অম্বর তাহার পার্শ্বে নাই, সে খাট [illegible]তে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে; সে ঈষৎ বিস্ময়ে তাহার দিকে [illegible]হিল। তাহার দিকে না চাহিয়াই অম্বর কহিল, [illegible]অনেক রাত হইয়া গিয়াছে, তুমি ঘুমাও। আমার খাটে [illegible]াওয়া অভ্যাস নাই, ঘুম হইবে না। আমি নিজের ঘরে [illegible]ইতেছি।" এই কথা বলিয়া সে গমনোদ্যত হইলে, হঠাৎ [illegible]র কি মনে হইল;—সে তখন একটু ব্যগ্রভাবে কহিয়া [illegible]ল, "এখনই বাহিরে গেলে, লোকে হয়ত দেখিয়া কি মনে [illegible]রিবে। একটু পরেই যাইও"—সকলে আসিয়া যে এখনই [illegible]রিদিক্ হইতে তাহাকে কৌতূহল-নিবারণের জন্য ব্যস্ত [illegible]রিয়া তুলিবে, তাহা মনে করিয়া সে এই অপ্রত্যাশিত [illegible]ক্তির আনন্দ ভালরূপে উপভোগ করিতে পারিল না। [illegible]কথা শুনিয়া গমনোন্মুখ অম্বর থামিল, কিন্তু সে ফিরিয়া [illegible]র খাটে বসিল না, নিকটস্থ একখানা মখমলমণ্ডিত আসন [illegible]াইয়া লইয়া তাহাতেই উপবেশন করিল। তাহা [illegible]খিয়া বাণীর বুকের মধ্যটা অত্যন্ত হাল্কা হইয়া গেল, [illegible]ং কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। [illegible]টুকু চাহে—যাহা ইচ্ছা করে, ঠিক যেন সেই মনের লেখাটি [illegible]করিয়া এই নীরব উপাসক সেইটুকু নিঃশব্দে সম্পন্ন [illegible]য়া যাইতেছে! ইহাতে তাহার বিদ্রোহী চিত্ত [illegible]টুখানি নরম হইয়া আসিয়াছিল। তাই সে নিজের [illegible]হারের অসঙ্গতি হঠাৎ বুঝিতে পারিল, এবং এইসঙ্গে [illegible]রের উপদেশটা বুঝি তার মনে পড়িয়া গেল,—চোখ [illegible]য়া চাহিয়া দেখিল, অম্বর তাহার দিকে চাহিয়া নাই, সে [illegible]রের দেওয়ালে একখানা বৃহৎ তৈলচিত্রে পঞ্চবটী-কানন[illegible]রে সুখাসীন রামসীতার মূর্ত্তির দিকে নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া [illegible]ছে। তাহার ঠিক সম্মুখে সেই বৃহৎ আয়নাখানা [illegible]করান। সেই আয়নার মধ্যে তাহারই স্ত্রীর ভুবনমোহন [illegible]ফুটন্ত পদ্মের শোভায় বিকশিত হইয়াছে। অদূরে [illegible]রূপে সে নিজে বিদ্যমান। তথাপি কোনদিকে [illegible]রের ভ্রূক্ষেপ নাই। বাণী নীরবে অধর দংশন করিল।

একটু রাগ হইল, ঈষৎ হাসি আসিল, আর অনেকখানি কৌতূহলও তাহার মনকে নাড়াইতে লাগিল। অদ্ভুত মানুষ! এ রকম কখনও দেখি নাই!—শুনিও নাই! সে বারংবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই বাসরের রাজপুত্র! প্রশস্ত ললাটে শিথিল কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ স্তবকে স্তবকে স্বতঃই সজ্জিত। শুভ্র গৌরকান্তি, আয়ত নেত্রের শান্ত দৃষ্টি মহিমা-ব্যঞ্জক। এ বোধ হয় সে অম্বর নয়। মলিনবসন ম্লান কুণ্ঠিত মুখ—সেকি এই রাজার মত পুরুষ!

ঢং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। বাহিরে লোকজনের সাড়া কমিয়া আসিতেছিল! অম্বর দৃষ্টি ফিরাইতেই বাণীর উৎসুক দৃষ্টির সহিত তাহা মিলিত হইল। সে মুহূর্ত্তে নম্রভাবে চক্ষুর তারা নত করিল, বাণীর গাল একটুখানি লাল হইয়া উঠিল, কেন তাহা বলা যায় না। তাহার এই প্রথম সান্নিধ্য তাহাকে যেন একটুখানি লজ্জিত করিল। প্রথম মনে হইল, হয়ত তাহার এ সহজভাব বেহায়াপনার মত দেখাইতেছে, কিন্তু সে মনোভাবের সে প্রশ্রয় দিল না, লজ্জা করিয়াছিল বলিয়াই জোর করিয়া লজ্জা ত্যাগ করিতে চাহিল; কুণ্ঠা ছাড়িয়া নিজেই স্বামি-সম্ভাষণ করিল, বলিল "তুমি কবে আসাম যাইবে?"

অম্বর একটু নীরব থাকিয়া কহিল, "কাল।" "কাল! কই বাড়ীতে কেহ শুনে নাই ত?" বাণী বিস্ময় প্রকাশ করিল। অম্বর ধীরস্বরে কহিল, "কাহাকেও বলা হয় নাই, বাবা শুধু জানেন। তিনি বাড়ীতে নিজেই কাল বলিবেন বলিয়াছেন।" "ওঃ", বাণী একটু বিশ্বস্তভাবে নিঃশ্বাস লইল, তাহার পর বলিল, "মা হয়ত বাধা দিবেন; বলিবেন, এখন যাইতে নাই।"

অম্বর মনের মধ্যে এই মন্তব্যে কোন প্রকার আঘাত পাইল কিনা তাহার মুখে তাহা ব্যক্ত হইল না। সে তেমনই সম্ভ্রমপূর্ণ সহজ স্বরেই কহিল, "তাঁহাকে একটু বুঝাইয়া বলিতে হইবে, না গেলেই চলিবে না। কথা দেওয়া হইয়া গিয়াছে, তাহারা আমার প্রতীক্ষা করিবে। যাওয়া চাই।" যেমন অন্যের সহিত তেমনই তাহার সঙ্গেও কথার ইঙ্গিতে তাহার সহিত কোন প্রকার ভিন্নভাব বা ব্যবধান আছে ইহা সে প্রকাশমাত্রও করিতেছে না, বাণী ইহা লক্ষ্য করিল। অম্বর সর্ত্তের প্রতি ইঙ্গিতটুকু পর্য্যন্ত

কড়াক্রান্তিতে পালন করিয়া চলিয়াছে! এই কি সেই মূর্খ পুরোহিত—যাহাকে অজ্ঞ, আহাম্মক বলিয়া সে লাঞ্ছনা করিয়া বিদায় দিয়াছিল? বাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় অম্বর উঠিয়া কহিল "আমি এখন যাই, অনেক রাত হইয়া গিয়াছে; তুমি ঘুমাও।" আর কিছু না

অম্বর উঠিয়া কহিল, "আমি এখন যাই, অনেক রাত হইয়া-গিয়াছে;

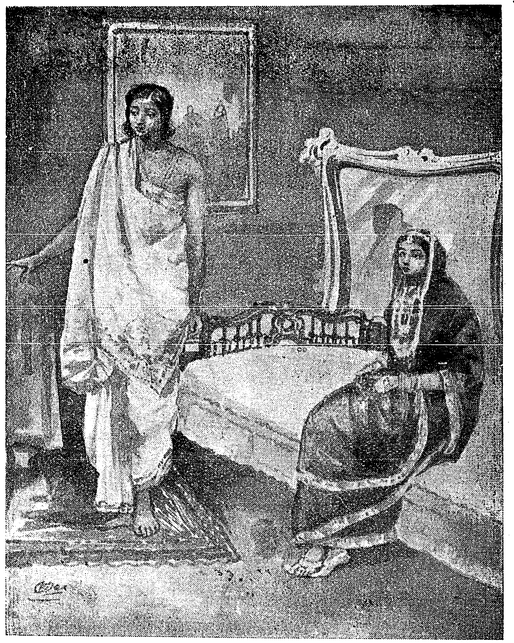

বলিয়া কিংবা কিছু শুনিবার প্রত্যাশা পর্য্যন্ত না দেখাইয়া স্বাভাবিক ধীরপদে সে চলিয়া গেল।

বাণী তখন মাথার কাপড় খুলিয়া বালিসে হেলিয়া পড়িয়া মনে মনে বলিল, "আঃ বাঁচিলাম, এতদিনে বিয়ে চুকিল! রাত পোহাইলে ও চলিয়া যাইবে। জন্মের মত নিশ্চিন্ত হইব। আর কতক্ষণই বা।" তার পর কিছুক্ষণ নিমীলিত নেত্রে শুইয়া থাকিয়া সে একবার চোক চাহিল, সম্মুখেই সেই দর্পণ,--দর্পণে মায়াপুরীর রাজকন্যার ম... সেই প্রতিবিম্বও সেই সঙ্গে অলসনেত্রে তাহার দি... চাহিয়া দেখিল। সে চাহিয়া অকস্মাৎ দীর্ঘনিঃশ্ব... পরিত্যাগ করিল। "সকলে বলে আমি সুন্দর! এ... ছবিটাও ত খুব মন্দ নয়! আচ্ছা এ কি রকম লোক... একবার ভাল করিয়া চাহিয়াও ত দেখিল না? ... গ্রাহ্যই করে না এমনই উদাস ভাব!"

মানুষের চরিত্র অতি দুর্জ্ঞেয়! যদি অ... তাহার ঔদাসীন্য, গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া, বেশি কথা কি তাহার কাছে একটু ঘেঁসি... বসিত, অথবা তাহার উপর মুগ্ধ দৃষ্টি মাত্র নি... করিত, তাহা হইলে সে ধৃষ্টতাটুকু সে ক... বড় করিয়া দেখিত এবং তাহার প্রতি... দিতেই বা কতটুকু দ্বিধা করিত, ত... বলা যায় না; কিন্তু তাহা না হইয়া যে... ব্যাপারটা অন্য রকম হইল, অমনই ম... বদলাইয়া গেল। অম্বরের আচরণে মন এ... দিকে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিতেছি... অন্যদিকে আবার তাহার অত্যধিক স... —সাবধান চেষ্টা সেই সঙ্গে যেন নি... আত্মাভিমানে ঈষৎ আঘাত দিতেও আ... করিয়া দিয়াছিল; মন যেন ভিতর হ... বলিতে চাহিতেছিল, 'আমি কি এতই ন... যে আমার দিকে—আমার স্বামী এক... চাহিয়া দেখিল না?' তা বাণীরই বা ... কি? মানুষ মাত্রেরই অমন হয়। মহা... যখন মদনভস্ম করিয়া তপস্যাবিঘ্ন দূর কি... অন্যত্র গমন করেন, তাঁহাকর্ত্তৃক অনী... উমার মনোভাব লইয়া কবি কহিয়াছেন—

"নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী,
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলাহি চারুতা।"

বাণী উঠিয়া অঙ্গের পুষ্পাভরণ একে একে খু... ফেলিল, রত্নাভরণ মোচন করিল, তারপর বহুমূল্য ... পরিবর্ত্তন করিয়া দীপ নিবাইয়া বিছানায় আসিয়া ... পড়িল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, ... কারণ নাই, তথাপি অকারণেও রাগে অভিমানে ত...

...র ভিতরটা কেমন কেমন করিয়া উঠিতেছিল। এক-... আত্মগত অস্ফুটস্বরে কহিয়া উঠিল, "কাল চলিয়া যাইবে ... হইবে, তাতে আমার কি!" তারপর তন্দ্রাজড়িত ... জাগ্রত স্বপ্নে দেখিল, লাল মখমলের শয্যায় নীল উত্তরীয় ...-ভূষিত উজ্জ্বল ভাস্বরমূর্ত্তি, আর দুই কর্ণ ভরিয়া এক ...র বেদমন্ত্র তাহার সকল শরীর অবশ করিয়া মেঘমন্দ্রে ...য়া উঠিতে লাগিল,

...ং মমব্রতেতে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্ত মনুচিত্তন্তেহস্তু।"

(২৩)

...রে গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ির ছাদে বিছানার ... ষ্টীলট্রাঙ্ক বাসন বোঝাই করা কাঠের সিন্দুক, আরও ...কি। যাত্রার আয়োজন হইলে গৃহিণী সংবাদ পাইলেন, ...ই চলিয়া যাইতেছে! কথাটা বিশ্বাসের নয়, কিন্তু যখন ...কর্ত্তা আসিয়া বলিলেন,—"একটা রাঁধুনী একটা চাকর ...লইতে বলিতেছি, ও কিছুতেই রাজী হয় না। ছেলেটির ...সব ভাল, কেবল ঐ একটি দোষ, বড় এক রোখা। ...র জন্য একটা মাসিক খরচ অবধি লইবে না; বলে, এত ...ে ভাবে চলিয়াছে,—এখনও সেই ভাবেই চলিবে; ... অনাসৃষ্টি কথা! এখন তুমি জমিদার হরিবল্লভের নাত্... ...,—তোমার এখন সেই মত থাকা চাই ত!"

...খন অবিশ্বাসের আর স্থান নাই। গৃহিণীর চোখ জলে ... উঠিল; তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—"সেকি! অম্বরকে ... আমি যাইতে দিতে পারিব না। এ দুদিন কোথা ...কি খাইল, তার ঠিক নাই! শরীর খারাপ যাইতেছে ...হার এখনও বিয়ের আট দিন কাটে নাই, এখনই ...যাইবে? সে হইবে না, বারণ কর।"

...রিবল্লভের জামাইএর প্রতি একটু খানি যে টান হয় ...এমন বলা যায় না। তবে কৃষ্ণপ্রিয়ার তুলনায় তাহা ...সামান্যই বলিতে হইবে। কারণ ইহার ভিতর ধনী ...র মানাপমান পূর্ণমাত্রায় মিশ্রিত আছে, মাতৃ-হৃদয়ের ...ক স্নেহ ইহার মধ্যে বিদ্যমান নাই। তাঁহার ইচ্ছা, ...তঃ দরিদ্র পুরোহিত দিন কত দূরেই সরিয়া থাকুক। ... সেখানে থাকিতে থাকিতে একটু উচ্চজীবনে ... হইয়া যখন ফিরিয়া আসিবে, ততদিনে লোকেও ...কথা একটু ভুলিয়া যাইবে। তাহার অবস্থা ও মেয়ের মন উভয়ই একটু খানি বদল হইয়া আসিলে সকল দিকেই একটা সামঞ্জস্য হইয়া যাইবে। তাঁহার প্রথমকার অপমানের ধাক্কাটার সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্ব্ব বিদ্বেষ-ভাবের সহিত সহানুভূতিটা কতক কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে যখন খরচের জন্য টাকাকড়ি কিছু লইতে রাজী হইল না, বিনয়যুক্ত অনমিত দৃঢ়তায় পুনঃপুনঃ তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, তখন তাঁহার মন এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যশাকাঙ্ক্ষাহীন, ঐশ্বর্য্যে কুণ্ঠিত; যে অর্থ জগতে সারাৎসার তাহাতে স্পৃহাশূন্য, নিষ্কাম, নির্লিপ্ত! এমন ত কাহাকেও দেখা যায় না; মাসিক দুইশত টাকা! একজন কপর্দ্দকহীন দরিদ্রের পক্ষে এ কিছু সামান্য নয়! তাহার জন্য পরিশ্রম নাই, অসদুপায়ে তাহা উপার্জ্জন করিতে হইবে না, স্বেচ্ছাদত্ত, আত্মীয়জনের উপহার। বিরক্ত হইলেও তাহার উপর তাঁহার মনে মনে শ্রদ্ধা জন্মিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া অনেক কাঁদিলেন, অনেক নিষেধ করিলেন, অবশেষে চোখ মুছিয়া নানা আপত্তির মধ্যেও যাত্রার উদ্যোগে ছোটখাট ঘটা বাধাইয়া তুলিলেন। ইচ্ছা থাকিলেও অম্বর তাঁহার দত্ত বহুমূল্য আসন, বসন শয্যা আভরণ ত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হইল না। লজ্জায় কপোল আরক্ত করিয়াও তাহাকে 'জামাই' সাজিয়াই বিদায় লইতে হইল। ভাগ্যে হাঁটিয়া ষ্টেশনে যাইতে হইবে না,—তাই রক্ষা; নহিলে হয় ত ছেলের দল ক্ষেপাইত এবং পরাণে মহেশা প্রভৃতি তাহার বন্ধুবর্গ তাহাকে দেখিয়া সঙ্কোচে পথ ছাড়িয়া দিত, কিংবা বাবুদের জামাই ভিন্ন সে যে তাহাদেরই সেই অম্বর, তাহা কল্পনাও করিতে পারিত না।

কৃষ্ণপ্রিয়া ক্রমাগত অশ্রু মুছিয়া চোক মুখ লাল করিয়া তুলিয়াছিলেন, এখনও সে অশ্রু থামে নাই। প্রণত জামাতার মাথায় হাত দিয়া মৃদু ভগ্নস্বরে অর্দ্ধস্ফুট আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া পাশের দ্বার দেখাইয়া কহিলেন, "ঐ ঘরে যাও"; বলিয়াই অধরে আঁচল চাপিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতৃ-হৃদয় তখন কাঁদিয়া লুটাইতেছিল। একি কাণ্ড! এ যেন অভি-ষেকের দিন রামের নির্ব্বাসন হইতেছে; কিন্তু শ্বাশুড়ী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও অম্বর সহসা সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রথমটা আদেশের মর্ম্মও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু ক্ষণপরেই গৃহমধ্য হইতে মৃদু অলঙ্কার-

বাণী জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারপথে পুঞ্জরক্ত মেঘের মত খানিকটা গোল বসন দেখা যাইতেছে, আর তাহার মাঝখ একখানি সুললিত হস্ত বিশ্রামশয়ান। চিনিল,—এই ক্ষুদ্র রক্তোৎপলসন্নিভ হ খানিই সে কতদিন দেব-অঙ্গে চামরব্য নিরত দেখিয়াছে। মন একবার অগ্র হইয়া আবার পিছাইয়া গেল! কাজ না জন্মের শোধ দেখা,—তাহাকে দেখিলাম!—

ঈষৎ-মুক্ত দ্বার আর একটু খুলিয়া তাহার মধ্য দিয়া একখানা মুখ মেঘ প্রকটিত চন্দ্রের মত বাহিরে উঁকি চাহিল। তখন সেখানে কেহই ছিল কেবল অদূরে মোহিনী দাসী ঝাঁট দালান ঝাঁট দিতেছিল, বাণী দ্বার করিয়া দিল, কি ভাবিয়া আবার ফি খিল লাগাইয়া দিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইল। সে জানালা দিয়া নীচে ও বাগানের সীমানায় বৃহৎ দেউড়ি যায়। অল্পক্ষণ পরেই সে দেখিল পথ বাহিয়া একখানি বোঝাই গাড়ি ফ দিকে চলিয়াছে।

(ক্রম

শ্রী অনুরূপা দে

সিঞ্চন তাহার সন্দেহকে সত্যে পরিবর্তিত করিয়া দিল। সে আশাপূর্ণনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। ঈষৎ মুক্ত

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি

বন্ধু,

ক বৎসর হইতে চলিল তুমি স্বর্গারোহণ করিয়াছ। তোমার মৃত্যুর পর, শোক-প্রকাশের নিমিত্ত, ভারতবর্ষের র্বত্র সভাসমিতি হইয়াছে। দেশের কত কবি, কত লেখক, লেখিকা তোমার সম্বন্ধে কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি এ পর্য্যন্ত একটি কথাও লিখি নাই। কৃষ্ণনগরের শোক-সভায় ছু'টি কথা বলিয়াছিলাম। জ অসুস্থ শরীর—তোমার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষে ছু'টি কথা লিখিতে বসিলাম।

তোমার কথা লিখিতে গেলে প্রবন্ধে কুলায় না। রাজী ১৮৮০ সালে উভয়ের পঠদ্দশায় তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং বন্ধুত্বের সূত্রপাত। ইহার পর তুমি যে কএক বৎসর বিলাতে ছিলে, তাহা ছাড়া র প্রতি বৎসরেই তোমার সহিত ছু'একবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তুমি ডেপুটি হইবার পর তোমাকে কত স্থানে ভাবে * দেখিয়াছি, এমন দিন গিয়াছে যে তুমি আমি ত্র, আর তোমার স্ত্রী এবং আমার স্ত্রী একত্র, গাড়িতে বা ষ্টীমারে, একস্থান হইতে অন্যত্র গিয়াছি। এক জায়গায় তুমি আমার বাসায় বসিয়া সন্ধ্যা হইতে বারটা একটা পর্য্যন্ত গান গায়িয়াছি। সুতরাং ক হিসাবে ক্ষুদ্র হইলেও আমি তোমার বন্ধু হিসাবে জ্ঞ নহি।

এই জন্যই অনেকে আমাকে তোমার সম্বন্ধে কিছু তে অনুরোধ করিয়াছেন। ফলতঃ তোমার কথা যাহা জানি, এবং যাহা সকলকে জানাইতে পারি, গুছাইয়া লিখিলে একখানি বই হইয়া পড়ে।

ভাই, তুমি কত বড় কবি, কত বড় লেখক, কত বড় ছিলে, সে সম্বন্ধে আমি আজ কিছুই বলিব না। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কোনও শিক্ষিত-সমাজে এমন কেহ আছেন কি, যিনি কবিতা, তোমার নাটক, তোমার হাসির গান, প্রেমসঙ্গীত এবং তোমার স্বদেশ-সঙ্গীতের সহিত অপরিচিত? জগতে তুমি যে যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে তোমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে স্বতঃই কেমন একটা গৌরব, কেমন একটা স্পর্দ্ধা অনুভব করি। সম্মুখে তোমার মৃত্যুর দিন—৩রা জ্যৈষ্ঠ। তোমার মৃত্যুর কথাই মনে আসিতেছে। আজ সেই সম্বন্ধেই ছু'টি কথা বলিব।

ভাই, তুমি বাণীর এমন একনিষ্ঠ উপাসক হইয়াছিলে কেন? এত সরল, এত কোমল, এত মধুর প্রকৃতির লোক ছিলে কেন? বিলাত-ফেরত হইয়াও তুমি দেশী রীতিনীতি "জবাই" কর নাই কেন? তুমি তোমার দেশকে এত ভালবাসিতে কেন? দেশের লোকের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে কেন? তুমি এত বন্ধুবৎসল ছিলে কেন? অন্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিবার শক্তি তোমার ছিল না কেন? তোমার স্বভাবই ত তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, আর তাহাতেই তুমি অকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে।

চিকিৎসক তোমাকে লঘু আহার করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, শরীর যত দুর্ব্বল হইবে, তত অধিকদিন বাঁচিবে। তিনি তোমাকে নিমন্ত্রণ খাইতে, গান গাইতে এবং মস্তিষ্ক চালনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। * ভাই তুমি কি এই নিয়ম পালন করিতে পারিতে না?

১৩১৯ সালের ২৪এ ফাল্গুন শনিবার—তোমার সুরধামে শেষ গিয়াছি। আমি ডাকিতেই তুমি খালি পায়ে, আলগা গায়ে,উপর হইতে নামিয়া আসিলে; অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার সহিত কথা কহিলে। তোমার স্বাস্থ্যের কথাই অধিক হইল। বলিলে, "ভাই, ছ'মাস সাত মাস হিন্দু-

* ...জমেণ্ট অফিসার, আবকারী বিভাগের ইন্স্পেক্টর ইত্যাদি।

* Dr. Calvert এর কথাগুলি তোমার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা এই :—

"You must live upon simple diet—the diet of a Hindu widow.—The weaker you grow, the longer you live. Do not partake of a feast—Do not exercise your brain. You may allow yourself to be entertained, but never try to entertain others."

বিধবার খাদ্য খাইতেছি, কিন্তু গান গাওয়া বা লেখা একবারে বন্ধ করিতে পারি নাই।" অমি বলিলাম, "ঐ ত তোমার রোগ। সে বার সন্ধ্যার সময় একদিন তোমার বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম তুমি টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া গান ধরিয়াছ। বন্ধুবান্ধবকে গান শুনাইবার জন্য তুমি যে ভাবে গান করিতেছিলে, বোধ হয় কোন ব্যবসাদার গায়ক অর্থলোভেও সে ভাবে গান গায়িতে রাজি হয় না। এখন যখন শরীর ভাঙ্গিয়াছে তখন ও স্বভাব ছাড়। তুমি কহিলে কলিকাতার কোলাহল আর সহ্য হয় না। শীঘ্রই কৃষ্ণনগর যাব। একটু নির্জ্জনে থাকলে খড়ের স্নান করলে শরীরটা বোধ হয় ভাল হবে। মনে করেছি খড়ের ধারে একটা বাড়ী করিব।

আমি কৃষ্ণনগরে ফিরিলাম। সাত দিন পরে অর্থাৎ ২রা চৈত্র শনিবার তারিখে তুমি এখানে আসিলে। দু'তিন দিন সকালে বিকালে হাঁটিয়া এবং জলঙ্গীর জলে স্নান করিয়া শরীর বেশ একটু সুস্থ বোধ করিলে,কিন্তু তাহার পরেই বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে নিয়ম ভঙ্গ করিলে। আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া—তোমার কথা শুনিয়া—তোমার শরীরের অবস্থা বুঝিয়া—অনুরোধ না করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম। তিন চারি দিন তোমাকে আমার বাড়ীতে পাইয়া এবং আমার পুত্রকন্যাগণ তোমার একটি গান শুনিবার জন্য পাগল জানিয়াও তোমাকে গান গায়িতে বলিলাম না। কিন্তু তুমি দু'তিনজন বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে, দু'একটি গানও গায়িলে। আবার তোমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আমি তোমায় এবং আমার সেই বন্ধুদিগকে অনুযোগ করিলাম।

একদিন তুমি আমি একত্র এখানকার ক্লাবে গেলাম। সহরের অনেক ভদ্রলোকই সেখানে ছিলেন। সকলে তোমাকে একটি গান গায়িতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, "ডাক্তারের নিষেধ।" আমার কথা টিকিল না। তুমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান ধরিলে "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।" আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম। তুমি তাহা লক্ষ্য করিলে, কিন্তু গান ছাড়িতে পারিলে না।

১০ই চৈত্র, রবিবার, প্রাতঃকালে তুমি যখন জন্মের মত জন্মভূমি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিলে,—তখন—ইহজগতে তোমার সহিত আমার সেই শেষ সাক্ষাতের দিনে—তুমি কহিলে, ভাই চন্দ্রশেখর, আমার পক্ষে কলিকাতা কৃষ্ণনগর দুই-ই সমান। ভাবিয়াছিলাম এখানে আসিয়া একটু নির্জ্জনে থাকিব—তাহা হইল না, যদি সকলেরই তোমার মত জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে এত শীঘ্র কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া যাইতাম না। বিলাতে "ডাক্তারের নিষেধ" এ কথা শুনিয়া কেহ কখনও নিষিদ্ধ কাজ করিতে অনুরোধ করে না। এ দেশে আমাদের এখনও সে জ্ঞান হয় নাই। এ ত্রুটি কি ভুলিবার? মৃত্যুর মাসাধিক পূর্বে তুমি তোমার জন্মভূমিতে আসিয়াও নিজের ইচ্ছামত—চিকিৎসকের উপদেশ মত—থাকিতে পারিলে না, ইহা কি কখনও ভুলিতে পারিব?

কিন্তু ভাই, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর কেন—তুমি বোধ হয় বাঙ্গালার কোন স্থানেই নির্জ্জনে বাস করিতে পারিতে না। তুমি যে দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পরিচিত। আর কোথায় তোমার বন্ধু না ছিল? তুমি যেখানে যাইতে সেখানেই তোমাকে লোকে খুঁজিয়া বাহির করিত। "নরত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।" সকলেই খোঁজে। তুমি যে ভাই মহামূল্য রত্ন ছিলে।

তাই বলি ভাই, তুমি যদি বন্ধুবৎসল না হইতে, বান্ধবদিগকে ভুলিয়া যাইতে, লোকের অনুরোধ গ্রাহ্য না করিতে, তাহা হইলে তোমার এত বন্ধুবান্ধব হইত না, লোকে তোমাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিত না।

আবার ভাবি, বন্ধুবান্ধবের হাত এড়াইলে না তোমার গান গাওয়া এবং নিমন্ত্রণ খাওয়া বন্ধ হইত, মস্তিষ্ক-চালনা তুমি একবারে বন্ধ করিতে পারিতে তোমার স্বভাব না বদ্‌লাইলে ত তাহা হইত না। যা এবং সঙ্গীতই যে তোমার জীবনের মুখ্য ব্রত এবং জী প্রধান অবলম্বন ছিল। সাহিত্যে নব নব সৌন্দর্য্য করিবার শক্তি তোমার যথেষ্ট ছিল। কাজেই এ বসিয়া থাকিলে—স্বভাবের তাড়নায়—হয় কিছু গা না হয় কিছু লিখিতে। এই জন্যই মৃত্যুর প্রাক্কাল বাণীর সেবায় নিযুক্ত ছিলে। ভাই, ইহাতে তোমার দিতে পারি কি? সামান্য রূপ লিখিবার অভ্যাস বলিয়া নিজেই এ রোগ, স্বভাবের এ তাড়না—বেশ অবসর-সময়ে বিলক্ষণ অনুভব করি। শত চিকি উপদেশেও ত ইহার হাত এড়াইবার উপায় নাই!

ছি তুমি যে চিকিৎসকের উপদেশ পালন করিতে নাই সে দোষ তোমার নহে। দোষ কতকটা তোমার রের, আর কতকটা আমাদের। তুমি অসুস্থ ভাবিয়াও য়া তোমাকে অসঙ্গত অনুরোধ করিতে ছাড়ি নাই, কেমন করিয়া অস্বীকার করিব?

রাই, তোমার পুত্র-কন্যার কথা মনে পড়িলে বুক ফাটিয়া । তুমি ত বালক-বালিকা মাত্রকেই বড় ভালবাসিতে, "শিশুর হাসি"তে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতে। লে তোমায় কলিকাতার বাড়ীতে বসিয়া কহিয়াছিলে— র জন্য যে জমি কিনিয়াছিলাম, তা'র অর্দ্ধেকটায় করিয়াছি, দেখিতেছ। বাকি অর্দ্ধেকখানি পড়িয়া ছে। জমির দর যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে ঐ ক ছাড়িয়া দিলেই পুরা জমির দামটা পাওয়া যায়। রও অনেক। অনুরোধও বিস্তর হইতেছে। কিন্তু, মিটুকু ছাড়ি নাই। ঐ জমিটিতে প্রত্যহ বিকাল পাড়ার ছেলেমেয়েগুলি খেলা করে, ছুটাছুটি করে। পুরের আপিস হইতে আসিয়া তাহাদের দেখিয়া দিনের দ ভুলিয়া যাই। বালক-বালিকার মুখ দেখিলে আমি নন্দ পাই।

রের ছেলে মেয়ের প্রতি এত টান্, তাহাদের মুখ এত আনন্দ, আর তুমি নিজের মাতৃহীন পুত্রকন্যা পিতৃহীন করিয়া চলিয়া গেলে! তোমার সহধর্ম্মি-র পর তুমিই যে তাহাদের মা, বাপ দুই-ই হইয়া-ছিলে। তাহাদিগকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিলে। ক্ষণেকের জন্য তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তরাল হইতে দিতে না। তুমি কি ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে পার?

ভাই, যে যাহাই বলুক না কেন, তুমি কখনই মৃত্যুকে ডাকিয়া আন নাই। তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছিল—এ জন্মের মত সাহিত্য-সাধনা শেষ হইয়াছিল—তুমি চলিয়া গিয়াছ। আর লিখিতে পারি না। ১৯১০ সালের শেষে আলিপুরে আমার পৃষ্ঠব্রণ হইলে তুমিই আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলে, এবং তোমার এই নগণ্য বন্ধুর মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত হইয়াছিলে। আমি ভাঙ্গা শরীর লইয়া এখনও বসিয়া আছি। আর তুমি—দেশপূজ্য, তুমি জন্মভূমি কৃষ্ণনগরের গৌরব—তুমি আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছ। আর আমাকে তোমার মৃত্যুর কথা লিখিতে হইল, আর তাহাই ভারতবর্ষে তোমার বড় সাধের ভারত-বর্ষেই লিখিলাম।

ইহাতে তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। যদি শরীর সুস্থ হয়, মস্তিষ্কের বল পাই, তাহা হইলে তোমার কথা বিস্তৃতভাবে দেশের সকলকে শুনাইব, তোমার ভালবাসার ঋণ কিয়ৎপরিমাণে শোধ করিবার চেষ্টা করিব। ভগবান্ এ আশা পূর্ণ করিবেন কি না জানি না।

তোমার "বন্ধুবর"

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

মন্ত্র-মুগ্ধা

পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিজয়নগরের রাজ্যপাটে তখন শত্রুদমন সমাসীন।

রাজরাজড়ার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা রটে; শত্রুদমনের সম্বন্ধেও অনেক জনশ্রুতি ছিল। কেহ কেহ বলেন, '—পিতা রুদ্রপ্রতাপ তাঁহার একমাত্র বংশধর পুত্র ভীমসেনের সংশয়াপন্ন পীড়িতাবস্থায়, তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া তাঁহার ঘনকেশমণ্ডিত শিরোদেশে খালিত্য আনিয়াও যখন কোন ফল পাইলেন না, তখন একদিন, শুভ কি অশুভক্ষণে জানি না, বংশলোপাশঙ্কায় তিনি পিশাচ-সাধনা করিলেন। ফলে, তার কিছুদিন পরে শত্রুদমনের জন্ম হয়।' ইহাও কিংবদন্তী ছিল যে, 'সূতিকাগারে ষষ্ঠরজনীর দ্বিপ্রহরে, বিধাতাপুরুষ যখন তাঁহার তুলিকা ও ভাণ্ড লইয়া তাঁহার ললাটলিপি লিখিতে বসেন, তখন না কি চারিদিকে পিশাচের অট্টহাসি শোনা গিয়াছিল।' কথাটার মূলে কতকটা সত্য থাকিতে পারে, পাঠকপাঠিকা তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু এটা ধ্রুব সত্য যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদমন তাহার পিতামাতার, আপনার এবং রাজ্যের অভিসম্পাতস্বরূপ হইয়া উঠিতেছিলেন। এদিকে ভীমসেনও ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজ্যাধিকারী;—উভয়ের চরিত্র-তুলনায় প্রজাবর্গ তাঁহারই পক্ষপাতী ছিল, সুতরাং তাহারা নিশ্চিন্ত হইল।—বৃদ্ধপ্রতাপের মৃত্যুর পর কিন্তু ভীমসেন অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, এবং শত্রুদমনই সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। অবশ্য, সাধারণে সহজেই বুঝিল যে, কনিষ্ঠ, বিষপ্রয়োগে জ্যেষ্ঠকে মর্ত্ত্যধাম হইতে অপসৃত করিয়া নিজের জন্য সিংহাসনের পথ উন্মুক্ত করিলেন। কিন্তু সে কথার প্রকাশ্যে আলোচনা করে, এমন সাহস কাহারও ছিল না। দেখিয়া শুনিয়া লোকে তাঁহার নামকরণ করিল—'পিশাচ শত্রুদমন'। শত্রুদমনের কাণে সে কথা গিয়াছিল;—শুনিয়া, তিনি গম্ভীরভাবে মৃদু হাস্য করিলেন।

কিন্তু রাজার সম্বন্ধে যাহাই রটুক, কৃষক রঘুবীরের সম্বন্ধে সে সব কথা খাটিত না,—তথাপি রাজার ন্যায়ই সে দুর্দ্ধর্ষ ছিল—সহজে কেহ তাহাকে উত্যক্ত করিতে সাহস করিত না। তাহার বজ্রের ন্যায় কঠিন দেহে অসুরের ন্যায় অমিত বল ছিল; স্বভাবতঃই সে ক্রোধনস্বভাব, কিন্তু স্বল্পভাষী ছিল,—এমন কি, সময়ে সময়ে, সপ্তাহ পক্ষান্ত পর্য্যন্ত জনপ্রাণীর সহিত সে বাক্যালাপ করিত না। এমনই এক ঝোঁকের মুখে,—একদিন সে শালবনের গহন কাননে গিয়া পড়িল।—সেটা রাজার খাস বন, তাঁহার বিনানুমতিতে কাহারও সেখানে শিকার করার অধিকার ছিল না। রঘুবীর সে কথা জানিয়াও, ইচ্ছা করিয়া সেখানে আসিয়াছিল।—কি, কৃষক বলে', কি তার দেহে রক্তমাংস নেই? না, ভগবানের কাছ থেকে রাজা এমন কোন সনদ নিয়ে এসেছে যে, বনের জীবজন্তুর উপর একমাত্র তাদেরই অধিকার থাক্‌বে? আজ্ঞার মন্দ ... সম্ভব হ'লে, হয়ত তারা একদিন এ হুকুমও চালাত ... তাহাদের বিনাহুকুমে কেউ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও ফেল্‌তে পা... না। তাই ত, গরীবেরা ভেসে এসেছে না কি?

হস্তে ধনুঃ, পৃষ্ঠে তূণ, কটিতে ভোজালি লইয়া রঘু... নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল।—দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া এক... শৃগাল ছুটিয়া পলাইল, মস্তকের উপর বিকৃত কণ্ঠে পে... ডাকিয়া উঠিল,—তবু তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রহরব্যাপী ... চেষ্টার ফলে অবশেষে একটা বৃহৎ হরিণ শিকার করিয়া ... যখন প্রশংসমাননেত্রে মৃতমৃগের বিশাল দেহ এবং ... তন্তুবৎ সুদৃশ্য শৃঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছিল, তখন স... বনজঙ্গল ভেদ করিয়া এক বৃদ্ধ অশ্বারোহী তাহার সম্মুখে ... আসিয়া উপস্থিত হইলেন;—তিনি জয়সেন—রাজার বি... অমাত্য ও পার্শ্বচর।

"আরে, একি?—কে ও, রঘুবীর না? ... রঘুবীরই ত!"

এমন 'হাতে পাতে' ধরাপড়ায় রঘুবীর সন্ত্রস্ত ... উঠিল। মুখে যে যাহাই বলুক, শত্রুদমনের ক্রোধকে ... করিত না, তখনকার কালে এমন লোক ছিল না। ... রঘুবীর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জন..." নীতির অনুসরণ করিতে যাইতেছিল,—হাসিয়া জয়সেন বলিলেন—"আরে যাও কোথা ভাই? তোমার এত ...কের পাটা, রাজার হরিণ শিকার কর,—আগে শূলে চড়, ...র পর যেও এখন। এত ব্যস্ত কেন?"

রঘুবীর ফিরিয়া দাঁড়াইল। গর্জ্জন করিয়া বলিল—"...লে দেয় কে? এত চোখ রাঙানি কিসের? এ বন ...মার পৈত্রিক সম্পত্তি না কি?"

"আমার না হয়, যাঁর, তিনি ঐ আস্‌ছেন—ওই চেয়ে ...খ, দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

...ঘনলতাগুল্ম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ...ইয়া দেখিতে দেখিতে এক ভীমকায় অশ্বারোহী সেখানে ...সিয়া পড়িলেন।—তাঁহার অঙ্গে পীতবর্ণের মৃগয়ার ..., মস্তকে রাজ-উষ্ণীষ, বন্ধনমুক্ত সজারুকণ্টকলাঞ্ছিত একটি কেশগুচ্ছ স্কন্ধদেশে পড়িতেছিল; দৃষ্টি তীব্র, ...ময়,—সে দিকে চাহিলে চক্ষু ঝলসাইয়া যায়, অন্ত...া কাঁপিয়া ওঠে।

"কি জয়সেন, কি শিকার ক'র্‌লে?" বলিয়া একলম্ফে ...টক হইতে অবতরণ করিয়া তিনি তাহাদের সম্মুখীন ...লেন।

"এই দস্যুটাকে জিজ্ঞাসা করুন, মহারাজ! এ বনের ...গুলো কি এদের শিকারের জন্যই আছে?"

শত্রুদমন একবার কৃষকের প্রতি আর একবার হত ...র প্রতি চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।—"... চড়্‌বার বড় সাধ যে দেখ্‌ছি!" বলিয়া, ভাল করিয়া ...র মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ বলিয়া ...লেন—"তোমারই নাম রঘুবীর না?—তুমিই না কি ... লড়্‌তে গিয়ে কোন এক নামজাদা পালোয়ানের ...লা সাঙ্গ করে' দিয়েছিলে? আচ্ছা, আজ তোমায় ... বল-পরীক্ষা হ'ক্।—জানই ত, কত যাগযজ্ঞ, কত ...ন ক'র্‌লাম—এই ভাবটা,—এই মারামারি কাটা...র ঝোঁকটা আমার কিছুতেই গেল না। এ যাবার জন্মে আমার অভিসম্পাত আছে।"

রঘুবীর নির্ব্বাক্—হতমৃগনিবদ্ধদৃষ্টি।

"কি বল? ভাব্‌ছ, রাজার সঙ্গে লড়াই ক'র্‌বে কি ...? বেশ, না লড়—শূলে যাও। আর লড় যদি,—জিততে ...ভাল; হার—তোমার অদৃষ্ট, শাস্তি পাবে; আমার ...যার গায়ে বেশী বল নেই, তেমন লোকের আমার ...কার ক'র্‌তে আসাই ধৃষ্টতা।"

শত্রুদমনের সম্বন্ধে এত সব উদ্ভট জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে, তাঁহার এ 'খামখেয়ালি' প্রস্তাবে অপর দুইজন তেমন বিস্মিত হইল না। জয়সেন কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন,—'একটা মাত্র বাঁশীর ফুঁতে যখন সহজে কাজ মেটে, তার জন্য এ কি রাজার ছেলেমানুষি!' কিন্তু প্রতিবাদে কোন ফল হইবে না বুঝিয়া, তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন;—কৃষকে ও রাজায় ভীষণ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কেহ কম নয়;—এক দণ্ড—দুই দণ্ড—অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া সে মল্লযুদ্ধ চলিল: দু'জনেই পরিশ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত-শরীর,—অবশেষে শত্রুদমন কৌশলে প্রতিপক্ষকে আয়ত্ত করিয়া, গোলকের ন্যায় তাহাকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিলেন।—রঘুবীর অবশের ন্যায় লুটাইয়া পড়িল; তাহার শরীরের সব অস্থি বুঝি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু সে শোণিতলোলুপ নৃপতির হস্তে তবু ত তার নিস্তার ছিল না। চক্ষের নিমেষে শত্রুদমন তাহার বক্ষের উপর বসিয়া পড়িয়া কটি হইতে ভোজালি নিষ্কাশিত করিলেন। আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ব্যাকুল হইয়া রঘুবীর রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মহারাজ, আমার প্রাণভিক্ষা দিন। আপনার মহাশত্রু দুর্দ্দান্ত রতনচাঁদ দস্যুর সন্ধান দেব।"

শত্রুদমন কিয়ৎক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিলেন, অবশেষে বলিলেন—

"আমি কারও পরিহাস বা মিথ্যা কথা ক্ষমা করিনে, তা জান ত?—কি বল্‌বে, শুনি।"—বলিয়া তিনি ঈষৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শত্রুদমনের পেষণে রঘুবীরের কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দু'একবার ঘড়ঘড় করিয়া, অতি কষ্টে সে উত্তর করিল—"মহারাজ, তার নির্ব্বাসনদণ্ডকে উপহাস কর্‌বার জন্যই প্রতিমাসেই সে একবার ক'রে সন্ন্যাসীর বেশে সহরে এসে থাকে;—এখনও লোকের কাছে কর আদায় করে; শুধু তার ভয়ে লোকে আপনাকে কিছু জানাতে পারে না।—বিশ্বাস না হয়, কাল সন্ধ্যার সময় আমার বাড়ীতে যাবেন, তার আসবার কথা আছে।"

শত্রুদমনের মুখমণ্ডল প্রাবৃট্‌ঘনচ্ছায়বৎ গম্ভীর হইল,

হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল,—প্রতিহিংসায় তিনি ভীষণতম হইয়া উঠিলেন ;—রঘুবীর শিহরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

শত্রুদমন রঘুবীরকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"জয়সেন, এ লোকটার পিঠে হরিণটাকে বেঁধে একে দূর করে' দাও ;—এর চেয়ে বড় শিকার জুটল বোধ হয়।—ফে'র—" বলিয়া নিমেষে ঘোটকারোহণ করিয়া চকিতে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। জয়সেনও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"রঘুবীর, বড় ভাগ্যের জোর তোমার, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলে। আর এ অঞ্চলের ছায়া মাড়িও না।"

চক্ষের নিমেষে শত্রুদমন তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া কটি হইতে ভোজালি নিষ্কাশিত করিলেন

রঘুবীর আরও কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া, অবশেষে, ধূলি ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। দাঁড়াইবে কি ?—বিশালকায় পার্ব্বত্য সর্পের পেষণে হরিণীর যে দশা হয়, তাহারও তাহাই হইয়াছিল ;—চলিতে সে টলিয়া পড়িতেছিল। তবু সে আপন শক্তিলব্ধ শিকার পরিত্যাগ করিল না। কোনরূপে সেটাকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধনু-যষ্টির উপর ভর দিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল—"বেটা পিশাচ, শরীরে আর কিছু রাখে নি।—ভগবান্ একে যমপুরীর রাজা করেন নি কেন ?"

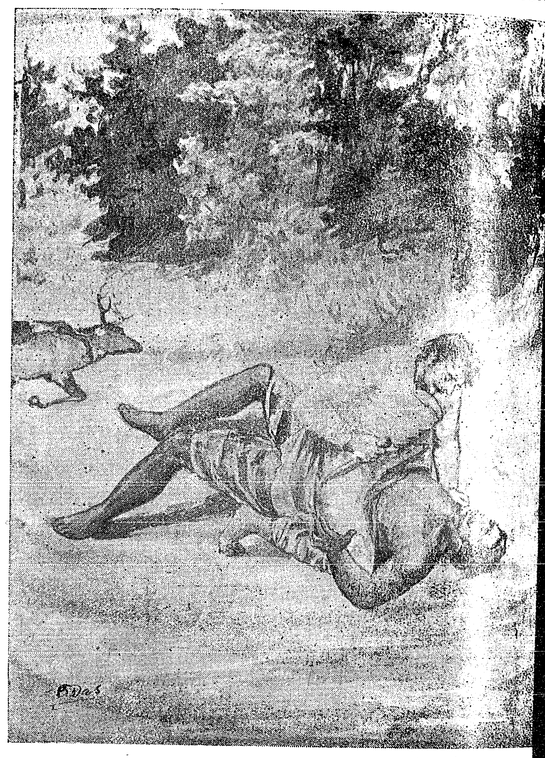

(২)

"মহারাজ, শুধু একটা হুকুমের অপেক্ষা। বলেন ত এখনই বাড়ী ঘেরাও করে সে ডাকাতটাকে পাকড়াও করে' নিয়ে এসে, সঙ্গে সঙ্গে লট্‌কে দিই। তার জন্য আপনার নিজের যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন ?—এ ছদ্মবেশই বা কেন ?"

শত্রুদমন হাসিলেন। পিশাচের হাসি—শূন্যগর্ভভা... নির্গত ঝটিকাশব্দবৎ।

"জয়সেন, তুমি শুধু লোককে লট্‌কাতেই জান,—... আমি সে কাপুরুষতা ভালবাসিনে। আমিও এ মৃ... খেলা ভালবাসি ; কিন্তু মানুষের মত শিকার করে' শোণি... পাত ক'র্‌তে চাই ; মৃগয়ার পশুর মত তাদের খে... নিয়ে মারতে চাই।—কে জানে আজ হয়ত জীব... সবচেয়ে বড় শিকার মিল্‌বে।"

শত্রুদমন তখন তার যথার্থ অর্থ বুঝেন নাই—...

...বিদ্যুৎ-দৃষ্টি পান নাই।—শালবনীর অরণ্যে ভাগ্য-দেবী ...হার যে অদৃষ্ট-গুটিকা হইতে তন্তু বাহির করিতেছিলেন, ...ক্ষণে তাহা হইতে বয়নকার্য্য আরম্ভ হইতেছিল। তাই ...ক-তনয়া রঘুবীর-দুহিতা পার্ব্বতী ইন্দারায় জল তুলিতে ...গিয়া ভাবিতে লাগিল—আগে জল তুলিবে, না বিল ...তে গোটা দুই পদ্ম ছিঁড়িয়া আনিবে ? শেষে ভাগ্য-...বীরই জয় হইল। পার্ব্বতী ইন্দারার পার্শ্বে গাগরী রাখিয়া ...পদ্ম আনিতে চলিল।

...শত্রুদমন ও জয়সেন ইত্যবসরে সেই ইন্দারা অতিক্রম ...রিয়া গেলেন।

...জয়সেন বলিতেছিলেন—"মহারাজ, সেটা আপনার ...শিকার হ'তে পারে, কিন্তু প্রতিপক্ষের প...ক্ষ নয়। ...দেশে আপনার ও বজ্রমুষ্টির পেষণ অপেক্ষা মৃত্যুও ...শ্রীয়। যাই হ'ক আমরা এসে পড়েছি, ঐ রঘুবীরের ...ী।"

...পথে আর তখন কেহ ছিল না। শত্রুদমন জয়সেনকে ...লইয়া একেবারে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ...রে ছোট একটু উঠান,—এবং একচালে দুইখানি ...মধ্যারী ঘর,—একখানি বড়, একখানি ছোট। দু'জনে ...ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।—ভিতরে অন্ধকার, ...কোণে একটি আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল, আর ...কোণে রঘুবীরের অতিকষ্টলব্ধ মৃগমাংস উনানের উপর ...হইতে ঝুলিতেছিল। বাড়ীতে কেহ আছে বলিয়া ...হইল না।

...শত্রুদমন অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ...লেন—"যা হ'ক্, রঘুবীরটা ধূর্ত্ত বটে। সে-ই যে তাকে ...য় দিচ্ছে, এ কথাটা সে তাকে জানাতে চায় না। অথচ ...ক্ষ পরে পরে।' কে আসছে বুঝি ? জয়সেন, দস্যুটা, ...আমাদের কোন অনুচর ? যাই হ'ক্, হুঁসিয়ার।"

...সন্ধ্যার সময় যখন কথামত রতনচাঁদ আসিয়া তাহার ...তে পৌছিল না, তখন রঘুবীর কাজেই উদ্বিগ্ন হইয়া ...—বিশেষতঃ শত্রুদমনের শ্রীকরলাঞ্ছিত নীলিমারেখা ...ও তাহার কণ্ঠদেশ হইতে মিলাইয়া যায় নাই। ...সে গ্রামের অপরপ্রান্তে গিয়া পথপার্শ্বে তাহার ...প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রতনচাঁদ প্রায়ই সেই ...আসিত।

শত্রুদমন ও জয়সেন উভয়ে একটু 'গা ঢাকা' হইয়া উৎকর্ণভাবে আগ্রহদৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভাগ্যদেবীর চরকা তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বহির্দ্দেশ হইতে কাহার মৃদু পদাঘাতে দ্বার খুলিয়া গেল।—দ্বারদেশে এক বালিকা,—কক্ষে গাগরী, স্কন্ধে বিসর্পিত পদ্মনাল, কপোলে শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু !—দুইজন অপরিচিত পুরুষকে অভ্যন্তরে দেখিয়া বালিকা স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রতি চাহিল, তাঁহারাও কতকটা বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

পার্ব্বতী সাধারণ কৃষককন্যা, বেশও তাহার তথোপযুক্ত ; অপূর্ব্ব সুকোমল সৌন্দর্য্য তাহার কোন কালে ছিল না, বরঞ্চ তাহার মুখভাবে একটা দৃপ্ত পৌরুষভাব মিশ্রিত ছিল। সুদৃঢ় নিটোল দেহাবয়ব, প্রোজ্জ্বল দীর্ঘ-চক্ষুদ্বয়, ঘন নয়নপল্লব এবং সুচিত্রিত ভ্রূযুগে তাহার দৃঢ়চিত্ততা এবং স্থিরসঙ্কল্পের ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকিত।—বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া, সে ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া যথাস্থানে গাগরী রাখিল,—তার পর দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, ঈষৎ অপ্রসন্নভাবে সুধাইল—"কি চান আপনারা ?"

শত্রুদমনের ইঙ্গিতে জয়সেনই উত্তর দিলেন,—পরুষভাবে বলিলেন—"তোর সে কথায় দরকার কি, ছুঁড়ি ? আমাদের কাজ আছে।"

পার্ব্বতী স্থিরভাবে একবার তাহার প্রতি চাহিল ; তার পর ফিরিয়া, নিতান্ত নির্ব্বিকারভাবে আপনার কাজে মন দিল। শত্রুদমনের প্রশংসমান চক্ষু তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। অবশেষে কৌতূহলী হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বড় কম কথা কও দেখ্‌ছি। আমি জান্‌তাম স্ত্রীলোক মাত্রেই বাচাল—পরের কথা জানবার জন্য তারা ছট্‌ফট্ ক'র্‌তে থাকে,—কিন্তু তুমি আমার সে ধারণা বদলে দিলে দেখ্‌ছি। আমরা কে, কি জন্য এসেছি—সে কথা জান্‌তে তোমার একটুও আগ্রহ হ'ল না ?"

শিক হইতে মাংসখণ্ডটাকে নামাইতে নামাইতে পার্ব্বতী উত্তর করিল—"আপনারা নিজে থেকে সে কথা না বল্‌লে কি আমি জোর ক'রে আপনাদের বলাতে পারি ? না, আপনারা আমাদের বাড়ী চড়াও ক'র্‌লে আমি তা আট্‌কাতে পারি ? আপনারা বড় লোক, আপনাদের

ওপর কি আমরা কথা কইতে পারি?—এ সব জায়গায় আমাদের চুপ করে' থাকাই ভাল।"

শত্রুদমন বালিকার কথায় আকৃষ্ট হইলেন; বলিলেন—"ভাল, যখন তোমাকে বল্‌লে প্রকাশ হবার ভয় নেই, তখন না হয় বলছি।—আমরা রাজার লোক, তাঁর কাজে এসেছি। রাজাকে তুমি কখনও দেখেছ?"

পার্ব্বতী, গ্রীবা ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া বলিল—"হাঁ, সে পিশাচ-রাজাকে একবার দেখেছি। কিন্তু তখন তিনি কোন্ যুদ্ধে যাচ্ছিলেন—সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আঁটা ছিল। তিনি আপনার সমানই উঁচু—খুব জোয়ান।"—পার্ব্বতী শত্রুদমনকে চিনিতে পারে নাই।

শত্রুদমন মনে মনে হাসিলেন; বলিলেন;—"বেশ, তা হ'লে তুমি তাঁকে তেমন চেন না দেখ্‌ছি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব গল্প শুনেছ ত? লোকে বলে, পিশাচের বরে তাঁর জন্ম, তিনি পিশাচসিদ্ধ।"

পার্ব্বতী ঘৃণাভরে উত্তর করিল—"হাঁ, শুনেছি বটে,—কিন্তু তার বেশীরভাগই রূপকথা—ছেলেভোলান ছড়া।" তার পর কি ভাবিয়া বলিল—"বিয়ে ক'র্‌লে তাঁর মতিগতি ভাল হবে; তিনি বিয়ে করেন না কেন?"

জয়সেন বালিকার জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য দু'একবার তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু বালিকার চক্ষু অন্যদিকে ছিল,—না থাকিলেও, সে সরলা;—সে চাহনির অর্থ বোধ হয় বুঝিত না।

"বিয়ে করেন না কেন? তাঁর চরিত্র ত কারও অগোচর নেই। কোন্ রাজকন্যা প্রাণের মায়া ভুলে তাঁর গলায় মালা দেবে?"

পার্ব্বতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"দুঃখের কথা বটে। কিন্তু সে পিশাচ-রাজার গলায় মালা দেওয়ার চেয়েও অনেক দুঃখ কতজনকে সইতে হয়।—দুর্দ্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল লোককে বশে আনা, এমন কিছু শক্ত নয়;—একটু ধৈর্য্য, একটু কৌশল থাক্‌লে, সে কাজ খুবই সহজ হয়।"

দুর্দ্দান্ত শত্রুদমন, যাঁর নামে রাজ্যের লোকের হৃৎকম্প হইত, এক বালিকার কথায় তিনি নতশির হইলেন;—ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বটে? আচ্ছা, তোমার সঙ্গে যদি তাঁ'র বিয়ে হত, তা হ'লে তুমি কেমন ব্যবহ… ক'র্‌তে?"

পার্ব্বতী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল,—শেষে উত্তর করিল—"দেখুন, মানুষ সবই সমান। পিতার সঙ্গে যেমন ব্যবহ… ক'রে থাকি—তাঁর সঙ্গেও তা হ'লে তেমনই ব্যবহ… ক'র্‌তাম। ক্ষুধা পেলে, খেতে দিতাম; ভালমনে থাক্… যাতে তাঁর মনের সুখ বাড়ে তাই ক'র্‌তাম; রাগ ক'র্… তাঁর কথার ওপর কথা না বলে', আপনমনে সংসারের কা… করে' যেতাম। কিন্তু তিনি যে ভাবেই থাকুন, কথা তাঁ… সঙ্গে যত কম পার্‌তাম কইতাম," বলিয়া সে অর্দ্ধ… মাংসখণ্ডটাকে ভাল করিয়া শিকের উপর বসাইয়া দিল।

ছদ্মবেশী শত্রুদমন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাঁ, … মন্দ ব্যবস্থা নয়। কিন্তু তুমি ত জান না, তাঁর ক্রুদ্ধ হ… মানে কি?—কত লোককে সে গাড়ীর চাকায় … এনেছে, কত লোককে ঘোড়ার পায়ে বেঁধে উর্দ্ধশ্ব… ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে, তাদের দেহ নিয়ে ময়দার … পাকিয়েছে,—কত শত্রুকে দম বন্ধ করে' মেরেছে … তোমার সঙ্গেও যদি সে ঐ রকম ব্যবহার ক'র্‌ত, তখন?"

নির্ব্বিকার বালিকা, অবজ্ঞার ভরে উত্তর করি… "তাতে কি এসে যেত? একদিন ত মর্‌তেই হবে।—জানতা'মও যে ভোরবেলায় আমায় বিষ খাইয়ে মার… তা হ'লেও তার আগের রাত্রিতে আমার ঘুমের কোন … হ'ত না। জানি আমি, তাঁর ভাইকেও তিনি এমনই … মেরে—"

"চুপ্ কর, সর্ব্বনাশী"—বৃদ্ধ জয়সেন রুদ্ধশ্বাসে ব… উঠিলেন—"চুপ্ কর্।"

কিন্তু বালিকা চকিত হইয়া ফিরিতে না ফিরি… একলম্ফে শত্রুদমন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন… তাঁহার হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ, চক্ষুদ্বয় দীপ্ত—রক্তবর্ণ, … আলোকে সে ক্রোধস্ফীত বিশাল দেহ এবং সে … মুখভাব পিশাচের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল।—নি… ছদ্মবেশ ধূলায় লুটাইতেছিল।

বালিকা হটিল না। অন্ধকারে বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ চ… সে সব বুঝিয়া লইল; বলিল—"বুঝেছি, আপনি … কিন্তু পার্ব্বতী শুধু শুধু ভয় পায় না। মার্‌তে ইচ্ছ… মারুন। এ ত আমার বানান' কথা নয়,—এর …কিছু সত্য না থাক্‌বে, তবে দেশে সকলের মুখে মুখে …থা রটে কেন?"

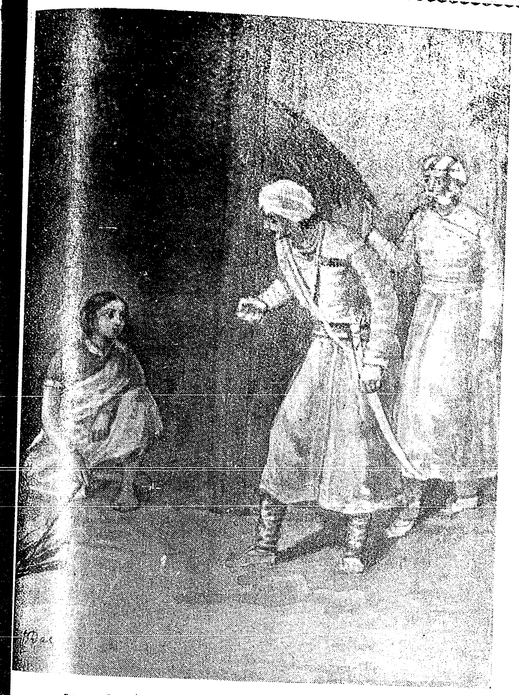

তাঁহার বিশাল মুষ্টি, বালিকার গ্রীবার প্রতি প্রসারিত হইল।

…আষাঢ়ের আসন্নবর্ষী মেঘের ন্যায় শত্রুদমনের মুখমণ্ডল …ধারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বালিকাকে নিমেষে চূর্ণ …রার জন্য, তাঁহার বিশাল মুষ্টি, বালিকার গ্রীবার প্রতি …রিত হইল;—বালিকা তবু অচল অটল, নির্ব্বাক্,—…র শঙ্কা নাই, উদ্বেগ নাই,—স্থির প্রশান্তভাবে সে শুধু …মনের প্রতি চাহিয়া রহিল।—

…র দৃঢ়মুষ্টি হইতে কেহ কখনও পরিত্রাণ পায় নাই, …দৃঢ়মুষ্টি আজ ক্রমশঃ শ্লথ হইয়া পড়িল; যে …শোণিতপাত ব্যতিরেকে কোন দিন শান্ত হয় নাই—…ক্রোধ আজ আহুতি না লইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া পড়িল; যে কঠোর দৃষ্টি শত্রুর অন্তরাত্মাকে শিহরিত করিয়া তুলিত, সেই দৃষ্টি সামান্যা এক কৃষক-দুহিতাকে দগ্ধ করিতে পারিল না!—অজেয় শত্রুদমন আজ এক গ্রাম্য বালিকার নিকট জীবনে সর্ব্বপ্রথম পরাজয় মানিলেন।

শত্রুদমন বিস্মিত হইলেন। কতক্ষণ সেই ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সে বাটী ত্যাগ করিলেন।—দস্যুর কথা আর মনে পড়িল না, মনে পড়িলেও, তিনি আর ফিরিতেন না।—তাঁর মনে তখন কি ভাবের লীলা,—কিসের সংগ্রাম চলিতেছিল,—কেমন করিয়া বলিব?

জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া দুইটি প্রাণী অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে, দুইটি ছায়ামূর্ত্তির ন্যায়, নিঃশব্দে পাশাপাশি অগ্রসর হইতেছিল। ঝিল্লিরবে সমস্ত প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল,—সন্ধ্যার শীতল বাতাস, করুণার হস্ত-লেপের ন্যায় ধরণীর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শত্রুদমন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—"হায় পার্ব্বতী, এক তুমি যদি এ রুদ্রে শিবত্বের প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে পার!"

(৩)

তাহার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে।—পার্ব্বতী পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিদিন গাগরী লইয়া গ্রামপ্রান্তে ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া আনিয়াছে,—পদ্ম আনিতে গিয়া বিলের জলে গা ভাসাইয়াছে,—কিন্তু তাহার চিত্তের সে প্রশান্তি, সে নির্ব্বিকার ভাব আর তেমন নাই। রাজৈশ্বর্য্য ধূলায় ফেলিয়া, দীনভাবে শত্রুদমন তাহার কাছে প্রতিদিন যেন তাঁর 'জীবন কাঠির' ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন!—অন্নপূর্ণে, বিশ্বেশ্বর তোমার দ্বারে ভিখারী,—জীবনের সুধা দিয়া তার শূন্যভাণ্ড পূর্ণ করিয়া দিবে না?

পার্ব্বতী ক্রমশঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। তথাপি তাহার মন ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠিত।—কে জানে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন বন্ধন সুখের হইবে কি না? দরিদ্রা বালিকা সে, রাণীর সুখ-ঐশ্বর্য্য লইয়া সে কি করিবে? কে জানে ইহাতে দেবতার অভিসম্পাত আছে কি না!

বালিকা অনেক কথা ভাবিল। ভাবিয়া ভাবিয়া সে মনে মনে এক উপায় নির্দ্ধারণ করিল,—নবকূটগিরির সন্ন্যাসী মহাপুরুষ, ত্রিকালদর্শী, তাঁর উপদেশই শিরোধার্য্য।

গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া ধূর্জ্জটীর ত্রিশূলের ন্যায় পর্ব্বত-শৃঙ্গ আকাশের দিকে মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে,—তাহার কটিদেশে লতাগুল্মবেষ্টিত সাধুর আশ্রম। অন্যূন পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া তিনি সেখানে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহাবয়বে (এই সুদীর্ঘ কালেও) এ পর্য্যন্ত কেহ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নাই। সে-ই তপঃক্ষীণ সুদীর্ঘ দেহ, সে-ই তেজোব্যঞ্জক দৃষ্টি, সে-ই প্রশান্ত মুখ-শ্রী,—সে যেন কালস্পর্শাতীত কিছু। কত লোক জীবনের সন্ধিক্ষণে তাঁহার উপদেশলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে।

পার্ব্বতী সাধুর ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিল। হায়, তাহার জীবনের এই সংগ্রামের,—অন্তরের এই তীব্র জ্বালার নিরসন কি সাধু করিতে পারিবেন!

ধ্যানভঙ্গে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। পার্ব্বতী দুইটি সুপক্ব আম্র লইয়া গিয়াছিল, সে ফল তাঁহার চরণপ্রান্তে রাখিয়া বলিল—"দেব, আপনার জন্য এনেছি।"

সন্ন্যাসীর দৃষ্টি সম্মুখের জটাজূটমণ্ডিত অটবীসমাচ্ছন্ন কাননের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, সে দৃষ্টি বালিকার প্রতি ফিরিল না।

"দেব, এ সামান্য উপহার নিয়ে আমায় কৃতার্থ করুন।"

সাধু নিশ্চল, নির্ব্বাক্,—আপনার ভাবে আপনি বিভোর।

প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড এইরূপে কাটিল। শেষে পার্ব্বতী বলিল,—"আমি পার্ব্বতী। পিশাচ-রাজা আমায় বিয়ে ক'রে, তাঁর অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে চান। যাব কি যাব ন[া] বুঝ্‌তে পারছি নে; তাই আপনার উপদেশ নি[তে] এসেছি।"

অনেকক্ষণ পর সন্ন্যাসী কথা কহিলেন—সংসারের সু[খ] দুঃখ হইতে বহুদূরে থাকিলেও, গভীর লোক-সংসা[র] চরিত্রাভিজ্ঞান তাঁহার সে উত্তরে পরিস্ফুট ছিল; বলিলে[ন] —"বালিকা, আমার কথা কি তুমি মান্‌বে?—তবে আম[ার] এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও:—মাটীর খেলনার মত তুমি তোমার রূপ বিলা'তে চাও? তোমার ঐ চল[...] চোখে দু'টি দিন প্রেমের আলো ফুটিয়ে কি, তার [...] নিরাশার জলে চিরদিনের মত তাকে ডুবিয়ে রাখ্‌তে চা[ও?] অন্তরের ধারাস্রোত শুকাতে চাও? নারীত্বের স[...] পুরুষকে দিয়ে পদদলিত করাতে চাও? রাজ-অন্তঃপ[ুরে] যাবার দুরাশা মানে এই।" সন্ন্যাসীর চক্ষু প্রদীপ্ত হ[ইয়া] উঠিল;—"যদি তা চাও,—তবে যাও,—রাজাকে [...] কর।"

পার্ব্বতী বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। তা[...] বক্ষঃস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল, বিশাল চক্ষু প্রদীপ্ত [...] উঠিল—বুঝি সে ছদ্মবেশী মহেশ্বরের বাক্যে পর্ব্বতদু[হিতা] পার্ব্বতীরও একদিন এই ভাব হইয়াছিল।—স্থিরভাবে [...] উত্তর করিল—"প্রভু, আমি সামান্যা বালিকা, অ[...] অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বেন। আমার হৃদয়—মন—র[...] নারীত্বের গর্ব্ব সবই আছে,—তবু যদি সবই জলাঞ্জলি [...] হয়, তবুও আমি তাঁকে ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ব না। সে[...] পদদলিত ক'রে, যদি তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর সে গ[...] যন্ত্রণা ভোলেন, তাতেও আমি আমার জীবন সার্থক [...] বলে' মনে ক'র্‌ব। আমার সর্ব্বস্ব যে আমি—তাঁরই [...] দিয়েছি, তিনি যাই হ'ক্—তিনি আমার দেব[তা।" এই] বলিয়া 'পার্ব্বতী, সন্ন্যাসীকে আর কোন কথা ব[লিবার] অবকাশ না দিয়া সে আশ্রম ত্যাগ করিল।

বৃদ্ধ স্থির-করুণ-নেত্রে যতক্ষণ দেখা গেল, ত[...] বালিকার প্রতি চাহিলেন,—সে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত [...] একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস নীরবে তাঁহার বক্ষোমধ্যে মি[...] গেল।—হায় বৃদ্ধ, বহুযুগ সংসারের সুখদুঃখাতীত [...] তোমার বক্ষে এ দীর্ঘশ্বাস কেন?—নয়নপ্রান্তে অ[...] কেন?

(৪)

সন্ধ্যার প্রাক্কালে পার্ব্বতী গ্রামে ফিরিল।—পিতার [...]হার্য্য প্রস্তুত হয় নাই, কাজেই সে দ্রুত চলিতেছিল; [...]রে মধ্যে মধ্যে তাহার গতি-বেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল, [...]রণ সুদূর দিক্‌চক্রবালশীর্ষে সুদীর্ঘ অরণ্যের অপর [...] গোধূলির বিচিত্রাভাচিত্রিত রাজ-প্রাসাদের সু-উচ্চ [...]র্ণচূড়া মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টিপথে পড়িতেছিল।—[...] খানে!—ওই স্বর্গলোক হইতে যে তার দেবতার [...]হ্বান আসিয়াছে! তাই পার্ব্বতী গ্রামে প্রবেশ করিয়া [কা]হারও প্রতি না চাহিয়া আপন মনে অগ্রসর হইতেছিল—[...]বেশী রমণীবৃন্দের ভ্রূকুটি এবং শ্লেষদৃষ্টির প্রতি তাহার [...] ছিল না।

[...] কয়দিন হইতেই, সকলে তাহার সম্বন্ধে কাণাকাণি [কর]িতেছিল, কিন্তু আজ অপরাহ্ণ হইতেই কথাটা পথে [...] বিশেষরূপে আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। [...] যুধাজিতের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী রমা-ই সে দিন অপরাহ্ণে [...]কায় অঙ্গসংস্কার করিতে গিয়া ধূমায়িত বহ্নিকে [প্রদী]প্ত করিয়া দিল। সে-ই নাকি কয়দিন পূর্ব্বে পার্ব্বতী [ও] রাজাকে হাতধরাধরি করিয়া বনের পথে আসিতে [দেখি]য়াছিল,—এ কয়দিন প্রকাশ করে নাই;—আরও কি! রমার এ অন্তর্জ্বালার কারণ ছিল। বহুদিন পূর্ব্বে, [যৌব]নের প্রথম উন্মেষকালে একদিন সে পিতা ও জননীর [সহি]ত রাজান্তঃপুরে নিমন্ত্রণে যায়। তাহার পিতা এক্ষণে [...] তখন রাজ-সরকারে কাজ করিতেন। সেই দিন [মুহূ]র্ত্তের জন্য চারিচক্ষুর মিলন হয়—সে মুহূর্ত্ত আজিও [...]র জীবনে অনন্ত মুহূর্ত্ত হইয়া আছে; আজিও রমা [...]নের বিদ্যুদ্দামস্ফুরণবৎ সে তীব্র রূপ ভুলিতে পারে [না।] চিরদিনের মত জীবনে হলাহল ঢালিয়া,—স্বামীর [...] বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবাইয়া, হতভাগিনী বিধবা রমা [...] তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিল।—যে প্রাংশুলভ্য [ফল] তাহার স্পর্শের অতীত হইয়া ছিল, সেই ফল আজ অন্যে [...] করিবে? যার একটিমাত্র স্নেহ-সম্বোধনের জন্য [...] চিত্ত, মরুভূমে তৃষ্ণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ জীবের ন্যায় [...]রে ফিরিয়াছে, তার সপ্রেম সম্ভাষণ তাহারই [...]বেশিনী এক কৃষক-তনয়া শুনিবে?—রমার জীবনের জ্বালায় আজ নূতন করিয়া ইন্ধন পড়িয়াছিল—পার্ব্বতীর বিরুদ্ধে সে সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

সহসা দীর্ঘিকার বেষ্টনী-পথে পার্ব্বতী দেখা দিল?—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। রমা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আ মরণ! ঢের ঢের বেহায়া মেয়ে দেখিছি মা, এমন নির্লজ্জ বেহায়া আর দু'টি দেখি নি। কুলে কালি দিয়েও মাগী আবার লোককে মুখ দেখাতে আসে!—নরকে যা,—পচে মর্!—"

আর এক যুবতী—তিনি কিছু রসিকা, ব্যঙ্গেও নিপুণা—বলিলেন,—"আহা, তা কেন বাছা—ও কি বল? রাজার ভোগের জিনিস—সোণার খাটপালঙ্কে বস্‌বে, দাসদাসীরা বাতাস ক'র্‌বে, উঠ্‌তে সোণা—বসতে হীরে ঝর্‌বে;—ফুলের মধু চাঁদের সুধা পান কর্‌বে,—আদরে সোহাগে ঢলে' পড়্‌বে;—বালাই, মরবে কি দুঃখে? কিন্তু সেকি,—পাল্কী নেই চতুর্দ্দোল নেই, আগে পাছে চোপদার নেই—এ কি রকম রাজার আদর বাছা? তাইত, দুদিন যেতে না যেতেই কি—'ফুরাল ফুলের মধু, ভ্রমর-বঁধু উড়ে গেল!' কে জানে বাছা, বড়র পীরিতি, কেমন ধারা!"

সকলে হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। রমা কিন্তু ক্রোধে ঈর্ষায় অভিমানে ফুলিতেছিল; সে আর থাকিতে পারিল না; সম্মুখেই একখণ্ড ইষ্টক ছিল, তাহাই লইয়া উন্মত্তের ন্যায় পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। ইষ্টকখণ্ড সশব্দে ঘুরিতে ঘুরিতে পার্ব্বতীর ললাটে আসিয়া প্রতিহত হইল,—কপাল কাটিয়া ঝর্‌ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল,—পার্ব্বতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত হইল। তখন সকলের চৈতন্য হইল; পিশাচ-রাজের প্রতিহিংসার কথা ভাবিয়া সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া, কেহ তাহার ক্ষত স্থানে জল দিয়া, কেহ তাহাকে অঞ্চল দ্বারা বীজন করিয়া, ক্রমশঃ তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। সৌভাগ্যক্রমে, দূরত্বের জন্য আঘাত বেশী গুরুতর হয় নাই;—পার্ব্বতী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তার পর, কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া, বরাবর গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। রমণীর দলও, আসন্নবিপদাশঙ্কায় 'বিপত্তৌ মধুসূদন' স্মরণ করিতে করিতে গৃহাভিমুখী হইল। রমা কিন্তু মনে মনে গজরাইতেছিল, আর অনুচ্চকণ্ঠে বলিতেছিল—"মাগীর দেমাক্ দেখ্‌লে? একটা কথাও কওয়া হ'ল না। বলে—

আ মরণ! ঢের ঢের বেহায়া মেয়ে দেখিছি মা, এমন নির্লজ্জ বেহায়া আর দু'টি দেখি নি।

'ও রূপসী গরব এত রাখ্‌বি লো কোথায় ?
আজকে সোণার খাটপালঙ্কে, কালকে যে ধূলায় !"

পার্ব্বতীর মনের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। গৃহে ফিরিয়া, প্রতিবেশিনীদের কথা ভাবিয়া সে একবার ভ্রূকুটি করিল; তার পর রন্ধনকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। ক্ষতস্থানে মধ্যে মধ্যে বেদনানুভূতি হইতেছিল বলিয়া, সে এক একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছিল, নতুবা তাহার মুখভাবে অদ্ধদণ্ড পূর্ব্বের সে অপমানানুভূতির চিহ্নমাত্র ছিল না।

প্রহরাতীত রাত্রে, রঘুবীর, দিবসের কর্ম্ম শেষে গ্রামান্তর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। পার্ব্বতী তখন রন্ধন শেষ করিয়া উনানের পা
বসিয়াছিল। ক্ষিপ্রভাবে
পিতার পাদপ্রক্ষালনের
আনিয়া দিল। হস্তপদ ধে
করিয়া রঘুবীর আহারে বসি
—এ পর্য্যন্ত সে কন্যার স
কোন কথা কহে নাই, পার্ব্ব
তাহাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত
নাই, কত সময় পিতাপুত্র
মধ্যে উপর্য্যুপরি দুই তিন
এরূপ ভাবে কাটিয়া গিয়া
পার্ব্বতী পিতার স্বভাব জা
আপনা হইতে তাহাকে
প্রশ্ন করিল না। আহার
তাহার মুখের প্রতি চা
বজ্রগম্ভীর স্বরে রঘুবীর জি
করিল—

"তোর কপালে ও
কিসের ?"

প্রশ্নের ভাবে
বুঝিল, পিতা সব শুনিয়া
তথাপি ধীর স্বরে উত্তর
—"মেয়েরা আমায় ইট
মেরেছিল, তাই।"

নিমেষে রঘুবীর

করিয়া উঠিল—"কেন ছুড়েছিল ? সর্ব্বনাশী, বংশের
তুই এমনই করে কালি দিলি !—এ অপবাদও
শুন্‌তে হল ?"

পার্ব্বতী বলিল—"লোকে যদি মিছামিছি কোন
দেয় ত আমি কি ক'র্‌তে পারি ?"

শিলাহতগতি স্রোতোবেগের ন্যায় রঘুবীর মুহূর্ত্তে
স্তব্ধ থাকিয়া দ্বিগুণবেগে গর্জ্জন করিয়া উঠিল
ক'র্‌তে পারি ? তাদের হাড়গুলো গুঁড়ো করে
আস্‌তে পারিস্ নি ? দোষী যদি নাই হবি, তবে
খেয়ে কুকুরের মত পালিয়ে এলি কেন ?—সত্যি
তুই সে পিশাচের"—

"স্ত্রী। এখনও নই, হ'তে পারি। শুধু আমার মুখের
একটি কথার অপেক্ষা।"

"সেই পিশাচ-রাজার স্ত্রী ? সকালে যে আমার
গুণগান ক'র্‌তে চায়, সন্ধ্যায় যে তোকে আদর ক'র্‌তে
আসে—সেই পিশাচের স্ত্রী ?—আজ যে তোকে সিংহাসনে
বসিয়ে, কাল পায়ে ঠেলে দূর ক'রে দেবে—সেই অমানুষের
স্ত্রী?—পার্ব্বতী, তুই আমার মেয়ে ন'স্।"

"তাঁর মনে যদি তাই থাকে, তাই ঘট্‌বে।"

"না, তা ঘট্‌বে না। তার আগে আমি তোকে আপন
হাতে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাট্‌ব"—বলিয়া রঘুবীর
ক্ষুধিতের ন্যায় কাটারির অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

পার্ব্বতী স্থির, অচঞ্চল;—সপ্তাহ পূর্ব্বে এই কক্ষে
প্রহারোদ্যত শত্রুদমনকে যে উত্তর দিয়াছিল, আজ
পিতাকেও সেই উত্তর দিল—"মার্‌তে ইচ্ছা হয়, মার।
আমি মরণের ভয় করিনে।"

রঘুবীর নিশ্চলভাবে কিয়ৎক্ষণ তাহার প্রতি চাহিল,
তার পর সজোরে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—
"যা সেই পিশাচের কাছেই যা'—তার দু'দিনের খেলার
পুতুল হয়ে থাক্; সকলের ঘৃণাঠাট্টার বোঝা নিয়ে
আমার মুখ উজ্জ্বল কর্। কিন্তু তা যদি হয়, স্থির জেনে
রাখ্ এ বাড়ীতে আর তোর ঠাঁই নেই। তোর ও
মুখ যেন ভুলেও আর আমাকে দেখ্‌তে না হয়।
পাপী আমি, কিন্তু সম্মানের গর্ব্ব রাখি।—তুই যা', আমি
আজ—আমার কেউ নেই,—যে ছিল—সে মরেছে।"

পার্ব্বতী কোন উত্তর করিল না।—পিতার উচ্ছিষ্ট
থালি লইয়া মাজিয়া ঘষিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল।
রাত্রে সে কিছুই আহার করিল না; ধীরে ধীরে
সে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল।

(৫)

অপরাহ্ণের ঘটনার কথা সেই রাত্রেই শত্রুদমনের
গোচর হইল।

জয়সেন বলিলেন—"মহারাজ, গ্রামের জনকতক
গুণ্ডা লোককে ধরে' এনে লট্‌কে দিলেই ঠিক শিক্ষা
হবে এখন।" উত্তেজিত কণ্ঠে শত্রুদমন বলিলেন,—
"কতক মাত্র ? তাতে কি হবে ? যে যেখানে আছে
সবাইকে বেঁধে এনে শূলে চড়াব। সমস্ত 'গাঁ' খানা
ধূলিসাৎ ক'রে পার্ব্বতীর নামে জায়গাটা দানপত্র লিখে
দিলেও আমার রাগ যাবে না। এত বড় আস্পর্দ্ধা
তাদের ?"—গ্রামবাসিগণের সৌভাগ্যক্রমে তখন রাত্রি
প্রায় দ্বিপ্রহর, নহিলে কি হইত বলা যায় না। অন্ততঃ
সে রাত্রির মত, তাহারা বাঁচিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে শত্রুদমন কথাটা ভাবিয়া দেখিলেন।
সে সমৃদ্ধ গ্রাম ধূলিসাৎ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন
না,—কারণ তাহাতে তাঁরও সমূহ ক্ষতি, সে গ্রাম হইতে
তাঁর যথেষ্ট আয় ছিল। জয়সেনকে বলিলেন—"দেখ,
তার চেয়ে আমি বলি কি, তাদের ওপর একটা কর বসিয়ে
সেই টাকাটা পার্ব্বতীকে দিই। শূলে দিলে ত তারা
শুধু প্রাণেই মরবে; কিন্তু যখন জান্‌বে যে তাদের এত
কষ্টের টাকায় পার্ব্বতীর গহনাপত্র ফরমাস হচ্ছে, তখন
হিংসায় অন্তরের জ্বালায় তারা তিল তিল ক'রে নরকের
আগুনে পুড়ে মরবে। শুধু তাই নয়, পার্ব্বতী যদি আমার
অন্তঃপুরে আস্‌তে চায়, ত' রাণীর মতই সসম্মানে তাদের
বুকের উপর দিয়ে তাকে নিয়ে আস্‌ব। দেখি তারা
কি করে।"

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই গ্রামবাসীদের প্রায়শ্চিত্তের অর্থ
আদায় হইয়া গেল। সে অর্থ পার্ব্বতীর নামে রাজ-
কোষে জমা রহিল।

সে দিনও অপরাহ্ণে, অন্য দিনের মতই পার্ব্বতী ইন্দারায়
জল তুলিতে আসিয়াছিল। রাজার ভালবাসা, সাধুর
উপদেশ, পিতার কঠোর বাণী, প্রতিবেশীগণের নির্য্যাতন—
কিছুতেই যেন তাহার স্থৈর্য্য টলে নাই, সংসারের যেন
কোথাও কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটে নাই, এতদিন সব যেমন
চলিতেছিল, আজও যেন সবই ঠিক তেমনই চলিতেছে!—
অন্ততঃ, তাহার মুখভাবে ইহাই বুঝাইতেছিল।

ইন্দারার পার্শ্বে শূন্য কুম্ভ রাখিয়া পার্ব্বতী কৃষ্ণতার
চক্ষু দিয়া নিথর অতলস্পর্শ সে বারিরাশির প্রতি
চাহিয়াছিল; সহসা কাহার কোমল আহ্বানে, চকিতা
হইয়া ফিরিয়া চাহিল।—অদূরে শত্রুদমন, সাগ্রহ সস্নেহ-
দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন।

"পার্ব্বতী, তোমার কপালে ও কিসের কাটা ?"—
সেই একই প্রশ্ন; তবু প্রশ্নভাবে কত পার্থক্য।

পার্ব্বতী ক্ষতস্থানে একবার হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল—

"ও কিছু নয়। আপনার জন্য এর চেয়ে অনেক সহ্য ক'র্‌তে পারি।"

পার্ব্বতী এ পর্য্যন্ত এমন মন খুলিয়া শত্রুদমনের সহিত একদিনও কথা কহে নাই। শত্রুদমনের বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—"পার্ব্বতী, আমি তোমার উত্তর নিতে এসেছি। সবাই যাকে দেখে ঘৃণায় ভয়ে সরে যায়, তাকে তুমি স্বামী বলে' বরণ ক'র্‌বে?

আনত শিরে ধীরে ধীরে বালিকা উত্তর করিল—"'আমি' বলে' আর আমার কিছু নেই। আপনি প্রভু—আমি পদাশ্রিতা দাসী মাত্র। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।"

"আমার আদেশ?—পার্ব্বতী, অনেককাল শাসনদণ্ড ধরে' এসেছি—তাই চিত্ত আজ এত বিক্ষিপ্ত। দণ্ড দিয়ে শান্তি নেই, নিয়ে বুঝি শান্তি মেলে! তাই আজ তোমায় মাথায় করে' নিতে এসেছি। তুমি চল। তোমার শাসন মেনে আমি আজ থেকে নূতন জীবন গড়্‌ব।"

পার্ব্বতী কথা কহিল না।

"বল পার্ব্বতী, যদি আজ তোমায় নিয়ে যেতে লোক পাঠাই তুমি যাবে? বিয়ের সমস্ত আয়োজন আমি ঠিক করে রেখেছি।"

"আমার অনুমতির অপেক্ষা কেন? আমি ত আমার বলে' আর কিছু রাখি নি।"

দৃপ্ত পার্ব্বতীর পক্ষে এতটা আত্মবিস্মৃতি শত্রুদমনকে মুগ্ধ করিল।

"পার্ব্বতী, এমন কথা আর কেউ ব'ল্‌তে পার্‌ত না। সত্যই কি তবে তুমি পিশাচরাজের সঙ্গিনী হয়ে তার উদ্দাম-গতি পথে, শান্তির ধারা সেচন ক'র্‌বে? নিঃশব্দে তার সকল নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, হয়ত মৃত্যু পর্য্যন্তও সহ্য কর্‌'বে? পার্ব্বতী, ধন্য তোমার সাহস! কিন্তু জেন' পার্ব্বতী, ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ ক'র্‌ছি—আমা হ'তে কখনও কোন দিন তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। আর সকলের কাছে আমি যাই হই, তোমার সম্মান আমি চিরদিন রাখ্‌ব।"

"সে আমার ভাগ্য। যদি তা নাই হয়, তা হলেও আপনার হাতে মৃত্যু সেও আমার ভাগ্য! নিজের স্বার্থের আশায় ত আমি আপনার কাছে যেতে চাহি না।"

"পার্ব্বতী, আগে তোমায় বুঝিনি, আজ ভাল ক'রে আমার চোখ ফুট্‌ছে; দেখ্‌ছি—তবু সবটা তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। আমায় তুমি আকণ্ঠ সুধাপান করালে একবার আমার স্ত্রী বলে,—আমারই আপন বলে' পাই, তার পর তোমার এ করুণার মর্য্যাদা রাখ্‌ব।"

অনিমেষ সে চারিটি চক্ষুর দৃষ্টির মাঝে বিশ্বজগৎ বিলী হইয়া গেল।—ধীরে ধীরে গাগরী উঠাইয়া পার্ব্বতী নিঃশব্দে আপন কুটীরে ফিরিয়া চলিল।

পার্ব্বতী সঙ্গিনীর টেক্কা বাঁচাইতে গিয়া, আপনার হ পাঁচের রঙ্‌খানিও ক্রপ করিয়াছিল;—শেষ পিটের জ কোন ফ্রিও রাখে নাই; এ পারে আসিতে আসিতে স্বহস্তে সেতুতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল—সে সেতু পশ্চা দগ্ধ হইতেছিল—পরপারে আর তার ফিরিবার উপায় না। আজ হইতে যাহাই ঘটুক, আজীবন সে পিশাচরা ক্রীতদাসী ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিপদ্? দুঃখ ক সে ত জানিয়া শুনিয়াই স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। পি আজন্মকাল হইতে মাতৃহারা বালিকাকে যিনি লালনপা করিয়া আসিয়াছেন, সেই পিতাকে পরিত্যাগ ক যাইবার চিন্তায় সে কতকটা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল বটে অন্তর তাহার ধিক্কার দিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষ শত্রুদমনের সে মুখ—বাহিরের মিথ্যাবরণমণ্ডিত তা অন্তরের সে মর্ম্মন্তুদ জ্বালা, তাহার জীবনের সে পুঞ্জী দৈন্যগ্লানি, তাহার চরণে আসিয়া লুটাইতে লাগি শত্রুদমনের কাতর কণ্ঠ যেন তাহার কর্ণে ধ্বনিত হ লাগিল—'জীবনের এ নরকাগ্নিশিখা আমার দূর ক দাও,—আমায় নবজীবন দাও!'—পার্ব্বতী সব ভুলি পিতা, আবাল্যের সংসার, আপন অস্তিত্ব,—সব ভু তাহার কর্ণে শুধু ধ্বনিত হইতে লাগিল—'দেবি, আ নবজীবন দাও!' ব্যাঘ্রী যেমন শাবককে রক্ষা ক ভীষণমূর্ত্তিতে শত্রুর সম্মুখীন হয়, পার্ব্বতীও আজ সেই আগ্রহে শত্রুদমনকে তাহার অন্তর্দ্দাহ হইতে রক্ষা ক কৃতসঙ্কল্প হইল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। পার্ব্বতী আপনার কুটীরে দীপ জ্বালিয়া একা বসিয়াছিল। পিতা আজ গ্রামান্তর হইতে ফিরিবেন না, শুধু আপনার জন্য করিতে তাহার আগ্রহ ছিল না।—স্থির নেত্রে আপন সে কত কি ভাবিতেছিল।—এই কয়দণ্ড মাত্র—তা

বদিনের মত এই গৃহ হইতে বিদায়!—এ পুরাতন জীবন ধার পড়িয়া থাকিবে, কে জানে!—এ জীবনে অবিচ্ছিন্ন সে পায় নাই, সে কথা সত্য,—কিন্তু তবু যে ইহার হিত তার আজন্মের জানাশোনা, সুখে দুঃখে যে ইহার হিত তাহার একটা অচ্ছেদ্য মায়ার বন্ধন জন্মিয়া গিয়াছে! ই আজ ইহাকে ছাড়িতে তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছিল। নিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে জানে?—আর থাক, শান্তি যে নাই, সে তাহা বুঝিল।

অপরাতীত রাত্রে, দূর—বহুদূর—হইতে একটা গম্ভীর স্পষ্ট ধ্বনি তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতে লাগিল। সে নি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া তাহাদের কুটীরের সম্মুখে য়া সহসা নীরব হইল। স্বয়ং রাজমন্ত্রী এবং জয়সেন তি রাজার অমাত্যবর্গ কুটীরে প্রবেশ করিয়া সসম্ভ্রমে কে অভিবাদন করিলেন। পার্ব্বতী তাহার অর্থ ন;—প্রত্যভিবাদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজা আপনার জন্য তাঞ্জাম য়েছেন।—আপনার অভিপ্রায় হ'লে, আপনাকে নে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আমাদের উপর হুকুম রছেন।"

বিনাবাক্যব্যয়ে পার্ব্বতী অগ্রসর হইল। দুই পার্শ্বে মাত্য এবং রাজ-অনুচরবৃন্দের সারি মধ্যস্থলে রিসর পথ; পার্ব্বতী কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পাদক্ষেপে তাহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তাঞ্জামে রোহণ করিল। অমনই শত দামামা একসঙ্গে ঘনঘোর ল বাজিয়া উঠিল; ধীরে ধীরে, গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া, ল প্রাসাদাভিমুখে ফিরিয়া চলিল। গৃহদ্বারে, গবাক্ষে, তিলধারণের স্থান ছিল না; সহস্র চক্ষু বিস্ময়ে সে -যাত্রা দেখিতে লাগিল; হিংসায় ক্ষোভে সহস্র অন্তর হইতে লাগিল। আর, পার্ব্বতী?—কোনও দিকে তার ছিল না। এক একবার তার মনে হইতেছিল—এত র কেন? আবার পরক্ষণেই সে ভাবিতেছিল—'এতে তাঁর তৃপ্তি বোধ হয়, ত এই ভাল।' কিন্তু দামামার নঘোর রোল, পঞ্চশতাধিক সেনার পাদক্ষেপধ্বনি, ই ডুবাইয়া একটিমাত্র কাতর করুণ বেদনার কণ্ঠস্বর র "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছিল'—"দেবি, র নব-জীবন দাও!—"

প্রাসাদের চূড়া নক্ষত্রালোকে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল; পার্ব্বতীর বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল, কিন্তু মুখভাব তাহার স্থির—উদ্বেগলেখাশূন্য। জয়সেন বিস্মিত হইয়া অমাত্য চন্দ্রচূড়কে বলিলেন—"হাঁ, রাণী হবার যোগ্য বটে! যথার্থ রাজার মেয়েও এ সময় এমন অচঞ্চল থাক্‌তে পার্‌ত না।"

প্রাসাদের ফটক পার হইয়া, মিছিল অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অমনই সহস্র নাকাড়া এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিয়া, দামামার গভীর ধ্বনির সহিত মিশিল। শঙ্খের তরঙ্গায়িত গম্ভীর শব্দ এবং পুরনারীর হুলুধ্বনি তাহার সহিত গম্ভীরে-মধুরে মিশিল; উন্মুক্ত রাজকোষ হইতে কাঞ্চন-রৌপ্য-বৃষ্টি এবং অন্তঃপুরচারিণীর লাজ-গন্ধ-বর্ষণ তাহার সহিত উজ্জ্বলে-মধুরে মিশিল; তোরণে তোরণে সহস্রদীপাবলি-বিচ্ছুরিত আলোক-চাঞ্চল্য এবং মেঘনির্ম্মুক্তাকাশে কোটি তারকার স্নিগ্ধালোকতারল্য তাহার সহিত সুন্দরে-ললিতে মিশিল; সহস্র উৎসনিঃসৃত সুরভিবারি এবং কণ্ঠে কণ্ঠে দোদুল্যমান যূথিকামাল্যের গন্ধটুকু তাহার সহিত উচ্ছ্বাসে অচঞ্চলে মিশিল; আর তাহার মাঝে, হোমাগ্নি-শিখা সম্মুখে, সে দু'টি চির-পরিচিত-অপরিচিত জীবন, ধর্ম্মের বন্ধনে জীবনে-মরণে মিশিল।

(৬)

তাহার পর আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দারুণ গাত্রদাহে যাহারা পার্ব্বতীর আশু দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিল, তাহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই। নিঃশেষিত-রস পুষ্পবৎ পার্ব্বতীকে রাজপরি-ত্যক্তা দেখিয়া উপহাসে বিদ্রূপে তাহার হৃদয়-ক্ষত লবণাক্ত করিবার আশায় যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতজন ইহারই মধ্যে সংসারের দোকানপাট তুলিয়া মহাযাত্রার পথিক হইয়াছে। তবু পার্ব্বতী আজও রাজ্যের রাণী—রাজার প্রেয়সী মহিষী। কিন্তু এতবর্ষের প্রভুত্বসম্মানানু-ভূতির ফলেও তাহার চিত্তে একদিনও লেশমাত্র গর্ব্বের ছায়াপাত পড়ে নাই। অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের চূড়ায় তাহার বাস, তাহা সে বুঝিত;—কখন্ যে নিমেষে তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না! চরম অমঙ্গলের কথা ভাবিয়াই, হৃদয়কে বজ্রকঠিন করিয়াই,—সে, সে প্রাসাদে পদার্পণ করিয়াছিল;—নিজের সুখের জন্য নয়,—তাহার

নারীহৃদয়ের স্নেহশীতলছায়াভিক্ষু তার দেবতাকে সান্ত্বনা—শান্তি দিতেই সে আসিয়াছিল। সে সান্ত্বনা তিনি যতদিন চান—ভাল; যদি আর না চান, তাহাকে দূর করিয়া দেন —সেও ভাল।—ক্ষোভশূন্য চিত্তে, দ্বিধাশূন্য অন্তঃকরণে পার্ব্বতী তাহার দেবতার আদেশ নতশিরে গ্রহণ করিবে। কে সে?—দাসী মাত্র,—সেবিকা মাত্র। যতদিন সেবাধিকার পায়—তার সৌভাগ্য। যদি কখনও বিদূরিতা হয়—এই অষ্টমবর্ষব্যাপী সৌভাগ্যের স্মৃতি, আমৃত্যু তাহার জীবনসঙ্গিনী হইয়া থাকিবে। দারিদ্র্যের ভয়? অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও এক দিনও ত সে ঐশ্বর্য্যের চিন্তা করে নাই,—স্বামীর আগ্রহে সে আপনাকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতা করিয়া রাখিত মাত্র; দারিদ্র্যের অনাড়ম্বর শ্রীই তাহার অন্তরতম অন্তরে, আপন শান্ত মহিমা বিস্তার করিয়া থাকিত। সম্রাজ্ঞীর অতুল সম্মান?—সে সম্মানে সে কোন দিন সুখী হয় নাই। স্বার্থান্বেষীর চাটুবাক্য?—অন্তরের সহিত সে তাহা ঘৃণা করিত। রাজঅমাত্যবর্গের আন্তরিক শ্রদ্ধা-সহানুভূতি?—তাহা সে গ্রাহ্য করিত না; আবশ্যক হইলে, স্পষ্ট নির্ভীকভাবে তাহাদের অন্যায় কার্য্যের সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করিয়া বসিত।—সুতরাং সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত; কথঞ্চিৎ ঈর্ষার চক্ষেও দেখিত; কাজেই যথার্থ সহানুভব বা বন্ধু তাহার তেমন কেহ ছিল না।—ছিল একজন; যাহার বাঁশরীরবে মুগ্ধ আত্মবিস্মৃতা হইয়া সে কুরঙ্গিনী এ আলয়ে প্রবেশ করিয়াছিল।—সে সুর যদি থামিয়াই যায়, সে বাঁশরী যদি ছুরিকায় রূপান্তরিত হইয়া তাহার হৃদয়-শোণিত পান করে,—ক্ষতি কি? যজ্ঞেরই আহুতি যে সে,—তার বলিদানে দেবতার যজ্ঞ যদি পূর্ণ হয়, তাহা অপেক্ষা তাহার কার্য্য আর কি আছে? তাই পার্ব্বতী—স্নেহকরুণারূপিণী অথচ বজ্রবৎকঠোরা, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতা অথচ দীনদরিদ্রা, আত্মনিবেদিতা অথচ দূরসঞ্চারিণী, অপূর্ব্ব মহিমময়ী তেজস্বিনী পার্ব্বতী শত্রুদমনকে এমন মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিল। তাই, যে উত্তামগতি কখনও কোথাও প্রতিহত হয় নাই;—তাহা আজ পার্ব্বতী-গিরিপাদমূলে আসিয়া মৃদু কলধ্বনিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল।—যে জীবন এতদিন কোন প্রতিবন্ধক মানে নাই, আজ তাহা শান্ত প্রেমের মধুর বন্ধন-শৃঙ্খলকে স্বেচ্ছায় গলার হার করিয়া তাঁহার অষ্টবর্ষ পূর্ব্বের সে অনুরাগ, আজ 'উপচিতরস' হইয়া গভীর প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, এবং শ্রদ্ধা ভ ও সম্মান মিলিয়া সে প্রেমকে এক অপূর্ব্ব মহিম- প্রদান করিয়াছিল।

পলে-পলে দণ্ডে-দণ্ডে দিনে-দিনে পার্ব্বতীও শত্রুদমনে মাঝে আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিতেছিল। তাহার জীবন মরণ, স্বর্গ মর্ত্ত্য, সত্য মিথ্যা, ইহক পরকাল, সবই স্বামীর মাঝে একে একে মিশিতেছিল। ভালবাসিয়াই তাহার সুখ—ভালবাসা সে চাহিত আত্মবিসর্জ্জনেই তাহার তৃপ্তি;—দেবতাকে আপনার প্র টানিয়া আনিতে সে লালায়িত হইত না; নীরব সেবা তাহার সুখ—প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে সে লজ্জিতাই হই পার্ব্বতী ধীরে ধীরে প্রেমের শ্রেষ্ঠ সাধনার অধিকা হইতেছিল। তাহার জীবনের যথার্থ সুখ—যথার্থ শ এই খানেই ছিল;—ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগে নয়, রাণীর লইয়াও নয়;—লোকে এই টুকুই ভুল বুঝিত।

আট বৎসর পরে একদিন তাহার নির্ম্মল আ একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল। পার্ব্বতী তাহাতে হইল না।—আট বৎসরের সাধনার ফলে,—সে আজ অ তুচ্ছ সুখ দুঃখের অতীত পথে গিয়া দাঁড়াইয়াছে,— নিষ্কাম প্রেম—মিলনে যাহা আত্মহারা হয় না, বিরহে যাহ কাতর করিতে পারে না—সেই প্রেমের আস্বাদ সে লাভ করিতেছিল; তাই মণিপুররাজদূত যখন শত্রুদম সহিত মণিপুররাজদুহিতার বিবাহ প্রস্তাব লইয়া আ তখন সে বিচলিতা হইল না। অমাত্যবর্গ সাগ্রহে প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। চক্রবর্ত্তী সম্রাট পুররাজের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে কে না লালায়িত হইত সে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আজ যখন স্বেচ্ছায় আসিতে চাহিতে তখন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন হইবে বিশেষতঃ, বিজয়নগর ক্ষুদ্র রাজ্য, বিশাল মণিপুররা সহিত সম্বন্ধস্থাপনে তাহার রাজ্যবল বৃদ্ধিই পাইবে, ই অনেক কথা মন্ত্রণা-সভায় উঠিল। অবশেষে সভ করিয়া, শত্রুদমন বলিলেন—"কাল দরবারে আমার অভিপ্রায় জানাব।"

পরদিন প্রকাশ্য রাজসভায় দূত উপঢৌকনাদি আসিয়া আপন আগমনোদ্দেশ্য বিবৃত করিল। প্রতি অমাত্য এবং সভাসদ্‌বর্গ সোৎসুকে রাজার মুখের ...য়া রহিলেন—এমন সৌভাগ্য-সুযোগ কি রাজা গ্রহণ ...রিবেন না?

...শত্রুদমন, মৃদু হাসিয়া দূতকে সম্বোধন করিয়া, উত্তর ...লেন—"দূত, তোমার কথায় এবং মণিপুররাজের বন্ধুতায় ...মি খুব প্রীত হয়েছি; কিন্তু তোমার প্রস্তাব আমি ...হণ ক'র্‌তে পার্‌লাম না! তোমার রাজাকে আমার ...াম জানিয়ে বলো যে, তাঁর দুর্দ্দিনে, যুদ্ধবিগ্রহের সময়, ...ার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাঁর সাহায্য ক'র্‌ব, ...ু তাঁর কন্যাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ...পিশাচকে বশে রাখা,—সে রাজকন্যার সাধ্য হবে না। ...ই অসম্ভবেরও অসম্ভব, তা কেবল একজন মাত্র ...লোককে দিয়ে সম্ভবপর হয়েছে;—সে আর কেউ নয়, ...ার একমাত্র স্ত্রী—রাণী পার্ব্বতী। তাই সে আজও ...আছে; এ উন্মাদের হাতে আজও তার অপমৃত্যু ...নি। তার ঋণ আমি এ জীবনে শেষ ক'র্‌তে পার্‌ব না, ...র আসনে আর কারও বস্‌বার অধিকার নেই—মণিপুর-...যেন আমাকে ক্ষমা করেন।"

...ভাস্থ জনমণ্ডলী নিস্তব্ধ—নির্ব্বাক্। মহার্ঘ্য প্রত্যুপ-...লইয়া ব্যর্থ-মনোরথ দূত মণিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন ...ল। মণিপুররাজ সব শুনিয়া, শত্রুদমনের স্পষ্টবাদিতায় ...হইলেন; 'শাপে বর' হইল বুঝিয়া, কন্যার কথা ...য়া মনে মনে সর্ব্বমঙ্গলময়ের চরণে প্রণত হইলেন।

...মধ্যাহ্নে, অন্তঃপুরে উভয়ের নিভৃত সাক্ষাৎকালে, ...র্ব্বতীর দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল;—স্বামীর বক্ষে মুখ ...াইয়া সে কতক্ষণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিল;—সে অশ্রুর ...কত কৃতজ্ঞতা—কত সুখ—কত বেদনার ধারা বহিতে-...তাহা কেমন করিয়া বলিব? জীবনের সর্ব্বস্ব হারাইতে ...যে আবার সব ফিরাইয়া পাইয়াছে—সে কি ...ভাষায় দিতে পারে? হায় পার্ব্বতী, শুধু দেবতার ...সেবার জন্যই যদি আসিয়াছিলে, তবে আজ তোমার ...বক্ষ হইতে এ আকুলতা ওঠে কেন, কপোল বহিয়া ...ঝরে কেন?—আজও নারীহৃদয়ের এ চিরন্তন ...তা কেন?

(৭)

...ে মেঘ কাটিল বটে, কিন্তু পশ্চিম আকাশে ধীরে ধীরে ...র মেঘ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। পার্ব্বতী প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। শত্রুদমনের ক্রমশঃ উন্মাদ লক্ষণ দেখা দিতেছিল। পার্ব্বতী উদ্বিগ্না হইল বটে, কিন্তু ভরসা ছাড়িল না; প্রতি দিন প্রতি দণ্ডে সে, প্রাণপণে সেই নিষ্ঠুর দৈত্যের সহিত যুঝিতে লাগিল;—একদিকে পার্ব্বতী, একদিকে উন্মাদ দৈত্য, আর মধ্যস্থলে শত্রুদমন—একটা প্রবল আকর্ষণ,—সংগ্রাম চলিতে লাগিল; কে জিতিবে কে বলিতে পারে? কিন্তু তিলে তিলে পার্ব্বতীর শক্তির হ্রাস হইতেছিল,—পার্ব্বতী তাহা বুঝিয়াই, জীবনের শেষ শক্তি, প্রাণের গাঢ়তম প্রেমের আকর্ষণ—আত্মার গভীরতম প্রার্থনা লইয়া প্রাণপণে স্বামীকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে কঠোর দৈত্যের বজ্রমুষ্টি ক্ষীণমাত্রও শ্লথ করিতে পারিল না। সে প্রমাদ গণিল।

দুর্দ্দান্ত শত্রুদমন দিনে দিনে আপন রাজ্যাধিকার বিস্তৃত করিতেছিলেন। কত রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, কত রাজার এবং রাজপুত্রের ছিন্ন শিরে বিজয়মাল্য গাঁথিয়া, কত দেশদেশান্তর ভস্মীভূত করিয়া, আপনার 'পিশাচ' নামের সার্থকতা রক্ষা করিতেছিলেন। কত জনপদ জনশূন্য হইল, কত সহস্র গৃহের সুখশান্তির দীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—তবু তাঁহার তৃপ্তি ছিল না। এক প্রচণ্ড উন্মত্ত তাড়নার বশে তিনি ছুটিতেছিলেন,—কে তাঁহার গতিরোধ করিবে?

ভ্রাতার অন্তিম-শয্যার ছবি এখন হইতে শয়নে-স্বপনে ছায়ার ন্যায় যেন তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এক একদিন ঘুমঘোরে তাই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন—"ক্ষমা কর প্রভু, এ নরকাগ্নিশিখা থেকে আমার উদ্ধার কর, শান্তি দাও। আমি ত তাকে শেষে বাঁচাতে গিয়েছিলাম, পারি নি,—তার আগেই তারা কাজ শেষ ক'রেছিল,—সে কি আমার দোষ? জীবন ত পুড়ে ছারখার হয়ে গেল প্রভু,—আজও কি তার প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না?"

জাগ্রতাবস্থায় পুনরায় সে উন্মাদনা তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিত। তখন তিনি দানবের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিতেন।—সেখানে অস্ত্রের ঝনঝনায়, যুদ্ধের ভেরীনিনাদে, শোণিতের তপ্তধারাস্রোতে তাঁহার উন্মত্ততা কতকটা শমতা প্রাপ্ত হইত। যুদ্ধ যখন না থাকিত, তখন গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া, জনপদ জনশূন্য করিয়া, কাহাকেও শূলে দিয়া, স্বহস্তে বা কাহারও শিরশ্ছেদ করিয়া

তাঁহার সে উন্মাদনা-বহ্নির বুভুক্ষু শিখায় আহুতি প্রদান করিতেন। লোকে সে নাম স্মরণ করিয়া সভয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করিত, বিশালকায় ভীষণমূর্ত্তি পিশাচরাজের ছবি যখন তখন তাহাদের মানস-চক্ষে জাগিয়া উঠিয়া বিভীষিকার সৃষ্টি করিত। সভাসদেরা ভয়ে ভয়ে থাকিতেন, জনসাধারণ তাঁহার সহস্র হস্ত দূর দিয়া চলিত; সমগ্র রাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র একজন ছিল, যে তাঁহাকে ভয় করিত না,—সে পার্ব্বতী। সে তাঁহাকে সেই উন্মাদনার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার জীবন ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল।

সে অনেক করিয়াছিল। তাহার অধিকার, স্থৈর্য্য, বিচক্ষণতা, বাক্-সংযম প্রথম প্রথম শত্রুদমনকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত। কিন্তু সে ভাব অধিক দিন রহিল না। অতঃপর শত্রুদমন, একবার নয় দুইবার নয়, বহুবার তাহাকে নির্যাতন—এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়াও, পার্ব্বতী পূর্ব্বের ন্যায়ই ধীর প্রশান্তভাবে উত্তর দিয়াছে—"মার্তে হয় মার, এজীবন ত তোমাকেই দিয়েছি।"—এ সকল অত্যাচারের পর প্রায়ই প্রতিক্রিয়া আসিত। তখন অনুতপ্ত শত্রুদমন প্রবল আবেগে তাহাকে বক্ষের মাঝে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করিয়া তাহার ওষ্ঠপুটে কপোলে ললাটে অজস্র চুম্বনধারা বর্ষণ করিতেন, তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার অমানুষিকতার জন্য অশ্রুপূর্ণনেত্রে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে তাঁহাকে উঠাইত; কোন কথা না বলিয়া, শুধু তাঁর হাতখানি আপনার হাতের উপর লইয়া, কত দণ্ড প্রহর ব্যাপিয়া—নীরবে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। অপমানের ক্ষোভ বা ক্ষমার গৌরব—কিছুই তাহার মনে হইত না; দেবতার কাছে তার কিসের গর্ব্ব বা অভিমান?—কিন্তু তবুত পার্ব্বতী সে উদ্দাম গতিরোধ করিতে পারিল না। সে স্পষ্ট বুঝিল,—এমন তীব্র উন্মাদনা, এমন অনুশোচনার গ্লানি—যাহার মনে, তাহার মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকার ঘটিতে অধিক বিলম্ব হয় না;—ভাবিয়া সে শিহরিল।

তাহার অধিক বিলম্ব হইলও না। যে মেঘ এতদিন ধরিয়া পুঞ্জীভূত হইতেছিল, সহসা একদিন তাহা হইতে ভীষণ গর্জ্জনে বজ্রপতন হইল,—সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ের ঝটিকা উঠিল। কিসে তাহা ঘটিল, বলিতেছি।

এতদিন পরে প্রবল দস্যু রতনচাঁদ ধরা পড়িয়াছিল সাতদিন ধরিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, বন হইতে বনান্তরে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, অবশেষে তাহাকে বন্দী করি মহোল্লাসে শত্রুদমন রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন পরদিন প্রত্যূষে দস্যুর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইল সে রাত্রে রাজ্যের প্রধান অমাত্যবর্গ প্রাসাদে নিমন্ত্রি হইলেন,—সমস্তরাত্রি ব্যাপিয়া পানভোজনের উৎসব চলি লাগিল। মধ্যরাত্রে শত্রুদমন সহসা জয়সেনের দি ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাতদিন ত আমি রাজধা ছাড়া। রাজ্যের নূতন খবর কি?"

"নূতন খবর আর নেই, মহারাজ! তবে সেদি একটা চাষা শালবনীতে শিকার ক'র্ছিল—মহারাজে বিচারের অপেক্ষায় সে বন্দী আছে।"

অকস্মাৎ বহুদিনের পুরাতন এক স্মৃতি—সদ্যঃছিন্ন মৃগরাজ-পার্শ্বে বিশালকায় এক প্রৌঢ় কৃষকের কথা শত্রুদমনের মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে, সন্ধ্যার অ আলোকে দৃষ্ট এক কিশোরীর ছবি—কক্ষে গাগরী, স্ক বিসর্পিত পদ্মনাল, কপোলে শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু—তাঁ মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তি বলিলেন—"জয়সেন, আজ এর কথায় সে দিনের কথা ম পড়েছে। সে ঘটনা না ঘট্লে ত আজ আমি রাণী পেতাম না!—এ লোকটাকে আমি শাস্তি দিতে চাই একে ছেড়ে দাও।" তারপর, কি ভাবিয়া, বলিলেন "আচ্ছা, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এস; আগে ত শূলে দেবার ভয় দেখিয়ে, একটু রঙ্গ করে, তার পর বকশিস্ দিয়ে বিদায় ক'র্ব।"

অন্ধ শত্রুদমন! এ রহস্যের পরিণাম কি, যদি বুঝিতে!

জয়সেনের ইঙ্গিতে দুইজন প্রহরী, শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত বন্দীকে রাজার সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইল। ক কণ্ঠে শত্রুদমন জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্দী, তো অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড, তা জান? কি ভাবে ম চাও?"

প্রাণের মমতায় বিকৃত আর্ত্তস্বরে সে হতভাগ্য চীৎ করিয়া উঠিল, ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগি "দোহাই, মহারাজ! পেটের জ্বালায় শুধু এ কাজ ক

য়াছিলাম—জীবনে আর কখনও ক'র্ব না। আমার প্রাণভিক্ষা দিন।"

"ভাল।—জয়সেন, কাল সকালে এ চোরটাকে বাঘের খাঁচায় ফেলে দিয়ো।"

আর এক মুহূর্ত্ত পরেই সে প্রহসন শেষ হইত; কিন্তু মুহূর্তে দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রলয়ের ঝটিকা উঠিল। সদ্যঃ-প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কৃষক তীব্রশ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"মার্বে বই কি পিশাচ? নিজে সোণার খাটে পালঙ্কে শুয়ে হীরে মাণিকে ঘর বোঝাই ক'র্বে, আর গরীব প্রজারা একমুঠো খুঁদকুঁড়ার অভাবে পেটের জ্বালায় তোমার বনে শিকার ক'র্তে এলেই তাদের রক্ত খাবে? তা নইলে তুমি আর ভাইকে বিষ খাওয়াও? ধিক্, পিশাচ,—তোর ইহকালও নেই, পরকালও নেই।"

প্রলয়ধারা বর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন একবার নিস্তব্ধভাব ধারণ করে,—মুহূর্ত্তের জন্য সে সভা, সে উৎসব-কোলাহল সেইরূপ স্তব্ধ হইল। তারপর চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে আহার্য্যপানীয়সজ্জিত বৃহৎ মেজ সশব্দে কক্ষ-তলে নিপতিত হইয়া শতধা হইল; নিমেষে শত্রুদমন বজ্রমুষ্টিতে কৃষকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া কটিস্থ ভোজালি নিষ্কাশিত করিলেন,—পর মুহূর্ত্তেই হতভাগ্যের ছিন্ন শির ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

জয়সেন অগ্রসর হইলেন।—"মহারাজ, উৎসবের দিনে নিরর্থক রক্তপাত হল। যা হবার তা হ'য়েছে, এখন সবাইকে নিয়ে অন্য কক্ষে চলুন।"

শত্রুদমনের চক্ষু তখন জ্বলিতেছিল, বিশাল কায় ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া বিশালতর হইয়া উঠিয়াছিল,—কক্ষস্থ দীপালোকে তাঁহার করস্থ রক্তপৃষ্ঠ শাণিতাস্ত্র স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল। তীব্রকণ্ঠে তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বটে?—কিন্তু এ লোকটার এত ধৃষ্টতা কি করে হল?—নিশ্চয়ই আপনারা কেউ তাকে এ সাহস দিয়াছিলেন,—কে সে বলুন, নইলে সবারই শির আজ ধূলায় লুটোবে।"—বলিয়া, গর্জ্জন করিয়া তিনি তাহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। সকলে প্রমাদ গণিয়া, সন্ত্রস্ত হইয়া নিষ্পন্দ হইলেন। আর মুহূর্ত্তমাত্র—এমন সময় চকিতে পার্ব্বতী অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অমাত্যবর্গকে বলিল—"এখনো দাঁড়িয়ে?—পালান সব, চলে যান।"

দ্বিতীয়বার আর সে অনুরোধ করিতে হইল না। আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া অমাত্যবর্গ ত্রস্তভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। একজন শুধু নড়িলেন না—তিনি জয়সেন। পার্ব্বতী ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনার ভীমরতি ধরেছে দেখ্ছি। ক্ষুধার্ত্ত বাঘের সুমুখে থেকে কি লাভ? চলে যান।"—সে দৃপ্তা অথচ মহিমময়ী মূর্ত্তি, সে তীব্র অথচ মমতাপূর্ণ কণ্ঠস্বর জয়সেনকে চকিত করিল; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অবশেষে তিনিও সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের আলয়ে রহিল—একা পার্ব্বতী।

"মহারাজ, ও ভোজালি আমায় দিন।"

অমাত্যবর্গের পলায়নে শত্রুদমন ক্রোধে ক্ষোভে ফুলিতেছিলেন।—"সবাই আমাকে ছেড়ে গেল? তা যাবেই ত! তারা যে জানে আমার সর্ব্বাঙ্গ গলিত কুষ্ঠে ভরা, আমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই, ভগবান্‌ও নেই! আমার রাজ্যের চাষারাও তা জানে!"—সহসা তিনি নিস্তব্ধ হইলেন—দীপচ্ছায়ার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে, সভয়ে কক্ষের চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"হাঁ পার্ব্বতী, তারাও জানে। কেন জানে, তা জান না? ভীমসেনের প্রেতাত্মা যে প্রতিরাত্রে নগরের পথে পথে ঘুরে সবাইকে ডেকে বলে যে, আমারই হুকুমে কেমন ক'রে আমার লোক তাকে বিষ খাইয়েছে, তারপর কি অসহ্য যন্ত্রণায় সে মরেছে! নগরের লোক তা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠে।—তবু সে প্রেতাত্মা থামে না,—ছায়ার মত নিঃশব্দে রাজপথ দিয়ে সে বরাবর চলে আসে।—প্রাসাদের প্রহরী তাকে আট্‌কাতে পারে না,—বরাবর সে চলে আসে;—খোজাদের পার হয়ে এঘর সেঘর দিয়ে পা টিপে টিপে শেষে সে আমার শোবার ঘরে—আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়"—সহসা গৃহকোণে তাঁহার সভয় দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল, চীৎকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ওই দেখ,—ওই—ওই কোণে, ঝাড়ের ছায়ার মধ্যে থেকে—ওই দেখ তার চোখ জ্বল্‌ছে—ওই দেখ আমার দিকে চাইছে!—হা ভগবান্! পরকে খুন ক'রে ঘেড়ালে কি হবে?—আত্মহত্যা নইলে যে আর এ জ্বালা থামবে না!—"

সহসা তাঁহার ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করে সদ্যঃশোণিতসিক্ত সেই ভোজালি দীপালোকে স্ফুরিত হইয়া উঠিল,—সে অস্ত্র অধঃপতিত হইবার পূর্ব্বেই, পার্ব্বতী ব্যাঘ্রীর ন্যায় তাঁহার উপর পড়িয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার সে হাত চাপিয়া ধরিল। চীৎকার করিয়া শত্রুদমন বলিলেন—"সরে যাও—কেন মর্‌বে?"

পার্ব্বতী তবু সে দৃঢ়মুষ্টি শ্লথ করিল না, বলিল—"আমি মরি বাঁচি কিছু এসে যায় না। আগে আপনি অস্ত্র ফেলুন,—তবে ছাড়্‌বো, নইলে নয়।"

পার্ব্বতী জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া, তাঁহার সহিত যুঝিতে লাগিল; কোথা হইতে তাহার দেহে এক অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হইল।—যতবার শত্রুদমন তাহার মুষ্টি হইতে আপনাকে মুক্ত করেন, ততবারই নিমেষে আবার তাহা পূর্ব্ববৎ দৃঢ়-নিবদ্ধ হয়,—তাহাকে আর আঘাত করিবার সুযোগ পান না। অবশেষে অকস্মাৎ, বিক্ষিপ্ত আহার্য্য-পানীয়-পিচ্ছিল পথে তিনি নিপতিত হইলেন, করস্থ অস্ত্র হস্তচ্যুত হইয়া দূর কক্ষকোণে নিক্ষিপ্ত হইল।

সে দৃপ্তা অথচ মহিমময়ী মূর্ত্তি, জয়সেনকে চকিত করিল।

কতক্ষণ সেইভাবে শত্রুদমন পড়িয়া রহিলেন। পার্ব্বতী—শ্রান্ত ক্লান্ত পার্ব্বতী স্থির নেত্রে সেই ভূপতিত বিশাল দেহের প্রতি চাহিয়া রহিল। সহসা সে দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল; পার্ব্বতী প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাহার সে সাবধানতার আবশ্যক হইল না!

"পার্ব্বতী!"—ক্ষীণ বেদনাব্যঞ্জক স্বরে শত্রুদমন ডাকিলেন—"পার্ব্বতী!"

চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে ছুটিয়া গিয়া, স্বামীর শিরোদেশ আপন, অঙ্কে তুলিয়া লইয়া, উৎকণ্ঠাজড়িত দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া সে সুধাইল—"লেগেছে?"

শত্রুদমন উত্তর দিলেন না, শুধু তাহার মুখের চাহিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পর শত্রুদমন উঠিলেন। তার পর, দিকে একবার চাহিয়া, অসংযতপাদক্ষেপে কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইয়া কুলদেবতা ধূর্জ্জটির মন্দিরাভিমুখে সর হইলেন। পার্ব্বতী দূর হইতে তাঁহার অ করিল।—মন্দিরপ্রাঙ্গণ তখন জনহীন নিস্তব্ধ; উদ মন্দির-দ্বারের অবকাশ পথে ঘৃতদীপালোকে বি হেমসিংহাসন এবং শিরস্থ রত্ন মুকুট দীপ্তি প ছিল। শ্রান্ত অবসন্ন উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত শত্রুদমন মন্দি

মুখ—সেই চত্বরের উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পড়িয়া লেন।

পার্ব্বতী অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এতদিন যাহার আশঙ্কা করিতেছিল, আজ তাহা ঘটিয়াছে; দিন সে এ পূর্ণ উন্মত্ততার গতিরোধ করিয়া রাখিতে রিয়াছিল, ততদিন তবু আশা ছিল,—আজ আর কোন শা নাই!

এ বজ্রপাত রোধ করিবার জন্য সে কি না করিয়াছে! ীর স্নেহ মায়া কোমলতা, সব বিসর্জ্জন দিয়া, স্বামীর ই আপনাকে সে ক্রমশঃ কঠিন করিয়া তুলিয়াছে; যুদ্ধ বিগ্রহ সে স্বেচ্ছায় অনুমোদন করিয়াছে;—দেশের গৌরব, সতীর স্বামী, জননীর নয়নের মণি সেই যুদ্ধ অস্তিমশয্যা লাভ করিয়াছে;—সে চিন্তায় পার্ব্বতী মাত্র বিচলিত হয় নাই, স্বামী যে, সে সকল ক্ষণে তাঁহার র্ম্মলা কতক বিস্মৃত হইয়াছেন, সেই তাহার পক্ষে —তাহাতে স্বামীরই বা পাপ কি?—সূর্য্যের তেজে তাপত্র গুকায় বলিয়া কি সূর্য্যকে পাপী বলিতে পার? তে তাঁর চিত্তের শান্তি, তাহার কিছুই পাপের নয়। জীবন লইয়া যদি তাঁহার এ উন্মত্ততা দূর হয়, তাহা ক্ষা পূর্ণ তৃপ্তি তাহা হইলে তাহার জীবনে বুঝি আর তেই হইবে না।—কিন্তু আজ যে তিনি আপন জীবন করিতে উদ্যত হইয়াছেন—একবার পার্ব্বতী তাঁহার ঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছে; কিন্তু কতক্ষণ—কত দিন সে কে বাধা দিতে সক্ষম হইবে? সে বুঝিল যে, তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত—উদ্‌ভ্রান্ত; ধীরভাবে চিন্তা করিবার শক্তি লুপ্ত হইয়াছে।—এ দুর্দ্দিনে কে তাহাকে পরামর্শ কে তাহাকে এ বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার করিবে? ন্যবর্গ?—তাহারা ত লোষ্ট্রাহত কুকুরের ন্যায় দূরে ন করিয়াছে।—জয়সেন?—পার্ব্বতী সমীচীন বিবেচনা না। কুলগুরু?—তিনি ত আপাততঃ তীর্থে ফিরিতেছেন। তবে উপায়?—অকস্মাৎ বহুদিন এক স্মৃতি, নব-কুট-পর্ব্বতের সেই সন্ন্যাসীর কথা, মনে পড়িল; অকূল সমুদ্রে পার্ব্বতী যেন কূল পাইল।

বাহিরে ঘনান্ধকার,—মেঘের উপর মেঘ জমিয়া একটা ঘটিকাবৃষ্টির সূচনা করিতেছিল। সে সময় সে পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করা আদৌ যুক্তিযুক্ত ছিল না। কিন্তু পার্ব্বতী মনঃস্থির করিয়া লইল। এ ঝটিকা-বৃষ্টি হয়ত শেষ রাত্রে থামিতে পারে; কিন্তু কে জানে, কাল প্রভাতে রাজার এই উন্মত্ততা ফিরিয়া আসিবে কি না?—পার্ব্বতী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল. তার পর একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, অন্তঃপুরের বিশ্বস্ত খোজা অনুরুকে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া, বহির্দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল। দ্বারের প্রধান প্রহরী তাহার গতিরোধ করিতেই চকিতের মত অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় সে দাঁড়াইল;—বিস্মিত প্রহরী, আভূমি-প্রণত হইয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল;—পার্ব্বতীর বাল্যকালে তাহাকে সে অনেকবার দেখিয়াছিল; কিন্তু রাণীকে এ ভাবে একাকিনী যাইতে দেখিয়া, সে ঈষৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিবার সঙ্কল্প করিতেছিল, ইতোমধ্যে অনুরু আসিয়া পৌঁছিল। প্রহরীর সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে সে মাত্র আপন ওষ্ঠপুটে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংস্থাপিত করিয়া দ্রুতবেগে সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া গেল। প্রাসাদে তাহার আগমনির্গম সর্ব্বদা অব্যাহত ছিল।

সহসা পার্ব্বতী দুই করে চক্ষু আবৃত করিয়া বসিয়া পড়িল,—দিগন্ত ব্যাপিয়া যেন বাড়বাগ্নি জ্বলিয়া বিদ্যুদ্দাম স্ফূরিত হইয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের অরণ্যে ভীষণ নিনাদে বজ্রপতন হইল। চক্ষু মেলিয়া পার্ব্বতী দেখিল—সম্মুখের এক সুদীর্ঘ বৃক্ষশির ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! পরমুহূর্ত্তেই মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল;—বাতাসও প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। তবে নবকূট পর্ব্বতের পথ তাহার একেবারে অপরিচিত নয়, দীর্ঘও নয়,—তাই পার্ব্বতী ক্ষণবিদ্যুদ্দালোকে পথ চিনিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।—পিচ্ছিল পথে কতবার তাহার পদস্খলন হইতে লাগিল, কণ্টকে গুল্মে তাহার দেহ এবং পদ কতস্থলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল,—তবু তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, বেদনানুভূতি নাই; একটি মাত্র স্থির লক্ষ্য শুধু তাহার মনে জাগিতেছিল;—বহির্জ্জগতের কোন বিষয়ে আর তাহার চৈতন্য ছিল না। সাবিত্রী যেমন স্বামীর জীবন ফিরাইয়া আনিতে আত্মহারা হইয়া যমরাজের অনুসরণ করিয়াছিলেন, আজ পার্ব্বতীও তেমনই বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট হইতে স্বামীর জীবন-রক্ষার উপায়-সন্ধান জানিতে চলিয়াছে!

বিশ্বস্ত অনুরু প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায় সতর্কদৃষ্টিতে দূর হইতে তাহার অনুসরণ করিতেছিল।

প্রায় দণ্ডাধিককাল অবিশ্রাম চলিয়া অবশেষে পার্ব্বতী, সন্ন্যাসীর গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গুহাভ্যন্তরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন,—অষ্টবর্ষ পূর্ব্বের সে-ই ক্ষীণ সুদীর্ঘ দেহ, সে-ই তেজোব্যঞ্জক দৃষ্টি, সে-ই প্রশান্ত মুখ-শ্রী! পার্ব্বতী সে মুখে কালের ক্ষীণতম রেখা-পাতও দেখিতে পাইল না।

সেই দারুণ দুর্য্যোগে, গভীর নিশীথে, তাহাকে তদবস্থায় একাকিনী উপস্থিত হইতে দেখিয়াও—(অনুরু গুহার বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেছিল)—সন্ন্যাসীর মুখে বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল না। পার্ব্বতী, বামহস্তের অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে রক্ষা করিয়া, নতজানু হইয়া তাঁহার প্রশ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।—শত সহস্র ব্যক্তি যাহা লাভের জন্য অনায়াসে আপনাদের জীবন বিপন্ন করিতে পারিত, সে অঙ্গুরীয় সন্ন্যাসীর পদতলে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল। ষোড়শীর চকিত অপাঙ্গদৃষ্টির ন্যায় মুহুর্মুহু তাহা অগ্নিকুণ্ডের আলোকরশ্মিতে স্ফূরিত হইয়া উঠিলেও, সন্ন্যাসীকে তাহা ক্ষণমাত্রও মুগ্ধ করিতে পারিল না।—বহু-যুগব্যাপী সাধনার ফলে আজ তিনি আপন অন্তরে যে পরম জ্যোতির সন্ধান পাইয়াছেন—তাহার কাছে কত তুচ্ছ না এ হীরকখণ্ড!—অনুরু কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল—"বাঁদরে আবার মুক্তোর কদর কি বোঝে?—রাণীর যেমন!"

পার্ব্বতী গুহায় প্রবেশ করিয়াই আচ্ছাদনবস্ত্র অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়াছিল; অগ্নিকুণ্ডের কম্পিত শিখালোক তাহার পরিধেয় বহুমূল্য বসনভূষণে এবং অলকগুচ্ছ-নিবেশিত হীরকখণ্ডগুলির উপর পতিত হইয়া শতধারে চূর্ণিত হইতেছিল, তাহার বিশাল নয়নের উদাস অথচ স্থির দৃষ্টিতে কোন্ কুহকের সৃষ্টি করিতেছিল। পার্ব্বতীর তখনকার সে গম্ভীর এবং মহিমময়ী মূর্ত্তিখানি অনুরু দূর হইতে শ্রদ্ধাবিষ্ট এবং অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পার্ব্বতী বলিল—"প্রভু, আট বছর পরে আবার আজ আপনার কাছে এসেছি। আট বছর ধরে স্বামীর পাশে পাশে থেকে, যতদূর পেরেছি,—তাঁকে শান্তি দিয়ে এসেছি। কিন্তু আর ত অদৃষ্টের গতিরোধ ক'র পারিনে। রাজার উন্মাদের পূর্ণ লক্ষণ দেখা দিয়েছে, আমি দুর্ব্বল, অসহায়,—বলে দিন কিসে তিনি ভাল কি ক'র্‌লে তাঁকে বাঁচাতে পারি। আমার প্রাণ দি যদি তাঁর উপকার হয়, তাও বলুন।"

সন্ন্যাসী নিমেষহীন দৃষ্টিতে অগ্নিশিখার প্রতি চা ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, পার্ব্বতীর দিকে না চাহি ধীর স্বরে তিনি উত্তর করিলেন—"বৎসে, এ পরী তোমায় একদিন পড়্‌তে হবে, আমি তা আগে জান্‌তাম; তাই তোমায় সেদিন ফেরাতে চেয়েছি যে পথে আজ তুমি দাঁড়িয়েছ, সে সাধন-প বড় ব বড় জটিল; তবু আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যে তা পার যেতে পার।—কিসের সমস্যা আজ তোমার?—এ তাঁকে যে শান্তি দিয়েছ, আজ আর তা দিতে পার্‌ছ এই ত? দুঃখ করো না বৎসে, সংসার যাকে সৌ বলে—তার দিন তোমার ফুরিয়ে এসেছে। পুরুষ চিরদিন শুধু একটা জিনিস নিয়ে থাক্‌তে পারে না। দিন তুমি যে আসন অধিকার করেছিলে, সে আসন অন্য কাউকে ছেড়ে দিতে হবে। কে সে?—অন্য সৌভাগ্যবতী রমণী-রত্ন?—হাসিমুখে তাকে স্বামীর তুলে দাও। অন্য কোন কামনা?—জীবনের—অ বিনিময়ে তাঁকে তা এনে দাও।—এই-ই এখন তে কর্ত্তব্য।" বলিয়া সন্ন্যাসী নীরব হইলেন।

ধীরে ধীরে পার্ব্বতী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উ তার পর নিঃশব্দে সে গুহা ত্যাগ করিল।

কুলদেবতার প্রাঙ্গণে যখন সে প্রত্যাবর্ত্তন ক তখনও শত্রুদমন পূর্ব্ববৎ নিশ্চল নিস্পন্দদেহে স প্রণতানত। নিঃশব্দে সে তাঁহার চরণপ্রান্তে যাইয়া ব তাঁহার চরণ দু'টি আপন অঙ্কে তুলিয়া লইল। সাধুর বাণী তখনও তাহার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছিল—"জীব আত্মার—বিনিময়ে তাঁকে তা এনে দাও।"

কি সে জিনিস;—পার্ব্বতী হইতেও আজ যাহা কাছে প্রিয়তর? কি সে শক্তি,—পার্ব্বতীর গাঢ়তম অপেক্ষাও আজ যাহা গরীয়সী? কি সে চেতনা— করাল গ্রাস হইতে তাহার দেবতাকে আজ যাহা করিতে সক্ষম? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পার্ব্বতী ম

লি—"কি সে প্রভু, বলে দাও। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ছেও পার্ব্বতী তা তোমায় এনে দেবে।—কি সে তোমার ষ্টি, বলে দাও।"—আবার সাধুর সেই কথা মনে পড়িল—ুষ মানুষ শুধু একটা জিনিস নিয়ে চিরদিন থাক্‌তে র না।' পার্ব্বতী ভাবিয়া দেখিল;—সত্যই ত! এই কাল পর্য্যন্তও প্রতি যন্ত্রণা গ্লানির ভারে লুটাইয়া, শ্রান্ত র ন্যায়, স্বামী তাহারই বক্ষের মাঝে শান্তির জন্য া আসিয়াছেন,—আজ কই তার প্রেম ত স্বামীকে া দিতে পারিল না; নহিলে, তাহাকে দূরে রাখিয়া আজ নিতান্ত নিঃসহায়ের ন্যায় কুলদেবতার চরণে ইবেন কেন? ভাবিতে ভাবিতে, সেই গভীর তমসার অকস্মাৎ পার্ব্বতী একটা ক্ষীণ আলোকসম্পাত দেখিতে া—দেব তা—স্বর্গ—ভগবান্! কোথায় সব? পার্ব্বতী দেবতার সেবায় সে সব কথা যে অনেকদিন ভুলিয়া া তাহার ইহ-পরকাল স্বর্গ-মর্ত্ত্য যে সবই দুইটিমাত্র প্রান্তে একাকার হইয়া গিয়াছে!—আজ সে তাই তে লাগিল—কোথায় সে স্বর্গ, কোথায় সে স্বামীর , দেবতার দেবতা?—উর্দ্ধে?—সে যে বহু দূরে! কি কিছুই নাই? কে যেন তাহার কাণে কাণে দিল—"আছে বই কি। তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীধাম,—স্বয়ং র যেখানে জগন্মাতার সঙ্গে বিরাজ করেন;—সে-ই ত '—'কাশীধাম?' 'বিশ্বেশ্বর?'—পার্ব্বতী এতক্ষণে ফুল পাথারে কূল দেখিতে পাইল। সাধু কি ইহারই করিয়াছিলেন? ইহাই কি তাহার দেবতার একমাত্র াগায়?

র্ব্বতী কতক্ষণ ধরিয়া কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে রিল। ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সেই সিক্তবস্ত্রেই হইয়া পড়িল;—নিদ্রাবস্থায়ও তাহার মানস-চক্ষে সের বিশ্বেশ্বরের ছবি ফুটিয়া উঠিল।

য়ে দারুণ শীতানুভূতিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল,— তখনও নিদ্রাভিভূত। ধীরে ধীরে তাঁহার চরণ আপন অঙ্ক হইতে নামাইয়া, পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল, আপন কক্ষে ফিরিয়া গিয়া সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন ।

দিন শত্রুদমন সে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন র্ব্বতী সমস্তদিন অভুক্ত থাকিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল;—স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সে নিৰ্জ্জনতা ভঙ্গ করিতে সে সাহসী হইল না, তাহা সমীচীনও বিবেচনা করিল না। সন্ধ্যার সময় শত্রুদমন—উদ্‌ভ্রান্ত—অনুতপ্ত—বেদনা-কাতর-দৃষ্টি শত্রুদমন—দীনভাবে তাহার কক্ষ-দ্বারে আসিয়া ডাকিলেন—"পার্ব্বতী!"

সে কণ্ঠস্বরে—জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি বিজড়িত, অনন্তের সুখদুঃখ বেদনাহর্ষ গ্রথিত; সে কণ্ঠস্বরে—পার্ব্বতী চকিতা হইল; মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃতা হইয়া, ছুটিয়া স্বামীর বক্ষে আসিয়া, ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অস্ফুট গভীর স্বরে সে ডাকিল—"প্রভু, আমার জীবন-দেবতা!" আষাঢ়ের বর্ষণোন্মুখী মেঘের ন্যায়, তাহার অশ্রু-ভার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু হইতে—শেষে পূর্ণ ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। জননীর স্নেহ-সম্বোধনে শ্রান্ত শিশুর ন্যায়, উদ্বেলিত চিত্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া সে কাঁদিল;—কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার অন্তরের ভার ক্রমশঃ লঘু হইয়া আসিল, নিরুদ্ধবায়ু কক্ষের মধ্যে পুনরায় সে বায়ুর সঞ্চালন অনুভব করিল।

শত্রুদমনের চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কই তিনি ত আজ পার্ব্বতীকে আকুল আগ্রহে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন না। পার্ব্বতী তাঁহার প্রতি চাহিল,—আপনার দীনতা বুঝিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তবে কি এখন হইতেই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে? যাই হউক, পার্ব্বতী পাষাণে মন বাঁধিয়াছিল;—রমণীর দুর্ব্বলতায় সে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিতা হইয়া পড়িয়াছিল বটে,—স্বামীর এ উদাস ভাব পুনরায় তাহাকে তাহার সঙ্কল্পে সুপ্রতিষ্ঠিতাই করিল। তাহার সে সঙ্কল্পের অঙ্গ কি, তাহা সে বুঝিল।—সমস্ত পৃথিবীর সহিত সংগ্রাম করিয়া এতদিন যে রত্ন, সে সযত্নে আপন ভাণ্ডারে রক্ষা করিতেছিল, এখন হইতে তাহা বিসর্জ্জন দিতে হইবে! আর সে চরণ দু'টি সে বক্ষে ধারণ করিতে পাইবে না,—সে অযাচিত সাগ্রহ চুম্বনে আর তাহার ধমনীতে ধমনীতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বহিবে না, সে আদর-স্পর্শে সমস্ত দেহে আর পুলকরোমাঞ্চ উঠিবে না, নয়ন ভরিয়া আর সে কান্ত রূপ দেখিতে পাইবে না! জীবনের সূর্য্য অস্তাচলে ডুবিয়া যাইবে,—হয়ত চির-তমসার মাঝে জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়া, কোন্ চিরন্তন অন্ধকারে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে! জীবনের নিশীথ-রাত্রে, সে সূর্য্যের প্রতিফলিতালোক,

শান্ত জ্যোৎস্নারূপে যে তাহার জীবনে জাগিয়া থাকিবে, এ কথা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে ?—সবই সে ভাবিয়াছে, বুঝিয়াছে—তবু তাহার সঙ্কল্প টলে নাই। ত্যাগেই তাহার প্রেমের সাধনা, তাহা সে বুঝিয়াছিল ; সবই ত সে ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেও ;—তবে, বৈতরণীর কূলে দাঁড়াইয়া, শেষ খেয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে, আজ আবার পরিত্যক্ত স্বার্থ-পুঁটুলির প্রতি মায়াবিজড়িত সকাতর দৃষ্টিপাত কেন ?

সে রাত্রে, স্বহস্তে পাক করিয়া, স্বামীকে সযত্নে আহারাদি করাইয়া, পার্ব্বতী, শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিল। বলি বলি করিয়াও কথাটা উত্থাপন করিতে পারিতেছিল না। কতক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল,—দূরে সিংহদ্বার হইতে প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া গেল,—প্রান্তরে শৃগালের দল একবার সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিয়া আবার থামিয়া গেল ;—শত্রুদমন তন্দ্রাভঙ্গে পার্ব্বতীর প্রতি চাহিলেন। আজ আর পার্ব্বতী, সে চোখে চোখে চাহিতে পারিল না ; আনত মুখে ধীরে ধীরে বলিল—"কাশী যাবে—বিশ্বেশ্বর দেখ্‌তে ?"

"কাশী ?—বিশ্বেশ্বর ?"—শত্রুদমনের মস্তিষ্ক তখনও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্ববৎ গাঢ়স্বরে পার্ব্বতী বলিল—"যে অতীত পাপের জন্য তোমার এত গ্লানি, সেখানে গেলে তা থেকে তুমি মুক্তি পাবে। তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশী—সেখানে বিশ্বেশ্বরের চরণে বসে জীবনের শান্তি আবার ফিরে পাবে।"

সে কথার মর্ম্ম এতক্ষণে শত্রুদমনের হৃদয়ঙ্গম হইল,—তাঁহার সে ভীতিকাতর তীব্র নিরাশাব্যঞ্জক দৃষ্টি ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল,—আশার অস্পষ্ট ছায়ালোক তাঁহার মুখমণ্ডলে খেলা করিতে লাগিল। অকস্মাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—সে মুখে বিস্ময় আগ্রহ আনন্দ প্রকটিত হইয়া উঠিল।—হা ভগবন্,—এ কি সত্য ?—অপরিচিতের হস্তে নির্য্যাতিত শিশু আপন জননীকে দেখিবামাত্র যেমন ফুকারিয়া ওঠে,—জলমগ্ন আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তি সহসা অকূলে কূল দেখিতে পাইয়া যেমন প্রাণের মায়ার শেষ অমানুষিক শক্তিবলে তৎপ্রতি ধাবিত হয়,—শত্রুদমনের আজ এখন সেই ভাব হইয়াছিল। মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"এ কি সত্য, না স্বপ্ন ? এতদিনের এ গাঢ় অন্ধকার কি সত্যই দূর যাবে ?—তাই কর বিশ্বেশ্বর।—এ তুচ্ছ রাজস সিংহাসনের মোহে আর আমায় বেঁধে রেখ না। দারিদ্র্য বরণ করে, সন্ন্যাসীর বেশে পথে পথে ফিরে যথার্থ যেন তোমার চরণে গিয়ে পৌঁছাতে পারি। হে জীবনের এ তীব্র উন্মাদনা, এ বাড়বাগ্নিশিখা পদদ করে, চরম শান্তি দিয়ে, এ অভাগার কাছে, তোমার মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিয়ো!" দেখিতে দেখিতে তাঁ চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে তাঁহ শয্যার উপর শায়িত করাইয়া, সে মুখের প্রতি চা রহিল। জীবনের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়া, সকলই সে বক্ষের মাঝে চাপিয়া ধরিতে চাহিতেছিল ; তা সঙ্কল্প শিথিল হইয়া পড়িতেছিল ; রমণীর দুর্ব্বলতা মুহুর্মুহু বিচলিতা হইয়া পড়িতেছিল। কে সে ভি বিশ্বেশ্বর, যে তাহার একমাত্র রত্নখানি ভিক্ষার অপহরণ করিতে চায় ? তত্রাচ একটা তীব্র তৃপ্তি ত ছিল,—নিদ্রিত স্বামীর মুখে শান্তির মাধুরী-ছায়া পরি হইয়া পড়িয়াছিল, সে উদ্বেগ সে উন্মত্তভাব আর নাই! তাই সে কৃতজ্ঞভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া —"আমি ত শুধু নিমিত্তমাত্র হয়ে পথ দেখিয়ে দি কিন্তু যে শান্তি আমি দিতে পার্‌লাম না,—তুমি দিয়েছ ভগবান্!"

(৯)

শত্রুদমনের তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প প্রচারিত হইতে দুর্দ্দান্ত রাজার নিত্য নূতন অত্যাচারের হস্ত হইতে পাইবে ভাবিয়া কেহ কেহ নিশ্চিন্ত হইল ; কে আবার রাজ্যরক্ষার কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া উ কারণ, শত্রুদমন যাহাই হউক, স্বীয় অপরিমিত ব যে তিনি এতদিন বহু রাজশক্তি খর্ব্ব করিয়া, বিদ্রোহীদের শান্ত করিয়া, আপন রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স করিয়াছিলেন—এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজ্যের অবস্থা কিরূপ কে বলিতে পারে ? কে তাঁহার হইয়া রাজ্য শাসন ক —পার্ব্বতীর প্রতি জনসাধারণের ঈর্ষা ও অসূয়া এতদি যায় নাই, শত্রুদমনের অবর্ত্তমানে তাহার শিশুপু

কে কখনই সিংহাসনে বসিতে দিবে না। পার্ব্বতীও তাহা চাহিত না।

শত্রুদমনও কয়দিন হইতে সে কথা ভাবিতেছিলেন। অবশেষে একদিন মনে মনে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি এখন প্রায়ই হাসিতেন। যে রাত্রে পার্ব্বতী তাঁহাকে বিশ্বেশ্বরের কথা শুনাইয়াছিল, সেই রাত্রি হইতে পাপের অনুশোচনা আর তাঁহাকে তেমন করে পীড়িত করিত না ; আবার যেন পূর্ব্বের মতই সব ফিরিয়া আসিয়াছিল ; কতকটা পূর্ব্বের মতই সোৎসাহে তিনি রাজকার্য্যে যোগদান করিতেছিলেন। আট বৎসর পূর্ব্বে পার্ব্বতী যখন প্রথম তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে,—তাহার তখনকার সেই বীরত্বব্যঞ্জক ছবি, সেই তেজ, সেই উৎসাহোন্মাদনা—আবার যেন তাঁহাতে ফুটিয়া উঠিতেছিল ; আবার পার্ব্বতীর প্রতি তাঁহার পূর্ব্বের অনুরাগ ফিরিয়া আসিতেছিল! পার্ব্বতী স্বামীর এ পরিবর্ত্তনে একটা তৃপ্তির তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল ; কিন্তু কার্য্যে বা বাক্যে তাহার মনোভাব একদিনও প্রকাশিত করে নাই।

শত্রুদমনের তীর্থযাত্রা সঙ্কল্পের প্রতিকূলে প্রতিদিন প্রজাদের আবেদন-নিবেদন আসিয়া স্তূপীকৃত হইতেছিল। সহসা একদিন শত্রুদমন, অমাত্যবর্গ এবং শিশুপুত্র সূর্য্যরায়কে সঙ্গে লইয়া এক অনন্যজ্ঞাত উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ; পার্ব্বতী তাঁহাকে আপনা হইতে কোন প্রশ্ন করিল না, অন্তঃপুরে একাকী আপন কক্ষে বসিয়া বসিয়া দিন গণিতে লাগিল।

মাসাধিক কালের পর শত্রুদমন প্রত্যাগমন করিলেন। আনন্দ—উচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; সাগ্রহে পার্ব্বতীকে আলিঙ্গনাবদ্ধা করিয়া, তাহার অধরে প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া বলিলেন—"পার্ব্বতী, খুব সুখবর। কাজ সফল না হলে তোমাকে জানাব না বলে, আগে বলিনি। আমি মণিপুরে গিয়াছিলাম ; মণিপুররাজ প্রকাণ্ড এক দরবার করে', তাঁর সামন্ত সমস্ত প্রজাদের—প্রতিনিধিদের কাছে আমার অবর্ত্তমানে সূর্য্যকে রাজা বলে স্বীকার ক'র্‌তে প্রতিজ্ঞা করেছেন,—প্রতিনিধিরাও তাতে মত দিয়েছেন। যদিই আমি তীর্থ থেকে আর না ফিরি, তা হলে মণিপুর-রাজই, সূর্য্যরায় বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, তার নামে রাজ্য চালাবেন। তোমার সন্তান নিঃশত্রু হয়ে রাজতক্তে বস্‌বে —পার্ব্বতী এর চেয়ে তার সুখের কি আছে ?"

পার্ব্বতী শুধু বলিল—"তোমার সুখেই আমার সুখ।"

তাহার পরীক্ষা এখনও তবে শেষ হয় নাই! নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তাহাকে কেবলমাত্র স্বামী হইতে বঞ্চিতা করিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাহিল না ; তাহার নয়নের মণি, প্রাণসম পুত্র সূর্য্যসিংহ,—যাহার ক্রমবর্দ্ধমান দৃপ্ত সুঠাম দেহে প্রতিদিন স্বামীর প্রতিচ্ছায়া স্পষ্টতররূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল—স্বামীর সেই শেষ মর্ত্ত্য স্মৃতিচিহ্ন, অতীতের সেই জ্বলন্ত প্রেমের স্ফুলিঙ্গাবশেষ—তাহারও প্রতি অদৃষ্টের দৃষ্টি পড়িল! ভাল, তাহাই হউক। কে সে ?—সামান্যা কৃষক-বালিকা ; রাজ্যাধিকারী যুবরাজের উপর তাহার কি অধিকার ? সে ত তার নয়, সে যাঁর—তাঁরই গৌরব বৃদ্ধি করুক।

যাত্রার দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। অমাত্যবর্গ এবং সামন্ত রাজগণের মধ্যে কে কে তাঁহার অনুগমন করিবে, তাহাও স্থির হইতেছিল। পার্ব্বতী তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটির সন্ধান লইতেছিল। সহযাত্রিগণের মধ্যে জয়সেনকে না দেখিয়া সে একদিন তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। জয়সেন আসিয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, পার্ব্বতী বলিল—"শুন্‌ছি, আপনি মহারাজের সঙ্গে যেতে চান না। আপনার উদ্দেশ্য জানবার জন্যই আপনাকে ডেকেছি।"

অবনতমুখে জয়সেন উত্তর করিলেন—"আপনি সঙ্গে চলুন, আমিও যাব', কিন্তু আপনাকে এমন নিঃসহায়ভাবে এখানে ফেলে আমি যেতে পার্‌বো না। আপনি কি জানেন না, বোঝেন না যে, চারিদিকেই আপনার শত্রুরা 'ওৎ' পেতে বসে আছে,—রাজা একবার পিছু ফির্‌লেই, তাদের এতদিনের প্রতিহিংসা নেবার জন্য তাহারা চক্রান্ত ক'র্‌বেই। তখন এ নির্ব্বান্ধব পুরীতে কে আপনাকে দেখ্‌বে ?—না, মহারাণী, এ অনুরোধ ক'র্‌বেন না। তা নইলে এ বৃদ্ধ সহজে বিশ্বেশ্বর-দর্শনের লোভ ত্যাগ করেনি।"

"আমার জন্যই এখানে থাক্‌বেন ? আমি কে ?—সূর্য্যালোক-প্রতিফলিত চন্দ্র মাত্র ; রাজা যতদিন রাজ্যপাটে থাকেন, ততদিনই আমি রাণী,—নইলে সামান্যা কৃষককন্যা বইত আমি আর কিছুই নই! আমি রাজার সঙ্গে যাই না কেন ? আমি তাঁকে জানি ; আমি সঙ্গে থাক্‌লে মনের

সে একাগ্রতা তাঁর হবে না,—তাঁর বিশ্বেশ্বর দর্শনও সফল হবে না। পৃথিবীর সমস্ত জিনিস থেকে মনকে টেনে ক্রমে বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে তাঁকে অর্পণ ক'র্‌তে হবে,—তা নইলে সবই তাঁর নিষ্ফল হবে। আমার আবার তীর্থদর্শন কি?—তাঁর পুণ্যেই আমার পুণ্য, তাঁর ধর্ম্মেই আমার ধর্ম্ম; তাঁর চরণ-তীর্থই আমার সার তীর্থ। কিন্তু আপনার ত তা নয়; আমার জন্য আপনি তীর্থদর্শনের আশা ত্যাগ ক'র্‌বেন কেন? বিশেষতঃ—" পার্ব্বতীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—"আপনি না রাজার অমাত্য? আপনি না সবার চেয়ে তাঁর বিশ্বাসের পাত্র—বন্ধু? আর আপনি তাঁকে এই দূরপথে একা ছেড়ে দেবেন?—কত বনজঙ্গল নদনদী পাহাড় পার হয়ে, কত বিদেশী বিধর্ম্মী রাজার রাজ্য দিয়ে, তাঁকে যেতে হবে; পথে কত বিপদ্ ঘট্‌তে পারে, কত ছোট খাট যুদ্ধ বাধ্‌তে পারে—কে তা বল্‌তে পারে? সে সময় আপনি তাঁর পাশে থাক্‌বেন না? যুদ্ধে যদি তিনি আহতই হন—অসুখেই যদি পড়েন—আপনি কাছে থেকে তাঁর সেবা ক'র্‌বেন না?—আমি যে কি জিনিষ আজ ত্যাগ ক'র্‌ছি তা যদি আপনি বুঝ্‌তেন, তা হ'লে তাঁকে ছেড়ে আমাকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য আর এখানে থাক্‌তে চাইতেন না।"

এতদিন পরে বৃদ্ধ আজ সেই কৃষক-কন্যার উদার আত্মোৎসর্গ বুঝিলেন, তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, গাঢ়স্বরে তিনি উত্তর করিলেন—"মা, এতদিন আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম, আপনারই আদেশ শিরোধার্য্য।"

যাত্রার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় শত্রুদমন পার্ব্বতীর সহিত একান্তে বসিয়া ছিলেন; তাহার নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রি হইতে প্রত্যূষ পর্য্যন্ত ধূর্জ্জটীর মন্দিরে থাকিয়া, আরাধনা ও ধ্যানধারণায় তাঁহাকে মনঃস্থির ও চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে; তার পর, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্নানান্তে যথারীতি পূজা হোম সম্পন্ন করিয়া সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ ধারণ করিতে হইবে। তাহার পর হইতে প্রত্যাগমন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে; বাক্যে—মনে কোনরূপ অসংযমতা, স্ত্রী-সঙ্গ, এমন কি স্ত্রীলোকের—বিশেষতঃ প্রেমপাত্রী পার্ব্বতীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। তাই শত্রুদমন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে, জীবনের একমাত্র প্রেমাস্পদা পার্ব্বতীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন।

—কত হাস্য পরিহাস করিয়া তিনি পার্ব্বতীর মন প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন;—এ যেন ক্ষণিকের বিদ অপরাহ্নে কয় দণ্ডের জন্য অবকাশ মাত্র;—সে অপর যেন 'সম্মুখে গম্ভীর নিশা বিস্তার করিয়া' তাঁহার সংসা কনককান্তি সুখশান্তিটুকু গ্রাস করিবার জন্য লোলুপদৃষ্টি চাহিয়া নাই! বক্ষের মাঝে তাহাকে টানিয়া আ স্নেহস্বরে তিনি পার্ব্বতীকে বলিলেন—"পার্ব্বতী, আমি গেলে আমার জন্য ভাব্‌বে? ভয় কি, আমি ত ফির্‌ব, আবার এসে তোমায় বুকে ধর্‌ব, কত অ দেশের গল্প ক'র্‌ব, বিশ্বেশ্বরের মহিমার কথা ব'ল্‌ব। যে আমি নূতন মানুষ হব; অনুতাপগ্লানির যন্ত্রণা সব আমা' থেকে ধূয়ে মুছে যাবে!—সে সুখ—সে গর্ব্ব তোম হবে,—তুমিই আমাকে সে মহাধনের অধিকারী করাবে

"আমার কাছে কৃতজ্ঞতা কেন? আমি ত শুধু কর্ত্তব্যই ক'রেছি। আমাকে লজ্জা দিয়ো না। তুমি শান্তির সন্ধানে তীর্থে যাচ্ছ,—এই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট

শত্রুদমন পার্ব্বতীর মুখচুম্বন করি, উঠি বলিলেন—"তবে আসি রাণী! মনে কো আমি কো যাই নি, তোমার কাছে কাছেই আছি; এ বসন খুলে ফেলে, অনাথার মত থেক না; আমায় ভুলো যতদিন না ফিরি, আমার কল্যাণ প্রার্থনা করো।"

পার্ব্বতী উত্তর দিল না; মনে মনে বলিল—"ে ভুল্‌ব? আপনার ধ্যানের মন্ত্র কে কবে ভোলে প্রভু

শত্রুদমন দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন; পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন,—চারিচক্ষে মিলিল,— জীবনের ঘনীভূত সুখদুঃখ, জন্মান্তরের স্মৃতি, ভবি কুজ্ঝটিকাময় ঘটনার ইঙ্গিত, জীবনের মায়া, মৃত্যুর তৃ নিমেষের মধ্যে যেন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফে মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় তিনি ফিরিলেন, গভীর আগ্র দেহলতাকে আবার আপন বক্ষের মাঝে টানিয়া অ সে তৃষিত অধরপুটে আবার প্রগাঢ় চুম্বন করিলে তার পর অশ্রু-ভার চক্ষে ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করিলে

অদৃষ্ট চিরদিনই অ-দৃষ্ট, তাই ভগবানের সৃষ্টি লোপ পায় না।

প্রভাতে, সিংহদ্বারে প্রথম প্রহরের ঘণ্টা অমনই দোলমঞ্চ হইতে সহস্র নাকাড়া

জিয়া উঠিল, শত শঙ্খ নিনাদিত হইল, লাজপুষ্প- চারিদিক্ হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল।—নব বেশে দমন মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পার্ব্বতী তায়ন হইতে শত্রুদমনের সে অপূর্ব্ব শ্রী দেখিল;—সে রিক বসন, গৈরিকোত্তরীয়, নগ্ন পদ, করধৃত বেত্রদণ্ড, ভূমি-সংলগ্ন আনত দৃষ্টি নয়ন ভরিয়া সে দেখিতে লাগিল। এই কি তাহার আদর আব্দারের প্রেমাস্পদ? তাহার অভিমানের স্বামী?—না ইনি ত তা নন,—ইনি যে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ!—সুখদুঃখাতীত, ত্রিকালজয়ী, ঞ্জয় মহেশ্বর! ভ্রান্ত পার্ব্বতী ইঁহারই অন্তর-গ্লানি দূর রিতে চাহিয়াছিল?—ইঁহাকেই সে আপনার গণ্ডীর মাঝে য়া রাখিতে লালায়িত!—পার্ব্বতী আপন অকিঞ্চিৎ- তায় আপনি লজ্জিতা হইল। ভগবানের বিশ্বরূপ নে অর্জ্জুন যেমন লজ্জিতান্তঃকরণে নতজানু হইয়া য়াছিলেন—

"—সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াইসি দেব সোঢ়ুম্"—

রও মনের ভাব তখন সেইরূপ।

ধীরে ধীরে সে তীর্থযাত্রীর দল অগ্রসর হইল;— দ্বার অতিক্রম করিয়া, রাজপথ বাহিয়া বরাবর পূর্ব্বাভি- অগ্রসর হইয়া চলিল। রাজ্যসীমার প্রান্ত পর্য্যন্ত ল রাজ-সৈন্য তাহার অনুগমন করিল।—প্রথমে শত্রু- , পশ্চাতে জয়সেন, তৎপশ্চাৎ অন্যান্য সামন্ত রাজা ও ত্যবর্গ এবং সর্ব্বশেষে রাজসৈন্য ও উচ্চনীচ প্রজাবৃন্দের া লইয়া সে মিছিল চলিতে লাগিল। পার্ব্বতী আর ই দেখিতেছিল না—তাহার অনিমেষ দৃষ্টি তাহার তার সে কান্ত সমুজ্জল দীপ্ত ছবির প্রতি নিবদ্ধ হইয়া ;—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সেই এক মূর্ত্তি,—বিশ্বের অনন্ত তের মাঝে সেই এক সুর, নিখিলের অনন্ত রূপের র মধ্যে সেই এক রূপ-জ্যোতিঃ—তাহার অতৃপ্ত নয়নে শ্রবণে আসিয়া মিশিতেছিল।—প্রতিহিংসালোলুপ গণের অন্তঃপুরাভিবর্ষী তীব্র-দৃষ্টি-শর, জয়সেনের শঙ্কাপীড়িত মুহুর্মুহু চকিত পশ্চাৎচাহনি,—কিছুই সে করিল না।—ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর, অস্পষ্ট হইতে তর হইয়া সে ছবি ক্রমশঃ সুদূর দিক্‌চক্রবালে য়া গেল;—তখনও পার্ব্বতী আত্মহারা হইয়া বাতায়ন-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা!—পুত্রও এতক্ষণ জননীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। অনেকক্ষণ পর সে ডাকিল—"মা, কি দেখ্‌ছিস্? বাবাও চলে গেল।"—পার্ব্বতীর চমক ভাঙ্গিল; পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"হাঁ বাবা,—চলে গেছেন।—" পার্ব্বতী বলিতে যাইতেছিল "আবার আস্‌বেন"; কিন্তু পারিল না,—কে যেন আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

তখনকার কালে বিদেশের সংবাদ এত সহজলভ্য ছিল না। মাসান্তে বা পক্ষান্তে সময়ে সময়ে যাত্রীর দল ফিরিলে, মুখে মুখে কতক সংবাদ পাওয়া যাইত,—কখন কখন আবার তাহাও মিলিত না, হয়ত দৈবক্রমে পথমধ্যে উভয়দলের সাক্ষাৎ ঘটে নাই।—যাহাই হউক, শত্রুদমনের সংবাদ বিজয়নগরবাসীরা মধ্যে মধ্যে পাইতেছিল।—একবার বুঝি কোন্ এক সরাইখানায় কোনও দ্বাররক্ষকের সহিত তাঁহার অঙ্গস্পর্শ ঘটে; ফলে, বেচারা কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গাধরণীস্পর্শসুখ লাভ করে,—চকিতের মধ্যে উঠিয়াই কিন্তু সে প্রহরীপুঙ্গব তাঁহার গণ্ডে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক প্রকাণ্ড চপেটাঘাত বসাইয়া দেয়।—অনুযাত্রিবর্গ প্রমাদ গণিয়া ছুটিয়া আসিতে, শত্রুদমন তাদের দিকে ফিরিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"ঠিকই করেছে। এ সামান্য চাকর নয়, এ আমার শিক্ষাগুরু। আজও যদি অভিমান বা গর্ব্ব মনে রাখ্‌ব, তবে এ তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়েছি কেন?"—ছিন্নশিরের পরিবর্ত্তে প্রহরীর একটা সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলি লাভ লইল।

এইরূপে আরও কত সংবাদ একে একে বিজয়নগরে আসিতে লাগিল। পার্ব্বতী নিঃশব্দে সব শুনিত,—কোন উত্তর দিত না, বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিত না; শত্রুদমনের যাত্রার দিন হইতেই সে একরূপ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। আপনার শয়নকক্ষে বসিয়া বসিয়া সে স্বামীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রতিদিন স্বহস্তে সযত্নে পরিষ্কার করিত, আর মধ্যে মধ্যে বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া সুদূর দিক্‌চক্রবালের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত; দণ্ডের পর দণ্ড অতিক্রান্ত হইত, অবশেষে অনুরু বা সূর্য্যসিংহ আসিয়া তাহার সে মোহ ভঙ্গ করিত।—রমার নেতৃত্বে নগর-বাসিনীরা তাহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রচার করিয়া আপনাদের অন্তর্দ্দাহে তৃপ্তির প্রলেপ দিতেছিল, তাহাও তাহার কর্ণে

প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তু সে সম্বন্ধে তাহার মনে কোনরূপ ভাবান্তর হয় নাই। রাজা যদিই প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা হইলেও পার্ব্বতীর আর সে সৌভাগ্য ফিরিবে না ;—এই ত ? এ আর নূতন কথা কি ? ক্ষতিই বা তাহাতে কি ? নিজের বলিয়া তাহার কি আছে ?—মহা-যজ্ঞে সে ত সবই আহুতি দিয়াছে। সে যজ্ঞ পূর্ণ হউক—এই মাত্র তাহার এখন কামনা ; আর ত সে কিছু চাহে না।

দিন যায়।—ক্রমে ক্রমে প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ একদিন শত্রুদমনের পথমধ্যে সাংঘাতিক পীড়ার কথা প্রচারিত হইল ; তবে ঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারিল না ; কথাটা নানাভাবে রটিল,—কেহ বলিল—পাহাড়ীদের রাজ্য দিয়ে যাবার সময় তারা বিষ-মাখান তীর ছুড়ে, কেহ বলিল—কোন বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুখে পড়েছেন, কেহ বলিল—'পাহাড়ে' জ্বরে ধরেছে। যাই হউক জনসাধারণে বুঝিল, তিনি সত্যই অসুস্থ ; বুঝিয়া, তাহারা উদ্বিগ্ন হইল।

আরও একমাস কাটিলে, বিজয়নগরের এক বৃদ্ধ অধিবাসী তীর্থান্তর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মুখে লোকে শুনিল যে, রাজা পীড়িত হইলেও শিবিকারোহণে যথাসম্ভব দ্রুত কাশী-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার অনুচরবর্গও বিপদাশঙ্কচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। বৃদ্ধকে দেখিয়া শিবিকার গতিরোধ করাইয়া তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনাকে আমি চিনেছি ; কিন্তু আমার এ নূতন বেশে আপনি আমায় চিন্‌তে পারেন ? পারেন, ভাল ; যা হ'ক্ আপনি ত বাড়ী ফির্‌ছেন ? আমার কথা প্রজারা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে তাদের বল্‌বেন—'তোদের রাজা আটটা প্রেতের ঘাড়ে চড়ে স্বর্গে যাচ্ছে, দেখে এলাম।' "

পার্ব্বতী এ কথাও শুনিল ; আরও গম্ভীরা হইল। স্তব্ধ রজনীর নির্জ্জনতায় তাহার সে আকুল মর্ম্মবেদনা—যাঁহার চরণে গিয়া লুটাইতে থাকিত, একমাত্রই তিনিই বুঝি তাহাকে আশ্বাস দিতেছিলেন।

সংশয়-সন্দেহের অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও একমাস কাটিয়া গেল। একদিন অপরাহ্নে অনুরু আসিয়া পার্ব্বতীকে সংবাদ দিল—"এক সন্ন্যাসী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চান।"

সন্ন্যাসীর সর্ব্বত্র অব্যাহত গতি। পার্ব্বতী বলিল "অন্তঃপুরে নিয়ে এস।" তাহার ধমনীস্রোত দ্রুত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী ?—তিনি কি তাঁ সংবাদ জানেন ?

সন্ন্যাসীকে কক্ষান্তরে বসাইয়া, রাণীকে সে সংবাদ দি অনুরু পুনরাদেশ প্রতীক্ষায় দূরে—অন্তরালে দণ্ডায় রহিল। পার্ব্বতী কক্ষে প্রবেশ করিতেই সন্ন্যাসী তা কৃত্রিম শ্মশ্রুজটাজাল উন্মোচন করিয়া বলিল—"মহা আমি জয়সেন।—যে জন্য ছদ্মবেশে এসেছি, ব'ল্‌ছি।"

"জয়সেন!—রাজা কই ? আপনি একা কেন ? দুর্দ্দিনে তাঁকে পথের মাঝে কোথায় ফেলে এলেন কোথায় রাজা, বলুন।"

ধীরে ধীরে জয়সেন উত্তর করিলেন—"আমা আপনার সেবার আজ তিনি অতীত। যাত্রীর দল ফি —আর প্রহর দু'য়ের মধ্যেই তারা সব এসে পড় এ সংবাদ আর সবার আগে আপনারই পাওয়া উ তাই আমি প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আগে এসেছি।—মহারাণি, রাজা আর নেই!"

পার্ব্বতীর মুখমণ্ডল মর্ম্মরপ্রস্তরবৎ কঠিন, পা হইয়া গেল।—কোন ধ্বনি তাহার কণ্ঠ হইতে হইল না, তাহার শুষ্ক চক্ষুতে অশ্রুর সঞ্চার হইল শুধু সে ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইয়া আসিল, বক্ষ উদ্বেলিত চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র হইয়া উঠিল। যথাসম্ভব সংযতস্ব বলিল—"আমায় সব ঘটনা বলুন।"

জয়সেন সংক্ষেপে সে বৃত্তান্ত আবৃত্তি করিলেন।—ি সহসা একদিন রাজা পীড়িত হইয়া পড়েন,—বৈ কিছুদিনের বিশ্রামের পরামর্শ দিয়া, তাঁহাকে সুস্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেও, কিরূপে তিনি তাহাদের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থ —অবশেষে কি অবস্থায়, কবে তিনি কাশীধামে —সে সব কথা জানাইয়া, শেষে বলিলেন—"কি মহারাণী মা,—নিজের দোষেই তিনি প্রাণ হার যা ঝোঁক ধর্‌তেন—তাতে ত আর কেউ 'না' বলাতে না।—বিদ্যুৎকে কে বাঁধিতে পারে, বজ্রের গ আট্‌কাতে পারে ?"

"তাঁর কাজের ভালমন্দের বিচার করবার আম

ভারতবর্ষ

"ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে ?"
—৺দ্বিজেন্দ্রলাল।

চিত্রশিল্পী—শ্রীক্ষীরোদ কুমার রায়। K.V. SEYNE & Bros.

COLOURED ILLUSTRATION

ই। তিনি আমাদের সবারই প্রভু ছিলেন।—"তার পর?"

"তার পর কাশীধামে পৌঁছে, 'একমাস ধরে' বিশ্বেশ্বরের আরাধনা ক'রে,—তিনি যেন নূতন মানুষ হ'য়ে গেলেন। তার পর একদিন আমাকে ব'ল্লেন—'জয়সেন, আমি যে জন্য এসেছিলাম, তা সফল হয়েছে; বিশ্বেশ্বর যেন আমায় কাল স্বপ্নে ব'ল্লেন—'তোর সব পাপের ভার আমি নিলাম, তুই মুক্ত; যা',—আর পাপ করিস্ নে, এই মন চিরদিন রাখিস্।' আর কেন তবে জয়সেন? এবার বাড়ী ফিরে চল।' আমি উত্তর দিলাম—'সে জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন মহারাজ? আপনার শরীর এখনও ভাল করে সারে নি, এখন পথের কষ্ট সহ্য হবে না। ফের অসুখে পড়্লে তখন আপনাকে বাঁচানো দায় হবে, আরও দিনকতক বিশ্বেশ্বরের সেবা করুন, শরীর সারুক,—তখন ধীরে সুস্থে ফিরলেই হবে।' তাতে রাজা হেসে ব'ল্লেন—'জয়সেন, তুমি বুড়ো হয়েছ, বোঝ না। যার জন্য আমি এ নূতন জীবন পেলাম, যে আমার জন্য রোজ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে, তাকে আর সন্দেহের মধ্যে ফেলে রাখ্তে পারবো না, তার জন্য মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তুমি ফেরবার উদ্যোগ কর। রাণী আমায় যমরাজার মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে—আমি মর্বো না, সে ভয় নেই!'"

একটা অস্ফুট বেদনার ধ্বনি পার্ব্বতীর কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল। জয়সেন নীরব হইলেন। চকিতে আত্মস্থ হইয়া পার্ব্বতী গাঢ় স্বরে প্রশ্ন করিল—"তার পর?"

"তার পর আর কি মহারাণি, সেই যাত্রাই মহাযাত্রা হ'ল। ফেরবার পথে, গয়া থেকে বিশ যোজন দূর এক জায়গায় তাঁর মৃত্যু হল—"বৃদ্ধের সংযম-বাঁধ আর বাধা মানিল না; উচ্ছ্বসিত বারিরাশি দুকূল প্লাবিয়া তীব্র বেগে বহিয়া চলিল—বালকের ন্যায় তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তিনি পিশাচই হোন্,—আর মানুষই হোন—ভগবান্ জানেন, তিনি আমার কত প্রিয় ছিলেন।"

দূরে—বহু দূরে—অরণ্যবেষ্টিত নগরোপকণ্ঠ বাতায়নের গবাক্ষপথে, দৃষ্টি-পথে পড়িতেছিল; আশ্বিনের সংবতোচ্ছ্বাস জলপূর্ণ 'বিল' দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া শয়ান ছিল;—সবই বর্ষ-পূর্ব্বের প্রথম প্রথম প্রণয়ের স্মৃতি পার্ব্বতীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। অনেকক্ষণ পর পার্ব্বতী কথা কহিল,—"এখন তাঁর শিশু পুত্র এ রাজ্যের রাজা। আপনি তার সহায় থাক্বেন?"

"মণিপুর-রাজের সভায় ও তাঁর অন্তিম-শয্যায় ত সেই প্রতিজ্ঞাই করেছি।"

"ভাল, তা হলে বিদায়। আর আমাদের সাক্ষাৎ ঘট্বে না।"

জয়সেন বিস্ময়চকিতভাবে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর করিলেন—"সে কি? কোথায় আপনি যাবেন? আপনি রাজ-মাতা, শিশু-রাজাকে ছেড়ে আপনি কোথায় যাবেন?"

পার্ব্বতী ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালিত করিল।—বলিল—"আমি তাঁর দাসীই ছিলাম; রাণীর অধিকার একদিনও তাঁর কাছ থেকে চাই নি।—আজ আমি শিশুর জননী, কিন্তু রাজ-মাতা নই—আমি থাক্লে বরং তার অপকারই হবে। আমার ত আলো নিবে গেছে, তবে আর এ শূন্য দেউলে আমাকে বেঁধে রেখে কি লাভ?"

জয়সেন কথাটা বুঝিলেন; বলিলেন—"সমীচীন কথা বটে। আপনার বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করি। ভাল, এখানে না থাকুন, আমার বাড়ীতে চলুন; তাঁর আদরের পাত্রী আপনি—মার সঙ্গে সমান করে চিরদিন শ্রদ্ধায় সম্মানে আপনাকে রাখ্ব। আর, সেখানে থেকে, আপনিও আপনার পরামর্শে বিচারবুদ্ধিতে নূতন রাজাকেও সময়ে অনেক সাহায্য ক'র্তে পার্বেন।"

"তা হয় না জয়সেন! তাতে স্বামীর সম্মানের লাঘব হবে। আপনি ফিরে যান।"

"কিন্তু আপনি এখানে না থাক্লে আর কোথায় যাবেন? কথাটা ভেবে দেখুন; কাল সকালে আমি আস্ব।"

"আপনার কল্যাণ হোক্" বলিয়া পার্ব্বতী তাঁহাকে বিদায় দিল।

শয়ন কক্ষে, তাহার শিশুপুত্র—নিদ্রা যাইতেছিল; উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণ-রেখা গোধূলি-ললাটে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ করিতেছিল;—নিদ্রিত শিশুর মুখের উপর সে আলোক প্রতিফলিত হইয়া তাহার রহস্যময় ভবিষ্য-জীবনের কথা ব্যক্ত করিতেছিল,—পার্ব্বতীর মাতৃ-হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; একবার সে শিশুকে বক্ষে ধরিয়া চিরজীবনের মত তাহার অরুণ অধরপুটে

জ্বলন্ত গাঢ় শেষ চুম্বন করিবার জন্য সে আকুলিতা হইল। অতি কষ্টে আপনাকে সংযতা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অশ্রুভার নেত্রে সেদিক্ হইতে সে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল। কক্ষগাত্র-বিলম্বী মুকুরে তাহার দেহের রূপ প্রতিফলিত হইতেছিল,—একবার তাহার প্রতি সে চাহিয়া দেখিল; তারপর একে একে অঙ্গের বহুমূল্য বসনভূষণ উন্মোচিত করিতে লাগিল।—কর্ণের কুণ্ডল, বক্ষের দোদুল্যমান মোতির হার, বাহুর কেয়ুর, অঙ্গুলির হীরকাঙ্গুরীয়ক—একে একে স্তূপীকৃত হইতে লাগিল; উন্মুক্ত কেশদাম হইতে স্বর্ণ-হীরক-জাল বিশ্রস্ত হইয়া পড়িল; স্বর্ণসূত্র-গ্রথিত বক্ষের কাঁচুলি, এবং সূক্ষ্ম রেশমী নীলাম্বরী সাটী অপগত হইল;—বহুদিনের পরিত্যক্ত এক সিন্দুক হইতে, অষ্টবর্ষ-পূর্ব্বের প্রথম রাজান্তঃপুর প্রবেশের সেই বেশ সে বাহির করিল;—একবার তাহার প্রতি চাহিয়া, কি ভাবিল; তার পর, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, সে অষ্টবর্ষ পূর্ব্বের সেই অনাড়ম্বরবেশা কৃষক-কন্যা সাজিল।

একটা আচ্ছাদনী-বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, কোন দিকে না চাহিয়া, পার্ব্বতী অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিল; তথনও রাত্রি হয় নাই, সুতরাং দেউড়ীতে কেহ তাহাকে বাধা দিল না।

ঝিল্লিমুখরিত জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া পার্ব্বতী দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। একদিন সে যে পথ শিবিকারোহণে রাজসম্মানে অতিক্রম করিয়াছে, আজ সেই পথে চলিতে চলিতে বিগত ধরা পার্ব্বতীর চরণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তধারা ছুটিতে লাগিল; সহস্র শান্ত্রী সুসম্ভ্রমে যে পথ বাহিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, আজ আর সে পথে জনমানব নাই।—সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই প্রান্তর, সেই ঝিল্লিরব, সেই ঘনকৃষ্ণ বারিরাশির দিগন্ত বিস্তার,—সবই ত, তাই আছে;—তবু সে দিনে আর আজিকার এ দিনে কত প্রভেদ!—সে দিন জলে স্থলে যে মোহ-মাধুরী, যে মূর্চ্ছনা ছিল, আজ তাহা কই!

প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পার্ব্বতী গ্রাম-সীমায় পদার্পণ করিল।—অদূরে সেই চির-পরিচিত ইন্দারা;—একটা ভগ্ন কলস পরিত্যক্ত হইয়া পার্শ্বে পতিত ছিল,—পার্ব্বতী সে দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে,—গৃহে গৃহে তুলসীতলে মৃণ্ময় দীপগুলি প্রজ্বলিত হইয়াছে; পথে তখন বড় এক লোকজন ছিল না,—থাকিলেও, পার্ব্বতীর সে সামান্য বে দেখিয়া তৎপ্রতি কেহ লক্ষ্য করিল না।—পরিশ্রান্তা দী পার্ব্বতী আপন পিতৃগৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল;—একবা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; তার পর বাহির হইতে শিক খুলিয়া, কম্পিত পদে ধীরে ধীরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল

সপ্তমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; এখানে আবর্জ্জনার স্তূপ, ওখানে নির্বা বর্দ্ধিত কণ্টকগুল্ম, তৃণজঙ্গলপূর্ণ প্রাঙ্গণ;—যে শি তরুগুলি সমত্নভাবে গৃহবেষ্টনী প্রাচীরের পার্শ্বে রোপিত করিয়া গিয়াছিল, আজ অষ্টবর্ষ পরে তাহ শাখাপল্লবযুক্ত সুবৃহৎ বৃক্ষশ্রেণীতে রূপান্তরিত হই প্রাঙ্গণের অন্ধকার গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছিল। পার্ব্বতী বক্ষ হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস উঠিল, চিন্তা-ভার মনে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অগ্নিকুণ্ডে তখনও আ ছিল, পার্ব্বতী ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিল। তার প্রদীপ জ্বালিয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া দেখি পার্ব্বতী বিস্মিতা হইল,—কিছুরই ত পরিবর্ত্তন হয় নাই সে যেমন ভাবে যে জিনিস রাখিয়া গিয়াছিল, আ সবই যেন ঠিক সেই ভাবেই রহিয়াছে। পার্ব্বতী ভাবি লাগিল—তবে এ আট বৎসর, এ কি শুধু একটা স্ব ঘোর? ক্ষণিকের জন্য সে বাহিরে গিয়াছিল মাত্র, আবাল্যের গৃহেই সে চিরদিন রহিয়াছে!

পার্ব্বতী উদ্যোগ আয়োজন করিয়া লইয়া, রন্ধন ক বসিল। দরিদ্রের শাক অন্ন—দরিদ্র-কন্যার মত কর সযত্নে রাঁধিল। তার পর, অন্নস্থালীর মুখ আবৃত ক পাত্রে ব্যঞ্জনাদি সজ্জিত করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় পিতার আ প্রতীক্ষা করিয়া, উনানের পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্দ্দেশে গুরু পদক্ষেপ শ্রুত হই পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাদৈকমাত্র কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়াই, রঘু পার্ব্বতীকে দেখিয়া, অস্ফুটধ্বনি করিয়া সচকিতে প হটিয়া আসিল।—বহুবর্ষের পুঞ্জীভূত ক্রোধ এবং নি প্রতিহিংসাসাধনপ্রয়াস তাহার মুখমণ্ডলে একটা ভীষ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল; অকালে প্রৌঢ়ত্ব অ তাহার উপর আপন অধিকার বিস্তার করিয়া

হের নিগ্রহে জীবনটা তাহার কাছে গলগ্রহরূপ হইয়া পড়িয়াছিল।

পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় রঘুবীর নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে পার্ব্বতী মুখ তুলিতে পারিল না,—নতমুখে, আসন বিছাইয়া, থালিখানি তাহার সম্মুখে রাখিয়া, পূর্ব্বের অভ্যাসমত অদূরে যাইয়া বসিল। মন্ত্রমুগ্ধবৎ রঘুবীর তাহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দীপালোকে কক্ষগাত্রবিলম্বী শাণিত ছুরিকা স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল; রঘুবীর একবার সে ছুরিকা আর একবার পার্ব্বতীর প্রতি চাহিল,—তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল!—মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া, তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল। অবশেষে পার্ব্বতীর মুখমণ্ডলে আসিয়া সে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। কতক্ষণ এইভাবে সে চাহিয়া রহিল;—ক্রমশঃ সে দৃঢ়বদ্ধমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, সে প্রখর দৃষ্টি মমতাকরুণাপূর্ণ হইয়া উঠিল, মুগ্ধবৎ ধীরে ধীরে রঘুবীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, মুখ প্রক্ষালন করিয়া আহারে বসিল।

আহারান্তে সহসা রঘুবীর জিজ্ঞাসা করিল—"তোর ...চ,—কোথায় সে?"

উচ্ছিষ্ট বাসনাদি ধৌত করিতে করিতে পার্ব্বতী উত্তর —"স্বামী? তীর্থ থেকে ফেরবার পথে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এখনও লোকেরা সব জানে নি, দু'এক দণ্ডের মধ্যেই ...বে।"

একটা আকস্মিক তীব্র আনন্দের দীপ্তি, পরিতৃপ্ত ঈর্ষার ...দ রঘুবীরের চক্ষে নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিল— ...ল।—কিন্তু সে ছেলেটা—তার কি হল?"

ধীর সংযত স্বরে পার্ব্বতী উত্তর দিল—"আমার ছেলে ...শিশু রাজা এখন প্রাসাদে; কাল তার অভিষেক হবে।"

সহসা বহুদূর হইতে দ্রুত-ধাবিত অশ্বক্ষুরধ্বনি উভয়ের ...ণে আসিয়া পশিল; পার্ব্বতী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে ...ল;—সে শব্দ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ...ঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল;—আকস্মিক বিপদাশঙ্কায় ...বাসীরা রাজপথে ছুটিয়া আসিতে না আসিতে, সে ...রোহী তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া নক্ষত্রবেগে প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইল,—চীৎকার করিয়া বলিয়া —"রাজা নেই—রাজা নেই, তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে।"

সে শব্দ দূরে মিলাইয়া গেলে রঘুবীর পার্ব্বতীর দিকে ফিরিল।

"কেমন, আমি বলেছিলাম না যে, সে পিশাচের কাছে গেলে, আবার একদিন সর্ব্বস্ব হারিয়ে তোকে পথে লুটোতে হবে? তা হয়েছে ত?—সে আজ নরকে, তুই আজ পথের ধূলোয়;—আমি অনেকদিন এ কথা ভেবে রেখেছি।"

পার্ব্বতী নিঃশব্দে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। রঘুবীরও উত্তরের প্রত্যাশী হইয়া সে প্রশ্ন করে নাই। স্থির পাদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া সে চৌকিখানা সরাইয়া সিন্দুকটা বাহির করিয়া আনিল, তারপর 'ঘুন্‌শী' হইতে চাবিটা লইয়া সিন্দুক খুলিয়া তাহার সঞ্চিত অর্থ বাহির করিয়া, ভাল করিয়া গণিয়া, একটা থলিতে পুরিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল।—অকস্মাৎ পার্ব্বতীর সদ্যঃপরিত্যক্ত গাত্রাবরণের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল।—এ জিনিস ত কখনো সে পার্ব্বতীকে দেয় নাই! ক্রোধে তাহার চক্ষুতে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,—ক্ষিপ্রহস্তে সেটাকে উঠাইয়া লইয়া সজোরে অগ্নিকুণ্ডমুখে নিক্ষেপ করিল;—নিমিষের মধ্যে তাহা, ভস্মীভূত হইয়া গেল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে রঘুবীর বহুদিনের পরিত্যক্ত কৃষ্ণবর্ণ একখণ্ড গাত্রাবাস বাহির করিল, পার্ব্বতী মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চলনেত্রে সে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তার পর বিনাবাক্যব্যয়ে সেটা তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা আপন অঙ্গ আবৃত করিল।

"আমার সঙ্গে আয়"—বলিয়া রঘুবীর কুটীরদ্বারের প্রতি অগ্রসর হইল;—"যে দেশে আমাদের নাম ধাম কেউ জানে না,—যে দেশের লোক আর কখনও এ মুখ দেখেনি—চ,' সেই দেশে চলে যাই।"

নিঃশব্দে, ছায়ার ন্যায়, পার্ব্বতী পিতার অনুগমন করিল।—রাজপথে তখন বিষম জনতা, তুমুল কোলাহল,—রাজার মৃত্যুতে গ্রামবাসীরা চকিত, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত; কখন্ যে দুইটি প্রাণী নিঃশব্দে তাহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, তাহা তাহারা লক্ষ্যও করিল না।

বন্যবরাহের ন্যায়, রঘুবীর, স্থিরপাদক্ষেপে সম্মুখদিকেই চলিতেছিল। সহসা রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, দূর রাজপ্রাসাদের বহির্তোরণে বিশালশিখাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল,—

বিজয়নগরের প্রতি রাজার মৃত্যুতে সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত; সে আলোকে রাজ-প্রাসাদ আবছায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে ছিল,—পার্ব্বতী চলিতে চলিতে ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার প্রতি চাহিতেছিল। সহসা সে যেন দেখিল—সে গগনচুম্বী অগ্নিশিখার শিরোদেশে, ধৃত-দণ্ড, গৈরিকোত্তরীয় বসন, ভস্মানুলিপ্ত সাষ্টাঙ্গ তাহার দেবতা—কোন্ এক অপার্থিব আলোকের মাঝে বসিয়া আছেন,—তাঁহার নয়নে অনন্ত করুণা, অধরে স্থির আশ্বাসবাণীর কম্পন, মুখে চরমশান্তির ছায়া বিরাজমান!—পার্ব্বতী বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইল; আত্মবিস্মৃতা হইয়া, সমস্ত জীবন মন নয়ন দিয়া আরাধ্যের সে ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল।

চলিতে চলিতে রঘুবীর অকস্মাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল।—তখনও পার্ব্বতী স্থিরভাবে অগ্নিশিখাভিমুখিনী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বজ্রকঠোরকণ্ঠে সে হাঁকিল—"পার্ব্বতী"—প্রান্তরে প্রান্তরে সে স্বর বিকৃত-ভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শিহরিয়া, পার্ব্বতী ফিরিল।—"হাঁ ক'রে আবার এখনও কি দেখ্‌ছিলি? ও প্রাসাদের সঙ্গে আর তোর সম্বন্ধ কি?"

পার্ব্বতী কোন উত্তর দিল না। নীরবে পিতার অনুবর্ত্তিনী হইল; পশ্চাতে আর ফিরিয়া চাহিল না।

চলিতে চলিতে রঘুবীর অকস্মাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল।—তখনও পার্ব্বতী স্থিরভাবে অগ্নিশিখাভিমুখিনী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দেখিতে দেখিতে সপ্তমীর চন্দ্র সুদূর পর্ব্বতান্তরালে অস্তগমন করিল,—নক্ষত্রের দীপ্তি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিল;—রজনীর গাঢ় অন্ধকার সে দু'টি যাত্রীকে ধীরে ধীরে করিয়া ফেলিল।

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

আমার য়ূরোপ-ভ্রমণ

মিলান

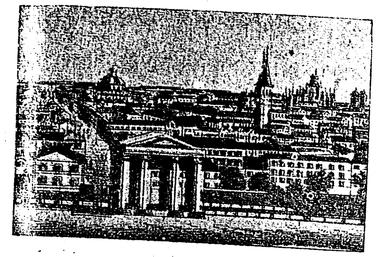

সাধারণ দৃশ্য

ভেনিস ত্যাগ করিয়া ১৭ই মে তারিখে আমরা মিলানে পৌঁছি। মিলান লম্বার্ডি প্রদেশের প্রধান নগর, রাজধানী। এই সহরটি দেখিলে এখন পুরাতনের কোন ভাব মনে উদিত হয় না,—এটি ঠিক যেন একটা একালের নূতন সহর; ইটালীর কোন সহরের সহিতই ইহার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই।

এতদিন এদেশে আসিয়া, রেলপথে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এ যাবৎ গাড়ীর মধ্যে এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই যাহার কথা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। এবার কিন্তু ভেনিস হইতে মিলানে যাইবার সময়, গাড়ীর মধ্যে একটা সামান্য ঘটনা হইয়াছিল; ব্যাপারটা সামান্য হইলেও লিপিবদ্ধ করিলাম। পথের মধ্যে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে, আমরা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশনটি দেখিতেছি। এমন সময়ে ষ্টেশনের বড় কর্ত্তা ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় একটি যাত্রীকে আমাদের গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিতে আসিলেন। আমাদের গাড়ীখানি রিজার্ভ করা ছিল; তাহাতে অন্য কাহারও উঠিবার অধিকার ছিল না; কিন্তু ষ্টেশনমাষ্টার সে কথা না ভাবিয়া যাত্রীটিকে আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন। আমি বলিলাম,—আমার গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছে; ইহাতে অন্যের প্রবেশের অধিকার নাই। ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাঁহার হুকুমই বহাল রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তখন একটু কড়া মেজাজে তাঁহার এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, তাঁহার এই বিধিবিরুদ্ধ ব্যবহার আমি সহজে পরিপাক করিব না; এই কথা বলায়, তিনি বোধ হয়, তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং যাত্রীটিকে লইয়া অন্য গাড়ীর উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

আমরা যখন মিলানে পৌঁছিলাম, তখন প্রকৃতি-দেবী আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উল্‌টা আয়োজন করিয়াছিলেন। কোথায় মনে করিয়াছিলাম, প্রকৃতির হাস্যময়ী শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা মিলানে পদার্পণ করিব; তাহা না হইয়া আমাদের মিলানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। প্রকৃতির এই অপ্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতেই আমরা মিলানে গাড়ী হইতে নামিলাম। তাহার পর মিলানে যে সামান্য সময় ছিলাম, সে সময়ের মধ্যে একবারও সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইলাম না—সুধু বৃষ্টি—আর বৃষ্টি!

তাই বলিয়া মিলান সহরটি যে একেবারে কিছুই নহে, তাহা বলিতে পারিব না। মিলান উত্তর ইটালীর একটি সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যাও কম নহে, প্রায় পাঁচলক্ষের উপর। তবে মিলান জমিটি কিন্তু নূতন; এই রাজধানীর বহু পূর্ব্বে রোমান নাম ছিল, মিডিওলেনাম (Mediolanum) তাহা হইতে ইটালিয়ান নাম হইয়াছে;—মিলানো (Milano); তাহার পর ওকারটাকে ফেলিয়া দিয়া, সোজা নাম হইয়াছে, মিলান। আমার কিন্তু মনে হয়, সেই পূর্ব্ব রোমান নামটা রাখিলেই ভাল হইত; তাহাতে এই সহরের যেন একটা গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হইত; আর মিডিওলেনাম নামটা শুনিতেই বা এমন মন্দ কি?

আমাদের যে হোটেলে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত; সুতরাং ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া অনেকগুলি বড় বড় রাস্তা ও ভজনালয় পার হইয়া আমরা হোটেলে উপস্থিত হইলাম। আমরা অপরাহ্ণকালে মিলানে পৌঁছিয়াছিলাম। হোটেলে গিয়া বাসা পাতিয়া বসিবার পর দেখিলাম, তখনও বেলা

আছে। এ সময় টুকু আর বৃথা কাটাই কেন? দেশ দেখিতে আসিয়াছি, অবস্থানের সময়ও অল্প; সুতরাং এই অপরাহ্ণকালেই সহরের খানিকটা দেখিয়া আসা মন্দ কি! এই মনে করিয়া আমরা অল্প একটু বিশ্রাম করিয়াই ভ্রমণে বাহির হইলাম।

আমরা প্রথমেই প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। আমাদের মিলানে পৌঁছিবার ১৬ দিন পূর্ব্বে ইটালীর রাজা এই প্রদর্শনী প্রথম খুলিয়াছিলেন; সুতরাং এখনও এই প্রদর্শনী পূরাদমে চলিতেছে; এখনও প্রদর্শনীর দ্রব্যজাত অপসারিত হয় নাই। আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, প্রদর্শনীটা আর কত বড়ই হইবে; এই অপরাহ্ণেই দেখা শেষ করিয়া ফেলিব। কিন্তু প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা নহে; এই প্রদর্শনীক্ষেত্র অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে; অনেক দেশের অনেক দ্রব্য এখানে প্রদর্শনার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে; সুতরাং সামান্য দুই এক ঘণ্টায়, ইহা দেখা শেষ করা যাইবে না, এবং শেষ করা কর্ত্তব্যও নহে। তাই আমরা প্রদর্শনীর তালিকাপুস্তক দেখিয়া, সে দিনের মত কএকটা বিভাগ দেখিবার ব্যবস্থা করিলাম। যাহা যাহা দেখিলাম, সংক্ষেপে তাহার সামান্য বিবরণ দিতে গেলেও,—একখানি মহাভারত হইয়া পড়ে; সুতরাং সে চেষ্টা আমি করিব না। এক কথায় বলিব যে, সেই দিন অপরাহ্ণকালে এবং পরদিন আমি এই প্রদর্শনী দর্শন করিয়াছিলাম, এবং অনেক ভাল ভাল জিনিস দেখিয়াছিলাম।

মিলান সহরে আমাদের দুইদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই দুই দিনের মধ্যেই যতদূর দেখিতে

ভজনালয়

পারা যায়, দেখিয়া লইতে হইবে। তাই, পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমরা ডুমো (Dumo) নামক ভজনালয় দেখিতে গেলাম। এই ভজনালয়ের বাহিরের শোভা অতি সুন্দর—ভজনালয়টি ঠিক যেন একখানি ছবি। নানা কারু কার্য্যে শোভিত,—মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত,—এই মন্দিরটি একটি প্রধান দর্শনীয়। কিন্তু এই মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রবেশ-বারান্দাটি একেলে ধরণে নির্ম্মিত বলিয়া মূলমন্দিরের শোভা ও সৌন্দর্য্যের সহিত তাহা মিশ খাইতেছে না; একটু যেন অশোভন দেখাইতেছিল। শুনিলাম, মিলানবাসী সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিগণ মন্দিরের এই ত্রুটী দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা সে জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন এবং সত্বরই ঐ ভাগটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মূলমন্দির যে আদর্শে গঠিত, সেই আদর্শ অনুসারে এই ভাগও নির্ম্মাণ করিবেন। তাহা হইলে মন্দিরটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। এই মন্দিরের মধ্যে সেণ্ট্ বারথলো মিউর (St. Bartholo-mew) একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। এই মহাপুরুষের শরীরের ত্বক্ ছাড়াইয়া লইয়া ইঁহাকে মৃত্যুকালে প্র… করা হয়, এ কথা সকলেই জানেন। ত্বক্‌বিহীন দেহের মূর্ত্তিই এই মন্দিরে রহিয়াছে। যে ভাস্কর এই প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। আ… শারীর-বিদ্যায় পারদর্শী নহি; তবুও যে টুকু জা… দেখিলাম যে, দেহের অস্থি মজ্জা শিরা উপশিরা প্রভৃ… একেবারে নিখুঁতভাবে গঠিত হইয়াছে; যে স… চিকিৎসক এই বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহারা এই মূর্ত্তি দে… আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন এবং ভাস্করের প্রশংসা তাঁহা… মুখে ধরে নাই। আমার মনে হয়, এই মূর্ত্তিটি এখানে… রাখিয়া কোন মেডিকেল কলেজে রাখিয়া দিলে, শিক্ষার্থীদি… যথেষ্ট উপকার হয়। এই মন্দিরের মধ্যে মৃত্তিকার অভ্য… একটি সমাধি দেখিলাম। এটি সান কারলো বরোমি… (San Carlo Borromeo) সমাধি। তাঁহার দেহটি… এখানে আরকের সাহায্যে রক্ষা করা হইয়াছে। আ… রৌপ্যনির্ম্মিত শবাধারের নিকট উপস্থিত হইলে, এক… ধর্ম্মযাজক একটা কলটিপিয়া দিলেন এবং শবাধার উ… হইল। আমরা তাহার মধ্যে দেহটি দেখিতে পাইল… দেহটি ঠিক যেমন, তেমনই রহিয়াছে, একটুও বিকৃত… নাই।

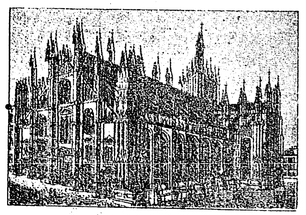

তাহার পর আর দুই একটি ভজনালয় দেখিয়া, আমরা সান এমব্রোজিওর (San Ambrogio) মন্দির দেখিতে

ইমানুয়েল কাস্কেড

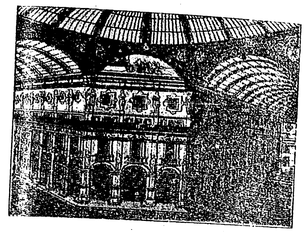

…লাম। এই মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত; সুতরাং ইহাকে অতি পুরাতন মন্দির শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য করিতে হইবে। তাহার পরেই আমরা জাতীয় চিত্রশালা (National Gallery) দেখিতে গেলাম। এখানে অসংখ্য উৎকৃষ্ট চিত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। এখানে সেই বিশ্ববিখ্যাত রাফেলের খ্যাতনামা চিত্র "কুমারীর বিবাহ" (Marriage of the Virgin) দেখিলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রথম নেপোলিয়নের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম। এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা কাষ্টেলো ফরজেস্‌কো (Castello Sforzesco) দেখিতে গেলাম। এখানেও অনেক …দ্রব্য সংরক্ষিত হইয়াছে; এটি যাদুঘর। ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে! আমার সঙ্গী—ডাক্তারবাবু এই প্রকাণ্ড মিউজিয়মের গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হারাইয়া গিয়াছিলেন।—আমরা আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাই না। বাহিরে আসিয়া তাঁহার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম; …শেষে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি ইটালীর …চারিটি কথা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, পথ হারাইয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাহার পর যে প্রহরীর সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহা-…ই বলেন—"uscita" "উসিটা"; তাহারা এই অপরূপ …টির অপরূপ প্রশ্ন শুনিয়া যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিয়াছিল এবং শেষে অনেক কষ্টে, অনেক ইশারা …তের পর তিনি বহিরাগমনের দ্বার পাইয়াছিলেন।

মিলানে পুরাতন আমলের ভগ্নাবশেষ বিশেষ কিছুই নাই; থাকিবার মধ্যে সেকালের একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ স্তূপীকৃত হইয়া আছে; তাহার নাম কলোনেড্‌স্ অব্ সান লোরেঞ্জো (Colonnades of San Lorenzo) ইহা রোমান মিনার্ভার মন্দির। প্রাতঃকালে এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই, আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

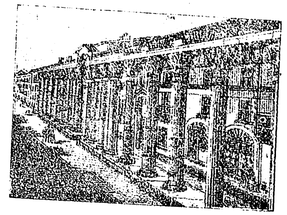

সান লোরেঞ্জো

অপরাহ্ণকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথমেই আমরা মিলানের বিখ্যাত সমাধিস্থান দেখিতে গেলাম। ইটালীর মধ্যে মিলানের এই সমাধিস্থান দ্বিতীয় স্থানীয়; এই সমাধিস্থানের উৎকৃষ্ট ভাস্করকীর্ত্তি ও সমাধি-মন্দিরগুলির সৌন্দর্য্য-দর্শনের জন্য বহু-স্থান হইতে দর্শকগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। সমাধিস্থানের কথা মনে হইলে হৃদয়ে যে গম্ভীর ও পবিত্র ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক আমি তাহাই ভাবিয়া এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি ব্যথিত হইলাম। ইহা ত সমাধিস্থান নহে, এ যেন একটা সৌন্দর্য্যের হাট; এখানে যেন লোকে তাহাদের ধনগরিমা প্রদর্শন করিবার জন্যই মন্দিরাদি নির্ম্মিত করিয়াছে; ইহার মধ্যে শোকের চিহ্ন ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না—দেখিলাম শুধু, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব; দেখিলাম শুধু, ভাস্করের নৈপুণ্য, দেখিলাম শুধু, মন্দিরের পারিপাট্য। যেখানে আসিলে, প্রাণে শান্তি অনুভূত হইবে; যেখানে আসিলে, মানবের নশ্বরতা মনে করিয়া হৃদয় অবনত হইবে; যেখানে আসিলে, মৃতব্যক্তিগণের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে হইবে, নীরবে দুইবিন্দু অশ্রুমোচন করিতে হইবে; সেখানে এ সকল কি? এই অন্তিম শয্যার পার্শ্বে ধনগরিমা, বংশমর্য্যাদা—আড়া-আড়ির ভাব দেদীপ্যমান দেখিলাম। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করি না যে, পিতা মাতা পুত্র কন্যা স্ত্রী ভগিনী

আত্মীয় স্বজনের দেহাবশেষের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে, সকলেই ইচ্ছা করে এবং যাহার অবস্থায় কুলায় সে ভাল করিয়া মন্দিরও নির্ম্মাণ করাইয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে। কিন্তু এখানে যেন তাহা দেখিলাম না। এখানে দেখিলাম, প্রতিযোগিতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। শোকের লেশমাত্রও এখানে নাই, আছে শুধু, উহার নির্ম্মিত মন্দির হইতে—'আমার নির্ম্মিত মন্দির লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক', তাহারই চেষ্টা, তাহারই জন্য আগ্রহ, তাহারই জন্য অকাতরে অর্থব্যয়। অনেক মন্দিরের উপর নানা ভাবের প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিলাম। কোথাও দেখিলাম, স্বামীর সমাধির পার্শ্বে স্ত্রীর প্রস্তর-মূর্ত্তি রহিয়াছে। স্ত্রী বদনে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন করিতেছেন; কোথাও দেখিলাম, পিতার সমাধির পার্শ্বে শিশুপুত্র মলিনবদনে দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও দেখিলাম, পুত্রের সমাধির নিকট নতজানু হইয়া পিতা বা মাতা ক্রন্দন করিতেছেন। ছবিগুলি সুন্দর; কিন্তু তাহা দেখিয়া ত আমার মনে পবিত্র ভাবের উদয় হইল না। মনে হইল, শোকভারাবসন্ন মাতাপিতা ভাই ভগিনী স্ত্রী পুত্র কেমন করিয়া, দিনের পর দিন ভাস্করের সম্মুখে বসিয়া এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণের সহায়তা করিল? ইহার মধ্যে ত শোকের চিহ্ন দেখিলাম না; দেখিলাম, আত্ম-প্রচারের বাসনা। আরও এক কথা; মনে করুন, একটা সমাধিতে দেখিলাম, একটি যুবক সমাধিস্থ হইয়াছেন; তাঁহার পার্শ্বেই তাঁহার যুবতী পত্নী—শোকভারে কাতর হইয়া স্বামীর সমাধির উপর পুষ্পরাশি সাজাইতেছেন। তাহার পর—হয়ত কিছুদিন পরেই সেই যুবতী অন্য একজনের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধা হইলেন এবং তাহার পর তাঁহার পূর্ব্ব-স্বামীর সমাধি-মন্দির দেখিতে আসিলেন। এখন ভাবিয়া দেখুন দেখি, এ চিত্র কেমন বোধ হয়। ইহাকে অভিনয় না বলিয়া আর কি বলিব? মিলানের এই সমাধি-স্থান দেখিয়া আমার মনে ত এই ভাবেরই সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার পর আর এক কথা। এখানে প্রতিদিনই যেন হাট বসিয়া থাকে। লোকে এখানে শোক করিতে আসে না, ছবি দেখিতে আসে; এটা যেন একটা ভাস্কর্য্য-প্রদর্শনী। নানা দেশ হইতে ভাস্করগণ এখানে আসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শন করে;—কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তাহার সমালোচনা করে, সৌন্দর্য্য ও ত্রুটীর বিচার করে। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে যাঁহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি কেহ একবারও চিন্তা করিয়া দেখিবার অবকাশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এ সৌন্দর্য্যের হাটে, এ শোভার ক্ষেত্রে সমাধির গাম্ভীর্য্য মোটেই দেখিলাম না। আমি সত্য সত্যই নিরাশ হৃদয়ে, এই সমাধিস্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম; অধিকক্ষণ এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। সেদিন আর কোথাও যাইতে ইচ্ছাই হইল না; আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সাতটার সময় আমরা কোমো সহরের সুন্দর হ্রদ এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। রাস্তা বড় কম নহে, প্রায় দুইশত মাইল পথ, সেদিন আমাদিগকে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। আমরা একখানি দ্রুতগামী মোটর লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। এখানে আসিয়া যে দুই দিন ছিলাম, তাহার মধ্যে বৃষ্টি কোন দিনই ছাড়ে নাই। আমরা বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইলাম। প্রথমে আমরা কোমোতে গেলাম; সেখান হইতে ভারেনা হইয়া লাভেনোতে গেলাম; লাভেনোতে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া, মোটর লইয়াই একখানি ষ্টীমারে উঠিলাম। এ ষ্টীমার হ্রদের মধ্যে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে আমাদিগকে ইন্‌ট্রা (Intra) নামক ক্ষুদ্র একটি স্থানে নামাইয়া দিল। এখান হইতে মোটরে চড়িয়া, আমরা হ্রদের তীর দিয়া অনেক দূর ভ্রমণ করিলাম। তাহার পর পালাজ্যা, বাভেণো, ষ্ট্রেসা, আরোণা প্রভৃতি স্থান দেখিয়া নোভারীর পথে মিলানে ফিরিয়া আসিলাম। এই সকল স্থানে কি কি দেখিলাম, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। কোমোতে দেখিলাম, একটা খুব বড় রেশমের কারখানা;—আর সেখান হইতে হ্রদের অপর পারে দূরবর্ত্তী আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের তুষারময় শৃঙ্গ। লাভেনোতে দেখিলাম, সুন্দর মর্ম্মর-প্রস্তরের শৈল। এই শৈল হইতে মর্ম্মর-প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া ইতালীর অনেক সহরের অট্টালিকার শোভাবর্দ্ধন করা হইয়া থাকে। ষ্ট্রেসা সহরটি খুব গুল্‌জার স্থান। এখানে নানাস্থান হইতে ভ্রমণকারীরা আসিয়া আড্ডা করিয়া থাকে। হোটেলগুলি সেই জন্য খুব সুন্দর। প্রাতঃকালে সাতটার সময় মিলান হইতে বাহির হইয়াছিলাম, আর রাত্রি সাতটার হোটেলে ফিরিলাম। সারাদিন শুধু ভ্রমণ, কখনও

মোটরে, কখনও বা ষ্টীমারে, কখনও বা পদব্রজে। ক্লান্ত হয় না। তাহারা সুস্থ সবলকায়। ভদ্রলোকেরা বেশ ভাল মানুষ; কিন্তু এখানকার ছোটলোকেরা সত্য সত্যই ছোটলোক; তাহাদের অসাধ্য কার্য্য নাই। চুরী ডাকাতি, রাহাজানি এখানে খুব বেশী; কারণ আমার মনে হয়, নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে আলস্যপরায়ণের সংখ্যা একটু অধিক। এখানকার লোকেরা যেমন বন্ধুত্ব করিতে জানে, তেমনই শত্রুতাও করিতে জানে; তাহারা পরম বন্ধুও হইতে পারে, আবার পরম শত্রুও হইতে পারে। ইটালীর লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এখানকার ভূমি খুব উর্ব্বরা। দেশের লোকের অবস্থা খুব উন্নত না হইলেও অনেকেরই স্বচ্ছল অবস্থা। ইটালীর চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য পৃথিবীবিখ্যাত; ইহার তুলনা সভ্য-জগতে মিলিবার উপায় নাই;—এ বিষয়ে ইটালী অদ্বিতীয়। ব্যাধিপীড়া এখানেও আছে।—আর সকলে শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, ইটালীতেও, আমাদের দেশের মত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব আছে। ম্যালেরিয়া এখন সর্ব্বব্যাপী হইয়াছে। এই স্থানেই আমি ইটালীর কথা শেষ করিলাম; অতঃপর অন্য দেশের কথা বলিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মহতাব।

নস্যের গান

নস্যের মত জ্ঞানদাতা আর খুঁজে নাহি পাই ভুবন মাঝে;
এক টান দিলে মাথা খুলে যায় টীকা টীপ্পনী কর্ণে বাজে।
মাইকেল রবি হেম নবীনের সব কথা যেন চক্ষে ভাসে;
স্কট মিল্টন বয়রণ শেলী বেড়ে বোঝা যায়—ভয়কি পাশে?

কোরাস্—

টোল পাঠশালা স্কুল কলেজেতে সবাই এখন নস্য টানে;
নস্যের মান হাল ফ্যাসনের আবালবৃদ্ধ সবাই জানে।
নস্য না হ'লে এক পা চলেনা, পেট থেকে প'ড়ে নস্য চাই;
নস্যের তোড়ে দুনিয়াটা ঘোরে, আমি তুমি আর কি কব ভাই!

কোরাস্—

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প্রেম-বৈচিত্ত্য*

বৈষ্ণব কবির কাব্য বিকশিত পদ্মবৎ মনোহর। পদ্মের বর্ণ-মাধুরী, গন্ধ-সম্পদ্ চিত্তাকর্ষক হইলেও, তাহার হৃদয়-মধ্য-সঞ্চিত একবিন্দু মধুই যেমন মধুকরের ক্ষুৎ-পিপাসা দূর করে, তেমনই বৈষ্ণব মহাজনদিগের রচিত বিচিত্র পদাবলীর মধ্যে প্রেম-বৈচিত্ত্য নামক ক্ষুদ্র অধ্যায়টি ভাবুক জনের সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য। সংখ্যায় ইহা অতিঅল্প হইলেও, ভাবের ঘনতায়, প্রেমের মিষ্টতায়, চিত্তের উন্মাদনায়, অনুরাগের তন্ময়তায় এই সঙ্গীতগুলি এক অপূর্ব্ব সামগ্রী।

পূর্ব্ব সংস্কারবশে, অথবা শ্রবণদর্শনাদি দ্বারা প্রীতি হেতু, শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সংলগ্ন হওয়ার নাম রতি। বিঘ্নসত্ত্বেও ঐ রতির হ্রাস না হইলে, উহা প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে চিত্তের সংলগ্নতা যখন কুল, শীল, মান, লজ্জা, ঘৃণাভয় প্রভৃতি বিপুল বিঘ্নের বিপরীত আকর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমবর্দ্ধিত দৃঢ়তা অর্জ্জন করে, অনাদরে অটলতা, সোহাগে পুষ্টতা, বিরহে ব্যাকুলতা এবং মিলনে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, চিত্তের তদানীন্তন অবস্থার নাম সুলীনতা। জন্মজন্মান্তরের বহু পুণ্যফলে ভক্ত-হৃদয় যখন এইরূপে ভগবানের চরণে ক্রমশঃ আকৃষ্ট, লগ্ন এবং লীন হইয়া যায়, পূর্ব্বরাগ, অনুরাগে বিরহ, মিলন সর্ব্বাবস্থার ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মধুর রসপানে সর্ব্বদা ভরপূর হইয়া থাকে, তখন তাহার অন্তরে যে আত্ম-হারা ভাব উপস্থিত হয়, বৈষ্ণব কবির অপূর্ব্ব সঙ্গীতে তাহাই প্রেম-বৈচিত্ত্য নামে গীত হইয়াছে। সে অবস্থায় এক অভূত-পূর্ব্ব ভ্রান্তি, অঘটন-ঘটনপটু চিন্তা, স্বপ্ন-সাগরের বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গিমা, বাস্তব-কল্পনার অপূর্ব্ব মিশ্রণ—একে একে লক্ষিত হয়। তখন চিত্তের বিগত-চিত্ততা বা বি-চিত্ততা, বোধ-শক্তির বিহ্বলতা, স্মৃতিতে বিস্মৃতি, মিলনে বিরহ-ব্যথা, বিরহে মিলনানন্দ, দিবসে নিশাভ্রম, রজনীতে দিবা-বুদ্ধি, সুখে দুঃখ, এবং দুঃখে সুখ প্রভৃতি বিবিধ অ-সমঞ্জস অনুভূতির প্রাবল্য ঘটিতে থাকে। কিন্তু এত যে অনুভবে বৈচিত্র্য, চিত্তের বৈচি[ত্র্য] তবু সর্ব্বভাবের অভ্যন্তরে সেই এক প্রেমময়ের প্রেমা[…] গূঢ় প্রবাহে সঞ্চিত থাকে। ইহার লক্ষণ-বর্ণনায় ক[…] বলিতেছেন ঃ—

> "অঞ্চলে বাঁধিয়া রত্ন চাহি' ফিরে ঘরে।
> কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে॥"

* * * *

নিস্তব্ধ রজনী! জোৎস্না-স্নাত কুঞ্জে, চম্পক-শ[…] প্রেম যুগলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত।

> "শ্যামক কোরে যতনে ধনী শূতল
> মদন-মদালসে ভোর।
> ভুজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন,—
> জনু কাঞ্চন-মণি-জোড়॥"

মিলনের এই সুখ দেহ-সর্ব্বস্বের পক্ষে সর্ব্বস্ব হইতে পা[রে] কিন্তু দেহের অতীত, মনের অগম্য কৃষ্ণ-প্রেমে […] উন্মাদিনী, যাঁহার পবিত্র দেহের অণু-পরমাণুও শ্যামসু[ন্দরের] অকৈতব প্রেমে অনুপ্রাণিত, চির-সুন্দরের নির্ম্মল রূপ[…] রসিত,—জড়দেহের স্থূল মিলনে কি তাঁহার মিলনাকা[ঙ্ক্ষা] পরিতৃপ্ত, একাত্ম-যোগ-সাধন সংসিদ্ধ হইতে পারে? মিলনের জন্য শ্রীমতী বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ বোধ করিয়া[…] কুলে শীলে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সমাদরে কলঙ্ক-গরল ধরিয়াছেন, কণ্ঠালিঙ্গনে তাহার তৃপ্তি কোথায়? বন্ধনে তাহার সফলতা কোথায়? তাই—

> "কোর হি শ্যাম,—চমকি' ধনী বোলত—
> 'কব মোহে মীলব কান?
> হৃদয়ক তাপ কবহুঁ মধু মীটব,
> অমিয়া করব সিনান?
> সো মুখ-মাধুরী, বঙ্ক নেহারন
> সোঙারি সোঙারি মন ঝূর।
> সো তনু-সরস- পরশ কব পাওব?
> তব হি মনোরথ পূর।"

[…]সে কেমন কানু—যাহার অঙ্কে শয়ন করিয়াও মনে হয় […] মিলল না? সে কেমন তনু—যাহার শিরীশ-পেলব […]ন্দন-শীতল স্পর্শ-নদীতে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইলেও হৃদয়ের […]নিবারিত হয় না? অগাধ সিন্ধুর অমৃত-নীরে অনন্ত […]ধরিয়া অবগাহন করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে? […]কেমন প্রেম—যাহার কুহকে দেহ সত্ত্বেও দেহ-বুদ্ধি […]র্জ্জিত হয়, ধৃতি সত্ত্বেও বিষয়ের ধারণা বি-শৃঙ্খল বিগলিত […] যায়?

[…]বৃন্ত যখন শিথিল হইয়া পড়ে, পুষ্প তখন শাখা চ্যুত […] আসক্তি যখন রস-পরিপাকে শুষ্ক হইয়া পড়ে, প্রেম […]আর দেহে নিবদ্ধ থাকে না। বাহ্য বিষয়ের সার-ভূত […]স গন্ধ শব্দ স্পর্শ হইতে, ধীরে ধীরে ভক্তের বা যোগীর […]বিশ্লিষ্ট হইয়া, প্রেম-সাধনায় বা জ্ঞান-যোগে এক […]ন বস্তুতে যখন লীন হইতে থাকে, তখন দেখিতে […]ত দেহ-বুদ্ধি ক্ষীণ ক্ষীণতর হইয়া যায়, চিত্ত অপূর্ব্ব দৃষ্টি […] অলৌকিক দর্শনে অভ্যস্ত হয়। তখন, যে স্থূল […] মিলনাকাঙ্ক্ষা সূক্ষ্ম মানস-মিলনাশায় পরিণত হইয়া- তাহাও দেখিতে দেখিতে ধ্যান-গম্য সু-লীনতায় […]ত হইয়া যায়, আনন্দ-সাগরের নিঃশব্দ গম্ভীরতায় […] হইয়া যায়। কবি বুঝি নিম্ন শ্লোকে তাহারই আভাষ […]ছেন ঃ—

> "এত কহি' সুন্দরী দীঘ নিশাসই,
> মূরছন হরল গেয়ান।
> [আ]কুল রাই শ্যাম পরবোধই,
> গোবিন্দদাস পরমাণ॥"

এই রস-সিন্ধুর আর দুইটি তরঙ্গ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

> স্বজনি! প্রেমক কহবি বিশেষ।
> কানুক কোরে কলাবতী কাতর,
> কহত—'কানু পরদেশ।' ॥
> চাঁদক হেরি সূরয করি' ভাখই,
> দিন হি রজনী করি মান।
> বিলপই, তাপে তাপাওত অন্তর
> পিয়ার বিরহ করি ভাণ॥
> 'কব আওব হরি' হরি সঙে পূছই
> হসই, রোই, খেণে ভোরি।
> সো গুণ গাই শাস খেণে বাঢ়ই,
> খণহি খণহি তনুমোড়ি॥" (বল্লভদাস।)

অন্যত্র ঃ—

> "নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
> কুঞ্জে শুতল ভুজ-পাশে।
> 'কানু—কানু' করি' রোঅই সুন্দরী
> দারুণ বিরহ-হুতাশে॥
> এ সখি! আরতি কহনে না যাই।
> আঁচলক হেম আঁচলে রহু—যৈছন
> খোঁজি ফিরত আন ঠাঁই॥"

(গোবিন্দদাস।)

প্রেম-বৈচিত্ত্যের এই অপূর্ব্ব ভাব, কৃষ্ণ-অঙ্কে আলিঙ্গনা-বদ্ধা শ্রীরাধিকার এই অভূতপূর্ব্ব বিরহানুভূতি নবদ্বীপে এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

---

* ১৩২০ সালের চৈত্রমাসে কলিকাতায় অধিষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে এই পবিত্র লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপের কি পরম সৌভাগ্য! নবদ্বীপের কি পুণ্যফল! বৈকুণ্ঠে যাহা কল্পনা, বৃন্দাবনে যাহা স্বপ্ন, নবদ্বীপে তাহা সত্য হইয়াছিল। আদি-পুরুষ এবং আদি-প্রকৃতি, অনাদি চিৎ-স্বরূপ এবং অনন্ত আনন্দ-স্বরূপিণী প্রেমের পূর্ণাদর্শ কৃষ্ণরাধা—হর-গৌরী—এই নবদ্বীপের বক্ষে একাঙ্গ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং একই দেহে অবস্থান করিয়া প্রেম-বৈচিত্ত্যের এই অপূর্ব্ব লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি আর কেহ নহেন, তিনি কলি-কলুষ-ভঞ্জন, একাধারে জ্ঞান ও প্রেমের, চিদানন্দের প্রকট মূর্ত্তি আমাদের **শ্রীগৌরাঙ্গ**। তিনি আপনাকে কৃষ্ণাঙ্ক-শায়িনী রাধা ভাবিয়া কখনও কৃষ্ণালিঙ্গনের স্পর্শ-সুখে পুলকিত হইয়া উঠিতেছেন, আবার কি জানি কেন স্বীয় অঙ্গের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তথায় কৃষ্ণ নাই ভাবিয়া, কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন! কখনও বা আপনাকে কৃষ্ণ-বোধে, নিজ দেহের গৌরকান্তিদর্শনে শ্রীমতীর স্বর্ণময়ী রূপ-নদীতে অবগাহন করিতেছেন ভাবিয়া, আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া যাইতেছেন; পরমুহূর্ত্তে চিত্ত, দেহ-স্তরের অতি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া স্থূল শরীরে আর কিশোরীর সূক্ষ্মা মানসী মূর্ত্তির দর্শন পাইতেছে না, এবং অদর্শন-জনিত দারুণ দুঃখে নেত্রদ্বয় অবিরল অশ্রুমোচন করিতেছেন!

"হরি! হরি! গোরা কেন কান্দে?
নিজ সহচরগণ পুছই কারণ,
হেরই গোরামুখ-চান্দে॥
অরুণ লোচন প্রেম ভরে ভেল দূন,
ঝর ঝর ঝরে প্রেম বারি।
যৈছন শীথিল গাঁথল মতি-ফল
খসি'পড়ে উপরি উপরি॥
সোঙরি বৃন্দাবন নিশসই পুন পুন
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি' 'রাই—রাই' করি'
ধরণী পড়ল মুরছিয়া॥
তাঁহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করল কোর,
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া
পুন অট্ট অট্ট হাসে, জগজন-মন মোহে,—
বাসুদেব মরমে ঝুরিয়া॥"

প্রেম-বৈচিত্ত্যের এই বিচিত্র লীলা জগতের এক অ...! বস্তু। কৃষ্ণ-প্রীতি ইহার ভিত্তি, চিত্তের একাগ্রতা ইহার ... হৃদয়ের দ্রবভাব ইহার রস, দেহদ্বয়ের একীভাব ইহার ... সুখে দুঃখানুভব এবং দুঃখে সুখানুভব ইহার কিশলয়, বুদ্ধির বিসর্জ্জন ইহার পুষ্প, এবং দেহমনের অতীত বাহ্য-লোপী মহা-ভাব-সমাধি ইহার সুপক্ব ফল। কল্প-বৃক্ষের ... ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ; এই রস-তরুর ফল—**আনন্দ**। শ্রীগৌরাঙ্গ জীব-দেহ ধারণ করিয়া যাচিয়া যাচিয়া জনে ... এই ফল বিতরণ করিতেছেন। কে আছ প্রেমিক! ... করায়ত্ত করিয়া ধন্য হও!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধু...

বলিদান

...ালীর কন্যাদান আজ কাহার অভিশাপে এ দশায় ...ত,—কে জানে? নিদাঘে, প্রাবৃটে, হেমন্তে—যখন ...ত যন্ত্রে মোহন বাদ্য বাজিয়া উঠে, সুরভি কুসুম-...লে সমীর যখন অবসন্ন, প্রাঙ্গণতলে নূতন জীবনের ...য় যখন বরবধূ দণ্ডায়মান, তখন অন্তরালে কন্যার ...মাতার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায়। বিবাহের সামগ্রীর ...জন দেখি, সুসজ্জিত দ্রব্যসম্ভারের সৌন্দর্য্য দেখি, ...বিরলে কন্যার পিতামাতার অশ্রুসিক্ত নয়ন, বুকভাঙা ...কার, কেহ কি দেখিয়া থাকি? বাহিরে কত ...কমালা, কত বাদ্য, কত হাসি,—কিন্তু বিবাহের ...ঙ্গনে রিক্তসর্ব্বস্ব পিতার মর্ম্মে মর্ম্মে কি নিদারুণ ...! মর্ম্মের সে হাহাকার চাপা দিতেই বুঝি, অত ...ণ্ঠে হুলুধ্বনি ও মেঘমন্দ্রে শঙ্খনিনাদ। উদ্বেলিত ...চ্ছ্বাস ঢাকিতেই বুঝি, নিমন্ত্রিতগণের হাস্য পরিহাস, ...ক-কলহ।—আমরা যে বাঙ্গালী,—সমাজ যে আমাদের ...!

...ার বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে, যেখানে রবির কিরণ সঙ্কোচে ... করে, সেখানে বাঙ্গালীর বধূর জীবন কি সুখের! ...য়, গঞ্জনায়, পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, আঘাতে আঘাতে, ... চূর্ণ হইতেছে, তাড়নায়, যাতনায় আত্মহত্যা করিয়া ...ের জ্বালা জুড়াইতেছে।—কেহ বা গৃহ পরিত্যাগিনী ...নী।—আমরা যে বাঙ্গালী,—সমাজ যে আমাদের ...!

...কবি গিরিশচন্দ্রের তুলিকায় এই বাঙ্গালীর সংসারের ...র হইয়াছে। কবিবর!—বাঙ্গালীর দুঃখিনী কন্যার ...দনা তুমিই বুঝিয়াছ;—বাঙ্গালীর কন্যাদানের বিপদ্ অনুভব করিয়াছ! বাঙ্গালী কন্যার পিতার মর্ম্মভেদী ...রোদন তোমার প্রাণেই পশিয়াছে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী...র দুরবস্থা তোমারই হৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছে! ...জিক ঘটনা তোমার "বলিদানের" উপাখ্যান, তাহা ...ও অতিরঞ্জিত নয়।—প্রতি সূত্রে, প্রতি বর্ণে সত্য!—...র কল্পনায় এরূপ শোকাবহ কাহিনী কল্পিত হইতে ...হা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

'বলিদান'-নাটকে, বাঙ্গালীর বিবাহ-প্রথার বিচার। শাস্ত্রে বলে,—বাঙ্গালীর বিবাহ-বন্ধন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে বলে,—অর্থ লইয়া কন্যা বা পুত্রের বিবাহ দিলে নিরয়গামী হইতে হয়। বাঙ্গালী তন্ত্র, সংহিতা, বেদ, স্মৃতি পাঠ করে, বাঙ্গালী শাস্ত্র মানে বলিয়া দম্ভ করে,—কিন্তু বাঙ্গালী আজ এ কি করিতেছে! চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছে,—অর্থপণে—বিবাহে গৃহে গৃহে সর্ব্বনাশ, চারিদিকে নিরন্ন জনগণের হাহাকার?—তবুও চৈতন্য নাই; এ পৈশাচিক প্রথা তবুও লুপ্ত হয় না!—আমরা যে শাস্ত্রানুসারী হিন্দু,—আমরা যে বাঙ্গালী!

বলিদানের প্রথম উদ্দেশ্য বাঙ্গালীর কন্যার বিবাহে অর্থপণ-দানরূপ ব্যাপারের বীভৎসতা প্রদর্শন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এই দোষে সমাজ উৎসন্ন যাচ্ছে, বড় ঘর দেনদার হচ্ছে; গৃহস্থ ফকির-হচ্ছে, বালিকা-হত্যা হচ্ছে, কন্যার জন্ম ঘোর অমঙ্গল বলে গণ্য হচ্ছে—এই কন্যাদায়ে দেশে সর্ব্বনাশ হচ্ছে।......পুত্রের বিবাহ, আসুরিক সন্তান বিক্রয় নয়। পুত্রের পুত্র, বংশের স্তম্ভ, পিণ্ড-অধিকারী। সেই পুত্রের মাতা তার মাতামহের সর্ব্বনাশের হেতু হবে? এ কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! এই কুপ্রথাতে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার সকলই নষ্ট হচ্ছে।"

[চতুর্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

"আমাদের সমাজে কন্যার পিতার এই পরিণাম! ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা! কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা! প্রতি গৃহে দরিদ্রতা! সকলের চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান! তথাপি আমরা পুত্রের শুভবিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন ক'রতে পরাঙ্মুখ হই না। পবিত্র উদ্বাহ আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি—জগতে এক নূতন রহস্য! বাঙ্গালায় কন্যা-সম্প্রদান নয়—বলিদান।"

[পঞ্চম অঙ্ক, ৯ম গর্ভাঙ্ক।

বলিদানের এই প্রথম উদ্দেশ্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—করুণাময়ের পরিণাম।

বলিদানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—বাঙ্গালীর বধূর দুঃখময় জীবন-কাহিনীর পরিচয়-প্রদান। গিরিশচন্দ্র তাঁহার "পূজার তত্ত্ব" নামক গল্পে শ্বশ্রূর গঞ্জনায় বধূর উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বলিদানেও শ্বশ্রূর নিদারুণ অত্যাচারের জলন্ত দৃষ্টান্ত—জোবী ও কিরণময়ী। যখন এই দু'টি রমণীর চরিত্র নাটকে পড়ি, যখন রঙ্গমঞ্চে ইহারই অভিনয় দেখি, তখনই কবির কথায় কাঁদিয়া বলি,—

"পোড়া বে কি বাঙ্‌লা দেশ থেকে উঠ্‌বে না?··· মধুসূদন! দুঃখের ভার ব'বার তোমার কি আর কেউ নাই? তাই বাঙ্গালীর মেয়ের মাথায় সব দুঃখ চাপিয়েছ?"

[৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

বলিদানের তৃতীয় উদ্দেশ্য—বাঙ্গালী গৃহস্থপরিবারের শোচনীয় অবস্থা প্রদর্শন। গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের দারুণ কষ্টের কথা গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। নিজে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান,—যৌবনে দারিদ্র্য-পীড়নে বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালী গৃহস্থের কি নিদারুণ যাতনা। তাই তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিতে গৃহস্থ পরিবারের এই মর্ম্মভেদী ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী। এই পাড়ায় দেখ, চাকরী বাকরী ক'রে আন্‌ছে, নিচ্ছে, খাচ্ছে;—যেই একজন চোক বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল। কি খায়, তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা ব'ল্‌বো কি!···আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।"

[প্রফুল্ল, ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

"চারদিকে হাহাকার! চারদিকে হাহাকার! গৃহস্থ-লোক কেন বেঁচে থাকে? 'আমি ভদ্রলোক' বলে কেন ভদ্রয়ানা জাহির করে?"

[বলিদান, ৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, করুণাময়ের পরিণামই বাঙ্গালী গৃহস্থের অবস্থার জীবন্ত নিদর্শন।

এখন দেখা যাক্, গিরিশচন্দ্র এই কন্যাদায় সমস্যার কি মীমাংসা করিয়াছেন।

হিন্দু সমাজে আজকাল সভা করিয়া, এই কন্যাদায়-সমস্যা নিরাকরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। কায়স্থেরা এ বিষয়ে অধিকতর উদ্যোগী। কিন্তু সভা করিয়া যে, এ সমস্যা নিরাকরণে বিন্দুমাত্র সাহায্য হইবে না, গিরিশচন্দ্র বলি তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন। বলিদানে লিখিয়াছেন—

"যাঁরা যাঁরা বক্তৃতা দেন, যাঁরা মেয়ের বেতে কমাবার সভা করেন, তাঁদের ছেলেটির সঙ্গে মেয়ে দিতে চাইলে বলেন, "আমার ছেলের এখন বে দেবার নয়।" ঘটক পাঠিয়ে খুঁজ্‌ছেন, কে দশ বিশ হাজার ছাড়্‌বে।"

[প্রথম অঙ্ক, ১ম গ

সমাজের সংশোধন-চেষ্টা যে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল, উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। চন্দ্র নিজে কন্যাদায়-সমস্যার সমাধান করিতে, নিম্ন উপায়গুলি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

প্রথম উপায়—উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ না দারিদ্র্যই বাঙ্গালীর এই বিপদের মূল। উপার্জ্জন না করিতেই বাঙ্গালী বিবাহ করে, তাহাতেই এ নাশ। যদি প্রত্যেক যুবক প্রতিজ্ঞা করে যে, উপা না হইলে বিবাহ করিবে না, তাহা হইলে কন্য বিভীষিকা শীঘ্রই অন্তর্হিত হইয়া যায়। গিরিশচন্দ্র ময়ের মুখ দিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন—

[তৃতীয় অঙ্ক, ৩য়

"ঘরে ঘরে বংশরক্ষা হচ্ছে! ছেলে না চোদ্দয় বে'র ধুম পড়ছে। কুড়িতে না পা দিতেই পাঁ বংশবৃদ্ধি। হাঁ আছে,—আহার নাই, দেহ আছে—ব ঘরে ঘরে কাঙ্গালীর পল্টন। কি সুখের সমাজ!"

[তৃতীয় অঙ্ক, ৩য়

এইবার দ্বিতীয় উপায়ের কথা বলিব, প্রথম কথা শুনিয়া পাঠক বলিতে পারেন, এ ত পরের কথা উপস্থিত কন্যাদায়গ্রস্তদের উপায় কি? তাহাদে দূর করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র দুইটি প্রসঙ্গের অ করিয়াছেন। প্রথম, সমাজের সঙ্কীর্ণতা-দূর।

"মস্ত এক কুসংস্কার যে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থকে দ কায়স্থের বাড়ীতেই বিবাহ দিতে হবে। এতেও অনেকটা অভাব হয়েছে, আমাদের ভিতরে উ দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র যে চারটি কায়স্থ সমাজ তাদের ভিতর যদি আদান প্রদান করা হয়, তা হ'

অনেকটা সুবিধা হ'তে পারে।..... Physically ও ভাল হয়। Fresh blood infused হয়।"

[৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয়, বিবাহ-পণ-গ্রহণ-নিষেধ-ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে চন্দ্র লিখিয়াছেন—

"মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁদের জাতের মধ্যে বেশ ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কেন হয় কে জানে?"

[৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় উপায়—উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া গেলে, কন্যাকে রাখা। অনেকের নিকট ইহা বড় সাহসের কথা বোধ হইবে। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন;—

"পাত্র না জোটে অবিবাহিতা থাক্‌লেই বা, তাতে কি গেলো?"

যদি কেহ আশঙ্কা করেন, তাহাতে সমাজে অধর্ম্মের হবে, তাহার উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন—

"যদি পিতামাতা কন্যাকে সুশিক্ষা দেন, সৎকার্য্যে রাখেন, যদি আপনার দৃষ্টান্তে দেখান যে, দৈহিক অনায়াসে বর্জ্জন করা যায়, যদি ছেলেবেলা থেকে র হবে, হেন হবে তেন হবে, এ সব না শোনান, কন্যা বুঝ্‌তে পারে যে, তার পিতামাতা তার জন্যে ভাব পরিত্যাগ করে, বন্ধুভাবে কালযাপন কচ্ছেন, আগে পুত্রের বিবাহ দিয়ে বংশরক্ষার তাড়া না করেন, কি, মনে করো দুর্ঘটনা ঘটে? আর যদিও দু' একটা এমন তো বিধবা কন্যা নিয়ে ঘট্‌ছে, সে দুর্ঘটনা কন্যা অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।"

[৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

এই মত স্বামী বিবেকানন্দও প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেন, ৭ম বর্ষ দ্রষ্টব্য]। আমেরিকার মহিলাগণের বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "ভারতের মহিলাগণের বিবাহ দিবার এত আয়োজন কেন? না হয় নাই হইল।" সমাজের সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার কথা, ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র প্রভৃতি কায়স্থের পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের কথাও বিবেকানন্দ ছেন, Heredityর কথাও বিবেকানন্দের মন্তব্যে পাওয়া যায়। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের সেবক বিবেকানন্দের নিকট তর্ক-প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে এই সকলে মতামত দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। শুধু এই খানে নয়, আর একটি স্থলেও "বলিদানে" বিবেকানন্দের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশে দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য বিবেকানন্দ যে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী যুবক-মণ্ডলী দ্বারা আশ্রম গঠিত করেন, "বলিদানে" বান্ধব-সমিতির কার্য্যকলাপে তাহার প্রতিচ্ছায়া।

বলিদানে প্রধান চরিত্র করুণাময়। কন্যার বিবাহ দিতে বাঙ্গালী গৃহস্থ ভদ্রলোকের কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হয়, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত করুণাময়ের জীবন। এই চরিত্রটি যেরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সেইরূপ অতি সুন্দর-রূপে রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র নিজে এ অংশের অভিনয় করিয়াছিলেন। জলমগ্না তনয়ার সন্ধান-প্রাপ্তির সময় গভীর শোক ও উদাস আশ্বস্তভাবের একত্র সমন্বয়, রূপচাঁদের গৃহে টাকা লইবার সময় অর্দ্ধক্ষিপ্তের ন্যায় অবস্থা, আত্মহত্যার উদ্যোগকালীন বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় ব্যবহার প্রভৃতির অভিনয় অতুলনীয়। দর্শকগণের হৃদয়ে এ ছবি চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

করুণাময় বড় অভিমানী। অভিমান-প্রবণ চরিত্রাঙ্কন গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল। গিরিশচন্দ্র নিজেও বড় অভিমানী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি গল্প শুনিতেছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম ছাড়িয়া মথুরাপুরী চলিয়া গেলেন।" গিরিশচন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "আবার আসিলেন?" উত্তর হইল "না।" তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনবারই এক উত্তর। গিরিশচন্দ্র কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন। গিরিশ-চন্দ্র নাটকগুলিতেও বহু অভিমান-প্রবণ চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে করুণাময় প্রধান।

সরস্বতী বলে, "মরি, মরি, বড় দুঃখ পেয়েছ। কারো কথা সইতে পারো না, বড় অভিমানে চলে গিয়েছ।" এই কথাগুলিতেই করুণাময়ের চরিত্রের মূলসূত্র ধরিতে পারা যায়। করুণাময়ের অভিমান পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রাপ্ত হইতে লাগিল। প্রথম কন্যার বিবাহে, বিবাহ-সভায় নীচ রমানাথ দালালের গঞ্জনা সহ্য করিতে হইল। এ যন্ত্রণা তাঁহার কতদূর বাজিয়াছিল, তাহা তাঁহার কথাতেই প্রকাশ "এমন অপমান আমার জন্মে হয় নাই।..... অপমানের একশেষ! রমা দালাল সভার মাঝে হাত নেড়ে

জোচ্চর বল্লে। আমি মনিবের একদিন একটা কথা সই নাই ;—পাঁচদোরের কুকুর সে আমায় জোচ্চর বল্লে।" [১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]। এই বিবাহের পরই উপর্য্যুপরি অপমানের সূত্রপাত। জ্যেষ্ঠ জামাতা মাতাল হইয়া উঠিল। দুইটি মেয়ের বিবাহ দিতে চারিদিকে দেনা, পাওনাদারেরা বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ জামাতা ফৌজদারী আসামী হইয়া দাঁড়াইল। জ্যেষ্ঠা কন্যার নামে মিথ্যা অপবাদ রটিল। একমাত্র পুত্র সিগারেট চুরি করিতে গিয়া সিগারেটওয়ালা কর্ত্তৃক প্রহৃত হইল। আফিসে যাইবার পথে বেলিফ্ কর্ত্তৃক করুণাময় ধৃত হইল। উপর্য্যুপরি শমন বাহির হওয়ায় চাকরী গেল। মধ্যমা কন্যা জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। শেষে রূপচাঁদের বিদ্রূপে মর্ম্মাহত হইয়া, করুণাময় আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন। তাঁহার জীবনে কি শোক ও বিপদের অবিরাম প্রবাহ! পদে পদে তাঁহার অভিমানে আঘাত—জামাতার দুশ্চরিত্রে, কন্যার মিথ্যা-অপবাদে, পুত্রের দুর্ব্যবহারে, পাওনাদারের তাগাদায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায়। যে কখনও একটা কথা সহিতে পারে না, তাহার উপরই অপমানের পর অপমান পুঞ্জীভূত হইল। তাহার উপর শোক,—কন্যার বৈধব্য ও আত্মহত্যা। এত ক্লেশ কার সহ্য হয়? আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরীভূত হৃদয় করুণাময় শেষে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। এই অবস্থাতেই রূপচাঁদের সঙ্গে লেখাপড়া। এই অবস্থাতেই শেষে তাঁহার আত্মহত্যা।

করুণাময়ের চরিত্র ও কথোপকথন অতি স্বাভাবিক। হীন নাট্যকারগণের মত, গিরিশচন্দ্র করুণাময়ের মুখে অস্বাভাবিক শোকোচ্ছ্বাস বা বক্তৃতা দেন নাই। এক একটি ছোট ছোট কথায়, তাঁহার মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা ও কবিত্বের পরিচয় সম্পূর্ণরূপে দিয়াছেন। মানসিক বৃত্তির প্রবল বৈলক্ষণ্য, বিরোধী মানসিক ভাব সকলের দ্বন্দ্ব, শোক, ক্ষোভ, নৈরাশ্য, ব্যঙ্গ প্রভৃতির একত্র সম্মিলন করুণাময়ের চরিত্রে উজ্জ্বল। চতুর্থ অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক, পঞ্চম অঙ্ক, ১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৯ম গর্ভাঙ্কে করুণাময়ের মানসিক অবস্থার বর্ণনার তুলনা নাই। কত উদ্ধৃত করিব? একটিমাত্র উদাহরণ দিই।

জলামগ্না হিরণের মৃতদেহ উত্তোলিত হইয়াছে। এতক্ষণে সকলে "হিরণ কোথায়" "হিরণ কোথায়" বলিয়া খুঁজিতেছিল। খিড়কীর পুষ্করিণীর জলে তাহার মৃত[...] পাওয়া গেল, পিতার গঞ্জনায়, অভাগিনী আত্মহ[...] করিয়াছিল। করুণাময় সংবাদ পাঠাইলেন, হিরণ[...] পাওয়া গিয়াছে—কিন্তু কি অবস্থায়! তখন তাঁহার [...] এই কথা "এই যে খুঁজে পাওয়া গেছে। তাইত' বলি, আ[...] শান্ত মেয়ে—রাস্তায় যাবে না, লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে [...] মা-মা অন্ন দিতে পারি নি, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়ে[...] আহা, জল খেয়ে কি শীতল হয়েছ? ওমা, বড় জ[...] পেয়েছ, বড় জ্বালা পেয়েছ! এখন কি জুড়িয়েছ! ও-মা[...] (বসিয়া পড়িলেন) [৪র্থ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য]

কন্যাদানের বিবিধ দিক্ 'বলিদানে' প্রদর্শিত হইয়া[...] মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকের কন্যাদানের প্রথম দৃ[...] কিরণময়ীর বিবাহ। করুণাময় বাড়ী বন্ধক দিয়া দু'হা[...] টাকা কর্জ্জ করিলেন। সে ঋণ আর শোধ হইল [...] বিবাহ-সভায় বরপক্ষ আরও তিনশত টাকার দাবী ক[...] বসিল, নহিলে বর উঠাইয়া লইয়া যাইবে। সে টা[...] দেওয়া হইল। ফুলশয্যার তত্ত্ব করিতে কিরণময়ীর মা[...] অলঙ্কার বন্ধক পড়িল। এই ঋণের উপর করুণাম[...] দ্বিতীয় কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহের ঋণ। হিরণ্ময়ীর বি[...] বাঙ্গালীর বিবাহের আর একটা দিক্ দেখাইতে[...] হিরণ্ময়ীর স্বামী দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিতেছেন। [...] হইয়াছে, প্রথম পক্ষের দুই উপযুক্ত পুত্রও বর্ত্তমান, [...] আর অধিক কিছু দাবী করেন নাই। তাহার পরি[...] হিরণময়ী অল্পদিনের মধ্যেই বিধবা হইয়া আশ্র[...] হইল।

ধনাঢ্যের কুরূপ বিকলাঙ্গ পুত্র দুলালচাঁদ টাকার [...] দেখাইয়া সুন্দরী পত্নী পাইবার চেষ্টা করিতেছে—বাঙ্গা[...] বিবাহের এ এক দিক্। আবার যথার্থ উদার[...] ধনাঢ্য সন্তান—কিশোর দরিদ্র করুণাময়ের তৃতীয় [...] জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিবাহ করিতে অগ্রসর—বাঙ্গালীর বিবা[...] এও এক দিক্। এই শেষোক্তরূপ নিঃস্বার্থ দাম্পত্য[...] আজকাল সমাজ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে বলি[...] গিরিশচন্দ্র এ আদর্শ দেখাইয়াছেন। যতদিন না [...] যুবকগণ কিশোরের আদর্শ অনুকরণ করিতে কৃতসং[...] হইবেন, ততদিন বাঙ্গালার মঙ্গল নাই।

বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বধূর দুর্ব্বহ জীবনের আ[...]

[...]দরিদ্র ঘরের বধূর চিত্র দেখুন, মধ্যবিত্ত ঘরের বধূর চিত্র [...]দেখুন, ধনাঢ্য গৃহের বধূর চিত্রও দেখুন। বলুন, সুখ [...]কোথায়? গিরিশচন্দ্র জোবি, কিরণময়ী ও ভাবিনীর চরিত্রে [...]এই তিন প্রকার বধূজীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রথম দরিদ্রের কন্যা জোবি। "সরকারদের মেয়ে [...]ছেলেবেলায় জবুথবু ছিল ব'লে জোবি বলে।" তাহার [...]বিবাহ হইল। শ্বশুরবাড়ী গেল। তাহার মুখ দেখিয়া [...]তাহার শাশুড়ী ঠোনা মারিল, বরণের সময় কপালে বরণডালা [...]ঠুকিয়াদিল। রক্ত পড়িতে লাগিল—সে দাগ আর মিলাইল [...]না। অনেক কাজ করিতে দিত। পারিত না। হাত [...]ব্যথা করিত। মাথা ঘুরিত। তাই বেড়ির ছাঁকা [...]দিয়াছিল, চুল কাটিয়া দিয়াছিল। অঙ্গে প্রত্যঙ্গে তাহার [...]নিষ্ঠুর প্রহারচিহ্ন। নারীর একমাত্র আশ্রয় স্বামী,—সে [...]মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া, জোবিকে পদাঘাত করিত। জোবি [...]পলায়ন করিল। অত্যাচারে উন্মাদিনী হইয়া গেল।

দ্বিতীয় মধ্যবিত্তের কন্যা কিরণময়ী। ফুলশয্যার দিন [...] জোবিকে বলিতেছে, "আমায় মেরে ফেল্‌বে। সমস্তদিন [...]খোনা মারছে। খেতে বসেছিলুম, টেনে তুলেছে। বিষম [...]লেগেছিল, মাথায় চড় মেরেছে। ঘুরে পড়েছিলুম।" [...ম] অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক) শাশুড়ী ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, [...]ক্ষীর মুড়কীর বাটি তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়া [...]গেল। তাহার পর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র স্বামী মোহিত [...]কিরণময়ীকে লইয়া দুলালচাঁদকে দিতে গেল। কি ঘৃণিত— [...] এই ব্যবহার। কিরণ পলাইল, কিন্তু পাড়ায় তাহার [...] কলঙ্ক প্রচারিত হইয়া গেল।

তৃতীয় ধনাঢ্যের কন্যা ভাবিনী। গহনাপাতি দিয়া, [...]তাবাস করিয়া ভাবিনীর পিতামাতা তাহার শ্বশুর [...]শাশুড়ীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। ভাবিনী শ্বশুর-[...]বাড়ীতে আটকা পড়ে। বাপের বাড়ীতে তাহাকে আর [...]তে দেওয়া হয় না। "উঠ্‌তে বস্‌তে খোঁটা, চক্ষের জল [...] তার দিন যায়।" তত্ত্ব পছন্দ না হইলে ফেরৎ দেয়। [...]মানে ভাবিনী আফিং খাইয়াছিল। বহুকষ্টে তাহার [...]রক্ষা হয়।

[...]অত্যাচার-পরায়ণা শাশুড়ীর দৃষ্টান্ত মাতঙ্গিনী। এই [...] চরিত্রটি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত। সঙ্কীর্ণতা, [...]পূর্ণ তাহার হৃদয় নিজ স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই দেখে না। বধূকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, বেহাইকে গালাগালি—তত্ত্ব ফেরৎ দেওয়া প্রভৃতি তাহার কার্য্য। এই একটি চরিত্রে গিরিশচন্দ্র অত্যাচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই ত বাঙ্গালা দেশে বিবাহের অবস্থা। এখনও যে সমাজ এত আঘাত সহ্য করিয়া বর্ত্তমান আছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার একমাত্র হেতু পূতচরিত্রা পতিব্রতা রমণীগণের অপূর্ব্ব প্রভাব। জোবি উন্মাদিনী—স্বামি-পরিত্যক্তা, তবু সে তাহার দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর সেবা করিয়া বেড়ায়। স্বামী তাহাকে প্রহার করে, তবু ভিক্ষা করিয়া তাহাকে খাওয়ায়। এ চিত্র বাঙ্গালীর সমাজেই সম্ভব। কিরণময়ী উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র মদ্যপ স্বামীর সেবারতা। নিজহস্তে এই দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর বমন পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। এ চিত্র অন্য কোনও দেশে নাই। এই সাধ্বী আত্মত্যাগশালিনী মহিলাদের পুণ্যপ্রভাবেই আজও বঙ্গসমাজ নিজ অস্তিত্ব রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

বলিদানের অন্যান্য চরিত্রগুলি সকলই স্বাভাবিক ও নাটকের সহায়ক। একটিও অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র নাই। অর্থপিশাচ সার্থকনামা রূপচাঁদ, পাপসহচর রমানাথ ও কালীঘটক, মুকুন্দের দুর্ব্বৃত্ত পুত্রদ্বয়, করুণাময়ের পত্নী সরস্বতী প্রভৃতি সবগুলিই জীবন্ত চরিত্র। বাঙ্গালা ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে 'বলিদান' অন্যতম। ইহার প্রতি চরিত্রই নিপুণভাবে আলোচনার যোগ্য—বিশেষতঃ দুলালচাঁদের অদ্ভুত চরিত্র ও জোবির উপদেশে, তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালা সামাজিক নাটকে অতি সাবধানে সঙ্গীতের অবতারণা করিতে হয়। গান না থাকিলে (অধিকাংশ) বাঙ্গালী পরিতৃপ্ত হন না। গিরিশচন্দ্র তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিতে অতি অল্পসংখ্যক গীতই সংযোজিত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর গৃহে সঙ্গীতের প্রাচুর্য্য কিরূপে সম্ভব? অস্বাভাবিক হইবে বলিয়া প্রফুল্ল, মায়াবসান, হারানিধি প্রভৃতি সামাজিক নাটকে অতি অল্পসংখ্যক গীত সংযোজিত হইয়াছে। বলিদানেও জোবির মুখে কতকগুলি মাত্র সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে।

"বঙ্গীয়-নাট্যশালা" নামক গ্রন্থে জোবির এই সঙ্গীতগুলির উপর তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছে। জোবি উন্মাদিনী

সে এরূপ সঙ্গীত গায়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? কিন্তু "বঙ্গীয়-নাট্যশালা"-রচয়িতা এ গানগুলিকে যতদূর সম্ভব হেয়, প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত যে, গিরিশচন্দ্রের মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতার সহিত তাঁহার অভিজ্ঞতার তুলনাই হাসির কথা। তিনি বোধহয় জানেন না, জোবি নামে এক পাগলিনী সত্য সত্যই ভাত খাঁইতে গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিত ও গীত শুনাইত। পাগলিনীর মুখের গানের ভাষা রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বময় সঙ্গীতের ভাষার মত হওয়া সম্ভবপর নয়। সমালোচক যদি তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি মহাভ্রান্ত। দুই একটি গ্রাম্য শব্দ বা অপভাষা এই সঙ্গীতের মধ্যে থাকিলে তাহা গীতের স্বাভাবিকতা বৃদ্ধি করিয়াছে। গীতগুলি সবই বিবাহ ও বধূজীবন-সংক্রান্ত। জোবি শোচনীয় বিবাহের পরিণামে উন্মাদিনী, তাহার মুখে এ গান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। জোবির "খা লো ক'নে আফিং কিনে" ইত্যাদি গানটি উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু জোবি শ্বাশুড়ীর নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল তাহাতে যে শ্বাশুড়ীকে গালি দিবে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সামাজিক নাটকের সমালোচনার সময় স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা প্রথম আবশ্যক। "বঙ্গীয় নাট্যশালা"-প্রণেতা মনে রাখিবেন যে, আধ্যাত্মিক ভাব-পূর্ণ বা কবিত্বপূর্ণ সঙ্গীত জোবির মুখে শোভা পায় না। নহিলে শত সহস্র শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতা গিরিশচন্দ্র অনায়াসেই তাহার মুখে অন্য সঙ্গীত দিতে পারিতেন।

'বলিদান' বাঙ্গালীর বিবাহ-সম্বন্ধীয় নাটক। বাঙ্গালীর বিবাহের সকল দিকই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। কন্যার বিবাহ দিতে রিক্তসর্ব্বস্ব পিতার দৃষ্টান্ত, করুণময়; অত্যাচার-পরায়ণা শ্বাশুড়ীর দৃষ্টান্ত, মাতঙ্গিনী; বধূর যন্ত্রণাময় জীবনের সাক্ষী—দরিদ্রের গৃহে জোবি, মধ্যবিত্তের গৃহে কিরণময়ী ও ধনাঢ্য গৃহে, ভাবিনী; উচ্ছৃঙ্খল জামাতার দৃষ্টান্ত, মোহিতমোহন; দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহোদ্যত বরের উদাহরণ, মুকুন্দলাল; বিকলাঙ্গ চরিত্রহীনের বিবাহ-প্রয়াসের উদাহরণ, দুলালচাঁদ ও উদারহৃদয় আদর্শ বর কিশোর। এমন কি বিবাহের ঘটক; কালীচরণ পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই। বিবাহের সুখের দিকও আছে, বধূ-জীবনেরও সুখের দিক্ আছে। কিন্তু সে চিত্র-অঙ্কনে প্রয়োজন কি? সমাজের সংশোধনার্থ বিবাহ ও বধূজীবনের দুঃখের দিকটাই গিরিশচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কেবল একটি সমুজ্জ্বল উচ্চ আদর্শ দেখাইতে কিশোরের বিবাহ বর্ণনা। এই একটি সুখের বিবাহ ব্যতীত বলিদানের আর সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর সংসারের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার। প্রতি পত্রে, প্রতি পংক্তিতে শোকের উচ্ছ্বাস, উন্মাদিনী জোবির সঙ্গীতেও বিবাহের শোচনীয় দৃশ্য নয়নসম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে।

জগতের সর্ব্বত্র উপন্যাস নাটক প্রচারে সমাজের বহু কুপ্রথা সংশোধিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ কি এতই হতভাগ্য যে, কিছুতেই ইহার জনগণের চৈতন্য হইবে না? পিতামাতাকে ভার হইতে মুক্তি দিবার জন্য, আজ কনক স্নেহলতা অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব কি কেবল বক্তৃতামঞ্চেই পর্য্যবসিত হইবে? নহিলে শত শতবার রঙ্গালয়ে অভিনীত 'বলিদান' আজও বাঙ্গালীকে জাগাইতে পারিল না কেন? কে বলিতে জাগাইবে? কবে?

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

হিমালয়ের ওপারে ও এপারে

সমস্ত জম্বুদ্বীপ (এসিয়াখণ্ড) যদিও একই মহাদেশ বলিয়া অভিহিত, তথাপি হিমালয়ের এপারে এবং ওপারে বিবিধ বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অভ্রভেদী হিমালয় যেমন এসিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে ভারতবর্ষকে একটা ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়াছে, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, সমাজ ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সেই সকল বিষয়ের সেইরূপই একটা অভ্রভেদী ব্যবধান আছে। যদিও জম্বুদ্বীপই জগতের সমস্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান, তথাপি হিমালয়ের এপারে এবং ওপারে ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সামাজিক ও নৈতিক আচার-ব্যবহারেরও পার্থক্য ঘটিয়াছে।

ইহুদী জাতির ঈশ্বর জেহোবা (Javeh) এব্রাহিমের বংশের রক্ষী দেবতা (Guardian Spirit), উক্ত বংশের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি ইব্রাহিমের সন্তানগণের বিশেষ পক্ষপাতী, তিনি বিপদে তাহাদের পরামর্শ-দাতা, তাহাদিগকে শত্রুর ষড়্‌যন্ত্র হইতে রক্ষা করেন এবং তাঁহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদের শত্রু-দমন করেন। ঈশ্বর (God) শব্দ 'জেহোবা" শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ কি না বলিতে পারি না। ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থের যে ইংরাজী অনুবাদ আমরা পাঠ করিয়া থাকি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, জেহোবা বিশেষ-ভাবে এব্রাহিমের বংশেরই দেবতা।

জেহোবা বলিয়াছেন, "আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর (?) বলিয়া মানিও না।" তিনি সুধু ইহুদী জাতিকে এই আদেশ করিয়াছেন, অথবা সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে এই উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সুমীমাংসা হওয়া সু-কঠিন।

জেহোবা ইহুদী জাতির সর্ব্বময় কর্ত্তা অথবা রাজ-রাজেশ্বর্ত্তা। পঞ্চম জর্জ্জকে ছাড়িয়া আমরা যদি অন্যকে রাজা বলি, অথবা রাজার উপাধি কিংবা রাজযোগ্য সম্ভ্রম অন্যকে প্রদান করি, তবে যেমন আমাদের প্রাণদণ্ড হয়, সেইরূপ এব্রাহিমের সন্তানগণের মধ্যে কেহ যদি জেহোবাকে ছাড়িয়া অন্যকে ঈশ্বর বলে অথবা জেহোবার রাজোচিত সম্মান ও উপাধি অন্যকে প্রদান করে, তবে জেহোবা তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন।

জেহোবার আধিপত্য পূর্ব্বে সুধু ইহুদী জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাহার পরে ইহুদী বংশে সূত্রধরের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়া একটি যুবক জেরুজেলেমে এক নবীন ধর্ম্মের প্রচার করিলেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া সকলেই বলিতে লাগিল যে, "এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণই নূতন তত্ত্ব।" বস্তুতঃ এই নবীন-ধর্ম্ম-প্রচারকের সাধ্য-সাধনার সহিত ইহুদী জাতির সাধ্য-সাধনার কিছুতেই মিশ্ খাইতেছিল না। জল দ্বারা অভিষেক, গুরুদীক্ষা, দীক্ষান্তে স্বর্গরাজ্য দর্শন, পিতাপুত্র পবিত্রাত্মা, একে তিন—তিনে এক এবং পিতা ও পুত্র একই ইত্যাদি তত্ত্বগুলি ইহুদী জাতির নিকট একান্তই নূতন ঠেকিয়াছিল এবং এই জন্য তাহারা তাঁহাকে একটা চোরের সঙ্গে একত্র বিষম যাতনা দিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিল।

এই নবীন-ধর্ম্ম-প্রচারকের ক্রুশারোহণের পরে তাঁহার অনুগত ভক্ত শিষ্যগণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রমাণিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে জাতীয় প্রাচীন-ধর্ম্ম-গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল, কেন না প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোন নবীন ধর্ম্ম জাতীয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না।

ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, কালে একজন মেসায়া (Messiah) আসিবেন, এই "মেসায়া" শব্দটি অবতার অথবা পরিত্রাণকর্ত্তা অর্থে গৃহীত হইয়াছিল। এখন এই অবতারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ভবিষ্যৎ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, নবীন প্রচারকের কার্য্যাবলীর সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করা হইল, সুতরাং বাধ্য হইয়া নবীন ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থকে সমগ্র-ভাবে আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লইলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধর্ম্মের জেহোবা নূতন ধর্ম্মের "স্বর্গস্থ পিতা"র আসনে দখল পাইলেন। সেই হইতে "আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না" জেহোবার এই রাজাদেশ নব-প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টান রাজ্যে গৃহীত হইল এবং বিদেশে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ-বাক্য ইহুদী জাতির বাহিরে ইজিপ্ট

ও য়ুরোপে প্রবেশলাভ করিল। যাহারা ইহুদী জাতিকে ঘৃণা করে, বিদ্বেষ করে এবং তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়া সুখী হয়, তাহারাও খৃষ্টকে গ্রহণ করিতে গিয়া ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং জেহোবার দশটি আদেশের মধ্যে "আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না", এই আদেশটিকে খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়াছে।

নবীনতর ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানগণ যদিও খৃষ্টকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং যে কারণেই হউক, ইহুদী ধর্ম্ম-গ্রন্থকে মানিয়া লইয়াছেন। মুসলমানগণ এব্রাহিমের বংশকে আদি পুরুষ বলিয়া সম্ভ্রম করেন * এবং মুসা পয়গম্বর ঈশা পয়গম্বর প্রভৃতিকে মান্য করিয়া থাকেন। মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যেও জেহোবার আজ্ঞা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং "আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না" এই আদেশ বাক্য, মুসলমান ধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশলাভ করিয়াছে। জাতীয়তা বস্তুটি সর্ব্বত্রই প্রাচীনের সহিত নূতনকে সংযুক্ত করিয়া রাখিতে চায়, প্রাচীনের সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইলে নবীন শূন্য-লতার ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে।

আমি এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, জেহোবা হইতে সাম্প্রদায়িক ভাব সংক্রামিত হইয়া হিমালয়ের ওপারের ঈশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীর মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার নাম করিয়া যদি তুমি অন্যকে সম্বোধন কর, তাঁহার প্রাপ্য বিশেষণগুলির মধ্যে যদি তুমি অন্যকে একটিও প্রদান কর, তাহা হইলে তুমি ভয়ানক শাস্তি পাইবে, এমন কি তিনি তোমাকে অনন্তকালের জন্য অগ্নিকুণ্ডময় নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন।

ইহাতে ফল এই ফলিয়াছে যে, পরধর্ম্ম নষ্ট করাই স্ব-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার এক প্রধান উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাবীর সেনাপতির ইঙ্গিতে অনুগত সৈন্যগণ যেমন মহা বিক্রম প্রকাশ করিয়া, মারমার-রবে বিপক্ষ-দলনে প্রবৃত্ত হয়, হিমালয়ের ওপারের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা সেই রূপে পরধর্ম্ম-দলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যখন কোন সামান্য আহুতি পাইয়া ধর্ম্ম-বিদ্বেষ এক বার জ্বলিয়া উঠে, তখন দাবানলের ন্যায় উহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া, দাউ দাউ করিয়া—দিগ্‌বিদিক্ দগ্ধ করিতে থাকে। যে আগুন সাকার উপাসকদিগের বিরুদ্ধে জ্বলিয়াছিল, তাহা সামান্য খুঁটিনাটি মতান্তর লইয়া, ইহুদী ও পার্শি জাতিকে দগ্ধ করিয়া—দুইশত বৎসর ব্যাপী "ক্রুসেড ও জেহাদে"র নামে য়ুরোপ ও এসিয়াকে ভস্মীভূত করিয়াছিল।

একজন ফরাসী ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন যে কোন একটি ধর্ম্মযুদ্ধের অবসানে সমর-নিহত শত্রুর মাংস দ্বারা আনন্দভোজ চলিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নামে মানুষ কতদূর নৃশংস হইতে পারে, ইহা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

মুসলমানগণ যে আমাদের দেশের দেব-মন্দির ও দেব বিগ্রহ চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতি পালনই তাহার কারণ এবং জেহোবার আদেশই এই সকল কারণের মূল কারণ। খৃষ্টানগণ যে "হিদেন" বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করেন এবং মুসলমানগণ "কাফের" বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহার কারণও জেহোবার আদেশ। আমরা যে সকল বিগ্রহ পূজা করিয়া থাকি ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমানের মতে উহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুর পূজা,—সুতরাং উহা দর্শন করা অথবা উহাদিগকে দমন না করা, তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য। রাজভক্ত হইয়া রাজ-বিদ্রোহিতার প্রশ্রয় দেওয়া, কখনই ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে।

হিমালয়ের ওপারে ঈশ্বর জেহোবা বলিতেছেন, "আমা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে না,—সেরূপ করিলে তুমি আমার বিদ্রোহী দণ্ডে ভুক্ত হইবে এবং আমি তোমাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিব, তোমার আর উদ্ধারের উপায় থাকিবে না। সয়তান আমার বিদ্রোহী, তাহাতে আমাতে চিরবিরোধ চলিতেছে, আমার উপাধি অথবা প্রাপ্য-সম্মান অন্যকে প্রদান করিলে, চিরকালের জন্য তুমি সয়তানের দলভুক্ত হইবে। মনে রাখিও—আমি "Jealous God."

* এদেশের মুসলমানগণও অনেকস্থলে এব্রাহিমের বংশীয়গণের নামানুসারে আপনাদের সন্তানগণের নাম-করণ করিয়া থাকেন।

হিমালয়ের এপারের ঈশ্বর বলেন,—"আমি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বত্রই পূর্ণ, এমন কোন স্থান নাই, এমন একটি পরমাণু নাই, বালুকাকণা নাই, যেখানে আমি পূর্ণরূপে বিরাজিত নই, সুতরাং তুমি যাহাকে প্রণাম কর, যাহাকে পূজা কর, তাহাই আমি পাইতেছি। আমি ভাব-গ্রাহী, সুতরাং তুমি বাক্য দ্বারা, স্তুতি দ্বারা, সঙ্গীত দ্বারা, মন্ত্র দ্বারা, কিম্বা পত্রপুষ্প ও ধূপচন্দনের দ্বারা,—যাহা দ্বারা আমার অর্চ্চনা কর, তাহাই আমি গ্রহণ করিতেছি। যাহাকে অবলম্বন করিয়া, যে কোন নাম করিয়া, ঈশ্বর ভাবিয়া অর্চ্চনা কর তাহাই আমি পাইয়া থাকি; কেননা আমি অন্তর্যামী। আমার সম্ভ্রম কিংবা উপাধি কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে আরোপ করিলে আমি অসন্তুষ্ট হই না; কেননা সমস্ত বস্তুই আমাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং আমি সকলের মধ্যেই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছি। কাহারও সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, কেহই আমাকে অপদস্থ বা পদচ্যুত করিতে পারে না; সুতরাং আমার রাগ নাই—হিংসা নাই।

হিমালয়ের ওপারের ধর্ম্ম বলিতেছেন যে, এই যে ক্ষণস্থায়ী মনুষ্যজন্ম, এই জন্মের কর্ম্মফলের উপর তোমার অনন্ত জীবনের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে। যদি আমার অনুগত হও তবে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, আর যদি না হও, তবে অনন্ত নরকের জন্য অনির্ব্বাণ-অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। নরক হইতে উদ্ধারের আর কোনই উপায় নাই।

হিমালয়ের এপারের ধর্ম্ম বলিতেছেন,—"হে মানব, জাগ্রত হও, আশ্বস্ত হও। তোমরা কেহই অনন্ত নরকে যাইবে না, অনির্ব্বাণ-অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না, এ জন্মে কিংবা জন্মান্তরে, ইহকালে কিংবা পরকালে সকলেই পরিত্রাণ পাইবে, সকলেই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইবে। এই জীবনের কএক দিনের কার্য্যাকার্য্যের জন্য কখনই অনন্তকাল ভোগ করিবে না। জীবমাত্রই ব্রহ্মময়ীর সন্তান, তিনি কাহাকেও বিনষ্ট করিবেন না"।

ভারতীয় কবি গায়িয়াছেন,—

"জীব-জন্মে ভয় কিরে জগদম্বা জননী"।

হিমালয়ের ওপারের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্থূল দ্বৈতবাদই প্রকাশিত। এই সৃষ্টি যেন একটা প্রকাণ্ড জমিদারী, ঈশ্বর তার রাজা। তিনি অসাধারণ শক্তিশালী রাজা বটেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যাধিকার একেবারে নিরঙ্কুশ নহে, সয়তান নামে একজন প্রবল শক্তিশালী সর্ব্বদাই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে, সময় সময় আধিপত্য বিস্তার করিতেও সমর্থ হয়। সেই দুরন্ত বিদ্রোহী, ঈশ্বরের বহু প্রজাকে হস্তগত করিয়া লয়। সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর এবং সৃষ্টি রাজা এবং রাজ্যের ন্যায় সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র বস্তু।

যদিও যীশুখৃষ্ট পিতা ও পুত্রকে এক বলিয়া কিঞ্চিৎ অদ্বৈতবাদের আভাস দিয়াছেন, তথাপি উহা সাধকের ব্যক্তিগত অনুভূত অবস্থা-বিশেষ। সৃষ্টির সহিত উক্ত একতার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। সৃষ্টি স্বতন্ত্র, ঈশ্বর স্বতন্ত্র, কাজেই কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভজনা করিলে, কিংবা ঈশ্বরের প্রাপ্য উপাধি প্রদান করিলে, উহা ঈশ্বরের বিদ্রোহিতা হইয়া পড়ে। বাইবেলের ভাষায় উহাকে Blaspheme অর্থাৎ ঈশ্বর-নিন্দা বলে।

হিমালয়ের এপারের ধর্ম্মগ্রন্থের শিক্ষা ও উপদেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উপনিষদে যে বীজ উপ্ত আছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এবং শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে তাহা বিশাল বৃক্ষরূপে ফুলে ফলে পরিশোভিত হইয়াছে। যথাসাধ্য সংক্ষেপে তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব।

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ"। (ঈশোপনিষদ্)

তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন। তিনি এই সমুদয়ের অন্তরে আছেন এবং বাহিরেও আছেন।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" (কেনোপনিষৎ)

জ্ঞানিগণ সমস্ত বস্তুতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমর হন।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব॥ (কঠোপনিষৎ)

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া, দাহ্যবস্তুর রূপভেদে—সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নানা বস্তু ভেদে—সেই সেই বস্তুর রূপ হইয়াছেন।

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বম্ ঈশঃ।" (শ্বেতাশ্বতর)

ঈশ্বর এই পরস্পর-সংযুক্ত ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুদয় বিষয় ধারণ করিয়া আছেন।

"যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু
যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ"। (শ্বেতাশ্বতর)

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমুদয় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ
সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে
সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ (শ্বেতাশ্বতর)

সেই পরমেশ্বর সমুদয় মুখ, মস্তক ও গ্রীবাযুক্ত অর্থাৎ সমুদয় মুখ, মস্তক ও গ্রীবা তাঁহারই। তিনিই সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত ও সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং তিনি সর্ব্বগত, শিব (মঙ্গলদাতা)।

ভগবান্ যে সৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছেন, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য, উপনিষদ্ হইতে আরও বহুস্থান উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ করা অনাবশ্যক।

একটা লৌহ গোলার মধ্যে যখন অগ্নি প্রবেশ করে, তখন যেমন গোলা হইতে অগ্নিকে এবং অগ্নি হইতে গোলাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিন্তা করা যায় না;—সেইরূপ তাঁহাকে ছাড়িয়া এই সৃষ্টিকে চিন্তা করাও সাধকের পক্ষে অসম্ভব।

উপনিষদে দুই প্রকার সাধন-প্রণালীর বীজ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ করিয়া যোগবলে অন্তরে অব্যক্ত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা এবং এই সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্ত-ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা। দ্বিতীয় প্রণালীর সাধন-সঙ্কেত "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই জগতের সমস্ত পদার্থকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত বলিয়া ধ্যান কর, ইহাই উপনিষদে ভক্তি-পথের ও সাকার-উপাসনার মূল-মন্ত্র।

এই মূল, গীতায় কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, আজকালকার অনেকেই তাহা জানেন;—কেন না অনেকেই গীতা পড়িয়া থাকেন;—তাই রাশিকৃত শ্লোক তুলিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" এবং
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

এই দুইটি কথায়ই গীতার মত স্পষ্ট বুঝা যায়। উপনিষদে যাহা নিরাকার উপদেশরূপে ছিল, গীতায় তাহা সাকার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে তিনি বৃক্ষরূপে, গ্রহরূপে, ছন্দরূপে, অক্ষররূপে, মাসরূপে, ঋতুরূপে, মকররূপে, গরুড়রূপে, পর্ব্বতরূপে, সাগররূপে, ঋষিরূপে, কবিরূপে, অর্জ্জুনরূপে এবং বাসুদেবরূপে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বস্তু ও ভাবরূপে বিরাজিত। সুধু বলা নয়, অর্জ্জুনকে জ্ঞান-নেত্র দান করিয়া—বিশ্বরূপ দেখান হইল। আরও বলা হইল যে, মূঢ় ব্যক্তিরা মনুষ্যরূপধারী আমাকে জানে না। অবশেষে বলা হইল,

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

আমি বাসুদেবই যে সর্ব্ব (সমস্ত চরাচর), বহু বহু জন্মের পুণ্যফলে কদাচিৎ কোন জ্ঞানী মহাত্মা তাহা জানিতে পারেন।

উপনিষদে ঈশ্বরের যেরূপ স্বরূপ বর্ণনা আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, ভক্তিপথাবলম্বী সাধক যে অবতারবাদে ও সাকার-উপাসনার উপস্থিত হইবেন, তাহা একান্তই স্বাভাবিক এবং সেরূপ না হওয়াই অস্বাভাবিক। গীতা এবং ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ উপনিষদেরই বিকাশ। যাঁহারা সুধু মত লইয়া বিচার করেন, তাঁহারা মনে করেন যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ উপনিষদের বিকার। উপনিষদ্ প্রকাশের পরে সহস্র সহস্র বৎসর হিন্দু কি ব্যর্থ তপস্যা করিয়াছে? হিন্দুর এমন কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, যাহা পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে যে, গ্রন্থকার উপনিষদের তত্ত্ব—কি সাধন-প্রণালী জানিতেন না?

ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে, অবতারবাদী সাকার-উপাসক হিন্দু কাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। [illegible] পুরাণ ও তন্ত্রসমুদ্র আলোড়ন না করিয়া সুধু চণ্ডী হইতে [illegible] একটি স্থান তুলিয়া দিতেছি।

মাটি খড় দড়ি ও রং দিয়া সাধক একখানি মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ধ্যানবলে তাহাতে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কেন না তিনি সর্ব্বগত; এখন কি বলিয়া সেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির স্তব করিতেছেন, তাহা শুনিবার বিষয়।

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে
তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥"

তুমিই চরাচর ধারণ করিয়া আছে, জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ, জগতের পালন করিতেছ, এবং জগৎ সংহার করিতেছ। হে জগন্ময়ে, তুমিই সৃষ্টিকালে সৃজ্যবস্তু-স্বরূপা, সৃষ্টিক্রিয়া তোমারই স্বরূপ; পালন ও সংহার বিষয়েও তুমিই যথাক্রমে পাল্য, পালন ও সংহার্য্য এবং সংহার-ক্রিয়া-স্বরূপা।

—"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥"

হে অখিলাত্মিকে (ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা স্বরূপা) এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তই তোমার স্বরূপ,—আবার উহাদের শক্তিও তুমি!

অতএব তোমাকে আমি কি (কি বলিয়া) স্তব করিব?

—"সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতা
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥"

তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের (সর্ব্ব চরাচরের) আধার স্বরূপা—আবার অনন্তজগৎও তোমারই অংশ-স্বরূপ, কিন্তু তোমার অংশভূত জগতের পরিণতি হইলেও তুমি অবিকৃতা, তাই তুমি পরমা আত্মা-প্রকৃতি, সুতরাং তোমার কখনই উৎপত্তি [illegible]না। (ত্বমাদ্যা)।

"যা মুক্তি হেতুরবিচিন্ত্য মহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্ম্মুনিভিরস্ত সমস্তদোষৈ-
র্ব্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমাহি দেবি ॥

তুমিই মুক্তির কারণ, পরমা বিদ্যা স্বরূপা,—তাই মুমুক্ষু মুনিগণ রাগ-দ্বেষাদি সমস্ত দোষ পরিহারপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া তোমাকে চিন্তা করেন। দেবি, তুমি একমাত্র চিন্তাগম্যা বস্তু, তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালিনী তুমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ।

"নমস্তস্যৈ" স্তব অনেকেরই মুখস্থ আছে। তাহাতে প্রতিমাপূজক কি বলিয়াছেন কএকটি কথা শুনুন, সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা (ইত্যাদি)
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

অবশেষে,

"চিতিরূপে যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

যে দেবী ভূত ভৌতিক সমস্ত পদার্থে চেতনারূপে সংস্থিতি করিতেছেন, সেই তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। *

উপনিষদ্, গীতা ও চণ্ডী হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল, সে সকলের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে যে প্রকারের সাকার-উপাসনা নিষিদ্ধ, হিন্দু কখনই সেরূপ সাকার-উপাসনা করে নাই এবং করে না;—অধিকন্তু হিন্দু কখনই ঈশ্বরের প্রতিযোগী কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী স্বীকার করে নাই। ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজা কিংবা তাঁহার উপাধি অন্যকে প্রদান করে নাই এবং একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারই পূজা করে নাই। হিন্দু সমস্ত সৃষ্টিই ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের কোন বস্তুই অন্যকে অর্পণ করে নাই। কি জড়-বস্তু, কি ভাব-বস্তু, সমস্তই ঈশ্বরময়, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মত। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ অসিদ্বারা, মসিদ্বারা, বাক্যদ্বারা, অর্থদ্বারা এতকাল যে হিন্দু-বিগ্রহ ধ্বংস ও হিন্দুধর্ম্ম বিনষ্ট করার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন,

* চণ্ডীর ও উপনিষদের শ্লোকগুলির অনুবাদে আমি যথাক্রমে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি এবং শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয়দ্বয়ের অনুবাদের অনুসরণ করিয়াছি।—লেখক।

সেটি সম্পূর্ণই বুঝিবার ভুলে। আমাদের দেশের সাকার-উপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীকে উলঙ্গ দেখিয়া, কেহ যদি তাঁহাকে নেংটা কুকীর স্বজাতি বা সমশ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করে, তবে সেরূপ সিদ্ধান্ত যেমন হাস্যোদ্দীপক হয়, আমাদের সাকার-উপাসনার বহিরাবরণ দেখিয়া, উহাকে অসভ্য জাতির সাকার-উপাসনার সঙ্গে এক শ্রেণীস্থ মনে করাও, সেইরূপই হাস্যোদ্দীপক মীমাংসা। এই ভ্রান্তিতেই হিন্দুর সম্বন্ধে খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে বিষম বিরুদ্ধ ভাব ও ভ্রান্তধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

সচরাচর ত্যাগ অপেক্ষা ভোগের প্রতিই লোকের অধিকতর অনুরাগ জন্মিয়া থাকে ; সেই জন্য ধর্ম্মের মধ্যেও ত্যাগের উপদেশ অপেক্ষা—ভোগের উপদেশই লোকেরা সহজে গ্রহণ করে। "আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিও না" ধর্ম্মশাস্ত্রের এই উপদেশ পালন করিতে গিয়া পরধর্ম্ম-দলনের সঙ্গে সঙ্গে পররাজ্য লুণ্ঠন ও বিধর্ম্মীকে ধ্বংস করা যেমন সহজ কার্য্য, "নরহত্যা করিও না, পরস্বাপহরণ করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, মদ্যপান ও কুসীদগ্রহণ করিও না, কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে, অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিবে" ইত্যাদি ত্যাগের ধর্ম্ম পালন করা,—সেরূপ সহজ নহে ; অথচ এ সমস্তগুলিও সেই একই ধর্ম্মশাস্ত্রেরই উপদেশ। সকল দেশের লোকেরই এইরূপ স্বভাব। আমাদের দেশেও দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া ধ্যান-ধারণা দ্বারা ভগবতীর পূজা করা অপেক্ষা, শত শত পশুবলি দিয়া নানা-প্রকারের মসলা সংযোগে প্রসাদরূপী মাংস উদরস্থ করার দিকে অধিকাংশ লোকের অনুরাগ অত্যন্ত অধিক। মানবীয় দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে কোনও দেশের লোকই সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে যদি সেই দুর্ব্বলতার সহায়ক কোন কথা বাছিয়া বাহির করিয়া লওয়া যায়, তবে সোণায় সোহাগা মিলিল। "বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই অত্যুৎকৃষ্ট শ্লোকার্দ্ধ লইয়া "বৈষ্ণব" আখ্যাধারী সম্প্রদায়-বিশেষ "বহুকান্তা" লইয়া চাঁদের হাট মিলাইয়া বসিয়াছে। যিনি প্রৌঢ়া সাধ্বী তপস্বিনী মাধবীর সহিত বাক্য-সম্ভাষণ-জন্য, প্রিয়তম সহচর ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শ্রেণী বিশেষের বৈরাগীগণ "বহুকান্তা"-রক্ষা করাই,—ধর্ম্মলাভের পরম-সাধন মনে করিতেছে। ভোগবাসনা অনলের ন্যায়, সে যদি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আপনার মনোমত আহুতি বাছিয়া লইতে পারে, তবে দিগ্‌বিদিক্ দগ্ধ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

একজন সুযোগ্য ইংরাজ লেখক (Mr. H. Filding Hall) ব্রহ্ম দেশের বিবরণ লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, যুরোপীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ, পরদেশদলন কিংবা অধিকার করিতে সৈন্যসজ্জা করিলে, পাদ্রী সাহেব আসিয়া জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু যীশুখৃষ্টের "স্বর্গস্থ পিতার" নিকট কখনই সেই প্রার্থনা করা যাইতে পারে না, "জেহোবা" সে প্রার্থনা গ্রহণ করিতে পারেন।

বস্তুতঃ জেহোবার প্রভাব এখনও খৃষ্টান জগতে ভিতরে ভিতরে অনেক কার্য্য করিতেছে! কিন্তু যুরোপ ... আমেরিকার বিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি ও চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এই গোঁড়ামি অনেকটা কমিয়া যাইতেছে। জর্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজ জাতির সংস্কৃত চর্চ্চাও এই উদারতা প্রসারণের এক বিশেষ কারণ বলিতে হইবে। সংস্কৃতের চর্চ্চা দ্বারা বিদেশীয় সুধিবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন যে, পূর্ব্বে তাঁহাদের স্ব-দেশীয়গণ ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ হিন্দুরা "হিদেন" নহেন।

প্রায় হাজার বৎসর হইতে চলিল, মুসলমানগণ এদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা (আকবর প্রভৃতি দুই একজন বাদশা ভিন্ন) করেন নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না,—মুসলমান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগের অভিজ্ঞতাও অতিশয় শোচনীয়। বিষম ধর্ম্মবিদ্বেষ এতকাল আমাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। এখন সময় উপস্থিত। বাঙ্গালা দেশের মুসলমানগণের মধ্যে অনেক শিক্ষিত যুবক সুধু যে বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা নহে—অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে সাদরে সংস্কৃত সাহিত্য গ্রহণ করিতেছেন। আশা করি, ইঁহারা কালে বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দুর সাকার-উপাসনা—মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী নহে,—হিন্দু একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা করে না।

... হিন্দু যে "হিদেন" কিংবা "কাফের" নহে, একথা না ...তে পারায় এবং হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি কি ... অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর অজ্ঞাত থাকায়, পৃথিবীর প্রভূত অকল্যাণ হইয়াছে ও হইতেছে। যাহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-...কে অনন্ত নরকের যাত্রী মনে করে, সেই নরকযাত্রী...র সহিত স্বর্গযাত্রীদিগের হৃদয় মধ্যে একটা সমভাব ...ষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব ;—যদি কোথায়ও হয়, তবে উহা-...মের ব্যতিক্রম মাত্র। এইজন্য ক্ষমা, দয়া, মৈত্রী প্রভৃতিও ... ধর্ম্মাবলম্বীর ভাগ্যে সমপরিমাণে ঘটে না, ইহাতে ...রী সংকীর্ণতার আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু, সামাজিক হিসাবে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত পান-...ন করে না (স্বধর্ম্মীর মধ্যেও সকলের সহিত সকলে ...না) ; কিন্তু একটি অশিক্ষিত হিন্দুও একথা বিশ্বাস ...না যে, খৃষ্টান কিংবা মুসলমানগণ অনন্তকালের জন্য ... যাইবে। সকল শ্রেণীর হিন্দুই জানে যে, সকলেই ...কালে কি পরকালে, ইহজন্মে কি পরজন্মে—স্বর্গবাসের ...কারী হইবে, মুক্তিলাভ করিবে। "ঘটে ঘটে নারায়ণ" ... মাত্রেই ইহা বিশ্বাস করে। এইজন্য জগতের সমস্ত ...র সহিতই হিন্দুর একটি পরিষ্কার একাত্মবোধ আছে, সহস্র সামাজিক বন্ধনের মধ্যেও এই একাত্মবোধ রহিয়াছে।

বিধাতার ইচ্ছায় ভারতবর্ষে সর্ব্ব-ধর্ম্মের মহামেলা ...ছে, নিরর্থক এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই। এখানকার ...গুণে—এখনই অনেক হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান গলা... করিয়া চলিতে শিখিয়াছেন। যখন ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্র প্রকৃষ্টরূপে প্রচারিত হইবে, তখনই এই মিলন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃতির কার্য্য অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়, ব্যস্ত হইয়া কেহ ইহাকে দ্রুততর গতি প্রদান করিতে পারে না। ইংরাজরাজ্য না আসিলে, মুসলমানগণও ভাল করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন না,—সকলই বিধাতার বিধান।

জগতের সকল ধর্ম্মই যে ধর্ম্ম, এই মহাতত্ত্ব প্রচারের অগ্রদূত হইয়া মহাশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবক—স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গিয়াছিলেন ;—বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই, সেই সেই দেশের অনেক নরনারী, এই উদার ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, নবীন জীবন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতক্ষেত্রই এই ধর্ম্মের বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। আশা করি, এই ক্ষেত্রেই সমস্ত ধর্ম্মের মিলন হইয়া, সহস্র বিচিত্রতার মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সমতল ক্ষেত্রেই হিমালয়ের এপারের এবং ওপারের ধর্ম্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। মধ্যস্থলে হিমালয়ের ব্যবধান সত্ত্বেও,—যেমন গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ভারতের সমতল ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, সেইরূপ শত বাধা ব্যবধান সত্ত্বেও ভারতক্ষেত্রেই হিমালয়ের এপারের এবং ওপারের মহাসম্মিলন সাধিত হইবে। সেই শুভদিনে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর বাসভূমি এই ভারতবর্ষ হইতেই, সমস্ত পৃথিবীতে নবীন সভ্যতার রপ্তানি হইবে এবং ভগবান্ মনুর এই প্রাচীন বাক্য পুনরায় প্রতিধ্বনিত হইবে যে,—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য শকাসাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

দীনের ভিক্ষা

...ও গো যত পার ধূলা ও মাটি ছাই
আঁচলে ভরি লব যতনে ;
...খ গো রাখ মোরে, ভিখারী দীন ক'রে
লুটায়ে রব শুধু চরণে।

দিও না অহমিকা, ধনে ও যশোমানে,
মিত্র দিও না হে ভগবান্ !
শত্রু দাও মোরে, লইব তার কাছে
বিপদ্ ঘৃণা আর অপমান।

শ্রীমতী জীবনবালা দেবী।

কাঙ্গাল হরিনাথের প্রতি

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

(১)

যুগ যুগান্তরব্যাপী আর্য্যদের স্বর্গীয় সাধনা
ঢাকিয়াছে তমঃ পৃথিবীর ;
সে পবিত্র দীপ্ত প্রভা করিতেছে ম্লান হ'তে ম্লান
তিমিরের উপরে তিমির।
পুণ্য তাই আর্ত্তকণ্ঠে, পাপের প্রবল উৎপীড়নে,
মেগেছিল বিভুপদে সহায় তোমার,
ছাড়ি ধরণীর স্পর্শ—গিয়েছিল সেই আবেদন
অতি ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ-পায়।
তাই বুঝি, ভেদি এই অধর্ম্মের 'স্বচ্ছ অন্ধকার'
দেখা দিলে নব দিবাকর,
আপনার রশ্মিজালে উদ্ভাসিয়া মুক্ত মুক্তিপথ
দীপ্ত করি ভারত-অম্বর।

(২)

সংসারের রথচক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে চলি যায়,
রুদ্রদণ্ড, অবিরত-গতি ;
তারি পাশে বসি তুমি করিয়াছ সাধনা তোমার,
হে সাধক প্রশান্তমূরতি !
লোকালয় হ'তে দূরে, সমাহিত শান্ত তপোবনে
যাও নাই, ঋষিবর ! অন্বেষণে তাঁর,
পঙ্কিল আবর্ত্তমাঝে বহে যেই ক্ষীণ পূতধারা,
তারি মাঝে পাইয়াছ দর্শন তাঁহার।
আপনার চারিদিকে গড়িয়া দুর্লঙ্ঘ্য আবরণ,
ভোগেরে রাখনি তুমি দূরে,
"সম্মুখে ভোগেরে রাখি, জাগিবে প্রকৃত-পরিত্যাগ
অন্তরের শান্ত অন্তঃপুরে।"

(৩)

দেশের দুর্দ্দশা হেরি জেগেছিল হৃদে হাহাকার,
দূরিতে সে দুঃখদৈন্য-তাপ
করিলে অপূর্ব্ব তপঃ,—স্বার্থহীন কঠোর সাধনা,
তুচ্ছ করি শত মনস্তাপ।
শাক্যসিংহ, শ্রীচৈতন্য যে অনলে করেছিলা হোম,
সে শিখায় জ্বালাইয়া প্রদীপ তোমার,
অন্ধ তিমিরের মাঝে বিস্মৃত, গোপন দেবালয়ে
করেছিলে আরাধনা দেশ-মাতৃকার।
তাই আজ মানবের গাঢ়নিদ্রাবিজড়িত হৃদে
আসিয়াছে শুভ উদ্বোধন,
চলেছে অগণ্যলোক, অনুসরি পদাঙ্ক তোমার,
শুভতীর্থ অনন্ত-সদন।

(৪

আজ তুমি চলে গেছ বাঙ্গালার 'কাঙ্গাল' সন্তান
বঙ্গমার ক্রোড় খালি করি,
উঠিছে সহস্র কণ্ঠে অশ্রুসিক্ত বন্দন গীতিকা
পুণ্যময় দেবমূর্ত্তি স্মরি।
আবার আসিবে তুমি যবে ভীম ভৈরব হুঙ্কারে
গর্জ্জিয়া উঠিবে পাপ, হত পুণ্যবল ;
যুগে যুগে নাশি পাপে, বিতরিয়া শুভ বরাভয়
জগতে শিখাবে তুমি সত্য নিরমল।
সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে স্নেহময় পুণ্যহস্ত তব
দেখাইবে মানবেরে পথ,
অনন্ত মঙ্গলালোক, নিখিল জগৎ পূর্ণ করি,
করিবে সাধক, তব পূর্ণ মনোরথ।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী

গুলিস্তানের মূলানুবাদ

নবম গল্প

রদেশের এক রাজা বৃদ্ধ বয়সে পীড়াগ্রস্ত হইয়া-ল, তাঁহার জীবনের কোন আশা ছিল না। এমন য একজন অশ্বারোহী আসিয়া বলিল :—"মহারাজের উক! মহারাজের সৌভাগ্যে আমরা সকল দুর্গ জয় া শত্রুবর্গকে বন্দী করিয়াছি। সেই সকল স্থানের ও প্রজাপুঞ্জ সকলে আপনার অধীনতা স্বীকার াছে। রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন ;—ংবাদ আমার জন্য নয়—আমার শত্রুদের জন্য অর্থাৎ র উত্তরাধিকারীদিগের জন্য।"

কতকাল কাটাইনু হায় ! এ জীবনে,
আশা করি এই শত্রু আনিব দমনে ;
সেই আশা শেষে মম হইল পূরণ,
কিন্তু আর তা'তে মম নাহি প্রয়োজন ;
ভবলীলা সব সাঙ্গ হয়েছে আমার,
অতীত জীবন দেহে ফিরিবে না আর।
নিজকরে যম ঢাক করিছে বাদন,
দেহে আর নাহি রবে এ হত জীবন,
হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, সকলে এখন,
পরস্পর সবে করে বিদায়-গ্রহণ।
কৃতান্তের হাতে আজি নাহিক নিস্তার,
বন্ধুগণ ! কর মোর দোষের বিচার ;
মূঢ়মতি আমি ছিনু নিতান্ত অজ্ঞান,
আমার দৃষ্টান্তে সবে হও সাবধান।

দশম গল্প

একদিন ডামাস্কাস্ নগরের প্রসিদ্ধ উপাসনা সংলগ্ন ইয়ায়ার কবরের পার্শ্বে বসিয়া একাগ্রচিত্তে য় মগ্ন ছিলাম। সেই সময়ে আরব-দেশের রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই রাজাকে বিচারক বলিয়া জানিত। রাজা উপাসনা করিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট সকল অভাব-পূরণের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

ধনী কি নির্ধন সবে মস্‌জিদে ভিক্ষুক,
সকলেই চায় তার বাসনা পূরুক।
ধনীর অভাব কিন্তু পূরাণ না যায়
যত ধন বৃদ্ধি হয় তদধিক চায়।

রাজা তাহার পর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন ;—"দরবেশগণ স্বভাবতঃ সদাশয় ও সরল, তাঁহাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট সমধিক গ্রাহ্য হয়। আপনি আমার প্রার্থনার সহিত যোগদান করুন, কারণ আমার একজন পরাক্রমশালী শত্রু আছে, যাহাকে আমি বড় ভয় করি।" আমি তাঁহাকে বলিলাম :—"আপনার 'হতভাগ্য, অসহায় প্রজাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন, তাহা হইলে প্রবল শত্রুর নিকট আর কোন ভয় থাকিবে না।"

বলবীর্য্যহীন জনে দলিলে চরণে,
বিক্রমশালীর পাপ হয় সে কারণে,
বিপন্ন দেখিয়া পরে দয়া নাহি কর,
তোমার বিপদে কেহ তুলিবে না কর।
শুভ কামনায় মন্দ যে করে সাধন,
বৃথা সব চিন্তা তার, সমান স্বপন।
কর্ণে তুলা দিওনা'ক, কর সুবিচার,
তা' না হ'লে শেষে দণ্ড হইবে তোমার।

একই ঈশ্বর সবে করিল সৃজন,
ভ্রাতৃভাবে সব নর বদ্ধ সে কারণ,
এক অঙ্গে ব্যথা যদি লাগে দৈবযোগে,
সর্ব্বাঙ্গ কাতর হয়, সে যন্ত্রণা ভোগে,
পরদুঃখে কভু নাহি হয়েছে ব্যথিত,
তাহাকে মানব বলা না হয় উচিত।

একাদশ গল্প

একজন দরবেশের সকল প্রার্থনা ঈশ্বর পূরণ করিতেন। তিনি একদিন বাগদাদ নগরে উপস্থিত হইলে,

ইরাক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে নিজ সমীপে আনয়ন করিয়া বলিলেন ;—"মহাশয়! আমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।" তিনি বলিলেন ;—"হে ঈশ্বর! ইহার প্রাণনাশ করুন।" বিস্মিত শাসনকর্ত্তা বলিলেন ;—"ঈশ্বরের দোহাই! এ কিরূপ প্রার্থনা?" উত্তরে তিনি বলিলেন ;—"এই প্রার্থনা আপনার ও যাবতীয় মুসলমানের মঙ্গলের জন্য।" অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শাসনকর্ত্তা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দরবেশ বলিলেন ;—"আপনার মৃত্যু হইলে প্রজাবর্গ আপনার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে ও আপনিও পাপ হইতে রক্ষা পাইবেন।"

পীড়ন করিছ নৃপ! প্রজা বারংবার,
কতকাল এ ব্যবসা চলিবে তোমার?
কি ফল তোমার রাজ্য করিয়া শাসন?
পীড়ন অপেক্ষা ভাল তোমার মরণ।

দ্বাদশ গল্প

একজন অত্যাচারী রাজা একদা এক সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"ঈশ্বরারাধনার কোন্ অঙ্গ ভাল?" সাধু বলিলেন ;—"আপনার পক্ষে মধ্যাহ্নে নিদ্রা যাওয়া ভাল, কারণ সেই সময়টুকু আপনি প্রজা-পীড়ন করিতে পারিবেন না।"

একদিন দ্বিপ্রহরে, দেখিলাম অকাতরে
অত্যাচারী নৃপ সুখে নিদ্রা যায়।
ভাবিলাম মনে মনে, বৃথা এর জাগরণে,
দেশের মঙ্গল—যদি এ ঘুমায়।

ত্রয়োদশ গল্প

একজন রাজা একদিন আমোদপ্রমোদে রাত্রিকে দিন করিয়া, আনন্দে বিভোর হইয়া এই কথা বলিতেছিলেন ;—

এমন সুখের কাল হবে না আমার,
ভাল মন্দ নাহি চিন্তা—ভাবনা কাহার!

বহির্দেশে বস্ত্রবিহীন, শীতার্ত্ত, ভূতলশায়ী এক সাধু এই কথা শুনিয়া বলিলেন ;—

তোমার অভাব নাই তুমি ভাগ্যবান্,
এ জগতে কেহ নাই তোমার সমান ;
তা বলে কি দেখিবে না এই দীনজনে
কি হ'বে ইহার দশা ভাবিবে না মনে?

এই কথা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন। সহস্র স্বর্ণ হস্তে করিয়া বাতায়ন হইতে বলিলেন ;—"আঁচল পা সাধু বলিলেন ;—"আঁচল কোথায় পাইব? আমি বস্ত্রহীন।" রাজার আরও দয়া হইল ; তিনি মহা পরিচ্ছদের সহিত সেই সুবর্ণ মুদ্রাগুলি তাঁহাকে পাঠা দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সাধু সমস্ত মুদ্রা ব্যয় ক পুনরায় সেই স্থলে আসিলেন।

সংসারের কোন ধার রাখে না যে আর,
টাকাকড়ি হাতে কভু থাকে না তাহার,
যেমন না ধরে ধৈর্য্য প্রেমিক হৃদয়,
চালুনির মধ্যে জল যেমন না রয়।

রাজা সাধুর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পারি সাধুর দুর্দ্দশার কথা রাজাকে জানাইলে রাজা ক্রুদ্ধ হ ও ভ্রূকুটী করিতে লাগিলেন। এই জন্যই বহুদর্শী জনেরা বলিয়াছেন ;—"নৃপগণের চিত্ত সর্ব্বদা অ তাঁহাদের সহিত লোকের অতি সাবধানে ব্যবহার উচিত, তাঁহাদের অনেক সময় গুরুতর রাজকার্য্যে সামান্য বিষয়ে মন দিবার অবসর থাকে না ; হয় সময়ে কেহ অভিবাদন করিলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হ'ন, কখন কেহ কটু কথা বলিলেও তাহাকে মূল্যবান্ প দান করেন।

ভাব, গতি, না বুঝে যে করে আবেদন,
রাজ-অনুগ্রহ হ'তে বঞ্চিত সে জন,
নাহি যদি পাও পূর্ব্ব হইতে সন্ধান,
বৃথা কহিও না কথা—হারাইবে মান।

রাজা শুনিয়া বলিলেন ;—"এই মূর্খ, অপরিমি ভিক্ষুকটাকে দূর করিয়া দাও, এ দেখ কত অল্প সময়ে অর্থ নষ্ট করিয়াছে। রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত ধন জন্য ইহার মত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভূতদিগের জন্য নয়।"

যে মূঢ় দিবসে জ্বালে কর্পূরের বাতি,
তৈলহীন দীপ লয়ে সে কাটায় রাতি।

রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী একজন মন্ত্রী বলিলেন ;—
রাজ! আমার বিবেচনায় এই সকল লোকের জীবিকা-
র্ব্বাহের জন্য সময়ে সময়ে কিছু কিছু দানের ব্যবস্থা করিলে
রা আর সে দানের অপব্যয় করিতে পারে না! কিন্তু
াদিগকে এখানে আসিতে না দেওয়া কিংবা উহাদিগকে
করিয়া দেওয়া আপনার মত সদাশয় উদারস্বভাব
ার উচিত হয় না। একবার বহু অর্থ দান করিয়া
লোকের আশা বর্দ্ধন করিয়াছেন, সে আশা করিয়া
রায় আসিয়াছে, এখন তাহাকে রিক্তহস্তে, বিফলমনোরথ
রিয়া প্রত্যাখ্যান করা ভাল নয়।"

আপন ইচ্ছায় খুলি ভাণ্ডারের দ্বার,
করিও না ভিক্ষুকের আশার সঞ্চার।
একবার খুল যদি, হ'ও না কৃপণ,
ফির না বিমুখ হ'য়ে যেন ভিক্ষুগণ।
যে খানে তণ্ডুলকণা অনায়াসে পায়,
পক্ষিগণ সেই স্থলে দলে দলে যায় ;
যথায় তাহারা কিন্তু না পায় আহার,
কভু নাহি সেই স্থানে যায় একবার।
হ'লও হিজাজ-যাত্রী তৃষায় আকুল,
নাহি যায় লবণাক্ত সমুদ্রের কূল।
সুমিষ্ট বারির ধারা যথা বহে যায়,
তথা পশু, পক্ষী, নর, পিপীলিকা ধায়।

চতুর্দ্দশ গল্প

পুরাকালে এক রাজা ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করেন না। সৈন্যগণ বেতনাভাবে বড় কষ্ট পাইত। সময়ে একদল প্রবল শত্রু উপস্থিত হইল।, প্রজা-প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

নাহি যদি পায় সেনা সমরে বেতন,
না যায় তাদের অস্ত্রে হাত দিতে মন ;
কেমনে সাহস, বল, দেখাবে সমরে,
হাতে অর্থ নাই যার, যে ক্ষুধায় মরে।

এইরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে আমার এক জন বন্ধু ছিল। আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলাম ;—"সামান্য অবস্থান্তর হইয়াছে বলিয়া যাহারা পূর্ব্ব-সৌভাগ্য ভুলিয়া গিয়া পুরাতন প্রভুকে পরিত্যাগ করে, তাহারা কি প্রকার কৃতঘ্ন ও নীচ, তাহা বলা যায় না! সে বলিল ;—"ভাই! ক্ষমা কর, আমি কোন অন্যায় আচরণ করি নাই, আহারাভাবে আমার অশ্ব মৃত-প্রায় হইয়াছিল ; পেটের দায়ে আমি জিনটীও বন্ধক দিয়াছিলাম। যে রাজা সৈন্য-দিগকে বেতন দিতে এত কৃপণ, সৈন্যগণ তাহার জন্য কেমন করিয়া প্রাণ সংশয়াপন্ন করিতে পারে?"

সেনাগণে অর্থ দিলে তারা দিবে প্রাণ,
না দিলে সকলে তারা করিবে প্রস্থান।
পেটে অন্ন থাকে যদি করিবে সমর,
রণ হ'তে পলাইবে কাঁদিলে উদর।

পঞ্চদশ গল্প

কোন রাজমন্ত্রী পদচ্যুত হইয়া দরবেশের দলে মিশিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদে তিনি মনে শান্তিলাভ করিলেন। রাজা কিছুদিন পরে মন্ত্রীর প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রী স্বীকার পাইলেন না, বলিলেন ;—"চাকুরি করা অপেক্ষা না করাই ভাল।"

সংসার ছাড়িয়া সদা বিজনে যে রয়,
লোক-নিন্দা হ'তে নাহি তার কোন ভয়।
নিন্দকের হাত থেকে এড়াইতে চাও,
কাগজ, কলম সব দূরে ফেলে দাও।

রাজা বলিলেন ;—"রাজ্যশাসন করিবার জন্য আমার একজন বুদ্ধিমান্ লোকের আবশ্যক"। মন্ত্রী বলিলেন ;—"এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

সে জন্য পক্ষীর মধ্যে হুমাই প্রধান,
হাড় খেয়ে তুষ্ট, নাহি বধে কার প্রাণ।

ষোড়শ গল্প

একটা বন বিড়ালকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কেন সিংহের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। সে বলিল ;—"আমি

সিংহের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করি এবং তাহার আশ্রয়ে থাকি বলিয়া আমার সহিত কেহ শত্রুতা করিতে পারে না।” তাহারা বলিল ;—“যখন তুমি তাহার আশ্রয়ে আছ তখন তুমি তাহার নিকটে যাওনা কেন ?” বিড়াল বলিল ;—পাছে সে ক্রুদ্ধ হয় এই ভয়ে আমি নিকটে যাই না, একটু দূরে থাকি।”

শতবর্ষ জ্বলে অগ্নি যদিও গিবারা+
তাহারো পড়িলে তাতে নাহিক নিস্তার।

সুলতান কোন সময়ে যে মন্ত্রীকে সুবর্ণ দান করেন, আবার কোন সময়ে তাহারই মস্তক ছেদন করেন, সেই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন ;—“রাজার মনের অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করা উচিত, কারণ তাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল। হয়ত কোন সময়ে কেহ অভিবাদন করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হ’ন, আবার কখন কেহ কুবাক্য বলিলেও তাহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার করেন। লোকে সেই জন্য বলে, অমাত্য-বর্গের মধ্যে বাক্‌চাতুরী গুণের কথা, কিন্তু পণ্ডিতের পক্ষে তাহা দোষাবহ।

চাটুকারে রসরঙ্গ, করি প্রদর্শন,
আপন মর্য্যাদা-মান করিবে রক্ষণ।

সপ্তদশ গল্প

একদা আমার এক বন্ধু আমার কাছে নিজ অদৃষ্টের বহু নিন্দা করিয়া আমায় বলিলেন ;—“আমার সংস্থান অল্প অথচ পরিবার বৃহৎ, অন্নাভাবে মারা পড়িতে বসিয়াছে ; আমি অনেক সময়ে মনে করি দেশান্তরে গিয়া জীবিকার কোন উপায় করি, তাহা হইলে আমার ভাল মন্দ অবস্থার বিষয় কেহ কিছু জানিতে পারিবে না।”

কত লোক প্রাণত্যাগ করে অনশনে,
তাহার বারতা অন্য কেহ নাহি জানে ;
ওষ্ঠাগত হয় মম এ হত জীবন
তাহে অশ্রুবিন্দু কেহ করে না মোচন।

আমার আশঙ্কা, আমার শত্রুগণ আমার কষ্টে হর্ষান্বিত হইয়া আমাকে পরিহাস করে ; আর আমি যে পরিবারের জন্য এত কষ্ট করিতেছি তাহা বিস্মৃত হইয়া মনে ক আমি বড় নির্দ্দয় ও আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলে ;—

“দেখ ! দেখ ! লজ্জাহীন কেমন এ জন,
আপনার পরিবার না করে পালন ;
আপন স্বচ্ছন্দ সুখ জন্য চলে যায়,
স্ত্রী পুত্র স্বজন গৃহে—না ভাবে কি খায়।”

আপনি জানেন, আমি কিছু কিছু হিসাবপত্র রাখি জানি ; যদি আপনার সাহায্যে কোনরূপে জীবিকা ধা মত উপার্জ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার সুস্থির হয় ও আমি যাবজ্জীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ পাশে বদ্ধ থাকি। আমি তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলি লাম ;—“ভাই ! রাজসেবার দুই দিক্ আছে ; উহা আহারের সংস্থান যেমন সহজে হয় আবার প্রাণনা ভয়ও তেমন। বিজ্ঞলোকের মতে উপজীবিকার জ জীবনকে সংশয়াপন্ন করা উচিত নয়।”

দরিদ্র এড়ায়ে যায় রাজ্যেশ্বর দায়,
কেহ তার গৃহে আসি কর নাহি চায়।
কষ্টে, শ্রমে কর ভাই জীবনধারণ,
না হয় মরিয়া হও কাকের ভোজন।

তিনি বলিলেন ;—“এই সকল কথা আমার পক্ষে ঠি সঙ্গত নয় ; আপনি আমার প্রার্থনার উত্তর দেন নাই আপনি কি শুনেন নাই, যে বিশ্বাসঘাতক নয়, সে হি দিতে ভয় পায় না।”

সৎপথে থাকিলে কেহ বিপন্ন না হয়,
সদাচার জনে তুষ্ট বিভু দয়াময়।

আরও দেখুন ! পণ্ডিতগণ বলেন ;—চারিজন চারিজনের হাতে মহা কষ্টে পড়ে ; যথা—করগ্রাহীর হা সুলতান্, প্রহরীর হাতে চোর, গোয়েন্দার হাতে ল নগর-কোটালের হাতে বারবনিতা। যাহার হিসাব থাকে তাহাকে কাহারও কাছে জবাব দিতে হয় না।

কর্ম্মক্ষেত্রে নাহি যদি কর অত্যাচার,
পদচ্যুত হ’লে শত্রু রবে না তোমার,
পবিত্র থাকিলে ভয় কেবা কারে করে,
রজক মলিন বস্ত্র আছাড়ে পাথরে।

আমি বলিলাম ;—“একটি শৃগালের গল্প আছে, আপনার পক্ষে বেশ খাটে ; গল্পটি শুনুন ;—একদ

+ (Geuber)—পারস্য দেশীয় অগ্নি-উপাসক-সম্প্রদায়।

শৃগাল প্রাণভয়ে পলাইয়া যাইতেছিল। একজন তাহাকে তাহার ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল ;—“আমি শুনিয়াছি যুদ্ধের জন্য উট সংগ্রহ হইতেছে।” সে ব্যক্তি বলিল ;—“তুমি ত বড় নির্ব্বোধ ! তোমাতে আর উটে সম্বন্ধ আর কি সাদৃশ্যই বা আছে।” শৃগাল বলিল ;—ভাই ! চুপ কর, যদি কোন হিংসক কোন অভিসন্ধি-সিদ্ধির জন্য বলে যে এটা ছোট উট, তখন আমাকে কে রক্ষা করিবে ? ইরাক হইতে ঔষধ আনিতে না আনিতে সর্পদষ্ট মনুষ্য মারা পড়িবে। এ জন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা আবশ্যক।” আপনার কার্য্যদক্ষতা, সাধুতা, নির্ভীকতা ধর্ম্মভীরুতা সকলই আছে, কিন্তু এদিকে খলও আপনার অনিষ্ট-চেষ্টায় নির্জ্জনে বসিয়া আছে, যদি সে আপনার সকল গুণের বিপরীত কথা রাজার কাছে বলে, রাজা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন, আর তখন কেহই আপনার পক্ষে একটি কথাও বলিবে না। সেই জন্যই আপনাকে রাজকর্ম্মের আশা ত্যাগ করিয়া সন্তোষরূপ মহাধন রক্ষা করিতে বলি। পণ্ডিতেরা বলেন ;—

সাগরের গর্ভে সত্য আছে কত ধন,
তুলিতে চাওগো যদি সে সব রতন,
হ’লেও হইতে পারে প্রাণ-বিনাশন ;
তাই বলি কূল ছেড়ে যেওনা কখন।

এই কথা শুনিয়া আমার বন্ধু অসন্তুষ্ট হইলেন ও ভ্রূকুটি করিয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন ;—আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার কি সংস্রব আছে ? আমি দেখিতেছি পণ্ডিতদিগের কথা আজি সাব্যস্ত হইল অর্থাৎ সম্পদে অনেকেই বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু রাজদ্বারে যে বন্ধু সেই যথার্থ বন্ধু।

সম্পদে যে বন্ধু বলি দেয় পরিচয়,
সে জন বান্ধব নয় জানিও নিশ্চয় ;
শোকে দুঃখে সমভাবে যে তব সহায়,
যথার্থ বান্ধব বলি জানিও তাহায়।

আমি দেখিলাম বন্ধুর ক্রোধ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, আমি যেন স্বার্থপর হইয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছি তাঁহার মনে ধারণা হইতে লাগিল ; এই ভাব নিবারণের জন্য আমি ধনাধ্যক্ষের কাছে গেলাম ; তিনি আমার পরিচিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে আমার বন্ধুর গুণের ও যোগ্যতার কথা বলাতে তিনি তাঁহাকে একটি সামান্য কর্ম্ম দিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার শান্ত স্বভাব ও কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ পাইলে তাঁহার পদোন্নতি হইল। ক্রমে তাঁহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শেষে তিনি সুলতানের এত বিশ্বাসী ও প্রিয় হইলেন যে সুলতান তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্য করিতেন না। বন্ধুর অভ্যুদয়ে আমার মহা আনন্দ হইল। উপদেশচ্ছলে আমি তাঁহাকে বলিলাম ;—

হতাশ হ’ওনা কার্য্য দেখি গুরুতর,
সঞ্জীবনী-সুধা আছে আঁধার ভিতর। *
শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হ’ওনা সংসারে,
আছে কত দয়া গুপ্ত বিভুর ভাণ্ডারে।
দুর্দ্দিন পড়েছে বলি বিষাদে মগন,
মানবের নাহি হয় উচিত কখন ;
ধৈর্য্য ধর যদি অতি কষ্টকর হয়,
শেষে কিন্তু ফল তার হয় সুধাময় !

এই সময়ে আমি কতিপয় বন্ধুর সহিত হিজাজ যাত্রা করিয়াছিলাম। মেক্কা হইতে প্রত্যাগমনকালে আমার সেই বন্ধু কিছু দূর অগ্রে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন। তাঁহার বাহ্য আকার দেখিয়া আমার মনে হইল যেন তিনি কষ্টে পড়িয়া দরবেশের বেশ ধারণ করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ব্যাপার কি ?” তিনি বলিলেন ঃ—আপনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। একদল লোক আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করিল। সুলতান কোন অনুসন্ধান করিলেন না। আমার আত্ম-বন্ধু ও সহচরগণ বহুদিনের বন্ধুত্ব বিস্মৃত হইয়া—আমার পক্ষে কোন কথা বলিলেন না। কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

সম্পদ দেখিলে তব চাটুকার যত,
দুই কর জোড় করি শির করে নত।
আবার যখন তব যায় মান, পদ,
সমস্ত জগৎ দেয় তব শিরে পদ।

* মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে একটি অমৃতকুণ্ড আছে যাহার একবিন্দু পান করিলে লোক অমর হয়। এই কুণ্ড ঘোর অন্ধকারাবৃত ; অশেষ শ্রম করিলে সেই কুণ্ডে যাওয়া যায়।

অধিক কি বলিব, আমাকে অনেক দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। অতঃপর মক্কা হইতে যাত্রিগণ ফিরিয়া আসিতেছে এই সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা আমার সমস্ত পৈতৃক বিষয় আত্মসাৎ করিয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। আমি বলিলাম ;—"আপনি আমার কথা পূর্ব্বে গ্রাহ্য করেন নাই। আমি বলিয়াছিলাম রাজ-সেবা ও সাগর মধ্যে প্রবেশ উভয়ই সমান ; উভয়ই যেমন লাভজনক, তেমনই শঙ্কাজনক। আপনি অগাধ ধন অর্জ্জন করিতে পারিবেন, না হয় সমুদ্রের তরঙ্গ-সজ্জাতে আপনার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।

বণিক সাগরে ডুবে হয় মুক্তা পায়,
কিংবা মৃত দেহ তার তটেতে লুটায়।

ক্ষতস্থানে লবণ দিবার ন্যায় ভর্ৎসনা করিয়া আমি সেই হতভাগ্যের কষ্ট বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা না করিয়া কেবল মাত্র নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম ;—

হিতকারী বন্ধু যবে করিল বারণ,
তাহার সে কথা নাহি করিলে শ্রবণ।
জান নাই, ভাব নাই, হায়! কি তখন,
একদিন হবে পদ শৃঙ্খলে বন্ধন ?
বৃশ্চিক দংশন যদি পার সহিবারে,
অঙ্গুলি দিও গো তবে তাহার বিবরে।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী

প্রার্থনা

সাহস সাহস চাই, দেহে চাই বল ;
উদার হৃদয় চাই—নাহি কোন ছল।
অত্যুগ্র আগ্রহ চাই, সদা ফুল্লপ্রাণ,
ত্যাগ চাই, ভক্তি চাই—হৃদে ভগবান্।
কঠোর কর্ত্তব্য পথে হও অগ্রসর,
ভেদাভেদ ভুলে যাও, নাহি আত্মপর।
শুধু এক ব্রত—সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম,—
ওই শোন বাণী তাঁর—"এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

সম্পদে বিপদে মন স্থির রাখ সদা
পূর্ণ তেজে দীর্ণ কর যত বিঘ্ন বাধা।
নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ তুমি, স্বাধীন প্রধান,
"তত্ত্বমসি" এই বাণী শুধু কর ধ্যান।
ছিঁড়িবে মায়ার ডোর, বন্ধন সকল,
লভিবে আনন্দ সদা, আনন্দ কেবল।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

---

(৩)

...রূপে বাহিরে যখন নীরব নিস্তব্ধ ভোজের ব্যাপার ...তেছিল, তখন ঘরের ভিতরে আসিয়া তাহার বিপরীত ...লাম। এখানে স্বয়ং অপ্সরোগণ স্বহস্তে সুধা বণ্টন ...তেছেন! ইহারা সপ্তসহোদরা,—সুরুয়া হইতে সুরু ...য়া তালিকা মত, নিপুণতাসহকারে পরিবেষণ করিয়া ...তেছে। ইহাদের পরিধেয়-বস্ত্র অতীব শোভন ও ...চ্ছন্ন এবং চেহারাও বেশ প্রসন্ন। শুনিলাম, বেশভূষা-...য় নরওয়েবাসীরা সকলেই য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণ ...য়া থাকে, কেবল পরিচারিকার দল নাকি অদ্যাবধি ...দের স্বদেশের পরিচ্ছদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ...তেছে। তাহাদের পরণে একটি সাদা ঘাঘরা, আর ...সাদা জামার উপরে জরীর কাজ করা, লাল মকমলের ...টি জোয়ার্ক। স্কন্ধের দুইপাশে দুইটি বেণী লম্বমান, ...মস্তকোপরি একটি লেসের টুপি বর্ত্তমান। স্বাস্থ্যের ...স্ফূর্ত্তি বলিয়া ইহাদের গণ্ডস্থল আরক্তিম, আর রংটি ...দুধে আল্তায় মিশান। নেত্রযুগল নীল-পাটল, ...কেশকলাপ কনকোজ্জ্বল, তাহাতে এই সুরুচি-...বেশ বিরচনা, আমাদের চোখে কেমন একটু চমকা ...ইয়া দিল। আমরা যেমন এদের দিকে একদৃষ্টে ...আছি, এদের চক্ষুও তেমনই আমাদেরই মুখের ...পড়িয়া আছে। তাহারা পরিবেষণের স্থলে ঘুরিয়া ...কেবলই আমাদিগের দিকেই আসিতে লাগিল।

তখন বুঝিলাম যে, আমরা এ দেশে আসিয়া, যেমন একদিকে দর্শক, তেমনই আর একদিকে দর্শনীয় পদার্থ রূপেও পরিণত হইয়াছি!

এবার প্রস্থানের আয়োজন। কে বলিতে পারে, হয়ত জন্মের মত এই "Lake Dyupvand in Merock" এর লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া বিদায় লইলাম। বিদায়-কালে শুনিলাম, এই সপ্তভগিনীর জননীই নাকি, এই পান্থশালার স্বত্বাধিকারিণী। প্রতি বৎসর তিনি এপ্রেল মাসে কন্যকা-গণ সহ এখানে আগমন করিয়া সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত আপন কার্য্য সাধন করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। তখন আর এখানে থাকা চলে না, বরফে সব ঢাকিয়া যায়।

এখন যার যার গাড়ীতে চড়া। এবারে আবার সেই আদবকায়দা-দুরস্ত, দুইটি প্রশস্ত হস্ত প্রসারিত হইল। এবার হস্তদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে, আর আমাদের পূর্ব্বের মত দ্বিধা-জড়িত ভাব নাই। ভাবিলাম, তাইত! "রূপেতে কি করে বাপু! গুণ যদি থাকে।" হউক না অমসৃণ অপরিচ্ছন্ন,—বিপন্নের বন্ধু ত বটে!

সকলেই বলিয়া থাকেন, ওঠায় আর নামায় স্বর্গ মর্ত্ত্য তফাৎ ;—সেটা কেবল কথার কথা নয়, কাজেও তাই। ওঠায় অনেক সময় অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়, নামায় তাহা না হইলেও চলে। নামার মুখে অশ্বগণ, তাহাদিগের চালকদিগকে আরোহীদের পশ্চাতে আপন আপন স্থানে

বসিতে অনুমতি দিল, কেন না স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে নামিতে তারা নিজেরাই বেশ পটু। তবু যদি "নাম্‌কা ওয়াস্তে" একটা লাগাম রাখা দরকার হয়, তাতে তাদের আপত্তি নাই; কিন্তু সে লাগাম ঢিলা রাখা চাই। হ'ক্ না হ'ক্ কেইবা এসংসারে কেবল চালকের চালমত চলিতে চায়? গাড়ীতে বসিয়া, পরোক্ষ আর সমক্ষের ভেদবিচারে মনটা ব্যস্ত রহিল। ভাবিলাম, প্রত্যক্ষের মহিমা আর কতক্ষণ! দেখিতে-দেখিতে ত সকলই স্মৃতির ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত হয়। স্মৃতিও আবার কয়দিন পরে কিছু চাপা দেয়, কিছু ছাঁটিয়া ফেলে, এবং যাহা সার মনে করে, তাহা ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখে। কিন্তু এই সার বোঝা লইয়াই যাহা কিছু বোঝাপড়া, যতসব বিবাদ-ঝগড়া। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে চাহিয়া দেখি, চারিদিকে কেমন একটা হুট্ পাট্ লাগিয়া গিয়াছে। অশ্বগুলি কেবলই সর সর, ছাড় ছাড় ডাকহাঁক করিতে করিতে চলিয়াছে। তা পথ সরে ত পাহাড় ছাড়ে না, পাহাড় ছাড়ে ত, শৈলরাজি শোনে না, ভারি মুস্কিল। সত্যি এদের অতিথিসৎকারকে বলিহারি যাই। আমরা তখন ইহাদের শিষ্টাচারে মহা তুষ্ট হইয়া, আমরা যে নিতান্তই কুক্ কোম্পানীর হাতে বাঁধা আছি, সে কথা জানাইলাম;

ট্রলহাটান

এবং আর বৃথা পথশ্রম স্বীকার না করিতে করযোড়ে অনুরোধ করিলাম। তখন সজ্জনের মত ইহারা অগত্যা বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন দেখিয়া, ভানুরাজ ভারি খুসী। এমন তেজস্বী জনের কি আর, নিস্তেজ নিরীহের মত থাকিতে ভাল লাগে? বাকি রাস্তা তিনি বেশ একজন মুরুব্বির মতই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আমরাও পুরাতন বন্ধুকে পুনরায় পূর্ব্ব হালে পাইয়া পরম প্রী[illegible] হইলাম।

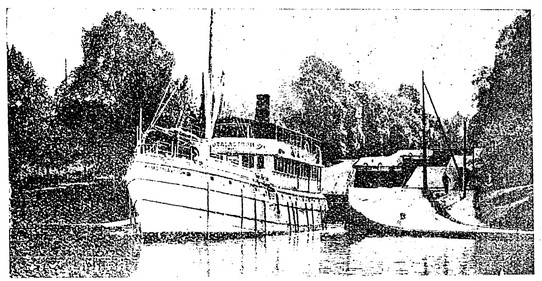

বাসস্থানে আসিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সবই চলিল, সব[illegible] মিলিল, কেবল কারও কারও মনের সন্ধান পাওয়া গেল না[illegible] বুঝি বা সেটা সেই স্বপ্ন-রাজ্যে পড়িয়াই হিমসীম খাইতেছে[illegible] শরীরটা এক রকম চৈতন্যরহিত হইয়া আরাম-কেদারা[illegible] পড়িয়া আছে। তা যার যাবার তার গিয়াছে, অন্যের অ[illegible] মাথাব্যথার প্রয়োজন কি?

এখন হইতে নাকি নূতন নূতন স্থান দেখিয়া আর বা[illegible] দিন পরে লণ্ডনে পৌঁছিব, এইরূপ বিজ্ঞাপন দেও[illegible] হইয়াছে। যত দক্ষিণে ফিরিতেছি, ততই শীত কমি[illegible] আসিতেছে, আর অন্ধকার দেখা দিতেছে, দস্তরম[illegible] সন্ধ্যাকেও পাওয়া যাইতেছে।

বিজ্ঞাপনের তালিকামত আজকার যাবার জায়গা[illegible] নাম Trollhattan. সেখানে এক প্রখ্যাত প্রস্র[illegible] আছে। ঘাটে আসিয়া রেলগাড়ীতে চড়িয়া যা[illegible]ত হইবে[illegible] যাই আমরা আসিয়া, আমাদের নির্দ্দিষ্ট [illegible]পীর-শকটে[illegible] আরোহণ করিয়াছি, অমনই সে গা ঝাড়া দিয়া ছুট দিল[illegible] আমাদের দেশের মত এদের ত ভয়ে ভয়ে চলা নাই[illegible] ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল যাওয়া চাই[illegible] গাইড্ মহাশয় আমাদের সঙ্গী হওয়া[illegible] সঙ্গত মনে করিয়া আমাদের গাড়ীতে[illegible] আসিয়া বসিলেন। কুবেরের ঐশ্বর্য্যকে[illegible] আমরা অতিক্রম করিয়াছি, হয়[illegible] বা তাহার অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধ[illegible] হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশীর মনের[illegible] ভ্রান্ত বিশ্বাসে উভয় পক্ষকেই ভা[illegible] ভোগায়। যাঁরা দূরদেশভ্রমণে বাহির[illegible] হইয়াছেন, সে দুঃখ তাঁদের বো[illegible] সম্ভব নয়। সে বেচারা আমা[illegible] অবগতির জন্য হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া কত যে নি[illegible] দন করিতে লাগিল, সে সব স্মরণ রাখিতেও শ[illegible] প্রয়োজন দেখিলাম। এইরূপ প্রায় প্রহরেক এক ত[illegible] প্রলাপের পর, আমরা যেন নিস্তার পাইলাম। গা[illegible] থামিয়াছে, লোকজন নামিতেছে এবং হাঁ করিয়া দেখিতে[illegible] কোথা হইতে বা সেই প্রখ্যাত নির্ঝরিণী নামিয়া আসিতে[illegible]

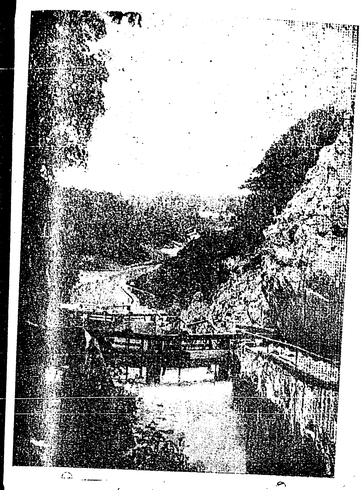

ট্রলহাটানের প্রস্রবণ

[illegible]ল আমাদের পথপ্রদর্শকের নিকট শুনিলাম যে, সে[illegible]কি এখনও আরও ঘণ্টা আধেকের পথ বাকি। ফের [illegible]য়ার গাড়ীতে চড়া। আবার গাড়ীর ঘড়ঘড়ী, এক [illegible]পুরীর পুনর্দর্শন, এবং তন্মধ্যে প্রবেশ এবং পরিবেষণের [illegible]হুড়ি, তৎসঙ্গে কাণে শোনা [illegible] মহা ঝরণার ঝরঝরি, [illegible]ণের সকলে উদরজ্বালা [illegible]করিয়া, পদদ্বয়েই ভর দিয়া, [illegible] একটু তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া [illegible]য়া এক সুন্দর সেতু-[illegible] উপরে দাঁড়াইলাম। এই [illegible]আসিতে দুই চক্ষে কি [illegible]ন, কিছু জ্ঞান নাই। [illegible] কেবল একটা নীরব [illegible] আমাদের সঙ্গে চলিয়া-[illegible] খানিক পরে হঠাৎ [illegible]ভাবগতিক বদ্‌লাইয়া গেল। কি মনে করিয়া [illegible]কের জন্য তার তীরস্থিত তরুরাজির অভ্যন্তরে [illegible] রহিল—তারপর একেবারে এই উন্মত্ত অবস্থায় আসিয়া দেখা দিল। এ কিসের উচ্ছ্বাস! কে একে এমন পাগল করিয়া দিল? প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর সে যখন আপন মনে আত্মকাহিনী কহিয়া যাইতে লাগিল, তখন কাণ পাতিয়া শুনিলাম যে, সে অতি উচ্চ-কুলোদ্ভবা, কোন শৈলেশ্বরের আত্মজা। শৈশবে বড় সুখে পালিতা, নিশিদিন পিতামাতা দুহিতাকে আপন বক্ষে আঁকড়িয়া রাখিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না। বড় ভয়, পাছে কোথাও গেলে হারাইয়া যায়, তাই ঘরের বাহির হইতে দিতেন না। সর্ব্বদাই বদ্ধাবস্থা। খেলার সাথী সঙ্গী অনেক জুটিয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ এক আঙ্গিনার মধ্যে যা কিছু আমোদ আহ্লাদ করা। ক্রমে যখন সে শৈশব ছাড়িয়া কৈশোরে পদার্পণ করিল, তখন আর তার এসব শিশুখেলা ভাল লাগিল না। যখন তখন তার গণ্ডস্থল বহিয়া দু'চার ফোঁটা চক্ষের জল গড়াইয়া পড়ে, আর ভাবে, এভাবে দিন কেমন করিয়া কাটিবে। পিতা দেখিলেন, সন্তানের অবস্থা শোচনীয়, মায়েরও আর পাষাণে বুক বাঁধিয়া থাকা চলে না, তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া কন্যাও এদিক্ ওদিক্ একটু আধটু উঁকিঝুঁকি দেয়। কিন্তু একে রাজার ঝি, তাতে এতকাল এক রকম বন্দী; এই বন্ধুর ভূমিতে বেশী দূর পা চলে কি? একটু চলিতেই থম্‌কিয়া দাঁড়ায়, আর চারিদিকে চায়! আশে পাশের সঙ্গিনীরা আসিয়া

টলহাটানের নীরব নদী

তখন হাতে ধরিয়া লইয়া যায়। এই ভাবে সে দিন কাটায়। এক দিন কেমন উন্মনা হইয়া, পিতার পায়ে পড়িয়া লুটা-লুটি, আর মায়ের বক্ষে পড়িয়া কাঁদাকাটি,—"আমায় ছাড়িয়া

দাও, আমি আর ঘরে রইতে নারি। আমায় ডেকেছেন আমার শ্রীহরি।” কিশোরীর কাণে যখন প্রিয়তমের ডাক প্রথম পৌঁছায়, এবং সে ডাকে প্রাণে সদ্য প্রেম জাগায়, তখন সে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে না, ভালমন্দ বোঝে না, যুক্তিতর্ক মানে না। তার মুখে শুধু এক বুলি “ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে”। মা বাপ তখন নিরুপায়, সাধ্যমত তাহারই কথায় সায় না দিলে, হিতে বিপরীত হইয়া যায়, এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া যোগনিষ্ঠ জনকজননী, শান্ত সমাহিত চিত্তে—সন্তানের শুভ-কামনায়, নীরব নিশ্চল থাকিয়া, তাহার যাত্রায় অনুমতি দিলেন। এ যাওয়া যে সে যাওয়া নয়! একেবারে জন্মের মত জন্মস্থান হইতে বিদায়, আর প্রত্যাবর্ত্তন নাই। তবে অন্তরের যোগ? সে ত থাকিবেই। এ যোগাযোগ ভিন্ন এই সরল কোমল প্রাণে এত বল যোগাইবে কে? মায়ের নাড়ী ছাড়িয়া সন্তানের পুষ্টি কোথায়? ক্ষুণ্ণ মনে ক্ষীণ প্রাণ লইয়া সে বালিকা বিদায় হইল। সঙ্গে স্বজনগণ প্রহরী চলিল। ক্রমে যখন সে রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল, তখন পর্ব্বতরাজ দুহিতার পিত্রালয় পরিত্যাগের বার্ত্তা শ্রবণে কৌতূহলী হইলেন, এবং কত কত তরুণী গিরিতরঙ্গিণী তাহার সঙ্গ লইল দেখিয়া, শৈলস্বগণ সকলেই সসম্ভ্রমে সরিয়া পড়িলেন। কেননা অকারণ, কুল-কামিনীগণের পথ-অনুসরণ, তাঁহারা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ আচরণ বলিয়া জানিতেন। মাতা ধরিত্রীর হাতে ইহার সংরক্ষণের ভার রহিয়াছে জানিয়া, তাঁহারা আর কোন উদ্বেগ অনুভব করিলেন না। এই যে অজানা, অচেনা পথ দিয়া সে চলিয়াছে, কিছুতেই তার ভয় নাই—ভ্রূক্ষেপ নাই। মুখে কেবল —“সর্ সর্—পথ দাও” “আমায় কেহ বাধা দিতে আসিও না, কেহ আমায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না”। এখন আর তার ক্ষীণ দেহ ক্ষুদ্র প্রাণ নাই। প্রেম তাহাকে ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিতেছে, তার শক্তি বাড়াইয়া দিতেছে। তাহার এই উদ্দাম, রূপযৌবনে বিমুগ্ধ হইয়া, কোথাও বৃষস্কন্ধে কোন উপলখণ্ড, বুক পাতিয়া তাহার পথ-

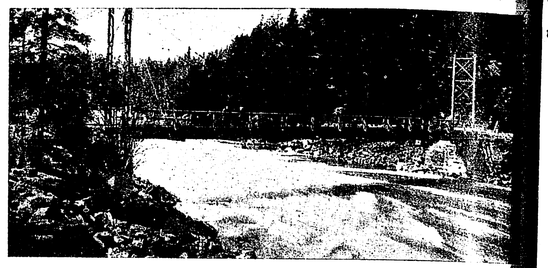

টুলহাটানের নদীর উন্মত্ত অবস্থা

রোধের চেষ্টা করিতেছে, দেখিয়া, গরবিনী অমনই পা কাটাইবা, তাহার আশায় বাসায় বালি ছড়াইয়া দি অট্টহা হাসিয়া চলিয়াছে। কোথাও আবার কোন সাহসী সে বন্ধে এ যাত্রার বিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত দৃঢ়পদে দণ্ডায়ম রহিয়াছে। জানে না যে, প্রেমময়ী, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন প্রেম-মহাজনের আশ্রয়ে আসিয়াছে। কিন্তু এ অনুনয় বিনয়, এখানে গরবের কাজ নয় “নম্র হও নয় জলে” লতার মত বেড়িয়া বেড়িয়া চরণ ছুঁয়া চাহিতে হইবে, তবেই পথ পাওয়া। “শরণাগত ক্ষুদ্র হইলেও উচ্চাশয় ব্যক্তি তাহাকে কখনও বিমুখ ক না” এই মহাবচন শৈলজার স্মরণে ছিল। এ দ্রুতপদ-সঞ্চালন। বাধায় বাধায় সব গতিরই বেগ বাড়ায়, তারপর আরও আনন্দে মাতায়। এ উচ্ছ্বসিত প্রাণ কূল ছাপাইয়া উঠিতেছে, এখন ভূমিও আহ্লাদে আটখানা হইয়া ইহারই গায়ে প পড়িতেছে। আবার আগুয়ান। পথে পতি-দ পরাঙ্মুখী কএকটি দুর্ব্বলা গিরিবালা, তাহাদের বি কাতর শীর্ণদেহকে ভূগর্ভে বিলীন করিতে যাইতে দেখিয়া, উদারচেতা এই রাজসুতা, উহাদিগের সম্মিলন ঘটাইবেন বলিয়া—প্রতিশ্রুত হইলেন, সস্নেহে ডাকিয়া লইয়া, আপন বক্ষোমাঝে স্থান দি কারণ আপন প্রিয়তমকে বহুবল্লভ দেখিতে, পতিপরায়ণার প্রাণে দ্বেষহিংসার লেশ থাকে না,— অভিমান স্থান পায় না, বা তার একনিষ্ঠত্বে প্রতিবেধ না। বরং সপত্নীজন দ্বারাও যে পতি-সেবার সা

অনুভব করা সম্ভব হয়, তাহা আপন জীবনে প্রতি-ফলিত দেখাইতে চান। বুঝি বা এতদ্দর্শনেই সেই মহানুভব

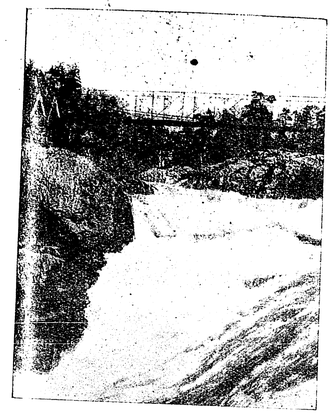

টুলহাটানের সেতু

শিবের, সহিতা শকুন্তলার প্রতি “কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে” এই সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই ভাবে কল্লোলিনী, দলে বলে কলেবর বাড়াইয়া হোরাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর গিরিগহ্বর, ইহাদিগকে গ্রাস করিবার অপেক্ষায় আছে দিয়া, স্নেহশীলা ধরিত্রী আপনার সুবিশাল ক্রোড় সার পূর্ব্বক ইহাদিগকে বিনাশের পথ হইতে রক্ষা রিলেন। ইহারাও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তন্মধ্যে শয়ান রিল। তাই ইতঃপূর্ব্বে ইহাদের সেই ব প্রশান্ত ভাব দেখিয়াছিলাম। অকস্মাৎ মূর্ত্তি কেন? সে সুকোমল ক্রোড় ছাড়িয়া া কেন? তাইত! প্রেমে পাগল প্রাণকে ন্ জননী উৎসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে য়াছেন? যেমন ক্রোড় ছাড়া, আর অমনই গের গায়ে পড়া—তখন দিগ্বিদিক্ শূন্যারা হইয়া একগতির মুখে আপনাকে য়া দেওয়া। এ গতির গতিবিধি জানা ই, তবু চলা চাই। সে তিমিরাচ্ছন্ন ট মুখব্যাদান দেখিয়া, কখনও ভয়ে থরথর, ত্রাসে জড়সড়, আবার অভিমানে খরতর, দৃঢ়তায় মহত্তর—কখনও বা বিষাদে ছল ছল, উচ্ছ্বাসে উচ্ছৃঙ্খল, আনন্দে টলমল, বিস্ময়ে ঢল ঢল ভাব! এদিকে গিরিগুহার ধারণা ছিল যে, তরলমতি অবলা-জাতিকে সে অক্লেশে কবলসাৎ করিয়া রাখিতে পারিবে; কিন্তু কার্য্যে তার বিপরীত দেখিল। সময়ে যাহাকে সামান্য গণ্ডূষের মধ্যে পূরিয়া রাখা যায়, অবস্থা-ভেদে তারই আবার দুর্জ্জয় পরাক্রম প্রকাশ পায়। বিশেষ প্রেম যখন মনে জাগে, তখন দুর্ব্বলা তরলা জনে, কিই না অসাধ্য সাধন করিতে পারে; তাহা জগজ্জনেই জানে। এই যে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া ঝাপটিয়া পড়িতেছে, আর সেই গুহার গণ্ডস্থল লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া, চণ্ডী হুঁ হুঁ শব্দে ঝটিতি চলিয়া যাইতেছে; কৈ এর গতিরোধে কাহারও ত ক্ষমতায় কুলাইতেছে না। আজ গিরিগুহা দেখিলেন, যে হাল্কা পালেও যখন দম্‌কা হাওয়া লাগে, তখন তার তড়িৎ-গতি সামাল করা—কেবল সামর্থ্যের কাজ নয়। অতএব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভূধর-গহ্বর, সংগ্রামে ইস্তফা দেওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। তখন কলনাদিনী কলকণ্ঠে তাহার স্তুতিবাদ করিতে করিতে পথ চলিল। শুনিলাম, এ রাজ্যে নাকি সচরাচর, সরিৎপতি স্বয়ং আসিয়া নিকটবর্ত্তিনী প্রণয়িনীগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর ফিয়ড্‌কেই ইহাদিগের আনয়নের ভার দিয়া থাকেন। আমরা তখন ফিরিয়া গিয়া এই প্রিয়-সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিব,—সংকল্প করিলাম। ফিয়ড্ বেচারার ঘাড়ে আজ বোঝা ভারি। একে আমরা এত-

রম্‌ডাল

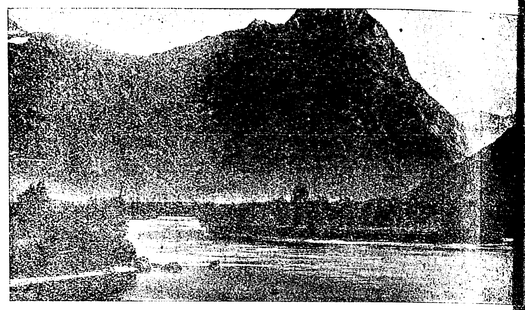

গুলি নরনারী তার বক্ষের উপরে ত আছিই, তাতে এত সব সখীসমেত শৈলকুমারীও সঙ্গে। দেখিলাম, দূর হইতে চিরবাঞ্ছিত বল্লভের দর্শনমাত্র সেই প্রেমবিহ্বলার নবীন প্রাণ সমগ্র মাধুর্য্য-রসের আতিশয্যে যেন সংজ্ঞা-হারা, আর সুহৃদ্‌বর ফিয়ড্ অমনই হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক,উভয়পার্শ্ববর্ত্তী কৌতূ-হলী মহীধর দর্শকমণ্ডলীকে যেন বলপূর্ব্বক সরাইয়া দিয়া, আপনি তাঁহাকে সম্মানে আপন বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

রম্‌স্‌ডালের তৃতীয় দৃশ্য

আর আর সীমন্তিনীরা মন্থর-গমনে তাহার পথ অনুসরণ করিতেছে। তারপর ইহাকে প্রিয়সখার অঙ্কশায়িনী করিয়া দিয়া আপনি অদৃশ্য হইলেন। সেই অঙ্গস্পর্শে সিন্ধুরাজ কি বলিতেছেন—

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা,
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণঃ,
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সমুন্মীলয়তি চ॥"

আর শৈলসুতার "মনঃ সান্দ্রানন্দং স্পৃশতি ঝটিতি ব্রহ্ম পরমম্" একেবারে চিন্ময়ে লয়। ভাবিলাম, এ দেখা ত শুধু দেখা নয়, কত শেখা। আজ দেশভ্রমণের সখ্ সার্থক মনে হইল! এজন্য এই অর্থ-ব্যয়, আর অনর্থক ভাবিতে পারিলাম না। এমন ভাবে সেই মহান্ অস্তিত্বে আপনাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে, কেবল প্রেমিক ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণই পারিয়াছিলেন। তাই রাজ্ঞ কবি-চূড়ামণি—

"চণ্ডীদাস কহে, সেত এক হ
হয় বা না হয় ভিন্ন।
বিরলে বসিয়া, দুহুঁ মিশাইয়া
গড়ল একই তনু॥"

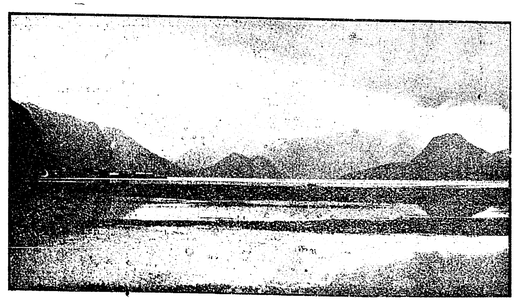

নয়ত এমন কথা আর কে বলিতে পারে?

পরদিন (Romsdal) রম্‌সডাল নামক স্থান পরি-দর্শন। প্রাতেই হাস্যবদনে আর এক ফিয়ড্ ভাইয়া আসিয়া হাজির। আমাদিগকে তাঁর জন্মভূমির চারিদিকের যা-কি শোভা-সম্পদ, দেখাইবেন বলিয়া, নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদের বিপুল যানকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁর অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন। পথে ছো বড় কতকগুলি দ্বীপ গ্রাম্যবধূর মত জলে গা ঢাকা দিয়া, মাথা তুলি —লীলাভরে এই অজ্ঞাতকুলশী জলযানকে নিরীক্ষণ করিতেছিল; দেখিয়া সে, চতুরালী করিয়া, উহাদের মাথায় জল ছিটাইয়া দিয়া এক রসিকতা করিল। এস্থলে বাহুল্য যে, আমাদের মতে "শি" নন,—"হি", সুতরাং এ মতি ইঙ্গ-বঙ্গদল হাসিবেন না! কিন্তু কা

রম্‌স্‌ডালের দ্বিতীয় দৃশ্য

সাহেবের, এ বেয়াদবি বরদাস্ত হইল না; তিনি এর কাণ মলিয়া দিয়া, একে অন্য পথে লইয়া চলিলেন। আমাদের ফিয়ড্ গাইড্ এই কাণ্ড দেখিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। তার পর থেকে আর সোজা পথে যাওয়া নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথা হইতে কোথায় চলিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কখনও দেখি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ মাথার উপরে, আবার কখনও কেবল পথের দুই ধারে তরুরাজি। এই ভাবে ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই চারি-দিকের শ্যামল শোভায়, আর ফিয়ডের জন্মভূমির শোভায়, চক্ষু যেন এক অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, যদি স্বয়ং ভগবানের কখনও মর্ত্তাধামে অবতরণ আবশ্যক হয়, তবে এমন স্থানেই তিনি অবতীর্ণ হইবেন। এবারে, পারে যাইতে আর বিলম্ব নাই দেখিয়া, ফিয়ড্ মহাশয়, আমাদের বৃহত্তরীকে তার তড়িৎ-গতিকে একটু সামাল করিতে অনুনয় করিলেন; কিন্তু অন্যমনস্কতা এর এক মস্ত দোষ। কেহ হুঁস না করিয়া দিলে, কখন কোন্ অপথে গিয়া অসময়ে প্রাণটা বিসর্জ্জন দেয়—তার খেয়ালই নাই। একা হইলে ক্ষতি ছিল না,কিন্তু সর্ব্বদা লোক-লস্কর লইয়া চলাই যে তার ব্যবসা। এস্থলে সেই আবার যখন সকলের ভরসা, তখন অমন হাল-ছাড়া হইয়া চলা চলে কি? ভাগ্যি কাপ্তান হেন বিচক্ষণ জন,—ই এর তত্ত্বাবধানের ভার লন, তাই বিপত্তির দিনেও বাঁচিবার আশা থাকে।

দূরে যাইতে হইবে না বলিয়া, পারে আসিয়া আর ঘোড়ার বড় একটা হাঙ্গামা দেখিলাম না। সখ করিবার জন্য কেবল, দুই একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

এখানে একটী নরওইজীন্ পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমরা একখানা পরিচয়-পত্র সঙ্গে আনিয়াছিলাম। গাড়ীর গাইড্ও সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাকে ঠিকানা দেওয়াতে, সে একখানা গাড়ী ডাকিয়া আমাদিগকে লইয়া ঠিক সেই বাড়ীর সদর দরোয়াজায় হাজির করিল। আমাদের নাম লেখা কার্ড পাঠাইবামাত্র একটি তরুণবয়স্কা রমণী আসিয়া সাদরে আমাদিগকে ঘরের ভিতরে লইয়া গেল। মেয়েটী দেখিতে যে বড় সুন্দরী তা নয়, তবে তার স্বভাবের একটি মাধুর্য্য যেন সকল মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দর্শনেই সে আমাদিগকে কেমন একটু আপনার করিয়া ফেলিল। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজীতে সে এমন মিষ্ট স্বরে কথা বলিতেছিল যে, ভাল ইংরাজী বলা মুখের কথায় আমাদিগের মনকে এতদিন এমন মুগ্ধ করিতে পারে নাই। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বুঝিলাম যে, এর মা বাপ নাই, খুল্লতাতের সঙ্গে থাকে; তাই এর প্রতি আরও মায়া হইল। ঘর-বাড়ী ভারি ফিট্‌ফাট্ দেখিলাম। সে একাই সব তত্ত্বাবধান করে। আমাদিগকে ইণ্ডিয়ার বিষয় কত কি প্রশ্ন করিল এবং আমাদের উত্তর শুনিয়া—সেদেশ দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য জানাইল; কিন্তু সে আশা যে কোন দিনও পূর্ণ হই-হইবার নয়,তাও সে জানে—বলিল। তারপর,আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, বল দেখি তোমাদের যদি দৈবাৎ ঘড়ী বন্ধ হইয়া যায়, তবে তোমরা বেলার ঠিক পাও কি করিয়া?" মৃদু হাস্য করিয়া সে উত্তর করিল, "তা কি জানেন, আমরা কাজ-সারা দিয়া সময়ের ঠিকানা করি। ঘড়ীর কাঁটার মত আমাদের কাজ চলে; কাজেই ঘড়ী দেখিবার দরকার হয় না। এই আলোর ক'মাস আমরা দুই তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমাই না। তারপর যখন আবার অন্ধকারের দিন আসে, তখন আমাদের বাকি ঘুমটা পোষাইয়া নেই। তখন যদি আমাদের দুরবস্থা দেখেন, ত' আপনাদের দুঃখ হবে। সকল সময়েই কৃত্রিম-আলোর সাহায্যে ঘরের, বাইরে যাইতে হয়। তখন, লোকজনের সঙ্গে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করা ভারি দুর্ঘট

রম্‌স্‌ডাল — রম্‌স্‌ডালের শৃঙ্গ

হইয়া পড়ে। তাই যে যার বাড়ী বসিয়া, নিপুণ কাজে দিন কাটায়। গাড়ীঘোড়া তখন রাস্তায় চলিতে পরে না। পায়ে চলাও দায়, কেননা দুই চার ফুট বরফ রাস্তায় সর্ব্বদা থাকে, কখনও আবার তার চেয়েও বেশী। তাই Slegde নামক একরকম কাটের গাড়ী, হরিণে টানিয়া যায়—তাতে ক'রেই, নেহাৎ যাদের ঘরের বাহির না হইলে নয়, তাদের কাজ চালাইতে হয়। তখন গৃহপালিত জীবজন্তু কেহই চরিয়া খাইতে পায় না, সব ঘরের ভিতরে বাঁধা থাকে; আর এদের ছমাসের খাদ্যের যোগাড় আগে হইতেই রাখিতে হয়। আমাদের খাওয়ার জিনিষ তখন কিছুই মিলে না। শিকারের পশুপক্ষীর মাংস নুন দিয়া শুকাইয়া রাখি। যথেষ্ট যব, রুটীর জন্য মজুত রাখা চাই; আর আলু ত অপর্য্যাপ্ত রাখিতেই হয়। তাজা কোন দ্রব্য খাওয়া, তখন আর আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। এই যে এত সব শস্য দেখিতেছেন, এর চিহ্নও থাকিবে না; এই সবুজ রঙই আর দেখা যাবে না। জুন হইতে সেপ্টেম্বর অবধি, আমাদের যত কিছু সুখসুবিধা, সব তখন যাবে। তবে বিধির এমনি মঙ্গলবিধান যে, এই তিন মাসের ভিতরই শস্য বোনা, পাকা, কাটা সব শেষ করা যায়।"—বলিয়াই আমাদিগকে লইয়া সে ঘর হইতে হল ঘরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমরাও ধীরপদে তাহার পশ্চাৎগামী হইলাম। সে ঘরে অনেক দ্রব্যজাত বেশ বিশিষ্ট মত সাজান ছিল। তার ভিতর হইতে এক খানা পুরাণ পাদুকা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের কাছে আসিয়া বলিল—"জানেন;—এইটি আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহীর পায়ের পরিত্যক্ত চিহ্ন বলিয়া এত যত্নে রক্ষা করিতেছি, ইহা দেড়শত বৎসরের পুরাতন"। আমরাও তখন, সেই বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে সম্মান জানাইতে, উহা হাতে ছুঁইলাম এবং তারপর যথাস্থানে স্থাপন করিলাম। এতক্ষণ অবধি খুল্লতাত মহাশয় বড় একটা মুখ খোলেন নাই, সেটা তার ইংরেজী ভাষার অজ্ঞতা নিবন্ধন নিশ্চয়ই। আমরা ভদ্রতার খাতিরে দুই চার কথা তাঁকে বলিতেই, তিনি মাথা নাড়িয়া, হাতের দিকে আকার ইঙ্গিতে একটা মস্ত "না"র সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে সে কথা বিনা কথায়ও বেশ স্পষ্টই বুঝাইয়া দিলেন। তারপর, যতটুকু সময় আমরা সেখানে ছিলাম, তিনি কখনও মৃদুমন্দ হাসিতে—কখনও একটু কৃত্রিম কাসিতে—আমাদিগের কথায় যোগদিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বিদায়ের বেলা আমাদের নাম ধাম লিখিয়া আসিতে হইল; যদি কালে ভদ্রে আবার আসি, তবে খবর পাইলেই দেখা করিবেন বলিয়া। আর, ক্বচিৎ ভবিষ্যতে যদি তাঁদেরই সুদূর ভারতবর্ষে যাইবার সুযোগ ঘটে, তবে আমাদিগকে স্মরণ করিবেন, নিশ্চয়;—এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া, এবং আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া—বাহির আসিলাম। তাঁরা দুই জনে সঙ্গে আসিয়া আমাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।

গাইড্ ভাবিল, 'যখন বিদেশীকে হাতে পাইয়াছি, তখন বক্‌সিস্‌টা একটু ভারি হাতে নেওয়াই যাক্ না কেন।' মনে মনে এই ফন্দী আঁটিয়া, আমাদিগকে একটু এদেশটা ঘুরিয়া দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। আমরা মহা তুষ্ট হইয়াই তাহার এই আবেদন মঞ্জুর করিলাম। আর তাহাকে পায় কে? অনবরত, আশে পাশের ঘর বাড়ী গাছ পালা, রাস্তা ঘাট সমুদায়েরই ইতিহাস—সেই 'ডিকি বক্সে' বসিয়া, বলিয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে আবার গাড়ী থামাইয়া স্থানবিশেষ বিশেষ ভাবে নজর করাইতেছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে সকল কথা সবই যে আমাদের কাণের ভিতর প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল, এমত বলা যায় না। কেন না বাহিরের এই স্নিগ্ধশ্যামল শোভা নানা কথা মনে জাগাইয়া তুলিতেছিল। ভাবিতেছিলাম—"তাইত! এ দেশের লোকেরাও কি সেই 'শস্যশ্যামলাং মাতরম্'কে দেখিতে পায়? এদের মাও কি তেমনই সন্তানবৎসলা? এরা কি মায়ের সুসন্তান!—না কুসন্তান? মায়ের দেওয়া—খাবার কাপড়েই এরা মানুষ?—না আমাদের মত পরমুখাপেক্ষী দীনদুঃখী নিতান্তই বেহুঁস্। যাইতে যাইতে কত কত লোককে চলাফিরা করিতে দেখিলাম, সকলেরই সমান প্রসন্নমূর্ত্তি। তাহাতেই মনে হইল যে, এরা আদৌ দুঃখের বার্ত্তা জানে না, নিশ্চয়ই বড় সুখী। এমন সময় গাইড্ বলিল, 'আর বেশী দূরে গেলে দেরী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, অতএব প্রত্যাবর্ত্তনে আমাদের সম্মতি আছে কি না?' আমরা ফিরে যাওয়াই ঠিক করাতে, কালবিলম্ব বিনা ভিন্নপথে ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। বক্‌সিসের ব্যবস্থা হইলে, আমাদের পথপ্রদর্শনে আজ প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক পাওয়া উচিত

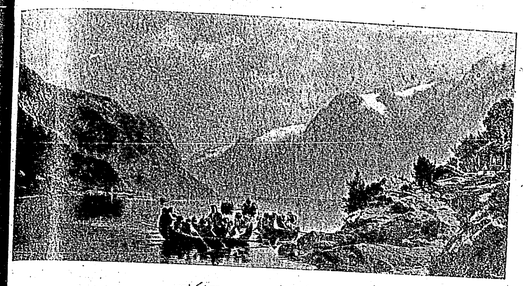

হার্ডাঙ্গর্—রুডেফোর্ড্

অনর্গল বাক্যব্যয়ে বেচারা যেন কিছু বেহালও হইয়া পড়িয়াছিল। এমত স্থলে, দস্তুর মত দিতে গেলে, দয়া-দাক্ষিণ্য ব'লে কিছু থাকে না, বাক্যের হিসাবটা না হয় এখন ছাড়িয়াই দিলাম। ইতি চিন্তায় কারুণ্য রসে কিঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া, দানক্রিয়া সুসম্পন্ন করা গেল। সে ব্যক্তিও আশাতীত ফললাভে, হৃষ্টচিত্তে আমাদিগের ইষ্ট কামনা করিতে করিতে বিদায় লইয়া অদৃশ্য হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমলা দাস গুপ্তা।

বাজিকর

আস্‌ত হেতায় নবান্ন শেষ হ'লে
গুরথুড়ে এক বৃদ্ধ বাজিকর,
ঢোলটি ছোট দুল্‌ত সদাই গলে,
কাঁধে ঝুলি, লাগ্‌ত দেখে ডর।

ভোজবাজি সে জান্‌ত শতশত,
ফল ধরা'ত সদ্য আমের ঝাড়ে,
উড়িয়ে দিত পয়সা টাকা কত,
শুধু দু'খান বনমানুষের হাড়ে।

ভিক্ষা ক'রে সারা জীবন ধ'রে
ক'রে ছিল দুইটি 'গিনি' পুঁজি';
কোমরেতে রাখ্‌ত গেঁজেয় ক'রে,—
অন্য কেহ জান্‌ত না আর বুঝি।

চাষাদের ওই নোংরাদেরই বাড়ী
বাজি কর্‌ছে ফাগুন মাসের দিনে,
দেখ্‌লে—তা'দের গাইটি দুজন কাড়ি'
যাচ্ছে ল'য়ে ঋণের দায়ে টেনে!—

পনেরটি টাকা ঋণের দায়ে
গোয়াল থেকে গাইটি নিল বাঁধি',
বুড়ী কতই ধর্‌ল তাদের পায়ে,
বাধা দিল বালক কতই কাঁদি';—

গাইটিও হায় নড়্‌তে নাহি চাহে,
আগ্‌লে আছে বালক বাহু মেলি'!—
পাইক দু'জন টল্‌ল না ত তাহে,
নে যায় গরু শিশুর বাহু ঠেলি'।

দিদিমা তা'র ভোলায় পয়সা আনি',
ছেলে কিন্তু কেঁদেই 'রসাতল';—
দেখে' বুড়া বাজিকর, কি জানি',
টস্‌টসিয়ে ফেল্‌লে আঁখিজল।

তা'র পরে, ভাই, ঢোল বাজিয়ে দিয়ে
বুড়া ঢেকো মোড়লের নাম করে',
শিশুটিকে কোলের কাছে নিয়ে,
বল্‌লে, 'দেখ্ তোর দিচ্ছি গরু ফিরে!'

অবাক্ হ'ল শিশুর দিদিমাতা!—
ভাব্‌লে, গরু মন্তরে কি মেলে?
বিস্ময়েতে থাম্‌ল বারেক ক্রেতা
আনন্দেতে ভাস্‌তে লাগ্‌ল' ছেলে।

বুড়া আবার ওস্তাদের নাম করে'
ডুগ্ ডুগিয়ে বাজিয়ে দিলে ঢোল,
ছেলের হাতের পয়সা গেল সরে,
বল্‌লে, 'বেটা হাতখানি তোর খোল'।

অবাক্ হয়ে দেখ্‌লে সবাই চেয়ে—
পয়সাটি তার 'গিনি'ই হ'য়ে গেছে,
পাইকদেরে বল্‌লে, 'এইটি নিয়ে
লওগে টাকা সেক্‌রা ঘরে বেচে।'

ইন্দ্রজালের মোহরখানি নিতে
হয় না রাজি পাইক পাওনাদারে;
শেষে, অনেক কাতর মিনতিতে,
নিল টাকা গিয়ে সেকরা ঘরে।

গাইটি পেয়ে বালক কেবল হাসে—
সবার চক্ষে অশ্রু দিল দেখা!
ধন্য—ধন্য—ধন্য—বাজিকর! এ
ধন্য বাজি যাহার কাছে শেখা!

বাজিকর গো সর্ব্বস্বটি তব
শিশুর দুখে ফেল্‌লে দিয়ে আজি;
এযে তোমার ধরার মাঝে নব
একেবারে তাক্‌লাগান বাজি!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ছিন্নহস্ত

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত

[পূর্ব্বাবৃত্তিঃ—ব্যাঙ্কার্ মঃ ডর্জার্স্ বিপত্নীক। এলিস্ তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ সেক্রেটারী, জর্জ্জেট্ বালকভৃত্য, ম্যালিকম্ দ্বারপাল, ডেন্লেভ্যাণ্ট্ শান্ত্রী। একরাত্রে তাঁহার বাটীতে ভিগ্নরী ও ম্যাক্সিম্ নিশাভোজে আসিয়া দেখে, মালখাজনার লৌহসিন্দুকের বিচিত্র কলে কোন রমণীর সদ্য-ছিন্ন বামহস্ত সম্বদ্ধ! তৃতীয় ব্যক্তিকে না জানাইয়া, সেটা ম্যাক্সিম্ নিজের কাছে রাখিল।

রবার্ট্, এলিসের পাণি-প্রার্থী ; এলিস্ও তদনুরক্ত। বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার্ কিন্তু ভিগ্নরীকে জামাতা করিতে ইচ্ছুক নন্ ; তাই তিনি রবার্ট্কে মিশরস্থিত স্বীয় কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন। রবার্ট তাহাতে অসম্মত – সেই রাত্রেই তিনি দেশত্যাগ করিলেন।

রুশরাজের বৈদেশিক শত্রু-পরিদর্শক কর্ণেল্ বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা ও সরকারী কাগজপত্রের একটি বাক্স এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিন বলেন, পরদিন কিছু টাকা চাই।—কথামত কর্ণেল্ প্রাতেই টাকা লইতে আসিলে ভিগ্নরী দেখেন, খাজনার সিন্দুক খোলা! ডর্জার্স্ আসিলে দেখা গেল – ৫০ হাজার টাকা ও কর্ণেলের বাক্সটি নাই!—সন্দেহটা পড়িল রবার্টের ঘাড়ে। কর্ণেলের পরামর্শে পুলিশে সংবাদ না দিয়া, গোপনে অনুসন্ধান করা স্থির হইল।

ম্যাক্সিম্, সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণীকে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিন্নহস্তে একখানি ব্রেস্লেট্ ছিল—ম্যাক্সিম্ তাহা নিজে পরিয়া, ছিন্নহস্ত নদীতে ফেলিয়া দেন। পুলিস তাহা উদ্ধার করে, কিন্তু পরে চুরি যায়। একদিন পথে ম্যাক্সিমের সহিত এক পরিচিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখাইলেন ; ম্যাক্সিম্ কৌশলে রমণীর সহিত আলাপ করিলেন ; সে রমণী—কাউণ্টেস্ ইয়াল্টা। অতঃপর ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের সহিতও তাঁহার আলাপ হয়। ইনি তাঁহার প্রকোষ্ঠে ব্রেস্লেট্ দেখিয়া একটু রহস্য করিলেন। কথা-বার্ত্তায় বেশী রাত্রি হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন।

এলিস্ শুনিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের চুরি সম্পর্কে সকলেই রবার্ট্কে সন্দেহ করিয়াছে! তাঁহার কিন্তু ধারণা— সে নির্দ্দোষ। তিনি রবার্ট্কে নির্দ্দোষ-প্রতিপন্ন করিবার জন্য ম্যাক্সিম্কে অনুরোধ করিলে, ম্যাক্সিম্ প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে রবার্ট্, দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, একবার এলিসের সাক্ষাৎকার-মানসে প্যারীতে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহাকে গোপনে সেই মর্ম্মে পত্র লিখেন। সেই দিনই পূর্ব্বাহ্ণে, কর্ণেল্ ছলক্রমে তাঁহাকে এক বাটীতে আনিয়া বন্দী করিলেন। ম্যাক্সিম্ রবার্টের পত্র দেখিয়াছিলেন ; তিনি উহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের বিরোধী ছিলেন। কার্য্যগতিকে তাহাই ঘটিল।

কর্ণেলের বিশ্বাস,—রবার্টের নিয়োজিত কোনও রমণীদ্বারা ব্যাঙ্কে চুরি ঘটিয়াছে। তিনি বন্দী রবার্ট্কেও সেইরূপ বলিলেন ; ও জানাইলেন যে, রবার্ট্ সন্দেহমুক্ত না হইলে এলিসের সহিত ভিগ্নরীর বিবাহ ঘটিবে ; আর চুরীর গুপ্ততথ্য ব্যক্ত না করিলে, তাঁহাকে আজীবন বন্দী থাকিতে হইবে। রবার্ট্ রাত্রে মুক্তির পথ খুঁজিতেছেন, এমন সময় প্রাচীরের উপরে জর্জ্জেট্কে দেখিতে পাইলেন। সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে মুক্তির আশা দিয়া প্রস্থান করিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাক্সিম্ অভিনয়-দর্শন করিতে যান। তথায় এক রঙ্গিণীর মুখে শুনিলেন—তাঁহার প্রকোষ্ঠস্থিত ব্রেস্লেটের পূর্ব্বাধি-কারিণী ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্!—ঘটনাক্রমে সেও সেই থিয়েটারেই উপস্থিত। কথাটা কতদূর সত্য, জানিবার জন্য ম্যাক্সিম্ ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের বক্সে গিয়া হাজির। কথায় কথায় একটু পানভোজনের প্রস্তাব হইল ; দুজনে অদূরবর্ত্তী হোটেলে গেলেন। তথায় ব্রেস্লেটের কথা উঠিতে, ম্যাডাম্ তাহা দেখিতে লইলেন। এমন সময় সহসা ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের রঙ্গ... এক অসভ্য ভল্লুক সঙ্কেতানুযায়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রেস্লেট্ ও ম্যাডাম্কে লইয়া প্রস্থান করিল ;—ম্যাক্সিম্ প্রতারিত হইলেন!

একমাস গত ;—ভিগ্নরী এখন ব্যাঙ্কারের অংশীদার এবং এলিসের পাণিপ্রার্থী ; জর্জ্জেট্ দৈব-দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী—তাহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত! ম্যাডাম্ ইয়াণ্টা আজ একটু ভাল আছেন—ম্যাক্সিম্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ইয়াণ্টা বলিলেন, ভিগ্নরীর সহিত এলিসের বিবাহ হইতে দিবেন না ; রবার্ট্ নির্দ্দোষ, তাহার সহিতই এলিসের বিবাহ হওয়া বিধেয়। ম্যাক্সিম্কে তিনি জর্জ্জেটের নিকট হইতে যথাসম্ভব রবার্টের সংবাদ-আহরণ করিতে বলিলেন। অচিরে ব্যাঙ্কারের বাটীতেই হয়ত ম্যাক্সিমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে—আশ্বাস দিয়া ইয়াণ্টা ম্যাক্সিম্কে বিদায় দিলেন।

কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার অনুরোধমত ম্যাক্সিম্ ম্যাঃ পিরিয়াকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া জর্জ্জেট্কে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে নির্গত হইলেন। আশা,—পূর্ব্বপরিচিত স্থানগুলি দেখিলে জর্জ্জেটের লুপ্তস্মৃতি পুনরাবির্ভূত হইবে। কার্য্যতঃ কতকটা সফল-কামও হইলেন,—জর্জ্জেটের পূর্ব্বস্মৃতি কতক কতক পুনঃপ্রবুদ্ধ হওয়ায়, সে প্রসঙ্গতঃ রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক আভাষ জ্ঞাপন করিল ; যে বাটীতে রবার্ট্কে বন্দী থাকিতে দেখিয়াছিল, তাহাও নির্দ্দেশ করিল ; পরে সেই প্রাচীরের উপর হইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় সে হ...-এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আবার তাহার স্মৃতি-শক্তি লোপ ...ইল।]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

...ন ম্যাক্সিম্ জর্জ্জেটের সঙ্গে প্যারীনগরীর রম্য রাজ-...থে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কর্ণেল ...রিসফ্ নিজ কক্ষস্থ কুসুম কোমল সোফায় অঙ্গ হেলাইয়া ...ধান পরিচারকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। দুইজনে ...ম্নলিখিত কথোপকথন চলিতেছিল ;—"ফরাসীটা এখন কি ...রিতেছে ?"

"ঘুমাইতেছে।"

"ও কপটনিদ্রা। সকালে তোমাকে সে কিছু ...লিয়াছে ?"

"আজ কয়দিন ধরিয়া সে কোন কথাই কহে না, ...জ্ঞাসা করিলেও কথার জবাব দেয় না।"

"সে শারীরিক ভাল আছে ত ?"

"বেশ আছে। হুজুর, ঘরে আটক থাকিয়াও তাহার ...রার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। লোকটার মন ...রের মত কঠিন, কিছুতেই দমিবার নহে।"

"তা' নয় হে, লোকটা বিষম একগুঁয়ে। নিজের ...ষ্ট্রা ভাবিয়া, চুপ করিয়া থাকাই সার মনে করিয়াছে। ...পথটা সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্কণ্টক, সেই পথই ধরিয়াছে।"

"আপনি তা'কে সাইবিরিয়ায় পাঠাইলে, তার দুর্দ্দশার ...শেষ হইবে ; ইহার চেয়ে অমঙ্গল আর তা'র কি ...র ?"

"ভেসিলি,—তোমার ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই।"

"একটা কথা বলি হুজুর, কসুর মাপ করিবেন। ...দের নাম বলিলেই যখন লেঠা চুকিয়া যায়, তখন নাম ...তে তা'র আপত্তি কি ? নাম প্রকাশ না করিলেও যে ...র নাই, এ কথাটাও ত সে বুঝে।"

"...হাঁ ; কিন্তু যাহাদিগের নাম প্রকাশ করিবে, তাহারা ...ভয়ানক লোক ; বিশ্বাসঘাতককে কঠোর শাস্তি না ...তাহারা ক্ষান্ত হইবে না, একথাও সে বুঝে। সাইবি-...য় লইয়া গিয়া, তাহার নাককাণ কাটিলেও তাহার ক্ষতি ...। সেখানে যাইতে সে ভয় পায় না।"

"...বোধ করি, সে ভাবিয়াছে—আপনি মুখে যাহা ...ছেন, কাজে তা' করিবেন না।"

"এই ফরাসীগুলা ভাবে,—সেণ্টপিটার্সবর্গে লোকের উপর যে সব পীড়ন অনায়াসে চলে, প্যারী নগরে তাহা অসম্ভব ; কিন্তু আমি তা'র ভুল ভেঙ্গে দেব। তুমি গাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিও, গাড়ী দেখিলে তার মুখ খুলিতেও পারে।"

ভেসিলি ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমার বোধ হয়, সে কোন কথাই জানে না।"

"তোমার মনেও ঐরূপ সন্দেহ হইয়াছে নাকি ?"

"হুজুরের সঙ্গে আমার মতভেদ হয় নাই ; কিন্তু আপনি যদি অভয় দেন, মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি।

"বলই না।"

"নিহিলিষ্টদিগের সহিত তাহার যদি ঘনিষ্ঠতাই থাকিবে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতিয়া-ছিলাম, সে ফাঁদে সে কখনই সহজে পড়িত না। আমার বোধ হয় লোকটা অত্যন্ত সরল, – সে কোন নিহিলিষ্ট রমণীর কুহকে ভুলিয়া এই বিপাকে পড়িয়াছে। এই যুবকটি মসিয়ে ডর্জেরেসের কন্যাকে ভালবাসে, তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছাও ইহার ছিল ; কিন্তু হুজুর কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন।"

"সেই জন্য ব্যাঙ্কওয়ালা যে দিন তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন, তাহাকে কন্যাদান করিবেন না বলিলেন, সেই দিনই সে আমার কাগজ পত্র চুরি করিল, উপপত্নীর কুপরামর্শ শুনিল। স্ত্রীলোকটি হয়ত তাহাকে বিদেশে সাহায্য করিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিল, তাই চুরি করিবার সময় রাহা-খরচের জন্য কেবল পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক লইয়াছিল।"

"যদি সতসত্যই চিঠি সমেত টাকাটা কেহ তাহার নিকট না পাঠাইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ অনুমান সত্য হইতে পারে।

"পত্রে যে কাহারও স্বাক্ষর নাই! সে নিজেও অমন একখানা চিঠি লিখিতে পারে। তাহার পিতার টাকা ধার দেওয়ার কথাটা, একটা রচা গল্প।"

"আপনি যে ব্যাঙ্কে আপনার দলিলের বাক্স রাখিয়া-ছিলেন, কোন্ কৌশলে নিহিলিষ্ট নারী সে কথা জানিতে পারে,—এইটি সকলের চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার।"

"সম্ভবতঃ কার্নোয়েল্ এসংবাদ দিয়াছে। এই বিষয়ের অনুসন্ধান আদৌ সন্তোষজনক নহে। তৃতীয় দল

এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারে নাই। পারীনগরে অনেক রমণী গোপনে যড়্‌যন্ত্র করিতেছে, ইহাদিগের খবর কেহ রাখে না ? পদগৌরবেও এই স্ত্রীলোকেরা অতি উচ্চ। সম্ভবতঃ ইহাদিগের মধ্যেই কেহ আমার বাক্সের সন্ধান পাইয়াছিল।”

“হুজুর ত জানেন, আমি এই যুবকের চরিত্র ও জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে সমস্ত খবর লইয়াছি। আমি জানিয়াছি, কোন রুশীয়ানের সঙ্গে ইহার মৌখিক আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার সহিত যুবকের পরিচয় আছে কিনা, সে খোঁজও আমি লইয়াছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার সহিত যুবকের কখনই সাক্ষাৎ হয় নাই।”

“কাউণ্টেসের সহিত নিহিলিষ্টদিগের কোন সংস্রব নাই। আমারই কথায় আমাদিগের বিভাগের লোক কাউণ্টেসের উপর নজর রাখিয়াছিল। কাউণ্টেস্ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই নাই। কাউণ্টেস্ একজন সার্‌কেসিয়ান্ প্রিন্সের কন্যা। বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হন। তাহার পর ফ্রান্সে আসিয়া আমোদ-প্রমোদ লইয়াই আছেন।—যাক্, এখন এই ফরাসীটার সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। আমি তাহাকে ভাবিয়া কাজ করিবার জন্য একমাস সময় দিয়াছিলাম ; কাল সে মিয়াদ ফুরাইবে। আমার কথা সে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ?”

“কিচ্ছু না। সে খায় দায় ঘুমায়,—বাস্।”

“তার সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছি। ডরজরেসের কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে ; কাল তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাটা পাড়িব, দেখি যদি কিছু ভাঙ্গে।”

“আজ্ঞে, হুজুর ত ধরিয়াই রাখিয়াছেন ;—নিহিলিষ্টদিগের ভয়ে সে কোন কথাই বলিবে না। তবে আবার ও কথা কেন ? লোকটাকে আটক না করিলেই উহার সঙ্গীদের ধরা যাইত,—ইহাই আমার বিশ্বাস।”

কর্ণেল মৃদুস্বরে বলিলেন, “তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে গিয়া, আমরা হয়ত ভুল করিয়া বসিয়াছি ; কিন্তু এখন আর সে ভুলের সংশোধন চলে না। কার্‌নোয়েল্ সাবধান হইয়াছে ; এখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেও সে আর সঙ্গীদের সহিত দেখা করিবে না।”

“আমি ত ব্যাপারটাকে বেশ ঠাহরিয়া দেখিয়াছি, কার্‌নোয়েলের কেহ সহকারী আছে বলিয়া ত বোধ হয় না ; তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কোনরকম মামলা মোকদ্দমা করিবে না বলিয়া, তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলে,—সে কোন কথাই প্রকাশ করিবে না। একবার কথা দিলে, তাহার কথার নড়চড় হইবে না।”

“ফরাসীটাকে যখন এ বাড়ীতে আনা হয়, একটা ছেলে তাহাকে দেখিয়াছিল ;—মনে নাই ?”

“ওঃ ! আপনি সেই ছেলেটার কথা বলিতেছেন ? সে পাঁচিলে উঠিতে গিয়া পড়িয়া যায়। আমি তা'র সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি, পড়িয়া তার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ! বাঁচিলেও আজীবন তাহাকে হারা হইয়া থাকিতে হইবে।”

“তা'র মাথা যে সারিবে না,—একথা কে বলিতে পারে ? তাহার মত বালকের পক্ষে ঐরূপ আচরণ বড় অদ্ভুত ; হয় ত ছেলেটা চুরির ভিতরও আছে।”

“ছেলেটি একটি দুঃখিনী বিধবার পৌত্র। সে কার্‌নোয়েলের বড় অনুগত ; কার্‌নোয়েল্ নিরুদ্দেশ হইলে, সহসা সে তাঁহার সন্ধান পাইয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য পাঁচিলে উঠিয়াছিল ; কিন্তু একথা লইয়া গল্পগুজব করিবার পূর্ব্বে পড়িয়া গিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া যায়। এপর্য্যন্ত কার্‌নোয়েল্‌কে উদ্ধার করিতে—কি তাহার সংবাদ লইতে কেহ চেষ্টা করে নাই। তাই বুঝিয়াছি, কার্‌নোয়েলের সংবাদ কেহ জানে না।”

“ঠিক বলিয়াছ ;—আমি তোমার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিব।”

এই সময়, রূপার রেকাবে একখানি কার্ড লইয়া, একজন ভৃত্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণেল বিরক্তভাবে বলিলেন “কে এল ?—আমি ত তোমাকে বলিয়া রাখিয়াছি, কাহারও সঙ্গে দেখা করিব না।”

“তিনি বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ; বলিলেন তাঁর বড় জরুরি কাজ আছে।”

কর্ণেল বরিস্‌ফ কার্ডে আগন্তুকের নাম পড়িয়া বড় বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন, “আচ্ছা, তাঁহাকে বৈঠকখানায় লইয়া যাও।” তাহার পর প্রধান ভৃত্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—“লোকটা কে জান ? মসিয়ে ডর্‌জরেসের

ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার সঙ্গে আমার মোটেই আলাপ নাই বলিলেই হয়। ইনি আবার এলেন কেন ?”

“বোধ করি তার জ্যেঠা তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন।”

“সম্ভব, কিন্তু লোকটা এখন এল কেন ? যাও, সর্দ্দার সহিসকে আমার গাড়ী তৈয়ার রাখিতে বল গিয়া ; আমি বন্দীকে ছাড়িয়া দিব কি না, কিছুই স্থির নাই।”

কর্ণেল বরিসফ পার্শ্বস্থ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ম্যাক্সিমডরজরেস গম্ভীরমুখে বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। ম্যাক্সিমের অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন, সংবাদ শুভ নহে। কর্ণেল ম্যাক্সিমকে সৌজন্য-মধুরকণ্ঠে বলিলেন, “কি উপলক্ষে আজ আপনার এখানে আগমন হইয়াছে ? আপনাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনার কথা পূর্ব্বে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আপনার সহিত আমার আলাপ ছিল না ;—মসিয়ে ডরজরেস ভাল আছেন ত ? তাঁহার সুশীলা কন্যার কুশল ত ? শুনিতেছি, তাঁহার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, কথাটা কি সত্য ?”

ম্যাক্সিম্ পরুষভাবে বলিলেন, “আমি জানি না, আমি অন্য কাজে আপনার নিকট আসিয়াছি।”

ম্যাক্সিমের গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহার তীব্র কণ্ঠস্বর শ্রবণে তৎক্ষণাৎ কর্ণেল বরিসফের ভাবান্তর ঘটিল। তিনি সংযতভাবে বলিলেন, ‘এখানে আপনার কি কাজ শীঘ্র বলুন।” ম্যাক্সিম্ স্থিরদৃষ্টিতে কর্ণেল বরিসফের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “মসিয়ে কারনোয়েলের কি হইয়াছে, আমি জানিতে চাহি।”

কর্ণেল, ম্যাক্সিমের কথা শুনিয়া অটল রহিলেন, তাঁহার মুখের একটি পেশীও কাঁপিল না, ললাটে একটি রেখাও অঙ্কিত হইল না। তিনি স্থির কণ্ঠে বলিলেন—“আপনার প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না,—ক্ষমা করিবেন। মসিয়ে কারনোয়েলের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? তাঁহাকে আপনার জ্যেঠার আপিসে একবার দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ পর্য্যন্ত হয় নাই।”

“কিন্তু পরে তাঁহার বিষয়ে আপনার খুব আগ্রহ …য়াছি।”

“কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিবেন কি ?”

“মসিয়ে কারনোয়েল কোথায় আছেন বলুন।”

“নূতন খবর আমি কোথায় পাইব ? বাক্স চুরির পর হইতে ত তাঁহাকে দেখিতেছি না, বোধ করি, তিনি দেশান্তরে গিয়াছেন।”

“আমি এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে এই পারি নগরে দেখিয়াছি।”

“এক মাসের মধ্যে কি ফ্রান্স হইতে অন্যদেশে যাওয়া যায় না।”

“আমি তাঁহাকে একখানি গাড়ীতে আপনাদিগের এদিকে আসিতে দেখিয়াছিলাম।”

“তবে গাড়ীর অনুসরণ করিলে না কেন ? সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইত ?”

“আমি গাড়ীর অনুসরণ করি নাই বটে, কিন্তু সে গাড়ী আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল।”

“কি ! আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল ? আপনি হিসাব করিয়া কথা কহিবেন,—আপনার মত লোকের এরূপ অদ্ভুত কথায় বিশ্বাস করা উচিত হয় নাই।”

“অদ্ভুত কথা নহে, যে আমাকে এই সংবাদ দিয়াছে, সে ঠিক সংবাদই জানিয়াছে।”

কর্ণেল উচ্চ হাস্য দমন করিবার ভাণ করিয়া বলিলেন, “আপনার দেখিতেছি,—বিশ্বাস হইয়াছে, এই মুন্সীটি পদচ্যুত হইবার এবং চোর দায়ে পড়িবার পরেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ চোরাই বাক্সটা ফেরত দিতেই আসিয়াছিল।”

“তিনি ইচ্ছা করিয়া আসেন নাই।”

“তবে আমি দিনের বেলা,—এই পারি সহরের বুকের উপর দিয়া তাঁহাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছি। আপনি আমাকে এই খবর দিয়া আমার যথেষ্ট মান বাড়াইলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আমার কি লাভ ?”

“লাভালাভ আমি জানি না। আমি জানি, তাঁহাকে এখানে ধরিয়া আনা হইয়াছে। এখনও তিনি এই বাড়ীতে আছেন। আর যদি তিনি এখানে না থাকেন, আপনিই তাঁহাকে সরাইয়াছেন। তাঁহাকে এ বাড়ীতে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, এ কথা আপনি অস্বীকার করিতে পারেন ?

“স্বীকার করা দূরে থাকুক, আমি, ইহার বিন্দু বিসর্গও জানি না।”

"আপনি অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু আমি বলিতেছি, আপনারা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন।"

কর্ণেল কএক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর অপমান-বেদনা-বিধুর-কণ্ঠে ধীর ও গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"আমার যে বয়স, যেমন পদগৌরব তাহাতে লোকত ধর্ম্মত এখনই আমি এই অভদ্র ব্যবহারের প্রতীকার করিতে পারি। কিন্তু মসিয়ে ডরজরেস আমার বন্ধু,—সেই জন্যই আমি ক্ষান্ত হইলাম। আপনার সহিত আমার আর কথা নাই, আশা করি, আপনি আমাকে আর কোন কথার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন না।"

"না। আমি অন্য উপায় অবলম্বন করিব, প্রয়োজন হইলে পুলিশের সহায়তাও গ্রহণ করিতে পারি।"

কর্ণেল সগর্ব্বে বলিলেন, "অসহ্য! অনেকক্ষণ আপনার প্রলাপ শুনিয়াছি, কিন্তু আর কোন কথাই শুনিব না। আপনি এখনই এখন হইতে দূর হউন।"

ক্রোধরক্তমুখে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "ইহাই আপনার শেষ সিদ্ধান্ত?"

"হাঁ, একথা আরও পূর্ব্বে বলিলেই ভাল করিতাম।"

"আচ্ছা, আমিও আপনার অভদ্র ব্যবহার নীরবে সহ্য করিব না, দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইহার প্রতিফল দিব,—কাল আমার সহকারী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

"আমি প্রস্তুত রহিলাম।"

এতক্ষণ বরিসফ কেবল বাহিরে ধীরতা প্রকাশ করিতেছিলেন। সর্দ্দার খানসামা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিল, ঝড় উঠিতে আর বিলম্ব নাই। বরিসফ বলিলেন, "লোকটা কেন আসিয়াছিল জান? সে কারনোয়েলের সন্ধান পাইয়াছে, সে আমার মুখের উপর বলিয়াছে, কারনোয়েল এই বাড়ীতে আছে। কেহ তাহাকে এক মাস পূর্ব্বে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে।"

"তিনি বোধ করি, সেই ছেলেটার মুখেই এই সংবাদ পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাই বা হইবে কি করিয়া, তাহার যে স্মরণ-শক্তি লোপ পাইয়াছে।"

"খবর যাহার কাছেই পাইয়া থাকুক, তাহাতে কি আসে যায়। লোকটা আমাকে পুলিশের ভয় দেখাইয়া গেল, ফরাসীদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, বন্দীর মুক্তি এখন অসম্ভব, তাহাকে এখানে রাখাও নিরাপদ নহে। আজ সন্ধ্যাকালেই তাহাকে সরাইতে হইবে, যাও,—তার করিয়া আমাদিগে[র] কর্ম্মচারীদিগকে ষ্ট্রাস্‌বার্গ পর্য্যন্ত ডাক গাড়ীর বন্দোব[স্ত] করিতে বল। এখনই আমি একবার বন্দীর সহিত দেখা করিব। যাও—তাহাকে খবর দাও।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। বরিসফ ক্রোধে—ক্ষোভে অধীর হইয়া গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কুক্ষণে পারীনগরে আসিয়াছিলাম,—কুক্ষণে এই পাপীয়সী[...] দিগের চক্রান্ত-জাল ভেদ করিতে সম্মত হইয়াছিলা[ম] রুষিয়ার সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোককে অনায়াসে গ্রেপ্তার কর[া] যায়, কিন্তু এখানে সবই বিপরীত;—আমার চেষ্টা বিফল হইলে, কর্ত্তারা আমাকে নির্ব্বোধ ঠাহরাইবেন, কারনোয়েলকে[...] দেখিতেছি,—পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

বরিসফ চিন্তাকুলভাবে পুস্তকাগারাভিমুখে চলিয়া গেলেন। এক মাস পূর্ব্বে রবার্ট্ কারনোয়েল ঐ গৃ[হে] বন্দী হইয়াছিলেন।

রবার্ট্ নীরবে কক্ষমধ্যে বসিয়াছিলেন, বন্দিদশার নিদারু[ণ] মনঃপীড়ায় দিন কাটাইতেছিলেন। প্রথম প্রথম কর্ণে[ল] তাঁহাকে ভিগনরীর প্রেম-কাহিনী বলিয়া, তাঁহার হৃদয়ে শে[ল] বিদ্ধ করিতেন। তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া কর্ণেল আনন্দ অনুভ[ব] করিতেন। কিন্তু রবার্ট অটল ধৈর্য্যে এই সকল উৎপীড়[ন] সহ্য করিতেন, সন্তাপ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আকারেঙ্গি[তে] তাহা প্রকাশ করিতেন না। এই সময়ে নিশীথে স[হসা] জর্জ্জেটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে,—হৃদয়ে নূ[তন] আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু মায়াবিনী আশা তাঁহা[কে] প্রতারণা করিল; দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর স[প্তাহ] অতীত হইল, তথাপি সেই সৌম্য-সুন্দর বালকের মুখচ্ছ[বি] আর তাঁহার নয়নপথে পড়িল না। ক্রমে কর্ণেল বরিসফে[র] যাতায়াত বন্ধ হইল, আশার দীপ নিবিল। তিনি হ[...] ব্যথিত-হৃদয়ে, ধ্যানমৌনবৎ নিস্তব্ধ হইয়া পরিণামের প্রতী[ক্ষা] করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্থিরমূর্ত্তি, অটলধৈর্য্য দে[খিয়া] ভৃত্যবর্গ বিস্মিত হইল।

এই সময়ে কর্ণেল বরিসফ রবার্টের সহিত সাক্ষাৎ ক[রিতে] আসিলেন। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলি[লেন], "আজ অনেক দিনের পর আপনার সহিত দেখা [...] আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য আপ[নাকে] এক মাস সময় দিয়াছিলাম, কাল সে মিয়াদ ফুরাইবে। [...]

[...]খিবেন, আপনার সহচরদিগের নাম প্রকাশ করিলেই [আ]পনি মুক্তি পাইবেন। আমার চেষ্টায় আবার মসিয়ে [ড]রজরেসের প্রীতি-ভাজনও হইবেন।"

"আপনার প্রস্তাব খুব লোভনীয়। কিন্তু আমি [নি]র্দ্দোষ, আমার কেহ সহচর নাই, মিথ্যা একরার করিয়া [আ]মি মুক্তি লাভ করিতে চাহি না।"

"আপনি মনে করিতেছেন, কুমারী এলিস্ চিরদিনের [ম]ত আপনার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ মনে করিবেন [না], আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতেছি—"

"আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। আপনি [য]াহাই বলুন না কেন, আপনি আমার নিকট হইতে কোন [কথ]াই বাহির করিতে পারিবেন না।"

"তা হ'ক, তবু সমস্ত কথা শোনা ভাল। মসিয়ে [ড]রজরেস, ভিগনরীকে কন্যা দান করিবার সংকল্প করিয়াছেন, ইহা আপনি জানেন। এতদিন পরে বিবাহের [দি]ন স্থির হইয়াছে, এলিস্ ভিগনরীকে বরমাল্য দিতে [সম্ম]ত হইয়াছেন। আপনার অনুপস্থিতিতেই এই ঘটনা [ঘটি]য়াছে। যদি আমার পরামর্শ শুনিতেন, তাহা হইলে এই [বিব]াহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইত।"

"আমার উপর এই প্রকার জুলুম করিয়া আপনার কি [লাভ হই]বে? ফলে প্রভাতে যদি আমি মুক্তিলাভ করি, তাহা [হই]লেও বিবাহ বন্ধ থাকিবে না, আমি বিবাহ বন্ধ করিবার [...]ন চেষ্টাও করিব না।"

"এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ বন্ধ হইতে পারে, [কুমা]রী এলিস্ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহে সম্মত হইলেন।" "তিনি বহুদিন ধরিয়া আপনার হৃদয়ের সহিত [...]য়াছেন, আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছেন; ভাবিয়া[...]ন, যাহারা আপনার নামে কলঙ্ক রটাইয়াছে, আপনি তাহাদিগের মুখ বন্ধ করিবেন;—কিন্তু সে আশা যখন [...] হইল, তখন তিনি হতাশ হৃদয়ে অদৃষ্টের পায়ে [আত্ম]সমর্পণ করিয়াছেন। কেন আপনি এতদিন নীরব ও [...]ষ্ঠ ছিলেন, তাহা সহজেই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে [পারে]। আপনি বলিতে পারেন, আপনার বিরুদ্ধে [...]াগের কথা শুনিবার পূর্ব্বেই আপনি হতাশহৃদয়ে [...]াগ করিয়াছিলেন—এখন এই লোকের কথা শুনিয়া কলঙ্ক-ভঞ্জন করিতে আসিয়াছেন। আপনার কোন বন্ধু—কোন হিতৈষী—ধরুন, জর্জ্জেস বা জর্জ্জেট বলিয়া এই বালকটাই, আপনাকে এই অপবাদ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছে।"

জর্জ্জেটের নাম শুনিয়া কারনোয়েল ঈষৎ চমকিত হইলেন। কর্ণেল বলিলেন, "এই বালক আপনার হিতৈষী বলিয়া তাহার নাম করিলাম। সে আপনাকে গাড়ীতে দেখিয়া আপনার খোঁজে আসিয়াছিল, অনেক কষ্টে তাহাকে তাড়াইতে হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিনই পড়িয়া গিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জন্মের মত তাহার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছে, সুতরাং তাহার সহায়তায় মুক্ত হইবারও আশা আপনার নাই।"

জর্জ্জেটের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া কারনোয়েলের মুখ বিবর্ণ হইল, তিনি কর্ণেলকে বলিলেন, "আপনি এ ব্যর্থ আলোচনা কেন করিতেছেন? আমি আপনাকে হাজার বার বলিয়াছি,—আবার এখনও বলিতেছি, আপনি আমার কাছে কোন কথা পাইবেন না। আপনি যতই প্রলোভন দেখান, প্রণয়সুখের যতই মোহময় ছবি অঙ্কিত করুন, আপনার মনোরথ সফল হইবে না। যদি বাস্তবিক কোন কথা বলিবার থাকিত, তাহা হইলে ইতস্ততঃ করিব কেন? প্রেমের কাছে জীবন তুচ্ছ, ষড়্‌যন্ত্রের সহচরেরা ত ছার। যদি আমি আপনার বাক্স চুরি করিয়া নিহিলিষ্টদিগকে দিতাম, তাহা হইলে মরু-হৃদয়-প্রেমার্থিনী এলিসের জন্য সেই বাক্স আবার কাড়িয়া আনিয়া আপনাকে দিতাম। আপনি আমাকে যে সুখের প্রলোভন দেখাইতেছেন, সেই সুখলাভের জন্য নিহিলিষ্টদিগের শত্রুতা তুচ্ছ করিতাম,—সহস্রবার মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিতাম। আমি কিছুই জানি না, আমাকে পীড়ন করিয়া কিছুই জানিতে পারিবেন না। আমি আমার প্রাণের কথা বলিয়াছি। এখন যাহা অভিরুচি হয় করুন। প্রাণে মারিলেও আমার মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইবে না।" কর্ণেল ভ্রূভঙ্গী করিলেন, দশনপ্রান্তে গুম্ফাগ্রদংশন করিতে করিতে ভাবিলেন, "কারনোয়েলকে বন্দী করিয়া বুঝি যথার্থই ভুল করিয়াছি।"

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষ

(ভারতবর্ষের প্রচ্ছদ-পট দর্শনে)

নীলমণি হারে গাঁথা, আলো করি বসুমতী
জলধি-মেখলা পরি কে তুমি মা পুণ্যবতি ?
প্রসারিয়া কটিতট নীল জল কল কলে,
নীরময় মেখলায় ; কোটী নীলমণি জ্বলে।
কে তুমি মা বসে আছ,—রত্ন-সিংহাসন ’পরি
রাজরাজ্যেশ্বরীরূপে ত্রিভুবন আলো করি ?
শ্যাম আভা মেঘরাশি মাখিয়া কনকাসারে ;
হাসিলে মধুরে ঊষা পূর্ব্বাসার হেমদ্বারে ;
অরুণের প্রেমমুখ, সলাজে বসন তুলি,
দেখে যথা পঙ্কজিনী প্রফুল্ল নয়ন খুলি।
সেই মত কে তুমি মা, অমরার দেবরাণি,
আবরিত শ্রীমুখের তুলিয়া বসন খানি ;
পরিপূর্ণ চন্দ্রমুখে ত্রিদিবের প্রভা মাখি,
দেখিতেছ একমনে খুলিয়া কমল-আঁখি !
মত্ত গজপৃষ্ঠে পাতি হিরণ্যের সিংহাসন,
বিশ্ববিজয়িনীরূপে চমকিয়া ত্রিভুবন,
বসিয়াছ রাজেন্দ্রাণী তেজোদৃপ্ত মহিমায় ;
শিথিল কোমল বাস লুণ্ঠিত কমল পায়।
শারদ মল্লিকা ফুল্ল কমনীয় কলেবর,
কি লাবণ্যে পূর্ণতায় প্রস্ফুটিত মনোহর।
প্রভাত ফুটনোন্মুখ জিনি নব শতদলে,
অম্লান যৌবন-কান্তি শোভে মুক্ত বক্ষঃস্থলে।
ম্লান করি তারকার অমল রজত-ভাতি,
রতনের সিঁথী শিরে দীপ্ত মণি পাঁতি পাঁতি।
কামিনী বকুল যুথি পদ্ম চামেলির বাসে,
চন্দনের গন্ধানিলে বরাঙ্গের গন্ধ ভাসে।
এত শ্রীসম্পদ নিয়ে, তুলিয়া বদন খানি
কে তুমি মা বসিয়াছ ভুবন-মোহিনী রাণী ?
তুমি মা ভারতরাণী, নহিলে জগতে আর
এত শ্রীসম্পদরাশি কোথা আছে সুষমার।
সভ্যতায় এ জগতে তুমি যে মা বিজয়িনী,
বিদ্যা-বুদ্ধি-অধিষ্ঠাত্রী তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
আসি বাণী তব গৃহে ধরি বীণা অবিরত,
গায়িল মা কবি কণ্ঠে তোমার মহিমা শত।
পদ্মরাগ মরকত হিরণ্য-হীরকহার,
তব কণ্ঠে আসি রমা পরাইল অনিবার।
স্বর্গ হতে মন্দাকিনী ঝরি স্রোত-জলে চুমি,
করিয়াছে পুণ্যময় মা তোমার দেবভূমি।
বালার্ক-কিরণে মাখি বিশর্পিত শ্যামকায়,
পুণ্য-জলে তব অঙ্কে কৃষ্ণতোয়া বহে যায়।
তোমার আকাশ বিনা কোথায় মা নীলাকাশে,
নির্ম্মল রজতে মাখা হেন ফুল্ল চন্দ্র হাসে !
কোথায় মা হেন দেশ, যেথানে লাবণ্য ধাম ;
মনোময়ী প্রকৃতির চারুচিত্র অভিরাম।
কোথায় মা আসি বল আপনি প্রকৃতি-রাণি,
সাজাইল নানা রূপে শ্যাম বিধু মুখখানি।
সেই মা ভারত তুমি যেথানে মা নিরন্তর ;
খরতর তাপে বিভা নিত্য ঢালে প্রভাকর ;
যেথানে নীরদ শ্যাম করে মৃদু গরজন,
দামিনী চমকি রূপে আলো করে ত্রিভুবন ;
ময়ূর-চন্দ্রকে যথা শত চন্দ্র-পরকাশ,
কোকিলের কুহুকণ্ঠে জাগে প্রাণে অভিলাষ।
সুগন্ধি নিদাঘে যথা নিদাঘ রমণী হাসে,
মৃদু হাসি মাখা মুখে ইন্দু অজ্জ পরকাশে।
যেথানে রমণী শ্যামা সুকোমলা নিরুপমা,
পদ্ম-চক্ষে কৃষ্ণ-বিভা, শ্যাম-রূপে অতুলনা।
এ নহে নীরদ শ্যাম কাল' রূপে অভিরাম,
এ যে হেমে প্রতিভাত পদ্ম-পলাশের শ্যাম।
আমরণ যথা নারী সতী সাধ্বী পতিব্রতা,
পতি-সঙ্গে হাসিমুখে হয় মাগো অনুমৃতা।
যথা গৃহ-অন্তরালে নারী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী,
মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা চির ধর্ম্ম-সহায়িনী।
যথায় কামিনী চাঁপা কুমুদ কহ্লার হাসে
বার মাস সমীরণ বহে শত ফুল-শ্বাসে।

গৃহ-লক্ষ্মী

শিল্পী-শ্রীযুক্ত সারদা চরণ উকিল] [সত্ত্বাধিকারী শ্রীমন্মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতির অনুমত্যনুসারে]

Engraved & Printed by K. V. SEYNE & Bros.

COLOUR PICTURE

সেই মা ভারত তুমি, দীপ্ত শত মহিমায় ;
নহিলে মা এ ঐশ্বর্য্য আছে কার বসুধায় ?
তোমারি মা দেবভূমে আসি হরি দয়াময়,
কত বিধ রূপ ধরি করিল মা জ্যোতির্ম্ময়।
প্রথমে ভাসিল মহী প্রলয়-পয়োধি জলে,
মীন-রূপে চতুর্ব্বেদ উদ্ধারিল কুতূহলে।
কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠদেশে আনন্দে মন্দর ধরি,
মন্থিল মা তব সিন্ধু দেবাসুরে যত্ন করি।
মহাকায় বরাহের দংষ্ট্রে ধরি বসুমতী,
জলমগ্নে মা তোমায় রাখিল যে পুণ্যবতী।
তোমারি মা পুণ্যক্ষেত্রে নরহরি রূপ ধরি,
রক্ষিলা যে ভক্তে হরি অসুরে বিদীর্ণ করি।
কোটি চন্দ্রপ্রভা মুখে, মা তোমার পুণ্য দেশে,
আপনি আসিয়া হরি অতি খর্ব্বতর বেশে।
মাগিয়া ত্রিপাদ-ভুমি, নভঃস্থল বসুধায়,
ব্যাপিল কমল-পদে, পূর্ণব্রহ্মমহিমায়।
ভৃগু-রূপে তব বক্ষ কোটি নররক্ত জালে,
বহিল মা প্রবাহিণী খরতর করবালে।
বুদ্ধরূপে রুদ্ররূপ সম্বরিয়া পুনর্ব্বার,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রচারিলে অনিবার।
রাম-রূপে দেখাইলে প্রেম-প্রীতি-ভক্তিচয়,
পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণরূপে দেখাইলে ধর্ম্মে জয়।
কোথা হেন দেশ আছে জগতের অভ্যন্তরে,
যথায় মা চিরধর্ম্ম বিরাজিত ঘরে ঘরে।
কোন্ দেশ আছে মাগো হেন ধর্ম্ম-পরায়ণ,
কোথা আছে বিশ্বভূমে হেন ধর্ম্ম সনাতন।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ নিয়ে বসিয়াছ মহীতলে,
মানস-সৃজন তুমি বিধাতার সুনির্ম্মলে।
কত রাজ্যপাত হ'ল, হ'ল কত বিপ্লাবন,
দুরন্ত কালের করে সহিলে নিপীড়ন।
তুচ্ছ করি দম্ভভরে ভাসি আজি শান্তিজলে,
হাসিতেছ মৃদু হাসি কি মধুরে সুনির্ম্মলে।
আছ তুমি চির দিন, থাকিবে মা চিরদিন,
শত যুগে তব মুখ হইবে না বিমলিন।
বন্দিত অমর নর তুমি মা ভারত-রাণী,
কমল-চরণে তব লুটে শত দেবেন্দ্রাণী।
শ্রীমুখের আবরণ নীরবে যতনে তুলি,
কি দেখিছ বল মাগো কমল-নয়ন খুলি ?

শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী।

বসন্তের টীকা

টীকা দেওয়ার উপকারিতা:—টীকা দেওয়ার সপক্ষে চিকিৎসাগ্রন্থে এবং সাময়িক পত্রাদিতে এত অধিক কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং নিত্য হইতেছে যে, স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট লোকেও এখন উহার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকে; সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা লিখিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করি না। অধিকন্তু, জগতের প্রায়ই সমুদায় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উহা "অবশ্য প্রতিপাল্য" (compulsory), এবং অবহেলা করিলে বিশেষভাবে শাস্তিভোগ করিতে হইবে, বলিয়া বিঘোষিত থাকায়, উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার জন্য কেহই তেমন আগ্রহ করে না। কিন্তু অধুনাতন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-যুগে শিক্ষিতমণ্ডলী কোন প্রকার অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে চাহেন না।—ইহা যে খুবই সুখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই! এ প্রকার অনুসন্ধিৎসা বর্ত্তমান না থাকিলে কি জগতে কখন সত্য প্রকাশিত হইতে পারিত? তাই, আজকাল চিকিৎসা-বিদ্যার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক, এই টীকার উপকারিতা জগতে প্রচারিত হইতেছে!

টীকা দেওয়ার কুফল সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য কএক বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ (Statesman) পত্রিকায় এসম্বন্ধীয় একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; লেখকের মত বিশেষ যুক্তিযুক্ত।

বিরুদ্ধ মত,—যে সুস্থকায় শিশুর শরীরস্থ শোণিত জন্ম গ্রহণের পর হইতে এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রহিয়াছে—আশঙ্কিত বসন্ত পীড়া হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কেন যে পীড়িত গোরুর ক্ষত হইতে গ্লিসারিনসংযুক্ত পূয় দ্বারা তাহা বিষাক্ত করিতে আইন অনুসারে বাধ্য করা হইতেছে, তাহার সদুত্তর আজও কেহ দিতে পারেন নাই।

সকলে বলিয়া থাকেন যে, এই গো-বীজদ্বারা টীকা দেওয়া প্রথার আবিষ্কর্ত্তা এবং মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা ইষ্টবিধানকর্ত্তা হইতেছেন—জেনার (Jenner) নামক একজন সাহেব; কিন্তু ডাঃ জিফোর্ড (Gifford) আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্যারিস সহরে ১৮৯৯ সালের মহতী আন্তর্জাতিকসভায় (International Congress) বলিয়াছিলেন, "এডওয়ার্ড জেনারের স্মৃতি-রক্ষার্থ যে বৃহৎ স্তম্ভ (monument) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তাহার গাত্রে এই কথা কয়টি লিখিয়া রাখিবে:—

'Accursed be the man by whose cunning device The blood of all Nations has been poisoned'. অর্থাৎ যাহার আবিষ্কৃত পন্থায় জগতের সর্ব্ব জাতির শোণিত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে শত অভিশাপ!!!

টীকাদান প্রথার আবিষ্কর্ত্তা কে?—প্রকৃতপক্ষে মিঃ জেনার টীকাদান প্রথার আবিষ্কর্ত্তা নহেন। তিনি তৎকালে প্রচলিত এই প্রথাটির একজন বিশিষ্ট পরিপোষক মাত্র।

জেনারের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ডের গ্লষ্টার সায়ারে, এবং অশ্বশালার অপরিচ্ছন্ন লোকেদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, গো-বসন্তের সংস্রবে যাহারা আসিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে বসন্ত-পীড়ার প্রকোপ লক্ষিত হয় না! এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই মিঃ জেষ্টে (Jestes) নামক কৃষক তাহার নিজ পরিবার মধ্যে (বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য) গো-বসন্তের বীজ প্রত্যেকের শরীরে প্রবেশ করাইয়া, গো-বসন্ত (cow-pox) উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা জেনার-কৃত আবিষ্কারের ২০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই উহা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে জেনারের শিক্ষাদাতা বৃদ্ধ ডাঃ হাণ্টার (John Hunter) যখন এই প্রথাটি সাধারণে প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন অশিক্ষিত গো-বৈদ্যেরা (Cow-doctor) উহা দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারে নাই। পরিশেষে, স্বয়ং জেনারও যখন বিধিমত উহার প্রচলন জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তখনও এবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ—পূর্ব্বোক্ত গো-বৈদ্যেরা ঐ প্রথার অকার্য্যতার বহু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়াছিলেন। জেনার কিন্তু তাহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একটি কৌশল অবতারণা করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, এই গো-বী

দুই প্রকারের আছে,—(১) প্রকৃত ও (২) অপ্রকৃত। যমুনা, সেই কৌশলের দোহাই দিয়াই কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমাদের জন্য গো-বীজ (calf-lymph) রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

জেনার বলিলেন যে, ইহার প্রকৃত বীজ কেবলমাত্র ঘোড়ার খুরের মধ্যস্থিত চর্ব্বিযুক্ত পদার্থেই পাওয়া যায়; তিনি পূর্ব্বোক্ত গো-বৈদ্যগণের সহিত একমত হইয়া স্বীকার করেন যে, গো-বসন্তের বীজ দ্বারা প্রকৃত বসন্তরোগ নিবারিত হইতে পারে না। পরিশেষে কিন্তু জেনার সাহেব নিজেই অশ্বের খুরস্থ চর্ব্বি হইতে নীত পদার্থের বড় প্রচলিত না করিয়া, যে গো-বীজের কথা পূর্ব্বে ফলদায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাই প্রচলিত করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যমুনা প্রচলিত গো-বীজ (লিম্ফ) থিয়রি তাহার আবিষ্কর্ত্তা কর্ত্তৃকই অফলদায়ক বলিয়া পূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়াছে!! তবেই বুঝুন উহার রোগ-দূরীকরণের ক্ষমতা কদূর।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, যাহাদের টীকা দেওয়া হয় নাই (unvaccinated) তাহাদের দ্বারা টীকাগ্রহণকারী (vaccinated) গণেরও মধ্যে রোগাক্রান্তের আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ডাঃ ক্রেটন্ (Dr. Creighton) ভ্যাক্‌সিনেশন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতঃই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, টীকাকারী ব্যক্তিই সর্ব্বপ্রথমে এই পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হওয়ার এইরূপ দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ডের বসন্ত-রোগাক্রান্ত রোগীর তালিকায় দেখা যায়, যে শতকরা—৩০ জনই টীকাকারী। তবে আর টীকা লওয়ার আবশ্যকতা, অথবা উপকারিতা কি? যখন সাধারণলোক অশিক্ষিত এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল, যখন isolation, অর্থাৎ সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত রোগীকে পৃথক্ করিয়া রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল না, তখন নিশ্চয়ই এই ভ্যাক্‌সিনেশনের আবশ্যকতা ছিল এবং উপকারিতাও দেখা গিয়াছিল। যে সময়ে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার সহিত এখনকার সকল অবস্থাই—বিশেষতঃ টীকার নিয়মাবলী—সকল দেশেই অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে দেখিতে পাই, সুতরাং এখন আর ঐ ভ্যাক্‌সিনেশনের প্রয়োজনীয়তা তেমন দেখি না।

বিরুদ্ধ মতের পোষকগণ—টীকা দেওয়ার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের (Anti-vaccinationist) ভিতর যে সব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক-ধুরন্ধরদিগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জনের মাত্র নাম নিম্নে প্রকাশ করা গেল:—Alexander M. Ross (এম্, ডি; এম্, এ; এফ, আর, এস্; লণ্ডন); George Gregory (লণ্ডনের বসন্ত-রোগীর হাঁসপাতালের ৫০ বৎসর যাবৎ ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ); W. T. Collins (২৫ বৎসর যাবৎ লণ্ডনের পব্‌লিক্ ভ্যাক্‌সিনেটার); Dr. John Epps (২৫ বৎসর যাবৎ লণ্ডনের জেনেরিয়ান হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ); Dr. Stowel, M. R. F. S. (৩০ বৎসর যাবৎ লণ্ডনের টীকার চিকিৎসক); Sir James Paget (মৃত মহামান্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অতিরিক্ত অস্ত্র-চিকিৎসক); Thomas Skinner, M. D., L. R. C. S (লিবারপুল); T. M. Kenzir, M. D., F. R. C. S. (স্কটলণ্ড); Sir Joseph Pease Bart M. D. M. P. (ইংলণ্ড); Robert Liking, M. D., F. R. C.:S. (মিড্‌লসেক্স হাঁসপাতালের চর্ম্মরোগ-বিভাগের চিকিৎসক); Walter R. Hadman, M. D. (লণ্ডন); Charles Creighton, M. D. (লণ্ডন) প্রভৃতি। উল্লিখিত সকলেই বসন্তরোগের চিকিৎসার সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞান মত যাহা সত্য বিবেচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন্ ব্যক্তি অবিশ্বাসী হইতে পারেন?

স্যর টমাস্ চেম্বার্স এক সময়ে বিলাতের পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন, "টীকাদ্বারা যে কোন লোকের জীবন রক্ষা হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত কেহই স্পষ্টতঃ দেখাইতে পারিবে না!" অধিকন্তু ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধ্যাপক আল্‌ফ্রেড্ রসেল ওয়ালেস্ (২০ বৎসর যাবৎ যিনি ভ্যাক্‌সিনেশনের গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন) বলেন, "টীকাদ্বারা একটি জীবনও যে রক্ষা পাইয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না—কিন্তু, সম্ভবতঃ, বসন্ত-রোগ অপেক্ষা ইহাই যে মৃত্যুর সমধিক কারণ, তাহা সুন্দররূপেই দেখান যাইতে পারে।"

টীকার পক্ষ সমর্থনকারিগণের মধ্যে, আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক (Gaunda) গণ্ড এবং ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ডাঃ থর্ণ (Thorn), উভয়কেই যখন "রয়াল কমিশনে" প্রশ্ন করা হয় যে,—"ভ্যাক্‌সিনেশন্" কি ? তখন তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, "তাঁহারা বিশেষ অবগত নহেন !"

টীকা দেওয়া কেন বাঞ্ছিত নহে :— টীকা দেওয়ার প্রধান মন্দ ফলগুলি আমরা ৩টি প্রস্তাবে দেখাইব ;—(১ম) টীকা দেওয়ায় বসন্তরোগের আক্রমণ প্রায়ই প্রতিরোধ করিতে পারে না ; (২য়) টীকাদ্বারা মনুষ্যদেহে নূতন রোগের সৃষ্টি হয় এবং পুরাতন গুপ্তযাপ্য পীড়াদি পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে ; (৩য়) টীকা দেওয়ার ফলে, সময়ে সময়ে, মৃত্যু পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে।

আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ত্রয়ের প্রথমটির সত্যতা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠেই জানিতে পারা যাইবে ; উহার পরিসর-বৃদ্ধিকল্পে আর বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না— কেবল জাপানের—যে দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা পুনঃ পুনঃ টীকা লইতে আইনানুসারে বাধ্য এবং আজ পর্য্যন্ত যাহারা কেহ তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে নাই—গবর্ণমেণ্ট-স্বাস্থ্য-বিবরণী হইতে কএকটি ভয়াবহ সত্য (grim truth) দেখাইতে চাহি—"পুনঃ পুনঃ টীকা দেওয়া সত্ত্বেও এখানে প্রতি বৎসর অসংখ্য লোক বসন্তরোগে মারা যায় ; ১৮৮৬-৯২ সালের মধ্যে ৩৮৯৭৯টি টীকা-গ্রহণকারী লোকের বসন্ত-পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে,—এই রোগাক্রান্তের সংখ্যা মোট ১৫৬১১৭৫ ; অর্থাৎ শতকরা ২৫ জন মারা গিয়াছে। এখানে প্রতি শিশুকে ১ বৎসরের মধ্যেই টীকা দেওয়া হয় ; উহা যদি ভাল ভাবে না উঠে, তবে ঐ বৎসরের মধ্যেই আর একবার টীকা দেওয়ার নিয়ম আছ ;—পরে ৫।৭ বৎসর অন্তর আবার দিবার নিয়ম। ইহা ব্যতীত, বসন্ত দেখা দিলেই, সকলকেই নূতন করিয়া টীকা লইতে হয়। কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি হইতেছে ? ১৮৯২-৯৭ সালের মধ্যে ১৪২০৩২ জন বসন্ত-রোগাক্রান্তের মধ্যে ৩৯৫৩৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে" ! ১৯০৭ সালে জাপানে এই বসন্ত-পীড়ায় মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৪২ জন ; জানিতে পারা গিয়াছে—১৯০৮ সালে তাহা শতকরা ৩২ জনে পরিণত হইয়াছিল !

টীকা দেওয়া সত্ত্বেও বসন্তরো[...] মৃত্যুর হার :—জগতের কোন দেশই জাপা[...] ন্যায় এই টীকাদান প্রথার পক্ষপাতী নহে—তথায় এ[...] প্রাণীও unvaccinated থাকে না – কিন্তু তথাপি ঐ স্থ[...] এই রোগে এত অধিক মৃত্যুসংখ্যা কেন দৃষ্ট হয় ? [...] দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াও কি বুঝিতে হইবে যে, "[...] পুনঃ টীকা দেওয়ায় আর বসন্তরোগ হইতে পায় না[...] অন্যান্য দেশের হাঁসপাতাল বিবরণী হইতে নানা তালি[...] দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার আর আবশ্যক কি[...] এক জাপানের দৃষ্টান্তই কি যথেষ্ট নহে ? লণ্ডনের বস[...] রোগের হাঁসপাতালের বিবরণী হইতেও দেখিতে পাই [...] সমুদয় বসন্তরোগীর মধ্যে টীকা-গ্রহণকারী ব্যক্তিগ[...] সংখ্যা নিতান্ত কম নহে ; যথা :—

১৮২৬ সালে	...	...	শতে ,,	৩৮
১৮৩৫-৪৫ ,,	...	...	,,	৪৪
১৮৪৫-৫৫ ,,	...	...	,,	৬৪
১৮৫৫-৬৫ ,,	...	...	,,	৭৮
১৮৭৮-৭৯ ,,	...	...	,,	৯৩
১৮৮৫ ,,	...	...	,,	৯৩
১৮৮৮-৯১ ,,	...	...	,,	১০০

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, উপরোক্ত [...] তালিকাই টীকা দেওয়ার বিরুদ্ধবাদিগণ কর্ত্তৃক সংগৃ[...] নহে !

নবরোগের সৃষ্টি :—এইবার টীকা দেও[...] ফলে শরীর-বিধানে যে সমস্ত রোগের নবসৃষ্টি হ[...] পারে, সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিব। ডাঃ [...] বলেন—"গো-বসন্তের সাদৃশ্য প্রভৃতি বসন্তের মত না[...] বরং উপদংশের (syphilis) সহিতই সমান হইতে [...] যায়"। মোস্‌লি ও বার্ড (Mosely and Bi[...] জেনারের সমসময়েই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং [...] সালে ডাঃ Auzius Tuerenneও এ বিষয়ের (অর্থাৎ [...] দংশের সহ সাদৃশ্যের) পোষকতা করিয়াছিলেন, দে[...] পাওয়া যায়। বেল্‌জিয়াম্ মেডিকেল একাডেমীর [...] ডাঃ হিউবার্ট বিউয়েন্‌স্‌ও (Hubert Buens) টীকা [...] হইতে যে উপদংশরোগের উৎপত্তি হইতে পারে, [...] গবেষণাদ্বারা (Research) নিরাকরণ করিয়াছি[...]

[...]অধিকন্তু জার্ম্মানির ভ্যাক্সিনেশন-কমিশনে প্রকাশিত হইয়াছে [...], ১৮৮০—৮৪ সালের মধ্যে, টীকা দেওয়ার ফলে ৭৫০ [...]নের উপদংশ-পীড়া হইতে দেখা গিয়াছিল। ফরাসী দেশীয় [...]অধ্যাপক ফর্‌নিয়ার্ (Fournier) বলেন যে, "টীকা দেওয়ার [...]লে প্রত্যেকেরই জীবনে এক বা ততোধিকবার তৎফল-[...]প্রসূত উপদংশ-পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।" এইরূপ [...]না পণ্ডিতের গবেষণার ফল আমরা উল্লেখ করিয়া টীকা-[...]নিত বিভিন্ন রোগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। উপদংশ [...]ড়ার বীজ শারীর-বিধানে প্রবেশের ফলে যতপ্রকার [...]রোগের বিকাশ হইতে পারে, তাহার আলোচনা-সূত্রেই [...]আমাদের মধ্যে ক্যান্সার, ক্ষয়কাশ, পক্ষাঘাত, মস্তিষ্ক ও [...]স্কন্দগীয় পীড়াদি এবং মনুষ্যদেহের অস্থির ধ্বংস ও ক্ষত [...]বণতা এক্ষণে কেন এত অধিক লক্ষিত হইতেছে, তাহা [...]ঝিতে পাওয়া যায়।

[...]এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, উক্ত প্রকারে আমরা স্বাস্থ্য [...]জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিদানে পাইতেছি কি ? [...]কা দেওয়ার ফলে বসন্ত-পীড়ার—যাহা পরিষ্কার [...]চ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ের উন্নতি-সাধনে কদাচিৎ [...]ক্ত হইয়া থাকে—আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে [...]রে—(*may escape*)"—ইহার অধিক আর কেহ সাহস [...]রিয়া বলিতে পারেন কি ? স্বাস্থ্য-বিষয়ের উন্নতিসাধন, [...]ক্রামক-রোগীকে পৃথক্‌করণ (isolation), ইত্যাদিদ্বারা [...]এই বসন্ত-পীড়ার গতি প্রতিরোধ করিতে না পারাই [...], তাহা হইলে বরং ঐ পীড়ায় আমাদের মৃত্যু শ্রেয়ঃ ;— [...]পি আপাতঃশান্তির আশায় বংশের দুলালগণের কচি [...]রে নীচ গোপালকগণের ঘৃণ্য রোগবীজ প্রবেশ করিতে [...]য়া সমীচীন নহে। বলা বাহুল্য যে, প্রায়ই গোপালক-[...]র ঘৃণ্য উপদংশীয় ক্ষতাদিসংসৃষ্ট গো-বসন্তের বীজ [...]ত টীকা দেওয়ার ফলেই উপদংশ-পীড়ার আক্রমণ [...] থাকে। ডাঃ বুয়েন্‌স্ বলেন যে—"যখনই টীকা-[...]বালক-শরীরে উত্তমরূপে প্রকাশমান হইয়াছে, তখনই [...]ন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে যে, যে-গরুর গাত্র [...]ত বীজ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার রাখালগণের শরীরে [...]শীয় ক্ষত বর্ত্তমান ছিল।"

টীকা দেওয়ার ফলে মৃত্যু :—উপদংশ-[...] শোণিত কলুষিত করা ব্যতীত, টীকা দেওয়ার ফলে নিম্নলিখিত পীড়াদি হইতে মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে :—

১। 'টেক্‌সাল্ নগরে ১৫ই মে একটি বালক টীকা দেওয়ার ফলে ধনুষ্টঙ্কার লক্ষণযুক্ত হইয়া মারা যায় ; ৪ঠা ও ৬ই জুন আরও দুইটি বালক উইস্‌কন্‌সিন্ ভিয়ার পার্কে মারা যায়।'—১৯০৯ সালের ভ্যাক্‌সিনেশন এন্‌কোয়ারার।

২। 'চার্লস্ ব্লুম্‌ফিল্ড নামক ১টি ৮ মাসের বালকের এরিসিপেলসে মৃত্যু ঘটায় চিকিৎসক অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, ঐ বিষ টীকা দেওয়ার ক্ষত দিয়া বালকের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল—অবশ্য টীকা দেওয়াই যে উহার উৎপত্তির কারণ, তাহা নহে ; তবে এরিসিপেলাসের বীজ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার পক্ষে উহা সহায়ক ছিল।'—১৯০৯ সালের অক্টোবর মাসের ঐ পত্রিকা।

৩। 'টীকা দেওয়ার ফলে শরীরে উপদংশের বীজ প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকিতে দেখা যায়।'—রয়েল কমিশন রিপোর্ট।

৪। 'টীকা দেওয়ার ফলে স্বাস্থ্যবান্ শিশুকেও অকালে শুকাইয়া মারা যাইতে আমি দেখিয়াছি।'—ডাঃ টর্‌নবুল্।

৫। 'টীকা দেওয়ার ফলে শরীর নিশ্চয়ই অসুখগ্রস্ত হয় ; অধিকন্তু দেখা গিয়াছে, ঠিক দেওয়ার জন্য না হইলেও তাহার পরিণাম (sequale) ফল হইতে (প্রধানতঃ এরিসিপেলাস্ দ্বারা) বহু লোক মারা যায়।'—ব্রিটিশ্ মেডিকেল জর্ণাল।

৬। 'টীকা দেওয়ার ফলে নেটিভ-(তদ্দেশীয়)গণের মধ্যে অনেক শিশুই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।'—নেটাল্ উইট্‌নেস্।

৭। 'ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, যখন টীকা দেওয়া না দেওয়া সাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত (১৮৪৭—৫৩), তখন ১ বৎসর বয়স্ক শিশুগণের চর্ম্মরোগে মৃত্যু সংখ্যা ১০ লক্ষের মধ্যে ১৮৩ জন মাত্র ছিল ; পরে, যখন (১৮৫৩—৬৭) উহা সম্পূর্ণরূপে আইনানুসারে বাধ্যতার ভিতর আনা হয় নাই, তখনও, মৃত্যু-সংখ্যা পূর্ব্ব অনুপাতে ২৫৩ ছিল ; কিন্তু আইনের দৃঢ়-বন্ধন প্রবর্ত্তিত করিবার পর, (১৮৬৭—৭৮) ঐ অনুপাতে মৃত্যু-সংখ্যা ৩৪৩ জনে দাঁড়াইতে দেখা গিয়াছে ! এইরূপ তুলনায় স্ক্রফুলায় মৃত্যু-সংখ্যা ৩৫১—৬১১—৯০৮ ;

কিন্তু উপদংশে উহা যথাক্রমে ৫৬৪, ১২০৬ এবং ১৭৩৮—দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত পীড়ায় মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৩০ জন হিসাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।'—'টীকা দেওয়ার কুফল'—জোসেফ কলিন্‌সন্।

৮। ক্যান্সার এবং 'ফুট্ ও মাউথ্' পীড়ার উৎপত্তি অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে যে, এগুলিও টীকা দেওয়ার ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে যে, উল্লিখিত পীড়াদি হওয়ার সম্ভাবনা ব্যতীত টীকা দেওয়ার ফলে শরীর মধ্যে নৈদানিক পরিবর্ত্তনে প্রদাহ ও পূয় সঞ্চারিত হয়; সুতরাং উহার পরিণাম-ফলে আরক্ত-জ্বর, ডিপ্‌থিরিয়া, মেনিন্‌জাইটিস্, পেরিকার্ডাইটিস্, এণ্ডো-কার্ডাইটিস্, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, এপেণ্ডিসাইটিস্, ক্যান্সার, এরিসিপেলস্, পায়িমিয়া, টিটানস্, টাইফয়েড জ্বর, বাত, ব্রাইট্‌স্ পীড়া, এবং টুবারকুলোসিস্ পীড়াদি দেখা দিতে পারে। এই সমুদয় পীড়া শিশুগণের পূর্ব্বে বড় একটা হইত না, কিন্তু এখন বহুল পরিমাণেই সর্ব্বদেশে দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, "টীকা দেওয়াই" উহার মূল কারণ। আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরের ১৯০৪ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণী হইতে পূর্ব্বোক্ত রোগাদিতে শিশুগণের মৃত্যু-সংখ্যা দেখাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।—আরক্ত-জ্বরে ৩০৩; ডিপ্‌থিরিয়ায় ৪৭০; যক্ষ্মাকাশ-জাত তরুণবাতে ১২০; মেনিন্‌জাইটিসে ১১৯৭; হৃৎপীড়ায় ৩১৩; নিউমোনিয়ায় ৭১৭; এপেণ্ডিসাইটিসে ১৮৩; ব্রাইট্‌স্ পীড়ায় ১১২; নিফ্রাইটিসে ১০০; ক্যান্সারে ২৫; এরিসিপেলসে ৫; পায়িমিয়ায় ৫; টিটনাসে (ধনুষ্টঙ্কার) ১১;—এই মৃত্যুর উল্লিখিত হার সমুদয়ই ৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে জানিবেন।

ইহার উপরও কি কেহ এই টীকা দেওয়ার প্রথার অনিষ্টকারিতার বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারিবেন? টীকা দেওয়ার সপক্ষীয়েরা বলিয়া থাকেন যে, পুনঃপুনঃ টীকা দেওয়াই (revaccinations) বসন্তরোগের একমাত্র প্রতিষেধক; কিন্তু জাপানের স্বাস্থ্য-বিবরণী হইতে টীকা-গ্রহীতাদিগের মধ্যে বসন্ত-রোগে মৃত্যুসংখ্যা দেখাইয়া, ঐ যুক্তি [illegible] অসার, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। টীকা দেওয়ার বিরু[illegible] যে সমুদয় যুক্তিদ্বারা ঐ প্রথার অসারতা প্রতিপাদ[illegible] করিবার চেষ্টা আমরা করিয়াছি, তাহার সত্যতা[illegible] বিষয়ে কাহারও সন্দিহান্ হইবার উপায় নাই; কেন[illegible] তৎসমুদয়ই অফিসিয়াল (official) অর্থাৎ সরকারী স্বাস্থ্[illegible] বিবরণী এবং রয়াল কমিশনের সাক্ষ্য হইতে সংগৃহীত[illegible] এখানে আমরা আরও তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করি[illegible] থাকিতে পারিলাম না। ইংলণ্ডের লিষ্টার সহরেই স[illegible] প্রথমে বসন্ত-রোগ প্রতিবিধানের জন্য, জেনারের মতানুযা[illegible] টীকা দেওয়া ব্যতীত, অন্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। [illegible] উপায়টি আর কিছুই নহে—মাত্র সহরের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষ[illegible] মনোযোগ দেওয়া এবং যথাসাধ্য বসন্ত-রোগের উদ্ভবে[illegible] কারণগুলি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করা। ইহার ফ[illegible] যে কতদূর উৎসাহবর্দ্ধক এবং আশাজনক হইয়াছি[illegible] ডাঃ স্কট টেব, M. A., M. D., D. Ph. সাহেবের অনূদি[illegible] উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। তিনি বলেন যে, "[illegible] বৎসর যাবৎ সমুদয় ভূমিষ্ঠ শিশুর টীকা দেওয়ায় ১৮৭০-[illegible] সালের এপিডেমিকে (ক্লেণ্টসায়ারে) মোল্ড সহরে [illegible] গিয়াছিল যে, প্রতি ১০ লক্ষের মধ্যে ৩৬।৩৭ জনের বস[illegible] রোগে মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৯২ সালের এপিডেমি[illegible] লিষ্টার সহরে (—তথায় প্রায় কাহাকেও টীকা দে[illegible] হয় নাই) বসন্ত রোগে মৃত্যু-সংখ্যা ১০ লক্ষে মাত্র [illegible] জন !!!

বিভিন্ন দেশীয় স্বাস্থ্য-বিবরণী পাঠে সকলে আমা[illegible] কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া, এ[illegible] আর তালিকা দেওয়া হইল না। যাবতীয় সভ্যদে[illegible] এখন ইহার বিরুদ্ধে একটি প্রবল-আন্দোলন চলিতেছে[illegible] এবং দিন দিন শিক্ষিতমণ্ডলী টীকা না দেওয়ার পক্ষপা[illegible] হইয়া পড়িতেছেন; কিন্তু যতদিন দেশের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা [illegible] উপলব্ধি না করিতেছেন, ততদিন ইহার প্রতিকার সম্ভা[illegible] সুদূরপরাহতই থাকিয়া যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার [illegible]

সাহিত্য-সম্মেলনে

(আলোকচিত্র)

মুখবন্ধ

[illegible]উত্তম শুক্রবারের (Good Friday—তর্জ্জমা ঠিক হইল কি না বিশ্বপরীক্ষকগণ বিচার করিবেন) সাহিত্যিক [illegible]গাওনার পালা শেষ হইয়াছে। এখন সকলের মুখ বন্ধ হইবার সময়। অপরের মুখ বন্ধ করিবার পূর্ব্বে নিজের মুখের লাগামও একটু কষিয়া ধরিতে হয়, এজন্য বর্ত্তমান মুখবন্ধের অবতারণা। আমরা চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, কর্ণে যাহা শুনিয়াছি, এবং মনে যাহা ভাবিয়াছি, (কেন না [illegible]নের অগোচর পাপ নাই) সে 'সকল কথাই প্রকাশ করিয়া বলিব'—বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। অতএব স্বীকার করিয়া যাইতেছি যে, কোন কোন বিষয়ে আমাদের মুখ বন্ধ থাকিবে।

উদ্যোগপর্ব্ব

শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সাহিত্য-সম্মেলনের (সম্মিলন, না সম্মিলনী?) নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন?" আমি শূন্যবাদীদিগের ন্যায় ঔদাসীন্য দেখাইয়া বলিলাম—"না"। তিনি বলিলেন, "সে কি? আপনি 'সভ্য' হইয়াছেন, চাঁদা দিয়াছেন,—নিমন্ত্রণ পান নাই? আচ্ছা, আমি আজ সেখানে যাইতেছি, যতীন্দ্র বাবুকে বলিয়া কালই যাহাতে নিমন্ত্রণ পান তাহা করিব।" [illegible]দিনই ডাকযোগে একখানা খামের চিঠি আসিল। অপরি-চিত হস্তাক্ষর দেখিয়া তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখি, তাহাতে একখণ্ড মুদ্রিত পত্র—উহাই মহতীমণ্ডলীর মহা-আহ্বান। আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে সমুত্থিত অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা-বিমিশ্রিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নীরবে—উদ্দেশ্যে—বন্ধুর [illegible]ণে সমর্পিত হইল। আমি ধন্য, আমার বন্ধুবান্ধব ধন্য, আমার প্রিয় জন্মভূমি ধন্য, যে আমি আজ বহুবর্ষবাঞ্ছিত সাহিত্য-সেবার সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হইলাম! সঙ্গে [illegible] একটু তৃপ্তিবোধ হইল যে, সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষেরা, ত্রুটী দেখাইয়া দিলে, সংশোধন করিতে নারাজ নহেন।

আনন্দোচ্ছ্বাস একটু প্রশমিত হইলে, আমি নিমন্ত্রণ-পত্র-[illegible] সাবধানতার সহিত, এমন—অযত্নের—ভাবে রাখিয়া দিলাম যে আমার নিকট যিনি আসিবেন তাঁহারই দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমার উদ্দেশ্য ও আয়োজন ব্যর্থ হয় নাই।

প্রথমদিনের পালা

শুক্রবার অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় টাউনহলে সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্যারম্ভ হইবার কথা। দুইটার সময়েই স্থান পূর্ণ হইবে—অতএব একটার সময় সাজসজ্জা করিয়া বহির্গত হইয়া নূতনতম ব্যয়ে হ্রস্বতম পথে ডালহৌজী স্কয়ারে উপনীত হইলাম। ডিস্‌পেপ্‌টিক্ চরণযুগল যথাশক্তি দ্রুতবেগে বহন করিয়া আমাকে বিরাটকায় সভামণ্ডপের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিল;—কিন্তু হায়! ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর বিজয়ী-বীর ওয়েলিংটনের প্রতি স্যর ওয়াল্‌টার স্কট্ যেমন নির্ব্বাক্ সম্ভ্রমদৃষ্টি করিয়াছিলেন, রাজধানীর জনতাপূর্ণ, সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মে কেহইত আমার ন্যায় সাহিত্য-সেবকধুরন্ধরের প্রতি সেরূপ দৃষ্টি-পাত করিল না। দ্বার-দেশেই বা সে সংবর্দ্ধনা কোথায়? কল্পনানেত্রে মোহনচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম,—অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া প্রসারিত বাহুযুগলে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া আপ্যায়িত করিবেন; কিন্তু কি পরিতাপ! এখানে দেখি, সাহিত্যমন্দিরে স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ-অধিকার। শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সাহিত্যসম্মেলনের অনুষ্ঠাতা ও উদ্যোগিগণ যে এত পরিপক্ক, তাহা পূর্ব্বে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। সৌভাগ্যক্রমে সোপানাবলীর অধোভাগে বিদ্যাগুরু ললিতকুমার, সতীর্থ বিপিনবিহারী, মধুরপ্রকৃতি গৌরহরি, ও শ্লেষসমালোচনাপটু হেমেন্দ্রপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা সদলবলে সভায় প্রবেশোদ্যত হইলাম। নিমন্ত্রণপত্রের পাদটীকায় লিখিত ছিল, "এই পত্র দ্বারদেশে দেখাইতে হইবে।" কাহাকে দেখাইতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণের 'round table'এ গিয়া তাহা 'পেশ' করিলাম। তাঁহারা আমার নাম লিখিয়া লইয়া একটি পীতবর্ণের রেশমচিহ্ন—সম্মেলনের ভাষায় 'নিদর্শন' (badge)—প্রদান করিলেন। আমি আপত্তি

করিয়া বলিলাম, "আমার বোধ হয় কোনও প্রকার চিহ্নের প্রয়োজন হইবে না।" তাঁহারা বলিলেন, তথাপি "একটা-লইয়া যাওয়া ভাল।" আমি "তথাস্তু" বলিয়া চিহ্নিত হইয়া বন্ধুদিগের সঙ্গে মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, সেই চিহ্নবিভ্রাট্ আমাকে ডেলিগেট্ বা প্রতিনিধিসদস্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়াছে। ললাটলিপি কেহ খণ্ডাইতে পারে না ;—অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী তাহা বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনের সারমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

বন্ধুদিগের বক্ষে আস্‌মানী রঙ্গের চিহ্ন। আমরা, ভলান্টিয়ারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, মঞ্চোপরি পশ্চাদ্‌ভাগে বেত্রাসন গ্রহণ করিলাম। মঞ্চের উপর—পুরোভাগে সাঙ্গোপাঙ্গ মহামান্য শ্রীযুক্ত গভর্ণর বাহাদুরের সিংহাসন ; তাঁহার পার্শ্বে সভাপতির আসন ; পশ্চাতে বেত্রাসন এবং সুকোমল শয্যাসমন্বিত খট্টাসন ;—তাহাতে "মহিলাদিগের জন্য" বলিয়া টিকিট মারা ছিল। আমাদিগের পশ্চাতে, সুশোভিত স্তম্ভাবলীতে, লিখিত ছিল—"নিমন্ত্রিতদিগের জন্য", "সদস্যদিগের জন্য"। সুতরাং আমরা কতকটা নিরুদ্বেগেই ছিলাম ; কিন্তু ইতোমধ্যে ব্যূঢ়োরস্ক নধরকান্তি শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া ভয় দেখাইয়া গেলেন, 'লাটসাহেব আসিলে আপনাদিগকে হয়ত এখান হইতে উঠিয়া পিছনে যাইতে হইবে, যেহেতু তাঁহার সঙ্গী দলবলের জন্য স্থান করিয়া দিতে হইবে।' আমরা ভয়ে ভয়ে ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে সরিতে আরম্ভ করিলাম ; আর আমাদের ত্যক্ত রিক্ত আসনসকল অপর যাঁহারা অধিকার করিতে লাগিলেন —জানি না তাঁহারা কোন্ লাটের পার্শ্বচর ! মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট (reserved) আসনে ক্রমে এক একজন 'বাবু-মহিলা' প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম আসিলেন—গুম্ফ-শ্মশ্রু-বিহীন শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়; —তাঁহাকে লইয়া আমরা একটু রসিকতা করিয়া বলিলাম, "আপনার ঐস্থানে বসিবার অধিকার আছে বটে।" তৎপর আসিলেন— বঙ্গবাসীর বিহারী। এই সকল সুন্দরী মহিলা-বৃন্দের আবির্ভাবে আমাদের ক্ষুদ্র বৃত্তে হাসির রোল উঠিল। অনন্তর তালপত্রের সিপাহীর বেশে ব্যোমকেশ প্রবেশ করিলে, তাঁহার প্রতি সকলে 'চোকা চোকা' ব্যঙ্গ-শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। বেচারী তখন যেরূপ ব্যস্ত, সে সকল বাক্যবাণ তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল কি না কে জানে ?—কিন্তু তাঁহাকে দ্রুত চলি[...] যাইতে দেখিয়া—আমরা যুদ্ধজয়ী হইয়াছি, বেচারী রণে ভ[...] দিয়া পলাইল, বুঝিয়া একবার হাসিয়া লইলাম। হঠাৎ চটপ[...] করতালি-ধ্বনি শুনিয়া—'লাট, লাট' সাড়া পড়িয়া গেল[...] আমরা দণ্ডায়মান হইলাম ; চাহিয়া দেখি—প্রিয়দর্শন রবী[...] নাথ মঞ্চে আরোহণ করিতেছেন। তালবৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে ভূমিতলে পতিত হইলে যেরূপ শরীরে একটা আকস্মি[...] ধাক্কা লাগে, মহামান্য লাটের পরিবর্ত্তে কবি রবী[...] নাথকে দেখিয়াও মনে সেইরূপ একটা ধাক্কা বোধ করিলা[...] রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের অনুরাগের অভাববশতঃ ন[...] —ব্যাহত আশার পরিণামবশতঃই এরূপ হইল। রবী[...] প্রসঙ্গে বাল্যবন্ধু সহপাঠী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন একদিন [...] করিতেছিলেন যে, য়ূরোপে ভ্রমণকালে গতবৎসর তাঁহা[...] কোন ইটালীয় বন্ধু বাঙ্গালীজাতির সম্বন্ধে মন্তব্য করি[...] তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "You not only throw bomb but also win the Nobel Prize"! যাহা হউ[...] রবীন্দ্রনাথের মঞ্চে আরোহণের পর— স্খলিত দন্ত, প[...] কেশ, জ্ঞানে ও চরিত্রে ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ আমা[...] নয়নগোচর হইলেন। তখন বুঝিলাম, করতালিধ্বনি [...] হয় নাই—অদ্যকার সভাপতি দেবচরিত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ[...] অভ্যর্থনা করিতে সমবেত জনমণ্ডলী আনন্দে উৎফুল্ল হ[...] করতালি বাদ্য করিয়াছে !

যাঁহারা অগ্রণী হইয়া রবিবাবুর সহিত আলাপ করিতে[...] তাঁহাদের মধ্যে পাঁচকড়িবাবুর নাম বিশিষ্টভাবে উ[...] যোগ্য ; তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বিস্ময়প্রকাশ করি[...] জনৈক বন্ধু বলিলেন, "তাহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত হই[...] কি আছে ? পাঁচকড়ি বাবুর গাল দিতেও বেশীক্ষণ লাগে[...] আলাপ করিতেও আটকায় না। আমার সঙ্গেও [...] মিষ্টালাপ করেন।"

'বসুমতী'র 'কালোশশী'কে আমরা বহুচেষ্টায় [...] করিলাম ; কিন্তু অনেকেই 'হিতবাদী'র 'সংক্রান্তি-ঠাকু[...] দর্শনাভিলাষে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া, বিফলম[...] হইলেন। একজন ভ্রমক্রমে মহামহোপাধ্যায় গু[...] তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়কে দেখিয়া, 'সংক্রান্তি' মনে ক[...] অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিলেন ; কিন্তু আমি তাঁহার ভ্রম অপ[...] করিয়া দিলাম। আসিয়াছিলেন অনেকে, আসেনও [...]

[...]অনেকে ; কিন্তু এই মহতী সভায় অনেকেই খুঁজিতেছিলেন [...]-স্যর আশুতোষকে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে এবং পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় করতালিধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে সভ্যগণ দণ্ডায়মান। বুঝিলাম, এইবার সত্যসত্যই লাট সাহেব সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। আমরাও দাঁড়াইলাম ; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সকলে আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত গভর্ণরসাহেব তাঁহার জনৈক পার্শ্বচর মাননীয় মিঃ [...]মাহান, বর্দ্ধমানের মহারাজ, দিনাজপুরের মহারাজ, কাশীমবাজারের মহারাজ, সুসঙ্গের মহারাজ, নাটোরের মহারাজ, নসীপুরের মহারাজ, জজ বরদাবাবু, মহামহো-পাধ্যায় [...]রপ্রসাদ প্রভৃতি দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। আমা-দিগের [...]রিত্যক্ত স্থানের নবাগত কাহারও প্রয়োজন হইল [...]না। মহিলাদিগের আসন যদু, মধু, রামু, শ্যামু অধিকার করিলেন। এই বিরাট-সভার বিপুলজনতার মস্তকের [...]পর দিয়া যে দুই এক ব্যক্তি আপনাদিগের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা মূর্ত্তিমান্ সাহিত্য-পরিষৎ—ব্যোমকেশ, জলযোগের একাধিপতি—মন্মথ, সাহিত্য-সভার—সরোজরঞ্জন, এবং পূর্ব্বোক্ত—রাখালদাস।

রাজা-মহারাজদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই রাজবেশে আসিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান সাদাসিধে জাফ্‌রাণ রঙের কোট [...] ঢিলে পায়জামা পরিয়া আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পোষাকের মান রক্ষা করিয়া, সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন কেবল ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও নাটোরের মহারাজ।

প্রথমেই উদ্বোধন-সঙ্গীত। গানটি ডি, এল্, রায়ের সুরে [...]ত হইল। সে সঙ্গীতে বঙ্গবাণীর সেবকদিগের মধ্যে [...]'বিদ্যাপতি', 'কৃত্তিবাস' 'কাশীরাম," ও **ডি, এল, রায়ের**, নামোল্লেখ নাই ; কিন্তু 'লোচন', 'রায়গুণা-[...]র', 'গিরিশ', ও 'রবি'র নাম আছে। ইহা কেবল অনু-[...]রণ বা চুরি নহে—রাহাজানি। সঙ্গীতের পর আশীর্ব্বচন। [...]স্কৃত কলেজের অধ্যাপক, হিন্দুস্থানী পণ্ডিত, ঠাকুরপ্রসাদ [...]বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সভার মঙ্গলানুষ্ঠান করিলেন। [...]তাঁহার কথা কেহ শুনিল, কেহ বা শুনিতে পাইল না। [...]অনেকে ঋষিদেব শাস্ত্রীমহাশয়কে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। [...]তৎপর, কে একজন পঞ্চানন পণ্ডিত, সংস্কৃত-শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে শ্লোকের আদি-নাই অন্ত-নাই, একঘেয়ে, একটানা-নদীর স্রোতের ন্যায়—কাঁসির বাদ্যের ন্যায়— তাহা ক্রমাগত চলিল। লোকের বিরক্তি, টিট্‌কারী, বিদ্রূপ-হাসি উপেক্ষা করিয়া— মহোৎসাহে ক্রমেই কণ্ঠস্বর চড়াইয়া দিয়া—তিনি কবিতাপাঠ করিতে লাগিলেন ; বন্ধুরা হাসিয়া কুটিকুটি।

এই অঙ্কের অভিনয় হইয়া গেলে, লর্ড কার্‌মাইকেল্ ইংরাজিতে কিছু বলিলেন। আমরা সকলেই বুঝিতে পারি-লাম তিনি কিছু বলিতেছিলেন, নতুবা মাঝেমাঝে করতালি-ধ্বনি পড়িতেছিল কেন ?—কিছু শুনিতে না পাইলেও, সকলেই লাট সাহেবের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিবার নিমিত্ত নীরব ছিলেন। লাটসাহেবকে গুরুদাসবাবু ইংরাজিতে যে ধন্যবাদ দিলেন, তাহা সমর্থন করিতে গিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তাঁহাকে 'সাহিত্য-সেবী' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। একজন বলিলেন, "বর্দ্ধমান শাদা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া, ও লাটসাহেবকে সাহিত্যসেবীর দলভুক্ত করিয়া, বাহাদুরী দেখাইল হে !"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন। পুস্তকাকারে মুদ্রিত অভিভাষণ বিতরিত হইতেছিল, আমরাও একখণ্ড সংগ্রহ করিলাম। তাহা

বৈশাখের 'মানসী' হইতে পুনর্মুদ্রিত। আমরা ক্ষীণবুদ্ধি; সুতরাং বুঝিতে পারিলাম না,—মানসীর প্রবন্ধই সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত হইল, কিংবা চৈত্রের সাহিত্য-সম্মেলনের অভিভাষণ বৈশাখের মানসীতে পূর্ব্বেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল! শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালা জানিতেন, বাঙ্গালায় কথা কহিতেন"! এটি তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার একটি নূতন আবিষ্কার! আমরা উত্তর-বঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতদিগের হস্তে একথার বিচারভার সমর্পণ করিতেছি। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "আজিও আপনারা দেখিলেন তিনি (বঙ্গেশ্বর লর্ডকার্‌মাকেইল্) বাঙ্গালা ভাষাতেই সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন"! আমাদের কর্ণে যাহা ইংরাজি বলিয়া বোধ হইল, বঙ্গভাষানুরাগী সাহিত্যসেবী শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্ণে তাহাই বাঙ্গালার আকার ধারণ করিল,—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই।

অনুমানে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে গেলে, সেকালের ত্রিকাল-দর্শী শাণ্ডিল্যের বংশধরকে এইরূপ বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হয়। মনে রাখা উচিত ছিল, এবং শশধরবাবুও আমাদের একথার সমর্থন করিবেন, যে শাণ্ডিল্য যখন চতুষ্কালদর্শী ছিলেন না, তখন heredityর অভাবে শাস্ত্রী মহাশয় কলিযুগের ভবিষ্যদ্দর্শন-শক্তি পাইতে পারেন না।

শেষকালে, তাঁহার দিদিমা ও ঠাকুরমার উপকথা, ও ২৪-পরগণার প্রত্নতত্ত্বের পীড়নে, শ্রোতৃমণ্ডলী অধীর হইয়া জৃম্ভণ করিতে আরম্ভ করিলেন;—আমরাও অধীর এবং চঞ্চল হইলাম বটে; কিন্তু ধন্য লর্ড কার্‌মাইকেল্ সাহেব!—তিনি পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে এই সকল বক্তৃতা ও অভি-ভাষণের উৎপাত অম্লানবদনে সহ্য করিলেন! চারিদিকে কোলাহল হইতে লাগিল। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মাষ্টার মহাশয়ের মত, "এঃ! বড্ড গোল হ'চ্চে!", বলিয়া মধ্যে মধ্যে হাঁকিয়া উঠিলেন। সকলে অভিভাষণের অকূল-পাথারে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ কূল দেখা গেল; শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের মূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলে, সকলেই আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আর ভয় নাই। বক্তৃতা সংক্ষেপ করিতে সারদাবাবু, এবং ব্যয় সংক্ষেপ করিতে দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রীর, ন্যায় দ্বিতীয় আর কেহ এ ভূভারতে নাই।"—কার্য্যতঃও তাহাই হইল। জজসাহেব বরদাবাবুর 'শিবস্তোত্র' কবিতাপাঠ, সভার আর এক বিড়ম্বনা। কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন, "এবার কার্‌মাইকেল সাহেব হয়ত মনে মনে ভাবিতেছেন,—'আমার জজ আদালতের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি এবং শুষ্ক আইনের বিচারেও যাহার কবিত্ব শক্তি নষ্ট করিতে পারে নাই, সে ব্যক্তি কবি বটে!" এরূপ সভায় 'শিবস্তোত্র' পাঠে চতুর্দ্দিকে যে অশিবনিনাদ উঠিয়াছিল, প্রবীণজজ মিত্রজা যদি তাহা বুঝিয়া না থাকেন, তবে তাঁহার বিচারক পদ হইতে অবসর লইবার যে সময় হইয়াছে,—ইহা বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হইবে না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের গতবর্ষের অভিভাষণের পুনরাবৃত্তি শ্রোতৃগণের অন্যতম অগ্নিপরীক্ষা। অক্ষয়বাবুর বিপুল বপু নীলগিরির ন্যায় জনতা-সাগর-প্রান্তে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, যখন অভিভাষণ-পাঠের উদ্যোগ করিতেছিল, তখন চারিদিকে ভীতি ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার হইয়াছিল। অনেকেই 'ম্যালেরিয়া'র আশঙ্কায় স্তিমিত নয়নে অবস্থান করিলেন। অদম্য উৎসাহে, অশ্রান্ত স্বরে, উচ্ছ্বাসের চক্ষু জলপূর্ণ করিয়া সারদাবাবুর ইঙ্গিত অনুরোধ না মানিয়া অক্ষয়বাবু ম্যালেরিয়া-মহিমা গাহিয়া যাইতে লাগিলেন! অক্ষয়বাবুকে সারদাবাবুর আয়ত্তের বাহিরে অবস্থিত দেখিয়া বন্ধুগণ হতাশে ম্রিয়মাণ হইলেন; কি অন্তিম অবস্থায় উপনীত হইলে 'স্লিপ' যাইতেছে দেখিয়া সকলেই জয়োল্লাস করিয়া উঠিলেন। তৎপরে সভাপতি বরণের প্রস্তাব করিলেন—সুসঙ্গের মহারাজ, সমর্থন অনুমোদন করিলেন,—কাশীমবাজারের মহারাজ। দিনা পুরের মহারাজ তাহার সমর্থন করিলে পর, সভা দেখিলেন এত বড় ব্যাপারে একটা 'তেমন' বক্তৃতা না হই মানাইতেছে না, তাই পরিপোষকরূপে রাজসাহীর উকিল সুবক্তা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রকে আহ্বান করিলেন। তিনি মঞ্চে আসিয়া আপনাকে ভাট বলিয়া পরিচয় প্র করিলেন এবং একার্য্যে ঐতিহাসিকের অধিকার স্বীকা করিয়া, আপনাকে—কিঞ্চিৎ বিনয়ের সহিত—ঐতিহাসিক বলিয়া প্রচার করিলেন। পশ্চিমদেশে ভাট-ব্রাহ্মণদিগ লোকেরা হীন চক্ষে দেখিয়া থাকে; আমাদের দেশের কু বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ, উকীল-ব্যবসায়ী হইয়া, আপনাকে ভাট ব পরিচিত করিতে গৌরব বোধ করিতেছিলেন;—

কালধর্ম্ম! অক্ষয়বাবুর সজীব-ঢাক সশরীরে বর্ত্তমান থাকিতে, তিনি নিজের ঢক্কা নিজে না বাজাইলেই পারিতেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তৎপর জয়মাল্য বিভূষিতকণ্ঠ দার্শনিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তাঁহার কথা লোকে দূর হইতে স্পষ্ট শুনিতে ও বুঝিতে না পারিলেও সভায় কোলাহল গণ্ডগোল উপস্থিত হয় নাই। অভি-ভাষণের প্রায় অর্দ্ধাংশ পঠিত হইলে, সভাপতি মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ রবীন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠের কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, অবশিষ্টাংশ স্বয়ং পাঠ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রবিবাবু, সঙ্গীতের সুধাকণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া, অভিভাষণ পাঠ করিলে, আমরা 'আশ্চর্য্য' না হইলেও পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম। যেহেতু তিনি "ওঁ শান্তি; শান্তি; শান্তি!" বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলেন।—কে একজন মন্তব্য করিলেন, "আজকাল রবিবাবুর চেহারাটা খুলেছে!" জনৈক দুষ্টলোকে উত্তর দিলেন—"নোবেল প্রাইজ পাইবার পর হইতে।" এ সকল লোকের কথায় আমরা আদৌ কাণ দিলাম না।

সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইলে, লাটসাহেব সভা পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক আসন শূন্য হইয়া গেল। তখন, অনেকে পশ্চাৎ হইতে উড়িয়া আসিয়া, সম্মুখে জুড়িয়া বসিল। আমরা আর এমন প্রলোভন পাইলাম না, যাহার জন্য সভাপতির পশ্চাৎ ঘেঁসিয়া বসিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

লাটসাহেব সভামঞ্চ পরিত্যাগ করিবার পর, সভায় কিছু গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। আমরা তখন, কি হইতেছিল তাহা স্পষ্ট শুনিতে না পাইয়া, পরনিন্দায়—সমা-লোচনায়, ও ব্যঙ্গবিদ্রূপে মজিয়া গেলাম,—সঙ্গে সঙ্গে ভুলিয়া গেলাম, আমরা 'সভায়' আসিয়াছি,—'সভ্য' হইয়া সভার কাজে আমরা সাহায্য করিতে বাধ্য। তখনও, থাকিয়া থাকিয়া, মহারাজ মণীন্দ্র উচ্চকণ্ঠে শাসন করিলেন, তাহাতেও বড় কেহ কর্ণপাত করিল না। কে একজন পশ্চাৎ হইতে ফরমাইস করিলেন—'এই সময় বিহারী বাবুর একটা গান হউক।' এইরূপে যখন আমরা আমাদের সভ্যজনোচিত কর্ত্তব্যের পরিচয় দিতেছিলাম, তখন কাশীমবাজারের মহারাজ সভ্যগণকে রবিবার অপরাহ্নে—৭টায় তাঁহার ভবনে সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণজ্ঞাপন করিলেন। মহা-রাজের কথা মঞ্চের বাহিরে শুনা গেল না দেখিয়া, অকূলে-কাণ্ডারী বিশালবপু সুরেশচন্দ্র তারস্বরে ঘোষণা করিলেন, "আপনাদের তিন তিনটা নিমন্ত্রণ! একটা আজ সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় সাহিত্য-পারিষদ মন্দিরে, সার্কুলার রোডে, গেলেই বুঝিতে পারিবেন; ২য় আগামী কল্য রাত্রি ৮॥০ টায়, য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে "চন্দ্রগুপ্তের" অভিনয়; ৩য় পরশু সন্ধ্যা ৭টায় মহারাজবাহাদুরের সার্কুলার রোডের বাটীতে।" তাঁহার ঘোষণা সকলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল বটে, কিন্তু তাহা এত 'অসাহিত্যিক' ভাবে পেশ করা হইল যে, তাহাতে অনেকে ঘোষণাকারীর রুচি (taste) সম্বন্ধে একটু টিপ্পনী করিতে ছাড়িল না।

সে দিন সাহিত্য-পারিষদ "টাকায় তিন সরা"র যে জল যোগের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার রস-গ্রহণে আমরা ললাটের ফেরে অসমর্থ হইয়াছিলাম। সম্মেলনের নিমন্ত্রণ-পত্র করতলগত হইলে, আমার মনে যেরূপ 'ডন কুইক্সোটে'র ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, সভামণ্ডপের stern reality দেখিয়া তাহা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিনের পালা

১২ টার সময়—মধ্যাহ্নে সভা বসিবার কথা। অধ্যাপক ললিতকুমারের সহিত একত্র, ১১ টার পর আমরা যাত্রা

করিলাম। ট্রামে সম্মেলনের বিভিন্ন শাখার যুগপৎ অধিবেশনের কথার আলোচনা হইল। এরূপ অধিবেশনের সমীচীনতা সম্বন্ধে আমরা উভয়েই সন্দিহান—সুতরাং একমত হইলাম। সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া, 'বাঁশবনে ডোমকাণা' হইতে হইল! আমরা যাইতে চাই দক্ষিণে, স্বেচ্ছাসেবকগণ দেখাইয়া দেন পূর্ব্বে। সভামঞ্চ, সুসজ্জিত বেদী, গদিওয়লাসোফা, আরাম কেদারা, তাড়িত-ব্যজনী, প্রশস্ত হল—'ইতিহাস-শাখা' অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। 'সাহিত্য-শাখা'কে দক্ষিণের মধ্যস্থলের হলে set back করা হইয়াছে।—সেখানে তখনও

ডাঃ পি, কে, রায়।

জনমানবের অস্তিত্ব নাই। 'দর্শনে'র কক্ষে ডাঃ পি, কে, রায় ও খগেন্দ্র বাবু কএকটি প্রাণী লইয়া তপোবনে ঋষিগণের ন্যায় ধ্যানস্তিমিত নয়নে উপবিষ্ট। 'বিজ্ঞান'কে ভিতর হইতে টানিয়া বাহিরে আনিবার প্রয়াস হইতেছে, সেখানেও জনবাহুল্য নাই। প্রাচীন সাহিত্যসেবী অধ্যাপক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া, জনৈক বন্ধু বলিলেন, "এই অভিভাষণ তাঁহার Swanএর সঙ্গীত অথবা Chathamএর শেষ বক্তৃতা না হয়!" রামেন্দ্রবাবু অসুস্থ বলিয়া অধ্যাপক-নিয়োগী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ইতিহাসের আসর জমকাইয়া উঠিল। ইতিহাসের শাখায় খবর পাওয়া গেল, বরেন্দ্র-সমিতি দীঘাপতিয়ার কুমার বাহাদুরের নেতৃত্বে গৌড়ের ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন; অক্ষয়বাবু ইঁহাদিগের অগ্রণী। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গাঙ্গুলী উড়িষ্যার তক্ষণী-শিল্পসম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। ইঁহারা অনেকটা সাবধান। বিক্রমপুরের ও ঢাকার পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ, ততটা যেন সাবধান নহেন;—তাঁহারা কল্পনার পশ্চাতে একটু বেশী ছুটিয়া থাকেন। এই প্রাসাদে বীরবল হাসিতে হাসিতে সে কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবুর সভায় তিনি বলিলেন যে, মোটামুটী ধরিয়া লওয়া যায় যে, বরেন্দ্র-দল ঐতিহাসিক—অন্যদল পৌরাণিক। রাখালবাবু, অভিমানচ্ছলে, পরে এই কথার উল্লেখ করিলে অক্ষয়বাবু "না না" করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও সাহিত্য-শাখার সভাপতি আসিলেন না। আমরা, 'সাহিত্য'-সম্পাদক বিদ্যাসাগর-দৌহিত্র, সুরেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়! 'সাহিত্য' আপনার নিজস্ব; এখানে তাহা কোণ ঠেসা হইল কেন?' তিনি বলিলেন, 'কি করিব বলুন? আমি তাহার কিছুই জানি না!' কিন্তু তাহার কিছুক্ষণ পরেই দেখি সুরেশবাবু সাহিত্য-কক্ষে প্রস্তাব করিতেছেন;—'সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, নির্ব্বাচিত সভাপতি মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন কখন্ আসিবেন জানিতে পারা যায় নাই। অতএব, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সাহিত্য-বিভাগের সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।' সাহিত্য-বিভাগে কার্য্যারম্ভ হইল। আমরা বিস্ময়-বিজড়িত মনে বুঝিয়া লইলাম, সুরেশচন্দ্র সাহিত্যের বাজারে বে Deplomat হইয়াছেন—বেশ সুকৌশলে, বিনয় দেখাইবা অথবা কৈফিয়ৎ এড়াইবার, ফিকির করিয়াছেন।

সাহিত্যশাখায় একরাশি মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্র ছিল; তাহাদের যোগ্যতা নির্ণয়ের ভার ব্যোমকেশবা উপর ন্যস্ত ছিল। সভাপতি মহারাজবাহাদুর, ব্যোমকে বাবুর মীমাংসা মানিয়া লইয়া, কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে ইত্যবসরে পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন আসিয়া হাজির লেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজ, তাড়াতাড়ি হাতের ক সারিয়া, আসন দিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু তিনি কিছু আসনগ্রহণ করিতে চাহিলেন না। শ্লেষপটু পণ্ডিতচূড়া ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন—"তবু মহারাজ আছেন বলিয়া দুইচ জন লোক আছে, আমি ওখানে বসিলে তাহাও থাকিবে ন মহারাজ আসন ছাড়িয়া দিলে, পণ্ডিতমহাশয় মহারাজ অন্ততঃ সেইঘরে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিলে সুসঙ্গের মহারাজ পণ্ডিতমহাশয়ের দক্ষিণে উপবেশন ক লেন। কাশীমবাজার, আর একখানি কেদারা শূন্য করা

তাঁহার দক্ষিণে বসিলেন। সুরেশ আসিয়া একেবারে ভক্তিভরে পণ্ডিত মহাশয়ের চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি প্রত্নতত্ত্বের মায়া কাটাইয়া সাহিত্যের গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। বঙ্কিমবাবুর মন্ত্রে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষায়, 'সাহিত্যে'র সাধনায়, এবং আজকাল ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ-কামনায় প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগের

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

র হইয়াছে। যাদবেশ্বর অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ লে, বঙ্গবাসীর বিহারী আসিলেন; কিন্তু তাঁহাদের জন্য লের পার্শ্বে ঠিক সম্মুখে স্থান ছিল না। তিনি, তথাপি াইতে হাতড়াইতে সকলের চেয়ারের ভিতর দিয়া, থ যাইবার চেষ্টা করিলে, সুরসিক অধ্যাপক ললিত- বলিলেন, "আপনি টেবিলের উপর, অথবা মহা- র সঙ্গে এক চেয়ারে, গিয়া বসুন; সম্মুখে আর নাই।" আমরা হাস্য করিয়া উঠিলাম; বুদ্ধিমান্ বাবু, অপ্রতিভ না হইলেও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া, পশ্চাতে স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত দেখি, পূর্ব্বদিনের সাঙ্গোপাঙ্গদল পুষ্ট হইয়াছে; গৌরহরির অভাব। তখন আমরা, নির্ভয়ে তর্করত্ন র ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, পরিতৃপ্তি লাভ লাগিলাম। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ, সভাপতির পুরোভাগে বসিয়া, নিবিষ্টমনে বোধ হয় তাঁহার তখনকার কাজের জমাখরচ অর্থাৎ Programme লিখিতেছিলেন; তাহাতে উগ্রপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় তর্করত্নমহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; তিনি, অকস্মাৎ হস্তস্থিত প্রবন্ধ টেবিলের উপর সবলে নিক্ষেপ করিয়া, সরোষে চীৎকার করিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "যদি এই রকম করেন, তাহা হইলে আমি একাজ করিতে পারিব না!—এই থাক্‌ল আপনাদের সব। একে ত অপমানের একশেষ হয়ে এখানে আসা;—না ছিল গাড়ীর বন্দোবস্ত, না কিছু! কোথায় যাই,—কোথায় থাকি। তারপর, যদি বা পড়িতে আরম্ভ করিলাম,—তা ক্রমাগত কেবল কি লিখ্‌ছেন!" ভীমঝটিকাবর্ত্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধভাব ধারণ করেন, অদ্য সভাস্থলে রোষবাত্যার অব্যবহিত পরেও, মুহূর্ত্তের জন্য সেইরূপ নিস্তব্ধভাব (pin drop silence) বিরাজ করিল। তখন ললিতবাবু কাণ্ডারী হইয়া মগ্নোন্মুখ তরীর রক্ষাকল্পে অগ্রসর হইলেন; তিনি ঠাণ্ডা মেজাজ বহাল রাখিয়া, সহজ ব্যঙ্গস্বর ঈষৎ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, বলিলেন, "ওঁর কথা ধ'র্‌বেন্ না; লেখাটা উঁহার মুদ্রাদোষ,—উনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করেন নাই।" চারিদিকে বিষাদ-ভীতিমেঘাচ্ছন্ন গগনমণ্ডল দন্তচ্ছটায় যেন পুনরায় উদ্ভাসিত হইল। সভাপতি মহাশয়ও কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিলেন—'উঁহাকেই জানি;—উঁহাকে বলিব না, ত কাহাকে বলিব?' তাহার পর, কাগজ তুলিয়া লইয়া পুনরায় অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্ব্বিকার—নির্ব্বিকল্প—মহাযোগী ব্যোমকেশ বাহ্যজ্ঞানশূন্য,—বহিঃপ্রকৃতির ভ্রূকুটী-ভঙ্গী তিনি কিছুই যেন জানিয়াও জানিলেন না; তাঁহার অদম্য লেখনী ক্রমাগত চলিতে লাগিল। ললিতবাবুর মন্তব্য সপ্রমাণ হইল! তাহা দেখিয়া আমার বন্ধুবর বিপিনবিহারী মনেমনে তাঁহাকে 'admire' করিতে লাগিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের অভিভাষণও বৈশাখ মাসের 'মানসী' হইতে পুনর্মুদ্রিত। মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয়ের বক্তৃতার প্রায় অর্দ্ধাংশ পঠিত হইলে—মাননীয় মণ্ডিতমস্তক মিঃ মনাহান্ সাহেব প্রবেশ করিলেন। তিনি, মহারাজ নন্দী বাহাদুরের দক্ষিণপার্শ্বে, উপবেশন করিলে সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। সভাপতি-মহাশয় রাজপুরুষগণের পরিচিত—'Political-পণ্ডিত'বলিয়া খ্যাত—এস্থলেও

তাঁহার সেদিনকার politeness বাদ গেল না,—তিনি ভূত-পূর্ব্ব রাজশাহীর কমিশনার সাহেবকে দেখিয়া, পাঠে ভঙ্গ দিয়া, চট্ করিয়া একটা সেলাম করিয়া লইলেন! তর্করত্ন মহাশয় যখন তাঁহার ওজস্বিনী রচনায় বীররসের অবতারণা করিয়া মাইকেলের কবিত্বের বর্ণনা (১৮ পৃঃ) করিতেছিলেন, সেই সময় মনাহান্ সাহেব সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন! পণ্ডিত মহাশয়ের বাক্য সমাপ্ত হইলে, তিনি দক্ষিণপার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনাহান্ সাহেব কি চলে গিয়াছেন ?" তখন তাঁহার মুখশ্রীতে যেরূপ বীর ও করুণ রসের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেরূপ রসের সমাবেশ আমরা জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। বক্তব্য শেষ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় যখন "উৎসীদামি" বলিয়া 'বসিয়া' পড়িলেন তখন আমিও "রাজশালা" ও "পণ্ডিতশালার" অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া ও "মহারাজ-মহিষীর" দুগ্ধপান দেখিয়া সরিয়া পড়িলাম।—তৎপর, যতক্ষণ প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল, আর সাহিত্যকক্ষে উঁকি মারিতে সাহস হয় নাই!

তর্করত্ন মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের পর—কাজ আরম্ভ হইল! একটি মহিলা-রচনা ছিল। হীরেন্দ্রবাবু তাহাতে দর্শনের গন্ধ পাইয়া, নিজে তাহার পাঠের ভার লইয়াছিলেন। সেইটিই প্রথম পড়া হইল। তাহার পর একে একে সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্যবিষয়ে নানা প্রবন্ধ পড়া হইতে লাগিল। অন্যান্য শাখায় প্রবন্ধপাঠের পর আলোচনার জন্য কিছু কিছু সময় রাখা হইয়াছিল, এ বিভাগে তাহা হইল না। এতক্ষণে বুঝিলাম,—মা বীণাপাণি কি হেতু পরিষদে—বঙ্গ-সাহিত্যের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাসের পক্ষপাতিনী হইয়াছেন। আমরা আর অধিকক্ষণ সেখানে থাকা আবশ্যক মনে করিলাম না!

সাহিত্য হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া 'প্রেততত্ত্বে'র আড্ডায়, অর্থাৎ ইতিহাস-শাখায়, উপবেশন করিলাম;—আমাদের ন্যায় সাহিত্য-সেবী অনেকেরই সেই দশা। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতাদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন,—'কবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন না, তিনি উজ্জয়িনীরই নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানের অধিবাসী ছিলেন।' ইহাতে সভাপতি মহাশয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসায় আঘাত লাগিল;—তিনি তাঁহার পদোচিত গাম্ভীর্য্য বিস্মৃত হইয়া চাপল্যের সহিত মন্তব্য করিলেন, "যদি কেহ অনুযোগ করেন—বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা নাই, তাহারা কেবল সকল তথ্যই নিজেদের জাতীয় ভাবের ও জাতীয় গৌরবের অনুকূল ভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহে, তাহা হইলে আমরা ইঁহাকে তুলিয়া দেখাইব। ইনি বহু অর্থব্যয় করিয়া—বহু দেশভ্রমণ করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন না।"

অতঃপর তুইটার সময় সভা,—পনর মিনিটের জন্য জলযোগের নিমিত্ত অবসর প্রাপ্ত হইল। আমরা তিন চারি জনে সকলের আগে ভাণ্ডারের দিকে ছুটিলাম। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখি একটি প্রকাণ্ড Dinner Table পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘভাবে পড়িয়া আছে; তাহার উভয় পার্শ্বের সকল আসনগুলিই অধিকৃত। কএকটি অজাতশ্মশ্রু বালককে সম্মুখের চেয়ারেই উপবিষ্ট দেখিলাম; তাহাদের মধ্যে একজনকে সাহিত্যসেবা-সমিতির প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বলিয়া জানিতাম। জলযোগের বন্দোবস্ত অতি চমৎকার! তিনচারিটি বালকের হাতে ভার,—তাহারা 'থা' পাইয়া উঠিতেছিল না;—সেখানে কোন তত্ত্বাবধায়ক কর্ত্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন না। আগে থাকিতে সরা সাজান ছিল না;—আমাদের মাত্র ১৫ মিনিট সময়; সেবকেরা হালে পানি না পাইয়া চা'য়ের সরঞ্জাম লইয়া বাহির পালাইতেছিল, দরজার নিকট বাধা পাইয়া, ফিরিয়া আসিয়া এবং ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। একটি কর একটী পানতুয়া, একখানা নিম্‌কী ও এক পেয়ালা চা অনেক উমেদারী করিয়া পাওয়া গেল।

পান আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা বলিল, "অপেক্ষা করিবেন;—পান আনিতে গিয়াছে।" কি চমৎকার Organisation! এই সময় দেখি মন্মথবাবু, আপ্যায়িত করিয়া, পাঁচকড়ি বাবুকে বলিতেছেন, "গাল দিবেন কিন্তু!" আমি, পাঁচকড়ি বাবুর মুখ হইতে কথাটা লুফিয়া লইয়া, বলিলাম, "গাল দেবার লোক যথেষ্ট পাওয়া যাইবে, তজ্জন্য চিন্তা নাই।"

'দর্শন' বিভাগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা গেল। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি বারংবার বাধা দিতেছিলেন; যেস্থানে তাঁহার সহিত মতের মিল হইতেছিল না, সেখানেই তিনি বাধা দিতেছিলেন। জাপানী ছাত্র শ্রীমান্ আর, কিমুরা বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; সময় সংক্ষেপ বলিয়া তিনি স্থূল স্থূল বিষয় বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার বক্তৃতায়ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ক্রমাগত বাধা দিতেছিলেন; যেখানে তিনি শুনিতে বা বুঝিতে পারেন না, সেখানেই নানা প্রকারে বক্তাকে বিব্রত করিতেছিলেন। ডাঃ রায় তাঁহাকে কিছুতেই থামাইয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। শুনিলাম, ইনি একজন রায় বাহাদুর; কাজেই ডাঃ রায় সাহেবের উপর উক্ত রায় বাহাদুরী করিয়া নিজের মন্তব্য জাহির করা ছাড়িতেছিলেন না। দর্শনের আলোচনা ৫টায় শেষ করা হইল। তাহার আধঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে, স্বেচ্ছাসেবকেরা আসিয়া, ফটো তুলিবার জন্য ক্রমাগত ডাঃ রায় ও যতীন্দ্রবাবুকে উত্যক্ত করিতেছিলেন। পাঁচটার পরই আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম;—অন্যান্য বিভাগের আলোচনা তখনও চলিতেছিল।

তৃতীয় দিনের পালা!

রবিবার, ১ টার সময়, সাধারণ-সভার কার্য্যারম্ভ হইবে স্থির ছিল;—১১টা হইতে পূর্ব্বদিনের আলোচনা-সভার অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা হইবার কথা। আমরা প্রায় সাড়ে এগারটায় বাহির হইলাম। সভামণ্ডপে আজ আমরা ছিন্ন ভিন্ন।—আমি দর্শনে মনোনিবেশ করিলাম। ডাঃ রায় অনুপস্থিত; মহোমহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার পরিবর্ত্তে সভাপতির পদে আসীন হইলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম;—ইহার নাম পর্য্যবেক্ষণ বা পরিদর্শন। ললিতবাবু ও শশীবাবু, উভয়ের সঙ্গে জুটিয়া জলযোগের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, বন্দোবস্তের অনেকটা উন্নতি হইয়াছে; স্বয়ং মন্মথবাবু মন্মথবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংবাদদাতাদিগের মনোরঞ্জনে তৎপর রহিয়াছেন। পূর্ব্ব টেবিলের পরিবর্ত্তে তিনটি ছোট ছোট পৃথক্ পৃথক্ টেবিল সাজান আছে, সরা আগে থাকিতে সাজাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে, টেবিলের উপরও সরা সাজাইয়া রাখা হইতেছে, ললিতবাবু ও শশীবাবুকে যথেষ্ট খাতিরদারি ও আপ্যায়িত করিয়া বসান হইল। সকল বিভাগের আলোচনা শেষ হইল,—ইতিহাসের আসর টুটিল না। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—তাহাদের যেন আরও জমাট বাঁধিয়া গেল। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী একটু অগ্রসর হইয়া মনোযোগ দিলেন। আমি ভায়াকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, "কিহে!—বড্ড interesting হইতেছে ?" তিনি মুচ্‌কী হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বড্ড"। এই সময় এক পক্ষে রাধাকুমুদবাবু প্রভৃতি ও অপরপক্ষে রমাপ্রসাদবাবু প্রভৃতির মধ্যে বৈদিকযুগে সম্রাটের অস্তিত্ব লইয়া বিষম বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছিল, সভাপতি অক্ষয়বাবু ঐ তুমুল সংগ্রামে, উকীলের ন্যায় মুন্সিয়ানা দেখাইয়া, আমাদিগকে মোহিত করিতেছিলেন।

প্রত্নতত্ত্বের বাগ্‌বিতণ্ডা থামিয়া গেলে, সেই আসরে সাধারণ-সভার অধিবেশনের অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া গেল। পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। পরলোকগত সাহিত্য-সেবকগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে গিয়া, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা ইঁহাদের জন্য সভা করিয়া একটু কাঁদিয়া লউন।" সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়াও—যাহারা দূর হইতে তারবার্ত্তায় ও পত্রযোগে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ হইল। গৌহাটীর পদ্মনাথ নূতনত্ব দেখাইয়া ইংরাজি অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ তার-বার্ত্তা ব্যোমকেশাদি তিনবাক্তি কষ্টে উদ্ধার করিলেন। সভায় যে সকল মন্তব্য উত্থাপিত ও পরিগৃহীত হইল, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির, দুইজন সভ্য ব্যতীত, মফঃস্বলের সভ্যগণের মধ্যে তেমন একটা উৎসাহ, আগ্রহ, সজীবতা ও স্ফূর্ত্তির লক্ষণ দেখা গেল না। কলিকাতার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের ন্যায়, মফঃস্বলের সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত অবসর দিয়াছেন বলিয়া, আমাদের মনে হয় না। যাহাদের শক্তি নাই—অথচ বক্তৃতা দিবার সাধ আছে, তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইল; আমাদিগের বন্ধুদিগের টিপ্পনী ও হাসির হাওয়ায় তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল! স্বয়ং পাঁচকড়ি ও সুরেশ আজ প্রচ্ছন্ন সমালোচকদলের অগ্রণী। একটি বালকের maiden speech-এর প্রতি আমরা উপযুক্ত সম্মান করিতে শৈথিল্য করি নাই।

'আর্য্যাবর্ত্তের' হেমেন্দ্র resolution move করিবার জন্য গম্ভীরভাবে মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিপিন বিজন-বিপিনে অদৃশ্য! দক্ষিণ আফ্রিকার হিপোর মত বিশালবপু, কালোশর্ম্মা ও 'ভারত'-স্নিগ্ধকারী জলধর সভাপতির পশ্চাতে হিমাচলের মত অবস্থান করিতে-ছিলেন। হীরেন্দ্র, পাঁচকড়ি, বিপিনচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের বক্তৃতা তৃতীয় দিনের অপরাহ্লে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গের কবি রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করিয়া সুইডিশ সোসাইটি বাঙ্গালীজাতিকে ও বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও রবীন্দ্রনাথকে ডাক্তার উপাধি দান করিয়াও বঙ্গভাষাকে সম্মানিত করিয়াছেন;—এজন্য সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ-দানের প্রস্তাব করা হইল। অনেকগুলি প্রস্তাব সমর্থন ও অনুমোদন করিবার লোকা-ভাবে 'নগ্‌দাম্লটে' (পাঁচকড়ি বাবুর ভাষাতে) ধরিয়া কার্য্য-সম্পাদন করা হইল।

হীরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায়, তাঁহার গিরি-গম্ভীর প্রকৃতি ভেদ করিয়া, ব্যঙ্গ ও রসিকতার পার্ব্বত্যউৎস উচ্ছ্বসিত হইতে-ছিল। সাহিত্য এই সময় নানা 'শাখায়' বিভক্ত হওয়াতে, এবং সর্ব্বত্র বায়ুসঞ্চালনের যথোচিত বন্দোবস্ত না থাকাতে, যে সকল অসুবিধা হইয়াছিল, তিনি তাহা বিবৃত করিতে গেলে পাঁচকড়িবাবুর ও সুরেশবাবুর ব্যঙ্গে তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। তিনি দুইটি (দর্শন ও সাহিত্য) বিভাগে যোগ দিয়াছিলেন বলিতে উদ্যত হইলে, পাঁচকড়ি বাবু 'দুই শাখায় আসীন' বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন; তিনি হাস্যমুখে তাহাই গ্রহণ করিয়া লইলেন। তৎপর হীরেন্দ্রবাবু সাহিত্যের রসধারার কথা বলিবার উপক্রম করিলে, সুরেশবাবু দীনবন্ধুর লীলাবতীর অতি পুরাতন ইয়ারকি "চরসের" নাম করিয়া শ্লেষের কণ্ডুতি নিবারণ করিলেন। তাহাতে হীরেন্দ্র-বাবু, সুরেশবাবু "চরস" আমদানীর প্রস্তাব করিতেছেন জানাইয়া, সভাপতি মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। সভাপতি মহাশয় "চ—রস" শব্দ সংস্কৃতের ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া রস ও চরসের অভিন্নতা সপ্রমাণ করিলেন; তখন সাহিত্যমণ্ডপ যেন পরিহাস-রসিকতা-মুখরিত বাসরঘরে পরিণত হইয়াছিল।

বাগ্মী বিপিনবাবু বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইলেও সুরেশবাবু, বাধা দিতে গিয়া মুখের মতন জবাব পাইয়া, অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বিপিনবাবু বলিলেন, 'সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় অতীতে, ভবিষ্যতে ও বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি, উন্নতি, বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা থাকা উচিত ছিল।' বিপিনবাবু যুগপৎ চারি শাখার অধিবেশনের প্রতিবাদের ছলে বলিলেন, 'সখীরা প্রাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পতি লইয়া বিলাস করুক এবং মধ্যাহ্নে আবার একত্র হইয়া এক পতির অধীনে প্রাতঃকালীন পরিচয় দিয়া সবাই সকলের মনোরঞ্জন করুক!' পাঁচকড়ি বাবু মফঃস্বলের প্রতিনিধিসভ্যগণের নিকট অভ্যর্থনার আদরের, যত্নের, পরিচর্য্যার ত্রুটী স্বীকার করিতে গিয়া বলিলেন, "কাশী যেমন সৃষ্টিছাড়া শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত, কলিকাতাও সেইরূপ সৃষ্টিছাড়া ইংরাজের কামানের উপর অবস্থিত। এখানে সকলেই উচ্ছৃঙ্খল; কেহই আদর, আপ্যায়ন, আচার, ব্যবহার, নীতি জানে না; তোমরা 'নিজ গুণে ক্ষমাকর অধীন জনে।'" অক্ষয়বাবু মফঃস্বলের প্রতিনিধি-সভ্যগণের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিতে আসিয়া পাঁচকড়ি বাবুকে গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া "ব্রাহ্মণের ছেলে" হইয়া সুধীজনসমাজে ব্রাহ্মণের সমক্ষে এত মিথ্যাকথা বলিয়াছেন, তজ্জন্য গালির সুরে উল্টা চাপ দিলে, তিনি পাঁচকড়িবাবুকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভ্যর্থনার ত্রুটীর জন্য নহে,—বাচালতার জন্য।

সুরেশবাবু সভাপতিদ্বয়কে (ঠাকুর ও তর্করত্নকে) ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া, সংস্কৃত শব্দজাত সাধু বাঙ্গালার ওজস্বি ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া, ইতিহাসের পক্ষেই নর্টনের মত, জাঁদরেলী ওকালতী করিয়া বলিলেন, কেহ কেহ 'শাখাবিভাগকালে ইতিহাসকে শ্রেষ্ঠ আসর দেওয়া' হইয়াছিল বলিয়া, অভিযোগ করিয়াছিলেন। সুরেশবাবু সেটা হিংসা-প্রণোদিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অক্ষয়বাবু প্রভৃতি রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ম্মী ব্যক্তি 'সাহিত্যের' প্রধান লেখক বলিয়া কি, সুরেশবাবু আজকাল এতদূর ইতিহাসের পক্ষপাতী হইয়াছেন? আশা করি অচিরাৎ তাঁহার 'সাহিত্যের' নাম 'ইতিহাস' পরিবর্ত্তিত হইবে।

আগামী বৎসর সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন [illegible] হইবে তাহা লইয়া বেশ একটু অভিনয়—'Tempest in a Teapot'—হইয়া গেল। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রস্তাব করিলেন,—'আগামী বৎসর বর্দ্ধমানের মহারাজ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, যশোহর হইতে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার প্রভৃতিও নিমন্ত্রণ করিতেছেন; এমতাবস্থায় যদি আপনাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে এবৎসর বর্দ্ধমানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাই বোধ হয় সঙ্গত হইবে।' অনেকেই মহারাজ বাহাদুরের কথায় সায় দিয়া মহারাজাধিরাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাই উচিত মনে করিলেন; কিন্তু ইতোমধ্যে [illegible]মেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে অশুভক্ষণে মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা সভা-[illegible]লে পাঠ করিতে বাধ্য হইলেন। পত্রের এবারৎ শুনিয়া, [illegible]কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বসিলেন। এই সময়ে বৃষস্কন্ধ [illegible]সমাজপতি' ভীম-বিক্রমে অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, [illegible]অন্যান্য বৎসর উপযাচক হইয়া, নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলেও [illegible]কেহ নিমন্ত্রণ করিবেন না। অন্য কোথাও নিমন্ত্রণের [illegible]যোগাড় হয় নাই বলিয়া, এবার কলিকাতায় সভা করা [illegible]হইয়াছে। আগামী বৎসর সম্মিলনের স্থান যোগাড় করিতে পাঁচকড়ি বাবু ও আমি, বর্দ্ধমানের মহারাজের নিকট গমন করিয়াছিলাম; মহারাজ বাহাদুর আমাদের প্রস্তাবে ও অনুরোধে সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এরূপ-[illegible]ক্ষেত্রে বর্দ্ধমানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করা অসৌজন্য-প্রকাশক। বর্দ্ধমানের পত্র মহারাজের নিজস্ব; সম্মিলন-সভার [illegible]উদ্দেশ্যে লিখিত নহে; সুতরাং উহার ভাষা-বিচার আমাদের [illegible]অকর্ত্তব্য। আর উহার অর্থও আমরা যেমন করিতেছি, [illegible]তেমন নহে। যদি যশোহর ইচ্ছা করেন, তৎপর বৎসর [illegible]সম্মিলনের অধিষ্ঠান তথায় হইতে পারে এবং তাহা এই [illegible]সময়েই স্থিরীকৃত হইতে পারে।' ফুটন্ত সলিলে তৈলবিন্দুর [illegible]ন্যায়, এই বক্তৃতা সকল গোল ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিল। [illegible]'All's well that ends well.' রায় যদুনাথ মজুমদার [illegible]বাহাদুর, রায় যতীন্দ্র নাথের চাপে পড়িয়া, সুরেশচন্দ্রের এই [illegible]সামঞ্জস্যকর প্রস্তাব স্বীকার করায় করতালির চটাপট্ [illegible]ধ্বনিতে এই আসরেই দুই বছরের নিমন্ত্রণের চুক্তি করিয়া [illegible]প্রফুল্লবদনে সভা সকল গোল মিটাইয়া ফেলিল। তৎপর [illegible]জলধর বাবু, প্রস্তাব সমর্থন করিতে আহূত হইয়া, এই সকল [illegible]গোলমালে খেই হারাইয়া, শেষকালে 'কাঁটালের বীচি ভাতে ভাত খাইতে হইবে' বলিয়া ভয় দেখাইয়া আগামীবর্ষে বর্দ্ধমানে সম্মিলনের অধিবেশন সমর্থন করিলেন।

টাউনহলে প্রায় ৬টার পর সভাভঙ্গ হইল।

উপসংহার

সাহিত্য-সম্মিলন শেষ হইয়াছে। আমরা সম্মিলনের কর্তৃপক্ষকে দুইচারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। কলিকাতায় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকাংশ সাহিত্য-সেবক সভ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। এবার কলিকাতার হিন্দী-সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও প্রধান প্রধান হিন্দী-সাহিত্যসেবিগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল কি?

হিন্দী, মরাঠী, গুজরাতী, ওড়িয়া, পঞ্জাবী, অসমীয়া, সিন্ধী, নেপালী প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান সংস্কৃতমূলক ভাষা সমূহের সহিত আদান-প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, বাঙ্গালা ভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে, সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষ হইতে এযাবৎ কি কোন চেষ্টা করা হইয়াছে?

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়নের সৌকর্য্যার্থ, একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খাঁটি বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলনের নিমিত্ত, এপর্য্যন্ত সম্মিলন কি কোন প্রকার উদ্যম করিয়াছেন?

বাঙ্গালা ভাষায় প্রবাদ ও Idiom, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য হইতে, সংগ্রহ করিয়া তাহার মূল অর্থ ও প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া, কোন কোষ প্রণয়ন করিতে সাহিত্য-সম্মিলন কি কোন প্রকার উদ্যোগ করিয়াছেন?

ইংরাজী-বাঙ্গালার পরিভাষা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, এক রসায়নের পরিভাষা ব্যতীত, ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যক্তিগত মতানুযায়ী শব্দ-সংগঠন ব্যতীত, কোন পণ্ডিতমণ্ডলী গঠন করিয়া, সম্মিলন বা পরিষৎ কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি?

ইংরাজীভাষা, জগতের যাবতীয় ভাষার রত্নরাজি অনুবাদ দ্বারা আয়ত্ত করিয়া, সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদিও ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে; আমরাও আমাদের কোন কোন গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করাইয়া দিয়া, যেন আমাদের এক প্রধান-কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম বলিয়া মনে করি; কিন্তু যে সকল

পুস্তক প্রবন্ধ বা রচনা ইংরাজী ভাষার গৌরবস্বরূপ, তাহাদের বঙ্গানুবাদ করিতে, বিনয় বাবু ভিন্ন, সাহিত্য-সম্মিলন এযাবৎ কি করিয়াছেন? এপর্য্যন্ত পরিষদের 'বিশেষজ্ঞ' সভ্যেরা Astronomy, Statics, Dynamics, Conic Section, Differential and Integral Calculus, Trigonometry, Physics, Chemistry, Logic, Mental and Moral Philosophy, Political Economy, Sociology, Ethnology, Geology, Biology, Zoology, Anatomy, Physiology, Materia Medica, Physiography, Minerology প্রভৃতি শাস্ত্রের কয়খানি গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচনা বা অনুবাদ করিয়াছেন! এই সকলশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সম্মিলনের ব্যয়ে মুদ্রিত না হইলে, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রকাশিত হইবার আশা খুব কম। কারণ, আমাদের দেশে, ঐ সকল পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা মুদ্রণব্যয়ের সঙ্কুলান হইয়া, গ্রন্থকারের পারিশ্রমিক লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, সম্মিলনের কোন স্থায়ী ভাণ্ডারস্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে কি?

জগতের বিভিন্ন জাতির, অতীতের ও বর্ত্তমানের, ইতিহাস ইংরাজীতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত কয়টি প্রাচীন ও আধুনিক জাতির ইতিহাস অনূদিত বা সঙ্কলিত হইয়াছে? কেবল পাথর ভাঙ্গিয়া, লিপি উদ্ধার করিয়া, ভিন্সেণ্ট স্মিথ ও রিস ডেভিড্‌সের ঘণ্ট-চচ্চড়ী ঝোল-অম্বল করিয়া, পরস্পর গা-চাটাচাটি করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া, সাহিত্য-সম্মিলন কর্ত্তব্য শেষ করিবেন কি? এখন, কেবল মহাপদ্ম ও সমুদ্রগুপ্ত লইয়া মারামারি করিলে, আমাদিগের চলিবে না। অতীতে আমাদের বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস থাকুক আর নাই থাকুক, পশ্চাতে আর্য্যজাতির গৌরব লইয়া—বর্ত্তমানের অসংস্কৃত উপাদান লইয়া—আমাদিগকে ভবিষ্যতে উজ্জ্বল ইতিহাস প্রণয়নের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যে জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করিয়াছে, সে তাহার অতীতের আভিজাত্যের অনুসন্ধান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে—করুক। আমাদের অতীতের, পশ্চিম-ভারতে ভুজবীর্য্য-শৌর্য্য-শিল্প-সভ্যতার, কত গাথা এখনও আমাদের গৌরব ও স্পর্দ্ধার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। তাহা বিদেশীয় বিজেতাদিগের মুখে গীত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিতেছে; কিন্তু সে স্মৃতি এতদিন আমাদের প্রাণে নবজাগরণ, নূতন-প্রেরণা নূতন-অনুভূতি ও নূতন-আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারে নাই। এখন ইংরাজের আদর্শে য়ূরোপীয় জাতি সকলের সহিত তুলনায় জাপানের ও চীনের আদর্শে,—অপরের দুর্দ্দশা ও অভ্যুদয় দেখিয়া—আমাদের অবসন্ন প্রাণেও চেতনার সঞ্চার হইতেছে। অতএব সেই আত্মবোধ ও আত্মোন্নতি-চিকীর্ষা আমাদের চিত্তে স্থায়ী করিতে হইলে, আমাদিগকে জগতের অন্যান্য জাতি সকলের—অতীতে ও বর্ত্তমানে—অভ্যুদয় ও অধঃপতনের কারণ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। চক্ষের সম্মুখে দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া, কেবল উপদেশ ধারা বর্ষণ করিলে, এবং মোহনিদ্রাভিভূত অন্ধজাতির নিদ্রালস কর্ণে অতীতের সুমধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কার মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত করিলে, সে সুখনিদ্রায় আরো অধিকতর অভিভূত হইবে—বদ্ধকটি হইয়া, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, জীবন সংগ্রামের জন্য দণ্ডায়মান হইবে—আশা করা যায় না।

সাহিত্য-পরিষৎ সম্মেলন-মণ্ডপে, স্থায়ী সভার অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী সম্পাদন করিবার জন্য, এত স্বদেশী বিদেশী রাজা মহারাজা উপস্থিত থাকিতে, অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন না কেন? এই যে সাত বৎসর নানাস্থানে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গেল, এপর্য্যন্ত সাহিত্য সেবকগণের মধ্যে পরস্পর পরিচয় ও আলাপ-আপ্যায়নের কোন প্রকার চেষ্টা হইয়াছে কি?—সকলেই নিজের নিজের ভাবে 'মশ্‌গুল্' থাকিলে, অপর চিন্তাশীল—প্রাচীন ও নবীন—লেখকদিগের সহিত ভাবের আদান প্রদান দ্বারা আমরা লাভবান্ হইবার আশা করিতে পারি না এবং সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পণ্ড হইয়া যায়।

সম্মেলনের মধু আস্বাদ করিয়াছেন অনেক মধুকর, কিন্তু আমাদের ন্যায় নিমন্ত্রিত, রবাহুত, দর্শক, ও কো[illegible] কোন মফঃস্বলের প্রতিনিধি-সদস্য রূপ মক্ষিকারা কেবল ব্রণমিচ্ছন্তি। অবৈতনিক কার্য্যেও যে একটা দায়িত্ব আছে, তাহার ত্রুটী, ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার জন্যও আমাদিগকে [illegible] দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়, সে জ্ঞান বোধ হয় আমাদের এখনও সম্পূর্ণভাবে উন্মেষিত হয় নাই। বৃহৎ অনুষ্ঠানে, গোলযোগ বিশৃঙ্খলা হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু তা বলিয়া কর্ত্তব্যের অবহেলাতে, পরিদর্শনের শৈথিল্যে, সুব্যবস্থার অভাবে, আয়োজনের ত্রুটীতে, কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কাহারও কাহারও অহঙ্কার ও অভিমানের হেতু, বিনায়াসে নাম কিনিবার চেষ্টাতে, বড়র নিকট খোসামোদ ও ছোটর নিকট দম্ভ প্রকাশ করাতে, কর্ম্মচারীর অযোগ্যতা নিবন্ধন, গত সাহিত্য সম্মেলনে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, সেগুলি আমাদের জাতীয় কলঙ্ক ও সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। আশা করি, স্বদেশবাসিগণ আমাদিগের এই তীব্র মন্তব্য-জনিত অপরাধ ক্ষমা করিবেন, এবং ভরসা করি, কর্ত্তাভজার দল ভবিষ্যতে কেবল নামের জন্য লালায়িত না হইয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া, সুচারুরূপে কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিয়া, সকল কার্য্যে শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা স্থাপন করিয়া, সাহিত্য-সম্মেলনের ও স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। *

শ্রীরসিকলাল রায়।

* লেখক মহাশয় সাহিত্য-সম্মেলনকে যে উপদেশ অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ আছে। ভাঃ সঃ

বৈদ্যনাথ দর্শনে

এত মধুর শোভার মাঝে
এসে আমার মন,
কি এক মহা-পুলকভরে
ভাস'ছে অনুক্ষণ!

কি সুষমায় এদেশখানি
ভরিয়েছে গো স্বভাবরাণী,
আবার তা'তে পরিয়েছে গো
কতই আভরণ!

কোথাও উঁচু কোথাও নীচু
ধানের ক্ষেতগুলি,
ওই সুদূরে রয়েছে সব
অসীম শোভা খুলি!

খোলা মাঠে—খোলা হাওয়ায়,
কি মহাভাব প্রাণে জাগায়,
লুটিয়ে পড়ে আমার এই
ক্ষুদ্র হৃদয়-মন।

ঢেউখেলান পাহাড়গুলি
ঐ দেখা যায় দূরে,
দাঁড়িয়ে আছে নিথর হয়ে
কতই শোভা ধরে'।

সামনে আবার 'দীঘাড়িয়া'
দাঁড়িয়ে বিশাল দেহ নিয়া,
হরষ মনে ওই নীলিমা
কর্‌ছে পরশন;

আবার হেথা পূরব পাশে
'ত্রিকূট' মাথা তুলি
আস্‌ছে যেন দীঘাড়িয়ায়
কর্‌তে কোলাকুলি।

তাহার মাঝে 'নন্দন গিরি'
দাঁড়িয়ে মধুর শোভা ধরি
দেখ্‌ছে যেন গিরিদ্বয়ের
মধুর-সম্মিলন।

মোহন হ'তে মোহনতর
'ত্রিকূট'-ছবিখানি,
কি সুষমায় সাজিয়েছে গো
আহা, স্বভাব-রাণী !

মাথায় মাথায় তরুলতা
জড়িয়ে সবে দাঁড়িয়ে হেথা,
আবার তা'তে ঝর্‌ণা-ধারা
বইছে অনুক্ষণ ;

রবির আলো—হেথায় মূলে
প্রবেশ নাহি করে,
দিবস-রাতি—ইহার মাঝে
কি সুষমাই করে !

স্নিগ্ধ-মধুর মোহন স্থানে
এসে কি ভাব বইল প্রাণে,—
অবাক্ হ'য়ে রইল চেয়ে
আমার দু'নয়ন !

আবার হেথা 'তপোবনে'র
মোহন শোভা হেরি'—
গিয়াছে মোর হৃদয়খানি
অসীম সুখে ভরি'।

দেখে এমন শোভার ধারা
হ'য়েছে প্রাণ আপন-হারা,
পুলক মনে চতুর্-ধারি
কর্‌ছি নিরীক্ষণ।

নীলআকাশে কেমন ভাসে
ধবল মেঘগুলি,—
নিরখি এই অসীম-শোভা
যাই আপনা ভুলি।

মাঠের মাঝে বিহ্বল মনে
দাঁড়িয়ে চাহি আকাশ পানে,
মাথার 'পর বইতে থাকে
উদাস সমীরণ।

ঘনিয়ে আসে সান্ধ্য-আঁধার
দিবস ব'য়ে যায়,
মাঠ হ'তে সব গরুগুলি
ঘরের পানে ধায়।

ঐ দেখা যায় সুদূর মাঠে,
কৃষকগুলি লাঙ্গল পিঠে,
তাড়িয়ে যাচ্ছে বলদ
নিজের নিকেতন।

আবার হেথা 'বাবার মঠে'
গিয়া হৃদয়খানি
কিএক ভাবে বিভোর হয়
কিছুই নাহি জানি !—

"বোম্"—"বোম্"—সে মহান্ নাদে
কি মহাভাব জাগায় হৃদে,—
সেই ধ্বনিতে চায় ডুবিতে
আমার এ জীবন !

শ্রীমতী সুষমারাণী হালদার।

য়ূরোপে তিনমাস

...ন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিবার পূর্ব্বে জাহাজের ...র্শে একটা জনতা ও গোল হইল। গিয়া দেখি, পাইলট্ ...াহেব জাহাজ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ...দর হইতে কূল-সন্নিধি বিপদাপদের পথ কাটাইয়া ...খাভিজ্ঞ পাইলট্ কতকটা দূরে জাহাজ পৌঁছাইয়া দিয়া ...য়। তাহার পর কাপ্তেন সাহেব ও তাঁহার কর্ম্মচারি-...গের প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ে। সম্প্রতি English ...hannel-এ Oceania জাহাজের যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, ...বিক কাপ্তেন ও পাইলটের মত-বিভেদই তাহার কারণ। ...সীমানা পর্য্যন্ত পাইলটের রাজ্য, তাহার মধ্যেই সেই ...দ্ ঘটিয়াছিল। কাপ্তেন পাইলটের ভুল সংশোধন ...রিবার চেষ্টা করিলেও সফল হয় নাই, কারণ সে স্থানে ...ইলট্ই প্রধান। পরে যে অনুসন্ধান হয়,তাহাতে এই কথা ...াশ হইয়াছিল। পূর্ণজ্ঞানে কাপ্তেনকে চক্ষের পলক ...ফেলিয়া নির্দ্ধারিত বিপদ্‌মুখে প্রবেশ করিতে হইল। ...য় নাই পাইলটের কথার উপর কথা কয়; কারণ ...ইলট্ সেখানে একেশ্বর।

...বহুদিন পূর্ব্বে Punch-এ "Dropping of the ...ot" নামে একখানা মর্ম্মস্পর্শী ছবি দেখিয়াছিলাম—...য়ার কথা মনে পড়িল। নানা উপলক্ষে অনেকবার সে ...র কথা মনে পড়িয়াছে, আজও পড়িল। নবীন জার্ম্মান-...ট্ উইলিয়ম প্রাপ্তবয়স্ক ও নিজজ্ঞানে কৃতকর্ম্মা,—যখন ...প্রাচীন জার্ম্মান প্রাধান্যগত-প্রাণ "লৌহ সচিব" বিস্-...কে ক্ষমতা-চ্যুত ও অধিকারভ্রষ্ট করিয়া নিজ কোমল-...ম হস্তে পূর্ণক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন সেই ছবির সৃষ্টি ...। ব্যঙ্গশিল্পি-শ্রেষ্ঠ সার্ জন টেনিয়লের তাহা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; ...ন সাম্রাজ্য-পোতের কাণ্ডারী উইলিয়ম জাহাজের ...দাঁড়াইয়া তাচ্ছিল্যভরে কৈশোরের কর্ণধার বিস্‌মার্কের ...ক্লান্ত অথচ গম্ভীর পদবিক্ষেপে নৌসোপান-পথে ...রোহণ দেখিতেছেন। অবনতমস্তক বিস্‌মার্ক শেষ-...সোপান-রজ্জু ধরিয়া আস্তে আস্তে সমুদ্রের বক্ষে ...স্থিত পাইলট্ বোটের উপর নামিতেছেন। জার্ম্মান ...সাম্রাজ্যের চিরকর্ণধার স্বাধিকারপ্রার্থী কাপ্তেনের হস্তে নিজাধিকার প্রদান করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। চিত্রখানি মর্ম্মে মর্ম্মে করুণ-কঠিন ভাব পূর্ণ।

"ড্রপিং দি পাইলট্"—"*Punch*" হইতে গৃহীত।

বিশেষ ও পরিদৃশ্যমান কারণ অভাবেও ছবির কথা মনে পড়িল। আমাদের পাইলট্ বিস্‌মার্কের সম্পূর্ণ অসদৃশ; রজ্জু-সোপান-অবলম্বনে নামিয়া গেল। একথা কেন মনে পড়িল, তাহার কারণ বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও নিষ্ফল। তরঙ্গবক্ষে পাইলটের বোট নাচিতেছে। পাইলট্ নামিয়া আসনগ্রহণ করিবা মাত্র নাবিকগণ বোটখানিকে জাহাজের নিকট হইতে অদূরে—"পাইলট্ জাহাজে" লইয়া চলিয়া গেল। অচিরে সে তাহার স্থায়ী আবাস জাহাজে, আপন জনের সহিত মিলিত হইবে। তাই আপন জন ছাড়িয়া প্রবাসগামীর তাহার প্রতি দৃষ্টি নিতান্ত ঈর্ষাশূন্য মনে হয় না। আহারের পর ডেকের উপর আসিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইলাম—ভাল লাগিল না। ক্যাবিনে

গিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিলাম তাহাও হইল না। অগত্যা "ভ্রমণ-কথা" লিখিতে বসিলাম। শ্রান্তিতে যখন চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিতে লাগিল, তখন শয্যার আশ্রয় লইলাম। নিদ্রার পরিবর্ত্তে চিন্তা সহচরী হইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহাকে একাধিপত্য করিতে দিয়া অবশেষে নিদ্রাদেবী দয়া করিলেন। এইরূপে সে রাত্রি কাটিল। পাইখানা স্নানাগারের বন্দোবস্ত ভিড়ে সুবিধা অসুবিধা কত দূর হইবে, অপরিচিতের পক্ষে এ সকল বিষয় বিশেষ ভাবিতে হয়—বিশেষতঃ যে পূরা মাত্রা "বাঙ্গালীয়ানা" বজায় রাখিবে, তাহার ভাবনা আরও বেশী। পূর্ণ পরিচয় হইলে কি হইবে জানি না। আপাততঃ রাত্রি-শেষের পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত্য সারিয়া লওয়াই সুবুদ্ধির কাজ বোধ হইল।

রান্নাঘর।

মগ্, গামছা, ধুতি কিছুই ছাড়ি নাই। বড় বিছানার চাদরের অন্তরালে সকল জোগাড়ই ছিল। প্রাতঃকৃত্যান্তে সভ্যতা-সম্মত বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া শয্যাগৃহ ত্যাগ করিলাম। "সবস্ত্র" না হইয়া শয্যাগৃহ ত্যাগ সভ্যতানুমোদিত নহে মনে করিয়া, এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইল। "ক্রম-বিজ্ঞতায়" জানিলাম যে, প্রাতরাশের পূ… পর্য্যন্ত এ নিয়ম বলবান্ নহে। অল্পাদপি অল্পমাত্রায় বস্ত্রভ… প্রাতরাশের পূর্ব্বে জাহাজের প্রকাশ্যাদপি প্রকাশ্য স্থানে… মার্জ্জনীয়। মহিলাগণ তখনও প্রকাশ্য স্থানে আবিভূ… হইবেন না এবং অযাচিত মহিলা-সান্নিধ্যে ডেকের উপ… প্রাতঃকালে অবাধ বিচরণ ও আচরণ জাহাজের "অলিখি… বাণীর" অন্তর্ভূত।

জাহাজের প্রতিদিনের দৈনন্দিন ঘটনার বৈচিত্র্য… পার্থক্য বড় অধিক নয়। ষ্টুয়ার্ড প্রত্যূষেই শয্যাগৃহে চা বি… ফল দিয়া যায়। তার পর নগ্নপদে রাত্রিবাস-বস্ত্রে বিচ… উল্লম্ফন ইত্যাদি; তৎপরে স্নান। আহারগৃহে ৮॥০ টা… সময় প্রচুর পরিমাণে প্রাতরাশ (Breakfast), ১ টার স… জলযোগ (Lunch), ৪টার সময় পুনরা… চা ও সাতটার সময়—Dinner, মধ্যে… একবার ডেকের উপর বসিয়াই একবা… সুপ, মধ্যে মধ্যে রুচি ও আর্থিক অব… ভেদে আইসক্রীম, Lemon Syrup ইত্যা… (ইহার স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়)। এই… অনবরত আহারেই জাহাজে বিরহীবিরহিণী… কোনমতে কায়ক্লেশে "দীর্ঘং বিরহব্র… বিভর্ত্তি"। দুই বার চার সহিত যে … মাখন-মিষ্টান্ন দেয়, তাহাতে আমাদের ভা… রূপেই দৈনিক ভোজন হইয়া যাইতে পা… আর আর "প্রধান আহার" তিনটাও তা… রূপ। মৎস্য, মাংস, মিষ্টান্ন, ও ফল, "স্থলচ… পেটুক-প্রধানেরও ভীতি উৎপাদন করি… পারে। "লবণাম্বুরাশির বেলা" ত্যাগ ক… কিছু দূর যাইতে না যাইতেই অর্ণবপোত-ব… ভীমকুম্ভকর্ণেরও চমকপ্রদ আহার্য্য-স… দেখিতে দেখিতে প্রতি "খানা ঘণ্টার"… টেবিল হইতে আত্মারাম সরকারের যাদুবি… বল-সদৃশী কোন মহাশক্তি-বলে কোথায় যে তিরো… হয়, তাহা আমি নিরূপণ করিতে পারিলাম… আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া উঠিবার পর মনে হইল… আজ সমস্ত দিন কেন, কালও বোধ হয়, কিছু "চ… না"। কিন্তু দ্বিতীয় ঘণ্টার পর যথাসময়ে "ক্ষুধার…

ভাঁড়ার ঘর।

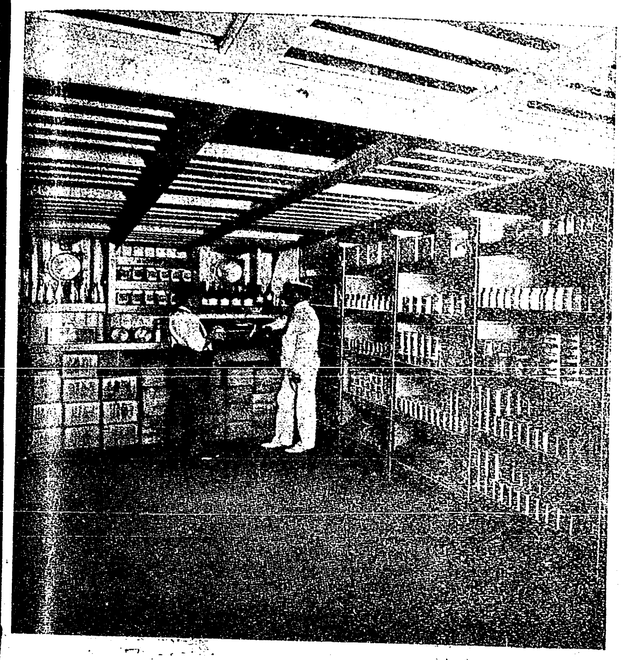

…হিতা মহাদেবী"র আবার দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের …আসামীর মতই পূর্ণতেজে আবির্ভাব হওয়া বাস্তবিক অঘটন-…টন। জাহাজে যাওয়া আসায় যাঁহাদের "দেশে" থাকিবার …ধিক সময় থাকে না, তাঁহারাও বিলাত-ফেরত অবস্থায় …ওদ্বয়ে সুপক্ক আপেল শোভার অধিকারী কি'সে হন, সে …থ্যের মীমাংসার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

… যথাশক্তি আহার্য্য-অন্তর্ধান-সাহায্য-চেষ্টায় বিরত ছিলাম …লিতে পারি না। ইচ্ছা ও সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবারেই …লিয়াছে। বিশেষতঃ আপেল, আপ্রিকট, আনারস, …বোম্বাই আম, আঙ্গুর, ফিগ, পেঁপে, ফুটী, প্রুণ, আইসক্রীম, …জ, নানা রকমের নিত্যনূতন সমুদ্রমৎস্য এবং নানা গঠনের …না বর্ণের নানা আস্বাদনের পুডীং ও কেকের সঙ্কটাপন্ন …সান্নিধ্যে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহিলেও অনিচ্ছাক্রমেও …ধৈর্য্য নষ্ট করে;—সুন্দরী প্রতিবেশিনীগণের সহিত কথা …কহিতে কহিতে মনের বিনা অনুমতিতে অনেক সময় …হাত কাঁটাচামচেকে কিছু না কিছু তোলাইয়া মুখবিবরে …উপস্থিত করে। তখন আর—'না'বলা যায় না।

এক একটি টেবিলে দুই জন "কেতা দোরস্ত" বিনীত সুবর্ণ-মুদ্রা বক্সীস্-প্রত্যাশী ভৃত্য মোতায়েন। নিঃশব্দে সকলের মন যোগাইতেছে। ভোক্তাকে কষ্ট করিয়া, কাঁটা চামচে স্থাপনের সাঙ্কেতিক ভাষাটা আয়ত্ত করিতে হয়। তাহারই সাহায্যেই নিঃশব্দে কলের মত আদান-প্রদানের কাজ চলিয়া যাইতেছে। এতলোক যদি গল্প-কথিত ইংরাজী অনভিজ্ঞ 'হোটেল আহারী' বাবুর মত তারস্বরে ক্রমাগত আমাদের সনাতন প্রথা-অনুসারে বলিতে থাকে, "ও খানসামা এই পাতে আর একটু 'অখাদ্য' দাওত" তাহা হইলে Dining room-এর দৃশ্য যে কিরূপ হইয়া উঠে তাহা অনুভবনীয়। 'দীয়তাংভুজ্যতাং' কথার উল্লেখ নাই; কিন্তু চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়—কিছুর অভাব নাই।

"বরফের ঘরে" ফলমূল, মৎস্য, মাংস সব রাখা আছে, শোনা যায়। কিন্তু সত্য কথা "বরফের ঘরে" বরফের নাম মাত্রও নাই। বরফ দিয়া মাংস, মৎস্য, ফল তাজা রাখা নিতান্ত পুরাতন প্রথা। ইদানীন্তন বিজ্ঞান-শিল্প-সাহায্যে, যে Refrigenaterএর উদ্ভাবন হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানরসায়নের সমবায়ের সুকৌশল মাত্র। কল-কব্জা আরক সাহায্যে অদ্ভুত "ঠাণ্ডা ঘরের" আয়োজন; প্রয়োজনীয় সব জিনিসই সেই শীতল ভাণ্ডারে রক্ষিত হয়। নিত্য প্রয়োজনমত তাহাই খরচ হয়। আহারের পাত্রাদি ও ভৃত্যদিগের হাত পা ও পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। দ্বিধা করিবার কোন কারণই নাই। যে খাইতে চায় না তাহার কোন 'অখাদ্য' খাইবার প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত দীর্ঘ তালিকা হইতে বোঝা যাইবে যে ফলমূল আহার্য্যেও সহজে জীবন-যাপন অসম্ভব নহে। প্রথম দিন দুইজন মুসলমান ও দুইজন মদ্যপ্রিয় গ্রীক্ আমাদের টেবিলে থাকাতে বড় অসুবিধা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে বড় খানসামার শরণাগত হইয়া আমরা সম্ভবতঃ হিন্দুধরণের একটা আলাদা টেবিল যোগাড় করিয়া লইলাম;—সকল আহারই সেই টেবিলে চলিতে লাগিল। তবে চাটা যে যেখানে পায় পান করিয়া লয়।

এলাহাবাদের স্কুল ইনস্পেক্টার রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার কন্যা,—বঙ্গের প্রধান মারহাট্টা ডাক্তার রাওএর স্ত্রী, গোয়ালিয়ার মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও ল-মেম্বর এই কয়জন আমাদের টেবিল-সহচর। এক রকম চলিয়া যাইতেছে মন্দ নয়। জাহাজে লোক নিতান্ত কম নয়—অথচ অযথা ভিড়ও নয়। অতএব পাইখানা এবং স্নানাগারের দ্বারে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করিয়া থাকার গল্প যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে পাইলাম না। সাবান তোয়ালে প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য লইয়া স্নানাগারে ভৃত্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। মানুষপ্রমাণ মার্ব্বেল বা মার্ব্বেলের মত রঙ দেওয়া Bath tub সমুদ্রজল ও গরম জল মিশাইয়া—নিমেষের মধ্যে পূর্ণ করিয়া দিতেছে। পুরমানন্দে স্নান করিয়া পরে ভাল জলে গা ধুইয়া নিজের কেবিনে আসিলাম। সান্ধ্য-আহারের পূর্ব্বে ফার্ষ্ট ক্লাসের সমস্ত যাত্রীকেই Evening dress পরিতে হয়। কখন কখন কাপ্তেন সাহেব টেবিলের প্রধান আসনে বসেন। আবার কখনও বা অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীরাও বসেন। সাহেব-মেমদের সান্ধ্য-পোষাকের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি ভারতবাসীর পক্ষে সহজ না হইলেও অভ্যাসক্রমে ও শীলতার খাতিরে সহিয়া যায়; এখন clinging short skirtএর রাজ্য, এখনকার ত কথাই নাই।

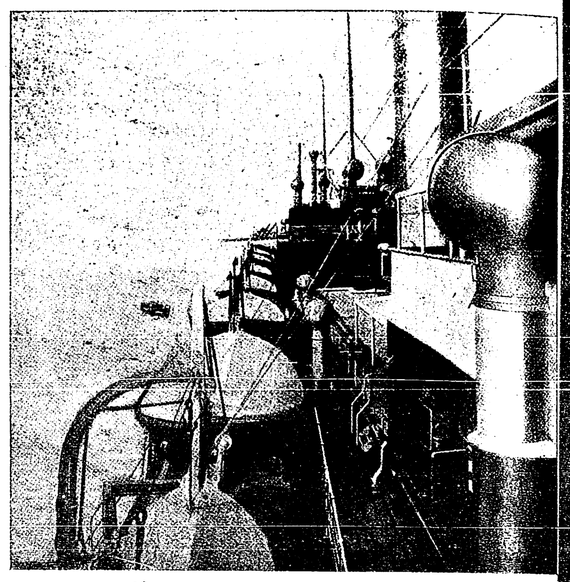

বোট ডেক্।

আমাদের Arabia জাহাজের মোটামুটি বর্ণনাটা এইখানে হইয়া থাকুক। এ জাহাজখানার চারিটি তলাতেই লোক আছে। সর্ব্বোপরি Boat Deck, কাপ্তেন ও কর্ম্মচারীরা তথায় থাকেন, "Bridge" হইতে জাহাজ-চালানর কাজ পর্য্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি হয়। যাত্রীদের তথায় উঠা নিষেধ। তার নীচে Hurricane Deck; এইখানে ভ্রমণের বিশ্রামের, ক্রীড়ার, এবং কদাচিৎ গ্রীষ্ম-প্রখর রজনীতে শয়নেরও যথেষ্ট স্থান আছে। এখানে কিন্তু ঝড়-ঝটিকার আধিক্যও যে কিছু বেশী। এই ডেকেই ক্রিকেট কোয়েট প্রভৃতি খেলা ও Sports Ball Danceও মাঝে মাঝে হয়। এখানে কএকটি Cabinও আছে কিন্তু সেগুলি তত সুবিধার বোধ হইল না।

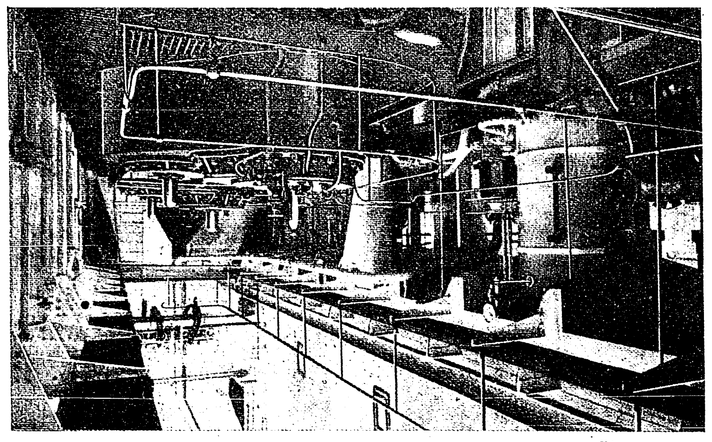

এঞ্জিন ঘর।

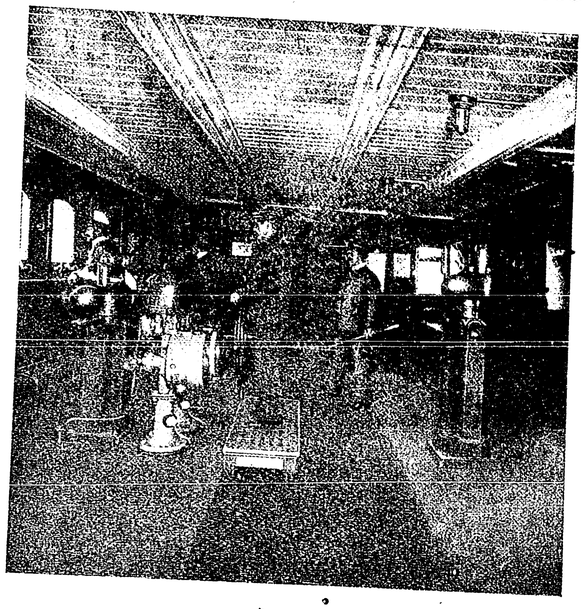

এই ডেকের একদিকে ধূমপানের ও তাস খেলিবার প্রকাণ্ড সাজান ঘর আর একদিকে তদপেক্ষা বৃহৎ—সুন্দর সুসজ্জিত Music room ও বৈঠক খানা ঘর। এই সকল ঘরে

পেক্ষা ডেকের উপরই প্রায় অনেকে সর্ব্বদা থাকেন। কেবিনের মধ্যে আমার মত একাকী অল্প লোকেই থাকেন। কিন্তু চিন্তা-সহচরীকে লইয়া, এবং অতিরিক্ত ১৫্ পনের টাকা ব্যয়করা ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার দাম আদায় করিবার অছিলায়, আমার সময় অনেকের অপেক্ষা ক্যাবিনেই অধিক কাটে। Hurricane Deck এর নীচে Spar Deck; এখানেও অনেক ক্যাবিন আছে। এই ডেকেই আমার প্রথম স্থান হইয়াছিল। Purser, অর্থাৎ কেরাণী সাহেবের আপিস, ডাকঘর, নাপিতের দোকান ইত্যাদি এই ডেকে। তার নীচে Main Deck; আহার ও শয়নগৃহ এই ডেকে, অধিকাংশ স্নানাগৃহও এই ডেকে। আমার শয্যাগৃহ স্নানাগার প্রভৃতির নিকট, এইস্থান আমি পছন্দ করিয়া লইয়াছি। কোন অসুবিধা নাই। অসুবিধা থাকিলেও "নালিসের কারণ আদৌ নাই।" তার নীচে Hold. জিনিস পত্র কলকারখানা সমস্ত এই খানে। যাত্রীদের সেখানে যাইবার নিয়ম নাই। সেকেণ্ড ক্লাস ক্যাবিনগুলি জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে। সে দিকটা দেখিবার, কিংবা সর্ব্বদা যাইবার, সুবিধা হয় না। সম্মুখের দিকে স্বতন্ত্র উচ্চস্থানে একজন Look-out man সর্ব্বদা সম্মুখে নজর করিয়া আছে। উচ্চ কর্ম্মচারিগণকে কিছু জানাইবার থাকিলে Speaking Tube দিয়া কথা কয়।

প্রমোদ-ডেক্।

জাহাজের সকল কর্ম্মচারী ও ভৃত্যই আনন্দিত মনে কাজ করে, বক্সীসের প্রত্যাশা করে ও পায়, এবং কাজ হইয়া গেলে স্বাধীনের মত অকুতোভয়ে মনিবমণ্ডলীর চক্ষের সম্মুখে

হুইল ঘর।
এইখান হইতে জাহাজ চালান হয়।

নিজেরা আনন্দ করে ও মনিবমণ্ডলীরও আনন্দের সাহায্য করে ও পায়। Cabin Steward এক পাউণ্ড; Table Steward দশ শিলিং; Bath Steward, Deck Stewardকে পাঁচশিলিং করিয়া বক্সীস আমার ন্যায় নিঃস্ব আরোহিগণের পক্ষে এক রকম নিয়মই আছে। ধনকুবেরদের নিয়ম অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহারা প্রকাশ্যভাবে কিছু প্রার্থনা করে না। সকলেই তাহাদের গুণে বশীভূত হইয়া ইচ্ছাক্রমে বক্সীস দেন। ঘর হইতে তাহাদের দ্বারা জিনিস-পত্র চুরি বা নষ্ট হয় না। কোন কোন বন্দরে আগন্তুক অন্য লোক উঠিয়া কখন কখন চুরি করে। তদ্বিষয়ে যাত্রীদিগকে সাবধান করিবার জন্য ঘরে ঘরে নোটীস দেওয়া আছে। সকল স্থানেই সকল কার্য্যের সম্বন্ধে নোটীস টাঙ্গান আছে, সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই জানান আছে। তাই চক্ষুকর্ণবুদ্ধিসাহায্যে, সহজে সকল কাজ সুসাধিত হওয়া সতত সম্ভব। নিজ ক্ষৌরকর্ম্ম যে স্বয়ং সম্পন্ন করিতে অক্ষম, সে ছয় আনা দর্শনী দিয়া ক্ষৌরকার মহাশয়ের ইন্দ্রপুরী তুল্য সুসজ্জিত কক্ষে গিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া আসে। আমার মত অলস অকর্ম্মণ্য অথবা আভিজাত্যাভিমানী অনেক লোক আছেন, যাঁহারা নিজে নিজের

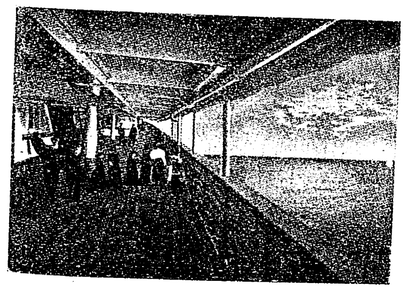

ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে পারেন না। এই অভ্যাসে পূরা সাহেবীয়ানার অভ্যস্ত না থাকায় প্রথম প্রথম লজ্জিতপ্রায় হইতেছিলাম; কিন্তু পরে দেখি নাপিত সাহেবের বৈঠকখানা নিত্য প্রাতঃকাল হইতে লোকে লোকারণ্য। রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিয়াও তাহার কাজ ফুরায় না। তখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

জাহাজে ডাক্তার সাহেব আছেন। তাঁহাকে ডাকিলে পাঁচ শিলিং ফী দিতে হয়। কিন্তু ঔষধের দাম দিতে হয় না। হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতিদিনের আহারেই প্রত্যহ প্রায় ৬।৭ টাকা পড়ে; অন্যান্য বাবুগিরির আসবাবেও খরচ আছে। বিছানা তোয়ালে প্রায় নিত্য বদলাইয়া দেয়। দাম দিলে জাহাজে কাপড় পর্য্যন্ত কাচাইয়া লওয়া যায়। বৈঠকখানায় বসিয়া যত ইচ্ছা চিঠির কাগজে চিঠি লেখায় বারণ নাই। খেলা ধূলারও যোগাড় জাহাজে যথেষ্ট আছে। ইচ্ছা করিলে জাহাজ ভাড়ার টাকাটি এইরূপে বোধ হয় কতকটা তুলিয়া লওয়া যায়।

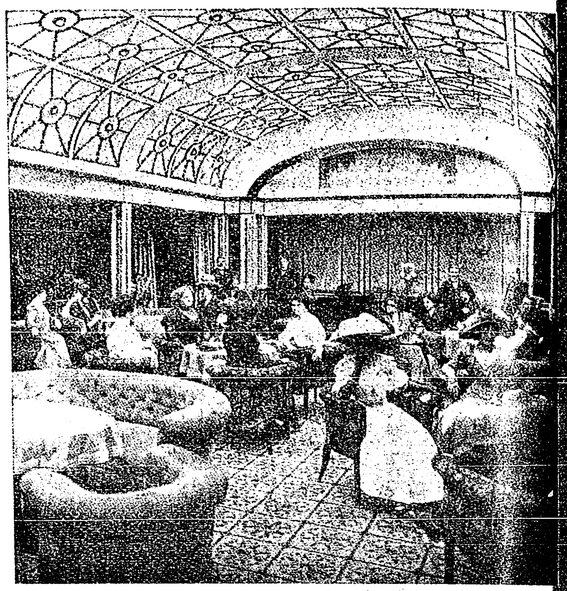

বৈঠকখানা।

জাহাজ প্রতিদিন কত মাইল যাইতেছে, তাহার একটী চার্ট প্রত্যহ দেওয়া হয়। তা লইয়া বাজী খেলাও হয়। জুয়া খেলিবার অবকাশ পাইলে, একশ্রেণীর লোক যে অবকাশ কখন ছাড়িতে পারে না। প্রত্যহ প্রায় ৩৭ মাইল হিসাবে আমরা চলিতেছি। প্রতিবার ঘণ্টার প জাহাজের ঘড়ীর কাঁটা অর্দ্ধঘণ্টা হিসাবে পিছাইয়া দেওয়া হইতেছে। তবে জানা যায় যে, ঘড়ির নির্দ্দিষ্ট সম ঠিক চলিতেছে। এই উপায়ে স্থানীয় সময়ের নির্দ্দেশ হয়। চন্দ্রতারার সাহায্যে জাহাজ দিনরাত্র চলিয়াছে। সুয়েজ খালে যাইবার সময় রাত্রে Search Light জ্বালিয়া চলে সোমবার চতুর্থীর চন্দ্র দর্শন করিয়াছিলাম; মঙ্গলবা Southern Cross দেখিলাম। ক্রমশঃ যেন কোন অজা অচেনা জায়গায় অগ্রসর হইতেছি। সময় এক রক কাটিয়া যাইতেছে। তবে দিনরাত্রই পোষাক পরি থাকিতে হয়, ইহাই যন্ত্রণা। যে, আপিসে পর্য্যন্ত নো খুলিয়া চটি জুতা পরিয়া থাকে, তাহার কি এ সকল পোষা তবে পরের চাকর, পরের সাবান, পরের তোয়ালে, অ অজস্র সমুদ্রজল পাইয়া বাবুগিরি কিছু বাড়িয়া যে যাইতেছে তাহা নয়। অসীম সমুদ্র, অনন্ত আকাশ,

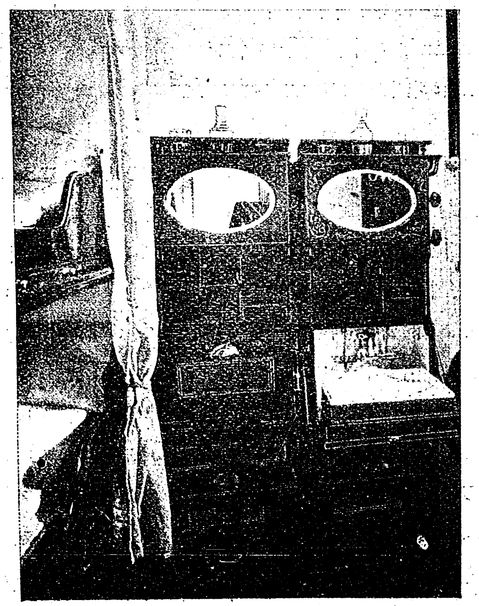

কেবিন।

কর্ম্মচারী।

মধ্যে মধ্যে জাহাজের উপর নানা ভাবের লোকলীলা দেখিয়া সময় এক রকম কাটিয়া যাইতেছে, মন্দ নহে। যতটুকু বাকি থাকিতেছে, তাহা অনন্ত চিন্তার সাহায্যে বেশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে উড্ডীয়মান পক্ষী সারি গাঁথিয়া যাইতেছে। শ্রেণী-বিশেষের মৎস্য কখন কখন লাফাইয়া এখান হইতে ওখানে পড়িতেছে। আর নীলাম্বরের উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া মাঝে মাঝে বড় সুন্দর রামধনুর অবতারণা হইতেছে। ভাবুকের নিকট এই অনন্ত মণ্ডলীর শোভার আদর যে শ্রেষ্ঠতম,—তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবুক হইবার সময় ও অবসর বড় পাইলাম না। কারণ—চিন্তা আমায় কিছুতেই ত্যাগ করিল না। অত্যন্ত গরম ও বমনোদ্রেক হইবে ইত্যাদি কত ভয় করিয়াছিলাম; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ত তাহার চিহ্নও দেখিতে পাই নাই। তবে এখনই ও গর্ব্ব করা উচিত নয়। পথ এখনও অনেক বাকী। ধীর স্থির স্বচ্ছ দর্পণের মত সমুদ্র কাল রাত্রে ও আজ প্রাতে, ক্ষণকালের নিমিত্ত কিছু অধীর হইয়া, দৃপ্ত মানবকে মনে করাইয়া দিয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। অনেকে যাহা "সমুদ্রপীড়া" বলে, তাহা হইয়াছিল; কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমি এ পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাইয়াছি। "You are a good sailor",—"You have nothing to fear",—"You have stood the first part of your first journey well" ইত্যাদি অভিনন্দন অনেকের নিকট পাইয়াছি। শুনিলাম, বৃহস্পতিবার রাত্রি ২টার সময় এডেনে পৌঁছিব; অন্ধকার রাত্রে ডাঙ্গায় নাবিতে ভরসা বা সুবিধা হইবে না। জাহাজ হইতেও সহর দেখা যাইবে না। কেবল কয়লা ও মাল লইবার হাঙ্গাম—গোলমাল। ভোরবেলা এডেন ছাড়িবার সময় কিছু দেখা যাইতে পারে। ৪টা ৫টার মধ্যে ভারতবর্ষের যাইবার মত চিঠিপত্র ডাকে দিতে হইবে বলিয়া সকলে প্রস্তুত হইতেছেন।

গত সোমবার পর্য্যন্ত আমাদের জাহাজ বম্বের সহিত বিনা-তারের বিদ্যুৎ-সংবাদ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। সে সীমা

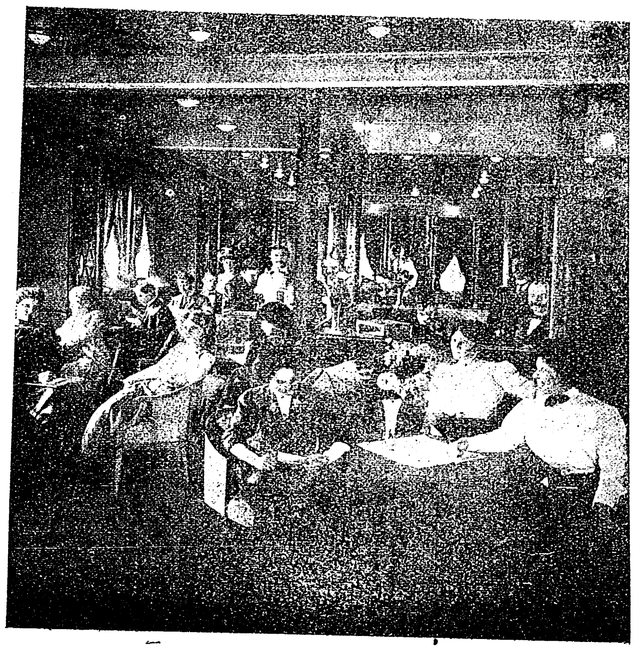

লিখিবার পড়িবার ঘর।

অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে বাড়ীতে একটা Marconigram দিয়া সে শৃঙ্খল কাটাইলাম। কাল মঙ্গলবার Salsette ষ্টীমার অনতিদূরে গৃহগামী Indian Mail লইয়া গেল। তাহাতেও Wireless Telegram আছে। মনে করিলাম, আর একটা Marconigram-এ কিছু অর্থব্যয় করা যাউক; কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলাম যে Salsette হইতে বম্বেতে Marconigram বৃহস্পতিবারের পূর্ব্বে যাইবে না। তাহার পর বম্বে হইতে কলিকাতা। ততক্ষণ এডেন হইতে রীতিমত টেলিগ্রাম করিতে পারিব। অতএব Marconigram আর করা হইল না।

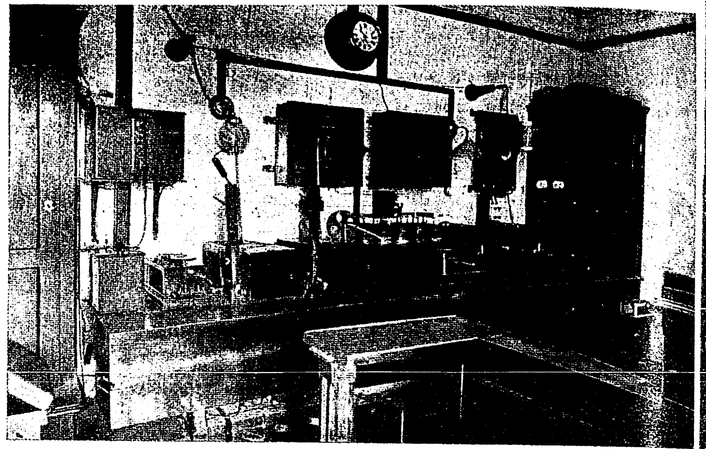

তারহীন টেলিগ্রাফের ঘর।

চিঠিপত্র সমস্ত শেষ করিয়া ভ্রমণ-কথার কতকটা লিখিয়া ডাকে পাঠান গেল। এই দেবাক্ষর ভেদ করিয়া কেহ যে পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবে, তাহার ভরসা করিয়া লিখিলাম না। তবে কাহারও কখন কাজে আসিতে পারে, মনে ছিল। 'ভারতবর্ষ' পাঠকপাঠিকার ধৈর্য্য-চ্যুতির ইহা কারণ ঘটিবে, তখন তাহা জানিতাম না। জানিলে অন্ততঃ পঞ্চানন্দের ভয়ে—ভাষা, ভাব ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে সংযত হইতাম। কিন্তু এ সকল পত্র-রচনার সময় সাহিত্য-সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি ছিল না। ক্ষমতাও বুঝি ছিল না। পিপাসী প্রাণ ও উন্মুক্ত চক্ষুকর্ণ যাহা পাইয়াছে, তাহাই ধরিয়া রাখিয়াছে।

বৃহস্পতিবার ২৩শে মে—কাল বৈকাল হইতে গরম কিছু অধিক পড়িয়াছিল; কিন্তু যে গরম আমাদের গ্রীষ্মকালে সহ্য করিতে হয়—যে গরমের মধ্য দিয়া কলিকাতা হইতে বম্বে পৌঁছিয়াছিলাম, ইহা তাহার তুলনায় বিশেষ কিছুই নয়। আজও বেশ গরম আছে; সাহেব-মেমেরা হাঁপাইয়া জামাকাপড় হাতে করিয়া সভ্যতানুমোদিত বস্ত্র-হীনতার চরমসীমায় পৌঁছিয়া জাহাজময় হা হুতাশ করিয়া বেড়াইতেছে। কোথায় দাঁড়াইলে একটু অধিক বাতাস পাওয়া যাইবে, তাহার সমীচীন পরীক্ষা বর্ত্তমান জীবনের যেন একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য;—এইভাবে "দাঁড়ুড়িয়া" বেড়াইতেছে। ইহাই তাহাদের বল,—ইহাই তাহাদের দৌর্ব্বল্য। হুজুগ বাহির করিবার "একটি"; কিছু—একটা রাগ গোসা অভিমান করিয়া কথা কহিবার জিনিস পাইলেই যেন বাঁচে। অভিযোগের কিছু বিষয় না থাকিলে ইহাদের যেন পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। আর দেখাদেখি, যাহার অনভিপ্রেত বিষয়েও সাহেবানুকারী হইয়াছেন, তাঁহাদেরও এই সংক্রামক রোগে ধরিয়াছে। পথে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও Sea Sickness-এর ভয় সকলে আমায় যেরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার ত চিহ্নমাত্র নাই। যে "কষ্টকে কষ্ট বোধ করিব না" একবার মনে করিতে পারিয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তাহার দুঃখ কষ্ট ভয় কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। নগদ ১৫৲ টাকা খরচ করিয়া ইলেক্‌ট্রিক পাখা শয়নকক্ষে লওয়া হইয়াছিল, কারণ জাহাজ কোম্পানী এ বিলাসটা বিনা-পয়সায় দেন না,—তাহার দাম আদায় এ কয় দিন আদৌ হয় নাই। কাল ও আজ সামান্য কিছু হইয়াছে মাত্র। অতএব প্রতিদিন পাঁচ টাকা করিয়া হাওয়া খাওয়ার উপযোগিতা সন্দেহের বিষয়। জাহাজে জামা রুমাল, কলার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হইবে,—এ পরামর্শ দিয়া যাঁহারা ঐ সব জিনিষে বাক্স বোঝাই করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও দেখিতেছি, বিশেষ ভুল হইয়াছিল। প্রত্যহ দুইবার কাপড় বদল করা প্রয়োজন বটে; কিন্তু একদম উৎপরীক্ষায় ফিটফাট হইতেই হইবে, নিত্য বারবার কামিজ-কলার বদল চাইই চাই, এমন কথা কি

নাই। এ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, জাহাজের দায়ে সঙ্গে বোঝা বাড়াইয়া—ভূতের বোঝা বহিয়া, এই দীর্ঘ পথে ভবিষ্যৎ যাত্রিগণ অকারণে কষ্ট না পান। ফ্রান্সে রেলে করিয়া প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক দুইটি লইয়া যাইতে "ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি" গোছের ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা। অতএব এক সপ্তাহের মত প্রয়োজনীয় অল্প কাপড় জামা 'Hold all'তে লইয়া মার্সেল ও প্যারিসে ব্যবহার্য্য সামান্য জিনিস সঙ্গে রাখিয়া ভারি মালপত্র বরাবর জাহাজে পাঠাইলেই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা।

কাল বৈকাল হইতে "কখন্ এডেন্ পৌঁছান যাইবে" এই সমস্যা লইয়া ক্রমাগত কথাবার্ত্তা—আলোচনা চলিতেছে। এইরূপে একটা যাহা হয় আলোচ্য বিষয় পাইলেই জাহাজের সকলেই যেন উন্মত্ত হয়। কিন্তু স্থির অচল থাকে, জাহাজের কর্ম্মচারিগণ। তাহাদেরই স্থির অচঞ্চল বুদ্ধির উপরেই জাহাজের ও যাত্রীর রক্ষা নির্ভর করে। প্রশ্ন-পরম্পরায় তাহাদিগকে এই উদ্দাম যাত্রীরা ব্যস্ত করিয়া তোলে, তাহারাও কিন্তু তদুপযুক্ত। ভদ্র ও নম্র ব্যবহার তাহাদের যেন স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু কর্ত্তব্য-পালন-সময়ে যাত্রীদের সহিত গল্পগুজব করা বা আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিবার তাহাদের অনুমতি নাই। সে নিয়ম অতিক্রম করিলেই বিপদ্। নিম্নকর্ম্মচারীরা দিবারাত্র অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছে। কোম্পানির নিকট ইহারা বেতন কম পায়। কিন্তু যাত্রীদের "বক্সীসে" পোষাইয়া যায়। সেইজন্য বড়ও অত করে। প্রত্যেক বার ক্যাবিনে গিয়া দেখি যে, বিছানা জুতা কাপড়গুলি পুনরায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। একটি জিনিস স্থানচ্যুত বা অযত্নে রাখা নয়, কাজেই কোন জিনিস হারায় না। এডেনে নাকি আরবদেশীয় চোরেরা উঠিয়া চুরি করে। জাহাজ বন্দরে লাগিলে সকলকে সাবধান করিবার জন্য, জাহাজের প্রকাশ্য স্থানে নোটিশ লাগান আছে।

তাই খাজাঞ্জী সাহেবের নিকট টাকা কড়ি রাখিতে দিলাম। ঘরের জিনিসের 'হেফাজৎ' ক্যাবিন-ষ্টুয়ার্ডই করিবে। মাথা ঘামাইবার কোন অবকাশই দেয় না। এ শ্রেণীর য়ূরোপীয় ভৃত্য সাধারণতঃ সাধু চরিত্র। কালেভদ্রে কখন দুই একজন অসাধু ভৃত্য সমস্ত সম্প্রদায়কে কলঙ্কিত করে।

মিসেস্ রাওয়ের, লাল পাতলা বেনারসী সাড়ী ধার করিয়া নানা ছাঁদে পরিয়া এক ফরাসী রমণী রঙ্গ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। এ উপলক্ষ পাইয়াও জাহাজ খুব সরগরম। বাস্তবিকই সেই মহিলাকে ভারতরমণী বেশে মানাইতেছিল ভাল। বিলাতী হাওয়া স্ত্রীপুরুষে বিলাতী পোষাকের দাসত্বের জন্য এক শ্রেণীর লোক যেন পাগল হয়, ইংরাজেরাই তাহা বুঝিতে পারে না। তবে এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা আমাদের রমণীগণের বুদ্ধি বিবেচনা বিচার অনেক অধিক। তাঁহারা সহজে বিলাতী পোষাকের জালে পড়েন না।

প্রায় রাত্রি ১ টার সময় এডেনে জাহাজ পৌঁছিল। নোঙ্গর ফেলার হাঙ্গামে আরবীয় ভীমকায় ভীমতর-কণ্ঠ কুলীদের কয়লা তোলার গোলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সকালে যখন হয় সহর দেখা যাইবে মনে করিয়া পাশ মোড়া দিলাম। কারণ ভোর না হইলে জাহাজ ছাড়িবে না শুনিয়াছিলাম। তত রাত্রে কে আবার উঠিয়া মাফিক দস্তর কাপড় পরে বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল না। দিবারাত্র এইরূপ সাহেব বল বাবু বল—সাজিয়া বেড়াইতে হয়, জাহাজের ব্যবস্থাই তাই। কিন্তু সকালে স্নানের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষ সকলেই রাত্রের কাপড়েই ডেকে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে কিংবা ডেকের উপর ঘুমাইতেছে, তাহাতে কোন দোষ বিবেচনা নাই। আমাদের অনভ্যস্ত চক্ষে—কিছু 'ঠেকে'। কিন্তু মেমেদের সান্ধ্য-বেশও ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীর সাহেবদের পর্য্যন্ত লজ্জা জন্মাইতেছে, এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতির আশু কোন সম্ভাবনা আছে বোধ হয় না। অথচ এ প্রশ্ন জাতির শ্রেষ্ঠতম নরনারীকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিলাতী ছবির কাগজে যে সকল হাসিঠাট্টার কথা বা ছবি বাহির হয়, বাস্তবিক তাহা শুদ্ধ হাসিঠাট্টার জন্য নয়। লোক-চরিত্র ও সমাজরীতি সংশোধন পক্ষে,—এই রূপে তীব্র বিদ্রূপ ও পরিহাস সময়ে সময়ে বিশেষ সহায়। সেদিন এক ছবির কাগজে প্রভু ও দাসীর মধ্যে সান্ধ্য-কথোপকথনের একটু আভাস দিলে, কথাটা একটু পরিষ্কার হইবে। গৃহস্বামিনীকে দেখিতে না পাইয়া প্রভু সন্ত-গ্রাম-প্রত্যাগত অল্পবুদ্ধি দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝি তোমার মা'ঠাকুরাণী কোথায়"। কিছু ব্রীড়ানম্র স্বরে অনিচ্ছার সহিত দাসী উত্তর করিল,

"সান্ধ্য ভোজের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য মাঠাকুরাণী বিবস্ত্র হইতেছেন"। "My lady is striping for dinner." ফ্যাসানি জগতের অধিস্বামী গৃহস্বামীর কথাটা হঠাৎ বুঝিতে একটু কষ্ট হইল। বুঝিবার পরে লজ্জা হইল। পল্লী-নিয়মে অভ্যস্ত দাসীর চক্ষে সান্ধ্য-বেশ-পরিধান প্রায় বিবস্ত্র হইবারই তুল্য,—একথা ফ্যাসান-পুঙ্গবের মনে লাগিল। ক্রমশঃ সুফল ফলিতে পারে। সাহেবেরা শুনিয়াছি, আমাদের তামাসা করিয়া বলেন, "We dress for dinner, but you undress for dinner"। সেটা দেশের সমাজের ও গৃহের নিয়ম মত পুরুষ মহলে হয়ত হয়, কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে সে কথা আদৌ খাটে না। অতএব এ বিষয়ে আমরা ভাল কি সহেবেরা ভাল ভাবিবার বিষয়। সহসা নিজ পথ ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি বা ভরসা হয় না। কোন কোন অসংযত পরিবারে ফ্যাসান তাড়নার বলে আংশিক "বুক কাটা" জ্যাকেটের আবির্ভাব হইয়াছে বটে। কিন্তু গায়ে সেমিজ বডির উপর "ঘোর-বেড়" সাড়ী, কোথায় বা 'ভেল' কিংবা চাদরে ভারত-মহিলার মহা মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দিনের বেলার প্রচণ্ড গরমেও কিন্তু কাপড় কাহারও একটু কম করিবার যো নাই। আজ কেহ কেহ কোট খুলিয়া শুধু কামিজ গায়ে দিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু মেম দেখিলেই কোটটি টানিয়া লইবার ভাণ করিতে হইতেছে। কিন্তু স্নানের পূর্ব্বে সকলে পাতলা স্লিপিং স্যুট পরিয়া দুই ঘণ্টাকাল শুধু পায়ে জাহাজ ধোয়া জলের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে দোষ হয় না। আশ্চর্য্য etiquette!

যাহা হউক উঠিতে না চাহিলেও উঠিতে হইল। জাহাজ বন্দরে লাগিবার কিছুক্ষণ পরে "মহাশয় আপনার টেলিগ্রাম" শব্দে চমকিত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম। বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না, তবু টেলিগ্রাম কেন আসিল—মনে করিয়া কেমন আতঙ্ক হইল। বেলা ১১টার সময় টেলিগ্রাম এডেনে পৌছিয়াছে। রাত্রি তিনটার সময় আমার হাতে পৌছিল। ছেলেরা বুদ্ধি করিয়া বম্বে ও এডেনে টেলিগ্রাম করিয়া ভালই করিয়াছে। ভাল সংবাদ পাইয়া মনে একটু অধিক বল স্বভাবতঃ হইয়াই থাকে।

উপরে ডেকের উপর আসিলাম। বন্দরে অসংখ্য অবুদ্ধি-গম্য লাল নীল আলো রহিয়াছে। প্রকাণ্ডকায় বলশালী আরব, সোমালী কুলীরা তাহাদের ভীষণ শ্রমবিনোদন সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে নিমেষের মধ্যে দুই জাহাজ (Lighter) কয়লা আমাদের জাহাজে তুলিয়া দিল। অদ্ভুত অস্পষ্ট আলোক জলের উপরে ছায়া ফেলিয়া অন্ধকারকে বাস্তবিক 'পরিদৃশ্যমান' করিতেছিল। তাহা ভেদ করিয়া সেই মহাকায় শ্রমজীবিগণের ঘর্ম্মাক্ত অর্দ্ধনগ্ন কলেবর দেখিয়া Milton, Dante, মধুসূদনের অন্ধকার-পুরীর অধিবাসিগণের কথা মনে পড়িল। অসুরোচিত কার্য্য করিতে করিতে যে ঘনান্ধকারতুল্য ধূলার বৃষ্টি করিতে, লাগিল তাহার তরঙ্গে কবিকল্পনা ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া ঝটিতি পলায়ন করিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিয়া—শয্যায় আশ্রয় লইলাম। প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িবার উপক্রম হইতেছে, বুঝিয়া,—আবার ডেকের উপর গেলাম। তৃণপল্লবহীন নগ্নসৌন্দর্য্য পর্ব্বত পরুষকঠিন একাকিত্বের সমুদ্রের মাঝখান হইতে উঠিয়াছে। জাহাজ হইতে নাবিয়া সহর প্রদক্ষিণের সময়ও ছিল না, আর দেখিবার যোগ্য বিশেষ কোন বস্তুও নাই বলিয়া সে চেষ্টা করা গেল না। অনেক জিনিস দূর হইতে দেখিলে বরং কিছু ভক্তি থাকে। এডেন সহর সেই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যশালী।

ভারতবর্ষের পথে এসিয়ায় ইংরাজের প্রধান দুর্গ এই এডেন। সুয়েজখাল ইংরাজের হাতে সম্পূর্ণ নাই। ফরাসী ও অন্যান্য জাতিরও ইহাতে অধিকার আছে। কিন্তু ইংরাজের তাহাতে আসিয়া যায় না। এডেন ও পেরিম এই দু'টি তাহাদের হস্তগত। লোহিত-সমুদ্র দিয়া আরব সাগরে যাইতে হইলে, এডেন পেরিণের সুসজ্জিত কামানের সম্মুখ দিয়া যাইতেই হইবে। ইংরাজকে পরাভব না করিয়া কিংবা তাহার অনুমতি না লইয়া কেহ এই পথে প্রবেশ করিতে পারে না।

দক্ষিণ পথ দিয়া গিয়াও ভারতসমুদ্র প্রবেশ কঠিন। পুরাকালে এক সময় পেরিন্ ফরাসীরা লইবার উদ্যোগ করিতেছিল। রাত্রে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ফরাসী নৌসেনাপতির সহিত আহার-সময়ে অসত কথাচ্ছলে তাহার সংবাদ পাইয়া নিশাযোগে পেরি দখল করিলেন। প্রাতে যখন ফরাসী-জাহাজ দ্বী দখল করিতে গেল, তখন বৃটীশ নিশান তথায় গর্ব্বভরে বুঝিবা কতক বিদ্রূপভরে—উড়িতেছে। ইংরাজ এইর

সর্ব্বত্র আট ঘাট বাঁধিয়াছেন ও ভারতের বিদেশী আক্রমণ-শঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে। Mediterraneanএর সদর ফটক Gibralterটি দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঘটিয়া উঠিতেছে না।

এডেন বন্দর ছাড়িয়া পেরিণের সংকীর্ণ-পথে পোত-চালনা কিছু কঠিন। অতি সাবধানে যাইতে হয়। "পাঁচ সাম মিলে না" বলিয়া দেশী খালাসী সুর করিয়া জল মাপে না। জাহাজের দুই দিকে বাহির করা কাষ্ঠ-মঞ্চের উপর হইতে জল মাপিবার সরঞ্জাম লইয়া দুইজন ইংরাজ নাবিক পূর্ব্বশ্রুত সুরের অনুরূপ সুরে অথচ নূতন সুরে "A half and six" গায়িয়া জল মাপিতে মাপিতে জাহাজ লইয়া চলিল। স্থান-বিপর্য্যয়ের লক্ষণ ক্রমশঃ নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। দুই চারিটা এসিয়ার অনভ্যস্ত ভিন্ন-জাতীয় পাখী দেখা গেল, আর মাছি ফড়িং এর জাতি ও আকারের পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হইতে লাগিল। দুই দিকেই কূলের নিকটে নিকটে ছোট বড় পাহাড়। উচ্চ-নীচ জমি। মাঝে মাঝে সংকীর্ণকায় লোকালয় দেখা যাইতে লাগিল।

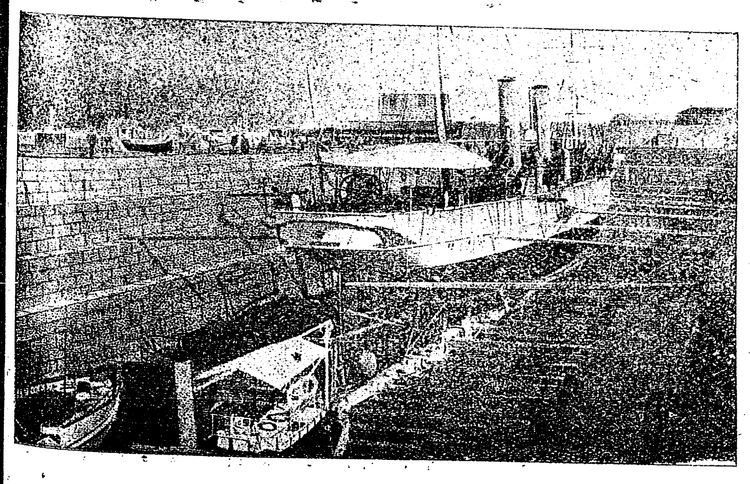

সুয়েজ।

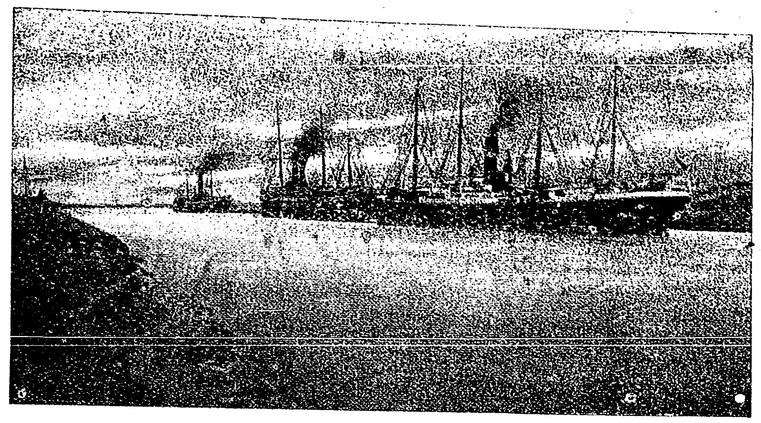

সুয়েজ খাল।

যেন বড় নদীর উজান বহিয়া যাইতেছি, মনে ধাঁধা লাগিতে লাগিল। স্থান অল্পপরিসর বলিয়া বিপরীতগামী অনেক জাহাজ আসেপাশে দেখা গেল। অসমুদ্রগামী ছোট ছোট নৌকাও পালভরে যাইতেছে। বেলা ১টার সময় পেরিণ উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত-সমুদ্রে প্রবেশ করা গেল। লোহিত-সমুদ্রের লোহিত অপবাদ কেন হইল, বুঝিতে পারিলাম না। ভারত ছাড়িয়া যে নীলিমা-সাগরে এ কয়দিন ভাসিয়া আসিতেছি, সেই নয়নমনোরম নীলই বরাবরই এখনও দেখিতেছি। দিগন্তবিস্তারী সেই নীল সাড়ীতে হীরক-চূর্ণ-মণ্ডিত আঁচলার বাহার এখনও চলিয়াছে। তফাৎ এই যে, গরম কিছু বেশী। যে দিকে আমরা যাইতেছি, বায়ুর গতিও সেই দিকে, সেই জন্য সম্মুখ বায়ুর অভাবে এত গরম বোধ হইতে লাগিল। নতুবা দুই দিকে বহুদূরে মরুদেশ থাকাতে গরম বেশী বলিয়া যে লোক-সংস্কার আছে—তাহা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। সংকীর্ণ পথে অনেক জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। আকাশ ও সমুদ্রের মিলন-স্থলে অস্পষ্ট ধূম্রাকার একটা ছায়ার মত দেখা গেল। যতই

অগ্রসর হইতে লাগিলাম, অল্পে অল্পে সেই ছায়া একটা জাহাজের আকার ধারণ করিল। ক্রমশঃ সেই জাহাজ আমাদের নিকটবর্ত্তী জাহাজ হইতে বিপরীত মুখগামী অপর একখানি জাহাজের দৃশ্য হইয়া অবশেষে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অল্পে অল্পে বিপরীত দিকের সীমান্ত-রেখায় মিলাইয়া গেল। ভূগোলের প্রথম পাঠের প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পরিচয় বিস্তীর্ণ সমুদ্র-পথেই পাইলাম। বিলাতী টেলিগ্রামে দেখা গেল যে, প্যারিসের নিকট রেল সংঘর্ষণে ৫১ জন মানুষ মারা গিয়াছে। জলে স্থলে কি সংহার-মূর্ত্তির এবার অবতারণা! টাইট্যানিক ব্যাপারের

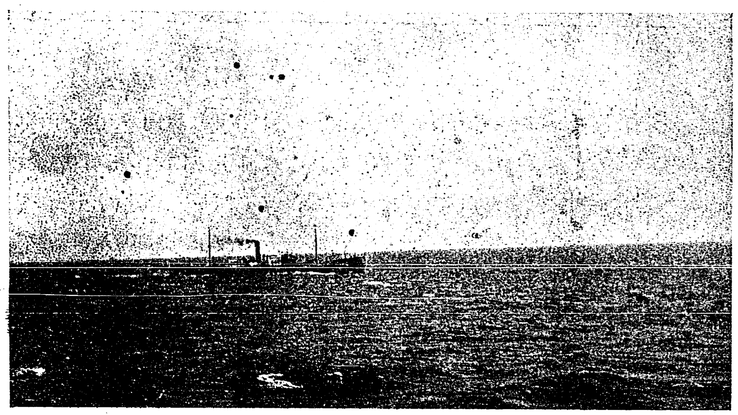

জাহাজ হইতে বিপরীত মুখগামী অপর জাহাজের দৃশ্য।

পর স্নেহবশে বিপদভয়ে যাঁহারা আমার সমুদ্রযাত্রার বিরোধী তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিবেন জাহাজে না চাপিয়া—রেলে চাপিয়াও ত পরিত্রাণ নাই। সম্পদ্‌বিপদ্ যাঁহার পূর্ণাধীন—সেই বিপদ্‌ভঞ্জন সাহায্য ব্যতীত নিস্তার-সম্ভাবনা কোথায়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে জিবুল টেয়ার (Jebul Terre) নামক পার্ব্বত্য দ্বীপ দেখা গেল। সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র এই দুই দ্বীপ তুরস্কের অধিকারভুক্ত। একটার উপর বাতিঘর (Light House) আছে। আজ কাল তুরস্ক ও ইটালির মধ্যে যুদ্ধের ওজরে বাতি জ্বলে না। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে—ইটালিয়ান রণতরী এই সকল প্রদেশও আক্রমণ করিবে। সে কথা যথার্থ হইলে সাক্ষাৎ যুদ্ধের ঘোরতর ব্যাপারের আন্দাজ কতক পাওয়া যাইত। কিন্তু যুদ্ধস্রোত এতদূর এখনও বিস্তৃত হয় নাই।

কিছুদূরে আফ্রিকার উপকূলাংশ দেখা যাইতে লাগিল। ছোট বড় সারি সারি কএকটা পাহাড় দেখা গেল। নাবি- কেরা ইহার নাম Twelve apostles বা দ্বাদশগোপাল দিয়াছে। এইরূপ অকারণ স্বেচ্ছামত ধর্ম্মের বিদ্রূপাত্মক নামকরণের—আমাদের দেশেও অভাব নাই। সন্ধ্যায় শীতল বাতাসে দিবসের উত্তাপ-স্মৃতি ক্রমশঃ কমিয়া আসিল।

২৪শে মে শুক্রবার।—লোহিত-সমুদ্রে লোহিত মূর্ত্তি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সময় সময় সূর্য্যাস্ত সময়ে নাকি তীরভূমি ও তীরবর্ত্তী নিম্ন পাহাড়গুলি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়, তাই লোহিত-সমুদ্র এই খ্যাতি। রঞ্জিত সমুদ্র কীটাণুর গল্প কল্পনায় প্রসূত। গ্রীষ্মের বিশিষ্ট লোহিত ভাব দেখাও আমার সৌভাগ্যক্রমে হইল না। বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর কথায় রাশীকৃত যে "ঠাণ্ডা" কাপড় লোহিত সমুদ্রে ব্যবহারের জন্য আনিয়াছিলাম তাহার ত আবশ্যকই হইল না। আর কলার কামিজ পারিপাট্য ও বৈচিত্র্য দেখাইবার অবকাশ বা প্রয়োজনও বিশেষ দেখা গেল না। দুইবেলা কামিজ বদলাইতে হইবে, এমন ব্যবস্থা বড়লাট কাউন্সেলের নেদরের ত দেখিলাম না। পশ্চাদ্‌গামীরা আমার ন্যায় ভুল না করেন বলিয়া একথা বারংবার উল্লেখ করিতেছি। তবে খাস সাহেবদের পক্ষে একথা খাটিতে পারে না।

রীতিমত সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সমুদ্র বক্ষে ভালরূপে এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই বলিয়া, আজ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ডেকের উপরে আসিলাম। "Lookout man" যে ডেকে জাহাজের মুখের নিকট দাঁড়াইয়া সম্মুখে দেখিতেছে, সে ডেকে উঠিয়া তাহার নিকট পর্য্যন্ত গেলাম। সেখানে যাইতে কোন বাধা নাই। কেবল তাহার সহিত কথা কহিয়া তাহাকে অন্যমনস্ক করা নিষেধ। নিকটে গেলে বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়, অতএব না যাওয়াই ভাল। আমার পদশব্দে একবার ফিরিয়া—চকিতের মত আমাকে একবার দেখিয়াই—আবার নিজ পর্য্যবেক্ষণ-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতর্কতার উপর জাহাজের মঙ্গলামঙ্গল অনেকটা নির্ভর করে। বিশেষত

লোহিত-সমুদ্রে এখন রাত্রিকালে বিপদ্ অপেক্ষাকৃত অধিক। তুরস্ক, ইটালী উভয়েরই Light House যুদ্ধ আরম্ভ অবধি বন্ধ রহিয়াছে। কেবল আমাদের রাজার যাইবার আসিবার সময় তাহারা উভয়ে অনুগ্রহ করিয়া আতিথ্য-সৎকার স্বরূপ বাতিঘর জ্বালাইয়া ছিল। এখন সে সুবিধা নাই। কাজেই রাত্রে অন্যান্য জাহাজকে অতি সাবধানে যাইতে হয়। আকাশ আজ মেঘশূন্য। তাই রাত্রি বড় অন্ধকার, চন্দ্রদেবও মাঝে মাঝে দেখা দিতেছেন। এমন সৎকার রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের সৌন্দর্য্য উপভোগ বহুকাল ঘটে নাই। তাই স্তব্ধ প্রাণে কিছুক্ষণ নিজেকে সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবাইয়া রাখিলাম। প্রাণে বড় তৃপ্তি—বড় শান্তি পাইলাম।

পেরিণ পাহাড়ের নিকট "চায়না" (China) জাহাজ দেখিয়াছিল। এখনও তাহা তুলিতে পারে নাই। এখনও তাহার মাস্তুলের অংশ দেখা যায়। ক্রমশঃ প্রাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে—"আমাদেরই আপন" সূর্য্যদেব রক্তিম-বরণ স্বীয় তনু প্রকাশিত করিলেন। চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কি মহান্—কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য!—ভক্তিপূর্ণ প্রাণে মস্তকে তাঁহার বন্দনা করিলাম। প্রভাসের কবি যে গীত গায়িয়াছিলেন—ইহা তাহার বিপরীত। "But eastward look, the sky is aglow with light" ইংরাজ কবির কথা পাল্টা বলিবার কিন্তু প্রয়োজন নাই। অজপার কবি গায়িয়াছিলেন, "বর্ণরূপং নমামি"। এই মূর্ত্তি গায়ত্রীর পূর্ণ বিকাশ। অজপা-জপে ভগবৎ-শক্তিকে বর্ণরূপে কেন বর্ণনা করিয়াছে,—ভক্তমণ্ডলের অন্তরের চক্ষু বহিশ্চক্ষুর সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যের সুধাময় ফল আজ তাহা বুঝিতে পারিলাম। সমুদ্রের জলে লাল, নীল, সবুজ রঙ্গের মেলা, তাহার উপর শ্বেত ঊর্ম্মিরাশির বিশ্রাম চঞ্চলতা যেন রঙ্গের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে। আকাশশূন্য নীল আকাশেও পীত লোহিত রঙ্গের খেলা সে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাইতেছে; প্রকৃষ্ট বিপর্য্যয় পলকে পলকে। কাহার সাধ্য তাহা কথায় বা তুলিকায় বর্ণনা করে। জীবন্ত গায়ত্রী সম্মুখে। বিশ্ব-মন্দিরের এই মহান্ গরীয়ান্ চিত্রের মধ্যে বিশ্বনাথের অপূর্ব্ব ছবি নির্নিমেষ-নয়নে মুগ্ধ স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। সে দৃশ্য ভুলিবার নয়। বৈদিক কবি ধর্ম্মজ্ঞ, ভাবজ্ঞ ও রসজ্ঞ ছিলেন।

ডেকে অনেকগুলি পরিচিত উচ্চপদস্থ ইংরাজ ছিলেন। তাঁহাদের সহিত কথায় কথা বাড়িল—আলোচনার তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ভাবুক-চক্ষে—কবিচক্ষে আমার চক্ষে দেখিবা মাত্র এই দৃশ্যে আত্মহারা হইলেন। ভারতে দীর্ঘ দিন যাপন করিয়া এ সকল অপূর্ব্ব মহান্ ব্যাপার সম্বন্ধে ভারতের অন্তস্তরের কথা—যাঁহারা জানিয়া আসেন নাই, ইংলণ্ডোন্মুখ ভারতবাসীর মুখে তাঁহারা সামান্য আলোচনাতেই যেন কৃতার্থমন্য হইলেন, যেন নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন। বিচিত্র ব্যাপার এই যে, বৈষয়িক-সংঘর্ষ-ব্যস্ত পরস্পরেরঘ পার্শ্ববর্ত্তী ইংরাজ বাঙ্গালী কখন পরস্পরের আভ্যন্তরীণ সত্তার অনুভবের অবকাশ পান না। এই আলোচনার ফলে "অসভ্য আদিম" হিন্দু ইংরাজের নিকট সর্ব্ব-শিক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য, তাহা ক্ষণকালের জন্য বলিতে—বুঝি বা ভাবিতেও ভুলিয়া গেলেন।

তাহার পর প্রাত্যহিক কার্য্য। ক্ষৌরকার-মন্দিরে প্রথমে উপস্থিত হইয়াও ১৫ মিনিটের কমে নিস্তার নাই। নানা ছাঁদি কথায় সময় নষ্ট করে। নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে ক্ষৌরকর্ম্ম করে। দশটা জিনিস বিক্রয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু অন্যলোক উপস্থিত থাকিলে দোকানে উপস্থিত হইবার ক্রম অনুসারে পরপর যদি কাজ সারিতে হয়, তাহা হইলে সময় ক্ষেপের ত কথাই নাই। যাঁহারা ক্ষৌর-কার্য্য-অনুরোধে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা ভদ্রলোক হইলে কথা-বার্ত্তা চলে। নতুবা সংবাদপত্র পাঠ কিংবা Picture Post Card দেখা ইত্যাদি কার্য্যে ক্ষৌরকার মন্দিরে সময় সংহারের উপায়। স্নানাদি কার্য্যেও প্রায় তিন কোয়াটার। তিনবার আহারে নয় কোয়াটার। দুইবার চা খাওয়ায় আধ ঘণ্টা। সময় "খুন" করিবার এত অবকাশ পাইয়াও সময় যেন কাটে না। ভোরে ডেকের উপর নিদ্রিত সাহেবদিগের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ও মুখভঙ্গী দেখিয়া দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন কতকগুলা জ্ঞান জন্মিয়াছে। আমার কৌতুকপ্রিয় দৌহিত্র "দাদাবাবুর" নাসাধ্বনি-সংযুক্ত নিদ্রার উপলক্ষ করিয়া যে ব্যঙ্গ করে তাহাতেই আমি মরিয়া আছি। তার উপর ডেকশায়িত

নাপিতের দোকান।

সাহেববৃন্দের সনাসাগর্জ্জন মুখভঙ্গীর সদৃশ মুখভঙ্গী পাছে ডেক চেয়ারের উপর বসিয়া মেম ঠাকুরাণীদিগকে দেখাইয়া ফেলি, এই ভয়ে আমি ডেকে নিদ্রার দিক্ দিয়াও যাই না।

মুখভঙ্গী-সম্বন্ধে আমার গুরুতর ভয় ব্যক্ত করাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "আপনার মুখভঙ্গীর কথা অমন করিয়া কেন বলিতেছেন, আপনার ত বেশ সুন্দর মুখ"। শুনিয়া সজোরে তাঁহার হাতটা নাড়িয়া দিলাম। বলিলাম, আপনি চিরজীবী হউন, "দারোগা হউন"। এমন মনোরম কথা ত কেহ কখন বলে নাই। নিকটে 'সতার' কিংবা 'বিনা-তারের'ও টেলিগ্রাম করিবার উপায় থাকিলে সর্ব্বস্ব খরচ করিয়া এখনই এসোসিয়েটেড্ প্রেস-সাহায্যে সমগ্র ভারতে এই শুভসংবাদ প্রচার করাইয়া দিতাম। চক্রবর্ত্তী পরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতাটা বাড়িতেছিল—এত মধুর ভাবব্যক্তির পর সে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবার সম্ভাবনা।

ডেকে বেড়াইতেছি, এমন সময়—নবপরিচিত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ম্যাকিন্‌টায়ার সাহেব আসিয়া কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। দেশের কথা—বিলাতের কথা হিন্দু ইংরাজের দোষগুণের ধারাবাহিক সেরেস্তা বাঁধা —নানা কথা হইল। সে সব কথার সবিস্তার বর্ণনা করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। জেনারেল সাহেব লণ্ডনে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত জেদ করিলেন এবং ঠিকানা দিলেন। ভারতে ইংরাজ-বাঙ্গালী সম্বন্ধ-সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাই। সামান্য কাপ্তেন লেফ্‌টেনাণ্টেরা মদগর্ব্বে ভদ্রভাবে কথা কয় না—কিন্তু তাহাদের উচ্চতর কর্ম্মচারীরা কয়। সামান্য collector সাহেবও তদ্রূপ অপরাধে অপরাধী, কিন্তু লাট কৌন্‌সেলের মেম্বরগণ ও স্বয়ং লাট সাহেব দেশীয়গণকে আদর করেন, ইহা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ভাবিবার বিষয়ও বটে। বয়োবৃদ্ধির সহিত লোকাভিজ্ঞতা বোধ হয় বাড়ে এবং তাহাতেই সাধারণ ইংরাজের উন্নতি সাধিত হয়। নিজেদের দেশেও ইহারা সহজে সাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে অনেক সময় লয়।

বদাওনের Collector Sherring সাহেবের সহিত আলাপ হইল। আমার বি, এ, পরীক্ষায় Shakespeare paperএ তাঁহার পিতা Rev. Mr. Sherring পরীক্ষক ছিলেন। তখন পরীক্ষায় প্রতি প্রশ্নের নম্বর সম্বন্ধে এত বাঁধা বাঁধি ছিল না। পরীক্ষার পূর্ব্বরাত্রে Her Bandmanএর অপূর্ব্ব হ্যামলেট অভিনয় দেখিবার পর দিন শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। ত... সম্বন্ধে ভয়ও স্পষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে Elezabethan Theatre সম্বন্ধে এক প্রশ্ন ছিল। Bandmanএর অভিনয়ের উত্তেজনা তখন মস্তিষ্ক অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছিল। অন্যান্য প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না লিখিলে বিপদের সম্ভাবনা, ইহা ভুলিয়া গিয়া এক Elizabethan Theatre সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর উন্মাদের মত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়া প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহন করিয়া দেখিলাম যে বাকি প্রশ্নের উত্তর লেখা হয় নাই এবং সময়ও নাই। পরীক্ষায় নিশ্চয় অকৃতকার্য্যতা স্থির করিয়া বাড়ী আসিলাম। পরীক্ষার ফল-প্রকাশের পূর্ব্বে কলেজের প্রিন্সিপাল টনি সাহেবের মারফৎ শেরিং সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার যে ছাত্র এই অভিনয়োন্মত্ততা প্রকাশ করিয়াছে সে কখন ইংলণ্ডে গিয়াছিল কি না। প্রিন্সিপাল নিজের ঘরে ডাকিয়া যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আত্মা ত উড়িয়া গেল;—কবুল জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা বহুদিন বলবতী হইলেও যাওয়া ঘটে নাই—কেবল ব্যাণ্ডম্যানের অভিনয় দেখিয়া হয়ত এই উন্মাদ-লক্ষণ ঘটিয়াছিল জানাইলাম। টনি সাহেব ছাত্রদিগের নিকট সহসা ও সহজে হাস্যমুখ ধরা দেওয়া ভালবাসিতেন না; সস্নেহে বলিলেন যে, শেরিং সাহেব আমার অভিনয়োন্মাদে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার জন্য তাঁহার মারফৎ এ প্রশ্ন করিয়া পাঠান নাই। এক প্রশ্নের উত্তরেই তিনি সমস্ত প্রশ্নের পূর্ণ সংখ্যা দিয়া আমায় সম্মানিত করিয়াছেন এবং কৌতূহল-ক্রমে আমার ইংলণ্ডের থিয়াটারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করিয়াছেন;—বলিলেন, আজ Shakespeareএর Englandএ যাইবার সময় তাহা মনে পড়িল, এবং কৃতজ্ঞতার সহিত শেরিং পুত্রকে এ পুরাতন গল্প বলিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

প্রেমের জয়*

...হুদূর হ'তে গোয়ালিয়রের রাজার প্রাসাদ-তলে,
...রুণ ভিখারী আসিয়াছে এক, কা'রে কিছু নাহি বলে।
...জারে হেরিবে, বলিবার যাহা রাজারে বলিবে সবি,
...হে, "ছাড় দ্বার প্রহরী, তোমায় দিব যাহা কিছু লভি।"
...জা কহে, "ওগো তরুণ ভিখারি, অর্থ চাহ কি তুমি ?
...হ কি কর্ম্ম, চাহ কি খাদ্য ?—কোথায় জনম-ভূমি ?"
...রক কহিল, "চাহি না অর্থ, নাহি মোর তৃষা ক্ষুধা ;
...গোয়ালিয়রের প্রাসাদে এলাম, পি'তে সঙ্গীত-সুধা ;
...হুদূর হ'তে শুনেছি মহিষী মৃগয়নার নাম,
...শুনিতে তাঁহার সঙ্গীত-রস এসেছি তোমার ধাম !"
...ন্ত্রীরা কহে, "ওহো, কি স্পর্দ্ধা !"—সেনাপতি কহে, "মারো।"
...রাজা কহে, "রহ ; তরুণ ভিখারী তুমি কি গায়িতে পারো ?"
রামতনু কহে, "পারি কিছু কিছু,—অনুরাগ আছে বড়।"
...রাজা কহে, "ভাল, দু'একটা গাও'—ভাল ভাল রাগ ধরো।"
রামতনু গান ধরিল যখন, নৃপতির সভাতলে,
'মল্লারে' তা'র বারি ঝরি' পড়ে, 'দীপকে' আগুন জ্বলে।
...ফণানত করি' মুগ্ধ ফণিনী লুটিয়া পড়িছে পায়,
রাজার সভার সকল গায়ক করিতেছে হায় হায় !
রাজা কয়, "ওগো ধন্য গায়ক ! কিবা দিব উপহার ?
...বাহুপাশে তোমা করিনু বন্দী, কোথায় পলা'বে আর ?
যোগ্যতর যে শ্রোতা তোমা হ'তে নাহি মহিষীর মম ;
ওগো কিন্নর ! আলোকিয়া রও মম সভা মনোরম।"

* * *

রাজপারিষদ রাঘবসিংহ সুন্দরী তনয়ারে
ভাবিতেছে—দিবে কোন্ নরনাথে, মহারাজা সুবাদারে।
সুকুমার কলাবিদ্যা নিপুণা করিয়া তুলেছে তায়,
তাহার মধুর কণ্ঠের কাছে কোকিলও লজ্জা পায়।

রামতনু কহে, "ললিত-কলায় এখন শিষ্যা তার
হেন পণ্ডিতা, জীবনে কখনো মিলেনিক কভু আর।"
রামতনু তা'র সকল বিদ্যা তাহারে করিল দান,
বাজিতে লাগিল একসুরে দু'টী হৃদি-তন্ত্রীর তান।
দিল গুরু গুরু মন্দ্রের সনে প্রেমবারি বরিষণ,
ভ্রমরের সাথে হৃদয়-কুসুম-গন্ধিত সমীরণ।
শঙ্খের সাথে দিল সে মৃগীরে শ্যামল শষ্পদল,
আকুল কোকিল-কণ্ঠের সাথে তৃষার রসাল ফল।
কথাভরা তান নিবে আসে ক্রমে দু'টী কণ্ঠের মাঝে,
ব্যথাভরা অনুরণনের বাণী দু'টী হৃদিবীণে বাজে।
ভ্রমরের গান নিবে আসে ক্রমে মধুভরা বনফলে,
বিহগের বাণী তিয়াসা জুড়ায় রসাল মুকুল-মূলে।
কলতরঙ্গ নিবে যায় কোথা হিয়া তটে তটে ফিরে,
ডুবিল মরাল মানস-সরের অগাধ গহন নীরে।

* * *

চলে রামতনু দিল্লীর পথে আনমনা ম্রিয়মাণ,
নিরাশার ঘন কালিমার ছায়ে মলিন হ'য়েছে প্রাণ।
ভাবিতে ভাবিতে চলে রামতনু,—সমব্যথী আছে কেবা ?
ব্যর্থ এমন তন্ত্রী-ধারণ, ব্যর্থ বাণীর সেবা।—
নাহি বংশের গৌরব মম, পদ-গৌরব নাই,
দীন অভাজনে দিল না কন্যা রাঘব সিংহ তাই !
হায় ! বাগ্‌দেবী দিবে বরমালা যক্ষপতির গলে,—
কাঁদিবে জানকী মম রক্ষের অশোক তরুর তলে !
কোন্ কিরাতের গলে পড়িবেরে বীণা সে সপ্তস্বরা ?
গা'বে কি সারিকা সোণার খাঁচায় সেই গীতি মনোহরা ?
সোণা-মুক্তার শক্তু আহারে কোকিলা কি বেঁচে রবে ?
রূপার-খনিতে কমল রোপিলে, কমল ফুটেছে কবে ?

সোণার চাবিতে খুলিবে কি আর প্রেম-দেউলের দ্বার ?
ললিত মৃণাল কেমনে সহিবে রথচক্রের ভার ?

* * *

সেই রামতনু আজি 'তানসেন'—নহে সে ভিখারী দীন ;
দিল্লীপতির সভায় আজিকে বাজা'তেছে তা'র বীণ।
গায় 'খাম্বাজ, ভৈরবী কাফি'—ঢালে সঙ্গীত-সুধা
শুনিতে শুনিতে দিল্লীর নাথ ভুলে' যায় তৃষা ক্ষুধা !
কভু চোখে জল, কভু দেয় কোল, কভু কণ্ঠের হার,
কভু কহে, "গুণী ! সুধা দে' কি গড়া তোমার বীণার তার ?
কণ্ঠে ঝরি'ছে, জাহ্নবী নদী, তুলি কল কল তান ;
রাজার কর্ম্ম-ক্লান্তি হরিছে নৃপ করি' তা'য় স্নান।
কিছুদিন পরে কহে তানসেন,—"একটি মাসের লাগি'
জাঁহাপনা ! তব চরণের তলে কাতরে বিদায় মাগি।
সঙ্গে লইব হস্তী, অশ্ব, রাজোচিত লোকজন,
একটি রাজ্য জিনিতে আমার অবকাশ প্রয়োজন !"
সম্রাট্ কহে মৃদুল হাস্যে—"জয়ী হয়ে' এস ফিরে' !
বরসাজে কবে কে দেখেছে কোথা সমরে যাইতে বীরে ?
ভেরীর বদলে বীণাতানে রণ বাধিবে যে ঘোরতর,
চন্দন-চূয়া বর্ম্মে বারিতে পারিবে কি ফুলশর ?"
চাহে রাঘবের সুন্দরীসুতা গুজরাট্-সুবাদার ;
ভীরু দুর্ব্বল রাঘব তাহাতে কথাটি কহেনি আর।
তা'রি ইচ্ছায় রাঘবসিংহ পুত্রকন্যাসহ,
আপন ধর্ম্ম ত্যজি' নেছে পরধর্ম্ম সে ভয়াবহ।
ইতিহাস বহে কালীর আখরে কালিমা-কলুষবাণী
শতেক হিন্দুরমণী হ'য়েছে মুসলমানের রাণী,—
ধর্ম্মের সাথে আপন কন্যা বাদসা' নবাব পা'য়
সঁপিতে হিন্দু গৌরব বড় ভেবেছিল হায় হায় !
এল সুবাদার রাঘবের গৃহে রাজপুরুষের সাজে,
লয়ে যাবে আজি কন্যাকে তা'র নিজ অন্দর মাঝে।
প্রেম-কুমারী সে সঁপেছে পরাণ তাহার গুরুর পায়
পরিণয় তা'র হয়ে গেছে,—কেন পরিণয় পুনরায় ?
কহিল দেখা'য়ে জহরাঙ্গুরী, "দূরে রও মূঢ়মতি,—
এখনি জহর ভখিয়া মরিবে তেজস্বিনী এ সতী।"
নিঃশ্বাস ত্যজি' হটিল নবাব ; কিশোরী চাহে গো তা'য়
কুমারী-জীবন করি'ছে যাপন যা'র পদভরসায় !

গৌরবভরে এলো তানসেন রাঘবের দ্বারদেশে,
ভাবী শ্বশুরের চরণে নমিয়া প্রবেশিল হেসে হেসে।—
তা'র পর সে গো অনেক বার্ত্তা, মস্ত সে ইতিহাস,
প্রথমে গায়ক চমকিল শুনি'—ছাড়িল দীর্ঘশ্বাস
তা'র পর কত কাঁদিল গায়িল তুলিয়া বীণার তান,
সেই পুরাতন কণ্ঠে আবার শুনিল অনেক গান ;
দশদিন দশ রাত্রি ধরিয়া করিয়া চিন্তা ক্ষয়
শেষে হ'ল স্থির—"যাহউক সমাজে, প্রেমের হউক জয় !"
গোয়ালিয়রের রাজা কহে "সখা ! একি শুনিতেছি কথা,—
প্রণয়িনী লাগি' ত্যজিলে ধর্ম্ম শুনে' মনে পাই ব্যথা !
তানসেন কহে "ওগো মহারাজ ! হৃদয় হ'য়েছে জয়ী ;
হৃদি-ধর্ম্মের অধিপতি ছাড়া অন্যের প্রজা নহি।
স্বামীর ধর্ম্ম ল'য়েছে পত্নী' বিশ্বে দেখেছ তাই ;
প্রিয়ার ধর্ম্ম লইয়াছে স্বামী,—কেহ কি বিশ্বে নাই ?
স্বামী যদি হয়—নর সামান্য,—প্রিয়া যদি হয়—দেবী,
কি করিবে নর তবে, সে দেবীর ধর্ম্মেরে নাহি সেবি ?
প্রিয়া যদি হয়—তমসাবৃত জীবনে পুণ্য-আলো,
সে আলো যে পথে, তাহারে তেয়াগি' কোন্ পথ তবে ভালে
কেন রচে বিধি দু'টী হৃদি যা'র অণুতে অণুতে মিলে,
ধর্ম্মই হ'বে যদি তাহাদের ব্যবধান বিরচিলে ?
প্রিয়ারে আমার হিন্দুসমাজে ফিরে লও মহারাজ,—
এখনি ত্যজিব ছলনায় ভরা এই পরদেশী সাজ !
সমাজ ধর্ম্ম করিছে দ্বন্দ্ব—সিন্ধু-ঝঞ্ঝা মেঘে,
সব ভেদি' প্রেম-শৈল-শৃঙ্গ তা'র মাঝে আছে জেগে।
ধাতার আসন তলে পরশিছে তুঙ্গ শীর্ষ তা'র,
তথা হ'তে মোরা দেখেছি বিশ্বে সবই সম—একাকার।
সৌরভপূত মোরা বিধাতার করুণার পরিমলে,
দুইটী শিশির-বিন্দু মিলেছে চরণকমল-দলে !
যে চরণতলে সকল জাতির সব সন্তানগুলি
ত্যজি' ভেদদ্বেষ করিবে প্রণয়ে একদিন কোলাকুলি,
পিতার কণ্ঠে প্রেমফুলহার সাম্যের সুষমায়,
আমাদের প্রেম-রক্ত গোলাপ দিয়াছি দুলায়ে তা'য়।
মানবের মন তুষিতে পরে'ছি পরধর্ম্মের সাজ,
আমার ধর্ম্ম জানি'ছে হৃদয়-রাজ্যের মহারাজ !
হে রাজন্ ! আমি করেছি যা'—তা'ত বিচিত্র কিছু নয়,
চির-গৌরবী বিশ্বজয়ী সে প্রেমের হ'য়েছে জয় !

শ্রীকালিদাস রায়।

বিবিধ

বিগত কএক মাসে কতকগুলি পত্র ও প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাদের আলোচ্য-বিষয়ের আংশিক গুরুত্ব এবং মনোহারিত্ব থাকিলেও স্থানাভাব এবং সম্পূর্ণ অনুমোদনাভাববশতঃ সেগুলিকে আমরা পূর্ণাবয়বে মুদ্রিত করিতে পারিলাম না ;—সংক্ষেপে তাহাদের মর্ম্ম ও তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ

১। বীরভূম 'রতন লাইব্রেরী' হইতে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় একখানি পত্র লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং বাঙ্গালা পুস্তকপুস্তিকার দিন দিন যেরূপ ভূরি প্রচার হইতেছে, তাহার অনুপাতে বাঙ্গালা ভাষায় জীবনীগ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়া,—তিনি তাঁহার পত্রে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। বিগত শ্রাবণ সংখ্যার "ভারতবর্ষে" মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন জীবন-চরিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত, বাঙ্গালার সাহিত্যসেবী জনসাধারণকে ইঙ্গিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎপক্ষে সহায়তাকল্পে উক্ত মৃত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে তাঁহার পরিজ্ঞাত কএকটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সমুদায় পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকায় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের কোন প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে, "ভারতবর্ষ" যথাজ্ঞান সেই সকলের উল্লেখ করা হইয়াছে। পত্রলেখক মহাশয় তদতিরিক্ত আরও কএকখানি সাময়িক পত্রের নাম ও তন্মধ্যে উল্লিখিত ৺সিংহ মহাশয়ের প্রসঙ্গ তাঁহার পত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী সম্পাদিত 'পুণ্য' নামক মাসিক পত্রের তৃতীয় বর্ষের পৌষ-মাঘ যুগ্ম সংখ্যায় 'তম্বরু ও ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে যে, সিংহ মহাশয় কেবল যে সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, তাহা নহে ; সঙ্গীত-বিদ্যায়ও তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল। তাঁহার আবাস বাটীতে তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় সঙ্গীত-সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলাবতী-বীণার তম্বুরার জন্য, অলাবুর পরিবর্ত্তে, কাগজের তুম্বী নির্ম্মাণ করাইয়া সফলকাম হইয়াছিলেন।" এতদ্ব্যতীত ১৩০৮ সালের 'সাহিত্য পত্রিকা'র "বঙ্গে নীল" শীর্ষক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ" নামক পুস্তক এবং স্বয়ং পত্রলেখক মহাশয়ের স্ব সম্পাদিত, ১৩১২ সালে মুদ্রিত, বঙ্গের পরলোকগত বাঙ্গালা সাহিত্য সেবকগণের চরিতাভিধান গ্রন্থ "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" পুস্তকেও সিংহ মহাশয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়।

স্বর্গীয় সিংহ মহোদয়;—পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী প্রকাশিত "পরিদর্শক" পত্রিকার, এবং পরে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিকপত্রিকার সম্পাদন করিয়াছিলেন ; পত্রলেখক মহাশয়ের পত্রে সে কথারও উল্লেখ আছে।

২। কোন অপ্রকাশিত স্থান হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় একখানি পত্র লিখিয়াছেন। রতনবাবুর মত ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জীবনী-প্রসঙ্গ তাঁহার পত্রেরও মুখ্য আলোচ্য বিষয়। সিংহ মহাশয়ের মত একজন সাহিত্যানুরাগীর যে একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন জীবনীগ্রন্থ নাই, এজন্য তিনিও রতনবাবুর মত অনেক আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন। রতন বাবু যে কয়খানি পত্রিকা ও পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, যোগেশবাবু তাহা ছাড়া আরও দুই এক খানির নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রথমোক্তগুলির অতিরিক্ত নূতন তথ্য কিছুই পাওয়া যায় না—একথাও বলিয়াছেন। তবে একটি কথা তিনি বলিয়াছেন, কথাটি বেশ মূল্যবান্ বলিয়াই মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "যে কএকখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া জলধর বাবু ৺সিংহ মহাশয়ের জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কোন খানিতেই মৃত মহাত্মার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সুতরাং জলধরবাবুকেও বাধ্য হইয়া সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে ; কিন্তু আমি অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিলাম যে 'দেবগণের মর্ত্ত্যে-আগমন' নামক পুস্তকের এক স্থানে উল্লেখ আছে যে "১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইঁহার মৃত্যু হয়', ইহা হইতে

আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের জীবনী-আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাটীতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক", আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাটীতে "শকুন্তলা নাটক", এবং সিংহ মহাশয়ের নিজবাটীতে "বেণীসংহার" ও "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকদ্বয়ের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি আরও অনেক প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন ;—বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া এ স্থলে সেগুলির আর কোন উল্লেখ করিলাম না। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কিন্তু যোগেশবাবু আমাদিগকে একটা বড় ধাঁধায় ফেলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই মহাত্মার (কালীপ্রসন্ন সিংহের) সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় আমার ছাত্রজীবনে। সে আজ ১০।১২ বৎসরের কথা"!

পাণ্ডুয়া কাহিনী।

৩। চট্টগ্রাম, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর আফিস হইতে শ্রীযুক্ত আবদুল করিম "অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত" শীর্ষক একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। বিগত আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' "পাণ্ডুয়া কাহিনী" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এ প্রবন্ধ তাহারই প্রতিবাদ। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রবন্ধকার মহাশয় মধুর তিরস্কার বাক্যপূর্ণ আক্ষেপোক্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, "কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দু সাহিত্যিকগণের অনেকেই মুসলমানজাতি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন বা প্রবন্ধ রচনা করিলে মুসলমানজাতিকে ঘৃণিত 'যবন' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধানে অভিহিত করিয়া, যেন যে কোন প্রকারে হউক, জগতে মুসলমানজাতির কলঙ্ক রটনা করাই তাঁহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য এবং তাহাতেই তাঁহাদের লেখনী-ধারণের সার্থকতা—তাহার পরিচয় প্রদান করিতেন। মুসলমানজাতির সম্পর্কে কিছু লিখিতে গেলে তাহাদের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কিছু লিখিতেই হইবে, এইরূপ মুসলমান-বিদ্বেষের ভাবটা তাঁহাদের মধ্যে বড়ই প্রবল ছিল। অবশ্য অনেক সময়, বিদ্বেষ-বুদ্ধিবশে না হইলেও সাধারণতঃ মুসলমানজাতির আচার-ব্যবহার ও সামাজিক প্রথাদি সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃও, অনেকে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটাইতেন। এখন দেশের সে হাওয়াটা অনেক পরিমাণে ফিরিয়াছে। মুসলমানসমাজে এখন অল্পে অল্পে সাহিত্যানুশীলন প্রসার লাভ করিতেছে এবং হি ইস্‌লাম-শাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ একটা সুখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা সাহিত্যেরই যে উন্নতি হইবে এমন নহে, 'ব জাতীয়তা গঠনের পথও অনেকটা সুগম হইয়া আ কিন্তু একটা রোগের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হইতেই, অপর কুৎসিত রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বড় দুঃখে

প্রবন্ধকার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "আমর দেখিয়া থাকি, প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্ত্তিনিচয় সম্বন্ধে চনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কোন কোন লেখক কীর্ত্তিকে যে কোন রূপে হিন্দু-কীর্ত্তিরূপে প্রমাণ জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। কুকীর্ত্তি যতই থাকুক ন মুসলমানেরা যে ভারতের বুকের উপর অনেক স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইহা কেহই অস্বীকার পারিবেন না। কিন্তু কোন কোন হিন্দু লেখকের দৃশ্যটা যেন অসহ্য। মুসলমানের কোন পুরাকীর্ত্তি উহাকে তাঁহারা হিন্দুপ্রভাবান্বিত বা হিন্দুকীর্ত্তি সংস্করণ বলিয়া অবধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন না!" ইত্যাদি। "পাণ্ডুয়া কাহিনী" লেখকের সিদ্ধান্ত করিয়াই তিনি এই অনুযোগ করিয়াছেন।

"পাণ্ডুয়া কাহিনী" লেখক তাঁহার প্রবন্ধের এ পাণ্ডুয়ার মন্দির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "মুসলমানদি ইহা 'খুয়াজিমের' জন্য, অর্থাৎ বিশ্বাসী মুসলম প্রার্থনায় যোগদান করিবার নিমিত্ত, ব্যবহৃত হিন্দুদিগের মতে ইহা "বিজয়ী পাণ্ডুরাজদিগের আর এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "ইহার নির্ম্মা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বে ইহা হিন্দ রূপে ব্যবহৃত হইত। * * * ইহার মধ্যস্থলে দিকের দেওয়ালের অতি সন্নিকটে একটি উচ্চ বেদী এখানে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিতে হয়। যদি এই মুসলমানদ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে পশ্চিম বসিবার ব্যবস্থা থাকিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বিজয়ী মুসলমানদিগের মধ্যে রণোন্মত্ত অশিক্ষি সংখ্যাই অধিক ছিল। প্রার্থনার জন্য মস্‌জিদের হওয়ায়, তাহারা, হিন্দুদিগের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া

লিকে স্থানান্তরিত করিয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে ণ হইতে শ্লোকাবলী সংযোগ করিয়া মন্দিরকে দ পরিণত করিয়াছিল।"

তিবাদী—শ্রীযুক্ত আবদুল করিম—মহাশয় এই র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদচ্ছলে তিনি র প্রতি তীব্র ভাষায় অনেক বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ ছেন। শেষে,—"কোন প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতিরেকেই র জোরেই মুসলমানের একটা কীর্ত্তিতে স্বজাতির াইবার চেষ্টা করা, তাঁহার ন্যায় অভূতপূর্ব্ব ঐতি- র মোটেই উপযুক্ত কাজ হয় নাই।" এই বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

াতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া দুরূহ। সুতরাং প্রত্যক্ষ ক প্রমাণাভাবে অনুমান ও যুক্তির সাহায্য লইতে াণ্ডুয়া সম্বন্ধে কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব প্রবন্ধকার যদিও একটিরও উল্লেখ করেন নাই কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থ যে যথেষ্ট আছে, প্রতিবাদী করিম একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিলেই ারিবেন। প্রবন্ধকার তাঁহার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন, করিম সাহেব তাঁহার সেই ন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, "মুসলমানদের মসজিদেই পশ্চিম দেওয়ালের সংলগ্ন একটি উচ্চ াকে ; সেই বেদীতে পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান হইয়া াং (Sermon) পাঠ করিয়া থাকেন। তাহাতে শ্চিমাস্য হইয়া বসিবার ব্যবস্থা থাকে না।"—যুক্তির শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাকে খাড়া করিয়াছেন, ভালই ন। কিন্তু "কাহিনী" লেখক কোন প্রমাণের া করিয়া কেবল "গায়ের জোরে সিদ্ধান্ত ন" বলিয়া, যেমন তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত নাকচ চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি যদি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার র পোষক দুই একটা ঐতিহাসিক প্রমাণের করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিবাদের যে জোর াণাভাবে সে জোরটুকু দাঁড়ায় নাই ;—অধিকন্তু লেখকের প্রতি তিনি যে অপরাধের আরোপ ন, তিনি নিজেও সেই অপরাধে অপরাধী

"ভারতবর্ষ।"

৪। 'মাথাভাঙ্গা' হইতে শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস মহাশয়, "ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার নামগন্ধ নাই, এবং ইহা, অন্যান্য অনেক সাময়িক পত্রিকার মত, কোনরূপ সাম্প্রদায়িক দোষ দুষ্ট নহে ; সুতরাং ইহা সকল শ্রেণীর লেখকের অবাধ মিলন-ক্ষেত্র হইয়াছে"—বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, দুই একটি ত্রুটিও দেখাইয়াছেন ;—

আষাঢ় সংখ্যা "ভারতবর্ষে" দুইটী পল্লী-যুবতীর এক খানি রঙ্গিন ছবি বাহির হইয়াছে। তাহার নিম্নে—

"ত্বমারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে কৃষকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্তাঃ।"

এই কবিতাটি সংযোজিত আছে। সত্যবন্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, 'পূর্ব্বমেঘ,' ৮ম শ্লোকে এইরূপ আছে ;—

"ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিক বনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্তঃ।"

'উদ্ধৃত শ্লোকের "ত্বাম্" স্থানে "ত্বম্" এবং "পথিক বনিতাঃ" স্থানে "কৃষক বনিতাঃ" লেখা ভুল হইয়াছে এবং তাহাতে মূল কবিতার সৌন্দর্য্য হানি ঘটিয়াছে। অধিকন্তু চিত্রে বাঙ্গালীর মেয়ের বেশভূষা অঙ্কিত হইয়াছে ; কিন্তু, মূল কবিতাটির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, মালবী রমণীর বেশভূষা অঙ্কিত হওয়া উচিত ছিল।' শেষে তিনি নিজেই "ছবিতে এরূপ এক আধটু অমিল হওয়া অনিবার্য্য বলিয়াই মার্জ্জনীয়"—বলিয়া আরোপিত দোষক্ষালনও করিয়াছেন।

উপমা কালিদাসস্য

শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "উপমা কালিদাসস্য" শীর্ষক প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রবন্ধ-লেখক কালিদাসের সূক্তি-গুলি "ভারতবর্ষে"র পাঠকগণকে এমনই ভাবে উপহার দিয়াছেন, যেন এ পথে তিনিই অগ্রণী ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আজ প্রায় ৯।১০ বৎসর হইল স্বর্গীয় ৺রাধানাথ রায় মহাশয় "কালিদাস সূক্তয়ঃ" নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রচার করিয়াছিলেন ; ঐ গ্রন্থে কালিদাসের কাব্য ও নাটকাবলী হইতে সূক্তি সমূহ

সংগৃহীত হইয়াছিল। উহার দুইটী সংস্করণ হইয়াছিল; একটি বঙ্গাক্ষরে ও বঙ্গানুবাদ সহ—কেবল বঙ্গ দেশের জন্য, অপরটি মূলাংশ দেবনাগর অক্ষরে এবং ইংরেজী অনুবাদ-সহ—সমগ্র ভারতের জন্য। মজুমদার মহাশয় স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের পরিচিত, সুতরাং এ তথ্য তাঁহার অজ্ঞাত না থাকিবারই কথা। এতদ্ভিন্ন মজুমদার মহাশয় অনেক সূক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। "নির্ণয় সাগর" প্রেস হইতে প্রচারিত "শ্রীসুভাষিত রত্নভাণ্ডা-গারম্" নামক গ্রন্থে সেগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকেশব শাস্ত্ররত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "শ্রাবণের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'উপমা কালিদাসস্য' কথাটার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা মোটামুটি বুঝিয়াছি যে,—

(১) অলঙ্কার-শাস্ত্রবিচারে কালিদাসের উপমাগুলি, অন্য কবির অপেক্ষায় বেশি সুপ্রযুক্ত নহে। (২) উক্ত স্থলে 'উপমা' শব্দের অর্থ সাদৃশ্য নহে, অর্থাৎ উপমা অলঙ্কার নহে। (৩) পণ্ডিতেরা উদাহরণ-স্বরূপ যে কবিতাগুলি আবৃত্তি করিয়া থাকেন, সেই সুভাষিতগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া "উপমা কালিদাসস্য" শ্লোকটী রচিত হইয়াছে।" শাস্ত্ররত্ন মহাশয় এই মীমাংসাগুলির প্রতিবাদ করিয়াছেন।

দেশী ও বিলাতী শব্দের উচ্চারণ

৬। ঢাকা—চারিগাঁ-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় প্রতিবাদচ্ছলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। "বিগত ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুত অনাথকৃষ্ণ দেব মহাশয় 'দেশী ও বিলাতী শব্দের উচ্চারণ' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের সারবত্তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই; কিন্তু তিনি যে এই মিলনের যুগে ঈর্ষাবিজৃম্ভিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে প্রসঙ্গক্রমে টিট্‌কারি প্রদান পূর্ব্বক বিচ্ছেদ মন্ত্রের প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই নিতান্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইবেন। লেখক পূর্ব্ববঙ্গকে বিদ্রূপ না করিয়াও অনায়াসে নিজের বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিতেন; অধ্যাপক ললিতবাবু তাঁহার 'বানান সমস্যা' ও 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক পুস্তক দুইখানিতে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যপূর্ণ কত কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু কৈ কোথাও ত কাহার নিন্দা করেন নাই।

"প্রবন্ধকার বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি-গণও 'শ', 'স' স্থলে 'হ', 'হ' স্থলে 'অ', 'ট' স্থলে 'ড' প্রভৃতি উচ্চারণ করেন, এবং এই অপরাধে তিনি তাঁহাদের কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন। ইহাতে স্বতঃই মনে হয়, প্রবন্ধলেখক পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ,—দুই একটি নিরক্ষর বা ইতর লোকের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার মতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্যই, পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চারণের অনেক ত্রুটী আছে, একথা অস্বীকার করিলে, সত্যের অপলাপ করা হয়; কিন্তু তাই বলিয়া সেখানে শিক্ষিত ভদ্রলোকেও 'শ' ও 'স' স্থানে 'হ' প্রভৃতি আদেশ করেন, এরূপ বলা যায় না;—ঐ সমুদয় ইতর লোকের ভাষা। নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য প্রবন্ধকার যে দুই চারিটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের রচনার উদ্দেশ্য ও ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেই আমাদের কথার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

"প্রবন্ধলেখকের বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গের ভাষা তেমন দোষাবহ নহে,—যত দোষ পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায়। জানিনা তিনি পশ্চিমবঙ্গের ভাষাকে বঙ্গভাষার আদর্শ মনে করেন কিনা; আর পশ্চিমবঙ্গ দ্বারাই বা কতটা স্থান বুঝাইতে চাহেন। তাঁহার পশ্চিমবঙ্গ কি কলিকাতার গুটিকএক শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ?—না, উহার বাহিরেও কতকটা জায়গা ব্যাপিয়া?—আমরা ত জানি, সমস্ত প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এখন, যদি খুলনা, যশোহর বা বর্দ্ধমানের ভাষাকে পশ্চিম-বঙ্গের ভাষা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহার স্থান কোথায় গড়াইয়া পড়িবে, তাহা নির্ণয় করিতে আমরা একান্ত অক্ষম। 'গেয়েলাম', 'ক্যাহ্যানায়', 'আম্বল', 'কান্তি কান্তি', 'আই' (আয়ু) 'লদী', 'নতুন', 'নেপ', 'ন্যাথাপড়া', 'কল্‌তে' কি পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা?—না, পশ্চিমবঙ্গের?

"প্রবন্ধকার পশ্চিমবঙ্গবাসী; সুতরাংই যেন তিনি নিজেদের ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পশ্চিমবঙ্গের ভাষা কি সর্ব্বত্রই দোষবর্জ্জিত? পূর্ব্ব-

বঙ্গবাসীদিগের কি জানিতে ইচ্ছা হয় না যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃতবিদ্য ভ্রাতৃগণ কোন্ হিসাবে 'আ' স্থলে 'এ' বা 'ও' (ইচ্ছে, বিদ্যে, নেই, মুক্তো, ধুলো, জুতো), 'ই' স্থলে 'এ' (শেখা, নেশা, দেবে, ভেতর), 'অ' স্থলে 'হ' (সত্যি, অবিশ্যি), 'নাই' স্থলে 'নি' (যাওনি, খাওনি), 'ন' স্থলে 'ল' (লদী, লিতাই), 'ল' স্থলে 'ন' (নক্সী, ন্যাথাপড়া), 'ট' স্থলে 'ড' ও 'স' স্থানে 'হ' (কেডা, হপ্তা), 'ম' স্থলে 'ব' (তাবা, আঁব;—কালে মা ও মামার গতি কি হইবে বলা যায় না) উচ্চারণ করেন? তবু ও তো 'ঘেন্নায়', 'মর্চ্ছে', 'ক্যাদা', 'গেন্নু', 'বক্তিমে', 'দিকিনি', 'হাটেনি', 'উধোইছে', 'আসিদ্দে', 'বে'চাক', 'শিগ্‌গির', 'দিতি', 'বাস্‌ক', 'রাত্তির' 'গক্কে' এর কথা 'কয়লামনা' এবং 'বোশেখ' মাসে 'গুড়েদার ঘাট' 'পেরিয়ে' এ 'বচ্ছর' 'কৈলেত্তায়', 'অলপ্‌প্যায়ে' 'শোর,' 'বেরাল' ও 'বামুন' 'পুরুতের' 'নেমন্তন্যের' 'অকেজো' 'হিসেব' 'দিইনি'ক। প্রবন্ধলেখকের 'করদাবাবুর' অন্তর্নিহিত কোন গুপ্ত-রহস্য ইহার ভিতর নাই ত? বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ হইতে কেবল মাত্র গুটি কএক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল; সাধারণ কথিত ভাষা খুঁজিলে ভূরি ভূরি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত।

"আমাদের নিজেদের ভিতর কি দোষ রহিয়াছে, তৎ-প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমরা অনেক সময় অপরের ছিদ্রান্ব-সন্ধানে ব্যস্ত থাকি। পশ্চিমবঙ্গবাসিগণের জানিয়া রাখা উচিত, তাঁহাদের 'কাল যাব এখন' কথাটির কালনির্ণয় করিতে পূর্ব্ব বঙ্গবাসীদের কতটা বেগ পাইতে হয়; আর উঁহারা যখন তাকিয়া ঠেসিয়া টানা পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে 'আয়েস' করেন, তখনও তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর কিরূপ 'আয়াস' হইয়া থাকে।

"পূর্ব্ববঙ্গ 'চন্দ্রবিন্দুকে ধলেশ্বরীতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন' আর পশ্চিমবঙ্গ নিজেই চন্দ্রবিন্দুর গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছেন; কাজেই উভয়কেই সমান দোষী করা চলে। 'ড়' ও 'ঢ়' কেবল পূর্ব্ববঙ্গ কেন, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই কম বেশী নিজেদের প্রভাব হারাইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই; পশ্চিমবঙ্গের 'বেরাল' কি ইহার সাক্ষ্য দেয় না?

"যাহা হউক, কথা ফেনাইয়া লাভ নাই। পশ্চিমবঙ্গ যদি নির্ব্বিবাদে শব্দের বিকৃতি ঘটাইতে পারে, তবে পূর্ব্ববঙ্গ সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় কেন? একের মতের সহিত অপরের মত না মিলিলেই যে তাহা নিন্দনীয় হইবে, এরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্ববঙ্গ ভাষা সম্পদে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা উন্নত না হইলেও কোন অংশে হীন নহে! ফলতঃ, দোষগুণ উভয়েরই আছে—একে অপরের নিকট অনেক শিখিতে পারে; শুধু এই কথা কএকটি মনে রাখিলেই গোল মিটিয়া যায়।

"পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ নিজ নিজ গৃহ পরিবারের মধ্যে অষ্ট-প্রহর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন, প্রকাশ্য সভা-সমিতি বা লেখ্য ভাষায় তাহা যথাসাধ্য সাজাইয়া ও গুছাইয়া ব্যবহার করিতে চেষ্টা করেন। সমাজের ইহাই চিরন্তন রীতি যে, আমরা আপনগৃহে সর্ব্বদা যেরূপ পোষাক পরিয়াই থাকিনা কেন, দশের সম্মুখে বাহির হইবার, বেলা তাহার পারিপাট্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখি। অনাথবাবু পূর্ব্ব-বঙ্গের পারিবারিক ভাষাকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন,—লেখ্য ভাষার কাছও ঘেসেন নাই। আমাদের পশ্চিম-বঙ্গের ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে খুব উদার, তাঁহারা প্রাদেশিক ভাষা মাত্রই বিনা বিচারে নিঃসঙ্কোচে দশের নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন। অবশ্যই, ঐ ভাষাটি নির্দ্দোষ হইলে আমাদের কিছু বক্তব্য ছিল না;—তাঁহারা কাচ ও কাঞ্চন এক দরেই চালাইতে চাহেন।

"প্রবন্ধকার আর একটি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি বলিতে চাহেন যে, কথিত ভাষা পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্রই একরূপ,—'যাবা', 'খাবা' প্রভৃতি সকল স্থানেই বলে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা সত্য নহে। ঢাকা বা ময়মনসিংহের ভাষায় মিল নাই; এমন কি, এক ঢাকা জেলারও ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে।

"বঙ্গের বহুবিধ উচ্চারণ পদ্ধতি দেখিয়া অনাথবাবু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু যেখানে এক ভাই আর এক ভাইকে টিট্‌কারি দিতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হয়—যেখানে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও বিনাবিচারে প্রাদেশিক ভাষামাত্রেই গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক ও প্রাদেশিক উচ্চারণের অনুরূপ নূতন বানান সৃজন পূর্ব্বক ভাষাগত একতা বিনষ্ট করিতে অতি-মাত্র ব্যগ্র, সেখানে আর মিলনের আশা কোথায়?—উহা

বাস্তবিকই 'আকাশ কুসুম'। লিখিত ভাষার একতা রক্ষিত হইলে, শিক্ষা-বিস্তারের সহিত কালক্রমে কথিতভাষা ও তাহার উচ্চারণ-বৈষম্যও দূরীভূত হইত।

"আজ আর আমাদের কিছু বলিবার নাই। উল্লিখিত কথা কএকটি পাঠ করিয়া, যদি একজন লোকের হৃদয়েও মিলনের ভাব জাগিয়া উঠে, তবেই কৃতার্থ হইব।

"উপসংহারে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে কএকটি কথা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না,—"দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্য, লিখিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য আবশ্যক। যদি কলিকাতার কথিত 'গেলু' রচনায় স্থান পায়, তবে শ্রীহট্টের 'গ্যাছলাম্' কি 'যা সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? স্বদেশী-ব তাহাও চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারেন। তাহা হইলে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পৃথক্‌ভাব করিয়া, বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিতভাষার রক্ষা সেই জন্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু লেখনী লইয়া যে সাধারণ ভাব বুঝাইতে, ও ভাষার কুজ্ঝটিকাপূর্ণ ধানিক ঘোর সমস্যা প্রস্তুত করিতে হইবে; ইহাও নহে।"

কোন ক্রুদ্ধ সমালোচকের প্রতি

মানি আমি, হে বিদ্বান! আমার কবিতা অভাগিনী,
কাশ্মিরী-সুন্দরী সম নহে তপ্ত-কাঞ্চন-বরণা!
পল্লী-নিবাসিনী সে গো,—হাবভাব-কটাক্ষ-মগনা
নহে উজ্জিয়িনী-নারী,—বাজায়ে সিঞ্জিনী রিণি রিণি,
নীলাম্বরী শাড়ী পরি, ঝঙ্কারিয়া মর্ম্মের রাগিণী,
নীল-কালিন্দীর তীরে, কঙ্কন-কিঙ্কনী বিভূষণা,
শিহরিয়া শিহরিয়া, লালসায় মদির-লোচনা,
করেনা—করেনা ধনী পুলকিতা পূর্ণিমা-যামিনী!
এলোখোঁপা শিরে তার; বর্ণ নয় জিনি স্বর্ণ চাঁপা
পড়েনা পার্‌শী শাড়ী; শিরে নাই স্বর্ণ-প্রজাপতি
রূপবতী—সভা-মাঝে কভু তার হয় না আরতি
বিলাতি এসেন্স্ নাই; গালাভরা দুটি বালা ফাঁপা
গর্ব্বহীন হস্তে তার; ভালে শুধু কাঁচপোকা-টীপ্!
রূপ-রত্নাকর-মাঝে তুচ্ছ শ্বেত শষ্পময় দ্বীপ!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ

সর্ব্বাধিকারী

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী রায় সি-আই-ই মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্‌সেলর্ পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনিই -বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বে-সরকারী ভাইস্ চেন্- তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য কলিকাতা-ইউনিভার্সিটি সেদিন একটি সভার আয়োজন করেন। র অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই সংবর্দ্ধনা-সভায় করিয়াছিলেন। কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া- শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ুসারে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ বাবুকে এই পদে নিযুক্ত ভারত-গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। র, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ষায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ াঙ্গালাভাষায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ শ্রমণ মহাশয় পালি ং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভাষায় লিখিত অভিনন্দন পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত র্ব্বাধিকারী মহাশয়, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়- য়া, এই কএকটি অভিনন্দনের উত্তর প্রদান তনি এই বক্তৃতায় বলেন যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট ী ভাইস্-চেন্‌সেলর্ নিয়োগের জন্য যত্ন করিতে- বং সেই জন্যই তাঁহার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির উপর প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বাধিকারীমহাশয়, বিনয় জন্যই, নিজেকে 'অযোগ্য' শব্দে বিশেষিত করিয়া- কন্তু গভর্ণমেণ্টও জানেন, দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন যে, তিনিই 'যোগ্য ব্যক্তি'। তাহার পর, চারিটি ভাষায় যে অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা উপলক্ষে তিনি বলেন, "এমন একদিন আসিবে, যখন সকল সভাসমিতিতেই বাঙ্গালীর নিজের ভাষায় বক্তৃতা চলিবে।" ইহা যে তাঁহার মুখের কথা নহে, তিনি যে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার প্রমাণ আমরা দুই তিন দিন পরেই পাইয়াছি। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত চেতলায় একটি উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পারিতোষিক-প্রদানের সভায় সভাপতি হইবার জন্য, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আহূত হন। একে ইংরাজী-বিদ্যালয়, তাহাতে আবার ইংরাজীভাষায় কৃতবিদ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্‌সেলর্ মহোদয় সভাপতি! এ অবস্থায় সভাপতি মহাশয় যে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবেন, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু সভাপতি সর্ব্বাধিকারী মহোদয় এই সভায় বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এ সভায় কোন সাহেব উপস্থিত নাই; যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন; সুতরাং এ সভায় ইংরাজীভাষায় বক্তৃতা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।" এই বলিয়া তিনি সুললিত বাঙ্গালা ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি একটি অতিশয় সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার বিনয় ও মহত্ত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী বলিয়া 'সর্ব্বাধিকারী' নহি, আমার সে সকল পারদর্শিতা নাই। আমি 'সর্ব্বাধিকারী' কেন জানেন?—'সর্ব্বসাধারণের আমার উপর অধিকার আছে', তাই আমি সর্ব্বাধিকারী!"

ত
ন,
ন।
বহু-
রিয়া
সেই
ী—
কদৃষ্ট
রাধে
শিল্পী
ব,"—
বজ্র-
রংস্থিত
ত।
দ্বিবর্ণ
বক্ষপতি
খুল্লনা।
ধনপতি
র হস্তে
হইয়াছে।
গোস্বামী)
াগমনান্তে
ত হইলেন,
গ করিলে,
ব্যসমাধানে
দই প্রসাধন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক-সমিতি

বর্ত্তমান বৎসরে ইংরাজী 'গুড্‌ফ্রাইডে'র অবকাশে, যখন কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়, সেই সময়ে ঢাকায় 'বঙ্গীয় মোস্‌লেম-শিক্ষাসমিতি'র অধিবেশন হয়, এলাহাবাদে 'ভারতীয় কায়স্থসম্মিলনে'র অধিবেশন হয়, ত্রিপুরার কুমিল্লা সহরে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির'ও অধিবেশন হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় যে সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার অবকাশ নাই; তবে সভাপতি শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়, বঙ্গের পল্লীসমাজের কথা তুলিয়া,যে কয়টি কথা বলেন,আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ প্রকাশ করিলাম। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামগুলিতে যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা, রাজস্ববিভাগ ও পুলীশ-বিভাগের প্রতিষ্ঠা, রেল প্রভৃতিতে যাতায়াতের সুবিধা, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসারের ফলে সেই স্বায়ত্ত-শাসন লোপ পাইয়াছে।—তথাপি পল্লীসমাজ বাঁচিয়া আছে; এই পল্লীসমাজেই শাসনসংরক্ষণের বীজ পুনরায় উপ্ত হইতে পারে। এখনও হাজার করা ৯৭৬ জন লোক পল্লীবাসী। তবে, নানাকারণে পল্লীগুলি ক্রমেই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। আমার মনে হয়, 'চৌকিদারী ইউনিয়ন্' ও 'ইউনিয়ন্' কমিটিগুলি একত্র করিয়া একটি "পঞ্চায়েৎ ইউনিয়ন্" গঠন করা যাইতে পারে। এই পঞ্চায়েৎ, বর্ত্তমান 'রুরাল্ বোর্ডে'র কাজ করিবেন। এই 'বোর্ডে'র হাতে এখন যে টাকা আছে তাহাতে, পথ-করের টাকা যোগ করিয়া, করদাতৃগণের সুবিধার জন্যই, প্রধানতঃ, ব্যয় করিতে হইবে। গ্রাম্য চৌকিদারের খরচ যাহাতে 'গ্রাম্য-সমিতি'কে বহন করিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। গভর্ণমেণ্ট যদি অস্ত্র-আইনের কঠোরতা কমাইয়া দেয়, তাহা হইলে, চৌকিদার রাখিবারও প্রয়োজন হইবে না।"

কৃষির কথা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

"'যৌথ-ঋণদান-সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করিয়া গভর্ণমেণ্ট সত্যই এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান প্রস্তুত ক দিয়াছেন। বঙ্গদেশের পরিমাণ ফল অনুমান (৮০,০০০) হাজার বর্গ মাইল; ইহার মধ্যে শতকরা (৭০) সত্তর জমি কৃষির উপযুক্ত; কিন্তু এতদিনে শতকরা মাত্র পঞ্চাশ ভাগ জমিতে আবাদ আরম্ভ হইয়াছে! কৃষিবি ঋণ এবং কৃষির জন্য উপযুক্ত মূলধনের অভাবই হই এদেশের কৃষির উন্নতির পথে প্রধান পরিপন্থী। 'যৌথঋণ সমিতি'র প্রতিষ্ঠায় এপক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে; ইহাতেই কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই;—এখনও অনেক বা অনেক সময় এমন অভিযোগ শুনা যায় যে, আমরা কৃষি-কলেজ' হইতে কোনরূপ সাহায্য লই না। কিন্তু কথা বলিতে কি, ইহাদ্বারা এদেশের কৃষিবিষয়ে কো সাহায্যই হয় না! সেখানে এখনও পরীক্ষার কাজ তেছে; বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটির, সারের, গাছপালার প্রকার হিসাব করিয়া দেখা হইয়া থাকে! আমরা গ লোক, অশিক্ষিত এবং অনাহারক্লিষ্ট;—আমাদের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণে পোষাইবে কিরূপে? যাহাতে খরচে এবং সহজে সকলে কৃষি শিখিতে পারে, এমন ব করিতে হইবে;—ইহার জন্য ছোট ছোট আদর্শ-কৃষি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। যাহাতে আমাদের গোরুগুলি মা পড়ে, যাহাতে তাহারা রোগভোগ না করে, এবং যা তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে পারে,—তাহার ব্যবস্থা ক হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে, কোন ফলই হ না;—'কৃষি-ব্যাঙ্কে'র সুফল ফলিবে না। আর কৃষি-বিভা উন্নতি যে কেবল যোগ্য বাঙ্গালী-কর্ম্মচারী নিয়োগেই হই পারে, 'যৌথ-ঋণদান-সমিতি'র কার্য্যে তাহারও প্রমাণ পা গিয়াছে।"

চিত্র-কথা

পূর্ব্বার্দ্ধ

প্রথম সংখ্যা—আষাঢ়ে

বিশ্বাস—আশা—বদান্যতা—শিল্পী—H. Zataka) বহুবর্ণ চিত্র। এই চিত্রে 'বিশ্বাস', ধর্ম্ম-বিশ্বাসের নিদর্শন, খৃষ্টধর্ম্ম-পরিচায়ক "ক্রুশ"—, নাবিকদিগের সর্ব্বপ্রধান ভরসাস্থল (Sheet or) "নঙ্গর"—এবং 'বদান্যতা', গৃহস্থদিগের "শিশু-ঋণ এবং কৃষির জন্য উপযুক্ত মূলধনের অভাবই হই রূপে ("Let them learn first to show piety me."—Tim. V. 4) পরিকল্পিত হইয়াছে।

মেঘদর্শনে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীদ্বিজেন্দ্র কুমার) বহুবর্ণচিত্র। মেঘদূত—পূর্ব্বমেঘ ৮ম শ্লোকের ভাব-এই চিত্রখানি পরিকল্পিত। শ্রদ্ধেয় দাদামহাশয় চিত্র- শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতে গিয়া একটু ভুল করিয়া ছেন। যাহা হউক, উদ্ধৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ এই—

"তুমি হে জলদ, উদিলে গগনে,
পল্লীবধূগণ—আশার ভরেতে—
হেরিতে তোমায় ঊর্ধ নয়নে,
অলকের দাম সরায়ে করেতে।"

শিল্পী—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী) র্ণ চিত্র। চিত্রখানি একখানি প্রতীচ্য চিত্রানুকরণে ল্পিত হইলেও, ইহার বিশেষত্ব এই যে এখানি তুলিকা- নহে—আলোক-চিত্র। এক্ষেত্রে "শিল্পী" স্বয়ং আর্য্য- র। অধুনা আলোক-চিত্রণে যে সকল শিল্পী কৃতিত্ব ইতেছেন,—আর্য্যকুমার তাঁহাদেরই অন্যতম অগ্রণী।

স্নেহময়ী—বহুবর্ণ চিত্র।

পরিহার—২৩৮পৃঃ—একবর্ণ চিত্র

কল্যা-বেশ—১৯৮ পৃঃ—একবর্ণ চিত্র।

আহুত-জীবন—২৪৯ পৃঃ—একবর্ণ চিত্র।

উল্লিখিত চারিখানির বিবরণ, ২৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা—(চিত্র-শিল্পী—ভবানী চরণ লাহা) বহুবর্ণ চিত্র। চিত্রখানির পরিকল্পনা ন্ধে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, মূল-চিত্র খানির বর্ণ-বৈচিত্র্য, প্রতিলিপি খানিতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নাই—সেজন্য শিল্পীর নিকট আমরা অপরাধী।

মহাপ্রস্থান—(চিত্র-শিল্পী—সিসার্ট) বহুবর্ণচিত্র, চিত্রের বিষয়—যিশুখৃষ্টের শিষ্যগণ তাঁহার শবদেহ সমাহিত করিবার জন্য বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। বর্ণগৌরবে চিত্রখানি যেমন অনুপম, ভাব-সম্পদে তেমনই শোকাবহ।—চিত্রস্থিত ব্যক্তিমাত্রেরই মুখে চোখে যে সকরুণভাব সুপ্রকাশিত, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞানহীনেরও মর্ম্মস্পর্শী!

দ্বিতীয় সংখ্যা—শ্রাবণে

স্নাতে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার) বহুবর্ণ চিত্র। সদ্যঃস্নাতা কিশোরী, জলপূর্ণ কলস পার্শ্বে রাখিয়া, গাত্রাদি-মার্জ্জন-নিরতা। এদৃশ্য নূতন না হইলেও, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব-পরিব্যঞ্জনায় শিল্পীর কৃতিত্ব দৃষ্ট হয়।—রমণী, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-জঙ্ঘা হইলেও, সুন্দরী বটে!

পাষাণী—বহুবর্ণ চিত্র। জলপাত্রকক্ষে সুন্দরীর অনবদ্য গঠন-সৌন্দর্য্য সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শনকল্পে, শিল্পী—তাহার হস্তাদি সুকৌশলে বিন্যাস করিয়াছেন—ফলে, শিল্পীর রেখা-ও বর্ণ-সম্পাত, উভয়ই বিশেষ প্রশংসার্হ। রমণীর অঙ্গ-সৌষ্ঠব যেমন পরিপাটি—হাব-ভাব চাহনিও তেমনই চিত্তাকর্ষী। ইহার নামকরণে এবং পাদদেশে উদ্ধৃত শ্লোকাংশে রসগ্রাহিতা ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়।—"বিধাতা ইন্দীবরে যুগল নয়ন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অম্বুজে ঐ সুন্দর আনন গড়িয়াছেন, শুভ্র কুন্দে মোহন দশনপাঁতি, নবীন পল্লবে অধর রচিয়াছেন, চম্পকের দলে অঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেবল হৃদয় কেন কঠিন পাষাণ?"

কলসীকাঁখে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) বহুবর্ণ চিত্র। পল্লীবাসী বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট এ চিত্র চির পরিচিত! পুরাঙ্গনা কাঁখে কলসী ও হস্তে ঘটী লইয়া, ব্রীড়াবনত আননে, পথি-নিবিষ্টনেত্রে—জলাশয়ো-

দেশে চলিয়াছেন। পারিপার্শ্বিক বস্তু-সন্নিবেশে, তুলিকা-পরিচালনায় শিল্পীর যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশমান।

পুষ্প-চয়ন—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী) [২০০ পৃষ্ঠা] একবর্ণচিত্র। আলোক-চিত্রণে 'আর্ট' সন্নিবেশ করা—স্বভাবে শিল্প-সৌন্দর্য্য সন্নিবেশিত করিয়া চিত্রখানিকে মনোহারী করাই শিল্পীর বিশেষত্ব।

সাগর-তরঙ্গে—[২০৫ পৃঃ] সিমলা 'ফটো-গ্রাফিক্ প্রদর্শনী'তে উচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত একবর্ণ চিত্র। এই চিত্রখানি পুরী-সৈকতের একটি দৃশ্য।

মিলন—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার) বহুবর্ণ চিত্র। নায়িকার প্রতি নায়ক—"পৃথিবীতে নবেন্দুকলা প্রভৃতি স্বভাব-মধুর অনেক পদার্থ আছে, যাহা লোকের মনোহরণ করে; কিন্তু আমার লোচনানন্দকারিণী তুমিই আমার জীবনের একমাত্র মহোৎসব।"

শৃঙ্খলিতা—বহুবর্ণ চিত্র। অঙ্কন-চাতুর্য্য ও বর্ণ-সম্পাতে চিত্রখানি যেমন প্রভাময়, মুখমণ্ডলের অন্তর্যাতনা-প্রকাশক ভাবও তেমনই চিত্তস্পর্শী!—২৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় সংখ্যা-ভাদ্রে

জন্মাষ্টমী—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) বহুবর্ণ চিত্র। "ভাদ্রে মাসি অসিতে পক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ"। বাসুদেব সদ্যোজাত কৃষ্ণচন্দ্রকে মথুরার কংশ-কারাগার হইতে, যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে লইয়া যাইতেছেন। দেবকার্য্যে দেব-সহায় নিয়োজিত—দুর্য্যোগ, দৈবী আলোক, দেব-প্রেরিত শিবা!—কথা হইতে পারে, 'যে কারাগারে জাত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে এত অলঙ্কার আসিল কোথা হইতে?'—সে কথারও সেই একই সদুত্তর—'দেবলীলা!'

কন্দর্পের শাসন—(চিত্র-শিল্পী—এল্. ক্রশিও) [৩০২ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। বিলাতী মদন অন্ধ; কবি বলিয়াছেন—'Love is blind and Lovers cannot see.'. আবার "Love sees not with eyes—but with the mind, And therefore is winged Cupid painted blind." চিত্রে, শিল্পী তাহাই দেখাইয়াছেন—যুবতরী চক্ষুর্দ্বয় প্রণয়দেবতা রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন।

দ্বন্দ্ব—শূর ও শমন—(চিত্র-শিল্পী—লর্ডলেট —[৩১৬ পৃঃ] একবর্ণচিত্র।—৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মিশর-দেবী ইসিস্—[৩৩৬পৃঃ]। এ বর্ণচিত্র।—৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিদাঘশশী—(চিত্র-শিল্পী লর্ড লেটন্)-[৪০৪ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। নিদাঘের অলস-মাধুর্য্যম চন্দ্রমণ্ডলে চিত্তবৃত্তিরূপিণী অপ্সরোগণ নিদ্রাভিভূতা!-৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সেণ্ট্ হিউবার্ট—বহুবর্ণচিত্র।—৪৪৮পৃঃ দ্রষ্টব্য

রাগ-রঙ্গ—বহুবর্ণচিত্র।—৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তরঙ্গ ভঙ্গে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল) বহুবর্ণ চিত্র। সমুদ্রবেলায় উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাজি আসিয়া আছাড়িয়া পড়ে, পরক্ষণেই যখন সেই ভগ্ন-তরঙ্গ-স্রোত সবেগে সমুদ্রাভিমুখী হয়, সেই টানের মুখে তিনখণ্ড-কাষ্ঠ-সমন্বয়ে-নির্ম্মিত-ভেলা ভাসাইয়া দিয়া সমুদ্রোপকূলবাসীরা খেলা করে! ইহাই চিত্রের বিষয়।

কুটীর দৃশ্য—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়) বহুবর্ণ চিত্র। কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাংশ—"উজল করিয়া আছে দূরে সেই—আমার কুটীর খানি"—ইহার ভাব লইয়াই এই চিত্রখানি পরিকল্পিত।

দৃষ্টি-বিভ্রম—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার গোস্বামী) বহুবর্ণ চিত্র। ষট্‌পদ তাড়াইবার ছলে শকুন্তলা অপাতঃ-দৃষ্টিতে দুষ্মন্তকে দর্শন করিতেছেন।

চতুর্থসংখ্যা—আশ্বিনে

কৈলাসে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) বহুবর্ণ চিত্র। হরপার্ব্বতী আসীন—দূরে নন্দী দণ্ডায়মান। পিতৃগৃহে গমনের কাল সমাগতপ্রায়, পার্ব্বতী তাই স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিতেছেন।

আরব-উপকূলে—(চিত্র-শিল্পী—আর্থার জি. বেল্) বিলাত হইতে আনীত এই চিত্রখানির শিল্পকুশলতা, বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলেই প্রতীত হইবে!

দাভিঞ্চীর চিত্রাবলী—বহুবর্ণ-চিত্র! কীর্ত্তিমান্ শিল্পী লিওনার্ডো দাভিঞ্চির—লুক্রেশিয়া ক্রির্ত্তোল মনালিসা, গিরিগুহা-সন্নিহিতা কুমারী এবং সুরা-দেবতা ব্যাকস্—এই চিত্রচতুষ্টয়ের বিবরণী বাগ্‌চী মহাশয়ের "প্রতীচ্য চিত্রপরিচয়"—প্রবন্ধে (৪৫৫ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য)।

মন্দিরে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল) বর্ণ চিত্র। মঠ প্রাঙ্গণে পূজা-নিরতা মধ-রমণীগণের এই খানিতে ব্রহ্মবাসিনীদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পূজা-প্রক্রিয়া র্শিত হইয়াছে।

ক্ষেপা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়) বহুবর্ণ চিত্র। চিত্রের পাদদেশে উদ্ধৃত রবিবাবুর কবিতাংশ হইতেই চিত্র খানি পরিকল্পিত।

সেণ্ট্ সিব্যাষ্টিয়ান্—বহুবর্ণ চিত্র। খৃষ্ট-শিষ্য সাধু সিব্যাষ্টিয়ান্‌কে তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী রাজাদেশে একটি বৃক্ষমূলে বাঁধিয়া শর-প্রয়োগে তাঁহাকে নিহত করা হয়। শরবিদ্ধ হইয়াও সাধুর মুখমণ্ডলে যাতনার ছায়াপাত মাত্রও হয় নাই—অনাবিল শান্তি এবং দৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাস-জ্যোতিতে তাঁহার মুখখানি উদ্ভাসিত!

পঞ্চম সংখ্যা—কার্ত্তিকে

প্রাবৃট—[৬১৫ পৃঃ]

গিরেণিতঙ্গে নরুতা বিভিন্ন—[৭০৫ পৃঃ]

বিগলিতঃকরুণা—[৭১৫ পৃঃ] এই তিন খানি একবর্ণ চিত্র শিল্পী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব্ব শিল্পোৎকর্ষ-সমন্বিত আলোক চিত্রণের প্রতিলিপি।

গঙ্গাবক্ষে—(চিত্রশিল্পী-শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী) [৬৭২ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। উদীয়মান আলোক-চিত্রণ-শিল্পী আর্য্যকুমারের ইহা আর একখানি শিল্পোৎকর্ষ-নিদর্শন।

অন্ধ মিল্টন্—(চিত্র-শিল্পী—মুন্‌কাক্সী) [৬১৭ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। ইহা সেই সর্ব্বজনবিদিত চিত্রের প্রতি-লিপি অন্ধমিল্টন্ মুখে মুখে তাঁহার কাব্য-রচনা করিয়া বলিতেছেন, আর কন্যারা লিখিয়া লইতেছে।

আরাধনা—(চিত্র-শিল্পী—এ. এচ. Schram) [৬৯৭ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। চিত্রখানির আর একটি নাম—'পুষ্পরাণী'; ফুল্লকুসুমপ্রিয় জাপ-ললনাগণ পুষ্প-সম্ভারে বুদ্ধদেব-মূর্ত্তির শৃঙ্গারবেশ রচনা করিতেছেন।

নব-বসন্ত—(চিত্র-শিল্পী এচ. জ্যাটাকা) [৭৩৮ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। ইহার অন্যতম নাম 'বাসন্তীস্বপ্ন'—মধুকালের মোহন সহচর—পুষ্প ও শাখী, পাখী আর ফুল্ল-মুখী ললনা, এই সকল চিত্রের সর্ব্বস্ব।

দিবাবসান—(চিত্র-শিল্পী—সি. জ্যাক্) [৭৬৯ পৃঃ] একবর্ণচিত্র। সন্ধ্যাকালে প্রতীচ্য-প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

গৃহে জাপানী-রমণী—(চিত্র শিল্পী—এ. এচ্. শ্রাম্) [৭৬০ পৃঃ]—একবর্ণচিত্র। নৃত্যপরা জাপরমণী সঙ্গিনীসমক্ষে বিলোল হাবভাবের পরীক্ষা দিতেছেন।

নিডিয়া—(চিত্র শিল্পী—এল্. ক্রসিও) [৭৬০ পৃঃ]—একবর্ণ চি । বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বুল্বর লিটন্, তৎপ্রণীত "Last days of Pompeii" নামধেয় উপন্যাসে যে অন্ধ ফুলওয়ালী "নিডিয়া"-চরিত্র শব্দচ্ছটায় অঙ্কিত করিয়াছেন, স্বনামধন্য শিল্পী ক্রসিও তুলিকাসাহায্যে তাহাই ফুটাইয়াছেন।

ভারতবর্ষ—(চিত্র-শিল্পী—পিঃ ঘোষ) বহু-বর্ণ চিত্র। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা যে সূচনা-সঙ্গীত গায়িয়া অন্তর্দ্ধান হয়েন, সেই সঙ্গীত-মূর্ত্তিমান্ করিবার প্রয়াসেই এই চিত্রখানি পরিকল্পিত।

বদ্রি-নারায়ণের পথে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীকণীভূষণ বাগ্‌চী) বহুবর্ণ চিত্র। শিল্পীর প্রত্যক্ষদৃষ্ট পার্ব্বত্য প্রদেশের যথাযথ চিত্র।

বিচার—প্রচলিত ধর্ম্মবিরোধী মতবাদ প্রচারাপরাধে যিশুখৃষ্ট বিচারার্থে মধ্যোপরি—পাইলট্-সমক্ষে আনীত।

রাজকুমারী পদ্মাবতী—(চিত্র-শিল্পী —শ্রীচারুচন্দ্র রায়) বহুবর্ণ চিত্র। "বেতাল-পঞ্চবিংশতি,"—প্রথম উপাখ্যানে বর্ণিত—"রাজকুমারী পদ্মাবতী, বজ্র-মুকুটকে নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া শিরঃস্থিত হস্তে লইলেন।"—এইটুকু লইয়াই চিত্রখানি পরিকল্পিত।

খুল্লনা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ) দ্বিবর্ণ চিত্র। স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা, দুর্গার অভিশাপে লক্ষপতি বণিকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন;—ইনিই খুল্লনা। ইঁহার সহিত ধনপতি সদাগরের বিবাহ হয়। ধনপতি বাণিজ্যার্থে বিদেশে গমন করিলে, খুল্লনা সপত্নীর হস্তে নিগৃহীতা হয়েন, সেই সময়ের অবস্থাই পরিকল্পিত হইয়াছে।

প্রসাধন—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার গোস্বামী) বহুবর্ণ চিত্র।—মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমনান্তে যখন দৈববাণীতে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন তাঁহাকে ভর্তৃসন্নিধানে পাঠাইবার উদ্‌যোগ করিলে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলার যথাসম্ভব বেশভূষাসমাধানে প্রবৃত্ত। চিত্রে, পুষ্পরচিত অলঙ্কারযোগে সেই প্রসাধন

ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনজনেরই মুখে চোখে সেই অবস্থাসম্ভব হাবভাব অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

বিভোরা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়) বহুবর্ণ চিত্র। চিত্রের পাদদেশে উদ্ধৃত রবিবাবুর কবিতাংশের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে কৃতযত্ন হইয়াছেন—আশাতীত সফলকামও হইয়াছেন।

ষষ্ঠ সংখ্যা—অগ্রহায়ণে

মেঘ ও রৌদ্র—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বল্লভ) একবর্ণ-চিত্র [৯১৫ পৃঃ]। ইহাও সেই আলোক চিত্রণে শিল্প-সমাবেশের অন্যতম নিদর্শন।

গোপা ও সিদ্ধার্থ—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীপ্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়) বহুবর্ণ-চিত্র। সিদ্ধার্থের মন যখন মুক্তির চিন্তায় অনুক্ষণ বিলোড়িত, সেই সময় একদা নিশাকালে গোপাকে বলিলেন, "প্রাণাধিকে! আমার আর কিছুতেই সুখ নাই, তুমি জীবনের মহাব্রতে আমার সহায় হও;—প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য কর।"—চিত্রে এই দৃশ্যটিই পরিকল্পিত হইয়াছে।

সমাধিপার্শ্বে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীশ্রীশচন্দ্র পালিত) বহুবর্ণ-চিত্র। ইহার মূল-চিত্রখানি মার্গারেট্ মারে কক্সালী কর্তৃক পরিকল্পিত, পালিত মহাশয় তাহার প্রতিলিপি মা অঙ্কন করিয়া বর্ণ-যোজনা করিয়াছেন। বিয়োগ-বিধুরা রমণীর মুখমণ্ডলের সকরুণ ভাব হৃদয় স্পর্শ করে।

লক্ষ্য-শিক্ষা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীশ্রীশচন্দ্র পালিত) বহুবর্ণ-চিত্র। বাল্মীকির নিকট কুশ ও লব ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

দাসবিপণি—(চিত্র-শিল্পী—এল, ক্রশিও) বহুবর্ণ-চিত্র। সাধারণ পণ্যের ন্যায় বিবস্ত্রবেশা সুন্দরী যুবতী বিক্রয়ার্থ পণ্য-বীথিকায় নীতা হইয়াছে। যুবতী লইয়া ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়াছে—র লজ্জায়, মর্ম্মপীড়ায় অন্তর্দাহে হেঁটমুণ্ডে অবস্থান করিতেছে।

নিশীথে সূর্য্যালোক—বহুবর্ণ-চি নরওয়ের নামই "LAND OF THE MIDNIGHT SU ইহার বিবরণ "নরওয়ে-ভ্রমণ" প্রবন্ধে [৯০৩ পৃঃ] দ্রষ্টব্য।

মুমূর্ষু দশরথ—(চিত্র শিল্পী—শ্রীভবানী লাহা) বহুবর্ণ-চিত্র। দশরথ মৃত্যুশয্যায়—কৈকেয়ী শ তলে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতেছেন, ইহাই চি পরিকল্পিত হইয়াছে। দশরথের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল —বদনমণ্ডলে মৃত্যুচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে—শিল্পী ভাবগুলি অতি পরিস্ফুটরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

উত্তরার্দ্ধ

প্রথম সংখ্যা—পৌষে

ম্যাডোনা—(তিশিয়ান্ অঙ্কিত) দুই খানি বহুবর্ণ চিত্র। এই দুই মাতৃ-মূর্ত্তির বিবরণ অধ্যাপক বাগ্‌চী মহাশয়ের "টিশিয়ান্" প্রবন্ধে [১০৭ পৃঃ] দ্রষ্টব্য।

সান্ত্বনা—(চিত্র শিল্পী—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়) বহুবর্ণ-চিত্র। বিরহিণী রাধিকাকে ব্যথার ব্যথী ব্রজগোপী সান্ত্বনা করিতেছেন। এক জনের মর্ম্মবেদনা যথার্থ সমব্যথী কতদূর অনুভব করেন, শিল্পী উভয়ের মুখ মণ্ডলে তাহা সুচারুরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

পার্শ্বনাথের শোভাযাত্রা—(চিত্র শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল) বহুবর্ণ-চিত্র। বড়বাজার হইতে রায় বদরীদাসের বাগানে কলিকাতার জৈন্য সম্প্রদায়ের দেবতা পরেশনাথের যে শোভাযাত্রা হয়, তাহারই একটি দৃশ্য।

উষা—(চিত্র-শিল্পী—বামড়াধিপতি সামন্তরাজ র সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব বাহাদুর-কর্ত্তৃক অঙ্কিত বহুবর্ণ-চি উষার অরুণ-কিরণ-সম্পাতে জলস্থলময়ী প্রকৃতি যে অ প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, রাজা বাহাদুর নিজ রচ তাহা বিশেষ কবিত্বব্যঞ্জকভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

বংশী-শিক্ষা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘো দ্বিবর্ণ-চিত্র। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীকে বংশীবাদন শিক্ষা দি —শিক্ষকের আগ্রহ তাঁহার মুখে স্পষ্টভাবে বিরাজ শিষ্যার মুখেও শিখিবার জন্য একটা আকুলতা পরি হইতেছে; দূরে—মাঠে—গোপাল চরিতেছে!

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশ ঘোষ) দ্বিবর্ণ-চিত্র। নিমাই, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করি

তাঁহার যুবতী পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া অহর্নিশ ানে—তন্ময়চিত্তে তদীয় পাদুকাযুগল-পূজা-নিরতা তন। এই পরিকল্পনা প্রকটনই চিত্রের উদ্দেশ্য।

তারবাহী—একবর্ণ-চিত্র। জনৈক ফরাশী শিল্পী অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অঙ্কিত এই চিত্র খানিতে কথন-নিরত সগর্দ্দভ দাক্ষিণাত্যের রজক এবং ভার- রজকিনীর আদর্শ প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাড়ী—এক- ত্র। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বোর্ড ডাইরেক্টর্স', যে বাড়ীতে সমবেত হইয়া ভারতের ালিক এবং পরবর্ত্তী ভাগ্য বিধান—পরিচালনা করি- এখানি তাহারই প্রতিকৃতি।

দ্বিতীয় সংখ্যা—মাঘে

হ-হীনা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গো-) বহুবর্ণ-চিত্র। সন্তানসন্ততি লইয়া রমণী পথে ছ! রমণীর মুখে যে দৈন্য, লজ্জা, সন্তাপ প্রকাশ ছে, তাহা নিরীক্ষণ করিলে বুঝি পাথরও ফাটিয়া —আর সন্তান দুইটি?—তাহারা চিন্তালেশ শূন্য ও যে ক্ষুধায় উৎপীড়িত, তাহা দেখিলেই বেশ স্পষ্টই য়। —সুদক্ষ শিল্পীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ধ্বজাস্বরূপ এই ানির আর বিশদ পরিচয় অনাবশ্যক।

ওথেলো—পূর্ব্বরাগ—বহুবর্ণ-চিত্র। মূর া স্বীয় বীরত্ব-কাহিনী বর্ণনা করিতেছে—ডেসডিমোনা ার্শ্বে বসিয়া তন্ময়-চিত্তে তাহাই শ্রবণ করিতেছে। বর্ণিত কাহিনী কত মনোহারী, বর্ণনা-প্রণালীও কেমনই র্যী, এবং বক্তার ভাষা ও ভাব কি অপরূপ বীরত্ব- ও আশ্চর্য্যজনক, তাহা শ্রোতৃদ্বয়ের বিস্ময়-বিহ্বল া দৃষ্টেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

নিধুবনে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) চি। বিরলে—বিজনে—বিপিনে রাধাকৃষ্ণ বিহার ছেন।—প্রেমানন্দে উভয়েই বিভোর শ্রীরাধিকা নৃত্য- কৃষ্ণচন্দ্রও তথৈবচ—উভয়েরই হাবভাবে—মুখেচোখে র অনাবিল হর্ষ পূর্ণ-প্রকটিত! শিল্পীর ইহাই কৃতিত্ব।

চন্দ্রাপীড় ও মহাশ্বেতা—(চিত্র-শিল্পী— ভূষণ বাগ্‌চী) বহুবর্ণ-চিত্র। যুবরাজ চন্দ্রাপীড় অনেক দেশ জয় করিয়া একদা মৃগয়ার্থ নির্গত হন এবং এক অদৃষ্টপূর্ব্ব কিন্নর-মিথুন দৃষ্টে, তাহাদিগের পশ্চাদনুধাবন করিয়া অবশেষে চন্দ্রপ্রভ পর্ব্বতের পাদদেশে স্থিত শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখেন—অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক কন্যা শঙ্খ-খণ্ডের মত অমলশুভ্র অঙ্গুলি দ্বারা বীণাবাদন পূর্ব্বক তান লয় বিশুদ্ধ মধুর স্বরে মহাদেব-স্তুতি গান করিতেছেন।

নারব-ভাষা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়) একবর্ণ চিত্র। এখানিও আলোক-চিত্রণে অপূর্ব্ব শিল্প-সমাবেশের অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শিল্পী, দুইটি মহারাষ্ট্রীয় যুবকযুবতীকে, যথাযথ pose দিয়া, এই চিত্রখানি তুলিয়াছেন।

ইংরাজ-রাজদূত শার্লি—(চিত্র-শিল্পী—তারুবী বেগ)—একবর্ণ চিত্র। ইংরাজরাজ ১৬২৭ পারস্য-সম্রাট্ শা আব্বাসের দরবারে 'শার্লি ব্রাদার্স'কে দূতরূপে প্রেরণ করেন। পারস্য রাজ-শিল্পী তুর্কী তারুবী বেগ তাহাদের যে চিত্র অঙ্কিত করেন, এখানি তাহারই অন্যতমের প্রতিলিপি। চিত্রখানি অতি প্রাচীন।

মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ) একবর্ণ চিত্র। চিত্রের পাদদেশে উদ্ধৃত কবিতাংশ পরিস্ফুট করণোদ্দেশেই চিত্রখানি পরিকল্পিত। কবিবর কুমুদরঞ্জনের কবিতা (৬১৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

রামমোহন-স্মৃতি-পুস্তকাগার—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল) একবর্ণ চিত্র। ৩০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় সংখ্যা—ফাল্গুনে

সঙ্কেত-বর্ত্তিকা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ) বহুবর্ণ-চিত্র। যুবতী, পিতৃবৈরী জনৈক যুবকের প্রতি আসক্তা—পিতা ঝালিম সিংহ কিন্তু অপরের সহিত বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প। প্রণয়পাত্রের আগমন প্রতীক্ষায় বালা প্রতি রাত্রে উৎকণ্ঠাবসন্ন হৃদয়ে একটি সঙ্কেত-বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া নিশাযাপন করিতেছেন!

রোমিও-জুলিয়েট্—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) বহুবর্ণ-চিত্র। ভাবব্যঞ্জকতার ও বর্ণসম্পদে চিত্র খানি অপূর্ব্ব। ইহার মূল চিত্রের অধিকারী কলিকাতা—জোড়াসাঁকো নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল।

দেবীবারে-সন্ধ্যা—(শ্রীযুক্ত বামড়াধিপতি

সামন্তরাজ সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব বাহাদুর-কর্ত্তৃক অঙ্কিত) বহুবর্ণ-চিত্র। "উষা" পরিকল্পনায় যে কৃতিত্ব সূচিত, "সন্ধ্যা"য় তাহার পূর্ণ পরিণতি !

কপাল-কুণ্ডলা—(চিত্র-শিল্পী শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ) দ্বিবর্ণ-চিত্র। প্রথম সাক্ষাৎকালে উভয়ের সাশ্চর্য্য ভাব এবং পারিপার্শ্বিক দৃশ্যচয়, ঠিক বর্ণনার অনুরূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

চতুর্থ সংখ্যা—চৈত্রে

কিসা-গোতমী—(চিত্র-শিল্পী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে) বহুবর্ণ-চিত্র। "THE INDIAN SOCIETY OF ORIENTAL ART" প্রদর্শনীর সপ্তম অধিবেশনে যে সকল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, এখানি তাহারই অন্যতম। চিত্রের বিষয়টি শ্রদ্ধেয় কবি করুণানিধান "জীবন-ভিক্ষা" কবিতায় [৪৬৭ পৃঃ] বিশদভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

ভাস্কর-মন্দির—(চিত্র-শিল্পী-আল্‌মা ট্যাডিমা) বহুবর্ণ-চিত্র। গুরু, স্বীয় শিল্পশালায় সমাগত শিষ্যবর্গকে ভাস্কর্য্য-শিক্ষা দিতেছেন, গৃহভিত্তিতে সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ—নানা শিল্প-নিদর্শন সুসজ্জিত। গুরুর মুখমণ্ডলে পদোচিত গাম্ভীর্য্য এবং শিষ্যগণের বদনে ঐকান্তিক আগ্রহ ও একনিষ্ঠা প্রকটনই চিত্র-খানির বিশেষত্ব !

ওফেলিয়া—(চিত্র শিল্পী স্যর্‌জন্ এভরেট্ মিলে) বহুবর্ণ-চিত্র। 'হ্যাম্‌লেটে'র প্রণয়পাত্রী 'ওফেলিয়া' প্রত্যাখ্যাতা হইয়া নিরাশ প্রেমভরে সরোবরে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। সলিল-শয্যা-শায়িতা প্রেমবিড়ম্বিতা শবমুখেও নৈরাশ্যের ও কাতরতার পূর্ণ অভিব্যক্তি বিরাজমান !

সান্ধ্যসূর্য্য—বহুবর্ণ-চিত্র। নরওয়ের সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের দৃশ্য। "নরওয়ে-ভ্রমণ" [৮৭৭ পৃঃ] প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম সংখ্যা—১৩২১—বৈশাখে

জগদ্ধাত্রী—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) বহুবর্ণ চিত্র। "সিংহবাহিনী" রূপে।—উজ্জ্বল বর্ণরাজির সুকৌশল বিন্যাসে চিত্রখানি অমিত গৌরবময়ী !

আব্দার—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীবিপিনচন্দ্র দে) বহুবর্ণ চিত্র। শিল্পী শিক্ষানবিশ—কিন্তু এই পরিকল্পনাটিতে নূতনত্ব এবং মূর্ত্তিগুলিতে ভাব-সমন্বয় আছে।

শ্রীশ্রী মহাপ্রভু—(চিত্র শিল্পী—শ্রীশ্রীশচন্দ্র গা বহুবর্ণ চিত্র। নদীকূলাবস্থিত তরুমূলে ধ্যাননিবিষ্ট চৈ দেবের মুখে যে দিব্যপ্রভা বিকশিত—যে অনবদ্য বিরাজিত—তৎসমাবেশেই শিল্পীর অমিত নৈপুণ্য।

নূর-মহাল্—(চিত্র-শিল্পী—ফ্রেড্‌রিক্ গুড্ বহুবর্ণ চিত্র। রঙ্গমহালের শিরোভূষণ বেগম-সা নবপ্রসূত-শিশু, সম্রাটান্তঃপুরে নবজ্যোতি বি করিয়াছে ! প্রসূতি, আলস্যে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, গর্ব্বো অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শিশুকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কাফ্রী পারাবত দেখাইয়া শিশুকে "খেলা দিতেছে" !

ষষ্ঠ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠে

জয়দেব—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার গোস্ব বহুবর্ণ চিত্র। কবি করুণার গাথা (১০৫ পৃঃ) প চিত্রের পরিকল্পনা ও ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মন্মথ-মন্দিরে সাইকী—(চিত্র-শিল্প স্যার্ ই, জে, ওয়েণ্টার্) বহুবর্ণ চিত্র। প্রণয়-বিড়ম্বি সাইকী 'ডায়ানা'র মন্দিরে অজ্ঞাতবাসকালে একদিন নিশ্চ ভাবে পদচারণা করিতেছেন, সময়ে একটি প্রজাপতি আ তাঁহার করস্থিত পল্লবে বসিতেছে ;—ইহাই চিত্রের বিষয়

পার-যাত্রী—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রা —বহুবর্ণ চিত্র। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বৃদ্ধ পার-যাত্রী ঘা আসিয়া দেখে যে, খেয়ার নৌকা চলিয়া গিয়াছে !—চি বৃদ্ধের মুখের সে সময়ের কাতর—নিরাশ ভাব যেরূ পরিব্যক্ত হইয়াছে, দেখিলেই প্রাণ আকুল হইয়া উঠে !

গৃহ-লক্ষ্মী—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীশারদাচরণ উকী বহুবর্ণ চিত্র। পুরাঙ্গনা সন্ধ্যাসমাগমে ঘরে দ্বারে ধূপ দি চলিয়াছেন।—ধূপবাহিকার মুখমণ্ডল, ধূপাগ্নি-আভ উদ্ভাসিত হইয়া, কি পবিত্রতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরি দিতেছে !

শ্রীনসীরাম চিত্রগুপ্ত

13

মাসপঞ্জী

(চৈত্র)

মাদ্রাজের পব্‌লিক্ প্রসিকিউটর্ মিঃ জন্ আডামের মৃত্যু হয়।
ক্রিমিয়া ভেটারন্" জেনারেল ব্রাড্‌ফোর্ড ইহলোক ত্যাগ করেন।
দিল্লীতে লেডীহার্ডিঞ্জ মহোদয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক মেডি-
ল কলেজের ভিত্তি স্থাপনা করেন।
ীশূরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান জজ মিঃ প্লুমারের মৃত্যু হয়।
'-'গার্জ্জিয়ান্' প্রভৃতির পরিচালক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয়
ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কর্ম্মাটারে মৃত্যু হয়।
টনা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।
পূর্ব্ব "প্রতিবাসী"র অন্যতম পরিচালক ও "বঙ্গবাসী" কলেজের
সার শশিভূষণ সরকার ইহলোক ত্যাগ করেন।
বায়ের "কটন্ গ্রীনে" আগুন লাগিয়া প্রায় এক কোটী টাকার
নষ্ট হইয়া যায়।
, এ, গর্ডন ("মিউটিনি ভেটারন্")এর মৃত্যু হয়।
ীর্ত্তনীয়া রসিক চন্দ্র দাস বৈরাগীর মৃত্যু হয়।
খ্যাত ফরাসী কবি এফ. মিস্‌ট্রালের মৃত্যু হয়।
ণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের মৃত্যু হয়।
লিকাতায় বিজ্ঞানকলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়।
লিকাতার ঘোড়ার ডাক্তার" স্পুনার হার্টের মৃত্যু হয়।
লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন, মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত
তোষের বিদায় এবং তৎস্থলে শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারীর দুই
রর জন্য ভাইস্-চেন্‌সেলার নিয়োগ হয়।
ীপুরে এক "কোঅপারেটীভ্ কন্‌ফারেসন্" বসে। শ্রীব্যোম
চক্রবর্ত্তী সভাপতি ছিলেন।
র্ণেল সিলি পদত্যাগ করেন ও মিঃ এসকুইথ্ 'সেক্রেটারী অফ্
' নিযুক্ত হ'ন।
খ্যাত চিত্রকর স্যর্ হার্ব্বার্ট ভন্ হার্ কোমারের মৃত্যু হয়।
র্ণেল্ গোয়েথালস্ পানামা "জোনের" শাসনকর্ত্তা হইলেন।
খ্যাত জার্ম্মান ঔপন্যাসিক পল্ হেসীর মৃত্যু হয়।
বেঙ্গল মেডিকেল বিল্ পাস হয়।
ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হয়।

২২এ—বিখ্যাত মার্কিন ধনকুবের এফ্ ও এ আর হসারের মৃত্যু হয়।
২৩এ—স্যর্ ফজিলভয় করিমভয় বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল সভাপতি হন।
২৪এ—বিডন্ ষ্ট্রীট্ নিবাসী স্মার্ত্ত পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্নের মৃত্যু হয়।
২৫এ—ইন্সপেক্টার নৃপেন্দ্র ঘোষকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত নির্ম্মলকান্ত রায় হাইকোর্টের বিচারে খালাস্ পায়।
২৬এ—"এড়ুকেশনিষ্ট" মিস্ লিলা ষ্ট্রংএর মৃত্যু হয়।
২৭এ—লক্ষ্ণৌতে ব্রাহ্ম "নববিধান কন্‌ভেন্‌শনের" অধিবেশন হয়। মহারাণী সুনীতি দেবী সভাপতি ছিলেন।
„—বাঁকিপুরে "বেহার প্রভিন্‌সিয়াল কন্‌ফারেন্সের" অধিবেশন হয়। মাননীয় ব্রজকিশোর প্রসাদ সভাপতি ছিলেন।
„—কলিকাতায় "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের" সপ্তম অধিবেশন হয়। শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাপতি ছিলেন।
২৮এ—কলিকাতায় "অল্ বেঙ্গল্ মোক্তার্স কনফারেন্সের" অধিবেশন হয়।—শ্রীরাসবেহারী সেন সভাপতি ছিলেন।
„—জাপানের ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের বিধবা রাণীর মৃত্যু হয়।
„—বাঁকিপুরে "বেহার ইন্‌ডষ্ট্রীয়াল্ কন্‌ফারেন্স" হয়। রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ সভাপতি ছিলেন।
„—লাহোরে "অল ইণ্ডিয়া ক্ষেত্রী কনফারেন্সের" অধিবেশন হয়। বাবা গুরুবকস্ সিং বেদী সভাপতি ছিলেন।
„—কুমিল্লায় "বেঙ্গল প্রভিন্‌শিয়াল্ কনফারেন্সের" অধিবেশন হয়। শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতি ছিলেন।
„—ঢাকায় "বেঙ্গল মহমেডান্ এডুকেশন্ কন্‌ফারেন্সের" অধিবেশন হয়। নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী সভাপতি ছিলেন।
„—পাথানকোটে, রাজপুত প্রান্তিক, সভার অধিবেশন হয়। ঠাকুর উদয় বীরসিংহ সভাপতি ছিলেন।
২৯এ—এলাহাবাদে "অল-ইণ্ডিয়া কায়স্থ কন্‌ফারেন্সের" অধিবেশন হয়। দিনাজপুরের মহারাজা সভাপতি ছিলেন।
৩০এ—"ঢাকা মোসলেম লিগের" অধিবেশন হয়। মাননীয় মৌলভী ফজলল্ হক সভাপতি ছিলেন।
„—কুমিল্লায় "বেঙ্গল সোসিয়াল কন্‌ফারেনসে"র অধিবেশন হয়।

সাহিত্য-সংবাদ

দ্বিতীয়বর্ষে, যাঁহারা আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে 'ভারতবর্ষে'র অগ্রিমমূল্য জমা দিবে ৬৲ টাকা স্থলে ৫৲ টাকায় পাইবেন। বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনের ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন।

'বড়দিদি' প্রভৃতি উপন্যাস-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎকৃষ্ট উপন্যাস 'বিরাজ বৌ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নূতন নাটক 'নিয়তি' প্রকাশিত হইয়াছে এবং উক্ত পুস্তক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতেছে। মূল্য আট আনা মাত্র।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া মাসিকপত্রাদিতে যে সমস্ত ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, সেগুলি 'গুচ্ছ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'গুচ্ছে' অপূর্ব্ব প্রকাশিত দুই তিনটি গল্পও আছে। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য দেড় টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গল্পলেখক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের 'রূপসী বোম্বেটে' নামক ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আরও একখানি গল্পপুস্তক যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 'রূপসী বোম্বেটে'র মূল্য বার আনা মাত্র।

সুলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; একখানির নাম 'গল্পের তুফান', মূল্য আট আনা; অপর খানির নাম 'আক্কেল গুড়ুম' (প্রহসন) মূল্য চারি আনা মাত্র।

সুলেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল সাধু মহাশয়ের 'অবকাশ-কাহিনী' নামক সংগ্রহপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশেই সুন্দর হইয়াছে। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ দত্ত মহাশয় 'যোগবল' নামে এ প্রকাশিত করিয়াছেন। এখানির মূল্য বার আনা।

যশোহর নড়ালের উকিল শ্রীযুক্ত হীরালাল ভট্ট 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাসে'র প্রথমখণ্ড প্রকাশিত বিস্তৃত ইতিহাসখানি তিন চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। প্র বার আনা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্ 'রমাসুন্দরী' নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ, শী হইবে।

সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়ের 'পর্ণপুট' ন সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে কএকটি অপূর্ব্বপ্রকা আছে।

সুলেখক শ্রীযুক্ত সেখ ফজলল করিম-প্রণীত 'লয়লা উৎকৃষ্ট গল্পপুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ; জ্যৈষ্ঠ মাসের সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

বরিশাল শাখা-সাহিত্য-পরিষদে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া 'সেবা' (দ্বিতীয়খণ্ড খানি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন প "ক্ষত্রবীর" জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
201, Cornwallis Street
CALCUTTA.

Printer—Behary Lall Nath,
The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, Calc